পাষ্টর এস, এ, পলাশ

সম্পাদিত

অধ্যয়নের গভীরতায়

গীতসংহিতা

ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (আইবিসি) এবং বিব্লিক্যাল এইড্‌স ফর চার্চেস এন্ড ইনস্টিটিউশন্স ইন বাংলাদেশ (বাচিব)

অধ্যয়নের গভীরতায় গীতসংহিতা

In-depth Study of the book of Psalms

প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০১৯

First Publication, November 2019

প্রথম সংস্করণ, ১০০০ কপি

First Print, 1000 copies

প্রচ্ছদ ডিজাইনার: রূত শালোমী

Cover Designer : Ruth Salome

Copyright © BACIB & ICB, 2019

প্রকাশক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

This edition of the publication has been made possible with the help of The DCB Foundation, Inc. 4710 W. Fremont Ct. Littleton, CO 80128 (303) 972-2940, USA.

এই পুস্তকে পবিত্র বাইবেলের যে সব পদ ব্যবহার করা হয়েছে তা বাচিব কর্তৃক প্রকাশিত "নিউ কেরী ভার্সন" থেকে নেওয়া হয়েছে।

বইটির মূল্য ৫০০.০০ টাকা মাত্র

প্রাপ্তি স্থান: বাচিব, আইবিসি ও আইএফবি অফিস

Published By:
International Bible Church (IBC) & Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB)
House # 12, Road # 4, Sector # 7,
Uttara, Dhaka - 1230, Bangladesh.
Email: bacib123@yahoo.com
Phone: +88 01714075742

৩

গীতসংহিতা পুস্তকের ভূমিকা

লেখক ও নামকরণ

গীতসংহিতা পুস্তকটিতে বিশ্বাসীদের জন্য পবিত্র শাস্ত্রের খুব প্রিয় কিছু অংশ রয়েছে। গীতসংহিতা পুস্তকটি ১৫০টি গীতের বা গীত-গানের একটি সঙ্কলন যেখানে বিভিন্ন ধরনের আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে, যেমন: ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি, পাপের কারণে দুঃখবোধ, চরম দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থাতেও ঈশ্বরের উপরে নির্ভরতা, ভয় ও আস্থার সংঘাত, চারপাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হলেও ঈশ্বরের সাথে পথ চলা, ঈশ্বরের প্রতিপালনের জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা, ঈশ্বরের বাক্যে অবধান এবং এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হওয়ার মাধ্যমে বিজয় অর্জনের প্রতি তীব্র আত্মবিশ্বাস।

গীতসংহিতার ইংরেজী শিরোনাম সাম (Psalms) নামটি এসেছে গ্রীক শব্দ psalmos থেকে, যার হিব্রু অনুবাদ করা হয়েছে mizmor, অর্থাৎ "গীত" বা গান। গীতসংহিতার বেশ কিছু অধ্যায়ের শিরোনামের এই গীত শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে (যেমন গীত ৩ অধ্যায়)। নতুন নিয়মের যুগে পুস্তকটির গ্রীক নাম প্রতিষ্ঠিত হয় (লূক ২০:৪২; প্রেরিত ১:২০)। এই পুস্তকটির হিব্রু নাম হচ্ছে তেহিলিম (Tehillim), বা "প্রশংসা," যার মধ্য দিয়ে বোঝা যায় যে, গীতসংহিতায় সঙ্কলিত গীতগুলো মূলত উপাসনার সময়ে ঈশ্বরের প্রতি প্রশংসা ও গৌরব ঘোষণা করার জন্য গাওয়া হত।

বিষয়বস্তু

গীতসংহিতার হিব্রু নাম তেহিলিম বা "প্রশংসা" মূলত পুস্তকটির মূল বিষয়বস্তুকেই প্রকাশ করে। আজকের দিনেও ঈশ্বরের প্রতি প্রশংসা জ্ঞাপন এবং উপাসনায় গীতসংহিতা ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। তবে গীতসংহিতার প্রত্যেকটি পদই গভীর ও নিগূঢ় শিক্ষা বহন করে। সমৃদ্ধি ও সুখী জীবন যাপনকারী মানুষের কণ্ঠস্বর থেকে শুরু করে দুঃখী ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের ক্রন্দন, তীব্র একাকিত্বে ভুগতে থাকা ব্যক্তির হাহাকার – সব কিছুর মধ্যেই যেন ঈশ্বরের প্রতি প্রশংসা জ্ঞাপন ও তাঁর কর্তৃত্ব স্বীকার এবং সেই সাথে তাঁর উপাসনায় সামিল হওয়ার আহ্বান প্রত্যেকটি গীতে ফুটে উঠেছে।

লেখকত্ব, উপলক্ষ্য ও সময়কাল

বেশ কয়েকটি গীতের শিরোনাম রয়েছে (যেমন, গীত ৩ ও ৪)। এই শিরোনামগুলোতে রয়েছে গীত গাওয়ার ভঙ্গি বা সুর সম্পর্কিত নির্দেশনা, বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ এবং অনেক ক্ষেত্রে গীতটির মূল লেখকের পরিচয়। হিব্রু ভাষায় "এর" শব্দটি (যেমন "দায়ূদ এর") বলতে গীতসংহিতায় বোঝানো হয়েছে গীতটি নাম উল্লেখিত ব্যক্তি কর্তৃক রচিত হয়েছে, বা তাঁর সম্পর্কে রচনা করা হয়েছে (গীত ৭২ পদের নোট দেখুন)। আবার অনেক ক্ষেত্রে একই শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে যিনি গীতটি সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন তার নাম। "দায়ূদের গীত" কথাটি দিয়ে (গীত ৩) স্বাভাবিক অর্থে দায়ূদের দ্বারা রচিত

গীত বলেই ধরে নেওয়া যায়, কারণ আমরা জানি গীতসংহিতার অধিকাংশ গীত তিনিই রচনা করেছেন। নতুন নিয়মের অনেক পদে এর নিশ্চয়তা পাওয়া যায় (যেমন মার্ক ১২:৩৬; প্রেরিত ২:২৫; রোমীয় ৪:৬; ১১:৯)। এর উপর ভিত্তি করে "দায়ূদের গীত" কথাটির মত (যেমন গীত ১১) অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই প্রকাশভঙ্গির মধ্য দিয়ে রচয়িতাকে বোঝানো হয়েছে বলেই ধরে নেওয়া হয়ে থাকে।

এভাবে লেখকত্ব নির্ধারণ করার কারণে অধিকাংশ গীতের রচয়িতা হিসেবে দায়ূদকেই চিহ্নিত করা যায়: ৭৩টি গীতের লেখক হিসেবে তাঁর নাম পাওয়া যায় এবং নতুন নিয়মে গীতসংহিতার আরও দুটি গীতকে দায়ূদের রচিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে (প্রেরিত ৪:২৫ পদে গীত ২ অধ্যায় এবং ইব্রীয় ৪:৭ পদে গীত ৯৫ অধ্যায়)। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে রয়েছে কোরহের সন্তানেরা (১১টি গীত), আসফ (১২টি গীত), শলোমন (সম্ভবত ২টি গীত), এবং মোশি (১টি গীত)। অন্যান্য গীতগুলোর রচয়িতাদের সনাক্ত করা সম্ভব হয় নি।

পবিত্র বাইবেলের সামগ্রিক সাক্ষ্যের মধ্য দিয়ে গীতসংহিতার প্রধান রচয়িতা হিসেবে দায়ূদের লেখকত্ব সমর্থন পায়। রাজা দায়ূদ "বীণা বাজানোয় সুপারদর্শী ছিলেন" (১ শমূয়েল ১৬:১৬-২৩) এবং তিনি অত্যন্ত সফল একজন গীতিকার ছিলেন (২ শমূয়েল ১:১৭-২৭; ২২:১–২৩:৭)। সারা ইস্রায়েলের "সবচেয়ে সুমিষ্ট গীত রচয়িতা" সকলেই তাঁর প্রশংসা করতো (২ শমূয়েল ২৩:১), যে কারণে ইস্রায়েল জাতির উপাসনার নিয়ম স্থির করার ক্ষেত্রে ১ বংশাবলী পুস্তকে তাঁর কেন্দ্রীয় ভূমিকা নিতে দেখা যায় (যেমন ১ বংশাবলি ১৬:৪-৭, ৩৭-৪২; ২৩:২-৬; ২৫:১-৭)। মন্দিরে কোরহের সন্তানেরা পরিচর্যা কাজ করতেন (১ বংশাবলি ৯:১৯) এবং তাদের সাথে আসফ ছিলেন "সদাপ্রভুর গৃহের প্রশংসা গীত পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি" (১ বংশাবলি ৬:৩১)। (এছাড়া এটিও ধারণা করা যায় যে, এই দুটি নামে মন্দিরে দুটি প্রধান প্রশংসা গীতের দল ছিল)। রাজা শলোমন তাঁর জ্ঞানের জন্য সুবিখ্যাত ছিলেন, কিন্তু তিনিও গীত রচনা করেছিলেন (১ রাজাবলি ৪:৩২), যার মধ্যে রয়েছে গীতসংহিতার দুটি গীত (গীত ১২৭ এবং সম্ভবত গীত ৭২)। মোশির গীতটি ব্যবহৃত হত সমবেত জনতার কণ্ঠে গাওয়ার জন্য (যাত্রা ১৫:১-১৮; দ্বিতীয় বিবরণ ৩১:৩০–৩২:৪৪; এর সাথে দেখুন ৩৩:১-২৯)।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি এই সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হয়েছিলেন যে, গীতসংহিতার গীতগুলোর শিরোনামের খুব কমই তাৎপর্য রয়েছে বা কোন কোন ক্ষেত্রে নেই বললেই চলে। তাদের এই ধারণার পেছনে যুক্তি ছিল এই যে, শিরোনামগুলো যে ধরনের শব্দ বা শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করা হয়েছে তা পবিত্র বাইবেলে ব্যবহৃত প্রমিত হিব্রু ভাষা নয়, বরং পরবর্তী সময়ে ব্যবহৃত হিব্রু বা অরামিক ভাষা। কাজেই তারা বলতে চান যে, বর্তমান গীতসংহিতাটি মূলত খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর মাত্র কিছু দিন আগে সঙ্কলিত হয়েছে। কিন্তু তৎকালীন মধ্য প্রাচ্যের প্রাচীন কিছু রচনা সম্প্রতি আবিষ্কৃত হওয়ার কারণে হিব্রু ভাষার পূর্ণ ইতিহাস এবং প্রাচীন ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে জানার পথ সুগম হয়েছে।

সে কারণে পুস্তকটি রচনার সময়কাল নির্ধারণ করাটা বেশ দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিই এখন মনে করেন বেশ কিছু গীত ব্যাবিলনের বন্দীদশার আগেই লেখা হয়েছে। গীতের শিরোনাম হিসেবে লেখকের নাম উল্লেখ থাকার পাশাপাশি আরও অনেক বিষয়ের কারণে এ কথা ভাবাটা যুক্তিসঙ্গত যে, এই শিরোনামগুলোর অবশ্যই বিশেষ মূল্য রয়েছে। নতুন নিয়মের রচয়িতাগণ দায়ূদকে এক বাক্যে গীতসংহিতার রচয়িতা হিসেবে মেনে নিয়েছেন (যেমন মার্ক ১২:৩৬; প্রেরিত ১:১৬; ২:২৫; রোমীয় ৪:৬; ১১:৯) এবং কোন কোন সময় কোন একটি কাহিনীর মুখপাত্র দায়ূদের লেখকত্বকে তার প্রধান বিষয়বস্তু হিসেবে তুলে ধরেছেন (যেমন লূক ২০:৪২; প্রেরিত ২:২৯,৩৪; ১৩:৩৬-৩৯)।

দায়ূদ কর্তৃক রচিত ১৪টি গীতের শিরোনামে লেখকের নাম ছাড়াও আরও তথ্য রয়েছে, যেখানে প্রতেক্যটি গীতকে দায়ূদের জীবনের কোন একটি বিশেষ ঘটনার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। অনেক সময় বলা হয়ে থাকে যে, এই কথাগুলো পরবর্তীতে গীতগুলোর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে, যেহেতু এই বর্ণনাগুলো তৃতীয় কোন ব্যক্তির কথন অনুসারে সংযুক্ত করা হয়েছে (কারণ প্রত্যেকটি গীত গায়কের নিজস্ব কাহিনীর আকারে বর্ণিত হয়েছে)। অনেকে এই ভেবে অবাক হন যে, এ ধরনের একটি নিখুঁত সাহিত্যকর্ম (যেমন গীত ৩৪ অধ্যায়) আসলেই শিরোনামের উল্লিখিত পরিস্থিতির মধ্যে রচনা করা সম্ভব কি না। এর উত্তরে বলা যায় যে, একজন লেখক যে নিজের সম্পর্কে তৃতীয় ব্যক্তির আদলে গীতের ভূমিকাটি তৈরি করতে পারবেন না এমন কোন কথা নেই (যেমন যিশাইয় ২০:২; যিরমিয় ২০:১-২; ২১:১-৩; ২৬:১-২৪; হোশেয় ১:২-৬; ইত্যাদি)। তাছাড়া শিরোনাম থেকে এটা প্রতীয়মান হয় না যে, উক্ত ঘটনা চলাকালেই দায়ূদ গীতটি রচনা করেছিলেন। তবে দুটি গীতের শিরোনামকে কিছুতেই ১ বা ২ শমূয়েলের কোন ঘটনার সাথে মেলানো যায় না, এ বিষয়টি এ ধারণাকে সমর্থন করে না যে, পরবর্তী সময়ে একজন সম্পাদক পবিত্র শাস্ত্রের সমস্ত ঘটনাবলী চুলচেরা বিশ্লেষণ করে গীতগুলোর শিরোনাম লিখেছেন। সব শেষে, এই ঐতিহাসিক তথ্য অনেক সময় গীতসংহিতার অর্থ ব্যাখ্যা এবং তা আমাদের জীবনে কিভাবে প্রয়োগ করা প্রয়োজন সে প্রসঙ্গে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। এ কারণে গীতসংহিতার নোটসমূহে এই তথ্যগুলো খুবই সহায়ক হয়েছে।

আপাতদৃষ্টিতে মাত্র কয়েকটি গীত আসলে বিশেষ কিছু উপলক্ষ্যের জন্যই লেখা রয়েছে এবং কিছু বিশেষ বিষয়ের মধ্য দিয়ে এদের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়েছে (যেমন গীত ২৪; ৬৮; ১১৮)। সম্ভবত মূল ঘটনার সাথে বিশেষ কোন উৎসবের ঘটনা যুক্ত করার জন্য এই গীতগুলো রচিত রয়েছে। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি এই নিয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন যে, লেবীয় পুস্তকে লিটার্জির যে দিনপঞ্জি পাওয়া যায় তা আসলে অনেক পরবর্তী সময়ের উদ্ভাবন এবং ইস্রায়েল জাতির শুরুর সময়ের দিকে (যখন কিছু কিছু গীত রচিত হয়ে গেছে) বিভিন্ন বার্ষিক উৎসবের আয়োজন করা হত যেগুলো অন্যান্য সংস্কৃতিতেও প্রচলিত ছিল। এ কারণে তারা এই বিশেষ প্রতীকী উৎসবগুলোর সাথে কিছু গীতকে সংযুক্ত করেছিলেন। এভাবে গীত তৈরি করার এ ধরনের ঘটনা প্রকৃতপক্ষে খুব দুর্লভ এবং আজকের দিনে অনেকেই পবিত্র বাইবেলের বিভিন্ন উৎসবের সাথে বিভিন্ন গীতকে মেলানোর চেষ্টা করেন।

তবে এর একটি সমস্যা হচ্ছে, কিভাবে উপাসনা করা হত সে ব্যাপারে বহুল বিস্তারিত বর্ণনা পুরাতন নিয়মেই নেই। উৎসবের পাশাপাশি লেবীয় ২৩:৩ পদে সাপ্তাহিক বিশ্রামবার বা শাব্বাথের দিনকে "পবিত্র মিলন-সভার দিন" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি অস্পষ্ট যে, একটি গ্রামে প্রতি সপ্তাহে আসলে ঠিক কি ধরনের সমাবেশের আয়োজন করা হত, কিন্তু এটি নিশ্চিত যে, তা উপাসনার আকারেই করা হত। এ কারণে গীতসংহিতার বেশ কিছু গীত যেমন বিশেষ কোন দিবসের জন্য বা উৎসবের জন্য উৎসর্গীকৃত ছিল (যেমন গীত ৬৫ অধ্যায়টি হচ্ছে ফসল উত্তোলনের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন স্বরূপ প্রশংসা গীত), সেই সাথে এই বিষয়টিও পরিষ্কার হয়েছে যে, অনেক গীতই সারা বছর গাওয়ার মত উপযোগী ছিল এবং তা প্রয়োজন অনুসারে যে কোন ক্ষেত্রে গাওয়া যেত। গীত ৯২ অধ্যায়টি নিঃসন্দেহে সাপ্তাহিক বিশ্রামবারের উপাসনার জন্য রচিত হয়েছিল।

একক গীতগুলো ইস্রায়েলের ইতিহাসের বিভিন্ন সময়কাল থেকে আহরিত হয়েছে: মোশির সময়ে (খ্রীষ্টপূর্ব ১৫তম বা ১৩তম শতাব্দী) থেকে শুরু করে দায়ূদ ও শলোমনের সময়কাল (১০ম শতাব্দী) এবং বন্দীদশা ও তার পরবর্তী সময়কাল (যেমন গীত ১৩৭ অধ্যায়)। বেশ কয়েকটি বিষয় পরিষ্কারভাবে এ কথা প্রকাশ করে যে, আজকে আমরা যে গীতসংহিতা দেখতে পাই তা আসলে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করা গীতের সঙ্কলন। এই বিবেচ্য বিষয়গুলো হচ্ছে: গীতসংহিতাকে পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত করা এবং সেই সাথে এর ভেতরে আরও ছোট ছোট দলে ভাগ করা, যেমন গীত ১-২; ১১৩-১১৮ (মিসরীয় হাল্লেল; গীত ১১৩-১১৮ পদের নোট দেখুন); গীত ১২০-১৩৪) (আরোহণ সঙ্গীত); এবং গীত ১৪৬-১৫০ পদের সর্বশেষ হাল্লেলুইয়া (গীতসংহিতার কাঠামো নিয়ে আলোচনা দেখুন)। প্রায় সম্পূর্ণ সদৃশ গীত ১৪ ও ৫৩ অধ্যায়ের সহাবস্থান। ৭২:২০ পদে দায়ূদের প্রার্থনা শেষ হওয়ার ঘোষণা (যদিও এর পরে দায়ূদ রচিত আরও অনেক গীত রয়েছে)।

গীতসংহিতাকে বর্তমান সঙ্কলিত রূপ দান করতে গিয়ে সংগ্রাহকেরা ঠিক কি ধরনের সম্পাদনা কৌশল অবলম্বন করেছেন সেটা বলা মুশকিল। অনুলিপি ও সঙ্কলনের প্রচলিত পদ্ধতিগুলোর মধ্য দিয়ে কিছু ছোট ছোট বিষয় সংযুক্ত করা হয়েছে, যেমন বানান ও ব্যাকরণগত সংশোধন এবং স্থানের নাম সংশোধন। যদি গীতসংহিতার লেখকরা সত্যিই শতভাগ আত্মিক অনুপ্রেরণায় চালিত হয়ে থাকেন (১ বংশাবলি ২৫:১-৫ পদে গীত-সংহিতার কিছু কিছু লেখককে "ভবিষৎ বক্তা" বা "ভাববাদী" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে), সেক্ষেত্রে সম্পাদকেরা নিশ্চয়ই তাদের আওতার বাইরে চলে যাবেন না। সম্ভবত অনেক গীতই ব্যক্তিগত কবিতার ভাবধারা নিয়ে শুরু করা হয়েছে, যা পরবর্তীতে উপাসনার সমাবেশে গাওয়ার জন্য সঙ্কলিত হয়েছে (যেমন গীত ৫১ অধ্যায়ের নোট দেখুন), সম্ভবত মূল লেখকও অনেক সময় তা-ই করেছেন। এটাও সম্ভব যে, কিছু কিছু গীত একটির সাথে আরেকটি সংযোগ নিয়ে পূর্ণ রূপ দান করা হয়েছে (যেমন গীত ১০৮ অধ্যায়)। কিন্তু যারা বিশ্বস্ত থাকতে চান তাদের জন্য বলতে চাই, আজকের দিনের গীতসংহিতাই ক্যানন দ্বারা স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং সেটাই এই পদগুলোর মূল বিবেচ্য বিষয়।

আপাতদৃষ্টিতে সম্পাদনার প্রত্যেকটি স্তরে গীতসংহিতা ঈশ্বরের উপাসনাকারী লোকদের গীতের বা গানের বই হিসেবে ভূমিকা রেখেছে।

গীতসংহিতা পুস্তকের মূল বিষয়বস্তু

গীতসংহিতা মূলত উপাসনার সময় ঈশ্বরের লোকদের প্রশংসা ও গৌরব গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার জন্য গীত সঙ্গীতের সঙ্কলন। গীতসংহিতার মূল বিষয়বস্তু হিসেবে পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন ঘটনাবলী বেছে নেওয়া হয়েছে এবং এর পর সেগুলোকে সঙ্গীতের আকার দেওয়া হয়েছে। এভাবে পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন ঘটনা এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুই গীত-সংহিতায় ঘুরে ফিরে দেখা যায়, যার মধ্যে রয়েছে:

১. একেশ্বরবাদ। এক ও অকৃত্রিম ঈশ্বর, যিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা এবং যিনি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শাসনকর্তা, যিনি নিজ ধার্মিকতা ও ন্যায্যতাকে ক্ষুণ্ন হতে দেন না, যাঁর নৈতিক শুদ্ধতা কখনোই টলায়মান হবে না, যিনি ক্ষমতায় ও প্রজ্ঞায় অতি অবিস্মরণীয়, বিশ্বস্ততায় অটল এবং তাঁর সীমাহীন ভালবাসা শ্বাসরুদ্ধকর সৌন্দর্যময়।

২. সৃষ্টি এবং পতন। যদিও ঈশ্বর মানুষকে যথাযোগ্য সম্মান এবং একটি লক্ষ্য স্থির করে সৃষ্টি করেছিলেন, তথাপি মানুষ পাপে পতিত হল ও এমন মানবীয় দুর্বলতা নিজেদের চরিত্রে যুক্ত করল যা শুধুমাত্র ঈশ্বরের অনুগ্রহই সুস্থ করতে পারে।

৩. নির্বাচন ও চুক্তি। সত্যিকার ঈশ্বর তাঁর নিজের জন্য একটি জাতি নির্বাচন করেন এবং তিনি নিজেকে তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ করেন। এই চুক্তি বা নিয়ম প্রকাশ লোকদেরকে উদ্ধার করা এবং তাদের মধ্য দিয়ে তাঁর আলো পৃথিবীর বাকি সব লোকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাঁর মঙ্গল ইচ্ছা।

৪. নিয়মের অধীনস্থতা। ঈশ্বর তাঁর স্থাপিত নিয়মের মধ্যে লোকদের প্রতি তাঁর মহা অনুগ্রহ দানের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন: তারা তাদের পাপের ক্ষমা লাভ করবে এবং অযিহূদীদের কাছে আলো পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব লাভ করবে। ঈশ্বরের লোকদের প্রত্যেকেই এই অনুগ্রহ ধারণের জন্য মনোনীত: তারা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস স্থাপন করবেন, তাঁর আদেশের প্রতি বাধ্যতায় বৃদ্ধি লাভ করবেন এবং তাদের সমগ্র জীবন জুড়ে এই নিয়মের অধীনে নিজেদেরকে স্থির রেখে এই কাজগুলো করে যেতে থাকবেন। যারা ঈশ্বরের নিয়মে স্থির থাকেন তারা বিশ্বস্ত ও বিশ্বাসী বলে গণ্য হন এবং এ কারণেই ঈশ্বরের লোকদেরকে অবিশ্বাসীদের থেকে আলাদা করা হয়। তারা ঈশ্বরের ভালবাসার পূর্ণ সুফল লাভ করেন এবং ঈশ্বরকে জানার অপরিমেয় প্রশান্তি উপভোগ করেন। প্রত্যেক বিশ্বাসী ব্যক্তিই ঈশ্বরের মনোনীত লোকদের সমাজের একজন পূর্ণ সদস্য হিসেবে গণ্য হন। এই মনোনীত লোকদের সমাজের প্রত্যেক সদস্যের মধ্যে বিরাজ করে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহভাগিতা, যার মধ্য দিয়ে তারা তাদের জীবনের সাথে সকলকে যুক্ত করতে পারেন। এ কারণে সামগ্রিক সমাজের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মঙ্গল এর প্রত্যেক সদস্যের মঙ্গল সাধনকে প্রভাবিত করে এবং প্রত্যেক সদস্যই তার নিজ আধ্যাত্মিক, আত্মিক ও নৈতিক জীবন আদর্শের মধ্য দিয়ে অন্যকে প্রভাবিত করে। এভাবে মণ্ডলীর তথা ঈশ্বরের সমাজের প্রত্যেকে তাদের নিজ আনন্দ ও দুঃখগুলো সমগ্র সমাজের সাথে সহভাগিতা করার সুযোগ পায়। যারা বিশ্বাসী তারা এই জীবনে কষ্ট ভোগ করবেন, অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বাসীদেরই হাতে

এবং অনেক সময় ঈশ্বরের সমাজের বাইরের লোকদের হাতে। এ ধরনের কষ্টভোগের জবাবে ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নয়, বরং বিশ্বাসের সাথে প্রার্থনাই শ্রেয়। সেই সাথে ঈশ্বরের প্রতি এই বিশ্বাস থাকতে হবে যে, তিনি তাঁর নিরূপিত সময়ে সমস্ত বিষয়ের সমাধান করবেন।

৫. পরকাল/ভবিষ্যতকাল (Eschatology)। ঈশ্বরের লোকদের গল্প প্রবাহিত হয়েছে এক গৌরবময় ভবিষ্যতের পানে, যেখানে সব ধরনের লোক সদাপ্রভুকে জানতে পারবে এবং তাঁর লোকদের সাথে মিলিত হতে পারবে। ঈশ্বরের লোকদের জন্য এটাই সবচেয়ে বড় সম্মানের বিষয় যে, ঈশ্বরের রহস্যময় জ্ঞানের মধ্য দিয়ে তাদের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও বিশ্বস্ততার মধ্য দিয়ে এই গল্প পরিপূর্ণতা পাবে এবং তা প্রত্যেককেই লক্ষ্যে পৌঁছুতে সাহায্য করবে। দায়ূদের চূড়ান্ত উত্তরাধিকারী খ্রীষ্ট তাঁর লোকদেরকে পরজাতীয়দের কাছে আলো নিয়ে যাওয়ার পথে নেতৃত্ব দান করবেন।

পরিত্রাণের ইতিহাসের সারংক্ষেপ

সমগ্র ইতিহাস জুড়ে ঈশ্বর এমন এক জাতিকে তাঁর নিজের জন্য গড়ে তুলেছেন যারা তাঁকে ভালবাসবে এবং তাঁর বাধ্য হবে এবং যারা সমবেত উপাসনার মধ্য দিয়ে নিজেদের মধ্যে এক সহভাগিতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলবে। গীতসংহিতা ইস্রায়েলে ঈশ্বরের লোকদের প্রার্থনা ও প্রশংসা জ্ঞাপনের এক মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। এমনকি আজকের যুগের খ্রীষ্টান ধর্ম-বিশ্বাসীরা গীতসংহিতার মত একই প্রশংসা ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রাচীন জাতির সাথে একাঙ্গ হয়েছে (রোমীয় ১১:১৭,২৪), যারা সেই প্রাচীন উপাসনার ভাষার সাথে তাদের মিলিয়ে একাত্ম হয়েছে। কিছু বিষয়ে সামঞ্জস্য বিধান করা অবশ্যই দরকার হয়ে পড়ে, যেহেতু খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করেছেন এবং পুনরুত্থিত হয়ে এখন তিনি জীবিত আছেন। তথাপি যীশুতে বিশ্বাস স্থাপনকারী পরজাতীয় বিশ্বাসীরা সকল যুগের ঈশ্বরের লোকদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে আনন্দ করতে পারে।

সঙ্গীত সম্পর্কিত শব্দাবলী

গীতসংহিতায় একাধিক হিব্রু শব্দ ও শব্দগুচ্ছ রয়েছে, যেমন "সেলা" (৩:২), "শেমিনিৎ" (গীত ৬ অধ্যায়ের শিরোনাম), "শিগ্‌গায়োন" (গীত ৭ অধ্যায়ের শিরোনাম), যেগুলোর প্রকৃত অর্থ অজানা – যে কারণে অনুবাদকেরা এই শব্দগুলোকে স্রেফ উচ্চারণগত ভাষান্তর করেছেন, কারণ এগুলোকে ভাবগত অনুবাদ করতে গেলে অর্থের বিচ্যুতি ঘটার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। সম্ভবত এই শব্দগুলো দিয়ে সঙ্গীত বা উপাসনা পরিচালনা সংক্রান্ত কোন নির্দেশনা বোঝানো হয়েছে। (গীত ৪ ও ৫ অধ্যায়ের শিরোনামে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার কিভাবে করা হবে সে সংক্রান্ত নির্দেশনা রয়েছে।) অনেক ক্ষেত্রে হয়তো এই শব্দগুলো দিয়ে বিশেষ কোন সুর বা ভঙ্গিমার কথা বোঝানো হয়েছে (গীত ৫৭ অধ্যায়ের শিরোনামে "নাশ করো না" কথাটির উপরে নোট দেখুন)।

গীতসংহিতায় উল্লিখিত অভিশাপসমূহ

গীতসংহিতার অনেক গীতেই বিশ্বাসীরা তাদের শত্রুদের কাছ থেকে বিপদের সম্মুখীন

হওয়ার কারণে ঈশ্বরের কাছে তাদের সাহায্য কামনা করে প্রার্থনা বর্ণিত হয়েছে। (এই শত্রুদেরকে অনেক সময় "মন্দ লোক" বলা হয়েছে, তবে মূলত অবিশ্বাসীদের ও পরজাতীয়দের বোঝানো হয়েছে যারা ঈশ্বরভক্ত লোকদেরকে নির্যাতন করে)। বেশ কিছু জায়গায় প্রার্থনার আকারে অনুরোধ করা হয়েছে যেন ঈশ্বর তাদের এই শত্রুদেরকে শাস্তি দেন। খ্রীষ্টান ধর্ম-বিশ্বাসীরা যারা খ্রীষ্টের শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত তাদের জীবনে ধারণ করেছেন (যেমন মথি ৫:৩৮-৪৮; লূক ২৩:৩৪; ১ পিতর ২:১৯-২৩; প্রেরিত ৭:৬ ইত্যাদি পদে দেখা যায়), তারা নিশ্চয়ই এটি ভেবে অবাক হবেন যে, কেন শত্রুদের প্রতি এভাবে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে: ঈশ্বরের লোকেরা কি আসলে কখনো তাদের প্রার্থনায় এ ধরনের কথা উচ্চারণ করতে পারেন? অনেকেই মনে করেন এটি এমন একটি স্থান যার উপর নির্ভর করে নতুন নিয়মে নতুন করে নৈতিকতা ও আদর্শের মানদণ্ড স্থাপন ও উন্নততর করা হয়েছে, যা পুরাতন নিয়মকে অতিক্রমণ করেছে। অন্যরা মনে করেন শুধুমাত্র মণ্ডলীর আদি শত্রু অর্থাৎ শয়তান ও তার বাহিনীর বিরুদ্ধে এই ধরনের কথাগুলো বলা হয়েছে। এই ধারণাগুলোর কোনটিই আসলে সম্পূর্ণ উত্তর দেয় না, কারণ নতুন নিয়মের পুস্তকসমূহের রচয়িতাগণ নিজেদেরকে পুরাতন নিয়মের আদর্শের অনুসারী হিসেবে প্রকাশ করেছেন (মথি ২২:৩৪-৪০ পদের সাথে তুলনা করুন) এবং নতুন নিয়মের এ ধরনের কিছু অভিশাপের কথা উল্লেখ রয়েছে (যেমন ১ করিন্থীয় ১৬:২২; গালাতীয় ১:৮-৯; প্রকাশিত ৬:৯-১০), এমনকি গীতসংহিতার অভিশাপ অনুসরণ করে সেগুলোর প্রয়োগও নতুন নিয়মে দেখা যায় (যেমন গীত ৬৯ ও ১০৯ অধ্যায় ব্যবহার করে প্রেরিত ১:২০ ও রোমীয় ১১:৯-১০ পদ রচিত হয়েছে)। গীতসংহিতার প্রত্যেকটি পদের নোট এ কারণে মনোযোগ সহকারে পাঠ করা প্রয়োজন এবং এর অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করা প্রয়োজন (৫:১০; ৩৫:৪-৮; ৫৮:৬-৯; ৫৯:১১-১৭; ৬৯:২২-২৮; ১০৯:৬-২০ পদ দেখুন এবং গীত ১৩৭ অধ্যায়ের নোট দেখুন, যেখানে সবচেয়ে বিস্ময়কর অভিশাপগুলো পাওয়া যায়)। সেই সাথে কিছু সাধারণ নীতি এই অংশগুলো বুঝতে আমাদেরকে সাহায্য করবে।

প্রথমত, এই বিষয়টি অবশ্যই পরিষ্কারভাবে মাথায় রাখা প্রয়োজন যে, যাদেরকে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে তারা যে সামান্য কারণে শত্রুতে পরিণত হয়েছে তা নয়। এরা এমন লোক যারা বিশ্বাসীদেরকে শুধু তাদের বিশ্বাসের জন্যই ঘৃণা করে। তারা ঈশ্বরকে পরিহাস করে এবং ঈশ্বরভক্ত ও ধার্মিক লোকদেরকে অবিশ্বাস করার জন্য চেষ্টার পর চেষ্টা করতে থাকে (৫:৪-৬, ৯-১০; ১০:১৫; ৪২:৩; ৯৪:২-৭ দেখুন)।

দ্বিতীয়ত, এ কথা মনে রাখা খুবই প্রয়োজন যে, এই অভিশাপগুলো কাব্যিক ঢংয়ে রচিত হয়েছে এবং তথাপি তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সাহসিকতা ও শৌর্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে সক্ষম। কিন্তু পরিণতি কি ঘটবে তা একমাত্র ঈশ্বরের ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে।

তৃতীয়ত, এই অভিশাপগুলো নৈতিকতার জাগরণের বহিঃপ্রকাশ, ব্যক্তিগত কোন প্রতিশোধ নয়। ঈশ্বরকে জানেন এমন কারও কাছে অবশ্যই বিষয়টি অত্যন্ত অন্যায্য বলে মনে হবে যে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের বিশ্বস্ত লোকদের উপরে অত্যাচার করে এবং লোকদেরকে ঈশ্বরের

কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় সে তা করে পার পেয়ে যাচ্ছে এবং আপাতদৃষ্টিতে তার উন্নতিও ঘটছে। সিয়োন হচ্ছে ঈশ্বরের নগরী, তাঁর ভালবাসার মূল আকর্ষণ (গীত ৪৮; ১২২ অধ্যায় দেখুন)। এটি একেবারেই অকল্পনীয় যে, নিষ্ঠুর এই সমস্ত লোকেরা এই নগরী তাদের খুশিমত ধ্বংস করে ফেলতে চাইবে, আর ঈশ্বর তা চুপচাপ সহ্য করবেন। গীতসংহিতার এই গীতগুলোতে এই প্রার্থনাই করা হয়েছে যে, ঈশ্বর যেন নিজেকে স্বমহিমায় প্রকাশ করেন, পৃথিবীর মানুষের কাছে তাঁর ধার্মিকতা প্রকাশ করেন যেন সকলে তা উপলব্ধি করতে পারে (১০:১৭-১৮ পদ দেখুন)। তাছাড়া ঈশ্বর যা করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন সেগুলোই এই পদগুলোতে প্রকাশ পেয়েছে: ৩৫:৫ পদে ১:৪ পদের কথাগুলো প্রকাশ পেয়েছে; এমনকি ১৩৭:৯ পদের পটভূমি হিসেবে পাওয়া যায় যিশাইয় ১৩:১৬ পদ। এই প্রার্থনাগুলোর অধিকাংশই এ ধারণা প্রকাশ করে যে, ধার্মিক ব্যক্তিদের প্রতি নির্যাতনকারীরা কখনো অনুতাপ ও মন পরিবর্তন করবে না। তবে একটি স্থানে (গীত ৮৩:১৭) প্রার্থনার মধ্যে শাস্তিকে দেখা হয়েছে মন পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া হিসেবে।
চতুর্থত, পুরাতন নিয়মের নৈতিক শিক্ষা ব্যক্তিগত প্রতিশোধ গ্রহণকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে (যেমন লেবীয় ১৯:১৭-১৮; হিতোপদেশ ২৪:১৭; ২৫:২১-২২), যা নতুন নিয়মকেও প্রভাবিত করেছে (যেমন রোমীয় ১২:১৯-২১)।

এভাবেই যখন নতুন নিয়মের পুস্তকগুলোর রচয়িতাগণ অভিশাপগুলোকে প্রয়োগ করেছেন বা নিজেদের মত করে অভিশাপ দিয়েছেন, তখন তারা পুরাতন নিয়মের নির্দেশনা অনুসরণ করেছেন। প্রভুর পুনরাগমন যেন শীঘ্র ঘটে এমন যে কোন প্রার্থনার অর্থই হল পরোক্ষভাবে যারা মন পরিবর্তন করবে না তাদের ধ্বংস কামনা করা (২ থিষ ১:৫-১০)। তথাপি খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের অবশ্যই অন্তরের এক গভীর আকাঙ্ক্ষা থাকা প্রয়োজন যে, প্রত্যেকটি মানুষ এমনকি ঈশ্বরের মণ্ডলীর প্রতি যারা বিরূপ ভাবাপন্ন তাদেরকেও যেন তারা খ্রীষ্টের সংযুক্ত করতে পারেন এবং তাঁর নিজ মনোনীত লোকদের প্রতি তাদের ভালবাসা জাগিয়ে তুলতে পারেন (লূক ২৩:৩৪; রোমীয় ৯:১-৩; ১০:১; ১ তীমথিয় ২:৪; ২ পিতর ৩:৯)। এ কারণে যখন তারা নির্যাতনকারী লোকদের হাত থেকে ঈশ্বরের মণ্ডলীর লোকদের সুরক্ষিত রাখার জন্য প্রার্থনা করবেন, তখন অবশ্যই তাদের একই সাথে এই প্রার্থনাও করা প্রয়োজন যেন এই সমস্ত লোকেরা তাদের নিজেদের ভুল বুঝতে পারে এবং তারা যেন অনুতাপ ও মন পরিবর্তন করে। এই বিষয়গুলো যদি আমরা মাথায় রাখি তাহলে গীতসংহিতার এই অংশগুলো পাঠ করা হলেও বর্তমান সময়ের সকল বিশ্বাসীরা উপাসনায় ও প্রশংসা গীতে ঈশ্বরের লোকদের প্রতি মঙ্গল কামনার উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন।

পবিত্র শাস্ত্র হিসেবে গীতসংহিতা

পুরাতন নিয়মে অবশ্যই গীতসংহিতাকে ঈশ্বর নিঃশ্বসিত বাক্যের একটি অংশ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে: ১ বংশাবলি ২৫:১-৬ পদ এ কথা বলে যে, মন্দিরের একাধিক ব্যক্তি "ভাববাণী" বা ভাবউক্তি করেছিলেন এবং এদের মধ্যে একজন ছিলেন "দর্শক" বা "ভাববাদী"। এদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিই ছিলেন ক্যাননকৃত গীতসংহিতার লিপিকার। ঈশ্বরের লোকদের জন্য গীতসংহিতা কিভাবে কাজ করে থাকে সে পরিষ্কার ধারণা থাকাটা

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গীতসংহিতার গীতগুলোর মূল উদ্দেশ্য এর আগেই ব্যক্ত করা হয়েছে: গীতসংহিতা হচ্ছে উপাসনার জন্য সমবেত ঈশ্বরের মণ্ডলীর প্রশংসা গীতের সঙ্কলন পুস্তক। এই গীত সঙ্গীতগুলো বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা ও আবেগের সংমিশ্রণ এবং তা ঈশ্বরের লোকদেরকে সেই সমস্ত অভিজ্ঞতার সংস্পর্শ নিয়ে ও আবেগে প্লাবিত করে ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হতে সাহায্য করে। সেই সাথে গীতসংহিতার রচয়িতাগণ শুধু যে আবেগ প্রকাশ করেছেন তা নয়: যখন এই গীতগুলো বিশ্বাস নিয়ে গাওয়া হয় তখন তারা আসলে স্বয়ং ঈশ্বরের আবেগকেই নিজেদের ভেতরে ধারণ করেন। সে কারণে এই আবেগ ও অনুভূতিগুলো বস্তুত কোন সমস্যা নয়, বরং তা মানবীয় মৌল উপাদান যাকে ঈশ্বরীয় বৈশিষ্ট্যে ও তাঁর উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিবর্তিত করা প্রয়োজন যেন তা মহত্তর উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে। সঙ্গীত হিসেবে গীতসংহিতার গীতগুলো গভীরভাবে মানবীয় আবেগের উপরে প্রভাব ফেলে। দুঃসময়ে ঈশ্বরের উপরে আস্থা রাখা খুব কঠিন কাজ। তথাপি গীতসংহিতার গীতগুলো আমাদেরকে এর একটি সহজ পথ বাৎলে দেয় এবং শুধুমাত্র গীতগুলো অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করা ও গাওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের উপরে পূর্ণ নির্ভরতা অর্জন করতে পারি। একজন মানুষ রাতের আকাশের অগণিত তারার দিকে তাকিয়ে থেকে ভয় ও বিস্ময়ে নিজের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়তে পারে, কিন্তু গীত ৮ অধ্যায় গাইলে সে তাৎক্ষণিকভাবে তার উত্তর খুঁজে পাবে এবং ঈশ্বরের প্রতি তার আস্থা পুনরায় ফিরে আসাবে।

উপাসনায় কিভাবে আসতে হবে সে বিষয়েও গীতসংহিতায় স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এমন কিছু বিষয়ও আমরা গীতসংহিতায় দেখতে পাই যা হজম করা বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। গীতসংহিতায় ঈশ্বরের লোকদেরকে তাদের অন্তর ও কণ্ঠ ব্যবহারের পাশাপাশি তাদের মননকেও সম্পূর্ণভাবে নিবেশ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। ঈশ্বরকে তাদের অন্তরের আনন্দের উৎস বিবেচনা করে তাঁর প্রতি সর্বোচ্চ মর্যাদা পোষণ ও প্রকাশ করতে হবে। এতে করে সমগ্র মণ্ডলী নিজেকে ঈশ্বরের উদ্দেশে একাগ্র ও একাত্ম করে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়ে ওঠে। মণ্ডলীর প্রত্যেক সদস্য তখন ব্যক্তিগতভাবেও তাদের সমস্যাগুলোকে অতিক্রম করে পরীক্ষায় বিজয়ী হতে পারে, যার কারণে যারা আনন্দ করে তাদের সঙ্গে তারা আনন্দ করতে পারেন এবং যারা কান্না করে তাদের সঙ্গে কাঁদতে পারেন (রোমীয় ১২:১৫)। গীতসংহিতা ঈশ্বরের লোকদেরকে তাঁর যত্নের অধীনে এনে পূর্ণ সন্তুষ্টি প্রদান করে, আরও বেশি পবিত্র ও খাঁটি মানুষে পরিণত করে, পবিত্র ও নিষ্কলুষ থাকাকে বোঝা হিসেবে না দেখে পিতা ঈশ্বরের এক অনুপম উপহার হিসেবে দেখতে সাহায্য করে।

রাজা দায়ূদ গীতসংহিতার অর্ধেকের বেশি অংশ রচনা করেছেন। ইস্রায়েলের উপরে রাজা হিসেবে তাঁর ভূমিকা ছিল একজন শাসনকর্তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তিনি ছিলেন একজন কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ। ইস্রায়েলের রাজাকে তাঁর প্রজাদের প্রতিনিধিত্ব করতে হত।

রাজার বিশ্বস্ততার উপরে নির্ভর করত জনগণের মঙ্গল (রাজার গীতের নোট দেখুন, যথা গীত ২; ৮৯; ১৩২ অধ্যায়)। জনপ্রতিনিধি হিসেবে একজন রাজার দায়িত্ব ছিল ইস্রায়েলীয়দের আদর্শ হিসেবে পরিগণিত হওয়া। সে কারণে দায়ূদ তাঁর গীতগুলো রচনা করেছেন একজন উত্তম জনপ্রতিনিধি হিসেবে। তাঁর পাঠকদেরও উচিত তাঁর রচনাগুলো অন্তর দিয়ে অনুভব করা এবং অনুধাবন করা যে, প্রকৃতপক্ষে গীতসংহিতা রাজা দায়ূদ শাসক হিসেবে তাঁর দায়িত্ববোধ থেকে রচনা করেছেন, না কি তিনি একজন উত্তম ইস্রায়েলীয় হিসেবে নিজেকে দাঁড় করিয়ে সদাপ্রভুর ইচ্ছা জনগণকে জ্ঞাপন করতে চেয়েছেন। গীতসংহিতার অধিকাংশ গীত বিশ্লেষণ করলে সেগুলোর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে আমরা দেখি যে, প্রতিটি দ্বন্দ্বমুখর অবস্থায় বিশ্বাসের বিজয় ঘোষিত হয়েছে। এ কারণে গীতসংহিতার মূল বিষয়বস্তু বলা যায় জীবনের বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতিতে বিশ্বাসে স্থির থাকার অনুপ্রেরণা।

গীতসংহিতার গীতগুলো খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের অন্তরে এই বিশ্বাস ও আস্থা ফিরিয়ে আনে যে, তারা একমাত্র ও জীবন্ত ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী, তাঁর মনোনীত জাতির লোক। গীতসংহিতার পর আরও বহু ঘটনা ঘটে গেছে: রাজা দায়ূদের প্রতিজ্ঞাত উত্তরাধিকারীর আগমন ঘটেছে এবং তিনি তাঁর সিংহাসন গ্রহণ করেছেন (রোমীয় ১:৪) এবং ঈশ্বরের লোকদেরকে এখন আর কোন একটি নির্দিষ্ট জাতির মধ্য দিয়ে বোঝানো সম্ভব নয়। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আত্মোৎসর্গমূলক উৎসর্গ খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের অনুসরণীয় পুরাতন নিয়মের সমস্ত বিধি বিধান ও লেবীয় আইন কানুনকে রাতারাতি পালটে দিয়েছে। তথাপি পৌল এ বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন যে, পরজাতীয়দের মধ্য হতে আগত খ্রীষ্টান ধর্ম-বিশ্বাসীরা হলেন অব্রাহামের বংশধর (রোমীয় ৪:১১-১২) এবং তিনি চেয়েছেন পরজাতীয়দের মধ্য হতে আগত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের যেন পুরাতন নিয়মের সমস্ত পূর্বপুরুষদেরকে তাদের নিজেদের পূর্বপুরুষ হিসেবে গণ্য করে (১ করি ১০:১)। এ কারণে গীতসংহিতায় উল্লিখিত সমস্ত বিষয় এখনও খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জীবনে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়গুলো আমাদেরকে এই পরামর্শ দেয় যে, খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হিসেবে গীতসংহিতাকে আমরা আমাদের জীবনে ঠিক কিভাবে প্রয়োগ করব এবং তা কিভাবে আমাদের জীবনে পরিবর্তন বয়ে নিয়ে আসবে।

খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা সাধারণত গীতসংহিতাকে উপাসনার সময় ব্যবহার করে থাকেন (তুলনা করুন ইফিষীয় ৫:১৯; কলসীয় ৩:১৬), যদিও বা অনেক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ক্যাননভুক্ত গীতগুলোর মধ্যেই কেবল তারা অনেকে সীমাবদ্ধ থাকেন। বিষয়টি নিয়ে আলোচনার আওতা অত্যন্ত ব্যাপক। তবে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, গীতসংহিতাকে উপাসনায় প্রয়োগ করার মধ্য দিয়ে প্রত্যেক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী তাদের জীবনে ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন।

সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, গীতসংহিতা হচ্ছে বিভিন্ন গীতের সঙ্কলন। আমাদের অবশ্যই এ কথা মনে রাখা জরুরি যে, এই গীতগুলো সঙ্গীতের আকারে গাইতে হবে এবং এ কারণে একটি গীত আরেকটির চেয়ে ভিন্নতর হয়ে উঠবে। কারণ ছন্দের আকারে গীতে

যে সমস্ত কথা বলা হয়েছে সেগুলোর মধ্য দিয়ে পাঠকের কাছে প্রকাশিত হবে একেকটি চিত্র, রূপক গল্প, আনন্দের লহর, ব্যক্তিত্বের পরিচয়, উচ্চতর চিন্তাধারা এবং আত্মকথন। এই বিষয়গুলোর প্রত্যেকটি একেকটি গীতকে করে তুলেছে স্বতন্ত্র এবং অনন্য, যা যিনি গীত গাইবেন তাকে গীতটির রচয়িতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পুরো পৃথিবীকে দেখতে সাহায্য করে এবং তার মনো-আবেগিক কাঠামোকে পরিবর্তিত করে যেন তিনি পৃথিবীর সমস্ত কিছুকে ঈশ্বরীয় চিন্তাধারায় দেখতে সক্ষম হন।

গীতসংহিতা পাঠ করার কিছু বিশেষ নীতি রয়েছে, যার মধ্যে আছে: প্রত্যেকটি পৃথক গীতকে প্রথমে একটি স্বতন্ত্র গীত হিসেবে পাঠ করতে হবে। অনেক সময় একটি চলমান ঘটনাপ্রবাহের অংশ হিসেবে একের পর এক গীত পাঠ করে যাওয়াটা সঠিক বলে মনে হয় (যেমন গীত ১১১-১১২ অধ্যায়)। তবে একটি নির্দিষ্ট গীতের মধ্যেই যে রচয়িতা তাঁর মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করে ফেলেন এমনটা সব সময় ঘটে না। অনেক সময় পরবর্তী গীতগুলোতে তার ধারাবাহিকতা পরিলক্ষিত হয়। সবশেষে, পাঠককে অবশ্যই এ কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, গীতসংহিতার রচয়িতাগণ তাদের বক্তব্য যতটা না বিমূর্ত আকারে প্রকাশ করেছেন তার চেয়ে বেশি প্রকাশ করেছেন প্রতীকী বা দৃষ্টান্ত আকারে। এ কারণে গীতসংহিতার সাহিত্যগত বৈশিষ্ট্যে প্রতীকী চিত্র সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়।

পণ্ডিত ব্যক্তিরা গীতসংহিতাকে গীতগুলোর প্রকৃতি অনুসারে বিভক্ত করে থাকেন (যেমন প্রশংসা জ্ঞাপন, বিলাপ ও শোক, ইত্যাদি)। দুর্ভাগ্যবশত পণ্ডিতদের মধ্যেও এই শ্রেণীবিভাগ নিয়ে রয়েছে বিতর্ক এবং গীতসংহিতার প্রত্যেকটি গীতকেই আলাদা একাধিক শ্রেণীবিভাগে ফেলা সম্ভব। কাজেই শেষ পর্যন্ত গীতসংহিতার শ্রেণীবিভাগের সংখ্যাই গিয়ে ঠেকে ১৫০টিতে! তবে এই প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে গীতসংহিতার প্রত্যেকটি গীতের যে স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেই বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। তবে মৌলিক শ্রেণীবিভাগগুলো হচ্ছে:

- বিলাপ বা শোকগাঁথা, যার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সদাপ্রভুর কাছে একটি সমস্যামুখর অবস্থাকে উপস্থাপন করা এবং সাহায্য কামনা করা। অনেক ক্ষেত্রে সমবেত বিলাপ দেখা যায়, যেগুলোতে সামগ্রিকভাবে একটি জাতি হিসেবে ঈশ্বরের কাছে সমস্যার জন্য সাহায্য কামনা করা হয়েছে (যেমন গীত ১২ অধ্যায়)। এছাড়া রয়েছে ব্যক্তিগত মাতম, যেখানে একজন ব্যক্তি বা গুটিকয় ব্যক্তির অন্তরের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে (যেমন গীত ১৩ অধ্যায়)। এই বিভাগটিই সবচেয়ে বড়, কারণ পুরো গীতসংহিতার প্রায় এক তৃতীয়াংশই বিলাপ বা শোকগাঁথা।
- প্রশংসা গীত, যার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বরের লোকদেরকে তাঁর মহান অনুগ্রহ ও তাঁর সমস্ত দয়ার কাজ সম্পর্কে জানানো এবং এ উদ্দেশ্যে তাঁর জন্য প্রশংসা করতে আহ্বান জানানো। এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলো হচ্ছে ঈশ্বরের বিভিন্ন দয়া ও অনুগ্রহের নিদর্শন (যেমন ঈশ্বরের ভালবাসা, গীত ১৪৫ অধ্যায়), সৃষ্টিজগতের উপরে ঈশ্বরের সার্বজনীন শাসন ও কর্তৃত্ব (যেমন গীত ৯৩ অধ্যায়), বা ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ম সাধন (যেমন গীত ৮ অধ্যায়)।
- কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনসূচক গীত, যেখানে ঈশ্বরের প্রতি উত্থাপিত কোন প্রার্থনার ইতিবাচক

উত্তর পাওয়ার কারণে তাঁর প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়; অনেক ক্ষেত্রে এই প্রার্থনাগুলো হতে পারে বিলাপ গীতের প্রার্থনা। বিলাপ গীতের মত এই গীতেরও সমবেত (যেমন গীত ৯ অধ্যায়) বা ব্যক্তিগত (যেমন গীত ৩০ অধ্যায়) ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনসূচক গীত হতে পারে।

- ঈশ্বরের আইন-কানুনের গুণগানসূচক গীত, যেখানে মোশির আইন-কানুনের বিভিন্ন আশ্চর্যজনক বিষয়ের কথা ব্যক্ত হয় এবং এতে করে উপাসনাকারীরা তা পরিপূর্ণভাবে পালন করতে আরও আগ্রহী হয় (যেমন গীত ১১৯ অধ্যায়)।
- জ্ঞানগর্ভ গীত, যার মূল ভাবধারা গৃহীত হয়েছে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের পুস্তকগুলো থেকে (অর্থাৎ ইয়োব, হিতোপদেশ, উপদেশক, শলোমনের গীত থেকে) এবং এ থেকেই গীতগুলোর বিষয়বস্তু নির্বাচিত হয়েছে (যেমন গীত ১; ৩৭ অধ্যায়)।
- আত্মবিশ্বাসসূচক গীত, যা উপাসনাকারীদেরকে সমস্ত প্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ঈশ্বরের উপরে আস্থা রাখতে ও নির্ভর করতে সক্ষমতা যোগায় (যেমন গীত ২৩ অধ্যায়)।
- রাজকীয় গীত, যেখানে ঈশ্বরের লোকদের প্রতি অনুগ্রহের মাধ্যম হিসেবে রাজা দায়ূদের রাজবংশের কথা বর্ণিত হয়েছে। এর কোন কোনটি প্রার্থনার আকারে রচিত হয়েছে (যেমন গীত ২১ অধ্যায়), কোনটি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের আকারে (যেমন ২১ অধ্যায়)। সবগুলোকেই খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে, যিনি রাজা দায়ূদের চূড়ান্ত উত্তরাধিকারী। এ লক্ষ্যে কোন ক্ষেত্রে একটি কাঠামো অনুসরণ করা হয়েছে (গীত ২০ -২১ অধ্যায়) কিংবা কোন ক্ষেত্রে রাজার রাজত্বকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, একমাত্র খ্রীষ্ট তা পরিপূর্ণ করতে পারেন (যেমন গীত ২; ৭২), বা কোন ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ভবিষ্যতের প্রতিচিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে (যেমন গীত ১১০ অধ্যায়)।
- ঐতিহাসিক গীত, যা ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাবলীতে ঈশ্বরের লোকদের সাথে তাঁর আচরণ ও এ সংক্রান্ত শিক্ষা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে; অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা জাতিগতভাবে আলোকপাত করা হয়েছে (যেমন গীত ৭৮ অধ্যায়)।
- ভবিষ্যদ্বাণীসূচক গীত, যেখানে ভাববাদীদের বক্তব্য ফুটে ওঠে, বিশেষ করে যে সকল ভাববাদীর বক্তব্যে আইন-কানুনের প্রতি ও ঈশ্বরের স্থাপিত নিয়মের প্রতি লোকদের বিশ্বস্ত থাকার আহ্বান সম্পর্কযুক্ত রয়েছে (যেমন গীত ৮১ অধ্যায়)।

গীতসংহিতায় আরও বেশ কিছু বিষয়বস্তু রয়েছে, যেমন অনুতাপ (যথা গীত ৬; ২৫; ৩২; ৩৮; ৫১; ১৩০; ১৪৩ অধ্যায় ইত্যাদি), নিজেকে নিষ্পাপ দাবী করা (যথা গীত ২৬ অধ্যায়), ঈশ্বরের উপস্থিতি লাভের আকাঙ্ক্ষা (যথা গীত ২৭ অধ্যায়), অভিশাপ বা প্রতিজ্ঞা করা (গীতসংহিতায় উল্লিখিত অভিশাপসমূহ অংশটি দেখুন)। এমন অনেক গীত গীতসংহিতায় আছে যেগুলো বিশেষ কোন একটি সময় বা অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে রচিত হয়েছে (যেমন গীত ২৪ অধ্যায়, এবং সম্ভবত গীত ৬৮ এবং ১৮ অধ্যায়) এবং আরোহণ গীত (গীত ১২০-১৩৪ অধ্যায়); এই অধ্যায়গুলোর নোট দেখুন। তাছাড়া একটি গীত একটি শ্রেণীতে সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সেখানে অন্যান্য শ্রেণীর প্রভাব থাকবে না (এখানে উল্লেখ্য যে, গীত ৩৪ অধ্যায়টি একটি কৃতজ্ঞতা

জ্ঞাপনসূচক গীত, যার মধ্যে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্যও রয়েছে। গীত ৫৬ অধ্যায়ে বিলাপ বা শোকগাঁথা এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকে একসাথে মিশ্রিত করা হয়েছে)।

গীতসংহিতার কাঠামো

গীতসংহিতার মৌলিক কাঠামোটিই সহজে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে: গীতসংহিতা হচ্ছে ১৫০টি গীতের সঙ্কলন। সম্ভবত গীত ৪২-৪৩ হচ্ছে একটি একক গীতের দুটি অংশ এবং গীত ৯-১০ সব সময় একই সাথে গাইতে হয় (যদিও এই দুটি আলাদা অধ্যায়ে সন্নিবেশ করা হয়েছে; গীত ৯ অধ্যায়ের নোট দেখুন)।

প্রমিত হিব্রু সংস্করণে পুরো গীতসংহিতাকে পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে, সম্ভবত মোশির পঞ্চপুস্তকের আদলেই। এই পাঁচটি পুস্তকের প্রত্যেকটি শেষ হয়েছে সদাপ্রভুর উপাসনা ও প্রশংসাসূচক গীত দিয়ে (গীত ৪১:১৩ পদের নোট দেখুন), এবং গীত ১৫০ অধ্যায় হচ্ছে এই পাঁচটি খণ্ড পুস্তক এবং সামগ্রিকভাবে পুরো গীতসংহিতার সমাপনী গীত। এ ধরনের আরও কিছু ইচ্ছাকৃত কাঠামো সম্পাদনার নিদর্শন মেলে: যেমন গীত ১-২ অধ্যায় হচ্ছে পুরো গীতসংহিতার প্রবেশ দ্বার; গীত ১১১-১১২ অধ্যায় একটি অপরটির উপরে আলোকপাত করেছে; এবং কিছু কিছু গীতে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বিষয়ের উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন ঈশ্বরের সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও রাজকীয় পদ (গীত ৯৩; ৯৫-৯৯), ঐতিহাসিক গীত (যেমন গীত ১০৪-১০৭; গীত ১০৭ অধ্যায়ের নোট দেখুন), মিসরীয় হাল্লেল (গীত ১১৩-১১৮), আরোহণ গীত (গীত ১২০-১৩৪) এবং সব শেষে চূড়ান্ত হাল্লেলুইয়া গীত (গীত ১৪৬-১৫০)। সম্ভবত এই বিষয়বস্তুগুলোর ভিত্তিতেও গীতসংহিতাকে বর্তমান অবস্থানে শ্রেণীবদ্ধ করে সজ্জিত করা হয়েছে।

তবে পুরো ১৫০টি গীতকে নিয়ে একটি একক মূলভাব রয়েছে কি না সে প্রশ্নটি এখনও বাইবেলের পণ্ডিতদের মধ্যে বেশ আলোচিত হয়ে থাকে। সম্ভবত যিনি গীতসংহিতা সঙ্কলন ও শ্রেণীবদ্ধ করে সাজিয়েছেন তিনি হয়তো বিষয়বস্তুর সময়কাল অনুসারে সেগুলোকে ভাগ করেছেন ও সাজিয়েছেন। সমস্যাটা হচ্ছে বেশি কয়েকটি কাঠামোগত বিষয়বস্তু প্রস্তাবনায় আনা হয়েছে, কিন্তু কোনটিই পূর্ণাঙ্গ সমর্থন পায় নি, বা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় নি (এ কারণে এখানে পুস্তকটির কোন সামগ্রিক রূপরেখা দেয়া হয় নি)। কিন্তু একটি গীত পুস্তকে কোন সামগ্রিক বিষয়বস্তু না থাকাটা মোটেও বিস্ময়কর ব্যাপার নয়, যা আমরা গীতসংহিতায় দেখতে পাই।

গীতসংহিতায় যে সব সাহিত্যিক বিষয়াবলী ব্যবহার করা হয়েছে		
শব্দ	**ব্যাখ্যা**	**উদাহরণ**
চিত্র	একটি শব্দ বা শব্দগুচ্ছ যা কোন সুস্পষ্ট কাজ বা বস্তুকে প্রকাশ করে; একটি প্রতিরূপের মধ্য দিয়ে কোন চরিত্র, কোন পরিস্থিতি, বা কোন ঘটনাকে প্রকাশ করে, কোন মানবীয় অভিজ্ঞতা বা কোন ধারণাকে প্রকাশ করে।	পথ (বা রাস্তা); মণ্ডলী (বা সমবেত জনতা); প্রকৃতি (বা ফসল) (গীত ১)
রূপক	তুলনাধর্মী বিবরণ, যেখানে কোন শব্দকে প্রতীকী অর্থে ব্যবহার করা হয়, যেমন: "সদাপ্রভু আমার পালক" (গীত ২৩:১)।	"সদাপ্রভু আমার পালক" (গীত ২৩:১)।
সদৃশ	বিবৃতির এক বিশেষ ধরন, যেখানে লেখক দুটি ভিন্ন বস্তু বা বিষয়কে একটির সাথে আরেকটির তুলনা করে বিশ্লেষণ করেন।	"সে জলের স্রোতের তীরে লাগানো গাছের মত হবে" (গীত ১:৩)।
ব্যক্তিকরণ	এক ধরনের বিবৃতি যেখানে লেখক মানবীয় বৈশিষ্ট্যকে মানবীয় নয় এমন কোন কিছু, অর্থাৎ প্রাণী, বস্তু বা বিমূর্ত বিষয়ের সাথে তুলনা করেন।	গীত ৪৩:৩ পদে আলো ও সত্যকে নির্দেশনা দানকারী হিসেবে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে।
অতিশায়ন	গুরুত্ব প্রকাশের জন্য কোন বক্তব্য বা প্রতিক্রিয়ার আতিশয্য প্রকাশ; সাধারণত আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশের ক্ষেত্রে এই অতিশায়ন করা হয়ে থাকে, সে কারণে সাধারণভাবে বললে অতিশায়ন আক্ষরিক সত্য প্রকাশের চেয়ে আবেগিক সত্যকেই বেশি প্রকাশ করে থাকে।	"আমার চোখের জল দিনরাত আমার খাবার হল" (গীত ৪২:৩)।
উদ্ধৃতি	এক ধরনের বিশেষ বিবৃতি যার মধ্য দিয়ে লেখক এমন কাউকে অনুপস্থিত হিসেবে প্রকাশ করছেন যে বাস্তবে উপস্থিত রয়েছে এবং প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতেও সক্ষম। এর আরেকটি ধরন হচ্ছে, মানবীয় নয় এমন কোন বস্তুর প্রতি এমন আচরণ করা যেন তা মানবীয় আচরণ ও প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে সক্ষম, যদিও বা বক্তা স্বয়ং সেই বস্তুর সামনে উপস্থিত রয়েছেন।	গীত ১৪৮:৩ পদের রচয়িতা সূর্য, চাঁদ ও তারাদের সামনে দাঁড়িয়ে তাদেরকে ঈশ্বরের প্রশংসা করার আদেশ দিচ্ছেন।

গীতসংহিতার কাঠামো

প্রথম খণ্ড	গীত ১-৪১	গীত ১-২ অধ্যায়ে কোন লেখকের পরিচয় দেওয়া হয় নি (কিন্তু গীত ২ অধ্যায় সম্পর্কে প্রেরিত ৪:২৫ অধ্যায়ের উল্লেখ দেখুন); এই দুটি অধ্যায়ে সামগ্রিকভাবে পুরো গীতসংহিতার ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। ১ম খণ্ডের বাকি অংশ তৈরি হয়েছে দায়ূদের গীত দিয়ে: শুধুমাত্র গীত ১০ ও ৩৩ অধ্যায়ে (এ প্রসঙ্গে ৯ অধ্যায়ের নোট দেখুন) দায়ূদ রচয়িতা কি না সে সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয় নি। এখানে আমরা দেখি দুর্দশাগ্রস্ত সময়ে সদাপ্রভুর প্রতি আকুতি ও প্রার্থনা, যেখানে বলা হয়েছে একমাত্র ঈশ্বরের উপরে ভরসা রাখলে তিনিই আমাদেরকে সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন (যেমন দেখুন ৯; ১১; ১৬; ১৮), যে বিষয়বস্তুটি দিয়ে এই খণ্ড শেষ করা হয়েছে (পদ ৪০-৪১)। নৈতিকতা ও অন্তরের ধার্মিকতা নিয়ে উপাসনার বিষয়টি পাওয়া যায় গীত ১; ১৪-১৫; ১৯-২৪ ও ২৬ অধ্যায়ে।
দ্বিতীয় খণ্ড	গীত ৪২-৭২	প্রথম খণ্ডে যেমন আমরা দেখি দায়ূদের কণ্ঠের প্রতিধ্বনি, তেমনি দ্বিতীয় খণ্ডে কোরহের গীতগুলোকে নিয়ে আসা হয়েছে (৪২-৪৯ অধ্যায়, যদিও ৪৩ অধ্যায়ে লেখকের পরিচয় নেই), যার মধ্যে একটি মাত্র গীত আসফের রচনা, আর তা হচ্ছে গীত ৫০ অধ্যায়। দায়ূদের রচিত গীত আবার পাওয়া যায় গীত ৫১-৬৫ ও ৬৮-৬৯ অধ্যায়ে, যার মধ্যে বেশ কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে (৫১-৫২; ৫৪; ৫৬-৫৭; ৫৯-৬০; ৬৩)। আবারও এই গীতের প্রার্থনার মূল বিষয় হিসেবে স্থান দখল করে নিয়েছে শোক আর দুর্দশাগ্রস্তের হাহাকার, যা এখন সমবেত কণ্ঠে রূপ নিয়েছে (যেমন গীত ৪৪; এর সাথে তুলনা করুন গীত ৬৭; ৬৮)। শলোমন রচিত একটি মাত্র গীতের মধ্য দিয়ে গীতসংহিতায় রাজাকীয় ধর্মতত্ত্বের সঙ্কলনের সমাপ্তি ঘোষিত হল (৭২; এর সাথে তুলনা করুন ৪৫ গীত)।
তৃতীয় খণ্ড	গীত ৭৩-৮৯	গীতসংহিতার তৃতীয় খণ্ডের ভাষা আরও গুরুগম্ভীর হয়ে উঠেছে। শুরুতেই ৭৩ গীতে ঈশ্বরের উপস্থিতির আলো প্রকাশিত হওয়ার আগেই ঈশ্বর বিচারের নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। ৮৮ গীতের রচ-য়িতার মধ্যে থেকে তাঁর উপস্থিতির আলো সম্পূর্ণ নির্বাপিত হয়েছে বলেই ধরে নেওয়া যায়, যা ১৫০টি গীতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি একাকীত্ব নির্দেশ করে। দ্বিতীয় খণ্ড শেষ হয়েছিল রাজকীয় যুগের একটি আশ্বাস দিয়ে। ৮৯ গীতের মধ্য দিয়ে তৃতীয় খণ্ডটি শেষ হয়েছে নিরাশা ও বিপদের আশঙ্কার কথা উল্লেখ করে।

চতুর্থ খণ্ড	গীত ৯৬-১০৬	অন্ধকারাচ্ছন্নতার মধ্যেও কখনো কখনো আশা ফিকে আলো উঁকি দিয়ে গেছে (যেমন গীত ৭৫; ৮৫; ৮৭)। সংক্ষিপ্ত এই তৃতীয় খণ্ডটির অধিকাংশ গীতের রচয়িতা আসফ (গীত ৭৩-৮৩), সেই সাথে কোরহেরও কিছু কিছু গীত রয়েছে (গীত ৮৪-৮৫; ৮৭-৮৮)। গীত ৯০ অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে চতুর্থ খণ্ডের সূচনা ঘটেছে। তৃতীয় খণ্ডে উত্থাপিত সমস্যাগুলোর (গীত ৭৩-৮৯) সমাধান হিসেবে এই খণ্ডের অবতারণা ঘটেছে বলে প্রথমে মনে হতে পারে। গীত ৯০ অধ্যায়ের গীতটি মোশির রচনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যা আমাদেরকে এই কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, দায়ূদের অনেক আগে থেকেই ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতির সাথে সাথে ছিলেন। ১০৩-১০৬ গীতে এই বিষয়বস্তুটি উঠে এসেছে, যা আমাদেরকে এ কথা বলে যে, কোন রাজাকে ইস্রায়েল জাতির উপরে নিযুক্ত করার অনেক আগে থেকেই ঈশ্বর তাঁর লোকদের মধ্যে কাজ করে চলেছেন। এই দুটি বিষয়বস্তুর মধ্য রয়েছে আরেক গুচ্ছ গীত (৯৩-১০০ অধ্যায়) যেগুলোকে এই বিশেষে শব্দগুচ্ছ দ্বারা পৃথক করা হয়েছে – "সদাপ্রভু ঈশ্বরের রাজত্ব"। এই অংশে নিহিত সত্য গীত ৮৯ অধ্যায়ের সন্দেহকে খণ্ডাতে সাহায্য করে।
পঞ্চম খণ্ড	গীত ১০৭-১৫০	১০৬:৪৭ পদে চতুর্থ খণ্ডের সমাপনী বক্তব্যকেই গীত ৯০ অধ্যায়ের গীতের প্রতিফলিত করা হয়েছে। এখানে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ঈশ্বর প্রার্থনার উত্তর দেন (গীত ১০৭) এবং খণ্ডটি শেষ করা হয়েছে পাঁচটি হাল্লেলুইয়া গীতের মধ্য দিয়ে (১৪৬-১৫০)। এর মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে দায়ূদের প্রতি কৃত প্রতিজ্ঞার প্রতি আশ্বাসসূচক গীত (গীত ১১০; ১৩২; ১৪৪), দায়ূদের গীতের দুটি সঙ্কলন (১০৮-১১০; ১৩৮-১৪৫); সবচেয়ে দীর্ঘ গীত, যেখানে ব্যবস্থার মূল্য ও গুরুত্ব স্মরণ করা হয়েছে (গীত ১১৯); এবং যিরূশালেমে তীর্থ যাত্রার সময় গাওয়া হয় এমন ১৫টি গীত সঙ্কলন করা হয়েছে (গীত ১২০-১৩৪)।

রাজা দায়ূদের জীবনের সাথে গীতসংহিতার বিভিন্ন ঘটনাবলীর সম্পৃক্ততা

গীত	ঘটনা	পদ
৩	দায়ূদ অবশালোমের ভয়ে পালিয়ে যান এবং তার সাথে যুদ্ধ করেন	২ শমূয়েল ১৫-১৭ অধ্যায়
৭	বিন্যামীন বংশীয় কূশের কথা (শৌলের হাতে নির্যাতিত?)	অজ্ঞাত
১৮	দায়ূদ তাঁর শত্রুদের ও শৌলের হাত থেকে উদ্ধার লাভ	২ শমূয়েল ২২ অধ্যায়
৩০	মন্দির উৎসর্গীকরণ	রাজা দায়ূদের জীবদ্দশায় ঘটে নি; এর সাথে তুলনা করুন ১ রাজাবলি ৮:৬৩ পদ
৩৪	গাতের রাজা আখীশের সামনে দায়ূদ পাগল হওয়ার ভান করলেন	১ শমূয়েল ২১:১২ – ২২:১
৫১	বৎশেবার সাথে কৃত ব্যভিচারের জন্য ভাববাদী নাথন রাজা দায়ূদকে ভর্ৎসনা করেন	২ শমূয়েল ১১-১২ অধ্যায়
৫২	ইদোমীয় দোয়েগ শৌলকে জানান যে, দায়ূদ অহীমেলকের বাড়িতে গিয়েছিলেন	১ শমূয়েল ২২:৯-১৯
৫৪	যিষ্তীয় লোকেরা শৌলকে বলেছিল যে, দায়ূদ তাদের মধ্যে লুকিয়ে আছেন	১ শমূয়েল ২৩:১৯
৫৬	পলেষ্টিয়রা দায়ূদকে গাতে ঘেরাও করে	১ শমূয়েল ২১:১০-১১
৫৭	দায়ূদ রাজা শৌলের কাছ থেকে পালিয়ে একটি গুহায় আশ্রয় নেন	১ শমূয়েল ২২:১ বা ২৪:৩
৫৯	শৌল দায়ূদকে হত্যা করার জন্য তাঁর বাড়িতে নজর রাখতে লোক পাঠান	১ শমূয়েল ১৯:১১
৬০	যর্দন অববাহিকায় দায়ূদ বিজয় লাভ করেন	২ শমূয়েল ৮:১-১৪
৬৩	যিহূদার প্রান্তরে রাজা দায়ূদ	২ শমূয়েল ১৫-১৭?
১৪২	দায়ূদ রাজা শৌলের কাছ থেকে পালিয়ে একটি গুহায় আশ্রয় নেন	গীত ৫৭ অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি

গীত ১

ঈশ্বরভক্ত ও ভক্তিহীন লোক

ভূমিকা: এখানে ঈশ্বরের ঈশ্বরীয় প্রজ্ঞা এই দুই পন্থার সর্বশেষ ফলাফল ঘোষণা করেছেন: "সুখী সেই ব্যক্তি, যে ... পাপীদের পথে দাঁড়ায় না" (পদ ১) এবং "ধার্মিকদের পথের উপর সদাপ্রভুর দৃষ্টি আছে" (পদ ৬)। দেখুন ৩৪:১৯-২২; গীত ৩৭। গীতটির রচয়িতা তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যপট তৈরি করার মধ্য দিয়ে ধার্মিকদেরকে পাপীদের থেকে আলাদা করেছেন: (১) তাদের নিজস্ব জীবন-যাপন প্রণালী বা পথ রয়েছে (পদ ১-২); (২) তাদের এই জীবন-যাপন প্রণালী অনুসারে তাদের অভিজ্ঞতা ("গাছের মত," "তুষের মত," পদ ৩,৪); এবং নাটকীয়ভাবে, (৩) তাদের ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অনুসারে তাদের উপরে ঈশ্বরের বিচার নেমে আসবে (পদ ৫-৬)। গীতসংহিতার ভূমিকা হিসেবে এই গীতটি পাঠকদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, (১) যাদের উদ্দেশে গীতসংহিতা রচনা করা হয়েছে, তাদের কাছে ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রকাশিত হওয়ার কারণে অবশ্যই তাদেরকে ঈশ্বরের মনোনীত জাতির লোক হিসেবে আনন্দিত হতে হবে। যারা পাপী এবং মন ফেরানোর পক্ষপাতী নয় তাদের কোন স্থান এই লোকদের মধ্যে নেই (পদ ৫; গীত ১৫; ২৪ অধ্যায় দেখুন)। (২) ঈশ্বরের যে ধার্মিকতা এই গীতসংহিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে তা হচ্ছে আমাদের জীবনের জন্য ঈশ্বরের লিখিত বিধানের প্রতি এক বিশ্বস্ত দায়িত্ব পালন, যা আমাদেরকে দয়া ও আশীর্বাদ লাভের পথে ধাবিত করে। গীতসংহিতার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু প্রকাশ পায় এর প্রথম ও শেষ শব্দের মধ্য দিয়ে, যা পুরো পুস্তকটিকে একটি একীভূত কাঠামোতে আবদ্ধ করে (সুখী বা দয়াপ্রাপ্ত এবং ধ্বংস বা বিনাশ)।

[১] সুখী সেই ব্যক্তি,
যে দুষ্টদের মন্ত্রণায় চলে না,
পাপীদের পথে দাঁড়ায় না,
নিন্দুকদের সভায় বসে না।
[২] কিন্তু সদাপ্রভুর ব্যবস্থায় আনন্দ করে,
তাঁর ব্যবস্থা দিনরাত ধ্যান করে।
[৩] সে জলের স্রোতের তীরে লাগানো গাছের মত হবে,
যা যথা সময়ে ফল দেয়, যার পাতা ম্লান হয় না;
আর সে যা কিছু করে, তাতেই কৃতকার্য হয়।
[৪] দুষ্টরা সেরকম নয়;
কিন্তু তারা বায়ুচালিত তুষের মত।
[৫] এজন্য দুষ্টরা বিচার এড়াতে পারবে না,
পাপীরা ধার্মিকদের জমায়েতে দাঁড়াবে না।
[৬] কারণ ধার্মিকদের পথের উপর সদাপ্রভুর দৃষ্টি আছে,
কিন্তু দুষ্টদের পথ বিনষ্ট হবে।

গীত ১ : ক্রসরেফারেন্স

[১:১] দ্বি.বি. ৩৩:২৯; গীত ৪০:৪; ১২৮:৪;
[১:২] গীত ১১২:১; ১১৯:১৬, ৩৫; রোমীয় ৭:২২ ;
[১:৩] গীত ৫২:৮; ৯২:১২; ১২৮:৩; যিরি ১১:১৬; সখ ৪:৩;
[১:৪] ইয়োব ১৩:২৫; যিশা ৪০:২৪; যিরি ১৩:২৪;
[১:৫] গীত ২৬:১২; ৩৫:১৮; ৮২:১; ৮৯:৫; ১০৭:৩২; ১১১:১; ১৪৯:১;
[১:৬] গীত ৩৭:১৮; ১২১:৫; ১৪৫:২০; নহূম ১:৭;

গীত ১ এর নোটসমূহ

১:১ ঈশ্বরভক্ত ও ভক্তিহীন লোকের বিষয়ে তুলনামূলক বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। **সুখী:** এখানে সেই সমস্ত লোকদেরকে বোঝানো হয়েছে যারা সদাপ্রভুকে ভক্তি করে এবং তাঁর ইচ্ছা অনুসারে চলে (৯৪:১২; ১১২:১; ১৯:১-২; ১২৮:১; হিতোপদেশ ২৯:১৮; এর সাথে তুলনা করুন গীত ৪১:১; ১০৬:৩; হিতোপদেশ ১৪:২১; যিশাইয় ৩০:১৮; যিরমিয় ১৭:৭; গীত ২:১২; ৩৪:৮)। এখানে প্রথমত স্বাস্থ্য ও সম্পদের কথা বোঝানো হয় নি, বরং সেই নিশ্চয়তা ও অভিজ্ঞতার কথা বোঝানো হয়েছে, যা তারা মহান করুণাময় ঈশ্বর প্রদত্ত জীবন-যাপন করতে গিয়ে প্রতি নিয়ত অনুভব করে থাকে। গীতসংহিতা সূচিত হয়েছে ঈশ্বরের করুণা, অনুগ্রহ ও আশীর্বাদের কথা ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে এবং শেষ হয়েছে সমস্ত জীবন্ত প্রাণীকে ঈশ্বরের উদ্দেশে তাঁর জাগতিক ও স্বর্গীয় মন্দিরে প্রশংসা ও উপাসনা করার আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে (গীত ১৫০)। **যে দুষ্টদের মন্ত্রণায় চলে না:** এমন একজন ব্যক্তি যে তার জীবনের কোন ক্ষেত্রেই দুষ্ট তথা মন্দ মানুষের কথা শুনে চলে না (হিতোপদেশ ১:১০-১৯)। **দাঁড়ায় না:** নিজের অবস্থান স্থির করা অর্থে বোঝানো হয়েছে। **পাপী:** যাদের কাছে পাপ করাটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, যা তাদের জীবন-যাপন প্রণালীর সাথে মিশে গেছে (পদ ৫ দেখুন)। **বসে না:** আবারও নিজ অবস্থান নির্ণয় করা সম্পর্কে বোঝানো হয়েছে। **নিন্দুক:** যারা ঈশ্বরকে নিয়ে হাসি তামাশা করে এবং তাঁর বিধান মানতে অস্বীকৃতি জানায় (হিতোপদেশ ১:২২ পদের নোট দেখুন)।

১:২ তাঁর ব্যবস্থা ... ধ্যান করে: দুষ্টদের কথা অনুসারে না চলে ঈশ্বরের বাক্য ও ব্যবস্থা পাঠ করে জীবন চলার পথে দিক নির্দেশনা অনুসন্ধান করে। **দিনরাত:** যিহোশূয় ১:৮ পদ দেখুন।

১:৩ গাছের মত হবে ... যার পাতা ম্লান হয় না: যিরমিয় ১৭:৮ পদ দেখুন; একজন ধার্মিক ব্যক্তি ঠিক এভাবেই দয়া ও আশীর্বাদ লাভ করবে। জলের ধারে লাগানো এ ধরনের গাছ সঠিক আলো বাতাস পেয়ে থাকে এবং তা মানুষ ও প্রাণীকুলকে ফল ও ছায়া দান করে তৃপ্ত করে।

১:৪ তারা বায়ুচালিত তুষের মত: এখানে দুষ্টদের মন্দতার কথা বোঝানো হয়েছে। তুষ খুব হালকা বাতাস পেলেই উড়ে যায়। তাছাড়া তুষ একেবারেই ব্যবহারের অযোগ্য, এ কারণে তা ঝেড়ে ফেলে দেওয়া হয় (রূত ১:২২ পদ দেখুন)।

১:৫ দুষ্টরা বিচার এড়াতে পারবে না: যখন ঈশ্বর বিচার করবেন তখন তারা ঈশ্বরের ক্রোধ এড়াতে পারবে না (৭৬:৭; ১৩০:৩ পদ দেখুন; ইষ্রা ৯:১৫; নহূম ১:৬ পদের নোট দেখুন; মালাখি ৩:২; মথি ২৫:৩১-৪৬; প্রকাশিত ৬:১৭ দেখুন)। **জমায়েত:** ঈশ্বরের মন্দিরে উপাসনার জন্য সমবেত মানুষ (যা দেখা যায় ২২:২৫; ২৬:১২; ৩৫:১৮; ৪০:৯-১০; ১১১:১; ১৪৯:১ পদে; এর সাথে গীত ১৫; ২৪ অধ্যায়ও দেখুন)। **ধার্মিক:** পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের লোকদের সম্পর্কে উচ্চারিত সম্বোধনগুলোর মধ্যে একটি। এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হয় তাদেরকে, যারা ঈশ্বরকে সম্মান দেয় এবং তাঁর ইচ্ছা অনুসারে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করে।

১:৬ ধার্মিকদের পথ ... দুষ্টদের পথ: এখানে দুটি পথের সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং পরোক্ষভাবে যে কোন একটিকে বেছে নেওয়ার জন্য আমাদের কাছে আহ্বান জানানো

হয়েছে (৩৭:২০ পদ দেখুন)।

উপসংহার: ঈশ্বরভক্ত মানুষেরা সুখী কারণ তারা পাপীদের থেকে দূরে থাকে, তাদের জীবন পবিত্র বাইবেল কেন্দ্রিক এবং তারা উন্নতি লাভ করে। অন্যদিকে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিহীন লোকেরা ঈশ্বরভক্ত লোকদের মত নয়, এবং তারা বিচারের সম্মুখীন হবে। এই গীতটি হল একটি জ্ঞানের গীত এবং সমস্ত গীতসংহিতার ভূমিকা।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. গীত ১ এ সাফল্যের চাবী হিসেবে কি বিষয়টিকে চিহ্নিত করা হয়েছে?
২. কিভাবে আপনি ব্যক্তিগতভাবে সত্য সাফল্য পরিমাপ করবেন?
৩. গীত ১ অনুসারে, "সুখী" হওয়ার জন্য আপনাকে কোন্ শর্ত পূরণ করতে হবে?
৪. আপনি এই শর্ত পূরণ করতে ইচ্ছুক কি?
৫. অন্যদের জন্য আশীর্বাদ হতে আপনি এই সপ্তাহে কি করবেন?

গীত ২

খ্রীষ্টের রাজকীয় পদ এবং তাঁর রাজ্য

ভূমিকা: প্রেরিত পিতর ও যোহন প্রেরিত ৪:২৫ পদে এই গীতটিকে রাজা দায়ূদের রচনা বলে উল্লেখ করেছেন– সম্ভবত যিহূদী ঐতিহ্য অনুসারে গীতসংহিতার প্রধান রচয়িতা হিসেবে দায়ূদকে সম্মান জানাতে গিয়ে। রাজকীয় গীত হিসেবে এই গীতটি প্রধান দায়ূদের সাথে ঈশ্বরের সম্পাদিত চুক্তির আলোকে দায়ূদের বংশের রাজাদের বিশেষ অভিষেক সম্পর্কে ব্যক্ত করেছে (২ শমূয়েল ৭ অধ্যায় দেখুন)। গীতসংহিতার দুই খণ্ড বিশিষ্ট এই ভূমিকার দ্বিতীয় খণ্ডে সেই সমস্ত মানুষের প্রতি ঈশ্বরের অপরিমেয় আশীর্বাদ ও দয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে যারা তাঁর কর্তৃত্ব ও বিধান স্বীকার করবে, যারা তাঁর দ্বারা অভিষিক্ত এবং যারা তাঁতে আশ্রয় গ্রহণ করবে। এই গীতটি থেকে নতুন নিয়মে বেশ কয়েকবার উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে, যেখানে দায়ূদের বংশধর ও ঈশ্বরের অভিষিক্ত জন হিসেবে যীশু খ্রীষ্টকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে (পদ ৭)। এক্ষেত্রে রূপকার্থক উপাধি ব্যবহার করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে স্বর্গীয় শাসনকর্তার সাবধান বাণী প্রতিফলিত হয়েছে (পদ ১০), যিনি বিদ্রোহকারীদের (পদ ২) ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে তাদের বিচার করবেন।

[১] জাতিবৃন্দ কেন কলহ করে?
লোকবৃন্দ কেন অনর্থক বিষয় নিয়ে ষড়যন্ত্র করে?
[২] পৃথিবীর রাজারা দণ্ডায়মান হয়,
শাসনকর্তারা একসঙ্গে মন্ত্রণা করে,
সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে এবং তাঁর অভিষিক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে;

গীত ২ : ক্রসরেফারেন্স

[২:১] গীত ২১:১১; ৮৩:৫; হিতো ২৪:২
[২:২] ১শমূ ৯:১৬; যোহন ১:৪১; প্রেরিত ৪:২৫-২৬

৩ বলে, 'এসো, আমরা ওদের বন্ধন ছিঁড়ে ফেলি,
নিজের কাছ থেকে ওদের দড়ি খুলে ফেলি।'

৪ যিনি স্বর্গে উপবিষ্ট, তিনি হাসবেন;
সদাপ্রভু তাদের বিদ্রূপ করবেন।
৫ তখন তিনি ক্রোধে তাদের সঙ্গে কথা বলবেন,
কোপে তাদেরকে ভয় দেখাবেন।
৬ আমি আমার রাজাকে স্থাপন করেছি
আমার পবিত্র সিয়োন পর্বতে।
৭ আমি সদাপ্রভুর নির্দেশের কথা বলবো;
তিনি আমাকে বললেন, তুমি আমার পুত্র,
আজ আমি তোমাকে জন্ম দিয়েছি।
৮ আমার কাছে যাচঞা কর,
আমি তোমাকে উত্তরাধিকার হিসেবে জাতিদেরকে দেব,
পৃথিবীর প্রান্তগুলো তোমার অধিকারে এনে দেব।
৯ তুমি লোহার দণ্ড দ্বারা তাদেরকে ভাঙ্গবে,
কুম্ভকারের পাত্রের মত খণ্ড-বিখণ্ড করবে।

১০ অতএব এখন রাজগণ! বিবেচক হও;
পৃথিবীর বিচারকগণ! শাসন গ্রহণ কর।
১১ তোমরা সভয়ে সদাপ্রভুর উপাসনা কর,
সকম্পে উল্লাস কর।
১২ পুত্রকে চুম্বন কর, পাছে তিনি ক্রুদ্ধ হন
ও তোমরা পথে বিনষ্ট হও,
কারণ ক্ষণমাত্রে তাঁর ক্রোধ প্রজ্বলিত হবে।
সুখী তারা সকলে, যারা তাঁর মধ্যে আশ্রয় নেয়।

[২:৩] ইয়োব ৩৬:৮
২:৪] যিশা ৩৭:১৬; ৪০:২২; ৬৬:১
[২:৫] গীত ৬:১; ২৭:৯; ৩৮:১
[২:৬] রাজা ১৯:৩১; গীত ৯:১১; ৪৮:২, ১১; ৭৮:৬৮; ১১০:২; ১৩৩:৩
[২:৭] ২শমূ ৭:১৪; প্রেরিত ১৩:৩৩; ইব ১:৫; ৫:৫
[২:৮] ইয়োব ২২:২৬; মথি ২১:৩৮
[২:৯] যিশা ৩০:১৪; যিরি ১৯:১০; প্রকা ২:২৭; ১৯:১৫
[২:১০] গীত ১৪১:৬; হিতো ৮:১৫; আমোষ ২:৩
[২:১১] গীত ৯:২; ৩৫:৯; ১০৪:৩৪; যিশা ৬১:১০
[২:১২] দ্বি.বি. ৯:৮; প্রকা ৬:১৬

গীত ২ এর নোটসমূহ

২:১-৩ জাতিগণের বিদ্রোহ: প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যে অনেক সময় জনগণের এবং সিংহাসনের দাবীদার শাসকের বিদ্রোহের কারণে বিদ্যমান শাসনকর্তা তথা রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য বিদ্রোহ বা অভ্যুত্থান ঘটানো হত। এখানে নব্য অভিষিক্ত রাজাকে দেখানো হয়েছে সাম্রাজ্যের উপরে একজন শাসনকারী হিসেবে।

২:১-২ এই পদ দুটির নতুন নিয়ম ভিত্তিক প্রয়োগ সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন প্রেরিত ৪:২৫-২৮।

২:১ কেন ... ? স্বগতোক্তিমূলক এই প্রশ্নের মূল ভাব হচ্ছে, "তাদের কেমন স্পর্ধা!"

২:২ সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে এবং তাঁর অভিষিক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে: সদাপ্রভুর অভিষিক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অর্থ হচ্ছে যিনি তাকে অভিষিক্ত করেছেন তাঁরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

করা। **অভিষিক্ত:** এখানে দায়ূদের বংশের রাজকীয় পদের কথা বোঝানো হয়েছে, যিনি চূড়ান্ত সময়ে যীশু খ্রীষ্ট রূপে অবতীর্ণ হবেন। "মশীহ" শব্দটি এসেছে হিব্রু বুৎপত্তিগত একটি শব্দ থেকে, যার অর্থ হচ্ছে "অভিষিক্ত ব্যক্তি"। ইংরেজী "Christ" শব্দটি এসেছে একটি গ্রীক শব্দ থেকে, যার অর্থও "অভিষিক্ত" (মথি ১:১ পদের নোট দেখুন)।

২:৪-৬ সদাপ্রভু বিদ্রোহকারীদের দেখে বিদ্রূপ করবেন: পৃথিবীর লোকেরা ও শাসকেরা যখন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তখন তিনি সহাস্যে তাদেরকে দেখে ভ্রুকুটি করেন এবং বিদ্রূপ করেন, কারণ স্বয়ং তিনিই সিয়োনে (যিরূশালেমে) দায়ূদের রাজবংশ ও রাজকীয় সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন।

২:৫ ক্রোধ ... কোপ: ঈশ্বরের ক্রোধ সব সময়ই তাঁর ধার্মিকতার একটি বহিঃপ্রকাশ (৭:১১ পদ দেখুন; সেই সাথে ৪:১ পদের নোটও দেখুন)।

২:৬ পবিত্র সিয়োন পর্বত: যেখানে যিরূশালেম মন্দির অবস্থিত ছিল (২ বংশাবলি ৩৩:১৫ পদ দেখুন); সেই সাথে ৩:৪; ১৫:১; ৪৩:৩; ৯৯:৯ পদও দেখুন।

২:৭-৯ সদাপ্রভুর অভিষিক্ত জন সদাপ্রভুর নির্দেশের কথা বলছেন। যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান সম্পর্কে নতুন নিয়মের তত্ত্ব জানতে পড়ুন প্রেরিত ১৩:৩৩; স্বর্গদূতদের উপরে তাঁর কর্তৃত্বকারী অবস্থান সম্পর্কে জানতে পড়ুন ইব্রীয় ১:৫; মহাপুরোহিত হিসেবে তাঁর অভিষেক ও দায়িত্ব পালন সম্পর্কে জানতে পড়ুন ইব্রীয় ৫:৫।

২:৭ পুত্র ... জন্ম দিয়েছি: প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যে একজন মহান রাজা এবং তার অধীনস্থ প্রাদেশিক শাসনকর্তার মধ্যকার সম্পর্ককে শুধুমাত্র "দাস" ও "মনিব" বলে সম্বোধন করা হত না, সেই সাথে "পিতা" ও "পুত্র" বলেও সম্বোধন করা হত। দায়ূদীয় রাজবংশের রাজা ছিলেন সদাপ্রভুর "দাস" এবং সেই সাথে তাঁর "পুত্র" (২ শমূয়েল ৭:৫,১৪)।

২:৮ উত্তরাধিকার: অর্থাৎ ভূখণ্ড, তথা প্রতিজ্ঞাত দেশ, যা সদাপ্রভু তাঁর অধিকার বলে ইস্রায়েলকে দিয়েছিলেন (যাত্রা ১৫:১৭; এর সাথে দেখুন যিহোশূয় ২২:১৯; গীত ২৮:৯; ৭৯:১; ৮২:৮)। **পৃথিবীর প্রান্তগুলো:** চূড়ান্তভাবে সদাপ্রভুর অভিষিক্ত জনের শাসন ও কর্তৃত্বের আওতা সদাপ্রভুর নিজ কর্তৃত্বের আওতার মত প্রসারিত হবে।

২:৯ প্রকাশিত বাক্য ১২:৫; ১৯:১৫-১৬ পদ অনুসারে খ্রীষ্টের বিজয়ী হওয়া ও রাজত্ব করার কালে এই বাণী পরিপূর্ণতা লাভ করবে। প্রকা ২:২৬-২৭ পদে খ্রীষ্ট পরিষ্কারভাবে ঘোষণা দিয়েছেন যে, যারা তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে তারা সমস্ত জাতির উপরে তাঁর সাথে কর্তৃত্ব করবে। তাদের তিনি কুম্ভকারের পাত্রের মত খণ্ড-বিখণ্ড করবেন। যিরমিয় ১৯:১১ পদ দেখুন।

২:১০-১২ বিদ্রোহী শাসনকর্তাদেরকে এখানে সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে।

২:১১ তোমরা সভয়ে সদাপ্রভুর উপাসনা কর, সকম্পে উল্লাস কর। রাজা রূপে ঈশ্বরের জয়ধ্বনির প্রকাশ। **সকম্পে:** শ্রদ্ধা ও ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ।

২:১২ চুম্বন কর: আত্মসমর্পণের চিহ্ন হিসেবে (১ শমূয়েল ১০:১; ১ রাজাবলি ১৯:১৮; হোশেয় ১৩:২; সেই সাথে আদি ৪১:৪০ পদও দেখুন)। আশেরীয় রাজার প্রতি আনুগত্য দেখাতে হলে তার পায়ে চুমু খেতে হত। **পুত্রকে চুম্বন কর, পাছে ... তাঁর ক্রোধ প্রজ্বলিত হবে।** খুব সম্ভব এখানে মূলত "সদাপ্রভু" ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে (পদ ১১), যিনি তাঁর পুত্রকে অভিষেক দান করেছেন। **তোমরা পথে বিনষ্ট হও:** ১:৬ পদের নোট দেখুন। **সুখী:**

১:১ পদের নোট দেখুন। **তাঁর মধ্যে আশ্রয় নেয়।** ৫:১১; ৩৪:৮; ৬৪:১০ পদ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন **১০৪:১৮** পদ।

উপসংহার: বর্তমান যুগে খ্রীষ্টকে প্রত্যাখ্যান করার ছবি হল এই ভবিষ্যদ্বাণী। এই যুগেও প্রভু যীশুকে লোকেরা প্রত্যাখ্যান করে চলবে এবং তার শেষ ফল হবে মহা কষ্টের সময়ে যখন সত্যিকারের বিশ্বাস একেবারে প্রত্যাখ্যান করা হবে। শত্রুদের প্রতি মশীহের চরম ঘৃণা এবং তাঁর ভবিষ্যত রাজত্বের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। প্রভু যিনি মানুষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করবেন এবং যিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠবেন, তিনি যখন ফিরে এসে তাঁর রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করবেন তখন তিনি যে ঈশ্বরের পুত্র সেই বিষয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করবেন। তিনি রাজাদের এবং বিদ্রোহীদের তাঁর রাজ্য স্থাপনের ব্যাপারে সাবধান করবেন।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রমাণ কি আপনি আন্তর্জাতিক ঘটনাগুলোতে দেখতে পান? জাতীয় ইভেন্টে? স্থানীয় ঘটনাগুলোতে? আপনার সহকর্মীদের জীবনে?
২. আপনি খ্রীষ্টের কাছে একজনকে আনবার জন্য কতটুকু সাহায্য করতে পারেন?
৩. আপনি ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে এই গীত থেকে কি শিক্ষা পান?
৪. সার্বভৌম ঈশ্বরকে কিভাবে চেনা যায়? সার্বভৌম ঈশ্বরকে জানার জন্য আপনি জীবনের কোন্ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন?

গীত ৩

ঈশ্বরের উপর শান্তিপূর্ণ বিশ্বাস

ভূমিকা: গীত ৩ অধ্যায়ে শত্রুদের দ্বারা হুমকির সম্মুখীন হয়েও গীতসংহিতার লেখক অত্যন্ত আত্মবিশ্বাস নিয়ে সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছেন। গীত ৩ ও ৮ অধ্যায়ে সদাপ্রভুর অসাধারণ মহিমা ও গৌরবের কথা (পদ ৩; ৪:২) এবং দায়ূদের দর্শনের কথা (পদ ৫; ৪:৮) প্রকাশিত হয়েছে। ৫ পদে দায়ূদ এই পরম নির্ভরতার কথা প্রকাশ করেছেন যে, সদাপ্রভু তাঁর ঘুমের সময় তাঁকে সুরক্ষা দেন বলেই সকালে তিনি ঘুম থেকে উঠে নতুন দিন দেখতে পান। ৪:৮ পদে তিনি তাঁর অন্তরের শান্ত ভাবের কথা বলেছেন, যা বুকে ধারণ করে তিনি ঘুমোতে যান। সদাপ্রভু তাঁর সাথে রয়েছেন বলেই তিনি অন্তরে এই শান্তি লাভ করতে পেরেছেন। গীতসংহিতার শুরুতেই সকালে প্রাতঃভ্রমণ ও রাত্রিতে নিদ্রাগমনের এই উল্লেখের মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে, দিন ও রাতে ঈশ্বর যে সব সময় ও যে কোন পরিস্থিতিতে আমাদেরকে তাঁর সুরক্ষা, আশীর্বাদ ও অনুগ্রহের অধীনে রাখেন সেই বিষয়টিই এখানে প্রকাশ করা হয়েছে।

দায়ূদ তাঁর নিজের পুত্র অব্‌শালোমের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার সময়কার গান।

গীত ৩ : ক্রসরেফারেন্স

[৩:১] ২শমূ ১৫:১৪
[৩:২] গীত ২২:৮; ৭১:১১; যিশা ৩৬:১৫; ৩৭:২০
[৩:৩] আদি ১৫:১
৩:৪] ইয়োব ৩০:২০
[৩:৫] লেবী ২৬:৬
[৩:৬] ইয়োব ১১:১৫; গীত ২৩:৪; ২৭:৩
[৩:৭] ইয়োব ২৯:১৭; গীত ৫৭:৪; হিতো ৩০:১৪; বিলাপ ৩:১৬
[৩:৮] গীত ২৭:১; ৩৭:৩৯; ৬২:১; যিশা ৪৩:৩, ১১; ৪৪:৬, ৮; ৪৫:২১; হোশেয় ১৩:৪; যোহন ২:৯; প্রকা ৭:১০

১ হে সদাপ্রভু, আমার বিপক্ষ কত বৃদ্ধি পেয়েছে।
অনেকে আমার বিরুদ্ধে উঠছে।
২ অনেকে আমার প্রাণের উদ্দেশে বলছে,
ঈশ্বরের কাছে ওর জন্য কোন সাহায্য নেই। [সেলা]
৩ কিন্তু, হে সদাপ্রভু, তুমিই আমার বেষ্টনকারী ঢাল,
আমার গৌরব ও আমার মস্তক উত্তোলনকারী।
৪ আমি স্বরবে সদাপ্রভুকে ডাকি,
আর তিনি তাঁর পবিত্র পর্বত থেকে আমাকে উত্তর দেন। [সেলা]
৫ আমি শয়ন করলাম ও নিদ্রা গেলাম, আমি জাগ্রত হলাম;
কারণ সদাপ্রভু আমাকে ধারণ করেন।
৬ আমি হাজার হাজার লোককেও ভয় পাব না,
যারা আমার বিরুদ্ধে চারদিকে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়েছে।
৭ হে সদাপ্রভু, উঠ;
হে আমার ঈশ্বর আমার পরিত্রাণ কর;
কেননা তুমি আমার সমস্ত শত্রুর চোয়ালে আঘাত করেছ,
তুমি দুষ্টদের সমস্ত দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছ।
৮ পরিত্রাণ সদাপ্রভুরই কাছে;
তোমার লোকদের উপরে তোমার আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। [সেলা]

গীত ৩ এর নোটসমূহ

শিরোনাম: পালিয়ে যাবার সময়কার গীত। ২ শমূয়েল ১৫:১৩–১৭:২২ পদ দেখুন। দায়ূদের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর উল্লেখ ১৩টি গীতের মধ্যে পাওয়া যায় (৩; ৭; ১৮; ৩৪; ৫১; ৫২; ৫৪; ৫৬; ৫৭; ৫৯; ৬০; ৬৩; ১৪২)। এদের মধ্যে গীত ১৪২ ব্যতীত আর সবগুলোই গীতসংহিতার ১ম ও ২য় খণ্ড থেকে নেওয়া।

৩:১-২ সদাপ্রভুর প্রতি দায়ূদের প্রার্থনা: দায়ূদ বহু শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত।

৩:২ ২২:৭-৮; ৭১:১০-১১ পদ দেখুন। গীতসংহিতার রচয়িতা প্রায়শই দুষ্টদের ও অত্যাচারীদের উক্তি উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে, তারা কিভাবে ঈশ্বরকে (পদ ১:১) এবং তাঁর দাসকে (১০:১১) উপহাস করে।

৩:৩-৪ সদাপ্রভুর প্রতি দায়ূদের সব সময় আস্থা ও নির্ভরতা ছিল, কারণ সদাপ্রভু কখনো তাঁর প্রার্থনার উত্তর দিতে ব্যর্থ হন না।

৩:৩ ঢাল: প্রাচীন ইস্রায়েলের প্রচলিত ধারণা অনুসারে একজন রাজা হলেন তার অধীনস্ত প্রজাদের বা জনগণের প্রতিরক্ষার ঢালস্বরূপ (৭:১০; ৪৭:৯; ৫৯:১১; ৮৪:৯; ৮৯:১৮; আদি ১৫:১ পদ দেখুন)। তেমনি এখানে বার বার বলা হয়েছে সদাপ্রভু হলেন তাঁর লোকদের রক্ষাকারী ঢাল (৮৪:১১; ৯১:৪; ১১৫:৯-১১; দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩:২৯; হিতোপদেশ ৩০:৫ পদ দেখুন)। **আমার গৌরব:** দায়ূদ সদাপ্রভুর জন্য আনন্দিত, কারণ

তিনিই তাঁর যোগানদাতা ও সুরক্ষাদাতা; তিনিই দায়ূদকে সম্মানের আসনে উঠিয়েছেন। **আমার মস্তক উত্তোলনকারী:** তাঁর শত্রুদের সাথে বিজয় লাভের মধ্য দিয়ে দায়ূদ সম্মানিত হয়েছেন (১১০:৭ পদ দেখুন)।

৩:৪ আমি স্বরবে সদাপ্রভুকে ডাকি ... আমাকে উত্তর দেন: ১১৮:৫ পদের নোট দেখুন। **পবিত্র পর্বত:** সদাপ্রভুর উপাসনার স্থান, এই পৃথিবীতে তাঁর স্বর্গীয় সিংহাসনের আবাসস্থল (২:৬ পদের নোট দেখুন)।

৩:৫-৬ দায়ূদের নিজ সুরক্ষার প্রতি আস্থা।

৩:৫ দায়ূদ যখন নিদ্রিত ছিলেন, তখনও তিনি নির্ভয়ে ছিলেন, কারণ সদাপ্রভু জাগ্রত থেকে তাঁকে সুরক্ষা দান করেছেন (পদ ৪:৮ দেখুন)।

৩:৭-৮ দায়ূদের প্রার্থনা।

৩:৭ উঠ ... উদ্ধার কর: একটি হিব্রু বাগধারা, যার মধ্য দিয়ে তড়িৎ কোন উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়। এই কথায় উত্থিত হওয়া বা উঠে আসার তাগিদ ফুটে ওঠে (যাত্রা ১২:৩১; দ্বিতীয় বিবরণ ৭:৯ পদ দেখুন। কাব্যিক ভাষায় বাগধারাটিকে অনেক সময় দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এ কারণে দায়ূদের প্রার্থনা এখানে এভাবে প্রকাশ পেয়েছে: "উঠ এবং আমাকে উদ্ধার কর।" **হে সদাপ্রভু ... হে আমার ঈশ্বর।** অর্থাৎ "সদাপ্রভুই আমার ঈশ্বর"। এই নামটিকে বা শব্দগুচ্ছটিকে ভেঙ্গে দুটি কাব্যিক অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। **দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছ:** সম্ভবত এখানে শত্রুদেরকে বন্য প্রাণীর সাথে তুলনা করা হয়েছে (৭:২ পদের নোট দেখুন)।

৩:৮ উদ্ধার সদাপ্রভুরই কাছে: গীতসংহিতার প্রার্থনাগুলোর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, প্রতিটি প্রার্থনার শেষে এ ধরনের একটি আত্মবিশ্বাসমূলক অংশ থাকে যে, এই প্রার্থনাটি অবশ্যই সদাপ্রভু ঈশ্বরের কাছে গৃহীত হবে এবং তিনি এর উত্তর দান করবেন (যেমনটা দেখা যায় ৬:৮-১০; ৭:১০-১৭; ১০:১৬-১৮; ১২:৭; ১৩:৫-৬ পদে; এর সাথে ১২:৫-৬ পদের নোট দেখুন)। এখানে দায়ূদের আত্মবিশ্বাস ঈশ্বরের লোকদের কাছে সাক্ষ্য হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। **তোমার লোকদের উপরে তোমার আশীর্বাদ বর্ষিত হোক।** ২৫:২২; ২৮:৮-৯; ৫১:১৮ পদ দেখুন। যারা ইস্রায়েল দেশে ঈশ্বর কর্তৃক শাসন করার জন্য অভিষিক্ত হয়েছে তারা স্বর্গীয় রাজার সম্মুখে দাসের মত দাঁড়াবে, কারণ তারা স্বর্গীয় সদাপ্রভুর লোকদের মঙ্গল সাধনের জন্য দায়বদ্ধ।

উপসংহার: অবশালোম যখন দায়ূদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তখন দায়ূদ ভীষণ দুঃখ পান। সেই সময় দায়ূদ শিখেছিলেন যে, ঈশ্বর ছিলেন তাঁর গৌরব, তাঁর রক্ষাকারী এবং তাঁর উৎসাহদাতা। দায়ূদ বুঝতে পারলেন যে, ঈশ্বরই তাঁর প্রার্থনার উত্তর দেন এবং তাঁকে শান্তি ও উদ্ধার দান করেন।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. এই গীতের মূল পয়েন্টগুলো কি কি?
২. গীতটি কোন্ ঘটনার নেতৃত্ব দেয়?

৩. দায়ূদের অভিযোগ কি ছিল? লোকেরা দায়ূদ সম্বন্ধে কি বলছিল?
৪. 'সেলা' শব্দটির অর্থ কি?
৫. দায়ূদ কিভাবে ঈশ্বরকে দেখেছিলেন?
৬. দায়ূদ কি জন্য প্রার্থনা করেছেন?
৭. অতীতে দায়ূদের জন্য ঈশ্বর কি করেছিলেন?
৮. দায়ূদের ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য কি?
৯. আপনার ব্যক্তি জীবনে গীতটি কিভাবে রেখাপাত করে?

গীত ৪

সান্ধ্যকালীন প্রার্থনা যা বিশ্বাসে স্থির রাখতে সাহায্য করে

ভূমিকা: অপমানকারীদের হুমকি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, যারা কোন দুর্যোগের কারণে রাজাকে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করে দোষী করার চেষ্টা করে (সম্ভভত কোন ধরনের খরা বা দুর্ভিক্ষ; পদ ৭ দেখুন)। সম্ভবত সারা রাজ্য জুড়ে এই দুর্যোগ দেখা দিয়েছিল, যার কারণে মানুষের কাছে রাজার অবস্থান প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছিল অর্থাৎ তাঁর "গৌরব" ক্ষুন্ন হয়েছিল (পদ ২) এবং তাঁর সিংহাসন হুমকির সম্মুখীন হয়েছিল। যারা মিথ্যা কথা ছড়িয়ে থাকে (২ পদের নোট দেখুন) তারা এই সকল দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঈশ্বরের কাছে না এসে রাজার উপরে নির্ভর করেছিল। গীত ৩ ও ৫ অধ্যায়ের সাথে এই গীতটির সংযুক্তি রয়েছে।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। তারযুক্ত যন্ত্রে। দায়ূদের সঙ্গীত।

[১] হে আমার ধার্মিকতার ঈশ্বর,
আমি ডাকলে আমাকে উত্তর দাও।
সঙ্কটে তুমি আমাকে মনের প্রশস্ততা দিয়েছ;
আমাকে দয়া কর, আমার প্রার্থনা শোন।
[২] হে মানব সন্তানেরা কতকাল আমার সম্মান
অবিশ্বাসে পরিণত করবে?
কতকাল অসার কথা ভালবাসবে
ও মিথ্যা কথার খোঁজ করবে? [সেলা]
[৩] তোমরা জেনো সদাপ্রভু নিজের বিশ্বস্ত লোককে
নিজের জন্য পৃথক করে রেখেছেন;
আমি সদাপ্রভুকে ডাকলে তিনি শোনবেন।
[৪] তোমরা ভয় কর, পাপ করো না,
তোমাদের বিছানার উপরে
মনে মনে কথা বল ও নীরব হও। [সেলা]

গীত ৪ : ক্রসরেফারেন্স

[৪:১] আদি ৩২:৭; বিচার ২:১৫
[৪:২] যাত্রা ১৬:৭; ১শমূ ৪:২১; রাজা ১৯:২৬; ইয়োব ৮:২২; গীত ৩৫:২৬
[৪:৩] গীত ১২:১; ৩০:৪; ৩১:২৩; ৭৯:২; মীখা ৭:২; ১তীম ৪:৭; ২পিতর ৩:১১
[৪:৪] গীত ৬৩:৬; দানি ২:২৮

৫ তোমরা ধার্মিকতায় উৎসর্গ দেও,
আর সদাপ্রভুর উপর ভরসা রাখ।
৬ অনেকে বলে, কে আমাদেরকে মঙ্গল দেখাবে?
হে সদাপ্রভু আমাদের প্রতি নিজের মুখের আলো উদিত কর।
৭ তুমি আমার অন্তঃকরণে এমন আনন্দ দিয়েছ,
যা ওদের শস্য ও প্রচুর আঙ্গুর-রসের সময়েও হয় না।
৮ আমি শান্তিতে শয়ন করবো, নিদ্রাও যাব;
কেননা, হে সদাপ্রভু, তুমিই একাকী
আমাকে নির্ভয়ে বাস করতে দিচ্ছ।

[৪:৫] গীত ৩১:৬; ১১৫:৯; হিতো ৩:৫; ২৮:২৬; যিশা ২৬:৪; যোহন ১৪:১
[৪:৬] গণনা ৬:২৫
[৪:৭] প্রেরিত ১৪:১৭
[৪:৮] গণনা ৬:২৬; ইয়োব ১১:১৮

গীত ৪ এর নোটসমূহ

শিরোনাম: প্রধান বাদ্যকরের জন্য। সম্ভবত এটি লিটার্জি ভিত্তিক বিশেষ দ্রষ্টব্য, যার মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে ইস্রায়েল জাতির উপাসনা ও প্রশংসার সময়কালে গীত পরিচালকের দ্বারা এই অংশটি ব্যবহৃত হবে কিংবা যে কোন উপাসনার ক্ষেত্রে উক্ত উপাসনা পরিচালনাকারীই তা ব্যবহার করবেন (১ বংশাবলি ২৩:৫, ৩০; ২৫; গণনা ১১:১৭)। এই লিটার্জিতে লেবীয়গণ উপাসনায় আগত জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাদের নেতৃত্ব অনুসরণ করে সমবেত জনতা "আমেন" এবং "সদাপ্রভুর প্রশংসা হোক" (হাল্লেলুইয়া) কথাগুলো উচ্চারণ করবে (১ বংশাবলি ১৬:৩৬; গণনা ৫:১৩ পদ দেখুন); এর সাথে তুলনা করুন ১ করিন্থীয় ১৪:১৬; প্রকাশিত ৫:১৪; ৭:১২; ১৯:৪। **তারযুক্ত যন্ত্রে:** এই লিটার্জি ভিত্তিক দ্রষ্টব্যে বোঝানো হয়েছে যে, লেবীয়গণ বীণা ও অন্যান্য তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র নিয়ে এই গীতটি গাইবেন (১ বংশাবলি ২৩:৫; ২৫:১, ৩,৬ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন গীত ৩৩:২; ৪৩:৪; ৭১:২২; আরও দেখুন গীত ৩৯; ৪২ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট)।

৪:১ আমি ডাকলে আমাকে উত্তর দাও। সর্ব প্রথম বিনতি। ১১৮:৫ পদের নোট দেখুন। **ধার্মিকতার ঈশ্বর:** গীতসংহিতায় ঈশ্বরের ধার্মিকতা বলতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর সমস্ত কথা ও কাজের প্রতি বিশ্বস্ততার কথা বোঝানো হয়েছে। এই বিশ্বস্ততা তাঁর লোকদের প্রতি তাঁর শপথ এবং স্বর্গীয় রাজা হিসেবে তাঁর মর্যাদা প্রকাশ করে। তিনিই সেই ঈশ্বর যাঁর কাছে ক্ষমতাহীন মানুষ নিরাপত্তা কামনা করবে, অত্যাচারিত মানুষেরা বিচার চাইবে এবং অভাবী মানুষেরা সহায় চাইবে। **আমাকে দয়া কর:** এখানে আক্ষরিক অর্থে বোঝানো হয়েছে "আমাকে তোমার কাছে স্থান দাও" (১৮:১৯ পদের নোট দেখুন)। **সঙ্কটে:** জাতির দুর্যোগের সময় যারা রাজার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ ও দোষারোপ করেছিল তাদের অভিযোগ, তিরস্কার ও অবিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে।

৪:২-৩ যারা দায়ূদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে তাদেরকে দায়ূদ চ্যালেঞ্জ করেছেন এবং তাদেরকে এই কথা বলে সাবধান করে দিয়েছেন যে, সদাপ্রভু তাঁর প্রার্থনা শুনবেন এবং তাঁকে তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবেন (৫:৯ পদের নোট দেখুন)।

৪:২ কত কাল? ৬:৩ পদের নোটও দেখুন। **আমার সম্মান অবিশ্বাসে পরিণত করবে?** অর্থাৎ মিথ্যা অভিযোগ ও দোষারোপের কারণে দায়ূদ ঈশ্বরের অনুগ্রহে যে সম্মান ও

ভালবাসা মানুষের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন তা লোপ পেতে চলেছে (৩:৩ পদের নোট দেখুন) এবং তিনি মানুষের কাছে অবিশ্বাসের পাত্রে পরিণত হয়েছেন। **অসার কথা:** গুজব ও মিথ্যা অভিযোগ, যেখানে সত্যের কোন স্থান নেই। **মিথ্যা কথা:** ৫:৬,৯ পদের নোট দেখুন।

৪:৩ নিজের বিশ্বস্ত লোক: হিব্রু শব্দ আসিদ, যা গীতসংহিতায় ২৬ বার উল্লিখিত হয়েছে (একবার তা ঈশ্বরকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে: ১৪৫:১৭; "বিশ্বস্ত"; এর সাথে তুলনা করুন ১৮:২৫ পদ)। সাধারণত এই শব্দটি বহুবচনে বিশ্বস্ত মানুষ বা প্রজাদের বোঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটি হচ্ছে ঈশ্বরের লোকদের বোঝানো জন্য ব্যবহৃত একটি বিশেষ শব্দ, যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিপূর্ণ ও বিশ্বস্ত লোকদেরকেই প্রকাশ করা হয়ে থাকে (১ শমূয়েল ২:৯)।

৪:৪-৫ ক্রোধ বা ভয়ের কাছে পরাজিত না হওয়া এবং নিজেদের সমস্যার কারণে অন্যকে (অর্থাৎ রাজাকে) দোষারোপ না করার জন্য এখানে বিশেষভাবে আহ্বান জানানো হয়েছে। সেই সাথে নিজেদের অন্তরে অনুসন্ধান করে সদাপ্রভুর উপরে ভরসা করার জন্য বলা হয়েছে।

৪:৪ তোমরা ভয় কর, পাপ করো না: প্রেরিত পৌল এই কথাগুলোকেই কিছুটা ভিন্ন ভাবে ব্যবহার করেছেন (ইফি ৪:২৬ পদ)।

৪:৬ চরম হতাশা ও নৈরাশ্যের মধ্যেও দায়ূদ প্রার্থনা করছেন যেন সদাপ্রভু তাঁকে আশীর্বাদ করেন। **কে ... ?:** রাজার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসার কারণে এখন পরবর্তী নেতৃত্ব কে গ্রহণ করবে এ নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলছে। **কে আমাদেরকে মঙ্গল দেখাবে?:** ৩৪:১০; ৮৪:১১; ৮৫:১২; ১০৩:৫; ১০৭:৯ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ১৬:২; যাকোব ১:১৭। **আমাদের প্রতি নিজের মুখের আলো উদিত কর:** দায়ূদ সদাপ্রভুর কাছে বিনতি জানাচ্ছেন যেন তিনি এই জাতির মঙ্গল সাধন করতে পারেন। এর জন্য তিনি দয়া ও আশীর্বাদ দানের একটি প্রচলিত প্রকাশভঙ্গি অনুসরণ করেছেন (১৩:১ পদের নোট দেখুন), যা পুরোহিত হারোণের প্রার্থনার সাথে মিলে যায় (গণনা ৬:২৪-২৬ পদ দেখুন)।

৪:৭ অন্তঃকরণ: পবিত্র বাইবেলের ভাষায় মানবীয় আত্মার কেন্দ্র বিন্দু, যেখান থেকে আবেগ, অনুভূতি, চিন্তা, অনুপ্রেরণা, সাহসিকতা ও কাজের উদ্যোগ উৎসারিত হয়। "তা থেকে জীবন প্রবাহিত হয়" (হিতোপদেশ ৪:২৩)।

৪:৮ শান্তিতে: কোন প্রকার দুশ্চিন্তা অন্তরে না রেখে। আমি শান্তিতে শয়ন করবো, নিদ্রাও যাব। ৩:৫ পদের নোট দেখুন।

উপসংহার: সান্ধ্যকালীন প্রার্থনা যা বিশ্বাসে স্থির রাখে। এই রকম প্রার্থনার ফল হল: অন্তরে বিশ্বাস বৃদ্ধি পাওয়া, ঈশ্বরের সাহায্যের নিশ্চয়তা, বিশ্বাস, ঈশ্বরের অনুমোদন, আনন্দ, শান্তি এবং নিরাপত্তা।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. গীত ৪:১ পদ অনুসারে, দায়ূদ তাঁর প্রার্থনার উত্তর ঈশ্বরের কাছ থেকে না পাওয়ার

জন্য হতাশ হয়েছিলেন। কেন ঈশ্বর কখনও কখনও একটি জরুরী প্রার্থনার উত্তর দিতে বিলম্ব করেন?

২. ঈশ্বর বিলম্ব করে প্রার্থনার উত্তর দেওয়াতে এমন কোন্ সাহায্য আপনার জীবনে নেমে এসেছে, যার থেকে আপনি অনেক কিছু শিক্ষা পেয়েছেন?

গীত ৫

শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সদাপ্রভু ঈশ্বরের উপর নির্ভর করা

ভূমিকা: এই প্রাতঃকালীন প্রার্থনাটি সম্ভবত সকালের উৎসর্গের সময় করা হত। এখানে গীতসংহিতার রচয়িতা তাঁর শত্রুদের ভয়ঙ্কর মিথ্যা অপবাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঈশ্বরের কাছে বিনতি জানাচ্ছেন।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। বাঁশীর শব্দের সঙ্গে দায়ূদের সঙ্গীত।

গীত ৫ : ক্রসরেফারেন্স

[৫:১] ১রাজা ৮:২৯; গীত ১৭:১; ৪০:১; ১১৬:২; দানি ৯:১৮
[৫:২] ইয়োব ১৯:৭; ২৪:১২; ৩৬:৫
[৫:৩] যিশা ২৮:১৯; ৫০:৪; যিরি ২১:১২; যিহি ৪৬:১৩; সফ ৩:৫
[৫:৪] গীত ১:৫; ১১:৫; ১০৪:৩৫; হিতো ২:২২
[৫:৫] রাজা ১৯:৩২; গীত ৭৩:৩; ৭৫:৪; যিশা ৩৩:১৯; ৩৭:৩৩
[৫:৫] গীত ৪৫:৭; ১০১:৩; ১১৯:১০৪; হিতো ৮:১৩
[৫:৬] হিতো ১৯:২২; যোহন ৮:৪৪; প্রেরিত ৫:৩; প্রকা ২১:৮
[৫:৭] দ্বি.বি. ১৩:৪; যিরি ৪৪:১০; দানি ৬:২৬
৫:৮: গীত ২৩:৩; ৩১:১; ৭১:২; ৮৫:১৩; ৮৯:১৬; হিতো ৮:২০
[৫:৯: গীত ১২:২; ২৮:৩; ৩৬:৩; হিতো ১৫:৪; যিরি ৯:৮; রোমীয় ৩:১৩

১ হে সদাপ্রভু, আমার কথায় কান দাও,
আমার কাতরোক্তিতে মনোযোগ কর।
২ হে আমার রাজা, হে আমার ঈশ্বর,
আমার আর্তনাদের স্বর শোন,
কেননা আমি তোমারই কাছে প্রার্থনা করছি।
৩ হে সদাপ্রভু খুব ভোরে তুমি আমার আবেদন শুনবে;
প্রভাতে আমি তোমার উদ্দেশে প্রার্থনা সাজিয়ে অপেক্ষায় থাকব।
৪ কেননা তুমি দুষ্টতাপ্রিয় ঈশ্বর নও,
মন্দ তোমার অতিথি হতে পারে না।
৫ গর্বিত লোকেরা তোমার সাক্ষাতে দাঁড়াবে না,
তুমি সমস্ত দুর্বৃত্তদের ঘৃণা করে থাক।
৬ তুমি মিথ্যাবাদীদের বিনষ্ট করবে,
সদাপ্রভু রক্তপাতী ও ছলনাপ্রিয়কে ঘৃণা করেন।
৭ কিন্তু আমি তোমার প্রচুর অটল প্রেমের দরুন
তোমার গৃহে প্রবেশ করবো,
তোমার পবিত্র মন্দিরের অভিমুখে
ভয়ে তোমাকে প্রণিপাত করবো।
৮ হে সদাপ্রভু, আমার গুপ্ত শত্রুদের হেতু
তুমি তোমার ধর্মশীলতায় আমাকে চালাও,
আমার সম্মুখে তোমার পথ সরল কর।
৯ কেননা ওদের মুখে স্থিরতা কিছুই নেই;
তাদের অন্তর দুষ্টতায় পূর্ণ,

তাদের কণ্ঠ অনাবৃত কবরস্বরূপ,
তারা তাদের জিহ্বা দ্বারা প্রতারণা করে।
১০ হে ঈশ্বর তাদেরকে দোষী কর,
তারা নিজেদের মন্ত্রণায় পতিত হোক,
তুমি তাদের প্রচুর অধর্মের জন্য তাদেরকে তাড়িয়ে দাও,
কেননা তারা তোমার বিদ্রোহী হয়েছে।
১১ কিন্তু যারা তোমার মধ্যে আশ্রয় নেয় তারা সকলে আহ্লাদিত হোক,
তারা চিরকাল আনন্দ গান করুক,
কেননা তুমি তাদেরকে রক্ষা করছো;
যারা তোমার নাম প্রেম করে, তারা তোমাতে উল্লাস করুক।
১২ কেননা তুমি ধার্মিককে আশীর্বাদ করবে,
হে সদাপ্রভু, তুমি ঢালের মত তাকে প্রসন্নতায় বেষ্টন করবে।

[৫:১০] গীত ৭৮:৪০; ১০৬:৭; ১০৭:১১; বিলাপ ৩:৪২
[৫:১১] ইয়োব ২২:১৯
[৫:১২] আদি ১৫:১

গীত ৫ এর নোটসমূহ

শিরোনাম: প্রধান বাদ্যকরের জন্য। গীত ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **বাঁশী:** শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দ শুধুমাত্র এই অংশেই দেখা যায়।

৫:১-২ সদাপ্রভু যেন প্রার্থনা শোনেন তার জন্য প্রারম্ভিক বিনতি।

৫:৩-৭ এই সাতটি লাইনে (হিব্রু টেক্সটের) গীতসংহিতার রচয়িতা ঘোষণা করেছেন যে, তিনি "খুব ভোরে" "পবিত্র মন্দিরের অভিমুখে" ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করবেন, কারণ তিনি নিশ্চিত ঈশ্বর এই দুষ্টদেরকে যথোপযুক্ত জবাব দেবেন।

৫:৩ খুব ভোরে: গীত ৫৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন যিরমিয় ২১:১২ পদের নোট।

৫:৫ গর্বিত লোকেরা: ৩১:২৩ পদের নোট দেখুন।

৫:৬ মিথ্যাবাদী: যারা তাদের ভর্ৎসনা ও মিথ্যা অভিযোগের মধ্য দিয়ে অন্যদের বিনাশ সাধন করে থাকে (৯ পদের নোট দেখুন)।

৫:৭ অটল ভালবাসা: ৬:৪ পদের নোট দেখুন।

৫:৮-১১ হিব্রু সংস্করণের সাতটি লাইনে গীত রচয়িতা শত্রুদের বিষয়ে সদাপ্রভুর কাছে বিনতি জানিয়েছেন, যারা তাদের মিথ্যা দোষারোপ ও ভর্ৎসনামূলক কথার মধ্য দিয়ে তাঁকে ধ্বংস করতে দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ।

৫:৮ আমাকে চালাও: একজন মেষপালকের মত করে (২৩:৩ পদ দেখুন)। **ধর্মশীলতা:** ৪:১ পদের নোট দেখুন। **আমার সম্মুখে তোমার পথ সরল কর:** অর্থাৎ, তুমি যে পথে আমাকে পরিচালনা দেবে তা যেন সরল ও সোজা হয়, মসৃণ হয়, সেখানে যেন কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা বা প্রলোভন না আসে। গীত রচয়িতা প্রার্থনা করছেন যেন ঈশ্বর তাঁকে এমনভাবে পরিচালনা দেন যাতে করে তাঁর শত্রুরা তাঁর বিরুদ্ধে কোন ধরনের অভিযোগ তোলার কোন সুযোগই না পায় (২৫:৪; ২৭:১১; ১৩৯:২৪; ১৪৩:৮-১০ দেখুন)।

৫:৯-১০ অভিযোগ উত্থাপন ও বিচারের জন্য আহ্বান (মানবীয় হুমকি বা আক্রমণের কথা

যেখানে গীতের রচয়িতা উল্লেখ করেছেন, সেখানেই প্রার্থনার মধ্যে এই দুটি উপকরণ স্থান পেয়েছে)।

৫:৯ তাদের কণ্ঠঃ অর্থাৎ তাদের মুখের কথা। গীত রচয়িতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি যে অস্ত্রটি ব্যবহৃত হয়েছে তা হল জিহ্বা বা কণ্ঠ (এ প্রসঙ্গে উদাহরণ দেখুন গীত ১২ অধ্যায়ে; সেই সাথে ১০:৭ পদের নোট দেখুন)। গীত রচয়িতা এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন যে, মানুষের কণ্ঠ মারাত্মক তলোয়ার ও তীরের চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর (৫৫:২১; ৫৭:৪; ৫৯:৭; ৬৪:৩-৪ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন হিতোপদেশ ১২:১৮; ২৫:১৮)। যারা তাদের মুখের কথা দিয়ে ঈশ্বরের লোকদেরকে আক্রমণ করে তাদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের কাছে বার বার অভিযোগ করার কারণ বোধ হয় এই যে, একমাত্র ঈশ্বরের কাছে আসলে পর একজন মানুষ এ ধরনের আক্রমণ প্রতিহত করার শক্তি লাভ করতে পারে। **তাদের অন্তরঃ** ৪:৭ পদের নোট দেখুন। **কণ্ঠ ... কবরঃ** ৪৯:১৪ পদের নোট দেখুন। **তারা তাদের জিহ্বা দ্বারা প্রতারণা করেঃ** ঈশ্বরের কর্তৃক নিযুক্ত রাজার বিপক্ষে মানুষের মিথ্যা অভিযোগ ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন গীত ১৭; ২৫; ২৭-২৮; ৩১; ৩৫; ৪১; ৫২; ৫৪-৫৭; ৫৯; ৬৩-৬৪; ৭১; ৮৬; ১০৯; ১৪০-১৪১ অধ্যায়। এই সবগুলো গীতই রাজা দায়ূদ রচনা করেছেন। এ ধরনের আক্রমণ তখনই বেশি ঘটে থাকে যখন রাজার আত্মিক জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ঈশ্বরের সাথে তার সম্পর্কে দূরত্ব দৃষ্টি হয় (যা আমরা দেখি গীত ২৫; ৩৫; ৪১; ৭১; ৮৬; ১০৯ অধ্যায়ে)। সেক্ষেত্রে তাঁকে আর একজন যোগ্য রাজা হিসেবে দেখা হত না, কারণ ঈশ্বরের উপস্থিতি আর তখন তাঁর সাথে থাকত না (সে কারণে তিনি আর তাঁর রাজ্যের ও জনগণের সুরক্ষা দানের জন্য সমর্থ থাকতেন না; ১ শমূয়েল ৮:২০; ১১:১২; ১২:১২; ২৫:২৮; ২ শমূয়েল ৩:১৮; ৭:৯-১১ দেখুন)। যে কোন ঘটনাতেই তিনি সহজ শিকারে পরিণত হতেন (৩:২; ২২:৭-৮; ৭১:১১ পদ দেখুন)। ৮৬:১৭ পদের নোট দেখুন। সেই সাথে রোমীয় ৩:১৩ পদে প্রেরিত পৌল কিভাবে এই পদটিকে ব্যবহার করেছেন তা দেখুন।

৫:১০ গীতসংহিতায় এই তথাকথিত অভিশাপ নিয়ে নানা ধরনের তর্ক ও সমালোচনা ও আলোচনা রয়েছে। অনেকেই এই অংশটিকে মনে করেন যীশু খ্রীষ্টের সেই বিশেষ আদেশের সম্পূর্ণ বিপরীত, যেখানে তিনি বলেছেন, শত্রু যদি তোমার এক গালে চড় মারে তাহলে তুমি অন্য গাল পেতে দাও (মথি ৫:৩৯, ৪৪ পদ দেখুন)। সেই সাথে ক্রুশে মৃত্যুবরণ করে তিনি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, এই অভিশাপ তারও বিপরীত (লূক ২৩:৩৪)। প্রকৃতপক্ষে এই "অভিশাপ" মোটেও অভিশাপ নয়; বরং যারা অন্যায়ভাবে ঈশ্বরের দাসের বিরুদ্ধে কথা বলেছে এবং এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকেই অপমানিত করেছে, তাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিক্রিয়াকে মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই অংশে ব্যাখ্যা করা হয়েছে (পদ ২৮:৪ দেখুন)। এই কথাগুলো ঈশ্বরের ন্যায় বিচারের সাথে যেমন সঙ্গতিপূর্ণ, তেমনি তা মানবীয় বিচার ব্যবস্থার সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ (দ্বিতীয় বিবরণ ২৫:১-৩ দেখুন; সেই সাথে ২ থিষ ১:৬; প্রকাশিত বাক্য ৬:১০; ১৯:২ পদ দেখুন)। গীতসংহিতার রচয়িতা জানতেন যে, যারা অন্যায়ের শিকার হয়েছে তাদের নিজেদের হাতে আইন তুলে নেওয়া উচিত নয়, বরং এই বিচারের ভার ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দেওয়া প্রয়োজন। কারণ স্বয়ং সদাপ্রভু বলেছেন, "প্রতিশোধ নেওয়া ও প্রতিফলদান আমারই কাজ" (দ্বিতীয় বিবরণ ৩৫:৩৫;

আরও দেখুন হিতোপদেশ ২০:২২; রোমীয় ১২:১৯)। এই কারণে আমাদের উচিত সমস্ত অভিযোগ স্বর্গীয় বিচারক ঈশ্বরের কাছে উত্থাপন করা (যিরমিয় ১৫:১৫ পদ দেখুন)। **তাদেরকে তাড়িয়ে দাও:** ঈশ্বরের উপস্থিতি থেকে, যেন তারা আশীর্বাদ ও জীবনের উৎস থেকে দূরে সরে যায় (আদি ৩:২৩ পদ দেখুন)। **তারা তোমার বিদ্রোহী হয়েছে:** গীত রচয়িতাকে আক্রমণ করার মাধ্যমে।

৫:১১ গীত রচয়িতা তাঁর প্রার্থনায় ঈশ্বরভক্ত সমস্ত লোককে এক করেছেন (৩:৮ পদের নোট দেখুন)। **তোমার নাম:** সদাপ্রভুর নাম তাঁর চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ (যাত্রা ৩:১৪-১৫; ৩৪:৬-৭ পদের নোট দেখুন)। এই নামকে সদাপ্রভুর থেকে আলাদা করে দেখানো হয় নি, বরং তা তাঁরই সত্তার মহিমার একটি বিশেষ অংশ হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে তাঁর লোকেরা তাঁর আরও কাছে আসতে পারে। এ কারণে যিরূশালেমের মন্দির হচ্ছে তাঁর লোকদের মধ্যে তাঁর উপস্থিতির জাগতিক আবাসস্থল (৭৪৭:৭; দ্বিতীয় বিবরণ ১২:৫, ১১ পদ দেখুন; ১২:৫; ২ শমূ ৭:১৩; দানিয়েল ৯:১৮-১৯ পদের নোট দেখুন)। তাঁর লোকেরা শুধু তাঁর নাম উচ্চারণ করেই তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে পারে (৭৯:৬; ৮০:১৮; ৯৯:৬; ১০৫:১; ১১৬:৪,১৩,১৭)। সদাপ্রভুর নাম আমাদেরকে সুরক্ষা দান করে (২০:১; হিতোপদেশ ১৮:১০); সদাপ্রভু তাঁর নামে আমাদের পরিচর্যা করেন (৫৪:১ পদ দেখুন); এবং তাঁর পরিত্রাণ দানকারী কাজই প্রমাণ দেয় যে, তাঁর নাম সব সময় আমাদের সাথে উপস্থিত রয়েছে (৫২:৯ পদ দেখুন)। সে অনুসারে আমাদের উচিত তাঁর ঈশ্বরীয় নামে "বিশ্বাস স্থাপন করা" (২০:৭; ৩৩:২১), তাঁর নামে "প্রত্যাশা করা" (৫২:৯), তাঁর নামের "প্রশংসা গান করা" (৭:১২; ৯:২; ১৮:৪৯) এবং তাঁর নামে "আনন্দ করা" (৮৯:১৬)। ঈশ্বরের "ভালবাসা" এবং "ভয়" উভয়ই তাঁর নামের সাথে সমানভাবে সম্পর্কযুক্ত (ভালবাসা: ৬৯:১৩; ১১৯:১৩২; ভয়: ৬১:৫; ৮৬:১১; ১০২:১৫)।

৫:১২ পরম নির্ভরতার সাথে লেখক এই ঘোষণা দিচ্ছেন যে, ঈশ্বর নিশ্চয়ই নির্দোষকে রক্ষা করবেন। ৩:৮ পদের নোট দেখুন। **ধার্মিক।** ১:৫ পদের নোট দেখুন।

উপসংহার: সকাল বেলার প্রার্থনা যা শক্তি যোগায়। এই প্রার্থনা ঈশ্বরের মহত্ত্ব এবং তাঁর ন্যায় বিচার সম্বন্ধে বুঝতে সাহায্য করে; এতে ঈশ্বরের পরিচালনা, ঈশ্বর কর্তৃক রক্ষা ও শত্রুদের শাস্তি দান এবং ধার্মিকদের উপর ঈশ্বরের আশীর্বাদের কথা বলা হয়েছে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. গীত ৫: ১-৩ পদ অনুসারে সদাপ্রভুর কাছে দায়ূদের অনুরোধ কি?
২. সদাপ্রভুর ঘোষণা কি?
৩. সদাপ্রভুর সম্বন্ধে দায়ূদের ঘোষণা কি?
৪. গীত ৫:৮-১২ পদ অনুসারে ঈশ্বরের কোন্ বিষয়ের উপর দায়ূদের মনোযোগ থাকতে হবে?

গীত ৬

এক জন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির অন্তরের কান্না

ভূমিকা: ভয়ঙ্কর বিপদের সময়কার প্রার্থনা, বিশেষত যখন দায়ূদের শত্রুরা প্রায় তাঁর নিকটাপন্ন তখন তিনি এই প্রার্থনা করছেন। এই গীতটির রচনাশৈলী অনেকটা সমান্তরাল: তিনটি পদ, দুটি পদ, দুটি পদ, তিনটি পদ। প্রাচীন যুগের খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর লিটার্জিগুলোতে সাতটি অনুতাপমূলক গীতের মধ্যে গীত ৬ অধ্যায়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা হত (অন্য আর ছয়টি হচ্ছে গীত ৩২; ৩৮; ৫১; ১০২; ১৩০; ১৪৩)।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। তারযুক্ত যন্ত্রে। স্বর, শমীনীৎ। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ হে সদাপ্রভু, ক্রোধে আমাকে ভর্ৎসনা করো না,
কোপে আমাকে শাসন করো না।
২ হে সদাপ্রভু আমাকে দয়া কর,
কেননা আমি ম্লান হয়েছি;
হে সদাপ্রভু আমাকে সুস্থ কর,
কেননা আমার সমস্ত অস্থি ভয়ে কাঁপছে।
৩ আমার প্রাণও ভীষণ ভয় পেয়েছে;
আর তুমি, হে সদাপ্রভু, আর কত কাল?
৪ হে সদাপ্রভু ফিরে এসো, আমার প্রাণ রক্ষা কর,
তোমার অটল প্রেমের গুণে আমাকে পরিত্রাণ কর।
৫ কেননা মৃত্যুতে তোমাকে স্মরণ করা যায় না,
পাতালে কে তোমার প্রশংসা করবে?
আমি কাতর আর্তনাদ করতে করতে শ্রান্ত হয়েছি;
৬ প্রতি রাতে আমি বিছানা ভাসাই,
আমি নেত্রজলে পালঙ্ক ভিজাই।
৭ মনস্তাপে আমার চোখ ক্ষীণ হচ্ছে;
আমার সকল শত্রুর জন্য তা দুর্বল হচ্ছে।
৮ হে অধর্মাচারী সকলে, আমা থেকে দূর হও,
কেননা সদাপ্রভু আমার কান্নার শব্দ শুনেছেন।
৯ সদাপ্রভু আমার বিনতি শুনেছেন;
সদাপ্রভু আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য করবেন।
১০ আমার সমস্ত শত্রু লজ্জিত হবে ও ভীষণ ভয় পাবে;
তারা ফিরে যাবে, হঠাৎ লজ্জিত হবে।

গীত ৬ : ক্রসরেফারেন্স

[৬:১] গীত ২:৫
[৬:২] গীত ৬১:২; ৭৭:৩; ১৪২:৩; যিশা ৪০:৩১; যিরি ৮:১৮; যিহি ২১:৭
[৬:৩] ইয়োব ৭:১১; গীত ৩১:৭; ৩৮:৮; ৫৫:৪; যোহন ১২:২৭; রোমীয় ৯:২; ২করি ২:৪
[৬:৪] গীত ২৫:১৬; ৩১:২; ৬৯:১৬; ৭১:২; ৮৬:১৬; ৮৮:২; ১০২:২; ১১৯:১৩২
[৬:৫] গীত ৩০:৯; ৮৮:১০-১২; ১১৫:১৭; উপ ৯:১০; যিশা ৩৮:১৮
[৬:৬] ইয়োব ৩:২৪; ২৩:২; গীত ১২:৫; ৭৭:৩; ১০২:৫; বিলাপ ১:৮, ১১, ২১, ২২
[৬:৭] ইয়োব ১৬:৮; গীত ৩১:৯; ৬৯:৩; ১১৯:৮২; যিশা ৩৮:১৪
[৬:৮] গীত ১১৯:১১৫; ১৩৯:১৯
[৬:৯] গীত ২৮:৬; ১১৬:১
৬:১০] রাজা ১৯:২৬

গীত ৬ এর নোটসমূহ

শিরোনাম। গীত ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **প্রধান বাদ্যকরের জন্য:** হিব্রু ভাষায় এই কথাটির জন্য বিশেষ একটি পদান্বয়ী অব্যয় ব্যবহৃত হয়ে থাকে (যা গীত ৮; ১২; ৪৬; ৫৩; ৮১; ৮৪; ৮৮ অধ্যায়ের শিরোনামেও দেখা যায়)। **শমীনীৎ:** গীত ১২ অধ্যায়ের শিরোনামে এবং ১ বংশাবলি ১৫:২১ পদে দেখা যায়। সম্ভবত এখানে আটটি তারের কোন বাদ্যযন্ত্রের কথা বলা হচ্ছে।

৬:১-৩ করুণা লাভের জন্য প্রারম্ভিক প্রার্থনা। যদিও সদাপ্রভু দায়ূদের পাপের জন্য শাস্তি হিসেবে তাঁকে এই অসুস্থতা দিয়েছেন (৩২:৩-৫; ৩৮:১-৮, ১৭-১৮ পদ দেখুন), তথাপি দায়ূদ ঈশ্বরের কাছে বিনতি জানাচ্ছেন যেন ঈশ্বর ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তাঁর সম্পূর্ণ আক্রোশ দায়ূদের উপরে ঢেলে না দেন, কারণ তাহলে অবশ্যই তিনি মৃত্যুবরণ করবেন (পদ ৫ দেখুন; এর সাথে ১৩০:৩ পদও দেখুন)।

৬:১ গীত ৩৮ পদও একইভাবে শুরু হয়েছে। **ভর্ৎসনা ... শাসন:** অর্থাৎ একই সাথে ভর্ৎসনা এবং শাসন (৩৯:১১ পদ দেখুন; এর সাথে দেখুন ৩:৭ পদের নোট)। **ক্রোধ ... কোপ:** ২:৫ পদের নোট দেখুন।

৬:২ অস্থি: অর্থাৎ দেহের অভ্যন্তরের কঙ্কাল, যা পুরো দেহের কাঠামো প্রকাশ করছে।

৬:৩ প্রাণ: এখানে আত্মা বোঝানো হয়েছে। তবে পুরোপুরি আত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং দৈহিক জীবনের অস্তিত্বও এর সাথে মিশে আছে। বস্তুত গীত রচয়িতা ভেতরের সত্তা থেকে বাইরের সত্তাকে কখনোই একেবারে পৃথক করে দেখেন নি। এ কারণে অস্থির সাথে প্রাণ বা আত্মাকে সংযুক্ত করে এখানে দেখানো হয়েছে, যাতে করে "আত্মা" এবং "দেহ" একই সত্তার অংশ হিসেবে প্রতীয়মান হয় (৩১:৯)। **আর কত কাল?** গীতসংহিতার প্রার্থনাগুলোতে এ ধরনের অসহিষ্ণুতা ও অভিযোগ সূচক কথা প্রায়শই দেখা যায় (সাধারণত "কত দিন?" বা "কখন?" বা "কেন?" কথাগুলোর মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ করা হয়েছে)। এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে এমন প্রার্থনার কথা যার উত্তর এখনো পাওয়া যায় নি এবং এতে প্রকাশ পায় যে, গীতসংহিতার রচয়িতার সাথে ঈশ্বরের এমনই এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল যার ভিত্তিতে তিনি ঈশ্বরের সাথে এমন অধিকার নিয়ে সাহসিকতার সাথে কথা বলতে পেরেছেন (৪:১ পদের নোট দেখুন)।

৬:৪ অটল ভালবাসা: এই অংশটির হিব্রু প্রতিশব্দ বোঝায় দৃঢ় শুভ সঙ্কল্প, বিশেষত যা দুর্দশাগ্রস্ত সময়ে একজন মানুষের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়। ঈশ্বরের অটল ভালবাসা যাচঞা করে করা প্রার্থনা (যা অনেক সময় "দয়া" বা "করুণা" হিসেবে বলা হয়েছে। যিহোশূয় ২:১২; হোশেয় ৬:৬ পদের নেটা দেখুন)। পুরাতন নিয়মে বারবারই দেখা যায়, যার মধ্য দিয়ে সমগ্র ইস্রায়েলের প্রতি ঈশ্বর সামষ্টিক ভালবাসাকে প্রকাশ করে (দ্বিতীয় বিবরণ ৭:৯,১২) আবার রাজা দায়ূদ ও তাঁর বংশের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসাকেও প্রকাশ করে (৮৯:২৪, ৮, ৩৩, ৪৯; ২ শমূয়েল ৭:১৫; যিশাইয় ৫৫:৩ পদ দেখুন)।

৬:৫ দায়ূদ বলতে চেয়েছেন যে, ঈশ্বরের প্রশংসা করার মত লোকের অভাব দেখা দিচ্ছে। মৃতেরা নয়, জীবিত ব্যক্তিই শুধুমাত্র ঈশ্বরের দয়ার কথা মনে রেখে তাঁর কৃত উদ্ধারের জন্য তাঁর প্রশংসা ও গৌরব মহিমা করতে পারে। ইস্রায়েলীয়রা সাধারণত মৃত্যুকে জীবনের ঠিক বিপরীত হিসেবে দেখত, মৃত্যুর পরবর্তী অনন্ত জীবন সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল অত্যন্ত

সীমিত। তখনও ঈশ্বরের সাথে বিশ্বস্ত জীবন কাটানোর ফলস্বরূপ পরিত্রাণ বা মৃত্যু থেকে জীবন লাভের ধারণাটি তারা পায় নি। কবর তাদের জন্য ছিল জীবনের সমস্ত আশা ভরসা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার সামিল। তবে ঈশ্বরভক্ত মানুষেরা মৃত্যুবরণ করলে তাদের পরিণতি কি হত সে সম্পর্কে তাদের ধারণা কি ছিল তা স্পষ্ট নয় (১৩৯:৮ পদ দেখুন)। পবিত্র বাইবেল ব্যতীত প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যের অন্যান্য বেশ কিছু পুস্তকে বলা হয়েছে যে, অমরত্ব শুধুমাত্র দেবতাদের ভোগ্য বিষয় ছিল। কিন্তু যারা মৃত্যুবরণ করত তারা এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডেই এক প্রকার অশরীরী বা ছায়ামূর্তির মত সত্তা নিয়ে বিচরণ করতো। পুরাতন নিয়মের রচয়িতাগণ জানতেন যে, মানব জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে জীবনের জন্য, কারণ ঈশ্বর চেয়েছেন যেন মানুষ জীবন লাভ করে এবং তারা যেন মৃত্যুর উপরে বিজয় লাভ করতে পারে। তারা এটাও জানতেন যে, সকলেরই নিয়তিতে মৃত্যু লেখা আছে এবং নিরূপিত সময়ে ঈশ্বর প্রত্যেককে তাঁর কোলে স্থান দেবেন এবং তাঁর অনন্ত জীবনের অংশীদার করবেন (আদি ১৫:১৫; ২৫:৮; ৪৭:৩০; ৪৯:৩৩; ১ রাজাবলি ২:২ পদ দেখুন)। মৃত্যু অনেক সময় ধার্মিক ব্যক্তিদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপও হতে পারে, কারণ মৃত্যু ধার্মিক ব্যক্তিদেরকে এই পাপময় জগৎ ত্যাগ করার সুযোগ দেয় (২ রাজাবলি ২২:২০; যিশাইয় ৫৭: ১-২ পদ দেখুন)। উপরন্তু ধার্মিকদের মৃত্যু দুষ্টদের মৃত্যুর চেয়ে অনেক বেশি সম্মানজনক হত (গণনা ২৩:১০ পদ দেখুন)। এটি সুস্পষ্ট, মৃত্যু সম্পর্কে তখন মানুষের মধ্যে এমন একটি সচেতনতা ছিল যে, মৃত্যু ধার্মিকদের জন্য আশা ভরসার শেষ নয়, কারণ ঈশ্বরের কাছে তাদের জন্য আরও অনেক অনুগ্রহ জমা রয়েছে (বিশেষ করে ১৬:৯-১১; ১৭:১৫; ৪৯:১৪-১৫; ৭৩:২৪ পদের নোট দেখুন; সেই সাথে আদি ৫:২৪ পদেরও নোট দেখুন)।

৬:৬-৭ অসুস্থতার ব্যাপ্তি ও শত্রুদের উৎপাতের কারণে রাতে অশান্তি ও অসহিষ্ণুতা আরও বৃদ্ধি পায়।

৬:৬ আমি নেত্রজলে পালঙ্ক ভিজাই: গীতটির একেবারে কেন্দ্রস্থিত পদ– এখানেই অধ্যায়টির মূলভাব প্রকাশ পেয়েছে। এই বিশেষ সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ গীতের ঠিক মাঝখানে এসে মূল ভাবটি প্রকাশ করার এই কৌশল প্রায়শই ব্যবহার করা হত (৮:৪; ১৪:৪; ৩৪:৮-১৪; ৪২:৮; ৪৭:৫-৬; ৪৮:৮; ৫৪:৪; ৫৫:১৫; ৬৩:৬ পদের নোট দেখুন; গীত ৬৯ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন; ৭১:১৪; ৭৪:১২; ৮২:৫; ৮৬:৯; ৯৭:৭ পদ দেখুন; গীত ১০১ ও ১০৬ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন; ১১৩:৫ পদ দেখুন; গীত ১৩৮ অধ্যায়ের ভূমিকা; ১৪১:৫ পদ দেখুন)।

৬:৭ মনস্তাপে আমার চোখ ক্ষীণ হচ্ছে: বিভিন্ন রূপক ও কাব্যিক ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পুরাতন নিয়মে বিভিন্ন বিষয় প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে আসার কথা বলার মধ্য দিয়ে শক্তি কমে আসার কথা বোঝানো হয়েছে (৩৮:১০; ১ শমূয়েল ১৪:২৭,২৯ পদ দেখুন; এছাড়া ২৭ পদ ও যিরমিয় ১৪:৬ নোট দেখুন)। এছাড়াও এর আরও কিছু অর্থ হচ্ছে শোক প্রকাশ (যা অনেক সময় কষ্টভোগের সাথে তুলনা করা হয়েছে: ৩১:৯; ৮৮:৯; ইয়োব ১৭:৭; বিলাপ ২:১১) এবং অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা বা প্রত্যাখ্যাত প্রার্থনা (৬৯:৩; ১১৯:৮২, ১২৩; দ্বিতীয় বিবরণ ২৮:৩২; যিশাইয় ৩৮:১৪ পদ দেখুন)। **আমার সকল শত্রুর জন্য:** ৫:৯ পদের নোট দেখুন।

৬:৮-১০ দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সুস্পষ্ট ছাপ রেখে গীতটি শেষ করা হয়েছে (৩:৮ পদের নোট দেখুন)।
৬:১০ রাজা দায়ূদের পুনরায় উত্থিত হওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর শত্রুরা অপমানিত হবে।

উপসংহার: একজন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির অন্তরের কান্না প্রকাশিত হয়েছে। যদিও সে সাংঘাতিকভাবে বিপদগ্রস্ত, মৃত্যু চারদিকে ঘিরে ধরেছে এবং দুঃখ দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত তবুও এই গীতের লেখক দেখিয়েছেন যে, ঈশ্বরের উদ্ধারের উপর তাঁর বিশ্বাস আছে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. আপনি কি কখনও অনুভব করেছেন যে, ঈশ্বর আপনাকে নির্বাসন দিয়েছেন?
২. ঈশ্বরের পরিকল্পনা সম্বন্ধে আপনি পরে কি আবিষ্কার করেছেন?
৩. খ্রীষ্টিয় জীবনে কিভাবে ধৈর্য সহকারে আপনার বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে পারবেন বলে আপনার মনে হয়?
৪. আপনি কিভাবে নিশ্চিত হতে পারেন যে, ঈশ্বর আপনার জীবনের জন্য তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্যের প্রতি এমনকি আপনার সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি চালকের আসনে আছেন বলে মনে হয়?

গীত ৭

শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা পাবার আকুতি

ভূমিকা: শত্রুদের আক্রমণের সময় যেন সদাপ্রভু তাঁকে রক্ষা করেন সেজন্য দায়ূদ সদাপ্রভু ঈশ্বরের কাছে বিনতি জানাচ্ছেন।

দায়ূদের শিগায়োন, যা তিনি বিন্যামীনীয় কূশের কথার সম্বন্ধে সদাপ্রভুর উদ্দেশে গান করেন।

[১] হে সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর, আমি তোমারই আশ্রয় নিয়েছি;
আমার সকল তাড়নাকারী থেকে আমাকে নিস্তার কর,
আমাকে উদ্ধার কর।
[২] পাছে শত্রু সিংহের মত আমার প্রাণ ছিন্নভিন্ন করে, খণ্ড খণ্ড করে,
যখন রক্ষাকারী কেউ নেই।
[৩] হে সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর,
যদি আমি সেই কাজ করে থাকি,
যদি আমার হাতে অন্যায় লেগে থাকে;
[৪] যদি আমি বন্ধুর অপকার করে থাকি,

গীত ৭ : ক্রসরেফারেন্স

[৭:১] গীত ২:১২; ১১:১; ৩১:১
[৭:২] আদি ৪৯:৯; প্রকা ৪:৭
[৭:৩] যিশা ৫৯:৩
[৭:৪] গীত ৩৫:৭, ১৯; হিতো ২৪:২৮

(বরং যে অকারণে আমার শত্রু, তাকেও উদ্ধার করেছি),
তবে শত্রু দৌড়ে আমার প্রাণ ধরুক,
৫ আমার জীবন ভূমিতে দলিত করুক,
এবং আমার গৌরব ধূলিস্যাৎ করুক। [সেলা]
৬ হে সদাপ্রভু, ক্রোধভরে উত্থান কর,
আমার শত্রুদের ক্রোধের প্রতিকূলে উঠ,
আমার পক্ষে জাগ্রত হও;
তুমি বিচারের আদেশ দিয়েছ।
৭ জাতিরা তোমার চারপাশে একত্রিত হোক;
তাদের উপরে তুমি উঁচু স্থানে তোমার আসনে বস।
৮ সদাপ্রভু জাতিদের বিচার করেন;
হে সদাপ্রভু, আমার ধার্মিকতা ও আমার আন্তরিক সিদ্ধতানুসারে
আমার বিচার কর।
৯ বিনয় করি, দুষ্টদের দুষ্টতা শেষ হোক,
কিন্তু ধার্মিককে সুস্থির কর;
ধর্মময় ঈশ্বর তো অন্তঃকরণ ও মর্মের পরীক্ষক।
১০ ঈশ্বর আমার ঢালধারী,
তিনি সরল চিত্তদের রক্ষাকর্তা।
১১ ঈশ্বর ধর্মময় বিচারকর্তা;
তিনি প্রতিদিন ক্রোধকারী ঈশ্বর।
১২ মানুষ যদি না ফেরে,
তবে তিনি তাঁর খড়্গে শান দেবেন;
তিনি নিজের ধনুকে চাড়া দিয়েছেন, তা প্রস্তুত করেছেন।
১৩ ওর জন্য তিনি মৃত্যুর অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করেছেন;
তিনি নিজের বাণগুলো অগ্নিবাণে পরিণত করেন।
১৪ দেখ, সে অধর্ম গর্ভে ধারণ করে,
উপদ্রবে পূর্ণগর্ভ হয়, মিথ্যাকে প্রসব করে।
১৫ সে কূপ খনন করে গভীর করেছে,
কিন্তু নিজের খনন করা গর্তে নিজেই পড়লো।
১৬ তার দৌরাত্ম্য তারই মাথায় ফিরবে,
তার দৌরাত্ম্য তারই মাথার উপর নেমে আসবে।
১৭ আমি সদাপ্রভুর ধর্মশীলতানুসারে তাঁর ধন্যবাদ করবো,
সর্বশক্তিমান সদাপ্রভুর নামের প্রশংসা গান করবো।

[৭:৫] ২শমূ ২২:৪৩; রাজা ৯:৩৩; যিশা ১০:৬; বিলাপ ৩:১৬
[৭:৬] ২বংশা ৬:৪১
[৭:৭] গীত ৬৮:১৮
[৭:৮] আদি ৩:৫; গণনা ২৪:১৬; মার্ক ৫:৭
[৭:৯] ১বংশা ২৮:৯; গীত ২৬:২; প্রকা ২:২৩
[৭:১০] ইয়োব ৩৩:৩
[৭:১১] আদি ১৮:২৫; গীত ৯:৮; ৬৭:৪; ৭৫:২; ৯৬:১৩; ৯৮:৯; যিশা ১১:৪; যিরি ১১:২০
[৭:১২] ২শমূ ২২:৩৫; গীত ২১:১২; যিশা ৫:২৮; ১৩:১৮
[৭:১৩] গীত ১১:২; ১৮:১৪; ৬৪:৩
[৭:১৪] যিশা ৫৯:৪; যাকোব ১:১৫
[৭:১৫] গীত ৩৫:৭, ৮; ৪০:২; ৯৪:১৩; হিতো ২৬:২৭
[৭:১৭] ২বংশা ৩১:২; রোমীয় ১৫:১১; ইব ২:১২

গীত ৭ এর নোটসমূহ

শিরোনাম। শিগায়োনঃ শব্দটি শুধুমাত্র এই অধ্যায়েই দেখা যায় (তবে এর বহুবচন রূপটি দেখা যায় হবক্কুক ৩:১ পদে)। **কূশঃ** এ ছাড়া আর কোথাও তার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

তবে যেহেতু তাকে বিন্যামীনীয় বলা হয়েছে, সেহেতু তিনি নিশ্চয়ই শৌলের সমর্থক ছিলেন। এ কারণে শিরোনামটি সম্ভবত দায়ূদের জীবনের উপরে শৌলের হামলার ঘটনাবলীর উপরে আলোকপাত করেছে।

৭:১-২ দায়ূদের বিনতির প্রারম্ভিক সারসংক্ষেপিত রূপ।

৭:৫ আমার জীবন ... আমার গৌরব। এখানে মূলত একজন মানুষের ভেতরে যে আমিত্ব থাকে, তার কথা বোঝানো হয়েছে (১৬:৯; ৩০:১২; ৫৭:৮; ১০৮:১ পদের নোট দেখুন)।

৭:৬-৯ সদাপ্রভু ঈশ্বরের লোকদের উপরে অত্যাচারের কারণে সারা পৃথিবীর বিচার করার আবেদন জানানো হয়েছে।

৭:৬ উত্থান কর ... উঠঃ ৩:৭ পদের নোট দেখুন। ১১ পদ এবং ২:৫ পদের নোট দেখুন। **জাগ্রত হওঃ** যখন দুষ্টেরা বিজয় লাভ করতে থাকে, তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর কখনোই ঘুমান না (১২১:৪) এবং তাঁর লোকেরা মোটেও বৃথা তাঁর কাছে ক্রন্দন করে না (যা বাল দেবতার অনুসারীরা করত; ১ রাজাবলি ১৮:২৭ পদ দেখুন)। কিন্তু গীত রচয়িতার ব্যবহৃত ভাষা থেকে বোঝা যায় যে, চরম প্রতিকূল মুহূর্তেও ঈশ্বরের নীরবতা দেখে তাঁর লোকেরা অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে (৮০:২ পদ দেখুন; সেই সাথে ৭৮:৬৫; যিশাইয় ৫১:৯ পদও দেখুন)।

৭:৮ আমার ধার্মিকতাঃ পদ ৩-৫ দেখুন। **আমার আন্তরিক সিদ্ধতাঃ** ১৫:২ পদের নোট দেখুন।

৭:৯ ধার্মিকঃ ১:৫ পদের নোট দেখুন। **ধর্মময় ঈশ্বরঃ** ৪:১ পদের নোট দেখুন। **অন্তঃকরণ ও মর্মঃ** এই শব্দগুচ্ছের হিব্রু প্রতিশব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে "হৃদপিণ্ড ও যকৃৎ"। ইস্রায়েলীয়রা এই শব্দগুলোকে ব্যবহার করত প্রতীকী অর্থে প্রতিশব্দ হিসেবে জীবন বা প্রাণ বোঝাতে (৪:৭ পদের নোট দেখুন)। "হৃদয় ও অন্তর" অনুসন্ধান করার অর্থ হচ্ছে একজন মানুষের গোপন চরিত্র ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করার জন্য ঈশ্বরের বিশেষ পদ্ধতি (যিরমিয় ১১:২০; ১৭:১০; ২০:১২; প্রকা ২:২৩ পদ দেখুন)।

৭:১০-১৩ দায়ূদ এ বিষয়ে প্রচণ্ডভাবে আত্মবিশ্বাসী যে, তাঁর প্রার্থনা ঈশ্বর অবশ্যই শুনবেন (৩:৮ পদের নোট দেখুন)।

৭:১০ ঢালঃ ৩:৩ পদের নোট দেখুন। **চিত্তঃ** ৪:৭ পদের নোট দেখুন।

৭:১১ প্রতিদিনঃ ঈশ্বরের বিচার ভবিষ্যতের কোন এক দিনের জন্য তুলে রাখা হয় নি।

৭:১২-১৩ তলোয়ার ... ধনুক ... অগ্নিবাণঃ স্বর্গীয় রাজার অস্ত্রগুলো তাঁর লোকদেরকে প্রতিরক্ষা করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে (যাত্রা ১৫:৩ পদ দেখুন), আবার তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্যও ব্যবহৃত হয়।

৭:১২ নিজের ধনুকঃ আদি ৯:১৩ পদের নোট দেখুন।

৭:১৪-১৬ দায়ূদ নিজেকে এই প্রচলিত জ্ঞানের কথা স্মরণ করিয়ে সন্তুষ্ট থেকেছেন যে, ঈশ্বরের শাসনের অধীনে থেকে অন্যায়কারী কখনো রেহাই পায় না।

৭:১৫ সে কূপ খনন করে গভীর করেছেঃ শিকার সংক্রান্ত একটি রূপক বাক্য। সাধাণত বন্য পশু জীবিত অবস্থায় ধরার জন্য মাটিতে গর্ত বা কূপ খুঁড়ে ফাঁদ পাতা হত (৯:১৫ পদের নোট দেখুন)।

৭:১৬ তার দৌরাত্ম্য তারই মাথায় ফিরবেঃ হিতোপদেশ ২৬:২৭ পদের নোট দেখুন।

৭:১৭ ধন্যবাদ আদায় করবো,... নামের প্রশংসা গান করবোঃ ঈশ্বর সদাপ্রভুর ধন্যবাদ ও

প্রশংসা করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। গীতসংহিতার অনেক গীতেই এ ধরনের উক্তি পাওয়া যায়, যেখানে প্রার্থনার উত্তর পেলে ঈশ্বরের প্রশংসা ও উপাসনা করার শপথ করা হয়েছে। এই উক্তিগুলো ইস্রায়েল জাতির এই ধর্মীয় সচেতনতাকে প্রকাশ করে যে, বিপদ থেকে উদ্ধার পেলে অবশ্যই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা সহকারে ঈশ্বরের প্রশংসা করা ও প্রার্থনা করা প্রয়োজন, যদি আমরা সত্যিই ঈশ্বরকে পরিপূর্ণভাবে সম্মানিত করতে চাই। এ ধরনের প্রশংসা ও উপাসনা সাধারণত কৃতজ্ঞতাস্বরূপ উৎসর্গের মধ্য দিয়ে করা হত এবং মন্দিরে সমবেত জনতার সম্মুখে ঈশ্বরের এই পরিত্রাণদানকারী কাজের জন্য তাঁর উপাসনা ও প্রশংসা করা হত (৫০:১৪-১৫, ২৩; সেই সাথে ৯:১ পদ দেখুন)।

উপসংহার: নিষ্ঠুর শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। লেখক নিজের নির্দোষিতা দাবি করেছেন এবং যারা দুষ্ট তাদের উপর শাস্তি নেমে আসার অনুরোধ করেছেন। গীতটিতে সদাপ্রভুর প্রশংসা করা হয়েছে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. আপনার প্রতি কেউ কি কখনো মিথ্যা অভিযোগ করেছে?
২. এসব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আপনি কিভাবে সাড়া দিয়েছেন?
৩. যে বিশ্বাসীদেরকে মিথ্যাভাবে অভিযুক্ত করা হয় তাদের কি উপদেশ দিতে পারেন?
৪. আজও ঈশ্বর-বিদ্রোহীদের প্রতি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কেমন ব্যবহার করেন?

গীত ৮

সদাপ্রভুর মহিমা ও মানুষের মর্যাদা

ভূমিকা: সদাপ্রভু ঈশ্বরের অনুপম সৃষ্টিকর্মের জন্য বিস্ময়াভিভূত হয়ে তাঁর প্রশংসা করা হয়েছে (মানুষের প্রশংসা নয়– যা এই অধ্যায়ের দুটি পদ থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, (পদ ১ ও ৯)। আদিপুস্তক ১ অধ্যায় (বিশেষ করে ২৬-২৮ পদ) পরিষ্কার করে এ বিষয়ে ধারণা দেয়, কিন্তু রাজা দায়ূদ তাঁর নিজ পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে এই উক্তি করেছেন। দুটি বিষয় তাঁকে বিশেষভাবে চমৎকৃত করেছে: (১) নক্ষত্রময় আকাশে ঈশ্বরের গৌরব বিকিরিত হচ্ছে, এবং (২) সামান্য তুচ্ছ মানুষকে ঈশ্বর স্মরণ করেন এবং তাদেরকে তিনি ঈশ্বরের সদৃশ গৌরবের মুকুট দান করে অন্যান্য প্রাণীদের উপরে কর্তৃত্ব দান করেছেন। গীতসংহিতার বিন্যাসের ধারাবাহিকতায় এই গীতটি বেশ অবাক করার মতই বটে। গীতসংহিতার প্রথম পাঁচটি গীতে (গীত ১-২ অধ্যায়ের পর পরই ৬৪টি হিব্রু কবিতার লাইন দেখা যায়, যা গীতসংহিতার ভূমিকা হিসেবে বিবেচিত হয়; গীত ১-২ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন) আমরা দেখি গীত রচয়িতা মানবীয় কলুষতা ও পাপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ঈশ্বরকে বিশেষভাবে আহ্বান জানানো হয়েছে। এছাড়া মানব জাতিকে রাজকীয় "মহিমা ও সম্মান" প্রদানের জন্য সদাপ্রভু ঈশ্বরকে বিশেষভাবে প্রশংসিত করা

হয়েছে (পদ ৫), যা একটি চমৎকার ও অপ্রত্যাশিত মোড় নিয়েছে। এখানে এই গীতটি থাকার কারণে মানব জাতিকে প্রদত্ত ঈশ্বরের মহিমা এবং মানব জাতির নিজ অপকর্মের কারণে তাদের অধঃপতন দুটোই সমানভাবে উঠে এসেছে। এতে মানব জাতি ও তাদের সাথে ঈশ্বরের বিশেষ সম্পর্ক আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, গিত্তীৎ। দায়ূদের সঙ্গীত।

গীত ৮ : ক্রশরেফারেন্স

[৮:১] ১বংশা ১৬:১০
[৮:২] মথি ২১:১৬
[৮:৩] আদি ১:১৬; ১করি ১৫:৪১
[৮:৪] ১বংশা ২৯:১৪
[৮:৫] আদি ১:২৬
[৮:৬] আদি ১:২৮
[৮:৬] ইয়োব ১০:৩; গীত ১৯:১; ১০২:২৫; ১৪৫:১০; যিশা ২৬:১২; ২৯:২৩; ৪৫:১১; ইব ১:১০
[৮:৭] আদি ১৩:৫; ২৬:১৪
[৮:৮] আদি ১:২৬
[৮:৯] পদ ১

১ হে সদাপ্রভু, আমাদের প্রভু,
সমস্ত পৃথিবীতে তোমার নাম কেমন মহিমান্বিত।
তুমি আকাশের উর্ধ্বেও তোমার মহিমা সংস্থাপন করেছ।
২ তুমি শিশু ও দুগ্ধপোষ্যদের মুখ থেকে
শক্তির ভিত্তিমূল স্থাপন করেছ,
তোমার বৈরিদের হেতুই করেছ,
যেন শত্রু ও বিপক্ষকে ক্ষান্ত কর।
৩ আমি তোমার অঙ্গুলি-নির্মিত আকাশমণ্ডল,
তোমার স্থাপিত চন্দ্র ও তারা নিরীক্ষণ করি,
৪ (বলি), মানুষ কি যে, তুমি তাকে স্মরণ কর?
মানুষের সন্তানই বা কি যে, তার তত্ত্বাবধান কর?
৫ তুমি ঈশ্বরের চেয়ে তাদের অল্পই ন্যূন করেছ,
গৌরব ও মহিমার মুকুটে বিভূষিত করেছ।
৬ তোমার হস্তকৃত বস্তুগুলোর উপরে তাকে কর্তৃত্ব দিয়েছ,
তুমি সকলই তার পায়ের তলায় রেখেছ;
৭ সমস্ত মেষ ও গরু, আর বন্য সমস্ত পশু,
৮ শূন্যের পাখিরা এবং সাগরের মাছ, যা কিছু সমুদ্রপথগামী।
৯ হে সদাপ্রভু, আমাদের প্রভু,
সমস্ত পৃথিবীতে তোমার নাম কেমন মহিমান্বিত।

গীত ৮ এর নোটসমূহ

শিরোনাম। প্রধান বাদ্যকরের জন্য: গীত ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **দায়ূদের গিত্তীৎ:** গীত ৬ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। সম্ভবত এখানে হিব্রু শব্দ গিত্তীৎ বলতে হয় কোন আঙ্গুর পেষণ যন্ত্রের কথা বলা হয়েছে (আঙ্গুর পেষার গীত), কিংবা গাতের পলেষ্টিয় নগরের কথা বলা হয়েছে ("গিত্তীৎ বীণা ও সঙ্গীত"; ২ শমূয়েল ১৫:১৮ পদ দেখুন)।

৮:১ তোমার নাম: ৫:১১ পদের নোট দেখুন। **হে সদাপ্রভু, আমাদের প্রভু।** সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, যাঁর মহিমা সারা স্বর্গের উপরে বিস্তৃত রয়েছে, যাঁর প্রশংসা করলে ক্ষুদ্র শিশুরাও অন্ধকারের মন্দ শক্তির উপরে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হয় (নতুন নিয়মে এই পদের প্রয়োগ সম্পর্কে জানতে দেখুন মথি ২১:১৬)।

৮:২ শত্রু ও বিপক্ষকে ক্ষান্ত করঃ ৪৪:১৬ পদ দেখুন। যিনি অন্ধ প্রতিশোধে মত্ত হয়ে কাউকে আঘাত করেন তিনি ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করেন এবং তাঁকে অবমাননা করেন (৯:১১-১২; দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:৩৫ পদের নোট দেখুন)।

৮:৩-৫ স্বর্গের বিশালতা ও মহিমা এতটাই প্রকাণ্ড যেন তা ঈশ্বর নিজ হাতের সুনিপুণ শিল্প কর্ম (১৯:১-৬; ১০৪:১৯-২৩ পদ দেখুন), যার কারণে সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকর্ম নিয়ে আমাদের বিস্ময়ের শেষ নেই। উপরন্তু মানব জাতির অতীতের, বর্তমানের ও ভবিষ্যৎ অবস্থানের কথা বিবেচনায় মানুষের জন্য ঈশ্বরের বিশেষ পরিকল্পনাও এখানে উঠে এসেছে (১৪৪:৩-৪ পদ দেখুন)। ঈশ্বর কেন মানুষকে নিয়ে এতটা চিন্তা করেন– ইয়োবের এমন উক্তি দেখুন ইয়োব ৭:১৭-২১ পদে।

৮:৪-৬ ইব্রীয় ২:৬-৮ পদে সেপ্টুয়াজিন্ট সংস্করণে এই পদগুলোকে যীশু খ্রীষ্টের জন্য কথিত বলে উপস্থাপন করেছে, যিনি মানব দেহে মূর্তিমান ঈশ্বরের পুত্র এবং তাঁর উপরেই সমগ্র মানব জাতির সমস্ত আশা ভরসা নিহিত। ইব্রীয় পুস্তকের লেখক পরলৌকিক এই বিষয় উল্লেখের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের প্রতি তাঁর সাক্ষ্য তুলে ধরেছেন। প্রেরিত পৌলও ঠিক একইভাবে পদ ৬ ব্যবহার করেছেন ১ করি ১৫:২৭ পদে (এর সাথে ইফি ১:২২ পদের নোট দেখুন)।

৮:৪ মানুষ কি ... ? ১ ও ৯ পদ অনুসারে এই শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে "কেমন" এবং তা গীতটির কেন্দ্রস্থিত পদ হিসেবে বিবেচিত হয় (৬:৬ পদের নোট দেখুন)। **তুমি তাকে স্মরণ করঃ** "মনে রাখা" (আদি ৮:১ পদের নোট দেখুন)। **মানুষের সন্তানঃ** "মানুষ সন্তান" এমন একটি শব্দগুচ্ছ যার হিব্রু প্রতিশব্দতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানব জাতি বোঝানো হয়ে থাকে (৮০:১৭; ১৪৪:৩ পদ দেখুন; এর সাথে যিহিস্কেল ২:১ পদের নোট দেখুন)।

৮:৫ ঈশ্বরের চেয়েঃ এখানে স্বর্গদূতদেরকে ঈশ্বরের সমপর্যায়ের করে দেখানো হয়েছে, কাজেই এখানে মানুষের সাথে ঈশ্বরের নয়, বরং স্বর্গদূতদের তুলনা করা হয়েছে। স্বর্গদূতগণ স্বর্গে ঈশ্বরের চারপাশে বিরাজমান থাকেন (যিশা ৬:২ পদ দেখুন)।

৮:৬-৮ আদি ১:২৬-২৭ পদ দেখুন: ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মের উপরে কর্তৃত্ব করার ক্ষমতাও এখন মানব জাতির "গৌরব ও মহিমার" একটি অংশ (পদ ৫)। এই ঈশ্বরীয় দানের পূর্ণ প্রয়োগ, গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য মানব জাতির নিরূপিত নিয়তির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ (মানবীয় জীবনের পরলোক গমনের সাথে এই বিষয়টিকে সংযুক্ত করেছেন প্রেরিত পৌল এবং ইব্রীয় পুস্তকের রচয়িতা; ৪-৬ পদ দেখুন)। কিন্তু এই ক্ষমতা এবং এর উদ্দেশ্য মানুষের সার্বভৌম এবং সর্বাংশে স্বাধীন কর্তৃত্ব করা নয়। এই ক্ষমতা লাভের অর্থ হচ্ছে, মানুষও ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ও শাসনের অধিকার কিছু অংশে লাভ করবে, কিন্তু ঈশ্বরের সমপর্যায়ে নয়। উপরন্তু এই ক্ষমতা একটি দান, কোন অধিকার নয়।

৮:৯ ১ পদের কথারই পুনরাবৃত্তি এখানে করা হয়েছে (উক্ত পদের নোট দেখুন)।

উপসংহারঃ মনুষ্যপুত্র হিসেবে মশীহের নত অবস্থা দেখা যায় কারণ তাঁকে স্বর্গদূত থেকে একটু নিচু করা হয়েছে। নত হয়ে মশীহ সকল মানুষের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন এবং এখন মশীহকে গৌরব ও সম্মানের মুকুট পরানো হয়েছে। শেষ আদম হল মশীহের

ভবিষ্যত ছবি। সৃষ্টির সমস্ত নিয়ন্ত্রণ মানুষকে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু মানুষ পাপের কারণে তা হারিয়েছে। সেই নিয়ন্ত্রন পুনরায় মশীহের মাধ্যমে স্থাপন করা হবে। এই কাজ সৃষ্টিকর্তা-পরিত্রাণকর্তা করবেন এবং তার দ্বারা ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশ করবে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্নঃ

১. এই সৃষ্টি কি আপনাকে ঈশ্বর সম্পর্কে কোন শিক্ষা দেয়? কি শিক্ষা দেয়?
২. ঈশ্বর কিভাবে এই বিশাল মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, তা জানার জন্য আপনি কি তাঁর ভালবাসার অনুভূতি অনুভব করেন? নাকি ভাবেন যে পৃথিবী সৃষ্টির ঘটনা একটি কল্পকাহিনী?

গীত ৯

ঈশ্বরের ক্ষমতা ও বিচার

ভূমিকাঃ গীত ৯ ও ১০ অধ্যায়কে কখনো কখনো দেখা হয় একটি গীত হিসেবে, কারণ সেপ্টুয়াজিন্টে (পুরাতন নিয়মের গ্রীক অনুবাদ) সেভাবেই গীতগুলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে। গীত দুটি শুরুতে এভাবেই একটি একক গীত হিসেবে লেখা হয়েছিল, না কি এগুলো পৃথক ছিল সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় না। গীত ৩ থেকে ৩২ অধ্যায় পর্যন্ত একমাত্র ১০ অধ্যায়টিতেই শিরোনামে কোন গীতিকার বা সঙ্গীতজ্ঞের নামের উল্লেখ নেই। উপরন্তু হিব্রু সংস্করণে দুটি গীতকে আলাদা করে দেখলে একটি অপূর্ণ চিত্র ফুটে ওঠে। প্রত্যেকটি পদের প্রথম বর্ণ বা পদগুলো জোড়ায় জোড়ায় বিন্যাস আমরা দেখতে পাই ৯ অধ্যায়ের শুরুতে এবং ১০ অধ্যায়ের শেষে। এছাড়া দুটো অধ্যায়েই জোড়া পদের মধ্য দিয়ে অধ্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ৯ অধ্যায়ে মূলত বিদেশী পরাশক্তির হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করার জন্য রাজা দায়ূদ কর্তৃক ঈশ্বরের প্রশংসা ও গৌরব বর্ণিত হয়েছে। অধ্যায়টি শেষ করা হয়েছে একটি ছোট প্রার্থনার মধ্য দিয়ে, যেখানে শত্রুভাবাপন্ন জাতিগুলোর বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ন্যায়বিচার যেন সব সময় বিদ্যমান থাকে তার জন্য বিনতি জানানো হয়েছে (পদ ৪ দেখুন)। প্রার্থনার পূর্বে দীর্ঘ বক্তৃতা আরও দেখা যায় গীত ৪০; ৪৪; ৮৯ অধ্যায়ে। সম্ভবত গীত ৯-১০ অধ্যায় লিটার্জিগত বিন্যাসের কারণে পৃথকভাবে রচিত হয়েছে, যেভাবে গীত ৪২ ও ৪৩ অধ্যায় রচিত হয়েছে।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর মুৎ-লব্বেন। দায়ূদের সঙ্গীত।

[১] আমি সর্বান্তঃকরণে সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করবো,
তোমার সমস্ত আশ্চর্য কাজ বর্ণনা করবো।
[২] আমি তোমাতে আনন্দ ও উল্লাস করবো;
হে সর্বশক্তিমান, আমি তোমার নামের প্রশংসা গাইব।

গীত ৯ : ক্রশরেফারেন্স

[৯:১] দ্বি.বি. ৪:৩৪
[৯:২] ইয়োব ২২:১৯; গীত ১৪:৭; ৩১:৭; ৭০:৪; ৯৭:৮; ১২৬:৩; হিতো ২৩:১৫; যিশা ২৫:৯; যিরি ৩০:১৯; যোয়েল ২:২১; সফ ৩:১৪; মথি

৩ যখন আমার শত্রুরা ফিরে যায়,
তখন তোমার সাক্ষাতে উছোট খায় ও বিনষ্ট হয়।
৪ কেননা তুমি আমার বিচার ও ঝগড়া নিষ্পন্ন করেছ,
তুমি সিংহাসনে বসে ধার্মিকতার বিচার করেছ।
৫ তুমি জাতিদেরকে ভর্ৎসনা করেছ, দুষ্টকে সংহার করেছ,
তুমি অনন্তকালের জন্য তাদের নাম লোপ করেছ।
৬ শত্রুরা শেষ হয়েছে, চিরতরে উৎসন্ন হয়েছে;
তুমি সমস্ত নগর ধ্বংস করেছ;
তাদের নাম পর্যন্ত মুছে গেছে।
৭ কিন্তু সদাপ্রভু চিরকাল সমাসীন থাকবেন;
তিনি বিচারার্থে তাঁর সিংহাসন স্থাপন করেছেন।
৮ আর তিনিই ধর্মশীলতায় জগতের বিচার করবেন,
ন্যায়ে জাতিদের শাসন করবেন।
৯ আর সদাপ্রভু হবেন ক্লিষ্টের জন্য উচ্চ দুর্গ,
সঙ্কটের সময়ে সুউচ্চ দুর্গ।
১০ যারা তোমার নাম জানে,
তারা তোমার উপর ভরসা রাখবে;
কেননা হে সদাপ্রভু,
তুমি তোমার অন্বেষণকারীদেরকে পরিত্যাগ কর নি।
১১ তোমরা সিয়োন-নিবাসী সদাপ্রভুর প্রশংসা গাও;
জাতিদের মধ্যে তাঁর সমস্ত কাজের কথা জানাও।
১২ কেননা যিনি রক্তপাতের অনুসন্ধান করেন,
তিনি নিহতদেরকে স্মরণ করেন;
তিনি দুঃখীদের কান্না ভুলে যান না;
১৩ হে সদাপ্রভু, আমার প্রতি দয়া কর;
বিদ্বেষী লোক হতে আমার যে দুঃখ ঘটে, তা দেখ,
তুমিই মৃত্যুদ্বার থেকে আমাকে তুলে আন;
১৪ এজন্য আমি তোমার সমস্ত প্রশংসা প্রচার করবো;
সিয়োন-কন্যার তোরণদ্বারগুলোতে,
আমি তোমার উদ্ধারে উল্লাস করবো।
১৫ জাতিরা নিজেদের কৃত খাতে তলিয়ে গেছে;
তারা গোপনে যে জাল পেতেছিল,
তাতে তাদেরই পা জড়িয়ে গেছে।
১৬ সদাপ্রভু নিজের পরিচয় দিয়েছেন;
তিনি বিচার সাধন করেছেন;
নিজের কাজে নিজেই আবদ্ধ হয়েছে। হিগায়োন। [সেলা]
১৭ দুষ্টেরা পাতালে ফিরে যাবে,

৫:১২; প্রকা ১৯:৭
[৯:৪] ১রাজা ৮:৪৫
[৯:৪] গীত ৭:১১; ৬৭:৪; ৯৮:৯; ১পিতর ২:২৩
[৯:৫] আদি ২০:৭; ৩৭:১০; ১বংশা ১৬:২১; গীত ৫৯:৫; ১০৫:১৪; যিশা ২৬:১৪; ৬৬:১৫
[৯:৬] দ্বি.বি. ২৯:২৮; যিরি ২:৩; ৪৬:১-৫১:৫৮; সফ ২:৮-১০
[৯:৭] ১বংশা ১৬:৩১; প্রকা ১৯:৬
[৯:৮] গীত ১১:৭; ৪৫:৬; ৭২:২
[৯:৯] দ্বি.বি. ৩৩:২৭; ২শমূ ২২:৩
[৯:১০] আদি ২৮:১৫; দ্বি.বি. ৪:৩১; গীত ২২:১; ৩৭:২৫; ৭১:১১; যিশা ৪৯:১৪; যিরি ১৫:১৮; ইব ১৩:৫
[৯:১১] গীত ১৮:৪৯; ৪৪:১১; ৫৭:৯; ১০৬:২৭; যিশা ২৪:১৩; যিহি ২০:২৩; ১তীম ৩:১৬
[৯:১২] ২শমূ ৪:১১
[৯:১৩] ইয়োব ১৭:১৬; মথি ১৬:১৮
[৯:১৪] রাজা ১৯:২১; যিশা ১:৮; ১০:৩২; ৩৭:২২; ৬২:১১; যিরি ৪:৩১; ৬:২; বিলাপ ১:৬; মীখা ১:১৩; সফ ৩:১৪; সখ ২:১০; মথি ২১:৫; যোহন ১২:১৫
[৯:১৫] ইয়োব ৪:৮; গীত ৩৫:৭
[৯:১৫] গীত ৩৫:৮; ৫৭:৬ ৯:১৬] হিতো ৫:২২
[৯:১৭] গণনা ১৬:৩০; হিতো ৫:৫

যেসব জাতি ঈশ্বরকে ভুলে যায়, তারাও যাবে।
১৮ কারণ দরিদ্র নিয়ত বিস্মৃতির পাত্র থাকবে না,
দুঃখীদের আশা চিরতরে বিনষ্ট হবে না।
১৯ হে সদাপ্রভু, উঠ; মানুষ প্রবল না হোক,
তোমার সাক্ষাতে জাতিরা বিচার যেন পায়।
২০ হে সদাপ্রভু, তাদেরকে ভয় দেখাও;
জাতিরা জানুক যে, তারা মানুষমাত্র। [সেলা]

[৯:১৮] গীত ২৫:৩; ৩৯:৭; ৭১:৫; হিতো ২৩:১৮; যিরি ১৪:৮
৯:১৯] ২বংশা ১৪:১১
৯:২০] আদি ৩৫:৫; গীত ৩১:১৩; যিশা ১৩:৮; লূক ২১:২৬

গীত ৯ এর নোটসমূহ

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। গীত ৪ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। **স্বর মুৎ-লব্বেন:** গীত ২২; ৪৫; ৫৬-৬০; ৬৯; ৭৫; ৮০ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন; সেই সাথে গীত ৮৮ অধ্যায়ের নোট দেখুন। এই বিশেষ সুর সম্পর্কে আর কোন কিছু জানা যায় না।

৯:১-২ ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রারম্ভিক প্রশংসা ঘোষণা।

৯:১ সর্বান্তঃকরণে: ৪:৭ পদের নোট দেখুন। **বর্ণনা করবো:** গীতসংহিতায় ঈশ্বরের প্রশংসা খুব কম ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র সদাপ্রভু ঈশ্বর এবং গীত রচয়িতার মধ্যকার ব্যক্তিগত আলাপচারিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। সাধারণত জনসম্মুখে, অর্থাৎ মন্দিরে ঈশ্বরের পবিত্র সত্তার প্রশংসা ও তাঁর উদ্ধারকারী কাজের মাহাত্ম্য বর্ণনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করা হত। গীতসংহিতার রচয়িতা ঈশ্বরের প্রশংসা ঘোষণা বা বর্ণনা করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ধার্মিকতার (৪:১ পদের নোট দেখুন) কাজের বিভিন্ন বিষয়কে এক সাথে নিয়ে এসেছেন (আরও দেখুন ২২:২২-৩১; ৫৬:১২-১৩; ৬১:৮; ৬৫:১; ৬৯:৩০-৩৩)। সাধারণত এ ধরনের বর্ণনার সাথে যুক্ত করা হয় ঈশ্বরের প্রশংসা করার জন্য আহ্বান। যারা এই প্রশংসার বর্ণনা শুনবে তাদের প্রত্যেককে ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা, দয়া ও ধার্মিকতার জন্য তাঁর প্রশংসা করতে আহ্বান জানানো হবে। গীতসংহিতায় ঈশ্বরের প্রশংসা করার এই আহ্বানকে যথার্থভাবেই নতুন নিয়মের সুসমাচার প্রচারের জন্য পুরাতন নিয়মের পূর্বাভাস বলা হয়ে থাকে। **আশ্চর্য কাজ:** ঈশ্বরের উদ্ধারকারী কাজ, যা অনেক ক্ষেত্রে অলৌকিক কাজ ছিল আবার অনেক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক কাজ ছিল। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে সব সময়ই ঈশ্বরের সার্বভৌম ও সর্বময় কর্তৃত্ব প্রকাশিত হয়েছে। এই অংশে ইস্রায়েলের শত্রুদের ধ্বংস করার কারণে ঈশ্বরের লোকদের আনন্দ বর্ণিত হয়েছে।

৯:২,১০ তোমার নাম: ৫:১১ পদের নোট দেখুন।

৯:২ সর্বশক্তিমান: আদি ১৪:১৯ পদের নোট দেখুন।

৯:৩-৬ শত্রুদেরকে ধ্বংস করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর দায়ূদের বিরুদ্ধে তথা ইস্রায়েল জাতির বিরুদ্ধে কৃত সমস্ত অধর্ম ও অন্যায়ের প্রতিশোধ নিয়েছেন।

৯:৪ সিংহাসনে বসে: ৭ পদের নোট দেখুন।

৯:৫ তাদের নাম লোপ করেছ: ঠিক যেন প্যাপিরাসের গুটানো পুস্তকে সমস্ত জীবিত মানুষের নাম থেকে তাদের নাম মুছে ফেলা হয়েছে (গণনা ৫:২৩ পদ দেখুন; সেই সাথে দ্বিতীয় বিবরণ ৯:১৪; ২৫:১৯; ২৯:২০; ২ রাজাবলি ১৪:২৭ পদও দেখুন)।

৯:৭-১০ ঈশ্বরের ধার্মিকতার বিচারের জন্য আনন্দ ও উল্লাস ঘোষণা (৪:১ পদের নোট

দেখুন; সেই সাথে গীত ৯৩; ৯৬-৯৯ অধ্যায়ও দেখুন), যা সদাপ্রভুর উপরে নির্ভরকারীদের অন্তরে আরও আস্থা ও নির্ভরতা যোগায়।

৯:৭ তাঁর সিংহাসন। স্বর্গে স্থিত সদাপ্রভুর সিংহাসন (পদ **১১**:৪ দেখুন)। সেই সাথে ৪ পদও দেখুন।

৯:৮ প্রেরিত **১৭**:**৩১** পদ দেখুন।

৯:১০ যারা তোমার নাম জানে: যারা তাদের অন্তরে জানে যে, ঈশ্বর কে এবং সেই সাথে এই স্বীকারোক্তি অনুসারে তাদের জীবনকে পরিচালনাও করে (**৯১**:**১৪** পদ দেখুন; সেই সাথে ৫:**১১** পদের নোটও দেখুন)।

৯:১১-১২ মন্দিরে উপাসনার জন্য একত্রিত হওয়ার আহ্বান, যেন সকলে মিলে ঈশ্বরের ধার্মিকতার কাজের জন্য তাঁর প্রশংসা ও উপাসনা করতে পারে (**১** পদের নোট দেখুন)।

৯:১১ সিয়োন-নিবাসী সদাপ্রভু: ঈশ্বরের স্বর্গীয় সিংহাসনের (পদ ৭ দেখুন) একটি অংশ এই পৃথিবীতেও বিস্তৃত রয়েছে। আর তার অবস্থান হচ্ছে যিরূশালেমের মন্দির, যেখান থেকে তিনি এই পৃথিবীর উপরে কর্তৃত্ব করেন (২:৬; ৩:৪ পদের নোট দেখুন; ২০:২ পদ দেখুন)। সিয়োনকে তথা যিরূশালেম নগরীকে পৃথিবীতে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ও শাসনের কেন্দ্রপীঠ হিসেবে নির্বাচন সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন **১৩২**:**১৩** পদ।

৯:১২ যিনি রক্তপাতের অনুসন্ধান করেন: দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:৪**১**, ৪৩ পদ দেখুন।

৯:১৩-১৪ সম্ভবত রাজা দায়ূদের প্রার্থনার একটি পুনঃসঙ্কলন ("তিনি দুঃখীদের কান্না ভুলে যান না", পদ **১২**), যার উত্তর এখন সদাপ্রভু দিচ্ছেন।

৯:১৩ মৃত্যুদ্বার: ইয়োব **১৭**:**১৬** পদের নোট দেখুন।

৯:১৪ প্রচার: পদ **১**; ৭:**১৭** পদের নোট দেখুন। **তোরণদ্বার:** শত্রুদের আক্রমণের কারণে রাজা দায়ূদ মৃত্যুদ্বারে পতিত হওয়ার পর (পদ **১৩**) এখন তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন যেন তিনি সিয়োন-কন্যার তোরণদ্বারগুলোতে তাঁর এই মুক্তি বা উদ্ধার উদ্‌যাপন করতে পারেন (**১** পদের নোট দেখুন)। **সিয়োন-কন্যা:** সিয়োনের কন্যা। এখানে যিরূশালেম নগরীকে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে (২ রাজাবলি **১৯**:**২১** পদের নোট দেখুন)।

৯:১৫-১৮ ঈশ্বরের ধার্মিকতার শাসনের অধীনে থেকে যারা দুষ্টতার বশবর্তী হয়ে অন্যদের উপরে আঘাত হানবে তারা নিজেদেরই ধ্বংস ডেকে নিয়ে আসবে। কিন্তু যারা আক্রমণের শিকার হবে (দরিদ্র বা দুঃখী, পদ **১৮**), ঈশ্বরের প্রতি তাদের আস্থা ও নির্ভরতা বৃথা যাবে না।

৯:১৫ খাত ... তলিয়ে গেছে ... জাল ... জড়িয়ে গেছে: গীতসংহিতায় প্রায়শই শিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন রূপকার্থক শব্দের উল্লেখ দেখা যায় (মূলত **১৪**টি গীতে তা দেখা যায়)। এতে করে বোঝানো হয়েছে যে, শত্রুরা অত্যন্ত চাতুরির সাথে মানুষের বিনাশ সাধনের জন্য ওৎ পেতে থাকে। তাদের মুখের কথা হচ্ছে তাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র (৫:৯ পদের নোট দেখুন)। প্রাচীনকালে শিকারীরা শিকার ধরার জন্য ফাঁদ, জাল, গর্ত, আঁকড়া, ইত্যাদি ব্যবহার করত। অনেক ক্ষেত্রে তারা কয়েকটি উপকরণ এক সাথে ব্যবহার করত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপকরণগুলো লুকিয়ে রাখা হত। হিতোপদেশ ২৬:২৭ পদের নোট দেখুন।

৯:১৭ ভুলে যায়: অর্থাৎ বিবেচনায় আনে না।

৯:১৮ দরিদ্র নিয়ত বিস্মৃতির পাত্র থাকবে না: অর্থাৎ ঈশ্বর তাদেরকে ভুলে থাকবেন না। যারা ঈশ্বরকে ভুলে যায় তারা কখনোই তাঁর অনুগ্রহ পাবে না, কিন্তু যারা দুঃখী, দরিদ্র ও অসহায় তাদেরকে ঈশ্বর সব সময় মনে রাখেন, কখনো ভুলে যান না (পদ ১২)। **দরিদ্র ... দুঃখী:** এই গীতে রাজা দায়ূদ এবং ইস্রায়েল জাতিকেও এই দুঃখী ও দরিদ্রদের কাতারে ফেলা হয়েছে, কারণ তারা সকলেই বহিরাগত শত্রুদের কারণে আশঙ্কাগ্রস্ত ছিলেন।
৯:১৯-২০ প্রশংসার শেষে সমাপনী প্রার্থনা, যেখানে বিনতি করা হয়েছে যেন সদাপ্রভু চিরকাল জাতিগণের উপরে রাজত্ব করেন যেখানে তিনি এখন রাজত্ব করছেন এবং তাঁর শত্রুদের, যারা ঈশ্বরকে ভুলে যায়, তাদের উপরে বিজয় লাভ করেছেন (পদ ১৭), যেন তারা জানতে পারে যে, তারা শুধুমাত্র নশ্বর ও দুর্বল মানুষ, দেবতা নয় এবং তারা ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সামনে কোনভাবেই দাঁড়াতে পারবে না (১০:১৮ পদ দেখুন)।
৯:১৯ উঠ: ৩:৭ পদের নোট দেখুন।

উপসংহার: ঈশ্বরভক্ত লোকেরা সর্বশক্তিমানের প্রশংসা করেন তাঁর রাজ্য, আশীর্বাদ এবং মহিমার জন্য। তারা প্রার্থনা করেন যে, ঈশ্বর তাঁর রাজ্য স্থাপনের আগে সব জাতির বিচার করবেন।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. ঈশ্বর যে আপনার দুর্গ তা কিভাবে প্রমাণিত হয়েছে? কিভাবে আপনি তাঁকে অনুভব করেন?
২. সন্ত্রাস ও অনিশ্চয়তার ঘুর্ণিপাকে ভীত এমন লোকের নিরাপত্তার জন্য আপনি লোকদের কি বলতে পারেন?

গীত ১০

শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধারের প্রার্থনা

ভূমিকা: মন্দ ও দুষ্ট লোকদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য বিনতি জানিয়ে প্রার্থনা। এখানে পুরাতন নিয়মের অতি প্রচলিত একটি বিশেষ রূপক ভাষার মধ্য দিয়ে দুষ্টদের কথা বোঝানো হয়েছে (পদ ৪)। গীত ১০ অধ্যায়টি মূলত ইস্রায়েল জাতির মধ্যে অবস্থানকারী অসৎ ও মন্দ মানুষদের বিরুদ্ধে প্রার্থনা। ঈশ্বরের লোকদের উপরে যখন রাজ্যের বাইরে থেকে বা ভেতর থেকে "মন্দ" তথা "দুষ্ট" লোকেরা (৯:৫; ১০:৪) বিভিন্ন উপায়ে আক্রমণ করে এবং আঘাত করে, তখন ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত প্রকৃত ইস্রায়েলই মূলত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যের অন্যান্য প্রচলিত প্রার্থনায় ঈশ্বর কর্তৃক অখণ্ড ইস্রায়েলকে শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধারের জন্য প্রশংসা অন্তর্ভুক্ত হতে দেখা যায় (৩:৩-৪, ৮ পদের নোট দেখুন; ২৫:৬; ৪০:১-৫)।

১ হে সদাপ্রভু, কেন দূরে দাঁড়িয়ে থাক?
সঙ্কটের সময়ে কেন লুকিয়ে থাক?
২ দুষ্টের অহংকারে দুঃখীকে অত্যাচার করে,
ওদের কল্পিত ছলে ওরাই ধরা পড়ুক।
৩ কেননা দুষ্ট নিজের মনোবাসনার গর্ব করে,
লোভী সদাপ্রভুকে অভিশাপ দেয়, অবজ্ঞা করে।
৪ দুষ্ট লোক সদর্পে বলে তিনি অনুসন্ধান করবেন না;
ঈশ্বর নেই, এ-ই তার চিন্তার সার।
৫ দুষ্টের পথ সর্বদা উন্নতির দিকে,
তোমার সমস্ত বিচার ঊর্ধ্বে,
তার দৃষ্টির বহির্ভূত থাকে;
সমস্ত বিপক্ষের প্রতি সে ফুৎকার করে।
৬ সে মনে মনে বলে আমি বিচলেত হব না,
পুরুষানুক্রমে কখনও বিপদগ্রস্ত হব না।
৭ তার মুখ অভিশাপ, ছলনা ও শঠতায় পূর্ণ;
তার জিহ্বার নিচে দৌরাত্ম্য ও অন্যায় থাকে।
৮ সে গ্রামের গুপ্ত স্থানে বসে থাকে,
নিভৃত স্থানে নির্বোধকে হত্যা করে;
তার চোখ অনাথকে ধরবার জন্য লুকিয়ে থাকে।
৯ সিংহ যেমন গহ্বরে, সে তেমনি গুপ্তস্থানে থাকে,
দুঃখীকে ধরবার জন্য অন্তরালে থাকে;
সে দুঃখীকে ধরে, নিজের জালে টানে।
১০ সে ওঁৎ পেতে থাকে, সে অবনত হয়,
অনাথরা তার প্রবল থাবার নিচে পড়ে।
১১ সে মনে মনে বলে, ঈশ্বর ভুলে গেছেন,
তিনি মুখ লুকিয়েছেন, কখনও দেখবেন না;
১২ হে সদাপ্রভু, উঠ;
হে ঈশ্বর, তোমার হাত বাড়িয়ে দাও।
দুঃখীদেরকে ভুলে যেও না।
১৩ দুষ্ট কেন ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করে?
কেন মনে মনে বলে, তুমি অনুসন্ধান করবে না?
১৪ তুমি দেখেছ, কেননা তুমি দৌরাত্ম্য ও দুর্দশার প্রতি
দৃষ্টিপাত করছো,
যেন তার প্রতিকার নিজের হাতে কর;
অনাথ তো তোমারই উপরে তার ভার তুলে দেয়;
তুমিই অনাথের সহায়।
১৫ দুর্বৃত্তদের বাহু ভেঙ্গে ফেল,

গীত ১০ : ক্রশরেফারেন্স

[১০:১] গীত ২২:১, ১১; ৩৫:২২; ৩৮:২১; ৭১:১২
[১০:১] গীত ১৩:১
[১০:২] পদ ৯; ইয়োব ২০:১৯
[১০:৩] গীত ৪৯:৬; ৯৪:৪; যিরি ৪৮:৩০
[১০:৩] ইয়োব ১:৫
[১০:৪] গীত ৩৬:১
[১০:৬] প্রকা ১৮:৭
[১০:৭] রোমীয় ৩:১৪
[১০:৭] গীত ৭৩:৮; ১১৯:১৩৪; উপ ৪:১; যিশা ৩০:১২
[১০:৭] ইয়োব ২০:১২
[১০:৮] গীত ৩৭:৩২; ৫৯:৩; ৭১:১০; হিতো ১:১১; যিরি ৫:২৬; মীখা ৭:২
[১০:৮] হোশেয় ৬:৯
[১০:৯] পদ ২
[১০:৯] ইয়োব ১৮:৮
[১০:১০] ইয়োব ৯:১৭
[১০:১১] ইয়োব ২২:১৩; গীত ৪২:৯; ৭৭:৯
[১০:১১] ইয়োব ২২:১৪
[১০:১২] গীত ৩:৭
[১০:১২] গীত ১৭:৭; ২০:৬; ১০৬:২৬; যিশা ২৬:১১; মীখা ৫:৯
[১০:১২] গীত ৯:১২
[১০:১৩] পদ ৩
[১০:১৩] ইয়োব ৩১:১৪
[১০:১৪] পদ ৭; গীত ২২:১১
[১০:১৪] গীত ৩৭:৫
[১০:১৪] দ্বি.বি. ৩৩:২৯
[১০:১৫] ইয়োব ৩১:২২

দুর্বৃত্তের দুষ্টতার অনুসন্ধান কর,
যতদিন লেশমাত্র না থাকে।
১৬ সদাপ্রভু অনন্তকালীন রাজা;
জাতিরা তাঁর দেশ থেকে ধ্বংস হয়ে গেছে।
১৭ হে সদাপ্রভু, তুমি নম্রদের আকাঙ্খা শুনেছ;
তুমি তাদের অন্তর সুস্থির করবে,
তুমি তাদের বিনতি শুনবে;
১৮ অনাথ ও নির্যাতিত লোকদের বিচার করার জন্য,
যেন মাটির সৃষ্ট মানুষ আর দুর্দান্ত না থাকে।

[১০:১৬] যাত্রা ১৫:১৮
[১০:১৬] দ্বি.বি. ৮:২০
[১০:১৭] গীত ৯:১২
[১০:১৭] যাত্রা ২২:২৩
[১০:১৮] দ্বি.বি. ২৪:১৭; গীত ১৪৬:৯
[১০:১৮] গীত ৯:৯

গীত ১০ এর নোটসমূহ

১০:১ ৬:৩ পদের নোট দেখুন।

১০:২-১১ শত্রুদের বিরুদ্ধে করা অভিযোগনামা। এখানে গীতসংহিতার রচয়িতা শত্রুদেরকে সাধারণ একটি চরিত্রে রূপায়িত করেছেন। তাদের কাজের সাথে তাদের ঔদ্ধত্যের বিপক্ষতা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান (পদ ২-৫ দেখুন) যার কারণে তারা সরাসরি ঈশ্বরের বিরোধিতা করেছে (পদ ৩-৪, ১৩ পদ দেখুন)। তারা লোভীর মত তাদের সীমাহীন চাহিদা পূরণের জন্য যা খুশি তাই করে যায় (পদ ৩)। এর জন্য তারা অন্যদেরকে আঘাত করে, ঈশ্বরকে গ্রাহ্য করে না (পদ ৪), তাঁর বিধানও পালন করে না (পদ ৫ দেখুন)।

১০:২ অত্যাচার করে ... ধরা পড়ুক: গীতসংহিতার রচয়িতা প্রায়শই শিকার সংক্রান্ত ভাষা ব্যবহার করেছেন তাঁর গীতগুলোতে (৮-৯ পদ দেখুন; ৯ পদের নোট দেখুন)।

১০:৩ মনোবাসনা: ৪:৭ পদের নোট দেখুন।

১০:৪ দুষ্টেরা এ কথা মানতে চায় না যে, তাদের সন্তুষ্ট হওয়ার জন্য একমাত্র ঈশ্বরই যথেষ্ট (৫:১১ পদের নোট দেখুন; সেই সাথে ১৪:১; ৩৬:১; ৫৩:১ পদও দেখুন)।

১০:৬ ১১, ১৩ পদ দেখুন এবং ৩:২ পদের নোট দেখুন। **মনে মনে বলে:** আক্ষরিক অর্থে "নিজেকে বলে" (১১, ১৩ পদের রয়েছে); ৪:৭ পদের নোট দেখুন। **বিচলিত হব না ... কখনও বিপদগ্রস্ত হব না:** অর্থাৎ দুষ্টেরা সব সময় নিজেদের শক্তির উপরে শতভাগ নির্ভর করে এবং নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে নিয়ে আসে।

১০:৭ অভিশাপ ... ও শঠতা: ইস্রায়েল জাতির জীবনে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় এমন দুটি অস্ত্র, যা জিহ্বা দ্বারা ব্যবহৃত হয় (৫:৯ পদের নোট দেখুন)। **ছলনা:** মিথ্যাবাদিতা এবং দুরভিসন্ধি নিয়ে করা মিথ্যা সাক্ষ্য (উদাহরণ হিসেবে ১ রাজাবলি ২১:৮-১৫ পদ দেখুন)।

১০:৯ ৭:২ পদের নোট দেখুন। **সে তেমনি গুপ্তস্থানে থাকে:** রূপকার্থে সিংহ যেমন শিকারীর চোখ থেকে লুকানোর জন্য গর্তে লুকিয়ে থাকে, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে আক্রমণের জন্য সতর্ক থাকে (৯:১৫ পদের নোট দেখুন)।

১০:১১ ৩:২ পদের নোট দেখুন। মন্দ মানুষ যে ধরনের ঔদ্ধত্য নিয়ে কথা বলে (১৭:১০ পদ দেখুন), বিশেষত তাদের মন্দ কাজ সম্পর্কে ঈশ্বর সব কিছু জানেন এবং তাদের সমস্ত অন্যায়ের শাস্তি তাদেরকে পেতে হবে জেনেও তারা নিশ্চিন্তে থাকে, এ দুটি বিষয় গীত

রচয়িতা বিভিন্ন গীতে তুলে ধরেছেন (পদ ১৩; ১২:৪; ৪২:৩,১০; ৫৯:৭; ৬৪:৫; ৭১:১১; ৭৩:১১; ৯৪:৭; ১১৫:২; সেই সাথে যিশাইয় ২৯:১৫; যিহিস্কেল ৮:১২ পদও দেখুন)।

১০:১২-১৫ ঈশ্বর যেন দুষ্টদের কাছ থেকে প্রতিফল আদায় করেন সেই প্রার্থনা এখানে বর্ণিত হয়েছে।

১০:১২ উঠ: ৩:৭ পদের নোট দেখুন। **ভুলে যেও না:** ৯:১৮ পদ দেখুন। **দুঃখী:** অসহায়, যাদের অত্যাচারীদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া প্রয়োজন (৯ পদ দেখুন)।

১০:১৩ কেন ... ? কেন ... ?: ৬:৩ পদের নোট দেখুন।

১০:১৪ ঈশ্বরের ধার্মিকতার শাসনের কাছে কৃত বিনতি (৫:৪-৬ পদ দেখুন)।

১০:১৫ দুর্বৃত্তদের বাহু ভেঙ্গে ফেল: অর্থাৎ সমস্ত অত্যাচারীদের শক্তি বিনষ্ট করে দাও। অর্থাৎ এই সকল উদ্ধত মানুষদেরকে (পদ ১৩ দেখুন) তোমার ধার্মিকতার বিচার দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দাও।

১০:১৬-১৮ গীত রচয়িতা সদাপ্রভু ঈশ্বরের ধার্মিকতার শাসনের উপরে পূর্ণ আস্থা পোষণ করেন (৩:৮ পদের নোট দেখুন)। জাতিগণ (পদ ১৬) এবং গর্বকারী মানুষদের নম্র করে তোলার উল্লেখ (পদ ১৮ দেখুন; এর সাথে ৯:১৯-২০ পদও দেখুন) গীত ৯ অধ্যায়ের সাথে এই অধ্যায়টির সাথে সংযুক্তি প্রকাশ করে। গীত ১০ অধ্যায়ের উপসংহারে এই গীতটি সার্বজনীনভাবে ঈশ্বরের ধার্মিকতার শাসন প্রতিষ্ঠা এবং সেই সাথে যারা ঈশ্বরকে জানে তাদের কাছে ঈশ্বরের নাম প্রচার ও তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠার দর্শন প্রকাশ পেয়েছে (পদ ১৬), যা পাশাপাশি দুষ্ট ও অত্যাচারীদের প্রতি ঈশ্বরের ধার্মিকতার শাসনের নিশ্চয়তার কথাও প্রকাশ পেয়েছে।

১০:১৮ মাটির সৃষ্ট মানুষ। মানুষ কখনোই দেবতা হতে পারে না, কাজেই তারা কখনো ঈশ্বরের কাছে হুমকিজনক হতে পারে না (৪৯:১২,২০; ৫৬:৪,১১; ৬২:৯; ৭৮:৩৯; ১০৩:১৪-১৬; ১১৮:৬, ৮-৯; ১৪৪:৪; যিশাইয় ৩১:৩; যিরমিয় ১৭:৫)।

উপসংহার: ঈশ্বরভক্ত লোকেরা আরও অনুরোধ করেছেন যেন তিনি ন্যায়বিচার করেন। দুষ্টলোকদের যেন তিনি বিচার করেন সেজন্য তারা ঈশ্বরের কাছে অনুরোধ করেছেন।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. ঈশ্বরের অস্তিত্বকে বিশ্বাস করতে অস্বীকৃতি জানানোর জন্য কোন্ লোকের ব্যক্তিগত কারণ কি হতে পারে?

২. ঈশ্বর যে বিদ্যমান তার সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ কি হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

৩. ঈশ্বরকে বিশ্বাস করার জন্য কোন্ বিষয়টি বুঝতে পারা কঠিন বলে আপনি মনে করেন? ব্যাখ্যা করুন।

গীত ১১

বিপদের দিনে বিশ্বাসের উৎস

ভূমিকা: ঈশ্বরের ধার্মিকতার শাসনের প্রতি আস্থা ও নির্ভরতার এক অনুপম সাক্ষ্য, বিশেষ করে যখন শত্রু ও বিপক্ষেরা প্রত্যক্ষভাবে বিরোধী অবস্থানে থাকে। চার লাইনের দুটি পঙক্তির পরে (হিব্রু সংস্করণে ১-৩ ও ৪-৬ পদ) রয়েছে ঈশ্বরের প্রতি স্থির বিশ্বাসের নাটকীয় সাক্ষ্য ও ঘোষণা (পদ ৭)।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। দায়ূদের।

[১] আমি সদাপ্রভুর আশ্রয় নিয়েছি;
তোমরা কি ভেবে আমার প্রাণকে বল,
পাখির মত তোমাদের পর্বতে উড়ে যাও;
[২] কেননা দেখ, দুষ্টরা ধনুকে চাড়া দিচ্ছে,
নিজ নিজ তীর গুণে যোগ করছে,
যেন সরলচিত্তদের অন্ধকারে বিদ্ধ করে;
[৩] যদি সমস্ত মূলবস্তু উৎপাটিত হয়,
তবে ধার্মিক কি করবে?
[৪] সদাপ্রভু তাঁর পবিত্র মন্দিরে আছেন;
সদাপ্রভুর সিংহাসন স্বর্গে;
তাঁর দৃষ্টি নিরীক্ষণ করছে,
তাঁর চোখ মানবজাতিকে পরীক্ষা করছে।
[৫] সদাপ্রভু ধার্মিকের ও দুষ্টের পরীক্ষা করেন,
এবং দৌরাত্ম্য প্রিয় লোক তাঁর প্রাণের ঘৃণাস্পদ।
[৬] তিনি দুষ্টদের উপরে জ্বলন্ত কয়লা বর্ষণ করবেন,
উত্তপ্ত বায়ু তাদের পানপাত্রের পেয় দ্রব্য হবে।
[৭] কেননা সদাপ্রভু ধর্মময়, ধর্মকর্মই প্রেম করেন;
সরল লোক তাঁর মুখ দর্শন করবেন।

গীত ১১ : ক্রশরেফারেন্স

[১১:১] গীত ৭:১
[১১:১] আদি ১৪:১০
[১১:১] গীত ৫০:১১
[১১:২] ২শমূ ২২:৩৫
[১১:২] গীত ৭:১৩; ৫৮:৭
[১১:২] গীত ১০:৮
[১১:২] ইয়োব ৩৩:৩; গীত ৭:১০
[১১:৩] গীত ১৮:১৫; ৮২:৫; যিশা ২৪:১৮
[১১:৪] ১রাজা ৮:৪৮; গীত ১৮:৬; ২৭:৪; যোহন ২:৭; মীখা ১:২; হবক্ ২:২০
[১১:৪] ২বংশা ৬:১৮; গীত ৯:৭; মথি ৫:৩৪; ২৩:২২; প্রকা ৪:২
[১১:৪] হিতো ১৫:৩
[১১:৪] গীত ৩৩:১৮; ৬৬:৭
[১১:৫] দ্বি.বি. ৭:১৩; ইয়োব ২৩:১০
[১১:৫] ইয়োব ২৮:২৮; গীত ৫:৫; ৪৫:৭; যিশা ১:১৪
[১১:৬] আদি ১৯:২৪; প্রকা ৯:১৭
[১১:৬] আদি ৪১:৬; ইয়োব ১:১৯
[১১:৭] ২বংশা ১২:৬; ইষ্রা ৯:১৫; ২তীম ৪:৮
[১১:৭] গীত ৯:৮; ৩৩:৫; ৯৯:৪; যিশা ২৮:১৭; ৩০:১৮; ৫৬:১; ৬১:৮; যিরি ৯:২৪
[১১:৭] ইয়োব ১:১; লূক ২৩:৫০
[১১:৭] গীত ১৭:১৫; ১৪০:১৩

গীত ১১ এর নোটসমূহ

শিরোনাম: প্রধান বাদ্যকরের জন্য: গীত ৪ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

১১:১-৩ রাজা দায়ূদ সদাপ্রভু ঈশ্বরের প্রতি তাঁর অটল বিশ্বাস ও আস্থার সাক্ষ্য দিচ্ছেন, যেন তাঁর পাশের সমস্ত লোকেরা তা উপলব্ধি করতে পারে। এই সমস্ত লোকেরা শত্রু দ্বারা গৃহবন্দী হয়ে এবং তাদের ক্ষমতা দেখে (অন্ধকারে বিদ্ধ করে, পদ ২) ভয় পেয়েছিল যে, তাদের রাজ্য ভেঙ্গে যাচ্ছে (পদ ৩) এবং পর্বতে গিয়ে আশ্রয় নেওয়াটাই এখন সবচেয়ে ভাল বুদ্ধি। দায়ূদ তাদের এই আতঙ্কগ্রস্ত পরামর্শকে নাকচ করে দিয়েছিলেন।

১১:২ এই ধনুকে কে চাড়া দিচ্ছে এবং কে তীরে গুণ যোগ করছে সে ব্যাপারে পরিষ্কার করে বলা হয় নি (৫৭:৪; ৬৪:৩-৪ দেখুন; সেই সাথে ৫:৯ পদের নোটও দেখুন)।

১১:৩ মূলবস্তু: ভিত্তি। পার্থিব বিধি-বিধান (৮২:৫)। যারা যুদ্ধের ক্ষেত্রে কৌশল সংক্রান্ত পরামর্শ দেন তারা খুব ভাল করে জানেন যে, খুব ক্ষমতাশালী কোন মন্দ শক্তির যখন উত্থান ঘটে তখন ধার্মিকেরা আর এই পৃথিবীতে টিকতে পারে না। কিন্তু সদাপ্রভু ঈশ্বর ধার্মিকদেরকে মন্দতার উপরে বিজয়ী করে তুলতে পারেন।

১১:৪-৭ ভীত সন্ত্রস্ত মানুষের প্রতি জবাব: সদাপ্রভু ঈশ্বর এখনো তাঁর স্বর্গীয় সিংহাসনে স্থির ও অটল রয়েছেন। ধার্মিক ঈশ্বর (পদ ৭ দেখুন) ধার্মিক মানুষকে রক্ষা করেন (পদ ৫ দেখুন) এবং তাদেরকে তাঁর নিজ উপস্থিতির আওতায় রাখেন (পদ ৭ দেখুন), যখন তাঁর বিচার দুষ্টদের উপরে বৃষ্টি মত করে পতিত হয় (পদ ৬)।

১১:৪ সদাপ্রভু তাঁর পবিত্র মন্দিরে আছেন: হবককূক ২:২০ পদে এই একই কথা পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এখানে তাঁর স্বর্গীয় মন্দিরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১১:৬ সম্ভবত এখানে সদোম ও ঘমোরার উপরে ঈশ্বরের বিচারের কথা স্মরণ করা হয়েছে (আদি ১৯:২৪,২৮; সেই সাথে প্রকা ১৪:১০ পদের নোট দেখুন; ২০:১০; ২১:৮ পদ দেখুন)। **তাদের পানপাত্রের পেয় দ্রব্য:** আক্ষরিক অর্থে এখানে তাদের নিয়তির কথা বোঝানো হয়েছে (৭৫:৮ পদ দেখুন এবং ১৬:৫ পদের নোট দেখুন)।

১১:৭ ধর্মময়: ৪:১ পদের নোট দেখুন। **সরল লোক:** যাদের বিরুদ্ধে দুষ্টেরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে (পদ ২ দেখুন)। **তাঁর মুখ দর্শন করেন:** হিব্রু প্রতিশব্দের আক্ষরিক অর্থ "রাজার মুখ দর্শন করা," যা দিয়ে অনেক সময় রাজার কাছে উপস্থিত হওয়া বোঝায় (আদি ৪৩:৩,৫; ৪৪:২৩,২৬; ২ শমূয়েল ৩:১৩, "আমার উপস্থিতির অধীনে এসো"; ১৪:২৪, ২৮, ৩২)। অনেক সময় যারা রাজা সামনে বিভিন্ন পরিচর্যা কাজ করেন তাদেরকে এই উপাধি দেওয়া হয় (২ রাজাবলি ২৫:১৯, "রাজকীয় পরামর্শকগণ"; ইষ্টের ১:১৪, যাদের "রাজার সামনে যাওয়ার জন্য বিশেষ অনুমতি রয়েছে")। এখানে দায়ূদ স্বর্গীয় রাজার সামনে যাওয়ার জন্য বিশেষ অনুমতির কথা বোঝাচ্ছেন। তবে এখানে পরোক্ষভাবে স্বর্গীয় মন্দিরে প্রবেশের কথা বোঝানো হতে পারে (১৬:১১; ১৭:১৫; সেই সাথে ২৩:৬; ১৪০:১৩ পদও দেখুন)।

উপসংহার: যে সময় প্রায় সব লোক সত্যিকারের বিশ্বাস থেকে সরে যাবে, সেই সময় জগৎ সংসারের সব ভিত্তি ভেঙ্গে ফেলা হবে। কিন্তু সদাপ্রভু পাপীদের শাস্তি দেবেন এবং ধার্মিকদের পুরস্কার দেবেন।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. প্রভুর গৌরবের জন্য আজ কি করতে পারেন?
২. কেন মূর্তিপূজা এত প্রলুব্ধকর হয়? কোন ধরণের মূর্তি আপনাকে প্রলুব্ধ করে?
৩. কিভাবে ঈশ্বরের উপাসনা আমাদের রূপান্তর করে তোলে?
৪. কোন কোন বিষয়গুলো একজন অবিশ্বাসী ও বিশ্বাসীদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে: অধার্মিক / ধার্মিক; অজ্ঞ / আলোকিত; মৃত / জীবিত?

যে যে কারণে আমাদের গীতসংহিতা পাঠ করা উচিত

আপনি যখন চান	**পাঠ করুন**
সান্ত্বনা পাবার জন্য	গীত ২৩
আন্তরিকভাবে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাবার জন্য	গীত ১০৩
নতুন প্রার্থনা শিখবার জন্য	গীত ১৩৬
নতুন গান শিখবার জন্য	গীত ৯২
ঈশ্বর সম্পর্কে আরও কিছু শিক্ষা লাভ করার জন্য	গীত ২৪
নিজেকে আরও পরিষ্কার ভাবে জানবার জন্য	গীত ৮
প্রতিদিন ঈশ্বরের কাছে কিভাবে আসা যায় তা জানবার জন্য	গীত ৫
আপনার পাপ ক্ষমা পাবার জন্য	গীত ৫১
নিজেকে মূল্যবান ভাববার জন্য	গীত ১৩৯
আপনি কেন পবিত্র বাইবেল পাঠ করবেন তা বুঝবার জন্য	গীত ১১৯
ঈশ্বরের প্রশংসা করার জন্য	গীত ১৪৫
ঈশ্বরের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন তা জানার জন্য	গীত ১৪৬
ঈশ্বরের ধন্যবাদ করার জন্য	গীত ১৩৬
ঈশ্বরকে খুশি করার জন্য	গীত ১৫
কেন আপনি ঈশ্বরের উপাসনা করবেন তা জানার জন্য	গীত ১০৪

গীত ১২

মন্দ সময়ে সাহায্যের আবেদন

ভূমিকা: যখন প্রত্যেকেই অবিশ্বস্ত এবং প্রত্যেক জিহ্বাই মিথ্যাবাদী, তখন ঈশ্বরের কাছে সাহায্য চেয়ে প্রার্থনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে (মীখা ৭:১-৭ পদ দেখুন)। এই গীতটি দুটি পদ করে মোট চারটি অংশে বিভক্ত (পদ ১-২, ৩-৪, ৫-৬, ৭-৮), যা মানব জাতির স্বভাবগত মন্দতার উদ্ভবের কথা বলার মধ্য দিয়ে কাঠামোবদ্ধ করা হয়েছে (পদ ১, ৮)।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, শমীনীৎ। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ হে সদাপ্রভু সাহায্য কর, কেননা ঈশ্বরভক্ত লোপ পেল;
মানবজাতির মধ্যে বিশ্বস্ত লোক শেষ হল।
২ প্রত্যেক জন প্রতিবেশীর সঙ্গে মিথ্যা কথা বলে;
চাটুকার ওষ্ঠাধরে ও দ্বিধাচিত্তে কথা বলে।
৩ সদাপ্রভু সমস্ত চাটুকার ওষ্ঠাধর
ও গর্ব-ভরা জিহ্বা কেটে ফেলেন;
৪ ওরা বলে, আমরা জিহ্বা দ্বারা প্রবল হব,
আমাদের ওষ্ঠ আমাদেরই;
আমাদের কর্তা কে?
৫ দুঃখীদের সর্বনাশ, দীনহীনের কাতরোক্তির দরুন,
আমি এখন উঠবো, সদাপ্রভু বলেন,
যারা নিরাপদে থাকার আকাঙ্খা করে
আমি তাদের নিরাপদে রাখব।
৬ সদাপ্রভুর সমস্ত বাক্য নির্মল বাক্য;
তা মাটির উপরে আগুনের চুল্লিতে খাঁটি করা রূপার মত,
সাতবার পরিষ্কৃত রূপার মত।
৭ হে সদাপ্রভু, তুমিই তাদের রক্ষা করবে,
চিরতরে এই কালের মানুষ থেকে উদ্ধার করবে।
৮ দুষ্টরা চারদিকে ঘুরে বেড়ায়,
যখন মানবজাতির মধ্যে অধমতা প্রশংসিত হয়।

গীত ১২ : ক্রশরেফারেন্স

[১২:১] যিশা ৫৭:১; মীখা ৭:২
[১২:২] গীত ৫:৬; ৩৪:১৩; ১৪১:৩; হিতো ৬:১৯; ১২:১৭; ১৩:৩; যিশা ৩২:৭
[১২:২] গীত ৫:৯; রোমীয় ১৬:১৮
[১২:৩] হিতো ২৬:২৮; ২৮:২৩
[১২:৩] গীত ৭৩:৯; দানি ৭:৮; যাকোব ৩:৫; প্রকা ১৩:৫
[১২:৪] হিতো ১৮:২১; যাকোব ৩:৬
[১২:৫] গীত ৪৪:২৪; ৬২:১০; ৭২:১৪; ৭৩:৮; উপ ৪:১; ৫:৮; যিশা ৩:১৫; ৫:৭; ৩০:১২; ৫৯:১৩; প্রেরিত ৭:৩৪
[১২:৫] গীত ৬:৬
[১২:৫] গীত ৩:৭
[১২:৫] গীত ৩৪:৬; ৩৫:১০
[১২:৬] ২শমূ ২২:৩১; গীত ১৮:৩০
[১২:৬] ইয়োব ২৩:১০; ২৮:১; যিশা ৪৮:১০; সখ ১৩:৯
[১২:৬] গীত ১১৯:১৪০
[১২:৭] গীত ১৬:১; ২৭:৫
[১২:৭] গীত ৩৭:২৮; যোহন ১৭:১২
[১২:৮] গীত ৫৫:১০-১১

গীত ১২এর নোটসমূহ

শিরোনাম: প্রধান বাদ্যকরের জন্য: গীত ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **শমীনীৎ:** গীত ৬ অধ্যায়ের নোট দেখুন।

১২:১-২ প্রারম্ভিক বিনতি, যেখানে এই দুর্দশার কারণ সম্পর্কেও বর্ণনা রয়েছে।

১২:১ ঈশ্বর-ভক্ত: ৪:৩ পদের নোট দেখুন। **বিশ্বস্ত লোক:** যারা নৈতিক শুদ্ধতা বজায় রেখে

জীবন ধারণ করে।

১২:৩-৪ প্রার্থনার মূল অংশ।

১২:৩ জিহ্বা কেটে ফেলেন: অর্থাৎ চাটুকারিতা ও দর্প শেষ করে দেন। **দর্পিত: ১০:২-১১** পদের নোট দেখুন।

১২:৪ ৩:২; ১০:১১ পদের নোট দেখুন।

১২:৫-৬ সদাপ্রভুর কাছ থেকে আসা আশ্বাস বাণী। গীতসংহিতায় প্রার্থনার পরে এ ধরনের আশ্বাস বাণী সম্ভবত কোন পুরোহিত (১ শমূয়েল ১:১৭ পদ দেখুন) বা ভাববাদীর কথন থেকে এসেছে (৫১:৮ পদের নোট দেখুন; ২ শমূয়েল ১২:১৩)।

১২:৫ আমি এখন উঠবো। যিশাইয় ৩৩:১০ পদ দেখুন।

১২:৬ সদাপ্রভুর সমস্ত বাক্য। বিপক্ষ ও শত্রুদের তীক্ষ্ণ দর্পপূর্ণ কথার সম্পূর্ণ বিপরীত। সদাপ্রভুর বাক্য হচ্ছে পরিপূর্ণভাবে পরিশুদ্ধকৃত রূপার মত, যাতে কোন খাদ নেই। **আগুনের চুল্লি:** প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যে রূপা ও সোনা গলিয়ে খাদ থেকে আলাদা করার জন্য আগুনের চুল্লী ব্যবহার করা হত। সাধারণত সোনা ও রূপার খাদ বা মিশ্রিত ধাতুগুলো ছিল সীসা, টিন, লোহা, তামা ও দস্তা। ইস্রায়েলের বহু কবি ও সাহিত্যিক রূপা বা সোনা গলিয়ে তা থেকে খাদ পৃথক করার উপমাটি রূপকার্থে ব্যবহার করেছেন (৬৬:১০; হিতোপদেশ ১৭:৩; ২২:২১; যিশাইয় ১:২২,২৫; ৪৮:১০; যিরমিয় ৬:২৭-৩০; ৯:৭; নহিমিয় ২২:১৭-২২; সখরিয় ১৩:৯; মালাখি ৩:৩)। **সাতবার:** সাধারণত সম্পূর্ণতা ও পরিপূর্ণতা বোঝানো হয়। এখানে বোঝানো হয়েছে পরিষ্কার করার কাজটির ধারাবাহিকতা ও কার্যপ্রক্রিয়া নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করার বিষয়টি।

১২:৭-৮ বিশ্বাস ও নির্ভরতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে অধ্যায়টি শেষ করা হয়েছে (৩:৮ পদের নোট দেখুন)।

১২:৭ দুষ্টরা: ৫ পদে উল্লিখিত শত্রুরা।

১২:৮ রাজা দায়ূদ অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী, যদিও বর্তমানে তাঁর ও ঈশ্বরের শত্রুরা মনে করছে তারাই বিজয়ী (পদ ১-৪)।

উপসংহার: পাপীদের মহাগর্বের কথা বলা হয়েছে। তাদের পাপ যখন পরিপূর্ণতা লাভ করবে তখন ঈশ্বর শীঘ্রই তাদের শাস্তি দেবেন।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. অসততা এবং প্রতারণা দায়ূদের সময়কার সংস্কৃতিতে একটি চিহ্নিত বিষয়। আজকে কোন্ বড় মিথ্যা শিক্ষা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় চলছে? রাজনীতিতে? ধর্মের মধ্যে? ধর্মনিরপেক্ষ মিডিয়াতে?

২. ঈশ্বরের বাক্যকে পরম সত্য হিসাবে গ্রহণ করা কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?

গীত ১৩

শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রার্থনা

ভূমিকা: শত্রুদের মারাত্মক হুমকির মুখে ঈশ্বরের কাছে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রার্থনা (পদ ৩ দেখুন), যেন রাজা দায়ূদের শত্রুরা তাদের সমুচিত জবাব পায়। এই অধ্যায়টি তিনটি জোড়া পদের সমন্বয়ে গঠিত, যেগুলোর দৈর্ঘ্য ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে (হিব্রু সংস্করণে) যেন ঈশ্বরের প্রতি অটল বিশ্বাস ও তাঁর প্রশংসা ও মহিমার জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ের একটি রূপকার্থক পিরামিড তৈরি হয় (৫-৬ পদ দেখুন)।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। দায়ূদের সঙ্গীত।

[১] কত কাল, সদাপ্রভু, আমাকে নিয়ত ভুলে থাকবে?
কত কাল আমা থেকে তোমার মুখ লুকিয়ে রাখবে?
[২] কত কাল আমি প্রাণের মধ্যে ব্যথা বহন করবো,
অন্তরের মধ্যে বিষাদকে সারা দিন রাখব?
কত কাল শত্রু আমার উপরে প্রবল থাকবে?
[৩] হে সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর, দৃষ্টিপাত কর,
আমাকে উত্তর দাও;
আমার চোখ আলোকময় কর,
পাছে আমি মৃত্যু-নিদ্রায় নিদ্রিত হই;
[৪] পাছে শত্রু বলে, আমি তাকে জয় করেছি;
পাছে আমি বিচলিত হলে শত্রুরা উল্লাস করে।
[৫] কিন্তু আমি তোমার অটল প্রেমে নির্ভর করেছি;
আমার অন্তর তোমার উদ্ধারে উল্লসিত হবে।
[৬] আমি সদাপ্রভুর উদ্দেশে গান গাইব,
কেননা তিনি আমার মঙ্গল করেছেন।

গীত ১৩ : ক্রশরেফারেন্স

[১৩:১] গীত ৬:৩
[১৩:১] গীত ৪২:৯; বিলাপ ৫:২০
[১৩:১] দ্বি.বি. ৩১:১৭; গীত ২২:২৪; যিশা ৮:১৭; ৫৪:৯
[১৩:২] গীত ৪২:৪; ৫৫:২; ১৩৯:২৩; যিশা ৩৩:১৮; দানি ৭:২৮
[১৩:২] গীত ৯৪:৩
[১৩:৩] গীত ৯:১২; ২৫:১৮; ৩১:৭; ৩৫:২৩; ৫৯:৪; ৮০:১৪; ১০৭:৪১; ১১৯:৫০,১৫৩
[১৩:৩] গীত ৪:১
[১৩:৩] ইব্রা ৯:৮
[১৩:৩] গীত ৭৬:৫; ৯০:৫; যির ৫১:৩৯
[১৩:৪] ১রাজা ১৯:২; গীত ২৫:২
[১৩:৪] গীত ৩৮:১৬; ১১৮:১৩
[১৩:৫] গীত ৬:৪
১৩:৫] ইয়োব ৩৩:২৬; গীত ৯:১৪; যিশা ২৫:৯; ৩৩:২
[১৩:৬] যাত্রা ১৫:১; গীত ৭:১৭

গীত ১৩ এর নোটসমূহ

শিরোনাম: প্রধান বাদ্যকরের জন্য। গীত ৪ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।
১৩:১-২ দীর্ঘ ও মারাত্মক এক পীড়ার জন্য অসহিষ্ণু এক অভিযোগ।
১৩:১ কত কাল ... ? ৬:৩ পদের নোট দেখুন। **ভুলে থাকবে:** অর্থাৎ উপেক্ষা করবে। **মুখ লুকিয়ে রাখবে?:** এখানে কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে "ভুলে থাকবে" কথাটির সাথে সামঞ্জস্য তৈরি করার জন্য (৪৪:২৪ পদ দেখুন)। প্রয়োজনের মুহূর্তে গীত রচয়িতা প্রায়শই ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করেছেন কেন তিনি তাঁর মুখ লুকিয়ে রাখেন (৩০:৭; ৪৪:২৪; ৮৮:১৪)। আবার কোন কোন জায়গায় বিনতি করা হয়েছে যেন তিনি এভাবে তাঁর মুখ লুকিয়ে না রাখেন (২৭:৯; ৬৯:১৭; ১০২:২; ১৪৩:৭)। যখন তিনি তাঁর মুখ লুকিয়ে রাখেন, তখন যারা তাঁর

উপরে নির্ভর করে তারা হতাশায় মৃয়মাণ হয়ে পড়ে (৩০:৭; ১০৪:২৯ পদ দেখুন)। যখন তাঁর মুখ কোন ব্যক্তির উপরে আলোকিত হয়ে ওঠে, তখন সেই ব্যক্তির জীবনে আসে আশীর্বাদ ও মুক্তি (৪:৬ পদের নোট দেখুন; ৩১:১৬; ৪৪:৩; ৬৭:১; ৮০:৩,৭,১৯; ১১৯:১৩৫; সেই সাথে গণনা ৬:২৫ পদের নোটও দেখুন)।

১৩:২ অন্তর: ৪:৭ পদের নোট দেখুন।

১৩:৩-৪ মৃত্যু থেকে উদ্ধার পাবার জন্য আকুতি।

১৩:৩ আমার চোখ আলোকময় কর: অর্থাৎ আমাকে উদ্ধার কর (৬:৭ পদের নোট দেখুন)।

১৩:৪ ৩:২; ৫:৯ পদের নোট দেখুন। **বিচলিত:** এখানে মূলত মৃত্যুতে পতিত হওয়ার কথা বোঝানো হয়েছে (১৮:৩৮; ৮২:৭; ১০৬:২৬; বিচারকর্তৃগণ ৫:২৭; ২ শমূয়েল ১:১৯; ইয়োব ১৮:১২ পদ দেখুন)।

১৩:৫ অটল ভালবাসা: ৬:৪ পদের নোট দেখুন। ৬:৪ পদের নোট দেখুন। **উল্লসিত:** রাজা দায়ূদ উল্লসিত হবেন, তাঁর শত্রুরা নয়।

১৩:৬ আমি সদাপ্রভুর উদ্দেশে গীত গাইব: ৭:১৭ পদের নোট দেখুন। **কেননা তিনি আমার মঙ্গল করেছেন:** ১১৯:৬৮; ১৩৬:১; ১ বংশাবলি ১৬:৩৪ পদের নোট দেখুন।

উপসংহার: ঈশ্বরভক্ত লোকদের বিশ্বাস তাদের জীবনে বিজয় নিয়ে আসবে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

রাজা শৌলের কাছ থেকে যখন দায়ূদ পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন তখন দায়ূদ মনে করেছিলেন যে, ঈশ্বর তাঁকে ছেড়ে চলে গেছেন। কিন্তু এই সন্দেহ দূর হয়ে যায়, এবং এর পরিবর্তে তিনি ঈশ্বরের প্রশংসা করেছেন।

১. আপনি কখন নিজেকে ঈশ্বরের দ্বারা পরিত্যক্ত অনুভব করেছেন?
২. আপনার জীবনে এমন কি ঘটেছিল যাতে আপনার বিশ্বাস ও আশা পুনরায় ফিরে এসেছে?
৩. আপনি কিভাবে এমন পরিস্থিতিতে বসবাস করতে পারেন?

গীত ১৪

মানুষের দুষ্টতা

ভূমিকা: অনেক লোক আছে যারা মনে করে ঈশ্বর বলতে কেউ নেই এবং তারা অন্যদের উপরে নির্মমভাবে অত্যাচার করে থাকে (গীত ৫৩ অধ্যায়টি অনেক ক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি বলে মনে হতে পারে)। ঈশ্বরের প্রতি ভয়হীন লোকদের ঔদ্ধত্ব সম্পর্কে গীত ১০ ও ১২ অধ্যায়েও বেশ কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। গীত ১১ অধ্যায়ের মত এখানেও বলা হয়েছে যে, ধর্মময় সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁর স্বর্গীয় সিংহাসনে উপবিষ্ট রয়েছেন। এই গীতটি

প্রার্থনার গীতগুচ্ছের সঙ্কলনের ইতি টেনেছে, যা শুরু হয়েছে ৩ অধ্যায় থেকে। গীত ৮ অধ্যায়ে মানব জাতির অভূতপূর্ব গৌরব ও সম্মান (৮:৫) বর্ণনা করার পর এই গীতটি মানব জাতির অবমাননাকে বর্ণনা করেছে। শুরুতে মানুষের মর্যাদা ও সম্মানের এক অতি উচ্চ অবস্থানের বর্ণনা দানের পর তাদের অবমাননা ও পতনের কথা বর্ণনা করার কারণে বৈপরীত্যটি আর বেশি করে দৃষ্টিগোচর হয়।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। দায়ূদের।

গীত ১৪ : ক্রশরেফারেন্স

১ মূঢ় মনে মনে বলেছে, "ঈশ্বর নেই"।
তারা নষ্ট, তারা ঘৃণার কাজ করেছে;
সৎকর্ম করে এমন কেউই নেই।
২ সদাপ্রভু স্বর্গ থেকে মানবজাতির প্রতি নিরীক্ষণ করলেন;
দেখতে চাইলেন, বুদ্ধিপূর্বক কেউ চলে কি না,
ঈশ্বরের খোঁজ করে এমন কেউ আছে কি না।
৩ সকলে বিপথে গেছে, সকলেই একসঙ্গে খারাপ হয়ে গেছে;
সৎকর্ম করে এমন কেউই নেই, এক জনও নেই।
৪ তাদের কি কোন জ্ঞান নেই,
যে সমস্ত দুর্বৃত্তরা খাদ্য গ্রাস করার মত
আমার লোকদেরকে গ্রাস করে,
সদাপ্রভুকে ডাকে না?
৫ ঐ সব লোকেরা ভীষণ ভয় পেয়েছে;
কেননা ঈশ্বর ধার্মিক বংশের মধ্যবর্তী।
৬ তোমরা দরিদ্রের পরিকল্পনাকে লজ্জিত করছো;
কেননা সদাপ্রভু তার আশ্রয়।
৭ আহ! ইস্রায়েলের পরিত্রাণ সিয়োন থেকে উপস্থিত হোক।
সদাপ্রভু যখন তাঁর লোকদের বন্দীত্ব ফেরাবেন,
তখন যাকোব উল্লসিত হবে, ইস্রায়েল আনন্দ করবে।

[১৪:১] গীত ১০:৪
[১৪:২] ইয়োব ৪১:৩৪; গীত ৮৫:১১; ১০২:১৯; বিলাপ ৩:৫০
[১৪:২] গীত ৯২:৬
[১৪:২] ইষা ৬:২১
[১৪:৩] ১শমূ ৮:৩; ১তীম ৫:১৫
[১৪:৩] ২পিতর ২:৭
[১৪:৩] ১রাজা ৮:৪৬; গীত ১৪৩:২; উপ ৭:২০
[১৪:৩] রোমীয় ৩:১০-১২
[১৪:৪] গীত ৮২:৫; যিরি ৪:২২
[১৪:৪] গীত ২৭:২; মীখা ৩:৩
[১৪:৪] গীত ৭৯:৬; যিশা ৬৪:৭; ৬৫:১; যিরি ১০:২৫; হোশেয় ৭:৭
[১৪:৬] ২শমূ ২২:৩
[১৪:৭] গীত ২:৬
[১৪:৭] দ্বি.বি. ৩০:৩; যিরি ৪৮:৪৭

গীত ১৪ এর নোটসমূহ

শিরোনাম: প্রধান বাদ্যকরের জন্য: গীত ৪ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

১৪:১-৩ দুষ্টদের চরিত্র সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে: প্রেরিত পৌল এই পদগুলোকে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে পরিবর্তিত রূপে ব্যবহার করেছেন (রোমীয় ৩:১০-১২ পদ দেখুন)।

১৪:১ মূঢ়: এই শব্দের হিব্রু প্রতিশব্দটি হচ্ছে 'নাবাল'; এর অর্থ সম্পর্কে জানতে দেখুন ১ শমূয়েল ২৫:২৫; ২ শমূয়েল ১৩:১৩; যিশাইয় ৩২:৫-৭। হিতোপদেশ পুস্তকে 'মূঢ়' শব্দটির আরও দুটি হিব্রু প্রতিশব্দ দেখা যায়; হিতোপদেশ ১:৪,৭ পদের নোট দেখুন। **মনে মনে বলেছে:** ৩:২ পদের নোট দেখুন। **মন:** ৪:৭ পদের নোট দেখুন। **ঈশ্বর নেই:** নাস্তিকদের মধ্যে প্রচলিত খুব সাধারণ কথা (১০:৪,৬,১১,১৩; ৩৬:১; সেই সাথে ১০:৪

পদের নোটও দেখুন)। **সৎকর্ম করে এমন কেউই নেই।** প্রেক্ষাপট অনুসারে এই উক্তিটির সীমাবদ্ধতা রয়েছে। উপরন্তু ৩ পদে "মূঢ়" বলতে বোঝানো হয়েছে এমন ব্যক্তিকে যে ঈশ্বর সম্পর্কে জানে না এবং যারা ধার্মিক তাদের উপরে এই লোকেরা আক্রোশ ও ক্রোধ বর্ষণ করে (পদ ৫) – যা দেখা যায় ৯:১৯-২০; ১০:২-১১,১৩,১৮; ১২:১-৪, ৭-৮ পদে (এই ধরনের পরিস্থিতির কথা গীত ১১ অধ্যায়েও দেখা যায়)। অন্যান্য গীতে গীত রচয়িতাগণ নিজেদেরকে তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন নি যারা ঈশ্বরের চোখে ধার্মিক নয় (১৩০:৩; ১৪৩:২ দেখুন; এর সাথে দেখুন ১ রাজাবলি ৮:৪৬; ইয়োব ৯:২; উপদেশক ৭:২০)।

১৪:২ সদাপ্রভু: "মূঢ়" শব্দটির সাথে এই নামটি এক তীব্র বৈপরীত্য সৃষ্টি করে (পদ ১)। **স্বর্গ থেকে মানবজাতির প্রতি নিরীক্ষণ করলেন।** ৩৩:১৩-১৪ পদ দেখুন। **ঈশ্বরের খোঁজ করে এমন কেউ:** "ঈশ্বরের খোঁজ করার" অর্থ হচ্ছে যা নৈতিকতার দিক থেকে শুদ্ধ এমন বিষয়ের অনুসন্ধান করা (আমোস ৫:১৪-১৫); সমস্ত মানবীয় সম্পর্কে ন্যায্যতার অনুসন্ধান করা (যিশা ১:১৭)। গীত ১৫ অধ্যায়ও দেখুন।

১৪:৩ সকলে বিপথে গেছে: ঈশ্বর ও তাঁর মঙ্গলময়তা থেকে দূরে সরে গেছে।

১৪:৪-৬ দুষ্টদের সমস্ত মন্দ কাজ ও বোকামি প্রকাশ পেয়ে গেছে।

১৪:৪ তাদের কি কোন জ্ঞান নেই?: হিব্রু সংস্করণে একটি গীতের ঠিক মাঝখানের পদটিতে পুরো গীতের মূল বক্তব্য প্রকাশ পায় (৬:৬ পদের নোট দেখুন), যেখানে পুরো গীতের একটি নাটকীয় পট পরিবর্তন ঘটে। **খাদ্য গ্রাস করার মত ... সদাপ্রভুকে ডাকে না?:** দুষ্টদের চরিত্রে আরও একটি বৈশিষ্ট্য যোগ করা হল: তারা তাদের নিজেদের কৃত সহিংসতার মধ্য দিয়ে জীবন ধারণ করে এবং তারা কোনভাবেই সদাপ্রভু ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করে না (১০:২-৪ পদ দেখুন)।

১৪:৫ ঈশ্বর ধার্মিক ব্যক্তিদের সুরক্ষা দান করেন, তা দেখার পরও এই সমস্ত দুর্বৃত্তদের শিক্ষা হয় নি। **ধার্মিক বংশ:** ১:৫ পদের নোট দেখুন।

১৪:৬ দরিদ্র: যাদের নিজেদেরকে রক্ষা করার মত সহায় বা উপকরণ নেই। এই একই শব্দের হিব্রু প্রতিশব্দকে ১০:২ পদে অনুবাদ করা হয়েছে "দুর্বল" এবং ১০:৯, ১২ পদে "অসহায়" বলা হয়েছে। **আশ্রয়:** ২:১২ পদের নোট দেখুন।

১৪:৭ গীত রচয়িতা ইস্রায়েলের শত্রুদের হাত থেকে তার পরিপূর্ণ মুক্তি কামনা করছেন। যখন ঈশ্বর দুর্বলদেরকে তাদের উপরে আক্রমণকারীদের হাত থেকে রক্ষা করবেন তখনই এই মুক্তি সাধিত হবে। এ ধরনের বিষয় সম্পর্কে আরও দেখুন ১০:১৬-১৮ পদে; উক্ত পদের নোট দেখুন। **সিয়োন:** ৯:১১ পদের নোট দেখুন। **যাকোব ... ইস্রায়েল:** সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে (আদি ৩২:২৮ পদ দেখুন)।

উপসংহার: এই গীতে সত্যিকারের বিশ্বাস থেকে মানব জাতির সরে যাওয়া এবং তাদের দুষ্টতা বর্ণনা করা হয়েছে। এই রকম অবস্থা যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের আগে যখন ইস্রায়েল ভীষণ অত্যাচার ও দুঃখ-কষ্ট ভোগ করবে তখন দেখা যাবে। খ্রীষ্টের আগমন অযিহূদীদের জন্য উদ্ধার ও আনন্দপূর্ণ পুনঃস্থাপন বয়ে আনবে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্নঃ

১. আপনি কি একমত হবেন যে, বারো বছর বয়সী একজন বিশ্বাসী একজন নাস্তিক দার্শনিকের চেয়ে বেশি জ্ঞানী? আপনার উত্তরের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরুন।
২. কেন যারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে বিশ্বাস অস্বীকার করে?

গীত ১৫

ঈশ্বরভক্ত লোকদের চরিত্র

ভূমিকা: গীত ১৫ অধ্যায়টির সুস্পষ্ট সম্পূরক অধ্যায় হচ্ছে ২৪ অধ্যায়। এই দুটি অধ্যায় তাদের মধ্যবর্তী অধ্যায়গুলোকে নিয়ে তৈরি করেছে একটি গীত গুচ্ছের সঙ্কলন, যার কেন্দ্রস্থিত ১৯ অধ্যায়টি কাজ করেছে কাহিনীর ধারাবাহিকতার সর্বোচ্চ ক্রান্তিস্থান হিসেবে (গীত ১৬ ও ২৩, গীত ১৭ ও ২২ এবং গীত ১৮ ও ২০-২১ অধ্যায়ের মধ্যবর্তী বিষয়বস্তুগত সংযোগ সম্পর্কে জানতে উক্ত অধ্যায়গুলোর ভূমিকা দেখুন)। ১৫ ও ২৪ অধ্যায় দুটি বিষয়বস্তুগত দিক থেকে এক, কারণ এখানে ঈশ্বরের মহা মহিমা ও মানুষের নৈতিক শুদ্ধতার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে, যে নৈতিক শুদ্ধতা ও পবিত্রতা না থাকলে কেউ সদাপ্রভুকে দেখতে পায় না (ইব্রীয় ১২:১৪)। এই অংশের কেন্দ্রস্থিত অধ্যায়টি হচ্ছে ১৯ অধ্যায়, যেখানে সৃষ্টিজগতের মাঝে ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতিফলিত গৌরব ও মহিমা প্রকাশিত হয়েছে এবং সেই সাথে ঈশ্বরের বিধান পালন, ক্ষমা করা ও মানুষের প্রতি পরিচর্যা কাজ করার মধ্য দিয়ে কিভাবে নৈতিক শুদ্ধতা ও পবিত্রতা অর্জন করা যায় সে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। এই তিনটি গীত এক সাথে (১৫; ১৯; ২৪) এমন একটি বার্তা তুলে ধরে যা গীত ১৪ অধ্যায়ের সম্পূরক হিসেবে কাজ করেছে এবং সেই সাথে গীত ১ অধ্যায়ের নির্দেশনার পুনরাবৃত্তি করেছে। যারা ঈশ্বরের মন্দিরে এসে তাঁর উপস্থিতি লাভ করতে চায় তাদের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে (২৪:৩-৬; যিশাইয় ৩৩:১৪-১৬ পদ দেখুন)।

দায়ূদের সঙ্গীত।

১ হে সদাপ্রভু, তোমার তাম্বুত কে প্রবাস করবে?
তোমার পবিত্র পর্বতে কে বসতি করবে?
২ যে ব্যক্তি সিদ্ধ আচরণ ও ধর্মকর্ম করে,
এবং অন্তরে সত্য কথা বলে।
৩ যে অপবাদ জিহ্বাগ্রে আনে না,
বন্ধুর অপকার করে না,
নিজের প্রতিবেশীর দুর্নাম করে না।
৪ যার দৃষ্টিতে দুষ্টলোক তুচ্ছনীয় হয়;
যে সদাপ্রভুর ভয়কারীদের মান্য করে,

গীত ১৫ : ক্রশরেফারেন্স

[১৫:১] যাত্রা ২৯:৪৬; গীত ২৩:৬; ২৭:৪; ৬১:৪
[১৫:১] যাত্রা ২৫:৮; ১বংশা ২২:১৯; গীত ২০:২; ৭৮:৬৯; ১৫০:১
[১৫:১] যাত্রা ১৫:১৭
[১৫:২] আদি ৬:৯; গীত ১৮:৩২; ইফি ১:৪; ১থিষ ৩:১৩; তীত ১:৬
[১৫:২] হিতো ১৬:১৩; যিশা ৪৫:১৯; যিরি ৭:২৮; ৯:৫; সখ ৮:৩, ১৬; রোমীয় ৯:১; ইফি ৪:২৫
[১৫:৩] লেবী ১৯:১৬
[১৫:৪] ইয়োব ১৯:৯; প্রেরিত ২৮:১০
[১৫:৪] দ্বি.বি. ২৩:২১; যিহো ৯:১৮; মথি

শপথ করলে ক্ষতি হলেও অন্যথা করে না;
৫ সুদের জন্য টাকা ধার দেয় না,
নির্দোষের বিরুদ্ধে ঘুষ নেয় না;
এসব কাজ যে করে,
সে কখনও বিচলিত হবে না।

৫:৩৩
[১৫:৫] যাত্রা ২২:২৫
[১৫:৫] যাত্রা ১৮:২১; ১শমূ ৮:৩; প্রেরিত ২৪:২৬
[১৫:৫] ইয়োব ২৯:১৮; গীত ২১:৭; ১১২:৬; প্রেরিত ২:২৫; ইব ১২:২৮; ২পিতর ১:১০

গীত ১৫ এর নোটসমূহ

১৫:১ প্রবাস করবে ... বসতি করবে। একজন পুরোহিত হিসেবে নয়, বরং ঈশ্বরের একজন সম্মানিত অতিথি হিসেবে তাঁর পবিত্র ও রাজকীয় বাসগৃহে, অর্থাৎ তাঁর মন্দিরে বাস করার কথা বলা হয়েছে (২৩:৬; ২৭:৪-৬; ৬১:৪; ৮৪:১০; ২ শমূয়েল ১২:২০)। **পবিত্র পর্বত।** ২:৬ পদের নোট দেখুন।

১৫:২-৫ উৎসর্গ বা ধর্মকর্মের মাধ্যমে পবিত্র হওয়া নয় (যা প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে দেখা যেত), বরং নৈতিক ধার্মিকতা, যার মধ্য দিয়ে সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর আমাদের নিকটবর্তী হন (মোশির মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত ঈশ্বরের মৌলিক ব্যবস্থা থেকে দেখুন: যাত্রা ২০:১-১৭; সেই সাথে দেখুন যিশাইয় ১:১০-১৭; ৩৩:১৪-১৬; ৫৮:৬-১০; যিরমিয় ৭:২-৭; নহিমিয় ১৮:৫-৯; হোশেয় ৬:৬; আমোস ৫:১৪-১৫, ২১-২৪; মীখা ৬:৬ -৮; সখ ৭:৯-১০; ৮:১৬-১৭)।

১৫:২ যে ব্যক্তি সিদ্ধ আচরণ ও ধর্মকর্ম করে: এই অধ্যায়ে ধার্মিক ব্যক্তির যে সকল বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়েছে সেগুলোর সবগুলোর একটি সংক্ষেপিত সারমর্ম। **সিদ্ধ আচরণ:** অর্থাৎ যার আচরণ নির্দোষ। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ততা এবং তাঁর আইন-কানুনের নির্দেশনার প্রতি বাধ্যতার সংমিশ্রণই হচ্ছে সিদ্ধ আচরণ। আদি ১৭:১ পদের নোট দেখুন। এই শব্দের হিব্রু প্রতিশব্দটি বিভিন্ন পদে বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়েছে: সকল বিষয়ে বিশ্বস্ততা (১৮:২৩; ৩৭:১৮; ৮৪:১; ১০১:২,৬; ১১৯:১,৮০; যিহোশূয় ২৪:১৪); সম্মানের সাথে (বিচার ৯:১৬, ১৯)। গীত ৭:৮ পদে এই শব্দেরই আরেকটি কাছাকাছি অর্থবোধক শব্দকে বলা হয়েছে "অন্তরের শুদ্ধতা"। **ধর্মকর্ম করে:** ১:৫ পদের নোট দেখুন।

১৫:৩ জিহ্বাগ্র: ৫:৯ পদের নোট দেখুন।

১৫:৪ যার দৃষ্টিতে দুষ্টলোক তুচ্ছনীয় হয়: অর্থাৎ ঈশ্বরের চোখে যারা পরিত্যাজ্য তাদেরকে যারা তুচ্ছ করে। যারা দুষ্ট বা যারা মন্দ কাজ করে, তারাই ঈশ্বরের চোখে পরিত্যাগের যোগ্য হয়। **সদাপ্রভুর ভয়কারী:** যারা সকল ক্ষেত্রে ঈশ্বরকে সম্মান করে এবং তাঁর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধার কারণে তাঁরই ইচ্ছা অনুসারে নিজেদেরকে জীবন পরিচালনা করে (আদি ২০:১১ পদের নোট দেখুন)।

১৫:৫ সুদ: যাত্রা ২২:২৫-২৭ পদের নোট দেখুন। **বিচলিত হবে না:** ১০:৬ পদের নোট দেখুন।

উপসংহার: উপাসনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরভক্ত লোকদের সঙ্গে ঈশ্বরের যোগাযোগ ঘটে। তারা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী জীবন কাটায়।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্নঃ

১. ভাল কাজ আমাদের পরিত্রাণ দিতে পারে না, কিন্তু আমরা যে পরিত্রাণ পেয়েছি আমাদের ভাল কাজ তা প্রমাণ করে (ইফি ২:৮-১০)। কোন্ ভাল কাজটির জন্য একজন ব্যক্তি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে করি যে, সে পরিত্রাণ পেয়েছে?

২. দায়ূদ স্বর্গ আকাঙ্খা করেছিলেন। স্বর্গের কোন বিষয়টি আপনার জন্য আকাঙ্খার বস্তু বলে মনে করেন? যদি কেউ স্বর্গ সম্পর্কে প্রশ্ন করে তখন আপনি কিভাবে সাড়া দেবেন?

৩. দায়ুদ সততা, ন্যায় বিচার, এবং আন্তরিকতাকে দাম দিয়েছেন। খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা বাড়ীতে, মণ্ডলীতে এবং ব্যবসার জায়গায় এই গুণাবলী কিভাবে অনুশীলন করতে পারে?

গীত ১৬

সদাপ্রভুর মধ্যেই নির্ভরতা ও নিরাপত্তা

ভূমিকাঃ ঈশ্বরের কাছ থেকে সুরক্ষা লাভের জন্য একটি প্রার্থনা। এতে মৃত্যুর ভয় থেকে উদ্ধারের জন্য ঈশ্বরের কাছে আবেদন করা হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু অনুসারে এই গীতটিকে বিশ্বাসের গীত নামেও আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে এই গীতটির সাথে বিষয়বস্তুগত দিক থেকে সবচেয়ে বেশি মিল পাওয়া যায় গীত ২৩ অধ্যায়ের। এই দুটি গীত এক সাথে ঈশ্বরের প্রতি আস্থা বা বিশ্বাসকে গীতসংহিতার দ্বিতীয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে প্রকাশ করে। এই দুটি অধ্যায়ের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু হচ্ছে ঈশ্বরের বিধান তথা আইন-কানুনের প্রতি বাধ্যতা। যারা ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে তাদের প্রার্থনা ও বিনতি নিয়ে আসবে তাদের প্রত্যেককেই সদাপ্রভুর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস পূর্ণরূপে স্থাপন করতে হবে এবং সেই সাথে ঈশ্বরের আইন-কানুনও পরিপূর্ণভাবে পালন করতে হবে।

দায়ূদের মিক্‌তাম।

১ হে ঈশ্বর, আমাকে রক্ষা কর,
কেননা আমি তোমার আশ্রয় নিয়েছি।
২ আমি সদাপ্রভুকে বলেছি তুমিই আমার প্রভু;
তুমি ছাড়া আর কিছুতে আমার মঙ্গল নেই।
৩ পৃথিবীতে যে পবিত্র ব্যক্তিরা থাকেন,
তাঁরা আদরণীয়, আমার সমস্ত প্রীতির পাত্র।
৪ যারা দেব-দেবতাকে উপহার দেয়
তাদের যাতনা বৃদ্ধি পাবে;

গীত ১৬ : ক্রশরেফারেন্স

[১৬:১] গীত ১২:৭
[১৬:১] গীত ২:১২
[১৬:২] গীত ৩১:১৪; ১১৮:২৮; ১৪০:৬
[১৬:২] গীত ৭৩:২৫
[১৬:৩] দ্বি.বি. ৩৩:৩; গীত ৩০:৪; ৮৫:৮; দানি ৭:১৮; প্রেরিত ৯:১৩; রোমীয় ১:৭
[১৬:৩] গীত ১০১:৬
[১৬:৪] যাত্রা ১৮:১১; ২০:৩; দ্বি.বি. ৮:১৯; ৩১:২০

রক্তরূপ তাদের পেয় নৈবেদ্য আমি উৎসর্গ করবো না,
আমার ওষ্ঠাধরে তাদের নাম নেব না।
৫ সদাপ্রভু আমার বেছে নেওয়া সম্পত্তি
ও আমার পানপাত্র;
তুমিই আমার অধিকার স্থায়ী করেছ।
৬ আমার জন্য সীমারেখা মনোহর স্থানে পড়েছে,
আমার অধিকার আমার পক্ষে শোভাযুক্ত।
৭ আমি সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করবো,
তিনিই আমাকে মন্ত্রণা দিয়েছেন,
রাতেও আমার অন্তর আমাকে প্রবোধ দেয়।
৮ আমি সদাপ্রভুকে নিয়ত সম্মুখে রেখেছি;
তিনি তো আমার ডান পাশে আছেন,
আমি বিচলিত হব না।
৯ এজন্য আমার অন্তর আনন্দিত,
ও আমার গৌরব উল্লসিত হল;
আমার দেহও নির্ভয়ে বাস করবে।
১০ কারণ তুমি আমার প্রাণ পাতালে পরিত্যাগ করবে না,
তুমি নিজের বিশ্বস্ত দাসের ক্ষয় দেখতে দেবে না।
১১ তুমি আমাকে জীবনের পথ জানাবে,
তোমার সম্মুখে তৃপ্তিকর আনন্দ,
তোমার ডান হাতে নিত্য সুখভোগ।

[১৬:৪] গীত ৩২:১০; হিতো ২৩:২৯
[১৬:৪] যাত্রা ২৩:১৩
[১৬:৫] লেবী ২:২
[১৬:৫] গীত ২৩:৫; ৭৫:৮; [১৬:১৩; যিশা ৫১:১৭; বিলাপ ৪:২১; যিহি ২৩:৩২-৩৪; হবক্ ২:১৬
[১৬:৫] ইয়োব ৩১:২
[১৬:৬] দ্বি.বি. ১৯:১৪; গীত ১০৪:৯; হিতো ৮:২৯; যিরি ৫:২২
[১৬:৬] ইয়োব ২২:২৬
[১৬:৭] গীত ৭৩:২৪; হিতো ১৫:২২; যিশা ১১:২
[১৬:৭] ইয়োব ৩৫:১০; গীত ৪২:৮; ৭৭:৬
[১৬:৮] ১রাজা ২:১৯; ১বংশা ৬:৩৯; গীত ৭৩:২৩
[১৬:৮] গীত ১৫:৫
[১৬:৯] গীত ৪:৭; ১৩:৫; ২৮:৭; ৩০:১১
[১৬:৯] দ্বি.বি. ৩৩:২৮
[১৬:১০] গণনা ১৬:৩০; গীত ৩০:৩; ৩১:১৭; ৮৬:১৩; হোশেয় ১৩:১৪
[১৬:১০] রাজা ১৯:২২
[১৬:১০] ইয়োব ১৭:১৪; প্রেরিত ২:৩১; ১৩:৩৫
[১৬:১১] গীত ১৩৯:২৪; মথি ৭:১৪
[১৬:১১] প্রেরিত ২:২৫-২৮
[১৬:১১] গীত ২১:৬
[১৬:১১] গীত ৮০:১৭

গীত ১৬ এর নোটসমূহ

শিরোনাম: দায়ূদের মিক্তাম। মিক্তাম শব্দটির অর্থ এখনো অস্পষ্ট। অবশ্য শব্দটির প্রাথমিক যে ধারণা পাওয়া যায় তা হচ্ছে ভয়ঙ্কর বিপদের সময় দায়ূদ যে সমস্ত প্রার্থনা করেছেন তথা গীত গেয়েছেন, সেগুলোতেই শুধু এই কথাটি দেখতে পাওয়া যায় (গীত ৫৬-৬০ অধ্যায় দেখুন)।

১৬:১ দায়ূদের বিনতি ও এর কারণ প্রকাশ করা হয়েছে। গীতটির পরবর্তী অংশ এই বিষয়টিকেই বর্ণনা করেছে।

১৬:২-৪ সদাপ্রভু ঈশ্বর হলেন রাজা দায়ূদের জন্য একমাত্র মঙ্গলজনক বিষয় (৭৩:২৫, ২৮ পদ দেখুন)। জাগতিক মানুষেরা যে সমস্ত দেব-দেবতার পূজা করে দায়ূদ তাদের দিকে ফিরেও তাকান না (৪:২ পদ দেখুন)।

১৬:৩ গীত ১০১ অধ্যায় দেখুন।

১৬:৪ তাদের যাতনা বৃদ্ধি পাবে। দায়ূদের বেছে নেওয়া সম্পত্তি ও পানপাত্রের বিপরীত (পদ ৫; ১১:৬ পদের নোট দেখুন), যা তাঁকে আরও বেশি আনন্দ দেয় (৭৩:১৮-২৬ পদ দেখুন)। **রক্তরূপ তাদের পেয় নৈবেদ্য:** বেদিতে উৎসর্গকৃত পশুর রক্ত। **তাদের নাম নেব না:** তাদের কাছে বিনতি না জানানো বা তাদের উপাসনা না করার কথা বোঝানো হয়েছে

(যিহোশূয় ২৩:৭ পদ দেখুন)।

১৬:৫-৬ ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত উত্তরাধিকারের আনন্দ। প্রতিজ্ঞাত দেশে সদাপ্রভু তাঁর লোকদেরকে যা কিছু দিয়েছেন সে সম্পর্কে দায়ূদ বলেছেন। তিনি সেখানকার ভূমির সম্পদের কথাও বোঝাতে পারেন (গণনা ১৬:১৪ পদ দেখুন) কিংবা স্বয়ং সদাপ্রভু ঈশ্বরকেও বোঝাতে পারেন (যেমনটা দেখা যায় ৭৩:২৬; ১১৯:৫৭; ১৪২:৫; বিলাপ ৩:২৪ পদে দেখা যায়), যিনি পুরোহিতদের (গণনা ১৮:২০ পদ দেখুন) এবং লেবীয়দের (দ্বিতীয় বিবরণ ১০:৯ পদ দেখুন) উত্তরাধিকার দান করেছেন।

১৬:৫ পানপাত্রঃ একটি বিশেষ রূপকার্থক শব্দ, যার মধ্য দিয়ে অতিথিদেরকে গৃহকর্তা কর্তৃক পানীয় দ্বারা আপ্যায়ন করার কথা বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি ধার্মিক, তাকে সদাপ্রভু ঈশ্বর অনুগ্রহের (২৩:৫ পদ দেখুন) বা পরিত্রাণের পানপাত্র দান করবেন (১১৬:১৩)। কিন্তু যে ব্যক্তি মন্দ তাকে ঈশ্বর তাঁর ক্রোধের পানপাত্র থেকে পান করাবেন (যিরমিয় ২৫:১৫; প্রকাশিত ১৪:১০; ১৬:১৯ পদ দেখুন)। **অধিকার স্থায়ী করেছঃ** ঠিক যেভাবে প্রত্যেক ইস্রায়েলীয় পরিবার তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সমস্ত ভূমি স্থায়ীভাবে নামকরণ করত (লেবীয় ২৫ অধ্যায়; গণনা ৩৬:৭ পদ দেখুন)।

১৬:৭-৮ মন্ত্রণা দানকারী ও রক্ষাকারী সদাপ্রভুর প্রশংসা।

১৬:৭ মন্ত্রণাঃ জীবন পরিচালনার জন্য পথ নির্দেশনা (পদ ১১ দেখুন)। **অন্তরঃ** আক্ষরিক অর্থে "কলিজা" বা "বৃক্ক" (৭:৯ পদের নোট দেখুন)। এখানে মূলত চেতনা বা বিবেকের কথা বলা হয়েছে।

১৬:৮ তিনি তো আমার দক্ষিণেঃ সদাপ্রভু সব সময় আমাদেরকে ধরে রাখেন ও আমাদের রক্ষা করে থাকেন (৭৩:২৩; ১০৯:৩১; ১১০:৫; ১২১:৫ পদ দেখুন); ১১ পদে ঈশ্বরের ডান হাতের বিষয়ে প্রশংসা সূচক বাক্য রয়েছে। **আমি বিচলিত হব নাঃ** ১০:৬ পদের নোট দেখুন।

১৬:৯-১১ ঈশ্বরের বিশ্বস্ত পরিচর্যা আমাদেরকে যে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা দেয় তার আনন্দের কথা এখানে বলা হয়েছে। দায়ূদ এখানে তাঁর নিজের সম্পর্কে এবং সদাপ্রভু ঈশ্বরের অনুগ্রহপূর্ণ পরিচর্যা ও তত্ত্বাবধানের কারণে যে আনন্দময় জীবন উপভোগ করছেন সে সম্পর্কে বলেছেন। গীত রচয়িতা সদাপ্রভু ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করেন, যিনি তাঁকে জীবনের সুরক্ষা ও নিশ্চয়তা দান করেছেন। এ কারণেই তিনি বলেছেন, সদাপ্রভু তাঁকে জীবনের পথ চিনিয়েছেন, (পদ ১১)। তিনি কবর পর্যন্তও কোনভাবে ঈশ্বরকে ত্যাগ করবেন না। যদি দেহ ও অন্তর দুর্বল হয়ে পড়ে, তবুও তিনি ঈশ্বরকে ছাড়বেন না (৭৩:২৬)। তবে এই আশ্বাস বাণীর মধ্যে এই দৃঢ় বিশ্বাসও রয়েছে যে, সদাপ্রভুকে আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করলে কবরও জীবন কেড়ে নিতে পারে না (১৭:১৫; ৭৩:২৪ পদ দেখুন; এর সাথে ১১:৭ পদের নোট দেখুন)। শুধুমাত্র দায়ূদ নয়, ইস্রায়েলীয় অন্যান্য সমস্ত ধার্মিক ব্যক্তিরাও এই একই প্রার্থনা উচ্চারণ করেছেন, যেন দায়ূদের এই প্রতিজ্ঞাত বংশধর তাঁর এই বৈশিষ্ট্য পূর্ণাঙ্গভাবে ধারণ করতে পারেন। সে কারণে প্রেরিত পিতর ৮-১১ পদ উদ্ধৃত করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে, এই কথাগুলোর মধ্য দিয়ে রাজা দায়ূদ খ্রীষ্ট সম্পর্কে ও তাঁর পুনরুত্থান সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন (প্রেরিত ২:২৫-২৮; প্রেরিত পৌলও ১০ পদটিকে প্রেরিত ১৩:৩৫ পদে ব্যবহার করেছেন)। ৬:৫ পদের নোট দেখুন।

১৬:৯ অন্তর: ৪:৭ পদের নোট দেখুন। **আমার গৌরব:** আক্ষরিক অর্থে 'জিহ্বা' বোঝানো হয়েছে (৭:৫ পদের নোট দেখুন)।
১৬:১০ নিজের বিশ্বস্ত দাস: হিব্রু শব্দ আসিদ (৪:৩ পদের নোট দেখুন)। প্রথমত এই পদটি রাজা দায়ূদের উদ্দেশে বলা হয়েছে, তবে পুরো গীতটি মূলত খ্রীষ্টকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে (৯-১১ পদের নোট দেখুন)।
১৬:১১ জীবনের পথ: হিতোপদেশ ১৫:২৪ পদ দেখুন। **তোমার সম্মুখে:** আক্ষরিক অর্থে দক্ষিণ দিকে। ৮ পদের নোট দেখুন।

উপসংহার: মশীহ হলেন একজন বাধ্য ব্যক্তি। মশীহের জীবন ছিল ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত। তাঁর এই বিশ্বস্ততা তাঁকে মৃত্যু ও তা থেকে জীবিত হয়ে উঠার দিকে পরিচালিত করেছে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. মশীহ সম্পর্কীত এই গীত আমাদেরকে আনন্দিত করে ও আলোকীত করে। আপনি কি মনে করেন যে, সদাপ্রভুর সঙ্গে দায়ূদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ছিল বলে তিনি এই আনন্দ করতে পেরেছেন?
২. কিভাবে একজন বিশ্বাসী সদাপ্রভুর দেওয়া আনন্দের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন?
৩. 'তোমার ডান হাতে রয়েছে নিত্য সুখভোগ' এই কথা দিয়ে লেখক কি বুঝাতে চেয়েছেন?

গীত ১৭

নির্যাতনকারীদের হাত থেকে পরিত্রাণের প্রার্থনা

ভূমিকা: দায়ূদ সদাপ্রভুকে একজন বিচারক হিসেবে বিবেচনা করে তাঁর কছে আবেদন করেছেন, যখন তিনি শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। এখানে যে সমস্ত ঘটনাবলীর অবতারণা দেখা যায় তার সাথে ২২ অধ্যায়ের বেশ মিল রয়েছে। এই গীতটিতে ইব্রীয় রীতি অনুসারে রাজার কাছে বিচার কার্য সম্পাদনের জন্য বিনতির বিষয়টি প্রতীয়মান হয়।

দায়ূদের প্রার্থনা।

গীত ১৭ : ক্রশরেফারেন্স

[১৭:১] গীত ৩০:১০; ৬৪:১; ৮০:১; ১৪০:৬
[১৭:১] গীত ৫:২; ৩৯:১২; ১৪২:৬; ১৪৩:১
[১৭:১] গীত ৫:১
[১৭:১] যিশা ২৯:১৩

১ হে সদাপ্রভু, ন্যায় আবেদন শোন,
আমার কাতরোক্তিতে মনোযোগ দাও,
আমার প্রার্থনায় কান দাও;
তা ছলনার ওষ্ঠাধর থেকে বের হয়।

২ তোমার সাক্ষাতে আমার বিচার নিষ্পত্তি হোক;
যা ন্যায্য, তার প্রতি তোমার দৃষ্টি পড়ুক।
৩ তুমি আমার অন্তর পরীক্ষা করেছ,
রাতের বেলায় আমার তত্ত্বানুসন্ধান করেছ,
তুমি আমাকে পরীক্ষা করেছ, কিছু পাও নি;
আমি স্থির করলাম, আমার মুখ পাপ করবে না।
৪ মানুষ যে সব কাজ করে তা না করে,
তোমার মুখের বাক্যের সাহায্যে,
আমি দুর্জনের পথ থেকে সাবধান হয়েছি।
৫ আমার পদক্ষেপ তোমার পথে স্থির রয়েছে,
আমার চরণ বিচলিত হয় নি।
৬ আমি তোমাকে ডাকলাম, কেননা, হে ঈশ্বর,
তুমি আমাকে উত্তর দেবে;
আমার প্রতি কান দাও, আমার কথা শোন।
৭ তোমার আশ্চর্য অটল প্রেম প্রকাশ কর;
যারা তোমার মধ্যে আশ্রয় নেয় তুমি তাদের নিস্তারকর্তা,
শত্রুদের থেকে তোমার ডান হাত দ্বারাই নিস্তার করে থাক।
৮ নয়নের তারার মত আমাকে পাহারা দাও,
তোমার পাখার ছায়াতে আমাকে সঙ্গোপন কর,
৯ দুষ্টদের থেকে কর, যারা আমাকে নষ্ট করে,
প্রাণনাশক শত্রুদের থেকে রক্ষা কর,
যারা আমাকে বেষ্টন করে।
১০ তারা সমবেদনার প্রতি নিজ নিজ অন্তর বন্ধ করে রেখেছে,
তারা মুখে অহঙ্কারের কথা বলে।
১১ এখন তারা আমাদের পিছন পিছন এসে আমাদেরকে ঘেরিয়াছে,
তারা আমাদেরকে ভূমিসাৎ করবে বলে চোখ স্থির রেখেছে।
১২ সে বিদারণ করতে উৎসুক কেশরীর মত,
অন্তরালে উপবিষ্ট যুবসিংহের মত।
১৩ হে সদাপ্রভু, উঠ, তাকে প্রতিরোধ কর, তাকে পেড়ে ফেল,
তোমার খড়্গ দ্বারা দুষ্ট লোক থেকে আমার প্রাণ বাঁচাও।
১৪ হে সদাপ্রভু, তোমার হাত দিয়ে মানুষের হাত থেকে,
সাংসারিক মানুষের থেকে, আমাকে বাঁচাও,
তাদের উত্তরাধিকার তো এই জীবনে;
তুমি নিজের ধনে তাদের উদর পূর্ণ করছো;
তারা সন্তানে তৃপ্ত হয়,
নিজ নিজ শিশুদের জন্য তাদের অবশিষ্ট সম্পত্তি রেখে যায়।
১৫ আমি তো ধার্মিকতায় তোমার মুখ দর্শন করবো,

[১৭:২] গীত ২৪:৫; ২৬:১; যিশা ৪৬:১৩; ৫০:৮-৯; ৫৪:১৭
[১৭:২] গীত ৯৯:৪
[১৭:৩] গীত ১৩৯:১; যিরি ১২:৩
[১৭:৩] ইয়োব ৭:১৮
[১৭:৩] ইয়োব ২৩:১০; যিরি ৫০:২০
[১৭:৩] গীত ৩৯:১
[১৭:৫] ইয়োব ২৩:১১; গীত ৪৪:১৮; ১১৯:১৩৩
[১৭:৫] দ্বি.বি. ৩২:৩৫; গীত ৭৩:২; ১২১:৩
[১৭:৬] গীত ৮৬:৭
[১৭:৬] গীত ১১৬:২
[১৭:৬] গীত ৪:১
[১৭:৭] গীত ৩১:২১; ৬৯:১৩; ১০৬:৪৫; ১০৭:৪৩; ১৭:২
[১৭:৭] গীত ১০:১২
[১৭:৭] গীত ২:১২
[১৭:৮] গণনা ৬:২৪
[১৭:৮] দ্বি.বি. ৩২:১০; হিতো ৭:২
[১৭:৮] গীত ২৭:৫; ৩১:২০; ৩২:৭
[১৭:৮] রূত ২:১২; গীত ৩৬:৭; ৬৩:৭; যিশা ৩৪:১৫
[১৭:৯] গীত ১০৯:৩
[১৭:১০] গীত ৭৩:৭; ১১৯:৭০; যিশা ৬:১০
[১৭:১০] ১শমূ ২:৩
[১৭:১১] গীত ৮৮:১৭
[১৭:১২] গীত ৭:২; যিরি ৫:৬; ১২:৮; বিলাপ ৩:১০
[১৭:১২] আদি ৪৯:৯
[১৭:১৩] গণনা ১০:৩৫
[১৭:১৩] গীত ৩৫:৮; ৫৫:২৩; ৭৩:১৮
[১৭:১৪] লূক ১৬:৮
[১৭:১৪] গীত ৪৯:১৭; লূক ১৬:২৫
[১৭:১৪] যিশা ২:৭; ৫৭:১৭
[১৭:১৫] গীত ৩:৫
[১৭:১৫] গণনা ১২:৮; মথি ৫:৮; ১ যোহন ৩:২

জেগে উঠে তোমার রূপ দেখে তৃপ্ত হব।

গীত ১৭ এর নোটসমূহ

শিরোনামের জন্য গীত ৮৬; ৯০; ১০২; ১৪২ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন; এর সাথে ৭২:২০ পদও দেখুন।

১৭:১-২ বিচার লাভের জন্য প্রারম্ভিক আবেদন।

১৭:১ আবেদন: বিচার লাভের জন্য। এই আবেদনটি "ন্যায়" তথা ন্যায্য, যেন তা কোনভাবে অন্যায্য বা মিথ্যা আবেদন হিসেবে ভুল বোঝা না হয় (প্রায় একই ধরনের একটি পরিস্থিতি দেখা যায় **১ শমূয়েল ২৪:১৫** পদে)।

১৭:৩-৫ রাজা দায়ূদ ন্যায় বিচার পাওয়ার জন্য নিজের নির্দোষিতার সপক্ষে কথা বলছেন। তাঁর শত্রুদের মত তিনি মন্দ কাজের দায়ে দোষী নন, কাজেই ঈশ্বর যেন তাঁকে পরীক্ষা করেন (এর সাথে তুলনা করুন **১৩৯:২৩-২৪**)।

১৭:৩ অন্তর। ৪:৭ পদের নোট দেখুন।

১৭:৪ তোমার মুখের বাক্যের সাহায্যে। ঈশ্বরের বাক্য হচ্ছে তাঁর ইচ্ছা ও পরিকল্পনার প্রকাশিত রূপ, যার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদেরকে "পথ" দেখান (পদ ৫), যা মানুষ অনুসরণ করে।

১৭:৬-৯ দায়ূদের বিনতি: দায়ূদ ঈশ্বরের কাছ থেকে যা চেয়েছেন। এই বিনতির পেছনে শক্তি হিসেবে কাজ করেছে ঈশ্বরের প্রতি তাঁর আস্থা ও নির্ভরতা ("কেননা, হে ঈশ্বর, তুমি আমাকে উত্তর দেবে," পদ ৬) এবং ঈশ্বরের অটল ধার্মিকতা (পদ ৭)।

১৭:৬ আমি তোমাকে ডাকলাম ... তুমি আমাকে উত্তর দেবে। **১১৮:৫** পদের নোট দেখুন।

১৭:৭ আশ্চর্য। ৯:১ পদের নোট দেখুন। **অটল ভালবাসা।** ৬:৪ পদের নোট দেখুন।

১৭:৮ নয়নের তারা। দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:১০ পদের নোট দেখুন। **পাখার ছায়া:** খুব প্রচলিত একটি হিব্রু রূপক প্রকাশভঙ্গি, যার মধ্য দিয়ে অত্যাচার থেকে সুরক্ষা দান বোঝানো হয়েছে, যেভাবে সূর্যের উত্তাপ থেকে ছায়া রক্ষা করে থাকে। অনেক সময় রাজা বা শাসনকর্তাদেরকে ছায়া হিসেবে তুলনা করা হত, কারণ তারা জনগণকে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা দান করতেন (যেমনটা দেখা যায় গণনা **১৪:৯** পদে, "সুরক্ষা" – আক্ষরিক অর্থে "ছায়া;" বিলাপ ৪:২০ পদে "ছায়া"; ইব্রা ৩১:৬, ১২, ১৭)। একইভাবে সদাপ্রভু ঈশ্বর হলেন তাঁর লোকদের রক্ষাকারী "ছায়া" (**৯১:১; ১২১:৫**; যিশাইয় ২৫:৪; ৪৯:২; ৫১:১৬)। **পাখা:** ঈশ্বরের সুরক্ষা দানকারী ক্ষমতার বিস্তৃতির একটি রূপক চিত্র (৩৬:৭; ৫৭:১; ৬১:৪; ৬৩:৭; ৯১:৪; রূত ২:১২; সেই সাথে মথি ২৩:৩৭ পদও দেখুন)।

১৭:১০-১২ দুষ্ট লোক ও শত্রুদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে (৫:৯-১০ পদের নোট দেখুন)।

১৭:১০ মুখ: ৫:৯ পদের নোট দেখুন। **অহঙ্কারের কথা বলে:** ১০:১১ পদের নোট দেখুন।

১৭:১২ সিংহ: ৭:২ পদের নোট দেখুন।

১৭:১৩-১৪ আবেদন: এই লড়াইয়ের সদাপ্রভু ঈশ্বর দুটি পক্ষের সাথে কিভাবে আচরণ

করবেন সে বিষয়ে দায়ূদ আবেদন রেখেছেন।
১৭:১৩ উঠঃ ৩:৭ পদের নোট দেখুন। **তাকে পেড়ে ফেলঃ** ৫:১০ পদের নোট দেখুন। **তোমার তলোয়ারঃ** ৭:১২-১৩ পদের নোট দেখুন।
১৭:১৪ সাংসারিক মানুষঃ ৯:১৯-২০; ১০:১৮; ১২:১-৪, ৮; ১৪:১-৩ পদ দেখুন।
১৭:১৫ ঈশ্বরের প্রতি আত্মবিশ্বাসমূলক বক্তব্যের সমাপনী অংশ (৩:৮ পদের নোট দেখুন)। **ধার্মিকতায় তোমার মুখ দর্শন করবোঃ** ধার্মিক বিচারক (৪:১ পদের নোট দেখুন) বিনতিকারীর নির্দোষিতা নিশ্চয়ই বিবেচনা করবেন এবং তাকে ন্যায়বিচার দান করবেন। **তোমার মুখ দর্শন করবোঃ** ১১:৭ পদের নোট দেখুন। **জেগে উঠেঃ** মৃত্যুর রাত্রি থেকে জেগে ওঠার কথা বলা হয়েছে (১১:৭ পদের নোট দেখুন), যা "পার্থিব" মানুষের নিয়তি সাথে সম্পূর্ণ বিপরীত (পদ ১৪; ৬:৫; ১৬:৯-১১ পদের নোট দেখুন)। **তোমার রূপ দেখে তৃপ্ত হবঃ** যেখানে সদাপ্রভুর দাস হিসেবে মোশি তাঁর মুখ দর্শন করেছিলেন (গণনা ১২:৮ পদ দেখুন)।

উপসংহারঃ মশীহ ধার্মিক প্রার্থনাকারী হিসেবে তাদের লোকদের জন্য এবং পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করেন। এই প্রার্থনা মহান দায়ূদ, অর্থাৎ মশীহের মধ্য দিয়ে পূর্ণ হবে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্নঃ

দায়ূদের শত্রুরা তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করেছিল; তাই দায়ূদ সদাপ্রভুর খোঁজ করছিলেন যেন তিনি তাঁকে নির্দোষ প্রমাণ করেন।
১. মিথ্যা অভিযোগের সাথে আচরণ সম্পর্কে আপনি এই গীত থেকে কি শিখেন?
২. কেন আমাদের সেরা রক্ষাকারী হলেন আমাদের প্রভু সদাপ্রভু?

গীত ১৮

বিজয়ের জন্য রাজকীয় ধন্যবাদ দেওয়া

ভূমিকাঃ দায়ূদের এই গীতটি ২ শমূয়েল ২২ অধ্যায়েও দেখা যায় (উক্ত অংশের নোট দেখুন), যদিও সেখানে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। গীতটির সূচনা (পদ ১-৩) এবং এর উপসংহার (পদ ৪৬-৫০) ব্যতীত বাকি অংশ মোট তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত: (১) রাজা দায়ূদকে তাঁর জাগতিক শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধার, যার জন্য তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে যাচ্ছিলেন (পদ ৪-১৯); (২) ঈশ্বরের উদ্ধারকারী সহায়ের জন্য নৈতিক ভিত্তি (পদ ২০-২৯); (৩) সদাপ্রভুর উদ্ধারকারী ভূমিকার জন্য তাঁর প্রশংসা (পদ ৩০-৪৫)। দায়ূদের অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল সময়ে ঈশ্বর তাঁর শত্রুদের হাত থেকে তাঁকে উদ্ধার করার কারণে দায়ূদ এই গীতটি ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ গেয়ে ওঠেন, যা এর পরবর্তী দুটি গীতের সাথে সম্পর্কযুক্ত (গীত ২০-২১ অধ্যায় দেখুন)।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। সদাপ্রভুর দাস দায়ূদের; যেদিন সদাপ্রভু সমস্ত শত্রুর হাত থেকে এবং শৌলের হাত থেকে দায়ূদকে উদ্ধার করলেন, সেদিন তিনি সদাপ্রভুর উদ্দেশে এই গীতের কথা নিবেদন করলেন। তিনি বললেন,

গীত ১৮ : ক্রশরেফারেন্স

১ হে সদাপ্রভু! তুমিই আমার শক্তি!
আমি তোমাকেই প্রেম করি।
২ সদাপ্রভু আমার শৈল, আমার দুর্গ,
ও আমার উদ্ধারকর্তা, আমার ঈশ্বর, আমার দৃঢ় শৈল,
আমি তাঁর কাছে আশ্রয় নিয়েছি;
আমার ঢাল, আমার পরিত্রাণের শৃঙ্গ, আমার উচ্চদুর্গ।
৩ আমি প্রশংসনীয় সদাপ্রভুকে ডাকব,
এভাবে আমার শত্রুদের থেকে আমি নিস্তার পাব।
৪ আমি মৃত্যুর দড়িতে বাঁধা পরেছিলাম,
ধ্বংসের খরস্রোতে আশঙ্কিত ছিলাম।
৫ আমি পাতালের দড়িতে বাঁধা পড়েছিলাম,
মৃত্যুর ফাঁদে জড়িত ছিলাম।
৬ সঙ্কটে আমি সদাপ্রভুকে ডাকলাম,
আমার ঈশ্বরের উদ্দেশে আর্তনাদ করলাম;
তাঁর গৃহ থেকে তিনি আমার মিনতি শুনলেন,
তাঁর সম্মুখে আমার আর্তনাদ তাঁর কর্ণে প্রবেশ করলো।
৭ তখন পৃথিবী টলতে লাগল, কাঁপতে লাগল,
পর্বতরাজির সমস্ত মূল বিচলিত হল ও টলতে লাগল,
কারণ তিনি জ্বলে উঠলেন।
৮ তাঁর নাসারন্ধ্র থেকে ধোঁয়া বের হল,
তাঁর মুখনির্গত আগুন গ্রাস করলো;
তাঁর কাছ থেকে বেরিয়ে আসল জ্বলন্ত অঙ্গার।
৯ তিনি আকাশে নুইয়ে নামলেন,
অন্ধকার তাঁর পদতলে ছিল।
১০ তিনি করূব আরোহণে উড্ডীন হলেন,
বায়ু-পক্ষভরে উড়ে আসলেন।
১১ তিনি অন্ধকারকে তাঁর অন্তরাল,
তাঁর চতুর্দিকস্থ তাঁবু করলেন;
জলের ঘন অন্ধকার ও আকাশের ঘন মেঘমালাকে
চন্দ্রাতপ করলেন।
১২ তাঁর সম্মুখবর্তী তেজ থেকে মেঘমালা সরে গেল,
দেখা গেল শিলাবৃষ্টি ও প্রজ্বলিত অঙ্গার।
১৩ আর সদাপ্রভু আকাশে বজ্রনাদ করলেন,

[১৮:১] যাত্রা ১৫:২; দ্বি.বি. ৩৩:২৯; ১শমূ ২:১০; গীত ২২:১৯; ২৮:৭; ৫৯:৯; ৮১:১; যিশা ১২:২; ৪৯:৫; যিরি ১৬:১৯
[১৮:২] যাত্রা ৩৩:২২
[১৮:২] গীত ২৮:৮; ৩১:২, ৩; যিশা ১৭:১০; যিরি ১৬:১৯
[১৮:২] গীত ৪০:১৭
[১৮:২] গীত ২:১২; ৯:৯; ৯৪:২২
[১৮:২] আদি ১৫:১; গীত ২৮:৭; ৮৪:৯; ১১৯:১১৪; ১৪৪:২
[১৮:২] ১শমূ ২:১; লূক ১:৬৯
[১৮:৩] ১বংশা ১৬:২৫
[১৮:৩] গীত ৯:১৩
[১৮:৪] গীত ১১৬:৩
[১৮:৪] গীত ৯৩:৪; ১২৪:৪; যিশা ৫:৩০; ১৭:১২; যিরি ৬:২৩; ৫১:৪২, ৫৫; যিহি ৪৩:২
[১৮:৫] হিতো ১৩:১৪
[১৮:৬] দ্বি.বি. ৪:৩০
[১৮:৬] গীত ৩০:২; ৯৯:৬; ১০২:২; ১২০:১
[১৮:৬] গীত ৬৬:১৯; ১১৬:১
[১৮:৬] ইয়োব ১৬:১৮
[১৮:৭] গীত ৯৭:৪; যিশা ৫:২৫; ৬৪:৩
[১৮:৭] বিচার ৫:৪
[১৮:৭] বিচার ৫:৫
[১৮:৭] ইয়োব ৯:৫; যিরি ১০:১০
[১৮:৮] ইয়োব ৪১:২০
[১৮:৮] যাত্রা ১৫:৭; ১৯:১৮; ইয়োব ৪১:২১; গীত ৫০:৩; ৯৭:৩; দানি ৭:১০
[১৮:৮] হিতো ২৫:২২; রোমীয় ১২:২০
[১৮:৯] আদি ১১:৫; গীত ৫৭:৩
[১৮:৯] যাত্রা ২০:২১; দ্বি.বি. ৩৩:২৬; গীত ১০৪:৩
[১৮:১০] আদি ৩:২৪; যিহি ১০:১৮
[১৮:১০] দ্বি.বি. ৩৩:২৬
[১৮:১০] গীত ১০৪:৩
[১৮:১১] যাত্রা ১৯:৯; দ্বি.বি. ৪:১১
[১৮:১১] ইয়োব ২২:১৪; যিশা ৪:৫; যিরি ৪৩:১০
[১৮:১২] গীত ১০৪:২
[১৮:১২] যিহো ১০:১১
[১৮:১২] ইয়োব ৩৬:৩০
[১৮:১৩] যাত্রা ৯:২৩; ১শমূ ২:১০

সর্বশক্তিমান তাঁর কণ্ঠস্বর শুনালেন;
শিলাবৃষ্টি ও প্রজ্বলিত অঙ্গার দ্বারা।
১৪ তিনি তাঁর তীর মারলেন, তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করলেন;
অনেক বিদ্যুৎ চম্‌কিয়ে তাদেরকে বিশৃঙ্খল করলেন।
১৫ তখন জলরাশির সমস্ত প্রণালী প্রকাশ পেল,
পৃথিবীর সমস্ত মূল অনাবৃত হল, তোমার তর্জনে,
হে সদাপ্রভু, তোমার নাসিকার প্রশ্বাসবায়ুতে।
১৬ তিনি উপর থেকে হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরলেন,
মহাজলরাশি থেকে আমাকে টেনে তুললেন;
১৭ তিনি আমাকে উদ্ধার করলেন
আমার বলবান শত্রু থেকে, আমার বিদ্বেষিদের থেকে,
কেননা তারা আমার চেয়ে শক্তিমান ছিল।
১৮ আমার বিপদের দিনে তারা আমার কাছে এল,
কিন্তু সদাপ্রভু আমার অবলম্বন হলেন।
১৯ তিনি আমাকে বাইরে প্রশস্ত স্থানে আনলেন,
আমাকে উদ্ধার করলেন,
কেননা তিনি আমাতে সন্তুষ্ট ছিলেন।
২০ সদাপ্রভু আমার ধার্মিকতানুযায়ী পুরস্কার দিলেন,
আমার হাতের পবিত্রতা অনুযায়ী ফল দিলেন।
২১ কেননা আমি সদাপ্রভুর পথে চলেছি,
দুষ্টতাপূর্বক আমার ঈশ্বরকে ছেড়ে যাই নি।
২২ কারণ তাঁর সমস্ত অনুশাসন আমার সম্মুখে ছিল,
আমি তাঁর বিধি আমা থেকে দূর করি নি।
২৩ আর আমি তাঁর উদ্দেশে সিদ্ধ ছিলাম,
আমার অপরাধ থেকে নিজেকে রক্ষা করতাম।
২৪ তাই সদাপ্রভু আমার ধার্মিকতা অনুসারে ফল দিলেন,
তাঁর সাক্ষাতে আমার হাতের পবিত্রতা অনুসারে দিলেন।
২৫ তুমি দয়াবানের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করবে,
সিদ্ধের সঙ্গে সিদ্ধ ব্যবহার করবে।
২৬ তুমি খাঁটিদের সঙ্গে খাঁটি ব্যবহার করবে,
কুটিলের সঙ্গে চতুরতা ব্যবহার করবে।
২৭ কেননা তুমি দুঃখীদেরকে নিস্তার করবে,
কিন্তু গর্বিত নয়ন অবনত করবে।
২৮ তুমিই আমার প্রদীপ উজ্জ্বল করে থাক;
সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর,
তুমিই আমার অন্ধকার আলোকময় করে থাক।
২৯ কেননা তোমার দ্বারা আমি সৈন্যদলের বিরুদ্ধে দৌড়াই;

[১৮:১৪] দ্বি.বি. ৩২:২৩
[১৮:১৪] ইয়োব ৩৬:৩০; প্রকা ৪:৫
[১৮:১৪] বিচার ৪:১৫
[১৮:১৫] গীত ১১:৩
[১৮:১৫] গীত ৭৬:৬; ১০৪:৭; ১০৬:৯; যিশা ৫০:২
[১৮:১৫] যাত্রা ১৫:৮
[১৮:১৬] যাত্রা ১৫:৫; গীত ৬৯:২; হিতো ১৮:৪; ২০:৫
[১৮:১৭] পদ ৪৮; গীত ৩৮:১৯; ৫৯:১; ১৪৩:৯
[১৮:১৭] বিচার ১৮:২৬
[১৮:১৮] হিতো ১:২৭; ১৬:৪; যিরি ১৭:১৭; ৪০:২; ঙন ১:১৩
[১৮:১৮] গীত ২০:২; যিশা ৩:১
[১৮:১৯] গীত ৩১:৮
[১৮:১৯] গণনা ১৪:৮
[১৮:২০] ১শমূ ২৬:২৩
[১৮:২০] ইয়োব ২২:৩০; গীত ২৪:৪
[১৮:২০] রূত ২:১২; ২বংশা ১৫:৭; ১করি ৩:৮
[১৮:২১] ২বংশা ৩৪:৩৩; গীত ৩৭:৩৪; ১১৯:২; হিতো ৮:৩২; ২৩:২৬
[১৮:২১] গীত ১১৯:১০২
[১৮:২২] গীত ১১৯:৩০
[১৮:২৩] আদি ৬:৯
[১৮:২৪] ১শমূ ২৬:২৩
[১৮:২৫] গীত ৩১:২৩; ৩৭:২৮; ৫০:৫; হিতো ২:৮
[১৮:২৫] গীত ২৫:১০; ৪০:১১; ৮৯:২৪; ১৪৬:৬
[১৮:২৬] হিতো ১৫:২৬; মথি ৫:৮; ফিলি ১:১০; ১তীম ৫:২২; তীত ১:১৫; ১ যোহন ৩:৩
[১৮:২৬] হিতো ৩:৩৪; মথি ১০:১৬; লূক ১৬:৮
[১৮:২৭] ২বংশা ৩৩:২৩; মথি ২৩:১২
[১৮:২৭] ইয়োব ৪১:৩৪; গীত ১০:৫; হিতো ৩:৩৩-৩৪
[১৮:২৮] ১রাজা ১১:৩৬; গীত ১৩২:১৭
[১৮:২৮] ইয়োব ২৯:৩; গীত ৯৭:১১; ১১২:৪; যোহন ১:৫; প্রেরিত ২৬:১৮; ২করি ৪:৬; ২পিতর ১:১৯
[১৮:২৯] পদ ৩২, ৩৯; যিশা ৪৫:৫; ইব ১১:৩৪

আমার ঈশ্বরের দ্বারা প্রাচীর পার হই।
৩০ তিনিই ঈশ্বর, তাঁর পথ সিদ্ধ;
সদাপ্রভুর বাক্য পরীক্ষাসিদ্ধ;
যারা তোমার মধ্যে আশ্রয় নেয় তুমি তাদের সকলের ঢাল।
৩১ কারণ সদাপ্রভু ছাড়া আর ঈশ্বর কে আছে?
আমাদের ঈশ্বর ছাড়া আর শৈল কে আছে?
৩২ ঈশ্বর বল দিয়ে আমার কোমরবন্ধনী পরিয়েছেন।
তিনি আমার পথ সিদ্ধ করেছেন।
৩৩ তিনি আমার চরণ হরিণীর চরণের মত করেন,
উচ্চস্থলীতে আমাকে সংস্থাপন করেন।
৩৪ তিনি আমার হাতকে যুদ্ধ করতে শিক্ষা দেন,
তাই আমার বাহু ব্রোঞ্জের ধনুকে চাড়া দেয়।
৩৫ তুমি আমাকে নিজের পরিত্রাণ-ঢাল দিয়েছ;
তোমার ডান হাত আমাকে ধারণ করেছে,
তোমার কোমলতা আমাকে মহান করেছে।
৩৬ তুমি আমার নিচে চলার পথ প্রশস্ত করেছ,
আর আমার চরণ বিচলিত হয় নি।
৩৭ আমি শত্রুদের পিছনে দৌড়াব, তাদেরকে ধরবো,
সংহার না করে ফিরে আসব না।
৩৮ আমি তাদেরকে চূর্ণ করবো,
তারা আর উঠতে পারবে না,
তারা আমার পদতলে পতিত হবে।
৩৯ কারণ তুমি যুদ্ধার্থে বল দিয়ে আমার কোমর বেঁধেছ;
যারা আমার বিরুদ্ধে উঠেছিল,
তাদেরকে তুমি আমার অধীনে নত করেছ।
৪০ আমার শত্রুদেরকে আমা থেকে ফিরিয়ে দিয়েছ,
আমি আমার বিদ্বেষীদেরকে সংহার করেছি।
৪১ তারা আর্তনাদ করলো, কিন্তু রক্ষাকর্তা কেউ নেই;
সদাপ্রভুর কাছে কান্নাকাটি করলো,
কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন না।
৪২ তখন আমি তাদেরকে বায়ুচালিত ধূলিকণার মত
চূর্ণ করলাম;
পথের কাদার মত ফেলে দিলাম;
৪৩ তুমি আমাকে লোকদের বিদ্রোহ থেকে উদ্ধার করেছ,
জাতিদের মস্তক হিসেবে নিযুক্ত করেছ;
আমার অপরিচিত জাতি আমার দাস হবে।
৪৪ শোনা মাত্র তারা আমার আদেশ মান্য করবে;

[১৮:৩০] দ্বি.বি. ৩২:৪
[১৮:৩০] গীত ১২:৬; হিতো ৩০:৫
[১৮:৩০] গীত ৩:৩
[১৮:৩০] গীত ২:১২
[১৮:৩১] দ্বি.বি. ৪:৩৫; ৩২:৩৯; গীত ৩৫:১০; ৮৬:৮; ৮৯:৬; যিশা ৪৪:৬, ৮; ৪৫:৫, ৬, ১৪, ১৮, ২১; ৪৬:৯
[১৮:৩১] আদি ৪৯:২৪
[১৮:৩২] পদ ২৯; ১পিতর ৫:১০
[১৮:৩২] গীত ১৫:২; ১৯:১৩; ইব ১০:১৪; যাকোব ৩:২
[১৮:৩৩] গীত ৪২:১; হিতো ৫:১৯; যিশা ৩৫:৬; হবক্ ৩:১৯
[১৮:৩৩] দ্বি.বি. ৩২:১৩
[১৮:৩৪] গীত ১৪৪:১
[১৮:৩৫] গীত ৩:৫; ৩৭:৫, ১৭; ৪১:৩; ৫১:১২; ৫৪:৪; ৫৫:২২; ১১৯:১১৬; যিশা ৪১:৪, ১০, ১৩; ৪৩:২; ৪৬:৪
[১৮:৩৬] গীত ৩১:৮
[১৮:৩৬] ইয়োব ১৮:৭; গীত ৬৬:৯
[১৮:৩৭] লেবী ২৬:৭
[১৮:৩৮] গীত ৬৮:২১; ১১০:৬
[১৮:৩৮] গীত ৩৬:১২; ১৪০:১০; যিশা ২৬:১৪
[১৮:৩৮] গীত ৪৭:৩
[১৮:৩৯] পদ ৩২; যিশা ৪৫:৫, ২৪
[১৮:৩৯] পদ ৪৭; গীত ৪৭:৩; ১৪৪:২
[১৮:৪০] যিহো ৭:১২
[১৮:৪০] পদ ৩৭
[১৮:৪১] রাজা ১৪:২৬; গীত ৫০:২২
[১৮:৪১] ১শমূ ৮:১৮; ১৪:৩৭; যিরি ১১:১১
[১৮:৪২] দ্বি.বি. ৯:২১; যিশা ২:২২
[১৮:৪৩] ২শমূ ৮:১-১৪
[১৮:৪৩] যিশা ৫৫:৫
[১৮:৪৪] গীত ৫৪:৩; ১৪৪:৭, ১১; যিশা ২৫:৫

বিজাতি-সন্তানেরা আমার কর্তৃত্ব স্বীকার করবে।
৪৫ বিজাতি-সন্তানেরা ম্লান হবে,
স্বকম্পে নিজ নিজ গুপ্ত স্থান থেকে বাইরে আসবে।
৪৬ সদাপ্রভু জীবন্ত, আমার শৈল ধন্য হোন,
আমার ত্রাণের ঈশ্বর উন্নত হোন।
৪৭ সেই ঈশ্বর আমার পক্ষে প্রতিশোধ নেন,
জাতিদেরকে, আমার অধীনে দমন করেন।
৪৮ তিনি আমার শত্রুদের থেকে আমাকে উদ্ধার করেন;
যারা আমার বিরুদ্ধে উঠে,
তুমি তাদের উপরেও আমাকে উন্নত করছো,
তুমি দুর্বৃত্ত লোক থেকে আমাকে উদ্ধার করছো।
৪৯ এই কারণে, হে সদাপ্রভু,
আমি জাতিদের মধ্যে তোমার প্রশংসা করবো,
তোমার নামের উদ্দেশে স্তবগান করবো।
৫০ তিনি তাঁর রাজাকে মহাবিজয় দান করেন,
তাঁর অভিষিক্ত ব্যক্তির প্রতি অটল প্রেম প্রকাশ করেন,
যুগে যুগে দায়ূদ ও তার বংশের প্রতি দয়া করেন।

[১৮:৪৫] ১শমূ ১৭:৩২; ২করি ৪:১; ইব ১২:৩
[১৮:৪৫] যিশা ৬৬:২; হোশেয় ৩:৫; ১১:১০
[১৮:৪৫] গীত ৯:৯; মীখা ৭:১৭
[১৮:৪৬] যিহো ৩:১০; ১শমূ ১৪:৩৯; ২করি ১৩:৪
[১৮:৪৬] পদ ৩১; যাত্রা ৩৩:২২
[১৮:৪৬] গীত ২১:১৩; ৩৫:২৭; ৪০:১৬; ১০৮:৫
[১৮:৪৬] ১বংশা ১৬:৩৫; লূক ১:৪৭
[১৮:৪৭] আদি ৪:২৪
[১৮:৪৭] পদ ৩৯; বিচার ৪:২৩
[১৮:৪৮] গীত ৭:১০; ৩৭:৪০; দানি ৩:১৭
[১৮:৪৮] পদ ১৭
[১৮:৪৮] গীত ১৪০:১
[১৮:৪৯] গীত ৯:১১
[১৮:৪৯] গীত ৭:১৭; ৯:২; ১০১:১; ১০৮:১; ১৪৬:২
[১৮:৪৯] রোমীয় ১৫:৯
[১৮:৫০] ২শমূ ২৩:১
[১৮:৫০] গীত ১৪৪:১০
[১৮:৫০] গীত ৮৯:৪

গীত ১৮ এর নোটসমূহ

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। গীত ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **সদাপ্রভুর দাস।** ৭৮:৭০; ৮৯:৩, ২০, ৩৯; ১৩২:১০; ১৪৪:১০ পদ দেখুন। এই শিরোনামটি রাজা দায়ূদকে তাঁর যথাযোগ্য স্থানে অভিষিক্ত করে, অর্থাৎ এখানে তাঁকে ঈশ্বরের লোকদের উপরে তাঁর নিজ পছন্দের প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত রাজা করে দেখানো হয়েছে (২ শমূয়েল ৭:৫ পদ দেখুন) – যেমন ছিলেন মোশি (যাত্রা ১৪:৩১ পদের নোট দেখুন), যিহোশূয় (যিহোশূয় ২৪:২৯ পদ দেখুন) এবং ভাববাদীগণ (এলিয়, ২ রাজাবলি ৯:৩৬; যোনা, ২ রাজাবলি ১৪:২৫; যিশাইয়, যিশাইয় ২০:৩; দানিয়েল, দানি ৬:২০)। **গীত।** গীত ৩০ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **যেদিন সদাপ্রভু সমস্ত শত্রুর হাত থেকে ... দায়ূদকে উদ্ধার করলেন।** সম্ভবত রাজা দায়ূদ শত্রুদের উপরে বিজয় লাভ করার পর পরই এই গীত লিখেছিলেন (২ শমূয়েল ৮:১-১৪), তবে জীবনের পরবর্তী কোন এক সময়েও তিনি তা রচনা করে থাকতে পারেন।

১৮:১-৩ প্রশংসা জ্ঞাপন অংশের বিশেষ সূচনা।

১৮:১ ২ শমূয়েল ২২ অধ্যায়ে এই পদটি দেখা যায় না। **আমি তোমাকেই ভালবাসি:** সহসা দেখা যায় না এমন একটি হিব্রু প্রকাশভঙ্গি, যার মধ্য দিয়ে দায়ূদ সদাপ্রভুর প্রতি তাঁর ভক্তিপূর্ণ ভালবাসা তুলে ধরেছেন। **তুমিই আমার শক্তি:** অর্থাৎ আমার সমস্ত শক্তির উৎস ও প্রেরণা।

১৮:২ শৈল ... দৃঢ় শৈল: দুটি ভিন্ন হিব্রু শব্দের অনুবাদ। "শৈল" বলতে সাধারণত কাব্যিক ঢংয়ে ঈশ্বরকে বোঝানো হয়ে থাকে (বা অনেক ক্ষেত্রে পরজাতীয়দের মধ্যে

দেবতাদেরকে বোঝানো হয়ে থাকে (দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:৩১, ৩৭; যিশাইয় ৪৪:৮), যা ঈশ্বরের অটলতা (যিশা ২৬:৪), বিপদের সময় ঈশ্বরের মাঝে দুর্গের মত নিরাপদ আশ্রয় (পদ ৩১, ৪৬; ৩১:২-৩; ৪২:৯; ৬২:৭; ৭১:৩; ৯৪:২২; যিশাইয় ১৭:১০ পদ দেখুন) কিংবা একজন মহান উদ্ধারকারী হিসেবে অর্থ প্রকাশ করে (১৯:১৪; ৬২:২; ৭৮:৩৫; ৮৯:২৬; ৯৫:১; দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:১৫ পদ দেখুন)। এই রূপকার্থক শব্দটি বিশেষ রাজা দায়ূদের অভিজ্ঞতার সাথে সবচেয়ে বেশি মানানসই (১ শমূয়েল ২৩:১৪, ২৫; ২৪:২, ২২; ২৬:২০), কারণ সদাপ্রভুই ছিলেন সমূহ বিপদের মধ্যে তাঁর একমাত্র মুক্তির আশা ও নিশ্ছিদ্র সুরক্ষা। **দুর্গ:** ২ শমূয়েল ২২:২ পদের নোট দেখুন। **ঢাল:** ৩:৩ পদের নোট দেখুন। **শৃঙ্গ**। দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩:১৭; যিরমিয় ৪৮:২৫ পদ দেখুন।

১৮:৪-৬ মুক্তি পাবার জন্য দায়ূদ যে আকুতি করেছিলেন তা ঈশ্বর শুনেছেন।

১৮:৪-৫ দায়ূদ তাঁর অভিজ্ঞতাগুলোকে পার্থিব বিভিন্ন বিপদ-আপদের সাথে মিলিয়ে কাব্যিক ঢংয়ে বর্ণনা করেছেন।

১৮:৪ মৃত্যুর দড়ি: ২ শমূয়েল ২২:৫ পদে রয়েছে "ঢেউ"। **ধ্বংসের খরস্রোতে:** ৩০:১ পদের নোট দেখুন।

১৮:৫ পাতালের দড়ি ... মৃত্যুর ফাঁদ: ১১৬:৩ পদ দেখুন। দায়ূদ মৃত্যুর ফাঁদে পতিত হয়েছিলেন (মৃত্যুকে এখানে ব্যক্তি হিসেবে রূপায়িত করা হয়েছে) এবং তিনি কবরের বন্দী হিসেবে নীত হয়েছিলেন (ইয়োব ৩৬:৮ পদ দেখুন)। সেই সাথে ৩০:৩ পদের নোট দেখুন।

১৮:৬ তাঁর গৃহ: ঈশ্বরের স্বর্গীয় আবাসস্থল, যেখানে তাঁর রাজকীয় সিংহাসন অবস্থিত (১১:৪; ১১৩:৫; যিশাইয় ৬:১; ৪০:২২ পদ দেখুন)।

১৮:৭-১৫ সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁর দাসকে রক্ষা করার জন্য এসেছেন – যাঁকে বর্ণনা করা হয়েছে এক ভয়ানক শাস্তির মত করে, যেন দায়ূদের শত্রুদের উপরে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তিনি এক স্বর্গীয় যোদ্ধা হয়ে এসেছেন (৫:৪-৫; ৬৮:১-৮; ৭৭:১৬-১৯; মীখা ১:৩-৪; নহূম ১:২-৬; হবক্কূক ৩:৩-১৫ পদ দেখুন)। তিনি তাদেরকে এক ভয়ঙ্কর বজ্রঝড়ের মত করে ধূলিস্যাৎ করে দিলেন (যিহোশূয় ১০:১১; বিচারকর্তৃগণ ৫:২০-২২; ১ শমূয়েল ২:১০; ৭:১০; ২ শমূয়েল ৫:২৪; যিশাইয় ২৯:৬ পদ দেখুন)।

১৮:৮ ঈশ্বরের ভয়ানক স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ সম্পর্কে যে ভাষায় বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, প্রায় একই ধরনের ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে ভয়ানক লিবিয়াথনের বর্ণনা দিতে গিয়ে (ইয়োব ৪১:১৯-২১)।

১৮:৯ তিনি আকাশকে নুইয়ে নামলেন: অর্থাৎ আকাশকে দুই ভাগে বিভক্ত করে তিনি স্বর্গ থেকে নেমে এলেন। যিশাইয় ৬৪:১ পদের নোট দেখুন।

১৮:১০ করূব: রাজকীয় প্রতীক (৮০:১; ৯৯:১ পদ দেখুন; সেই সাথে আদি ৩:২৪; যাত্রা ২৫:১৮ পদের নোটও দেখুন)। নহিমিয় ১ ও ১০ অধ্যায়ে করূবদের আবির্ভাব ঘটেছিল ঈশ্বরের সিংহাসনের রথ বহনকারী হিসেবে।

১৮:১৩ বজ্রনাদ: কারণ ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর বজ্রপাতের মত ভয়ানক। গীত ২৯ অধ্যায়; ইয়োব ৩৭:২-৫ পদ দেখুন। **সর্বশক্তিমান:** আদি ১৪:১৯ পদের নোট দেখুন।

১৮:১৪ তীর: ঈশ্বরের তীরকে অনেক স্থানে বিদ্যুৎ চমকের সাথে তুলনা করা হয়েছে,

দেখুন ৭৭:১৭; ১৪৪:৬; হবক্কূক ৩:১১; এর সাথে আদি ৯:১৩ পদের নোটও দেখুন।

১৮:১৫ সম্ভবত স্বর্গীয় বীর সদাপ্রভু ঈশ্বরের মহান যুদ্ধ জয়ের কথা এখানে স্মরণ করা হচ্ছে, যা তিনি লোহিত সাগরে ইস্রায়েলের শত্রু মিসরীয়দেরকে ধ্বংস করার মধ্য দিয়ে জয় করেছিলেন (যাত্রা ১৫:১-১২ পদ দেখুন)।

১১৮:১৬-১৯ দায়ূদের উদ্ধার লাভ।

১৮:১৬ মহাজলরাশি: ৩২:৬ পদের নোট দেখুন।

১৮:১৯ প্রশস্ত স্থান। ৪:১ পদের নোট দেখুন। দায়ূদ এখন তাঁর সমস্ত বিপদ ও আশঙ্কা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে সর্বত্র বিচরণ করতে পারছেন (৪-৬, ১৬-১৮ পদ দেখুন)। পীড়িত বা নির্যাতিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে শিকলে আবদ্ধ হওয়ার মত (ইয়োব ৩৬:৮, ১৩)। বিপদ থেকে উদ্ধার লাভের অর্থ হচ্ছে এই শিকল বা বন্দীত্ব থেকে মুক্তি লাভ করা (ইয়োব ৩৬:১৬)। **তিনি আমাতে সন্তুষ্ট ছিলেন:** ঈশ্বর দায়ূদের উপরে খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন, কারণ দায়ূদ ছিলেন ঈশ্বরের "মনের মত লোক" (১ শমূয়েল ১৩:১৪; এর সাথে দেখুন ১ শমূয়েল ১৫:২৮; ১ রাজাবলি ১৪:৮; ১৫:৫; প্রেরিত ১৩:২২)। এ কারণে ঈশ্বর দায়ূদের সাথে এমন এক রাজবংশের চুক্তি করেছিলেন যার রাজত্ব কখনো শেষ হবে না (২ শমূয়েল ৭ অধ্যায়)। এই ভাবনাটিকে ২০-২৯ পদে আরও সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

১৮:২০-২৪ দায়ূদের ধার্মিকতার পুরস্কার। দায়ূদের ধামির্কতার জন্য ঈশ্বরের দেওয়া অনুগ্রহ (যেমনটা পেয়েছিলেন শমূয়েল, ১ শমূয়েল ১২:৩; হিষ্কিয়, ২ রাজাবলি ২০:৩; ইয়োব ১৩:২৩; ২৭:৬, ৩১; সেই সাথে গীত ১৭:৩-৫; ২৬; ৪৪:১৭-১৮; ১০১ দেখুন)। তবে এই অনুগ্রহ লাভের ঘোষণা দেওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে নিয়ে গর্ব করছেন না। বরং এই উক্তি মধ্য দিয়ে তিনি দাবী করছেন যে, তিনি নিজ অন্তর ও জীবন সম্পূর্ণভাবে সদাপ্রভু ঈশ্বরের সেবায় নিবেদিত করেছেন, যার কারণে তিনি ঈশ্বরীয় এক অন্তর লাভ করেছেন, যেন অন্তরে আছে শুদ্ধতা ও পবিত্রতা। এই ঈশ্বরীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অন্তরই হচ্ছে ঈশ্বরের আশ্চর্য কাজের ফল (৫১:১০-১২ পদ দেখুন)।

১৮:২০ আমার ধার্মিকতা: ১:৫; ২ শমূয়েল ২২:২১, ২৫ পদের নোট দেখুন। আমার হাতের পবিত্রতা অনুযায়ী ফল দিলেন। একজন রাজা যখন তাঁর প্রতি পরিপূর্ণভাবে বিশ্বস্ত কাউকে খুঁজে পান, তখন তিনি তাকে অপরিমেয় পুরস্কার দান করেন।

১৮:২১ সদাপ্রভুর পথ: ২৫:৪ পদের নোট দেখুন।

১৮:২৩ সিদ্ধ: নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ। ১৫:২ পদের নোট দেখুন।

১৮:২৫-২৯ যেহেতু যেহেতু ঈশ্বর লোকদের কাছে বিভিন্ন উপায়ে কথা বলেন ও তাদের ডাকে সাড়া দেন (ইয়োব ৩৪:১১; হিতোপদেশ ৩:৩৪), দায়ূদও নিরূপিত সময়ে সদাপ্রভু ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করেছেন।

১৮:২৬ কুটিল। যারা সত্যের ও ধার্মিকতার সরল পথ থেকে বিচ্যুত। **চতুরতা:** ঈশ্বর কুটিল ও মন্দ লোকদের সাথে তাদের মত করেই আচরণ করবেন, যেভাবে একজন কুস্তিগীরকে তার প্রতিপক্ষকে কুস্তি দিয়েই ঘায়েল করে থাকে (২ রাজাবলি ২২:২৩ পদের নোট দেখুন; এর সাথে বিচারকর্তৃগণ ১১:৩৫ পদের নোট দেখুন)।

১৮:২৭ এই পদের ভাবধারার সাথে দায়ূদ ও শৌলের মধ্যকার দ্বন্দ্ব বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ (১ শমূয়েল ১৬:১৩-১৪ পদের নোট দেখুন)। উপরন্তু এখানে হান্নার গীতের মূল ভাবার্থ প্রকাশ

পেয়েছে (১ শমূয়েল ২:১-১০), যা শমূয়েল পুস্তকের রচয়িতা তাঁর পুস্তকে অন্যতম একটি মূল বিষয় হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে ঈশ্বর তাঁর নিজ রাজ্য এই পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন। **গর্বিত নয়নঃ** হিতোপদেশ ৬:১৭ পদের নোট দেখুন।

১৮:২৮ তুমিই আমার প্রদীপ উজ্জ্বল করে থাকঃ ঈশ্বরই তাঁকে জীবন দান করেছেন, তাঁর সমস্ত সম্পদ দান করেছেন এবং তাঁর রাজবংশের বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন (বিশেষ করে ইয়োব ১৮:৫-৬; ২১:১৭ পদ দেখুন)। **আলোকময়ঃ** ২৭:১ পদের নোট দেখুন।

১৮:৩০-৩৬ ঈশ্বরের দয়ায় দায়ূদ রাজা হিসেবে তাঁর সিংহাসন রক্ষা করতে সমর্থ হলেন।

১৮:৩০ সিদ্ধঃ অর্থাৎ নিখুঁত। ঈশ্বরের পথ অব্যর্থ, তেমনি তাঁর দয়াও কখনো ব্যর্থ হবে না। সে কারণে দায়ূদও তাঁর চলার পথে ব্যর্থ হন নি (পদ ৩২)। **সদাপ্রভুর বাক্যঃ** এখানে সামগ্রিক অর্থে পুরো পবিত্র শাস্ত্রকে বোঝানো হলেও বিশেষত দায়ূদের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাকে নির্দেশ করা হয়েছে (২ শমূয়েল ৭:৮-১৬ পদ দেখুন)। **পরীক্ষাসিদ্ধঃ** ১২:৬ পদের নোট দেখুন। **ঢালঃ** ৩:৩ পদের নোট দেখুন।

১৮:৩৭-৪২ ঈশ্বরের শক্তিতে দায়ূদ তাঁর সমস্ত শত্রুদেরকে ধ্বংস করেছেন।

১৮:৪৩-৪৫ দায়ূদকে ঈশ্বর জাতিগণের মস্তক করেছেন (২ শমূয়েল ৫; ৮; ১০ অধ্যায় দেখুন), যিনি এত দিন মৃত্যুর গ্রাস থেকে কয়েক কদম মাত্র দূরে ছিলেন (৪-৫ পদ দেখুন এবং ৫ পদের নোট দেখুন), অতল গভীরে তলিয়ে ছিলেন (পদ ১৬ দেখুন)।

১৮:৪৩ লোকদের বিদ্রোহঃ রাজা শৌলের সময় থেকেই দায়ূদের বিপক্ষে লোকেরা উঠে পড়ে লেগেছিল। এমন কি তাঁর রাজত্বকালে তাঁর পুত্র অবশালোমের নেতৃত্বেও লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। **আমার অপরিচিত জাতিঃ** যাদের সাথে তাঁর এর আগে কোন যোগাযোগ বা পরিচয় ছিল না।

১৮:৪৬-৫০ সমাপনী বক্তব্যমালা।

১৮:৪৬ সদাপ্রভু জীবন্ত! রাজা দায়ূদের জীবনে ঈশ্বরের সমস্ত কাজ এবং অনুগ্রহ এ কথাই প্রকাশ করে যে, তিনিই একমাত্র জীবন্ত সদাপ্রভু ঈশ্বর (দ্বি.কি. ৫:২৬ পদ দেখুন)।

১৮:৪৭ আমার পক্ষে প্রতিশোধ নেনঃ অর্থাৎ আমার বিরুদ্ধে যে সমস্ত অন্যায় কাজ করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ বা প্রতিফল গ্রহণ করেন (দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:৪১ পদ দেখুন; ৩২:৩৫ পদের নোট দেখুন)।

১৮:৪৯ রাজা দায়ূদ জাতিগণের মধ্যে ঈশ্বরের নামের প্রশংসা করার জন্য প্রত্যয় প্রকাশ করছেন (৯:১ পদের নোট দেখুন)। **তোমার নাম**। ৫:১১ পদের নোট দেখুন।

১৮:৫০ তাঁর রাজা ... তাঁর অভিষিক্ত ব্যক্তিঃ দায়ূদ নিজেকে ঈশ্বর কর্তৃক মনোনীত ও রাজপদে অভিষিক্ত ব্যক্তি হিসেবে দেখছেন (১ শমূয়েল ১৬:১৩ পদ দেখুন; সেই সাথে ১ শমূয়েল ১০:২৫; ১২:১৪-১৫ পদের নোট দেখুন)। **অটল ভালবাসা প্রকাশ করেন।** দায়ূদের শেষ কথাগুলো সদাপ্রভুর সাথে তাঁর সম্পাদিত চুক্তিকেই প্রকাশ করে (২ শমূয়েল ৭:৮-১৬)। পুরো গীতটিকে বিবেচনা করতে হবে দায়ূদের অভিষেকের কারণে প্রাপ্ত কর্তৃত্ব এবং তাঁর সাথে সদাপ্রভুর সম্পাদিত চুক্তির প্রেক্ষাপট অনুসারে। এই মহা উপসংহারে এসে দায়ূদ যা দাবী করছেন – বস্তুত সমগ্র গীতসংহিতা জুড়েই তিনি যা বলতে চেয়েছেন – তা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, অর্থাৎ রাজা দায়ূদের সর্ব মহান বংশধরের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতা সাধন

করেছে।

উপসংহার: ঈশ্বরের শক্তি মশীহকে রক্ষা করে। এখানে দায়ূদ একজন ভাববাদী হিসেবে মশীহের মৃত্যুর কথা আগেই বলেছেন। তিনি ঈশ্বরের শক্তির কথাও বলেছেন এবং মশীহের গৌরবের কথাও বলেছেন। দায়ূদ বলেছেন যে, ঈশ্বর তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলবেন এবং মহিমান্বিত করবেন। ঈশ্বর মশীহের শত্রুদের তাঁর অধীনে আনবেন এবং মশীহকে জাতিদের রাজা করবেন।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. দায়ূদ এই গীতটিতে সদাপ্রভুকে তাঁর "শৈল," "ঢাল", এবং "শৃঙ্গ" হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন, যার অর্থ প্রভু তাঁর আশ্রয়, সুরক্ষা, এবং শক্তি। কি রূপক আপনি প্রভুর জন্য ব্যবহার করতে পারেন এবং তার মানে কি হবে?
২. এই গীতে প্রভু তাঁর শত্রুদের উপর দায়ূদকে বিজয় দিয়েছেন। প্রভু আপনাকে সাম্প্রতিক কি এমন একটি বিজয় দিয়েছেন বলে সনাক্ত করতে পারেন এবং সেই বিজয়ের জন্য চারটি লাইনের একটি কবিতা লিখুন।

গীত ১৯

সৃষ্টিতে ও ব্যবস্থায় সদাপ্রভুর মহিমা

ভূমিকা: সর্বশক্তিমান ও মহিমান্বিত ঈশ্বরের গুণগানে পূর্ণ একটি গীত (পদ ১), যে মহিমা স্বর্গেই কেবল দেখা যায়। বিশেষত গ্রীষ্মের রৌদ্রজ্জ্বোল দিনে মেঘহীন আকাশে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত এই মহিমার বিস্তার লক্ষ্য করা যায় (১-৬ পদ দেখুন; সেই সাথে গীত ২৯ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন), এবং "সদাপ্রভুর নির্দেশ" দেখুন (পদ ৭), যা অনুসরণ করলে মানুষের জীবন অনুগ্রহে পরিপূর্ণ হয় (৭-১৩ পদ দেখুন)। এর সাথে সংযুক্ত একটি প্রার্থনায় (পদ ১২-১৩) ঈশ্বরের কাছে তা যাচঞা করা হয়েছে, যা তাঁর ব্যবস্থা দিতে পারে না: "গোপন অপরাধের" জন্য ক্ষমা এবং মেষপালকের পরিচর্যা যা আমাদেরকে "ইচ্ছাকৃত পাপ" থেকে রক্ষা করে। ১৮ অধ্যায়ের পরেই এই অধ্যায়টি প্রশংসা ও প্রার্থনার চক্রটিকে পূর্ণতা দিয়েছে – সদাপ্রভুর উদ্ধারকারী কাজ, সৃষ্টিজগতের মাঝে তাঁর গৌরবের প্রতিফলন এবং মানুষের জন্য তাঁর জীবনের প্রতিপালনকারী ব্যবস্থা। গীত ১৫-২৪ অধ্যায়ের মাঝখানে অবস্থিত হওয়ার কারণে এখানে ১৫ ও ২৪ দুটো অধ্যায়েরই ভাবধারা সমানভাবে ফুটে উঠেছে এবং তা আমাদেরকে এই কথা মনে করিয়ে দেয়, যে কেউ সদাপ্রভু যিহোবার উপস্থিতিতে প্রবেশ করবে তাকে অবশ্যই এমন মানুষের মত হতে হবে যে তার চোখ দিয়ে সদাপ্রভুর গৌরব অবলোকন করেছে এবং যার অন্তরে তাঁর ব্যবস্থা পরিপূর্ণভাবে পালন করার জন্য বিশেষ ভক্তি ও নিবেদিত প্রাণ রয়েছে।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। দায়ূদের সঙ্গীত।

গীত ১৯ : ক্রশরেফারেন্স

১ আকাশ ঈশ্বরের গৌরব বর্ণনা করে,
আকাশের শূন্যস্থান তাঁর হস্তকৃত কাজ জ্ঞাপন করে।
২ দিন দিনের কাছে বাণী উচ্চারণ করে,
রাত রাতের কাছে জ্ঞান ঘোষণা করে।
৩ বাণী নেই, ভাষাও নেই,
তাদের শব্দ শোনা যায় না।
৪ তাদের স্বর সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত,
তাদের বাক্য জগতের সীমা পর্যন্ত ব্যাপ্ত;
তাদের মধ্যে তিনি সূর্যের জন্য একটি তাঁবু
স্থাপন করেছেন।
৫ সে বরের মত তাঁর বাসর ঘর থেকে বেরিয়ে আসে,
বীরের মত নিদিষ্ট পথে দৌড়াবার জন্য আনন্দ করে।
৬ সে আকাশের প্রান্ত থেকে যাত্রা করে,
অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে আসে;
তার উত্তাপে কোন বস্তু লুকিয়ে থাকে না।
৭ সদাপ্রভুর নির্দেশ সিদ্ধ, প্রাণের জন্য স্বাস্থ্যকর;
সদাপ্রভুর সাক্ষ্য বিশ্বসনীয়, সরল লোকদের জ্ঞানদায়ক।
৮ সদাপ্রভুর সমস্ত আদেশমালা যথার্থ,
অন্তরের আনন্দবর্ধক;
সদাপ্রভুর আদেশ নির্মল,
চোখকে আলোকিত করে তোলে।
৯ সদাপ্রভুর ভয় পবিত্র, চিরস্থায়ী,
সদাপ্রভুর সমস্ত অনুশাসন সত্য, সর্বাংশে ন্যায্য।
১০ তা সোনা ও প্রচুর খাঁটি সোনার চেয়ে বাঞ্ছনীয়,
মধু ও মৌচাকের রস হতেও সুস্বাদু।
১১ তোমার দাসও তা দ্বারা সুশিক্ষা পায়;
তা পালন করলে মহা ফল হয়।
১২ কে তার নিজের ভুল বুঝতে পারে?
তুমি গুপ্ত দোষ থেকে আমাকে পরিষ্কার কর।
১৩ দুঃসাহসজনিত (পাপ) হতেও নিজের দাসকে
পৃথক রাখ,
সেই সকল আমার উপরে কর্তৃত্ব না করুক;
তখন আমি সিদ্ধ হব এবং মহাপাপ থেকে শুচি হব।
১৪ আমার মুখের কথা ও আমার অন্তরের ধ্যান
তোমার দৃষ্টিতে গ্রাহ্য হোক,

[১৯:১] গীত ৮৯:৫; যিশা ৪০:২২
[১৯:১] গীত ৫০:৬; ১৪৮:৩; রোমীয় ১:১৯
[১৯:১] গীত ৪:২; ৮:১; ৯৭:৬; যিশা ৬:৩
[১৯:১] আদি ১:৮
[১৯:১] গীত ৮:৬; ১০৩:২২
[১৯:২] গীত ৭৪:১৬
[১৯:৪] রোমীয় ১০:১৮
[১৯:৪] ইয়োব ৩৬:২৯; গীত ১০৪:২
[১৯:৪] বিচার ৫:৩১
[১৯:৫] যোয়েল ২:১৬
[১৯:৫] ইয়োব ৩৬:২৯
[১৯:৫] ১শমূ ১৭:৪
[১৯:৬] দ্বি.বি. ৩০:৪
[১৯:৬] গীত ১১৩:৩; উপ ১:৫
[১৯:৭] গীত ১:২
[১৯:৭] গীত ১১৯:১৪২; যাকোব ১:২৫
[১৯:৭] গীত ২৩:৩
[১৯:৭] গীত ৯৩:৫; ১১১:৭; ১১৯:১৩৮,১৪৪
[১৯:৭] দ্বি.বি. ৪:৬; গীত ১১৯:১৩০
[১৯:৮] গীত ৩৩:৪; ১১৯:১২৮
[১৯:৮] গীত ১১৯:১৪
[১৯:৮] ইষ্রা ৯:৮; গীত ৩৮:১০
[১৯:৯] গীত ৩৪:১১; ১১১:১০; হিতো ১:৭; উপ ১২:১৩; যিশা ৩৩:৬
[১৯:৯] গীত ১১৯:১৩৮, গীত ১১৯:১৪২
[১৯:১০] ইয়োব ২২:২৪; গীত ১১৯:৭২; হিতো ৮:১০
[১৯:১০] গীত ১১৯:১০৩; শলো ৪:১১; যিহি ৩:৩
[১৯:১০] ১শমূ ১৪:২৭
[১৯:১২] গীত ৫১:২; ৯০:৮; উপ ১২:১৪
[১৯:১৩] গণনা ১৫:৩০
[১৯:১৩] গীত ১১৯:১৩৩
[১৯:১৩] আদি ৬:৯; গীত ১৮:৩২
[১৯:১৪] গীত ১০৪:৩৪
[১৯:১৪] গীত ১৮:৩১

হে সদাপ্রভু, আমার শৈল, আমার মুক্তিদাতা। [১৯:১৪] যাত্রা ৬:৬; ইয়োব ১৯:২৫

গীত ১৯ এর নোটসমূহ

শিরোনাম: প্রধান বাদ্যকরের জন্য: গীত ৪ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

১৯:১-৪: নীরব স্বর্গ কথা বলে উঠেছে এবং পৃথিবীতে বসবাসকারী সকলের কাছে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের গৌরব ঘোষণা করছে (১৪৮:৩ পদ দেখুন)। স্বর্গীয় আলো ঈশ্বরের উপস্থিতি নির্দেশ করে না (আদি ১:১৬ পদের নোট দেখুন), কিংবা তা কারও নিয়তিও নিয়ন্ত্রণ করে না (ইষ্রা ৪৭:১৩; যিরমিয় ১০:২; দানি ৪:৭)। তাদের গৌরব সেই সদাপ্রভুরই ধার্মিকতা ও বিশ্বস্ততার পরিচয় বহন করে, যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন (৫০:৬; ৮৯:৫-৮; ৯৭:৬ পদ দেখুন; এর সাথে রোমীয় ১:১৯-২০ পদও দেখুন)।

১৯:৪: এই স্বর্গীয় ঘোষণাকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আলোকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রেরিত পৌল তাঁর নিজ সময়কার সুসমাচার প্রচারের মাঝে এই পদ ব্যবহার করেছেন (রোমীয় ১০:১৮ পদ দেখুন)। এভাবে তিনি দুটো সার্বজনীন ঘোষণাকে একীভূত করেছেন।

১৯:৪-৬: স্বর্গ হচ্ছে সদাপ্রভুর সূর্যের জন্য এক স্বর্গীয় "তাঁবু"। মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপকভাবে সূর্যের উপাসনা করা হত (যেমন দ্বিতীয় বিবরণ ৪:১৯; ১৭:৩; ২ রাজাবলি ২৩:৫, ১১; যিরমিয় ৮:২; যিহিষ্কেল ৮:১৬), কিন্তু এখানে ১৩৬:৭-৮; আদি ১:১৬ পদে সূর্যকে আমরা দেখতে পাই ঈশ্বরের সাধারণ একটি সৃষ্টি হিসেবে। সমগ্র সৃষ্টজগতে সূর্য হচ্ছে ঈশ্বরের গৌরবের সবচেয়ে উজ্জ্বল নিদর্শন (৮৪:১১; যিশাইয় ৬০:১৯-২০ পদ দেখুন), কারণ প্রতি দিন পুরো আকাশ জুড়ে প্রত্যেকটি সৃষ্ট প্রাণী ও বস্তুর উপরে উষ্ণ উত্তাপ ও আলোর বিকিরণ ঘটায়।

১৯:৭-৯ মূলত সদাপ্রভুর প্রকাশিত ব্যবস্থায় জীবনের প্রতি পরিচর্যা দানকারী ও প্রতিপালনকারী যে প্রভাব রয়েছে তাকেই এখানে প্রশংসিত করা হয়েছে (গীত ১১৯ অধ্যায় দেখুন)।

১৯:৭ বিশ্বসনীয়: ঈশ্বরের নির্দেশ ও বিধান "বিশ্বাসযোগ্য" (১১১:৭; ১১৯:৮৬ পদ দেখুন) বা "চিরস্থায়ী" (১৯:৯) বা "সত্য" (১১৯:১৪২,১৫১,১৬০), কারণ এই নির্দেশ, বিধান বা ব্যবস্থা ঈশ্বরের ধার্মিকতাপূর্ণ ইচ্ছাকেই প্রতিফলিত করে (১১৯:১৩৮,১৬০), তা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে টিকে থাকে (তা "চিরদিনের জন্য", ৯৩:৫; এর সাথে ১১৯:৯১,১৫২,১৬০ পদও দেখুন)। এই নির্দেশমালা যারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করে ও মর্যাদা দেয়, তাদের জীবনের সমস্ত ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য সত্যিকারভাবে তারা পূর্ণ করতে সক্ষম হয় (১১৯:৪৩, ৯৩, ৯৮-১০০, ১৬৫ পদ দেখুন)। কাজেই এই নির্দেশ সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করা যায়।

সরল লোক: যারা শিশুর মত সরল অন্তরের অধিকারী, যাদের উপলব্ধি ও বিচার করার ক্ষমতা এখনও পরিপক্ক হয় নি (১১৯:৯৮-১০০; হিতোপদেশ ১:৪ পদ দেখুন; এর সাথে দেখুন ২ তীমথিয় ৩:১৫; ইব্রীয় ৫:১৩-১৪)।

১৯:৮ অন্তর: ৪:৭ পদের নোট দেখুন।

১৯:৯ সদাপ্রভুর ভয়: সমগ্র ব্যবস্থা ও নির্দেশমালা থেকে যা মানুষের কাছে প্রত্যাশা করা হয়েছে (১৫:৪ পদের নোট দেখুন)।

১৯:১০-১১: সদাপ্রভু ঈশ্বরের নির্দেশমালা তথা আইন-কানুনের অতুলনীয়তা ও জীবনের জন্য এর বহুমূল্য (দ্বিতীয় বিবরণ ৫:৩৩ পদ দেখুন)।

১৯:১০ মধু ... হতেও সুস্বাদু: তুলনামূলকভাবে যারা ব্যবস্থা ত্যাগ করে তারা ঈশ্বরের ধার্মিকতার বিচারকে তিক্ততায় রূপান্তরিত করে (আমোস ৫:৭; ৬:১২ পদ দেখুন)।

১৯:১২-১৩: মানব জাতির নৈতিক চেতনা কলুষিত হয়েছে; এ কারণে লোকেরা অপরাধ ও পাপ করার পরও তা উপলব্ধি করতে পারে না এবং এ কারণে তাদের "গুপ্ত" বা গোপন পাপগুলোর জন্য তাদের ক্ষমা চাওয়া আবশ্যক (পদ ১২; লেবীয় ৫:২-৪ দেখুন)। "দুঃসাহসজনিত পাপ" (পদ ১২) হচ্ছে প্রকাশ্যে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করা। এগুলো হচ্ছে "মহাপাপ" (পদ ১৩), যা মানুষকে ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে (গণনা ১৫:৩০ -৩১ পদ দেখুন)।

১৯:১৪: গীতসংহিতার রচয়িতা এই গীতটিকে সদাপ্রভুর কাছে প্রশংসা ও মহিমার উপাসনা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। **শৈল:** ১৮:২; আদি ৪৯:২৪ পদের নোট দেখুন। **মুক্তিদাতা:** যাত্রা ৬:৬; যিশাইয় ৪১:১৪ পদের নোট দেখুন।

উপসংহার: সৃষ্টির মধ্যে মশীহকে প্রথম দেখা যায়। এরপর তাঁকে দেখা যায় তাঁর লিখিত বাক্যে। এরপর তাঁকে দেখা যায় মানুষ হিসাবে, যিনি কুমারীর গর্ভে জনন্ম নিয়েছিলেন। তিনিই মানুষের মুক্তিদাতা– অনন্তকালের জন্য।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. আমরা কিভাবে নিশ্চিত হতে পারি যে, যিনি এক ও মহিমান্বিত তিনি আমাদেরকে ভালবাসেন?
২. আকাশ আকাশের সঙ্গে কিভাবে কথা বলে?
৩. ঈশ্বরের যে সম্মান ও ভক্তি এই পৃথিবীর কাছে পাওনা তা আমাদের জীবনে কি প্রভাব ফেলে?
৪. ঈশ্বরের আদেশগুলো পালন করার জন্য মানুষ হিসাবে আমাদের কি করণীয় আছে?
৫. ইচ্ছাকৃতভাবে পাপ করতে আমাদের কে সাহায্য করে? আমরা যখন আমাদের পাপ স্বীকার করি তখন কি হয়? নতুন নিয়মে এই বিষয়ে কি প্রতিজ্ঞা লক্ষ্য করেছেন?

গীত ২০

খ্রীষ্ট এবং তাঁর দেওয়া পরিত্রাণ

ভূমিকা: বিপক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আগে রাজার জন্য করা বিশেষ আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা (২ বংশাবলি ২০:১-৩০ পদ দেখুন)। গীত ১৫-২৪ অধ্যায়ের এই বিশেষ অংশে গীত ২০-২১ অধ্যায় দুটি গীত ১৮ অধ্যায়ের সম্পূরক হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে (গীত ১৫-২৪ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। গীত ১৮ অধ্যায়ে আমরা রাজার

কথা শুনতে পাই, আবার গীত ২০-২১ অধ্যায়ে আমরা জনতার কণ্ঠ শুনতে পাই।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। দায়ূদের সঙ্গীত।

গীত ২০ : ক্রশরেফারেন্স

১ সদাপ্রভু সঙ্কটের দিনে তোমাকে উত্তর দিন,
যাকোবের ঈশ্বরের নাম তোমাকে উন্নত করুক,
২ তিনি পবিত্র স্থান থেকে তোমার সাহায্য
প্রেরণ করুন,
সিয়োন থেকে তোমাকে সুস্থির রাখুন,
৩ তিনি তোমার সকল নৈবেদ্য স্মরণ করুন,
তোমার পোড়ানো-উৎসর্গ গ্রাহ্য করুন। [সেলা]
৪ তিনি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন,
তোমার সমস্ত পরিকল্পনা সিদ্ধ করুন।
৫ আমরা তোমার বিজয়ে আনন্দগান করবো,
আমাদের ঈশ্বরের নামে পতাকা তুলব;
সদাপ্রভু তোমার সমস্ত প্রার্থনা শ্রবন করুন।
৬ এখন আমি জানি, সদাপ্রভু স্বীয় অভিষিক্ত ব্যক্তিকে
নিস্তার করেন;
তিনি নিজের ডান হাতের রক্ষাকারী-শক্তিতে
তাঁর পবিত্র স্বর্গ থেকে তাঁকে উত্তর দেবেন।
৭ এরা রথে ও ওরা ঘোড়ায় নির্ভর করে,
কিন্তু আমরা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর
নামের গর্ব করি।
৮ তারা নত হয়েছে, পড়ে গেছে,
কিন্তু আমরা উত্থিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছি।
৯ হে সদাপ্রভু, রাজাকে জয় দান কর;
যেদিন ডাকি, আমাদের উত্তর দাও।

[২০:১] গীত ৪:১
[২০:১] যাত্রা ৩:৬; গীত ৪৬:৭, ১১
[২০:১] গীত ৫৯:১; ৬৯:২৯; ৯১:১৪
[২০:২] গীত ৩০:১০; ৩৩:২০; ৩৭:৪০; ৪০:১৭; ৫৪:৪; ১১৮:৭
[২০:২] গণনা ৩:২৮
[২০:২] গীত ১৮:১৮
[২০:২] গীত ২:৬; ১২৮:৫; ১৩৪:৩; ১৩৫:২১
[২০:৩] প্রেরিত ১০:৪
[২০:৩] দ্বি.বি. ৩৩:১১
[২০:৪] গীত ২১:২; ৩৭:৪; ১৪৫:১৬, ১৯; যিশা ২৬:৮; যিহি ২৪:২৫; রোমীয় ১০:১
[২০:৪] গীত ১৪০:৮; হিতো ১৬:৩; দানি ১১:১৭
[২০:৫] ইয়োব ৩:৭
[২০:৫] গণনা ১:৫২; গীত ৬০:৪; যিশা ৫:২৬; ১১:১০, ১২; ১৩:২; ৩০:১৭; ৪৯:২২; ৬২:১০; যিরি ৫০:২; ৫১:১২, ২৭
[২০:৫] ১শমূ ১:১৭
[২০:৬] ২শমূ ২৩:১; গীত ২৮:৮
[২০:৬] ইয়োব ৪০:১৪; হবক্ ৩:১৩
[২০:৭] রাজা ১৯:২৩
[২০:৭] দ্বি.বি. ১৭:১৬; গীত ৩৩:১৭; ১৪৭:১০; হিতো ২১:৩১; যিশা ৩১:১; ৩৬:৮, ৯
[২০:৭] ২বংশা ৩২:৮
[২০:৮] গীত ২৭:২; যিশা ৪০:৩০; যিরি ৪৬:৬; ৫০:৩২
[২০:৮] মীখা ৭:৮
[২০:৮] ইয়োব ১১:১৫; গীত ৩৭:২৩; হিতো ১০:২৫; যিশা ৭:৯
[২০:৯] গীত ১৭:৬

গীত ২০ এর নোটসমূহ

শিরোনাম: প্রধান বাদ্যকরের জন্য: গীত ৪ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

২০:১-৫: লোকেরা (সম্ভবত রাজার সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী) রাজাকে উদ্দেশ্য করে কথা বলছে, যেখানে তারা রাজার বিজয় যাত্রার প্রার্থনার সাথে তাদের নিজেদের প্রার্থনাও সংযুক্ত করেছে।

২০:১ তোমাকে উত্তর দিন: তোমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন, যা তুমি এই দুর্দশার সময় ঈশ্বরের কাছে উপস্থাপন করেছ, যার জন্য তুমি উৎসর্গ করেছ (পদ ৩)। **ঈশ্বরের নাম:** ৫, ৭ পদ দেখুন; এর সাথে ৫:১১ পদের নোটও দেখুন। **যাকোব:** ১৪:৭ পদের নোট দেখুন। **তোমাকে উন্নত করুক।** আক্ষরিক অর্থে বলা হয়েছে "তোমাকে রক্ষা করুক।"

২০:২ সিয়োন: ৯:১১ পদের নোট দেখুন।
২০:৪ মনোবাঞ্ছা: ৪:৭ পদের নোট দেখুন।
২০:৫ আনন্দগান করবো ... ঈশ্বরের নামে: ৫:১১ পদের নোট দেখুন। **নিশান:** সম্ভবত সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ যাত্রায় কুচকাওয়াজের সামনে যে পতাকা ব্যবহার করতো তার কথা বলা হয়েছে।
২০:৬: আনুষ্ঠানিক প্রার্থনার একটি বিশেষ অংশ, যেখানে একজন ব্যক্তি এই পদটি পাঠ করবেন (সম্ভবত কোন একজন লেবীয়; ২ বংশাবলি ২০:১৪ পদ দেখুন)। তিনি এই নিশ্চয়তার কথা ঘোষণা করছেন যে, রাজার প্রার্থনা ঈশ্বর অবশ্যই শ্রবণ করবেন। **স্বীয় অভিষিক্ত ব্যক্তি:** ঈশ্বর কর্তৃক অভিষিক্ত ও শাসন করার জন্য নিযুক্ত রাজা (২:২ পদের নোট দেখুন)।
২০:৭-৮: সমগ্র সেনাবাহিনী স্বীকার করছে যে, তারা ঘোড়া কিংবা রথের উপরে নির্ভর না করে সদাপ্রভুর উপরে পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করে (এর সাথে তুলনা করুন ৩৩:১৬-১৭) – যদিও শত্রু দল হয়তো আরও অত্যন্ত শক্তিশালী বাহিনী হিসেবে অবতীর্ণ হতে পারে। রাজা দায়ূদের এ ধরনের আত্মবিশ্বাসের আরও নিদর্শন দেখা যায়, বিশেষ করে যখন তিনি গলিয়াৎ বীরের মুখোমুখি হয়েছিলেন (১ শমূয়েল ১৭:৪৫-৪৭)।
২০:৯ রাজাকে জয় দান কর: রাজার সৈন্যবাহিনীর সমাপনী প্রার্থনা। যেদিন ডাকি, আমাদের উত্তর দাও। ১ পদের নোট দেখুন। গীতটি যেভাবে শুরু হয়েছিল সেভাবেই শেষ করা হল।

উপসংহার: পার্থিব রাজার বিজয়ের জন্য প্রার্থনা করা হল, মশীহের পরিত্রাণের মহান বিজয়ের একটি ভবিষ্যতের ছবি। পোড়ানো-উৎসর্গ হল মশীহের মৃত্যুর একটি ছবি। মশীহের মহিমাপূর্ণ পরিত্রাণ আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের চরম মুহূর্ত হল বিপদের দিনে ঈশ্বরভক্তদের কান্না।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. যুদ্ধের আগে এই প্রার্থনাটি করা হয়েছিল। আপনি কি আসন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে এই রকম একটি প্রার্থনা করতে পারেন?

গীত ২১

বিজয়ের জন্য ধন্যবাদ প্রদান

ভূমিকা: রাজাকে বিজয়ী করার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রশংসা ও মহিমা সূচক প্রার্থনা এই গীতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এ কারণে এই গীতটি ২০ অধ্যায়ের সাথে সংযুক্ত। তবে দুটো দিনই একই ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত কি না তা অজানা। এখানে রাজার প্রশংসা গীতের পর লোকদের প্রশংসা গীত সন্নিবেশিত হয়েছে (১ পদ দেখুন)। অন্য দিকে ২০ অধ্যায়েও

রাজার প্রার্থনার পর লোকদের প্রার্থনা সন্নিবেশিত হয়েছে। এই কাঠামোতে গীতটিকে ১ ও ১৩ পদের মধ্যে কাঠামোবদ্ধ করা যায় (দুটো পদেই রয়েছে "হে সদাপ্রভু, তোমার বলে" কথাটি)।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। দায়ূদের সঙ্গীত।

গীত ২১ : ক্রশরেফারেন্স

[২১:১] ১শমূ ২:১০
[২১:১] ২শমূ ২২:৫১
[২১:২] গীত ২০:৪
[২১:৩] ২শমূ ১২:৩০; প্রকা ১৪:১৪
[২১:৩] সখ ৬:১১
[২১:৪] গীত ১০:১৬; ৪৫:১৭; ৪৮:১৪; ১৩৩:৩
[২১:৫] পদ ১; গীত ১৮:৫০; ৪৪:৪
[২১:৫] গীত ৮:৫; ৪৫:৩; ৯৩:১; ৯৬:৬; ১০৪:১
[২১:৬] গীত ৪৩:৪; ১২৬:৩
[২১:৬] ১বংশা ১৭:২৭
[২১:৭] রাজা ১৮:৫
[২১:৭] গীত ৬:৪
[২১:৭] আদি ১৪:১৮
[২১:৭] গীত ১৫:৫; ৫৫:২২
[২১:৮] যিশা ১০:১০
[২১:৯] দ্বি.বি. ৩২:২২; গীত ৫০:৩; যিরি ১৫:১৪
[২১:১০] দ্বি.বি. ২৮:১৮
[২১:১১] গীত ২:১
[২১:১১] ইয়োব ১০:৩; গীত ১০:২; ২৬:১০; ৩৭:৭
[২১:১২] যাত্রা ২৩:২৭
[২১:১৩] গীত ১৮:৪৬
[২১:১৩] গীত ১৮:১

১ হে সদাপ্রভু, তোমার বলে রাজা আনন্দ করেন,
তিনি তোমার সাহায্য লাভে কতই উল্লসিত হন।
২ তুমি তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছ,
তাঁর ওষ্ঠের প্রার্থনা অস্বীকার কর নি। [সেলা]
৩ কেননা তুমি মঙ্গলের বিবিধ বর সহ তাঁর সম্মুখবর্তী হয়েছ,
তুমি তাঁর মাথায় সোনার মুকুট দিয়েছ।
৪ তিনি তোমার কাছে জীবন প্রার্থনা করেছিলেন,
তুমি তাঁকে অনন্তকাল স্থায়ী দীর্ঘ পরমায়ু দিয়েছ।
৫ তোমার সাহায্য লাভে তিনি মহাগৌরবান্বিত;
তুমি তাঁর উপরে গৌরব ও মহিমা রেখেছ।
৬ তুমি তাঁকে চিরস্থায়ী আশীর্বাদযুক্ত করেছ,
তোমার উপস্থিতির আনন্দে তাঁকে আনন্দিত করেছ।
৭ কারণ রাজা সদাপ্রভুর উপর নির্ভর করেন,
সর্বশক্তিমানের অটল প্রেমে তিনি বিচলিত হবেন না।
৮ তোমার হাত তোমার সমস্ত শত্রুকে ধরবে;
তোমার ডান হাত তোমার বিদ্বেষীদেরকে ধরবে।
৯ তুমি তোমার ক্রোধের সময়ে তাদেরকে
প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডস্বরূপ করবে;
সদাপ্রভু ক্রোধে তাদেরকে গ্রাস করবেন,
আগুন তাদেরকে পুড়িয়ে ফেলবে।
১০ তুমি উচ্ছিন্ন করবে পৃথিবী থেকে তাদের ফল,
মানবজাতির মধ্য থেকে তাদের বংশ।
১১ কেননা তারা তোমার বিরুদ্ধে কুসঙ্কল্প করলো;
তারা কুমন্ত্রণা করলো, তা সিদ্ধ করতে পারে না।
১২ কেননা তুমি তাদেরকে ফিরিয়ে দেবে,
তুমি তাদের মুখ তোমার ধনুকে লক্ষ্যবস্তু করবে।
১৩ হে সদাপ্রভু, নিজের বলে উন্নত হও;
আমরা তোমার পরাক্রমের গান গাইব ও প্রশংসা করবো।

গীত ২১ এর নোটসমূহ

শিরোনাম: প্রধান বাদ্যকরের জন্য: গীত ৪ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

২১:২-৬: রাজার প্রতি ঈশ্বরের বহু অনুগ্রহের জন্য লোকেরা আনন্দ উল্লাস করছে: "তুমি তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছ" (পদ ২)। ২ পদে মূল বিষয়টি ঘোষিত হয়েছে; ৩-৫ পদে এই বিষয়বস্তুটিকে প্রসারিত করা হয়েছে; ৬ পদে বিষয়টির সারাংশ টানা হয়েছে।

২১:২ মনোবাঞ্ছা: ৪:৭ পদের নোট দেখুন এবং ৩:২ পদের নোট দেখুন।

২১:৩ তাঁর সম্মুখবর্তী হয়েছ: যুদ্ধে জয় লাভ করার পর রাজাকে অভিনন্দন জানাবার জন্য। তুমি তাঁর মাথায় সোনার মুকুট দিয়েছ। রাজার মাথা থেকে যুদ্ধের শিরোস্ত্রাণ খুলে নিয়ে সেখানে রাজকীয়তার প্রতীক হিসেবে সোনার মুকুট পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত এই মুকুট ছিল বিজিত রাজমুকুট, যা ছিনিয়ে আনা হয়েছে (২ শমূয়েল ১২:৩০ পদ দেখুন)।

২১:৪: রাজার জীবন রক্ষার প্রার্থনা মঞ্জুর করা হয়েছে। তিনি অনন্তকাল স্থায়ী আয়ু পেয়েছেন (১ রাজা ১:৩১; দানি ২:৪; ৩:৯; এর সাথে দেখুন ১ শমূ ১০:২৪; ১ রাজা ১:২৫, ৩৪, ৩৯)।

২১:৫ তিনি মহাগৌরবান্বিত ... গৌরব ও মহিমা: ৪৫:৩ পদ দেখুন; তাঁর স্বর্গীয় সদাপ্রভুর যেমন গৌরব রয়েছে (৯৬:৩ পদ দেখুন)।

২১:৬ চিরস্থায়ী দোয়া: হতে পারে এখানে বোঝানো হয়েছে (১) এমন আশীর্বাদ যার মূল্য পরিমাপ করা যায় না, অথবা (২) এমন আশীর্বাদ যা চিরকাল প্রবাহিত হতে থাকবে। **তোমার উপস্থিতি**। অর্থাৎ ঈশ্বরের অনুগ্রহ, যা মানুষের সর্বোচ্চ আনন্দ ও সুখের কারণ। এই মহা অনুগ্রহের মধ্য দিয়েই মানুষ অন্য সকল দয়া ও আশীর্বাদ লাভ করে।

২১:৭: আনুষ্ঠানিক প্রার্থনার একটি বিশেষ অংশ, যা একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি পাঠ করেন (সম্ভবত কোন পুরোহিত বা লেবীয়)। তিনি সদাপ্রভুর উপরে রাজার আস্থা ও নির্ভরতার কথা ঘোষণা করছেন এবং এই নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাবোধের কারণ তিনি ব্যাখ্যা করছেন। **সদাপ্রভু ... সর্বশক্তিমান:** অর্থাৎ সর্বশক্তিমান সদাপ্রভু ঈশ্বর (৭:১৭ দেখুন; সেই সাথে ৩:৭ পদের নোটও দেখুন)। **অটল ভালবাসা:** ৬:৪ পদের নোট দেখুন। আদি ১৪:১৯ পদের নোট দেখুন। **বিচলিত:** ১০:৬ পদের নোট দেখুন।

২১:৮-১২: লোকেরা তাদের বিজয়ী রাজার ভবিষ্যৎ বিজয় লাভের জন্য উল্লাস প্রকাশ করছে। ৮ পদে মূল বিষয়টি ঘোষিত হয়েছে; ৯-১১ পদে এই বিষয়বস্তুটিকে প্রসারিত করা হয়েছে; ১২ পদে বিষয়টির সারাংশ টানা হয়েছে।

২১:৯ সদাপ্রভু ক্রোধে: রাজা বিজয় লাভের কৃতিত্ব হিসেবে সদাপ্রভুর ক্রোধকে প্রশংসিত করা হয়েছে (২:৫ পদের নোট দেখুন)।

২১:১০: রাজার শত্রুরা রাজ্যের লোকদের এমন একজন বংশধরও থাকবে না যারা তাঁর বিরুদ্ধে আবার উঠে দাঁড়াতে পারবে।

২১:১২ তোমার ধনুকে লক্ষ্যবস্তু করবে: আদি ৯:১৩ পদ দেখুন।

২১:১৩: উপসংহার – এবং আবারও শুরুতে ফিরে যাওয়া: "হে সদাপ্রভু, নিজের বলে উন্নত হও" কারণ "তোমার বলে রাজা আনন্দ করেন" (পদ ১; এর সাথে ৭ পদও দেখুন, "নির্ভর করেন"), এবং "আমরা তোমার পরাক্রমের গান গাইব"।

উপসংহার: রাজা হিসেবে মশীহের মহিমা আগে থেকেই দেখা। শত্রুদের উপর মশীহের বিজয় আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করা হয়েছে। ১৩ পদে দেখা যায় উদ্ধারপ্রাপ্ত ইস্রায়েল-

সন্তানদের প্রশংসার গীত।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্নঃ

১. যে প্রার্থনার উত্তর আপনি পান তাতে আপনি কিভাবে সাড়া দিয়ে থাকেন?
২. দায়ূদ এবং তাঁর লোকেরা ধন্যবাদ সহকারে সাড়া দিয়েছিলেন। প্রার্থনার উত্তর পাবার পর আপনি কিভাবে ঈশ্বরের ধন্যবাদ দেবেন?
৩. ঈশ্বর অতীতে আপনার প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন তাই ভবিষ্যতের জন্য আপনি কিভাবে ঈশ্বরের প্রতি আশা রাখবেন?

গীত ২২

খ্রীষ্টের দুঃখভোগ এবং ভবিষ্যতে তাঁর মহিমা

ভূমিকাঃ এই অধ্যায়টি হচ্ছে দায়ূদের যন্ত্রণাকাতর প্রার্থনা। এখানে তিনি হচ্ছে একজন ধার্মিক কষ্টভোগকারী, যিনি বার বার তাঁর শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছেন এবং নির্যাতিত হচ্ছেন, কিন্তু তবুও সদাপ্রভু এখনো তাঁকে উদ্ধার করছেন না। গীত ১৫-২৪ অধ্যায়ের এই বিশেষ অংশটিতে এই গীতটি ১৭ অধ্যায়ের সম্পূরক হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। এই প্রার্থনাটি অনেকাংশে গীত ৬৯ অধ্যায়ের প্রার্থনাটির সদৃশ, কিন্তু এখানে সান্ত্বনাসূচক কোন কথা নেই (৫:১০ পদের নোট দেখুন) যেমনটা ৬৯:২২-২৮ পদে পাওয়া যায়। যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশারোপণের যন্ত্রণার প্রতিফলন আর কোন গীতে এতটা চমৎকারভাবে ফুটে ওঠে নি। এ কারণে ক্রুশের উপরেও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এই গীত থেকে উদ্ধৃতি টেনেছেন (মথি ২৭:৪৬ এবং অন্যান্য পুস্তকে এই একই ঘটনার বিবরণ দেখুন)। সুসমাচার রচয়িতা মথি ও যোহন প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দুঃখভোগের বর্ণনায় (মথি ২৭:৩৫, ৩৯, ৪৩; যোহন ১৯:২৩-২৪, ২৮) বার বার এই অধ্যায় থেকে মূলভাব নিয়েছেন (যেমনটা দেখা যায় ৬৯:২২-২৮ পদে)। তাঁরা যীশু খ্রীষ্টের দুঃখভোগের মাঝে এই অধ্যায়ে দায়ূদের আর্তনাদের পরিপূর্ণতা দেখেছেন। ইব্রীয় পুস্তকের লেখক সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ২২ পদের উক্তিগুলো যীশু খ্রীষ্টের ঠোঁট দিয়ে উচ্চারণ করিয়েছেন (ইব্রীয় ২:১২ পদের নোট দেখুন)। আর কোন গীত নতুন নিয়মে এতবার উদ্ধৃত করা হয় নি।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, প্রভাতের হরিণী। দায়ূদের সঙ্গীত।

গীত ২২ : ক্রশরেফারেন্স

১ ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার,
তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করেছ?
আমাকে রক্ষা না করে ও আমার
আর্তনাদের উক্তি না শুনে কেন দূরে থাক?
২ হে আমার ঈশ্বর, আমি দিনে আহ্বান করি,

[২২:১] ইয়োব ৬:১৫; গীত ৯:১০; মথি ২৭:৪৬; মার্ক ১৫:৩৪
[২২:১] গীত ১০:১
[২২:১] ইয়োব ৩:২৪
[২২:২] ইয়োব ১৯:৭
[২২:২] গীত ৪২:৩; ৮৮:১

কিন্তু তুমি উত্তর দাও না;
রাতেও ডাকি, আমার বিশ্রাম হয় না।
৩ কিন্তু তুমিই পবিত্র,
ইস্রায়েলের সমস্ত প্রশংসা তোমার সিংহাসন।
৪ আমাদের পূর্বপুরুষেরা তোমাতেই বিশ্বাস করতেন;
তাঁরা বিশ্বাস করতেন,
আর তুমি তাঁদেরকে উদ্ধার করতে।
৫ তাঁরা তোমার কাছে কান্নাকাটি করতেন আর রক্ষা পেতেন,
তোমার উপর বিশ্বাস করে লজ্জিত হতেন না।
৬ কিন্তু আমি কীট, মানুষ নই,
মানুষের নিন্দাস্পদ, লোকদের অবজ্ঞাত।
৭ যারা আমাকে দেখে, সকলে আমাকে ঠাট্টা করে,
তারা মুখ ভেংগায় আর মাথা নেড়ে বলে,
৮ সদাপ্রভুর উপরে নির্ভর কর;
তিনি ওকে উদ্ধার করুন;
ওকে রক্ষা করুন, কেননা তিনি ওতে প্রীত।
৯ তুমিই তো মাতৃগর্ভ থেকে আমাকে বাইরে আনলে;
যখন আমার মাতার স্তন পান করি,
তখন তুমি আমার বিশ্বাস জন্মালে।
১০ গর্ভ থেকে আমি তোমার হাতে নিক্ষিপ্ত;
আমার মাতৃজঠর থেকে তুমিই আমার ঈশ্বর।
১১ আমা থেকে দূরে থেকো না,
সঙ্কট আসন্ন, সাহায্যকারী কেউ নেই।
১২ অনেক ষাঁড় আমাকে বেষ্টন করেছে,
বাশনের বলবান বলদেরা আমাকে ঘিরে ধরেছে।
১৩ তারা আমার প্রতি মুখ খুলে হা করে,
বিদীর্ণকারী সিংহ যেন গর্জন করছে।
১৪ আমাকে জলের মত সেচন করা হচ্ছে,
আমার সমস্ত অস্থি সন্ধিচ্যুত হয়েছে,
আমার হৃদয় মোমের মত হয়েছে,
তা অন্ত্রগুলোর মধ্যে গলে গলে পড়ছে।
১৫ আমার বল খোলার মত শুকিয়ে যাচ্ছে,
আমার জিহ্বা তালুতে লেগে যাচ্ছে,
তুমি আমাকে মৃত্যুর ধূলিতে রেখেছ।
১৬ কেননা কুকুরেরা আমাকে ঘিরে ধরেছে,
দুর্বৃত্তদের মণ্ডলী আমাকে বেষ্টন করেছে;

[২২:৩] রাজা ১৯:২২; গীত ৭১:২২; মার্ক ১:২৪
[২২:৩] যাত্রা ১৫:২; গীত ১৪৮:১৪
[২২:৪] গীত ৭৮:৫৩; ১০৭:৬
[২২:৫] ১বংশা ৫:২০
[২২:৫] যিশা ৮:১৭; ২৫:৯; ২৬:৩; ৩০:১৮
[২২:৫] ২বংশা ১৩:১৮; গীত ২৫:৩; ৩১:১৭; ৭১:১; যিশা ৪৯:২৩; রোমীয় ৯:৩৩
[২২:৬] ইয়োব ৪:১৯
[২২:৬] ২শমূ ১২:১৪; গীত ৩১:১১; ৬৪:৮; ৬৯:১৯; ১০৯:২৫
[২২:৬] গীত ১১৯:১৪১; যিশা ৪৯:৭; ৫৩:৩; ৬০:১৪; মালা ২:৯; মথি ১৬:২১
[২২:৭] ইয়োব ১৭:২; গীত ৩৫:১৬; ৬৯:১২; ৭৪:১৮; মথি ২৭:৪১; মার্ক ১৫:৩১; লূক ২৩:৩৬
[২২:৭] মথি ২৭:৩৯, ৪৪; মার্ক ১৫:৩২; লূক ২৩:৩৯
[২২:৭] মার্ক ১৫:২৯
[২২:৮] গীত ৯১:১৪
[২২:৮] গীত ৩:২
[২২:৮] ২শমূ ২২:২০; মথি ৩:১৭; ২৭:৪৩
[২২:৯] ইয়োব ১০:১৮; গীত ৭১:৬
[২২:৯] গীত ৭৮:৭; নহূম ১:৭
[২২:১০] গীত ৭১:৬; যিশা ৪৬:৩; ৪৯:১
[২২:১১] পদ ১৯; গীত ১০:১
[২২:১১] গীত ১০:১৪
[২২:১১] রাজা ১৪:২৬; যিশা ৪১:২৮
[২২:১২] গীত ৬৮:৩০
[২২:১২] গীত ১৭:৯; ২৭:৬; ৪৯:৫; ১০৯:৩; ১৪০:৯
[২২:১২] দ্বি.বি. ৩২:১৪; যিশা ২:১৩; যিহি ২৭:৬; ৩৯:১৮; আমোষ ৪:১
[২২:১৩] পদ ২১; যিহি ২২:২৫; সফ ৩:৩
[২২:১৩] আদি ৪৯:৯
[২২:১৩] বিলাপ ৩:৪৬
[২২:১৪] গীত ৬:২
[২২:১৪] ইয়োব ২৩:১৬; গীত ৬৮:২; ৯৭:৫; মীখা ১:৪
[২২:১৪] যিহো ৭:৫; গীত ১০৭:২৬; দানি ৫:৬
[২২:১৫] যিশা ৪৫:৯
[২২:১৫] গীত ১৩৭:৬; বিলাপ ৪:৪; যিহি ৩:২৬; যোহন ১৯:২৮
[২২:১৫] ইয়োব ৭:২১; গীত ১০৪:২৯
[২২:১৬] ফিলি ৩:২
[২২:১৬] যিশা ৫১:৯; ৫৩:৫; সখ ১২:১০; যোহন ২০:২৫

তারা আমার হস্তপদ বিদ্ধ করেছে।
১৭ আমি আমার সমস্ত অস্থি গণনা করতে পারি;
ওরা আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে, চেয়ে থাকে।
১৮ তারা নিজেদের মধ্যে আমার কাপড়-চোপড় ভাগ করে,
আমার কাপড়ের জন্য গুলিবাঁট করে।
১৯ কিন্তু হে সদাপ্রভু, তুমি দূরে থেকো না;
হে আমার সহায়, আমার সাহায্য করতে
তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসো।
২০ খড়্গ থেকে আমার প্রাণ উদ্ধার কর,
আমার একমাত্র আত্মা কুকুরের হাত থেকে উদ্ধার কর।
২১ নিস্তার কর আমাকে সিংহের মুখ থেকে,
আর বন্য ষাঁড়ের শিং থেকে–
তুমি আমাকে উত্তর দিয়েছ।
২২ আমি আমার ভাইদের কাছে তোমার নাম প্রচার করবো;
সমাজের মধ্যে তোমার নামের প্রশংসা করবো।
২৩ সদাপ্রভুর ভয়কারীগণ! তাঁর প্রশংসা কর;
যাকোবের সমস্ত বংশ! তাঁকে সম্মান কর;
তাঁকে ভয় কর, ইস্রায়েলের সমস্ত বংশ!
২৪ কেননা তিনি দুঃখীর দুঃখ উপেক্ষা বা ঘৃণা করেন নি;
তিনি তা থেকে তাঁর মুখও লুকানো নি;
বরং আমি তাঁর কাছে কান্না করলে তিনি শুনলেন।
২৫ মহাসমাজে তোমা থেকে আমার প্রশংসা জন্মে,
যারা তাঁকে ভক্তিপূর্ণ ভয় করে,
তাদের সাক্ষাতে আমি আমার সমস্ত মানত পূর্ণ করবো।
২৬ নম্র লোকেরা ভোজন করে তৃপ্ত হবে,
যারা সদাপ্রভুর খোঁজ করে তারা তাঁর প্রশংসা করবে;
তোমাদের অন্তঃকরণ চিরজীবী হোক।
২৭ পৃথিবীর প্রান্তস্থিত সকলে স্মরণ করে
সদাপ্রভুর প্রতি ফিরবে;
জাতিদের সমস্ত গোষ্ঠী তোমার সম্মুখে প্রণিপাত করবে।
২৮ কেননা রাজত্ব সদাপ্রভুরই;
তিনিই জাতিদের উপরে শাসনকর্তা।
২৯ পৃথিবীর সকল ধনবান লোকেরা ভোজন করে
প্রণিপাত করবে;
যারা ধূলিতে নামতে উদ্যত,
তারা সকলে তাঁর সাক্ষাতে জানু পাতবে,
যে নিজের প্রাণ বাঁচাতে অসমর্থ, সেও পাতবে।

[২২:১৭] লূক ২৩:৩৫
[২২:১৭] গীত ২৫:২; ৩০:১; ৩৫:১৯; ৩৮:১৬; বিলাপ ২:১৭; মীখা ৭:৮
[২২:১৮] লেবী ১৬:৮; মথি ২৭:৩৫; মার্ক ১৫:২৪; লূক ২৩:৩৪; যোহন ১৯:২৪
[২২:১৮] মার্ক ৯:১২
[২২:১৯] পদ ১১
[২২:১৯] গীত ১৮:১
[২২:১৯] গীত ৩৮:২২; ৭০:৫; ১৪১:১
[২২:১৯] গীত ৪০:১৩
[২২:২০] ইয়োব ৫:২০; গীত ৩৭:১৪
[২২:২০] গীত ৩৫:১৭
[২২:২০] ফিলি ৩:২
[২২:২১] পদ ১৩; ইয়োব ৪:১০
[২২:২১] পদ ১২; গণনা ২৩:২২
[২২:২২] গীত ২৬:১২; ৪০:৯, ১০; ৬৮:২৬
[২২:২২] গীত ৩৫:১৮; ইব ২:১২
[২২:২৩] গীত ৩৩:২; ৬৬:৮; ৮৬:১২; ১০৩:১; ১০৬:১; ১১৩:১; ১১৭:১; ১৩৫:১৯
[২২:২৩] গীত ৫০:১৫; যিশা ২৪:১৫; ২৫:৩; ৪৯:২৩; ৬০:৯; যিরি ৩:১৭
[২২:২৩] দ্বি.বি. ১৪:২৩; গীত ৩৩:৮
[২২:২৪] গীত ১০২:১৭
[২২:২৪] গীত ৯:১২
[২২:২৪] গীত ১৩:১; ২৭:৯; ৬৯:১৭; ১০২:২; ১৪৩:৭
[২২:২৪] ইয়োব ২৪:১২; ৩৬:৫; ইব ৫:৭
[২২:২৫] গীত ২৬:১২; ৩৫:১৮; ৪০:৯; ৮২:১
[২২:২৫] গণনা ৩০:২
[২২:২৬] গীত ১০৭:৯
[২২:২৬] গীত ৪০:১৬
[২২:২৭] গীত ২:৮
[২২:২৭] গীত ৮৬:৯; ১০২:২২; দানি ৭:২৭; মীখা ৪:১
[২২:২৮] গীত ৪৭:৭-৮; সখ ১৪:৯
[২২:২৯] গীত ৪৫:১২
[২২:২৯] গীত ৯৫:৬; ৯৬:৯; ৯৯:৫; যিশা ২৭:১৩; ৪৯:৭; ৬৬:২৩; সখ ১৪:১৬
[২২:২৯] যিশা ২৬:১৯
[২২:২৯] গীত ৮৯:৪৮

৩০ ভবিষ্যত বংশধরেরা তাঁর সেবা করবে,
প্রভুর সম্বন্ধে ভাবী বংশকে বলা যাবে।
৩১ তারা আসবে, তাঁর ধর্মশীলতা জানাবে,
ভবিষ্যত প্রজন্মের লোকদের বলবে,
তিনি কার্যসাধন করেছেন।

[২২:৩০] যিশা ৫৩:১০; ৫৪:৩; ৬১:৯; ৬৬:২২
[২২:৩০] গীত ১০২:১৮
[২২:৩১] গীত ৫:৮; ৪০:৯
[২২:৩১] গীত ৭১:১৮; ৭৮:৬; ১০২:১৮
[২২:৩১] লূক ১৮:৩১; ২৪:৪৪

গীত ২২ এর নোটসমূহ

শিরোনাম: গীত ৪, ৯ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

২২:১ কেন ... ? কেন ... ?: ৬:৩ পদের নোট দেখুন।

২২:১: এই অংশটি প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সরাসরি উদ্ধৃতি হিসেবে উক্তি করেছেন (মথি ২৭:৪৬; মার্ক ১৫:৩৪ পদের নোট দেখুন)।

২২:২ আমি দিনে আহ্বান করি ... তুমি উত্তর দাও না: ১১৮:৫ পদের নোট দেখুন।

২২:৩-৫: ঈশ্বর ইস্রায়েলের জন্য যা করেছেন তার পুনরুল্লেখ করা হয়েছে এই অংশে (৯-১০ পদের নোট দেখুন)।

২২:৩ ইস্রায়েলের সমস্ত প্রশংসা তোমার সিংহাসন: ৯:১১ পদের নোট দেখুন। **তুমিই পবিত্র:** লেবীয় ১১:৪৪ পদের নোট দেখুন। **ইস্রায়েলের সমস্ত প্রশংসা:** ইস্রায়েল জাতি কেবল এই এক ঈশ্বররই প্রশংসা করবে, কারণ তিনিই তাদেরকে রক্ষা করেছেন (১৪৮:১৪; দ্বিতীয় বিবরণ ১০:২১; যিরমিয় ১৭:১৪ পদ দেখুন)।

২২:৬ আমি কীট, মানুষ নই: ইয়োব ২৫:৬; যিশাইয় ৪১:১৪; ৫২:১৪ পদ দেখুন।

২২:৭ তারা মুখ ভেংগায় আর মাথা নেড়ে বলে: মথি ২৭:৩৯; মার্ক ১৫:২৯ পদ দেখুন; এর সাথে ৫:৯ পদের নোটও দেখুন।

২২:৮: এই পদের অংশ বিশেষ মথি ২৭:৪৩ পদে উদ্ধৃত হয়েছে; ৩:২ পদের নোট দেখুন।

২২:৯-১০: ঈশ্বর দায়ূদের জন্য যা কিছু করেছেন তার স্বীকারোক্তিমুলক বক্তব্য (৩-৫ পদের নোট দেখুন)।

২২:১২-১৮: গীত রচয়িতার সবচেয়ে গভীর দুর্দশার বিবরণ। ১২-১৩ এবং ১৬-১৮ পদে তিনি চারটি প্রতীকের মধ্য দিয়ে তাঁর শত্রুদের আক্রমণকে রূপায়িত করেছেন; ১৪-১৫ পদে তিনি তাদের সহিংস আক্রমণের কারণে তাঁর শক্তিহীনতার কথা ব্যক্ত করেছেন।

২২:১২-১৩, ১৬ ষাঁড় ... সিংহ ... কুকুর: শত্রুদের বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত প্রতীকী চিহ্ন (৭:২ পদের নোট দেখুন)।

২২:১২ বাশন: বাশন অঞ্চলটি উৎকৃষ্ট মানের গবাদি পশুর জন্য বিখ্যাত ছিল। এই স্থানের পশুগুলো আকৃতি অনেক বড় হত এবং শক্তিমত্তাও অনেক বেশি ছিল (দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:১৪; নহিমিয় ৩৯:১৮ পদের নোট দেখুন; আমোস ৪:১)।

২২:১৪ অস্থি ... হৃদয়: ১০২:৪ পদের নোট দেখুন। **অন্ত্র:** ৪:৭ পদের নোট দেখুন।

২২:১৫: যোহন ১৯:২৮ পদের নোট দেখুন। **মৃত্যুর ধূলি:** পদ ২৯ দেখুন; সেই সাথে ইয়োব ৭:২১ পদের নোট দেখুন।

২২:১৬ আমার হস্তপদ বিদ্ধ করেছে: তিনি তাদের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা

করলেও "কুকুরেরা" তাঁকে আঘাত করে ক্ষত বিক্ষত করেছে। ২০ পদ দেখুন; ২০-২১ পদের নোট দেখুন; যিশাইয় ৫৩:৫; সখরিয় ১২:১০; যোহন ১৯:৩৪, ৩৭ পদের নোট দেখুন)।

২২:১৭ আমি আমার সমস্ত অস্থি গণনা করতে পারি: সম্ভবত এই উপমার মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে এমন একজন ব্যক্তিকে যাকে মহাসড়কের ডাকাতেরা বা শত্রু সৈন্যরা আক্রমণ করে এবং তার সমস্ত কাপড়-চোপড় কেড়ে নেয় (পদ ১৮ দেখুন; এর সাথে ২০-২১ পদের নোট দেখুন)।

২২:১৮: এই গীতের ভূমিকা দেখুন; যোহন ১৯:২৩-২৪।

২২:২০-২১: গীতসংহিতার রচয়িতা তাঁর প্রার্থনায় সেই চারটি প্রতীককে উল্টো ক্রমানুসারে আবারও বর্ণনা করছেন, যাদেরকে তিনি ১২-১৩, ১৬-১৮ পদে তাঁর প্রতি আক্রমণকারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন: "খড়্গ," "কুকুর," "সিংহ," "বন্য ষাঁড়"। এখানে "খড়্গ" বলতে ১৬-১৮ পদের পরিস্থিতির কথা বোঝানো হয়েছে। এ কারণে অনেকেই মনে করেন উক্ত অংশে ডাকাত বা শত্রু সৈন্যের আক্রমণের কথা বোঝানো হয়েছে, যদিও "খড়্গ" শব্দটি দিয়ে অনেক সময় প্রতীকী অর্থে ভয়ঙ্কর মৃত্যুকে বোঝানো হয়ে থাকে।

২২:২১ বন্য ষাঁড়: বুৎপত্তিগতভাবে এটি একটি প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী, যা এখন বিলুপ্ত হয়ে গেলেও এর বংশধর হিসেবে বর্তমানে আমরা সাধারণ গৃহপালিত ষাঁড় দেখতে পাই।

২২:২২-৩১: দায়ূদ এখানে সদাপ্রভুর প্রশংসা করার জন্য শপথ করছেন, যখন সদাপ্রভু তাঁকে সাহায্য ও উদ্ধার করবেন (৭:১৭ পদের নোট দেখুন)। এই শপথ সবচেয়ে ভালভাবে এসেছে ২২, ২৫ পদে। ২৩-২৪ পদ ঈশ্বরের প্রশংসা করার প্রতি আহ্বানকে তুলে ধরে, যা গীত রচিয়তার প্রশংসার সাথে সাথে উচ্চারিত হয়েছে (৯:১ পদের নোট দেখুন)। ২৬-৩১ পদ ব্যাখ্যা করে সেই সমস্ত লোকদের কথা যারা দায়ূদের সাথে ঈশ্বরের প্রশংসায় মিলিত হবে। এখানে পৃথিবীর প্রতি জাতি থেকে লোকেরা আসবে এবং তারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে থাকবে। পরিত্রাণ দানকারী কাজের জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা জ্ঞাপনের উদ্দেশে আগত এত বিপুল সংখ্যক মানুষের সমবেত হওয়ার দর্শন সম্বলিত ভবিষ্যদ্বাণী আর অন্য কোন গীতে দেখতে পাওয়া যায় না।

২২:২২: ইব্রীয় ২:১২ পদের নোট দেখুন। **তোমার নাম:** ৫:১১ পদের নোট দেখুন।

২২:২৩ তাঁকে ভয় কর: ২৫ পদ দেখুন; এর সাথে ১৫:৪ পদের নোট দেখুন।

২২:২৫ মহা সমাজ: ১:৫ পদের নোট দেখুন।

২২:২৬ নম্র লোকেরা ভোজন করে তৃপ্ত হবে: যখন তারা প্রশংসা উপাসনা শেষে ধর্মীয় ভোজ অনুষ্ঠানে সহভাগিতায় মিলিত হবে (লেবীয় ৭:১১-২৭ পদের নোট দেখুন)।

২২:২৭ পৃথিবীর প্রান্তস্থিত সকলে: তাদের কাছেও ঈশ্বরের জীবন দানকারী কাজের কথা ঘোষণা করা হবে (১৮:৪৯ পদ দেখুন; ৯:১ পদের নোট দেখুন)। ইস্রায়েলের ঈশ্বর যে তাঁর লোকদের প্রার্থনা শোনেন এবং তাদেরকে উদ্ধার করেন – এই সুসংবাদটি তাদেরকে মূর্তিপূজা থেকে মন ফিরিয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করতে সাহায্য করবে (১ থিষ ১:৯ পদের সাথে তুলনা করুন)।

২২:২৮: ইস্রায়েলের ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ও শাসন সর্বত্র সমান এবং জাতিগণ অবশ্যই এই কথা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে যে, তিনি তাঁর লোকদের জন্য কি কি করতে পারেন (গীত ৪৭

অধ্যায়; আদি ১২:২-৩ পদ দেখুন; দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:২১; রোমীয় ১০:১৯; ১১:১৩-১৪ পদ দেখুন)।

২২:২৯ সকল ধনবান লোকেরা ... যারা ধূলিতে নামতে উদ্যত: যারা সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট এবং যারা মৃত্যুর কাছ থেকে এক পা দূরে রয়েছে, এবং অন্য আর যারা রয়েছে তারা সকলে এই দুই শ্রেণীর মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছে।

ধূলি: ১৫ পদ দেখুন; সেই সাথে ইয়োব ৭:২১ পদের নোট দেখুন।

২২:৩১ ধর্মশীলতা: ৪:১ পদের নোট দেখুন।

উপসংহার: মশীহের দুঃখভোগ এবং ভবিষ্যতে তার মহিমা প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁর দুঃখ ভোগের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে তাঁর ক্রুশে মৃত্যুর পরিষ্কার ছবি ফুটে উঠেছে। এসব কষ্টের পরে তাঁর মহিমা আসবে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. খ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধকরণের কি রকম চিত্র আপনি এই গীতে খুঁজে পেয়েছেন?
২. কিভাবে যীশু খ্রীষ্ট পৃথিবীতে ফিরে আসবেন এবং সেই সত্যটি কিভাবে একজন বিশ্বাসীর জীবনকে আজ প্রভাবিত করে?

গীত ২৩

খ্রীষ্ট মহান রাখাল

ভূমিকা: উত্তম মেষপালক রাজা সদাপ্রভুর উপরে আস্থা ও নির্ভরতার জন্য আনন্দের বহিঃপ্রকাশ। গীত ১৫-২৪ অধ্যায়ের বিশেষ এই অংশটিতে এই অধ্যায় গীত ১৬ অধ্যায়ের সম্পূরক হিসেবে কাজ করছে। দুটো অধ্যায়ই বিষয়বস্তুর দিক থেকে সংযুক্ত (গীত ১৬ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন; সেই সাথে গীত ১৫-২৪ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। এই গীতটি হয়তো কোন বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার পর "সদাপ্রভুর গৃহে" তাঁর প্রশংসা উপাসনার অনুষ্ঠানে গাওয়া হত (পদ ৬), যে সম্পর্কে ২২:২৫-৩১ পদে বিশেষভাবে বলা হয়েছে (৭:১৭ পদের নোট দেখুন)। গীতসংহিতার মৌলিক ধারণাটি ১ পদে ঘোষণা করা হয়েছে। ১-৩ পদে ধারণাটিকে বিকশিত করা হয়েছে। মেষপালক রাজার পরিচর্যার অধীনে গীত রচয়িতার সম্পূর্ণ নিরাপত্তার বিষয়টি এখানে প্রকাশ পেয়েছে। ৪ পদে বিষয়টিকে আরও সম্প্রসারিত করা হয়েছে মহা বিপদ ও দুর্দশার সময় মেষপালকের নিরাপত্তার উপরে গুরুত্ব আরোপ করার মধ্য দিয়ে। ৫ পদে বলা হয়েছে কিভাবে গীত রচয়িতা মেষপালক রাজা ভোজের টেবিলে একজন সম্মানিত অতিথি হিসেবে স্থান পেয়েছেন। ৬ পদে গীত রচয়িতা ভবিষ্যতেও তাঁর এই পূর্ণ আস্থা ও নির্ভরতা বজায় থাকবে বলে ঘোষণা দিচ্ছেন – এখানে মেষপালক রাজা অটল ভালবাসার প্রতি বিশেষ বিশ্বাস ও নির্ভরতা প্রকাশ পেয়েছে। গীতটিকে এর প্রথম ও শেষ পদ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে কাঠামোবদ্ধ করা হয়েছে। দুটো পদেই

"সদাপ্রভু" কথাটি রয়েছে।

দায়ূদের সঙ্গীত।

গীত ২৩ : ক্রশরেফারেন্স

১ সদাপ্রভু আমার পালক, আমার অভাব হবে না।
২ তিনি তৃণভূষিত চরাণিতে আমাকে শয়ন করান,
তিনি শান্ত জলের ধারে ধারে আমাকে চালান।
৩ তিনি আমার প্রাণ ফিরিয়ে আনেন,
তিনি নিজের নামের জন্য আমাকে ধর্মপথে গমন করান।
৪ যখন আমি মৃত্যুচ্ছায়ার উপত্যকা দিয়ে গমন করবো,
তখনও অমঙ্গলের ভয় করবো না,
কেননা তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ,
তোমার পাঁচনী ও তোমার লাঠি আমাকে সান্ত্বনা দেয়।
৫ তুমি আমার শত্রুদের সাক্ষাতে
আমার সম্মুখে টেবিল সাজিয়ে থাক;
তুমি আমার মাথা তেলে সিক্ত করেছ;
আমার পানপাত্র উথলে পড়ছে।
৬ কেবল মঙ্গল ও করুণাই আমার জীবনের
সমস্ত দিন আমার অনুচর হবে,
আর আমি সদাপ্রভুর গৃহে চিরদিন বসতি করবো।

[২৩:১] আদি ৪৮:১৫; গীত ২৮:৯; যোহন ১০:১১
[২৩:১] গীত ৩৪:৯, ১০; ৮৪:১১; ১০৭:৯; ফিলি ৪:১৯
[২৩:২] গীত ৩৬:৮; ৪৬:৪; প্রকা ৭:১৭
[২৩:৩] গীত ১৯:৭
[২৩:৩] গীত ২৫:৯; ৭৩:২৪; যিশা ৪২:১৬
[২৩:৩] গীত ৫:৮
[২৩:৩] গীত ২৫:১১; ৩১:৩; ৭৯:৯; ১০৬:৮; ১০৯:২১; ১৪৩:১১
[২৩:৪] ইয়োব ৩:৫; গীত ১০৭:১৪
[২৩:৪] গীত ৩:৬; ২৭:১
[২৩:৪] গীত ১৬:৮; যিশা ৪৩:২
[২৩:৫] ইয়োব ৩৬:১৬
[২৩:৫] গীত ৪৫:৭; ৯২:১০; লূক ৭:৪৬
[২৩:৫] গীত ১৬:৫
[২৩:৬] যিহি ৯:২৫

গীত ২৩ এর নোটসমূহ

২৩:১ পালক: অর্থাৎ মেষপালক, যে উপাধিটি প্রায়ই মধ্য প্রাচ্যে এবং ইস্রায়েলের রাজাকে বোঝাতে ব্যবহার করা হত (৭৮:৭০-৭২; ২ শমূয়েল ৫:২; যিশাইয় ৪৪:২৮; যিরমিয় ৩:১৫; ২৩:১-৪; মীখা ৫:৪ পদ দেখুন; এর সাথে যিরমিয় ২:৮ পদের নোটও দেখুন)। পবিত্র বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে সদাপ্রভুকে ইস্রায়েলের পালক বলা হয়েছে, দেখুন ২৮:৯; ৭৯:১৩; ৮০:১; ৯৫:৭; ১০০:৩; আদি ৪৮:১৫; যিশাইয় ৪০:১১; যিরমিয় ১৭:১৬; ৩১:১০; ৫০:১৯; নহিমিয় ৩৪:১১-১৬। এখানে রাজা দায়ূদ নিজ মুখে স্বীকার করছেন যে, সদাপ্রভুই তাঁর পালক রাজা। যীশু খ্রীষ্টকেও পবিত্র বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে তাঁর লোকদের পালক বলা হয়েছে, যেমন যোহন ১০:১১, ১৪; ইব্রীয় ১৩:২০; ১ পিতর ৫:৪; প্রকাশিত বাক্য ৭:১৭। **আমার অভাব হবে না:** বরং তিনি তাঁর সারা জীবন সমস্ত "মঙ্গল" উপভোগ করবেন (পদ ৬)।

২৩:২ আমাকে শয়ন করান: পবিত্র শাস্ত্রের বিভিন্ন স্থানে সন্তুষ্ট ও বিশ্রামে রত মেষপালের কথা বলা হয়েছে, যেমন যিশাইয় ১৪:৩০; ১৭:২; যিরমিয় ৩৩:১২; নহিমিয় ৩৪:১৪-১৫; সফনিয় ২:৭; ৩:১৩। **তৃণভূষিত চরাণি:** রূপক অর্থে যা কিছু জীবনকে পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ করে তার কথা বলা হয়েছে (যিহিষ্কেল ৩৪:১৪; যোহন ১০:৯ পদ দেখুন)। **আমাকে চালান:** একজন মেষপালকের মত (যিশা ৪০:১১ পদ দেখুন)। **শান্ত জল:** আক্ষরিক অর্থে

"বিশ্রাম স্থানে যে জলাশয় থাকে," অর্থাৎ শান্ত স্রোতবিহীন জল, যা মানুষের তেষ্টা মেটায় ও পরিতৃপ্তি দান করে (যিশা ৪৯:১০ পদ দেখুন)।

২৩:৩ তিনি আমার প্রাণ ফিরিয়ে আনেন: অর্থাৎ পুনরুজ্জীবিত করেন। (১৯:৭; রূত ৪:১৫; হিতোপদেশ ২৫:১৩; বিলাপ ১:১৬ পদ দেখুন)। **আমাকে ধর্মপথে গমন করান।** একজন মেষপালক যেভাবে তাঁর মেষপালকে সঠিক পথ দিয়ে নিয়ে যান (৭৭:২০; ৭৮:৭২ পদ দেখুন), যে পথে কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে না। একই ভাবে দায়ূদের পালক তাঁকে চালনা করেছেন যেন তিনি সুরক্ষিত থাকেন ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেন। এখানে ধর্মপথ শব্দটি সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন হিতোপদেশ ৮:১৮ ("ঐশ্বর্য ও সম্মান"); ২১:২১ ("ঐশ্বর্য ও সম্মান"); যিশাইয় ৪৮:১৮; এর সাথে হিতোপদেশ ৮:২০-২১ পদও দেখুন। সম্ভবত ধর্মপথ শব্দটির দ্বৈত অর্থ থাকতে পারে, যার মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে গীত রচয়িতা ঈশ্বরের নির্দেশ অনুসারে নৈতিকতার জীবন-যাপন করেন (হিতোপদেশ ৪:১১ পদের নোট দেখুন)।

নিজের নামের জন্য: সদাপ্রভুর দাস যখন দয়াপ্রাপ্ত হন তখন স্বয়ং সদাপ্রভুর নামের গৌরব ও মহিমা সাধিত হয় (১ রাজাবলি ৮:৪১-৪২; যিশাইয় ৪৮:৯; যিরমিয় ১৪:২১; যিহিষ্কেল ২০:৯, ১৪, ২২)।

২৩:৪ মৃত্যুচ্ছায়ার উপত্যকা। সবচেয়ে কঠিন দুঃসময় বোঝাতে রূপকার্থে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে (১০৭:১০ পদের নোট দেখুন)। আমার সঙ্গে সঙ্গে ১৬:৮ পদের নোট দেখুন; এছাড়া দ্বিতীয় বিবরণ ৩১:৬,৮; মথি ২৮:২০ পদ দেখুন। **পাঁচনী।** কর্তৃত্ব নির্দেশ করে এমন একটি উপকরণ বা হাতিয়ার (যার ব্যবহার দেখা যায় ২:৯; ৪৫:৬; যাত্রা ২১:২০; ২ শমূয়েল ৭:১৪; ইয়োব ৯:৩৪ পদে)। এছাড়া মেষপালকেরা তাদের মেষদের গুণতে, পরিচালনা দান করতে, উদ্ধার করতে এবং রক্ষা করতে পাঁচনী বা লাঠি জাতীয় এই হাতিয়ার ব্যবহার করত (লেবীয় ২৭:৩২; নহিমিয় ২০: ৩৭)।

লাঠি। ভর দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার উপকরণ (যা দেখা যায় যাত্রা ২১:১৯; বিচারকর্তৃগণ ৬:২১; ২ রাজাবলি ৪:২৯; সখরিয় ৮:৪ পদে)। **আমাকে সান্ত্বনা দেয়:** অর্থাৎ আমাকে সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেয় (যা দেখা যায় ৭১:২১; ৮৬:১৭; রূত ২:১৩; যিশাইয় ১২:১; ৪০:১; ৪৯:১৩ পদে)।

২৩:৫ স্বর্গীয় পালক রাজা দায়ূদকে তাঁর টেবিলে বিশেষ অতিথি হিসেবে স্থান দেবেন এবং তাঁর নিজ সুরক্ষার অধীনে রাখবেন। প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যে অনেক সময় চুক্তি স্থাপনের শেষে সহভাগিতামূলক ভোজের আয়োজনের মধ্য দিয়ে বন্ধুত্ব স্থাপনের নিদর্শন প্রকাশ করা হত (৪১:৯; আদি ৩১:৫৪; ওবদিয় ৭ অধ্যায়)। সাধারণত এ ধরনের বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ ভোজ অনুষ্ঠানে অপর পক্ষকে প্রধান অতিথি হিসেবে আসন দান করা হত (যাত্রা ২৪:৮-১২ পদ দেখুন)। **আমার মাথা তেলে সিক্ত করেছ:** সাধারণত ভোজের প্রধান অতিথিকে ভোজ শুরু করার আগে মাথায় তেল দিয়ে অভিষেক করার মধ্য দিয়ে স্বাগত জানানো হত (লূক ৭:৪৬ পদ দেখুন; এছাড়া ২ শমূয়েল ১২:২০; উপদেশক ৯:৮; দানি ১০:৩ পদ দেখুন)। **পানপাত্র:** প্রভুর ভোজের পানপাত্র (১৬:৫ পদের নোট দেখুন)।

২৩:৬ মঙ্গল ও করুণা। দুটোই ঈশ্বরের সাধিত চুক্তির আশীর্বাদ বর্ণনা করে (৬:৪ পদের নোট দেখুন)। এখানে দুটোকেই ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে (২৫:২১; ৪৩:৩; ৭৯:৮; ৮৯:১৪

পদ দেখুন)। **অনুচরঃ** আক্ষরিক অর্থে বোঝানো হয়েছে অনুসরণ করা – সাধারণত শত্রুদের গুপ্তচর অর্থে এ কথাটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে দায়ূদকে শত্রুরা অনুসরণ করবে না (১ শমূয়েল ২৩:২৫; ২৪:১৪; ২৬:১৮, ২০), বরং পালক রাজার মঙ্গলময়তা এবং অটল ভালবাসাই সব সময় তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। **আমি সদাপ্রভুর গৃহে চিরদিন বসতি করবোঃ** ১৫:১ পদের নোট দেখুন। **চিরদিন।** এই শব্দের হিব্রু বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে "সারা বছর জুড়ে," যা হিতোপদেশ ২৮:১৬ পদে দেখা যায় (দীর্ঘজীবী শাসক")। কিন্তু সেই সাথে ১১:৭; ১৬:৯-১১ পদের নোটও দেখুন।

উপসংহারঃ মশীহ মহান মেষপালক। ভাল পালক তার মেষদের জন্য জীবন দেয়। ২৩ গীতে আমরা দেখতে পাই একজন মহান পালক যিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেন। মহান পালক তাঁর মেষদের যত্ন নেন, তাদের নিরাপত্তা দেন এবং তাদের সান্ত্বনা দান করেন।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্নঃ

১. মেষরা কেন খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের এত ভাল প্রতিনিধিত্ব করে?
২. বাইবেলের সময়ে মেষপালকরা কি ধরনের দায়িত্ব পালন করতেন?
৩. কিভাবে সেই সমস্ত কর্তব্যগুলো বর্তমান সময়ের পালকগণ পালন করবেন বলে আপনি মনে করেন?
৪. একজন ব্যক্তি কিভাবে একজন ভাল মেষপালকের শান্তি, যত্ন ও নির্দেশনা উপভোগ করতে পারেন?

গীত ২৪

মহান রাজা

ভূমিকাঃ বিজয় যাত্রা করতে করতে এই গীতটি গাওয়া হত (গীত ৪৭; ৬৮; ১১৮; ১৩২ অধ্যায় দেখুন)। বিশেষ করে সিয়োনে সদাপ্রভুর প্রবেশ করা উদযাপন করতে এই গীতটি বিশেষ গুরুত্ব পেত। সম্ভবত যিরূশালেমে ব্যবস্থা সিন্দুক নিয়ে প্রবেশ করার সময় রাজা দায়ূদ এই গীতটি রচনা করেন (২ শমূয়েল ৬ অধ্যায় দেখুন), কিংবা যিরূশালেমে ব্যবস্থা সিন্দুক আনার পর তা উদযাপনের সময় গীতটি রচনা ও গাওয়া হয়। গীত ১৫ অধ্যায়ের সাথে এই অধ্যায়টি এক সাথে একটি বিশেষ অংশ নির্দেশ করে, যেখানে বেশ কিছু গীতের সঙ্কলন ঘটেছে। এই গীত ও গীতগুলোতে বিশেষভাবে তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে আসতে চায় এবং যারা "সদাপ্রভুর গৃহে বাস করতে চায়" (২৩:৬; গীত ১৫-২৪ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের যিরূশালেমে প্রবেশের বিশেষ ঘটনা উদযাপনের জন্য মণ্ডলীতে প্রায়শই এই গীতটি গাওয়া হত, সেই সাথে তাঁর স্বর্গারোহণকে উদ্‌যাপন করতেও গীতটি গাওয়া হত (গীত ৪৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)।

দায়ূদের সঙ্গীত।

গীত ২৪ : ক্রশরেফারেন্স

[২৪:১] যাত্রা ৯:২৯; ইয়োব ৪১:১১
[২৪:১] ১করি ১০:২৬
[২৪:২] আদি ১:৬; গীত ১০৪:৩; ২পিতর ৩:৫
[২৪:৩] গীত ২:৬
[২৪:৩] গীত ১৫:১; ৬৫:৪
[২৪:৪] ২শমূ ২২:২১
[২৪:৪] গীত ৫১:১০; ৭৩:১; মথি ৫:৮
[২৪:৪] যিহি ১৮:১৫
[২৪:৫] দ্বি.বি. ১১:২৬
[২৪:৫] গীত ১৭:২
[২৪:৬] গীত ২৭:৮; ১০৫:৪; ১১৯:৫৮; হোশেয় ৫:১৫
[২৪:৭] গীত ১১৮:১৯, ২০; যিশা ২৬:২; ৬০:১১, ১৮; ৬২:১০
[২৪:৭] গীত ৪৪:৪; ৭৪:১২
[২৪:৭] গীত ২৯:৩; প্রেরিত ৭:২; ১করি ২:৮
[২৪:৭] সখ ৯:৯; মথি ২১:৫
[২৪:৮] ১বংশা ২৯:১১; গীত ৮৯:১৩; যিরি ৫০:৩৪; ইফি ৬:১০
[২৪:৮] যাত্রা ১৫:৩, ৬; দ্বি.বি. ৪:৩৪
[২৪:১০] ১শমূ ১:১১

১ পৃথিবী ও সমস্ত বস্তু সদাপ্রভুরই;
জগৎ ও তার নিবাসীরা তাঁর।
২ কেননা তিনিই সমস্ত সমুদ্রের উপরে তা স্থাপন করেছেন,
নদীগুলোর উপরে তা দৃঢ় করে রেখেছেন।
৩ কে সদাপ্রভুর পর্বতে উঠবে?
কে তাঁর পবিত্র স্থানে দণ্ডায়মান হবে?
৪ যার হাত নির্দোষ ও অন্তঃকরণ বিমল,
যে মিথ্যার দিকে প্রাণ উত্তোলন করে নি,
ছলনার সঙ্গে শপথ করে নি।
৫ সেই ব্যক্তিই সদাপ্রভুর কাছ থেকে আশীর্বাদ পাবে,
তার ত্রাণেশ্বর থেকে ধার্মিকতা পাবে।
৬ এই তাঁর অন্বেষণকারীদের বংশ;
এরা তোমার মুখের অন্বেষণকারী, হে যাকোবের ঈশ্বর। [সেলা]
৭ হে তোরণদ্বারগুলো, মস্তক তোল;
হে প্রাচীন সমস্ত কবাট, উত্থিত হও;
প্রতাপের রাজা প্রবেশ করবেন।
৮ সেই প্রতাপের রাজা কে?
সদাপ্রভু পরাক্রমী ও বীর, সদাপ্রভু যুদ্ধবীর।
৯ হে তোরণদ্বারগুলো, মাথা তোল;
হে প্রাচীন কবাটগুলো, মাথা উত্থাপন কর;
প্রতাপের রাজা প্রবেশ করবেন।
১০ সেই প্রতাপের রাজা কে?
বাহিনীগণের সদাপ্রভু, তিনিই প্রতাপের রাজা। [সেলা]

গীত ২৪ এর নোটসমূহ

২৪:১-২ সূচনা (সম্ভবত কোন এক জন লেবীয় এই অংশটি গাইতেন), যেখানে সদাপ্রভুকে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা প্রভু, সমস্ত কিছুই অধিকর্তা হিসেবে ঘোষণা করা হচ্ছে (**১৯:১-৪** পদ দেখুন)। এ কারণে তিনিই সমস্ত উপাসনা পাওয়ার এবং "গৌরবের রাজা" হওয়ার যোগ্য (৭-১০ পদ দেখুন; এর সাথে গীত ২৯ অধ্যায়; ৩৩:৬-১১; ৮৯:৫-১৮; ৯৩; ৯৫:৩-৫; ৯৬; ১০৪ অধ্যায় দেখুন)।

২৪:১ জগৎ ও সমস্ত বস্তু। প্রেরিত পৌলও এই বক্তব্যটি ব্যবহার করেছেন, ১ করি ১০: ২৫-২৬ পদ দেখুন।

২৪:২ আদি ১:১-১০ পদের পুনরুল্লেখ। **স্থাপন করেছেন ... দৃঢ় করে রেখেছেন:** নগরের গোড়াপত্তনের সাথে তুলনীয় একটি উপমা (যিহোশূয় ৬:২৬; ১ রাজাবলি ১৬:২৪; যিশাইয়

১৪:৩২ দেখুন)। অথবা কোন মন্দিরের গোড়াপত্তনের কথাও বোঝানো হতে পারে (১ রাজাবলি ৫:১৭; ৬:৩৭; ইষ্রা ৩:৬-১২; যিশাইয় ৪৪:২৮; হগয় ২:১৮; সখরিয় ৪:৯; ৮:৯)। মন্দিরের মত পৃথিবীরও ভিত্তি (১৮:১৫; ৮২:৫; ১ শমূয়েল ২:৮; হিতোপদেশ ৮:২৯; যিশাইয় ২৪:১৮) এবং স্তম্ভ রয়েছে এমন বক্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে (৭৫:৩; ইয়োব ৯:৬ পদ দেখুন)। প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যে মন্দিরকে সৃষ্ট পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্রতর সংস্করণ বলে ভাবা হত, সে কারণে হয়তো ভাষাগত কারণে এই শব্দগুলো দিয়ে একাধারে জগৎ এবং মন্দির দুটোকেই বোঝানো হতে পারে (যাত্রা ২৬:১ পদের নোট দেখুন)। উপরে। ১০৪:৫-৯; আদি ১:৯; ৭:১১; ৪৯:২৫; যাত্রা ২০:৪; দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩:১৩ পদ দেখুন।

২৪:৩-৬ যারা মন্দিরের পবিত্র স্থানে প্রবেশ করবে তাদের জন্য নির্দেশনা (সম্ভবত কোন একজন পুরোহিত এই অংশটি পাঠ করবেন)। ১৫:১-৫ পদ দেখুন।

২৪:৩ সদাপ্রভুর পর্বত। ২:৬ পদের নোট দেখুন।

২৪:৪ যার হাত নির্দোষ। অর্থাৎ যে কখনো কোন পাপ করে নি। যে মিথ্যার দিকে প্রাণ উত্তোলন করে নি। অর্থাৎ যে সব সময় সঠিক ও ন্যায্য কাজ করেছে (৫১:১০; ৭৩:১ পদ দেখুন)। যীশু খ্রীষ্ট বলেছেন যে ব্যক্তি অন্তরে খাঁটি সে ঈশ্বরকে দেখতে পাবে (মথি ৫:৮)। **প্রাণঃ** ৪:৭ পদের নোট দেখুন। **উত্তোলন করে নি।** এখানে "উপাসনা" অর্থে বোঝানো হয়েছে (২৫:১-২; ৮৬:৪; ১৪৩:৮ পদ দেখুন)। **ছলনার সঙ্গে শপথ করে নিঃ** যিশাইয় ১৯:১৮; যিরমিয় ৭:৯; সফনিয় ১:৫ পদ দেখুন। সেক্ষেত্রে সম্ভবত এখানে ভিন্ন দেবতার পূজা করা অর্থে বোঝানো হয়েছে (যাত্রা ২০:১৬; লেবীয় ১৯:১২; যিরমিয় ৫:২; ৭:৯; সখরিয় ৫:৪; মালাখি ৩:৫ পদের নোট দেখুন)।

২৪:৫ ধার্মিকতা পাবে। এর অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরের কাছে নির্দোষ বলে প্রমাণিত হওয়া এবং বিশ্বস্ত প্রতীয়মান হওয়া। এ কারণে এখানে ধার্মিকতাকে আশীর্বাদের সাথে সমার্থক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে (২৩:৩ পদের নোট দেখুন)।

২৪:৬ বংশ। কিংবা অন্য কথায় ধার্মিক বংশ, যা ১৪:১৫ পদে দেখা যায়। এখানে বোঝানো হয়েছে এক দল ঈশ্বরভক্ত লোককে যারা ধার্মিকতার দিক থেকে একই ধরনের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। ১১২:২ পদ দেখুন; এর সাথে হিতোপদেশ ৩০:১১-১৪; গীত ৭৩:১৫; ৭৮:৮ পদের নোট দেখুন। **যাকোবঃ** ১৪:৭ পদের নোট দেখুন।

২৪:৭-১০ গৌরবের রাজার আগমনের সংবাদ ঘোষণা (সম্ভবত সমবেত ইস্রায়েলীয়দের প্রধান হিসেবে রাজা এই অংশটি উচ্চারণ করেছিলেন, যার সাথে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল দ্বার রক্ষীরা)। মন্দিরে সদাপ্রভুর আগমনের মধ্য দিয়ে মিসর থেকে শুরু হওয়া তাঁর যাত্রা সম্পন্ন হল। "প্রতাপের রাজা" (পদ ১০), "পরাক্রমী ও বীর, যুদ্ধে বীর" ঈশ্বর (পদ ৮; যাত্রা ১৫:১-১৮) তাঁর সমস্ত শত্রুদের উপরে বিজয় লাভ করেছেন এবং এখন তিনি তাঁর নিজ নগরীতে প্রবেশ করছেন (গীত ৪৬; ৪৮; ৭৬; ৮৭ অধ্যায় দেখুন), যা তাঁর বিশ্রামের স্থান (১৩২:৮, ১৪; আরও দেখুন ৬৮:৭-৮; বিচারকর্তৃগণ ৫:৪-৫; হবক্কূক ৩:৩-৭)। এ কারণেই যিরূশালেমকে বলা হয়ে থাকে ঈশ্বরের রাজ্যের রাজকীয় রাজধানী (৯:১১ পদের নোট দেখুন)।

২৪:৭ হে তোরণদ্বারগুলো ... মাথা উত্থাপন কর। বিজয়ী প্রতাপের রাজার জন্য আনন্দপূর্ণ অভিবাদন (৩:৩; ২৭:৬; ১১০:৭)। **তোরণদ্বারঃ** এখানে নগরীর বা মন্দিরের তোরণদ্বার

দুটোই বোঝানো হতে পারে। **কবাট।** এটি দ্বারের সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে কবাট বলতে তোরণদ্বারেরই কবাট তা নাও বোঝাতে পারে (বিচারকর্তৃগণ ১৬:৩; ১ শমূয়েল ২১:১৩ পদে যেমন দেখা যায়)। নাটকীয় ভঙ্গি আনার জন্য তোরণদ্বার ও কবাটগুলোকে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে, যা যিশাইয় ১৪:৩১ পদে দেখা যায়।
২৪:১০ প্রতাপের রাজা। ১ শমূয়েল ১:৩ পদের নোট দেখুন। এখানে নাটকীয় পট পরিবর্তনের জন্য এই সম্বোধনটি করা হয়েছে।

উপসংহার: প্রধান পালক হলেন মশীহ। ২২ গীতের ভাল পালক এবং ২৩ গীতের মহান পালক এখন প্রধান পালক "গৌরবের রাজা" হিসেবে প্রকাশিত হয়েছেন। প্রধান রাখাল তাঁর মেষদের চিনেন এবং তাদের পুরস্কৃত করেন। যখন তিনি তাঁর রাজ্য স্থাপন করবেন তখন কে তাঁর সঙ্গে বাস করবে? তখন কিভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হবে যখন তিনি আগমন করবেন?

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. কেন এই গীতটি পুনরুত্থান রবিবারে পড়া উপযুক্ত বলে মনে করেন? কেন এটি যীশুর স্বর্গারোহণের সঙ্গে যুক্ত করা উচিত? বা কখন পুনরুত্থিত খ্রীষ্ট স্বর্গে পিতার সাথে রাজত্ব করবেন?
২. সন্ত্রাসবাদ, অপরাধ এবং নৈতিকতার অবনতি দেখে আপনি আমাদের গ্রহের জন্য কোন আশা কি দেখতে পান? যদি তাই হয়, আপনার আশার ভিত্তি কি?
৩. খ্রীষ্টানরা কি আশাবাদী হবে নাকি হতাশ হবে? কেন?

গীত ২৫

পরিত্রাণের জন্য অনুরোধ

ভূমিকা: এই গীতে রাজা দায়ূদ দয়া ও করুণা চেয়ে প্রার্থনা করছেন, একই সাথে তিনি তাঁর পাপের জন্য কষ্টভোগ করছেন এবং শত্রুদের আক্রমণের শিকার হয়েছেন। সম্ভবত তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে (৫:৯ পদের নোট দেখুন)। ঈশ্বরের চুক্তির অনুগ্রহের প্রতি (তাঁর দয়া, ভালবাসা, মঙ্গলময়তা, ধার্মিকতা, বিশ্বস্ততা; ৬-৮, ১০, ১৬ পদ দেখুন) এবং সদাপ্রভুর প্রতি তাঁর ভালবাসা ও বিশ্বাসের উপর ভরসা রেখে তিনি এই প্রার্থনা করছেন (১, ৫, ১৫, ২০-২১ পদ দেখুন) যেন ঈশ্বর তাঁকে তাঁর শত্রুদের হাত থেকে রেহাই দেন (২, ১৯ পদ দেখুন), যেন ঈশ্বর তাঁকে দিক নির্দেশনা দেন (৪-৫, ২১; এর সাথে ৮-১০, ১২ পদও দেখুন), তিনি যেন তাঁর পাপ থেকে মুক্তি লাভ করেন (৭, ১১, ১৮ পদ দেখুন) এবং তিনি যেন তাঁর সমস্ত কষ্ট থেকে উদ্ধার পান (২, ১৬-১৮, ২০ পদ দেখুন)। এর সবগুলোই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত: তাঁর কষ্ট দূরীভূত হওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতি ঈশ্বরের ক্ষমা প্রকাশ পাবে, এবং তখন তাঁর শত্রুরা আর তাঁকে কোনভাবে দোষী

সাব্যস্ত করতে বা তিরস্কার করতে পারবে না। আর তখন ঈশ্বর তাঁকে নিজ পথে পরিচালনা দান করবেন (পদ ৯)। তখন আর ঈশ্বরের নিয়ম ও নির্দেশ (পদ ১০) অনুসারে তাঁর অধর্ম স্মরণ করা হবে না (পদ ৭)। এই গীতটি গীত ২৪ অধ্যায়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত, কারণ এখানে সত্য ঈশ্বরের উপরে আস্থা স্থাপনের কথা বলা হয়েছে (পদ ১) এবং মিথ্যা দেবতাকে অস্বীকার করার কথা রয়েছে (২৪:৪)।

দায়ূদের।

গীত ২৫ : ক্রশরেফারেন্স

১ হে সদাপ্রভু, তোমারই দিকে
আমি নিজের প্রাণ উত্তোলন করি।
২ হে আমার ঈশ্বর, আমি তোমারই আশ্রয় নিয়েছি,
আমাকে লজ্জিত হতে দিও না;
আমার শত্রুরা আমাকে নিয়ে উল্লাস না করুক।
৩ যেসব লোক তোমার অপেক্ষা করে, তারা লজ্জিত হবে না;
যারা অকারণে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তারাই লজ্জিত হবে।
৪ হে সদাপ্রভু, তোমার সমস্ত পথ আমাকে জানাও;
তোমার সমস্ত পথ আমাকে বুঝিয়ে দাও।
৫ তোমার সত্যে আমাকে চালাও, আমাকে শিক্ষা দাও,
কেননা তুমিই আমার ত্রাণেশ্বর;
আমি সমস্ত দিন তোমার অপেক্ষায় থাকি।
৬ হে সদাপ্রভু, তোমার করুণা ও অটল প্রেম স্মরণ কর,
কেননা উভয়ই অনাদি কাল থেকে আছে।
৭ আমার যৌবনের পাপ ও আমার সমস্ত অধর্ম স্মরণ করো না,
হে সদাপ্রভু, তোমার মঙ্গলভাবের অনুরোধে,
তোমার অটল প্রেম অনুসারে আমাকে স্মরণ কর।
৮ সদাপ্রভু মঙ্গলময় ও সরল,
এজন্য তিনি পাপীদের পথ দেখান।
৯ তিনি নম্রদের ন্যায়বিচারের পথে চালান,
নম্রদেরকে তাঁর পথ দেখিয়ে দেন।
১০ যারা তাঁর নিয়ম ও নির্দেশ পালন করে,
তাদের পক্ষে সদাপ্রভুর সমস্ত পথ অটল
প্রেম ও বিশ্বস্ততায় পূর্ণ।
১১ তোমার নামের গুণে,
হে সদাপ্রভু, আমার অপরাধ ক্ষমা কর,
কেননা তা গুরুতর।
১২ সেই ব্যক্তি কে যে সদাপ্রভুকে ভয় করে?
তিনি তাকে সেই পথ সম্বন্ধে শিক্ষা দেবেন

[২৫:১] গীত ৮৬:৪; ১৪৩:৮
[২৫:২] গীত ৩১:৬; ১৪৩:৮
[২৫:৩] গীত ২২:৫; যিশা ২৯:২২
[২৫:৩] যিশা ২৪:১৬; হবক্ ১:১৩; সফ ৩:৪; ২তীম ৩:৪
[২৫:৪] ইয়োব ৩৪:৩২
[২৫:৫] গীত ৩১:৩; ৪৩:৩; যোহন ১৬:১৩
[২৫:৫] গীত ২৪:৫
[২৫:৫] পদ ৩; গীত ৩৩:২০; ৩৯:৭; ৪২:৫; ৭১:৫; ১৩০:৭; ১৩১:৩
[২৫:৬] গীত ৫:৭; ৯৮:৩; যিশা ৬৩:৭, ১৫; যিরি ৩১:২০; হোশেয় ১১:৮
[২৫:৭] ইয়োব ১৩:২৬; যিশা ৫৪:৪; যিরি ৩:২৫; ৩১:১৯; ৩২:৩০; যিহি ১৬:২২, ৬০; ২৩:৩; ২তীম ২:২২
[২৫:৭] যাত্রা ২৩:২১; গীত ১০৭:১৭
[২৫:৭] গীত ৬:৪; ৫১:১; ৬৯:১৬; ১০৯:২৬; ১১৯:১২৪
[২৫:৭] ১বংশা ১৬:৩৪; গীত ৩৪:৮; ৭৩:১
[২৫:৮] গীত ৯২:১৫; যিশা ২৬:৭
[২৫:৮] গীত ৩২:৮; যিশা ২৮:২৬
[২৫:৯] গীত ২৩:৩
[২৫:৯] পদ ৪; গীত ২৭:১১
[২৫:১০] গীত ১৮:২৫
[২৫:১০] গীত ১০৩:১৮; ১৩২:১২
[২৫:১১] যাত্রা ৯:১৬; গীত ৩১:৩; ৭৯:৯; যিরি ১৪:৭
[২৫:১১] যাত্রা ৩৪:৯
[২৫:১১] যাত্রা ৩২:৩০; গীত ৭৮:৩৮
[২৫:১২] ইয়োব ১:৮

যে পথে তাকে চলতে হবে।
১৩ তার প্রাণ কুশলে বাস করবে,
তার বংশ দেশের অধিকারী হবে।
১৪ সদাপ্রভুর গূঢ় মন্ত্রণা তাঁর ভয়কারীদের অধিকার,
তিনি তাদেরকে তাঁর নিয়ম জানাবেন।
১৫ আমার দৃষ্টি নিরন্তন সদাপ্রভুর দিকে,
কেননা তিনিই আমার চরণ জাল থেকে উদ্ধার করবেন।
১৬ আমার প্রতি দৃষ্টি ফিরাও, আমার প্রতি দয়া কর,
কেননা আমি একাকী ও দুঃখী।
১৭ আমার অন্তঃকরণের যন্ত্রণা বৃদ্ধি পেয়েছে,
আমার সমস্ত কষ্ট থেকে আমাকে নিস্তার কর।
১৮ আমার দুঃখ ও কষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত কর,
আমার সমস্ত পাপ ক্ষমা কর।
১৯ আমার শত্রুদেরকে দেখ, কেননা তারা অনেক;
তারা নিষ্ঠুরভাবে আমাকে হিংসা করে।
২০ আমার প্রাণ রক্ষা কর, আমাকে উদ্ধার কর,
আমাকে লজ্জিত করোনা,
কেননা আমি তোমার আশ্রয় নিয়েছি।
২১ সিদ্ধতা ও সরলতা আমাকে রক্ষা করুক,
কেননা আমি তোমার অপেক্ষা করছি।
২২ হে ঈশ্বর, ইস্রায়েলকে মুক্ত কর,
তার সমস্ত সঙ্কট থেকে মুক্ত কর।

[২৫:১২] পদ ৮
[২৫:১৩] দ্বি.বি. ৩০:১৫; ১রাজা ৩:১৪; ইয়োব ৮:৭
[২৫:১৩] গণনা ১৪:২৪; মথি ৫:৫
[২৫:১৪] হিতো ৩:৩২
[২৫:১৪] আদি ১৭:২; যোহন ৭:১৭
[২৫:১৫] ২বংশা ২০:১২; গীত ১২৩:২; ইব ১২:২
[২৫:১৫] ইয়োব ৩৪:৩০; গীত ১১৯:১১০
[২৫:১৬] গীত ৬:৪
[২৫:১৬] গণনা ৬:২৫
[২৫:১৬] গীত ৬৮:৬
[২৫:১৭] ১রাজা ১:২৯; গীত ৩৪:৬, ১৭; ৪০:১২; ৫৪:৭; ১১৬:৩
[২৫:১৭] গীত ৬:৩; ৩৯:২
[২৫:১৮] গীত ১৩:৩; রোমীয় ১২:১২
[২৫:১৮] ২শমূ ১৬:১২
[২৫:১৮] গীত ১০৩:৩
[২৫:১৯] গীত ৩:১; ৯:১৩
[২৫:১৯] গীত ৩৫:১৯; ৩৮:১৯; ৬৯:৪
[২৫:২০] গীত ৮৬:২
[২৫:২০] গীত ১৭:১৩; ২২:২১; ৪৩:১; ৭১:২; ১১৬:৪; ১৪০:১; ১৪২:৬; ১৪৪:১১
[২৫:২০] পদ ৩
[২৫:২০] গীত ২:১২
[২৫:২১] আদি ২০:৫; হিতো ১০:৯
[২৫:২১] ১রাজা ৯:৪; গীত ৮৫:১০; ১১১:৮; যিশা ৬০:১৭; মালা ২:৬
[২৫:২১] পদ ৩
[২৫:২২] গীত ১৩০:৮; লূক ২৪:২১

গীত ২৫ এর নোটসমূহ

২৫:১-৩ এখানে রাজা দায়ূদ সমস্ত দুর্দশা ও অসুস্থতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এবং তাঁর শত্রুদের তিরস্কারের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য প্রার্থনা করছেন।

২৫:৩ তোমার অপেক্ষা করে। ঈশ্বরের জন্য অপেক্ষা করার বা তাঁর কছে প্রত্যাশা করার তিনটি উল্লেখ আমরা দেখতে পাই (পদ ৩, ৫, ২১), যার প্রতিফলন হিসেবে ৩৩:১৮, ২০, ২২ পদে একই পুনরাবৃত্তি রয়েছে (কারণ এই শব্দগুলোর হিব্রু প্রতিশব্দ খুব কাছাকাছি অর্থবোধক)। **অকারণে:** রাজা দায়ূদ তাঁর শত্রুদের এই দুশমনীর বা বিশ্বাসঘাতকতার কোন কারণ দেখান নি।

২৫:৪-৭ ঈশ্বরের কাছ থেকে নির্দেশনা ও তাঁর ক্ষমা যাচঞা করে প্রার্থনা।

২৫:৪ তোমার সমস্ত পথ ... সমস্ত পথ। "তাঁর নিয়ম ও নির্দেশ পালন" করার বিশেষ উপমা (পদ ১০; এছাড়া দেখুন দ্বিতীয় বিবরণ ৮:৬; ১০:১২-১৩; ২৬:১৭; ৩০:১৬; যিহোশূয় ২২:৫; এর সাথে দেখুন ৮-৯ পদ; ১৮:২১; ৫১:১৩; ৮১:১৩; ৯৫:১০; ১১৯:৩, ১৫; ১২৮:১ এবং ১১৯: ২৯ পদের নোট)।

২৫:৫ তোমার সত্য। এখানে সত্য শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে "তোমার পথ" কথাটির সমার্থক

হিসেবে (৪ পদের নোট দেখুন; এর সাথে ১৯:৭ পদের নোটও দেখুন)।

২৫:৬-৭ স্মরণ কর ... স্মরণ করো না। তোমার অটল, অর্থাৎ চিরস্থায়ী করুণা ও ভালবাসা স্মরণ কর, কিন্তু আমার পুরাতন পাপগুলো, অর্থাৎ আমার যৌবনের পাপগুলো স্মরণ করো না।

২৫:৭ অটল ভালবাসা। পদ ১০ দেখুন এবং ৬:৪ পদের নোট দেখুন।

২৫:৮-১৫ ঈশ্বরের চিরস্থায়ী ভালবাসার উপরে আস্থা ও বিশ্বাসের নিদর্শন। ক্ষমা যাচঞা করার এই প্রার্থনায় দায়ূদ নিজেকে পাপী হিসেবে প্রকাশ করেছেন (পদ ৮), সেই সাথে আবার "নম্র" হিসেবেও নিজেকে দেখিয়েছেন (পদ ৯) – যারা ঈশ্বরের নির্দেশ অনুসারে চলে (পদ ১০, ১৪ দেখুন) এবং যারা সদাপ্রভুকে ভয় করে (পদ ১২, ১৪ দেখুন)। পাপী হিসেবে তাঁর প্রয়োজন ক্ষমা; সদাপ্রভুর একজন নম্র দাস হিসেবে তিনি তাঁর ক্ষমা যাচঞা করছেন এবং তাঁর প্রতি নির্ভরতার কারণে তাঁর নির্দেশনা প্রত্যাশা করছেন।

২৫:৯ নম্র। যারা স্বীকার করে যে, ঈশ্বরকে ছাড়া তারা কিছুই নয় তারাই সত্যিকারের নম্র।

২৫:১০ সদাপ্রভুর সমস্ত পথ। যারা ঈশ্বরের নির্দেশিত সত্য পথে চলে (৪ পদের নোট দেখুন) তারা ঈশ্বরের প্রিয় মানুষে পরিণত হয় (১০৩:৭; ১৩৮:৫ পদ দেখুন)।

২৫:১১ তোমার নামের গুণে। ২৩:৩ পদের নোট দেখুন; এর সাথে ১ যোহন ২:১২ পদও দেখুন। **নাম:** ৫:১১ পদের নোট দেখুন।

২৫:১২ যে সদাপ্রভুকে ভয় করে। ১৫:৪; ৩৪:৮-১৪; হিতোপদেশ ১:৭; লূক ১২:৫ পদের নোট দেখুন।

২৫:১৩ তার বংশ দেশের অধিকারী হবে। অর্থাৎ তারা তাদের বংশের অধিকার ফিরে পাবে, যা তারা প্রতিজ্ঞাত দেশে লাভ করেছে (৩৭:৯, ১১, ১৮, ২২, ২৯, ৩৪; ৬৯:৩৬; যিশাইয় ৬০:২১ পদ দেখুন)।

২৫:১৪ তিনি তাদেরকে তাঁর নিয়ম জানাবেন। অর্থাৎ তিনি তাদেরকে তাঁর একান্ত কাছের মানুষের মত বিশ্বাস করে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিও জানিয়ে দেবেন (আদি ১৮:১৭-১৯; ইয়োব ২৯:৪ পদ দেখুন)। **ভয়: ১৫**:৪ পদের নোট দেখুন।

২৫:১৫ জাল। যা শত্রুরা পেতে রেখেছে (পদ ২; এর সাথে ৯:১৫ পদের নোট দেখুন)।

২৫:১৬-২১ সিদ্ধতা ও সরলতা। ব্যক্তিক গুণাবলী (২৩:৬ পদের নোট দেখুন)। শুধু ক্ষমা পাওয়াই যথেষ্ট নয়; দায়ূদ প্রার্থনা করছেন যেন ঈশ্বর তাঁকে অনৈতিকতা ও অশূচিতা বর্জিত একটি জীবন-যাপন করার জন্য সমর্থ করে তোলেন– যেমন ঈশ্বর "সিদ্ধ ও সরল" (পদ ৮; ৫১:১০-১২ পদ দেখুন)। **সরলতা: ১৫**:২ পদের নোট দেখুন।

২৫:২২ ঈশ্বরভক্ত সমস্ত মানুষের পক্ষে একটি সমাপনী প্রার্থনা (৩:৮ পদের নোট দেখুন)।

উপসংহার: উদ্ধারের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এই গীতটিতে এক কাব্যিক ঐক্য আছে কারণ তা হিব্রু বর্ণমালার বর্ণ অনুসারে সাজানো হয়েছে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. এই গীত আমাদের পালনকর্তার কাছে নম্র হয়ে নিজেকে সমর্পণ করতে শেখায়।

নম্রতা কিভাবে দুর্বলতা থেকে আলাদা?

২. শত্রুদের বিরুদ্ধে জয় পেতে ঈশ্বর কি দায়ূদকে সাহায্য করেছিলেন? আপনি কি ঈশ্বরের সাহায্যে আপনার শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারবেন?

গীত ২৬

ন্যায়বিচারের জন্য আবেদন ও ধার্মিকতার ঘোষণা

ভূমিকা: ঈশ্বরের ন্যায় বিচার প্রত্যাশা করে প্রার্থনা – যেন তিনি তাঁর বিশ্বস্ত ও ধার্মিক দাসকে দুষ্ট ও ঈশ্বরবিহীন মানুষের হুমকি ও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেন। সিদ্ধতা প্রমাণের এই প্রার্থনায় (পদ ১) গীত রচয়িতা তাঁর "নির্দোষ জীবনের" দাবী করেছেন (পদ ১১) এবং তিনি "দুষ্টদের সাথে আসন গ্রহণ করতে" অস্বীকৃতি জানিয়েছেন (পদ ৫)। এটিই এই অধ্যায়ের মূল বক্তব্য। গীত ৩২ অধ্যায়ে এর সম্পূরক বক্তব্য পাওয়া যায়। ২৬ অধ্যায়ের পরিণতি হিসেবে ৩২ অধ্যায়ে তাদের আশীর্বাদ ও দয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, যারা তাদের পাপ স্বীকার করবে এবং ঈশ্বরের প্রতি মন ফিরাবে। পবিত্রতার স্বীকৃতি চেয়ে রাজা প্রার্থনা করার কারণে এ কথা ধারনা করা যেতে পারে যে, তাঁকে "ছদ্মবেশী" (পদ ৪) এবং "রক্তপাতী মানুষ" (পদ ৯) হিসেবে অভিযোগ করা হয়েছিল, কারণ এ ধরনের লোকদের সাথে তিনি নিজেকে মেলাতে চান না বলে উল্লেখ করেছেন (যা গীত ২৩;২৫; ২৭-২৮ পদে দেখা যায়)। এই গীতটি গীত ২৭-২৮ পদের সাথে সম্পর্কযুক্ত, কারণ উভয় ক্ষেত্রেই সদাপ্রভুর গৃহ একটি প্রধান বিষয়বস্তু: এখানে মন্দিরের (বা সমাগম-তাম্বুর) প্রতি দায়ূদের ভালবাসা (পদ ৮) তাঁর ধার্মিকতার পক্ষে সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচ্য হয়েছে।

দায়ূদের।

গীত ২৬ : ক্রশরেফারেন্স

[১] হে সদাপ্রভু, আমার বিচার কর,
কারণ আমি নিজের সিদ্ধতায় চলেছি,
আর আমি সদাপ্রভুর আশ্রয় নিয়েছি, চঞ্চল হব না।
[২] হে সদাপ্রভু আমার পরীক্ষা করে প্রমাণ নাও,
আমার মন ও হৃদয় পরীক্ষা কর।
[৩] কেননা তোমার অটল প্রেম আমার নয়ন গোচর;
আমি তোমার বিশ্বস্ততায় চলে আসছি।
[৪] আমি অসার লোকদের সঙ্গে বসি নি,
আমি ছদ্মবেশীদের সঙ্গে চলবো না।
[৫] আমি দুর্বৃত্তদের সমাজ ঘৃণা করি,
দুষ্টদের সঙ্গে বসবো না।
[৬] আমি শুদ্ধতায় আমার হাত ধোব,

[২৬:১] ১শমূ ২৪:১৫
[২৬:১] গীত ১৫:২; হিতো ২০:৭
[২৬:১] গীত ২২:৪; ৪০:৪; যিশা ১২:২; ২৫:৯; যিরি ১৭:৭; দানি ৩:২৮
[২৬:১] রাজা ২০:৩; ইব ১০:২৩
[২৬:২] গীত ৬৬:১০
[২৬:২] দ্বি.বি. ৬:৬; গীত ৭:৯; যিরি ১১:২০; ২০:১২; যিহি ১১:৫
[২৬:৩] গীত ৬:৪
[২৬:৩] ১রাজা ২:৪
[২৬:৩] গীত ৪০:১১; ৪৩:৩; ৮৬:১১; ১১৯:৩০
[২৬:৪] গীত ১:১
[২৬:৪] গীত ২৮:৩; মথি ৬:২
[২৬:৫] গীত ১৩৯:২১
[২৬:৬] গীত ৭৩:১৩; মথি ২৭:২৪

হে সদাপ্রভু, এভাবে তোমার বেদি প্রদক্ষিণ করবো;
৭ যেন আমি স্তবের ধ্বনি শুনাই,
ও তোমার আশ্চর্য কাজগুলো প্রচার করি।
৮ হে সদাপ্রভু, আমি ভালবাসি তোমার নিবাস গৃহ,
তোমার গৌরবের বাসস্থান।
৯ পাপীদের সঙ্গে আমার প্রাণ নিও না,
রক্তপাতী মানুষের সঙ্গে আমার জীবন নিও না।
১০ তাদের হাতে অনিষ্ট থাকে,
তাদের ডান হাত উৎকোচে পরিপূর্ণ।
১১ কিন্তু আমি নিজের সিদ্ধতায় চলবো;
আমাকে মুক্ত কর ও আমার প্রতি দয়া কর।
১২ আমার চরণ সমভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে;
আমি বিশাল মণ্ডলীর মধ্যে সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করবো।

[২৬:৭] যিশা ৪২:১২; ৬০:৬
[২৬:৭] যিহো ৩:৫; গীত ৯:১
[২৬:৮] গীত ১২২:৬; যিশা ৬৬:১০
[২৬:৮] যাত্রা ২৯:৪৩; ২বংশা ৭:১; গীত ৯৬:৬
[২৬:৯] গীত ৫:৬; ২৮:৩; ৫৫:২৩; ১৩৯:১৯; হিতো ২৯:১০
[২৬:১০] গীত ২১:১১
[২৬:১০] ইয়োব ৩৬:১৮; যিশা ১:২৩; যিহি ২২:১২
[২৬:১১] গীত ৩১:৫; ৬৯:১৮; ১১৯:১৩৪; তীত ২:১৪
[২৬:১২] গীত ২৭:১১; ৪০:২; ১৪৩:১০; যিশা ২৬:৭; ৪০:৩-৪; ৪৫:১৩; সখ ৪:৭; লূক ৬:১৭
[২৬:১২] গীত ২২:২৫

গীত ২৬ এর নোটসমূহ

২৬:১-৮ ঈশ্বর যেন দায়ূদের নৈতিক সিদ্ধতা, ঈশ্বরের প্রতি তাঁর অটল বিশ্বাস ও সদাপ্রভুর উপরে তাঁর বিশেষ আনন্দকে বিবেচনায় আনেন সে বিষয়ে প্রার্থনা– এখানে নিজ ধার্মিকতা নিয়ে কোন আত্ম গরিমা নেই, যা ফরীশীরা করত (লূক ১৮:৯-১৪)।

২৬:১ সিদ্ধতায় চলেছি। অর্থাৎ তিনি নির্দোষ জীবন-যাপন করেছেন (পদ ২-৫ দেখুন; এর সাথে ১৫:২ পদের নোটও দেখুন)। **আশ্রয় নিয়েছি।** অর্থাৎ ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। বাধ্যতা এবং বিশ্বাস ঈশ্বরীয় মঙ্গলময়তার দুটি দিক, যেভাবে অব্রাহামের কাহিনী থেকে আমরা শিক্ষা পাই (আদি ১২:৪ পদের নোট দেখুন; ২২:১২ দেখুন; এর সাথে গীত ৩৪:৮-১৪ পদের নোটও দেখুন)।

২৬:২ মন ও হৃদয়। ৭:৯ পদের নোট দেখুন।

২৬:৩ তোমার অটল ভালবাসা ... তোমার বিশ্বস্ততা। এর অর্থ হচ্ছে, তোমার অটল ভালবাসা এবং বিশ্বস্ততা (৪০:১০ পদ দেখুন)। দায়ূদ ঈশ্বরের অটল ভালবাসা (৬:৪ পদের নোট দেখুন) এবং বিশ্বস্ততার প্রতি (২৫:১০ পদ দেখুন) সব সময় সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। তারাই এই ভালবাসা ও বিশ্বস্ততার অধিকারী হয় যারা "তাঁর নিয়ম ও নির্দেশ পালন করে" (২৫:১০)। **আমি তোমার বিশ্বস্ততায় চলে আসছি:** এতে করে তিনি ঈশ্বরের চুক্তির অধীন সমস্ত অনুগ্রহ লাভ করবেন।

২৬:৪-৫ বসি নি। দায়ূদ বলছেন যে, যাদেরকে ছদ্মবেশী, ভণ্ড, দুর্বৃত্ত, দুষ্ট বলা হচ্ছে তিনি তাদের সঙ্গ কখনোই গ্রহণ করেন নি (১:১ পদের নোট দেখুন; গীত ১০১ অধ্যায়ও দেখুন)।

২৬:৪ ছদ্মবেশী। এখানে সম্ভবত ভণ্ড বা প্রতারণাকারী অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে; অথবা হিতোপদেশ ৬:১২-১৪ পদে বর্ণিত লোকদের মত কাউকেও বোঝানো হতে পারে।

২৬:৬ আমি শুদ্ধতায় আমার হাত ধোব। এখানে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের আবেদন করা হয়েছে। যারা ঈশ্বরের কাছে এসে উপস্থিত হবে তাদের

অবশ্যই "পরিষ্কার হাত এবং খাঁটি অন্তর" নিয়ে আসতে হবে (২৪:৪ পদের নোট দেখুন)। **এভাবে তোমার বেদি প্রদক্ষিণ করবো:** ঈশ্বরের বেদির চার পাশে ঘুরে ঘুরে তাঁর কৃত উদ্ধারের জন্য প্রশংসা ও উপাসনা করার বিশেষ রীতির প্রচলন ছিল, যেখানে উৎসর্গ দানকারীর সাথে সমস্ত উপাসনাকারীরা যোগ দিতে পারত (৪৩:৩-৪ পদ দেখুন)।

২৬:৭ স্তবের ধ্বনি। ৯:১ পদের নোট দেখুন।

২৬:৮ তোমার গৌরবের বাসস্থান। নহিমিয় ১:১-২৮ পদের নোট দেখুন। ঈশ্বরের গৌরবের উপস্থিতি স্বয়ং ঈশ্বরের উপস্থিতিই নির্দেশ করে (যাত্রা ২৪:১৬; ৩৩:২২ পদ দেখুন)। তাঁর গৌরব ও মহিমা সব সময় ব্যবস্থা তাম্বুর উপরে অবস্থান করত (যাত্রা ৪০:৩৪ পদের নোট দেখুন) এবং পরবর্তীতে তা মন্দিরের উপরেও অবস্থান করে (১ রাজাবলি ৮:১১ পদ দেখুন), যা ইস্রায়েল জাতিকে এই নিশ্চয়তা দান করতো যে, সদাপ্রভুর পবিত্র ও অনুগ্রহময় উপস্থিতি তাদের সাথেই রয়েছে। যোহন ১:১৪ পদে ঈশ্বরের বাক্যে তাঁর এই উপস্থিতির কথাই ঘোষণা করা হয়েছে, যে বাক্য মাংসে মূর্তিমান হলেন এবং "আমাদের মাঝে বসতি স্থাপন করলেন।"

২৬:৯-১১ দায়ূদ যেন মৃত্যুমুখে পতিত না হন সে জন্য তিনি ঈশ্বরের কাছে আবেদন করছেন, কারণ তাঁর শত্রুরা তাঁর মৃত্যুই কামনা করছে।

২৬:৯ প্রাণ ... জীবন। ৬:৩ আাত দেখুন।

২৬:১১ আমি নিজের সিদ্ধতায় চলবো। শুরুতে দায়ূদ যে আবেদন করেছিলেন তারই পুনরাবৃত্তি (পদ ১ দেখুন)।

২৬:১২ সমাপনী এই পদে দায়ূদ ঈশ্বরের প্রতি তাঁর আস্থা ও বিশ্বাস প্রকাশ করছেন (৩:৮ পদের নোট দেখুন) এবং সেই সাথে সদাপ্রভুর প্রশংসা করার জন্য প্রত্যয় ব্যক্ত করছেন (৭:১৭ পদের নোট দেখুন)। **সমভূমি:** যেখানে মানুষ সরলভাবে পথ অতিক্রম করতে পারে এবং পড়ে যাওয়ার কোন ভয় যেখানে নেই (১৪৩:১০; যিশাইয় ৪০:৪; ৪২:১৬ পদ দেখুন)। **বিশাল মণ্ডলী:** ১:৫ পদের নোট দেখুন (মহা সমাজ)। **ধন্যবাদ:** উপাসনা ও প্রশংসা। ৯:১ পদের নোট দেখুন।

উপসংহার: অন্যায়ভাবে দোষ দেওয়া থেকে রক্ষার জন্য প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে। নির্দোষীর দাবি উত্থাপন করা হয়েছে, এই দাবিগুলো আরও নাটকীয় করে তুলেছে লোকদের উপাসনার পর্বগুলো দ্বারা। গীতটির মধ্যে সাহায্যের জন্য একটি প্রার্থনা জানানো হয়েছে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. কপট লোকদেরকে প্রতি দায়ূদ কিভাবে তাঁর ঘৃণা প্রকাশ করেছেন?
২. কপট লোকদের সাথে লড়াই করার জন্য আপনি গীত ২৬ এ কি ধরণের সাহায্য পাবেন?

গীত ২৭

আত্মবিশ্বাসের জয়ের গান

ভূমিকা: প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের সাথে বিজয়ীর কণ্ঠে দায়ূদ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন যেন তিনি তাঁকে সেই সমস্ত লোকদের হাত থেকে রক্ষা করেন যারা ষড়যন্ত্র করে তাঁর পতন ঘটানোর চেষ্টা চালাচ্ছে (২ শমূয়েল ৭ অধ্যায় দেখুন)। বিশ্বাসের দৃঢ় প্রত্যয়ী বক্তব্য (দুটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে: পদ ১-৩, এবং ৪-৬ পদ), যা মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে যে, রাজা সদাপ্রভু ঈশ্বরের উপরে পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করেন। ৭-১২ পদে মূল প্রার্থনাটি রয়েছে। সমাপনী পদগুলোতে (পদ ১৩-১৪) ১-৬ পদের সেই আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠই যেন আবার ধ্বনিত হতে দেখা যায়। সেই সাথে ঈশ্বরের প্রতি অটল বিশ্বাসের আরও কিছু বাণী সেখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। সেটাই সবচেয়ে বড় ও দৃঢ় বিশ্বাস যা কোন কিছু না দেখেই তার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে (গীত ৪২-৪৩ অধ্যায়; ইব্রীয় ১১:১ পদ দেখুন)।

দায়ূদের।

গীত ২৭ : ক্রশরেফারেন্স

[১] সদাপ্রভু আমার আলো, আমার পরিত্রাণ,
আমি কাকে ভয় করবো?
সদাপ্রভু আমার জীবন দুর্গ,
আমি কাকে দেখে ত্রাসযুক্ত হব?
[২] দুর্বৃত্তরা যখন আমার মাংস খেতে কাছে এল,
তখন আমার সেই বিপক্ষেরা ও বিদ্বেষীরা হোঁচট খেয়ে পড়লো।
[৩] যদিও সৈন্যদল আমার বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন করে,
তবুও আমার অন্তঃকরণ ভয় পাবে না;
যদিও আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংঘঠিত হয়,
তবুও, তখনও আমি সাহস করবো।
[৪] সদাপ্রভুর কাছে আমি একটি বিষয় যাচঞা করেছি,
আমি তারই খোঁজ করবো,
যেন জীবনের সমস্ত দিন সদাপ্রভুর গৃহে বাস করি,
সদাপ্রভুর সৌন্দর্য দেখবার জন্য,
ও তাঁর মন্দিরে খোঁজ করার জন্য।
[৫] কেননা বিপদের দিনে তিনি তাঁর কাঁধে আমাকে লুকিয়ে রাখবেন,
তাঁর তাম্বুর অন্তরালে আমাকে লুকিয়ে রাখবেন;
তিনি শৈলের উপরে আমাকে স্থাপন করবেন।
[৬] আর এখন আমার চারদিকের শত্রুদের চেয়ে
আমার মাথা উন্নত হবে,
আমি তাঁর তাম্বুতে আনন্দধ্বনির সঙ্গে উৎসর্গ করবো,

[২৭:১] ২শমূ ২২:২৯
[২৭:১] যাত্রা ১৫:২; গীত ৩:৮
[২৭:১] গীত ৯:৯
[২৭:১] ইয়োব ১৩:১৫; গীত ৫৬:৪, ১১; ১১৮:৬
[২৭:২] গীত ৯:৩; ২০:৮; ৩৭:২৪; দানি ১১:১৯; রোমীয় ১১:১১
[২৭:৩] আদি ৪:৭; গীত ৩:৬
[২৭:৩] ইয়োব ৪:৬
[২৭:৪] লূক ১০:৪২
[২৭:৪] গীত ২৩:৬; ৬১:৪
[২৭:৫] ইয়োব ৩৮:২৩
[২৭:৫] গীত ১২:৭
[২৭:৫] গীত ১৭:৮
[২৭:৫] গীত ৪০:২
[২৭:৬] ২শমূ ২২:৪৯; গীত ৩:৩; ১৮:৪৮
[২৭:৬] গীত ২২:১২
[২৭:৬] গীত ৫০:১৪; ৫৪:৬; ১০৭:২২; ১১৬:১৭
[২৭:৬] ইব্রা ৩:১৩; ইয়োব ২২:২৬
[২৭:৬] যাত্রা ১৫:১
[২৭:৬] গীত ৩৩:২; ৯২:১; ১৪৭:৭; ইফি ৫:১৯

আমি সদাপ্রভুর উদ্দেশে প্রশস্তি ও গান গাইব।
৭ হে সদাপ্রভু, শোন, আমি স্বরবে আহ্বান করি;
আমার প্রতি দয়া কর, আমাকে উত্তর দাও।
৮ আমার অন্তর তোমাকে বললো, 'তাঁর মুখের খোঁজ কর';
সদাপ্রভু, আমি তোমার খোঁজ করবো।
৯ আমা থেকে তোমার মুখ আচ্ছাদন করো না।
ক্রোধে তোমার দাসকে দূর করো না;
তুমি আমার সহায় হয়ে আসছো;
হে আমার ত্রাণেশ্বর,
আমাকে ফেলে দিও না, ত্যাগ করো না।
১০ আমার পিতা-মাতা আমাকে ত্যাগ করেছেন,
কিন্তু সদাপ্রভু আমাকে তুলে নেবেন।
১১ হে সদাপ্রভু, তোমার পথ আমাকে শেখাও,
সমান পথে আমাকে গমন করাও,
আমার শত্রুদের জন্য তা কর।
১২ আমার বিপক্ষদের ইচ্ছার হাতে আমাকে তুলে দিও না;
কেননা মিথ্যাসাক্ষীরা আমার বিরুদ্ধে উঠেছে,
তাদের নিঃশ্বাসে নিষ্ঠুরতা বের হয়।
১৩ আমি বিশ্বাস করেছি যে,
আমি জীবিতদের দেশেই সদাপ্রভুর অনুগ্রহ দেখব।
১৪ সদাপ্রভুর অপেক্ষায় থাক;
সাহস কর, তোমার অন্তঃকরণ সবল হোক;
হ্যাঁ, সদাপ্রভুরই অপেক্ষায় থাক।

[২৭:৭] গীত ৫:৩; ১৮:৬; ৫৫:১৭; ১১৯:১৪৯; ১৩০:২; যিশা ২৮:২৩
[২৭:৭] গীত ৪:১
[২৭:৮] ১বংশা ১৬:১১
[২৭:৯] দ্বি.বি. ৩১:১৭; গীত ২২:২৪
[২৭:৯] গীত ২:৫
[২৭:৯] আদি ৪৯:২৫; দ্বি.বি. ৩৩:২৯
[২৭:৯] দ্বি.বি. ৪:৩১; গীত ৩৭:২৮; ১১৯:৮; যিশা ৪১:১৭; ৬২:১২; যিরি ১৪:৯
[২৭:৯] গীত ১৮:৪৬
[২৭:১১] যাত্রা ৩৩:১৩
[২৭:১১] ইষ্রা ৮:২১; গীত ৫:৮
[২৭:১১] গীত ৭২:৪; ৭৮:৪২; ১০৬:১০; যিরি ২১:১২
[২৭:১২] দ্বি.বি. ১৯:১৬; মথি ২৬:৬০; প্রেরিত ৬:১৩; ১করি ১৫:১৫
[২৭:১৩] যাত্রা ৩৩:১৯; ২বংশা ৬:৪১; গীত ২৩:৬; ৩১:১৯; ১৪৫:৭
[২৭:১৩] ইয়োব ২৮:১৩
[২৭:১৪] গীত ৩৩:২০; ১৩০:৫, ৬; যিশা ৮:১৭; ৩০:১৮; হবক্ ২:৩; সফ ৩:৮; প্রেরিত ১:৪
[২৭:১৪] দ্বি.বি. ১:২১; বিচার ৫:২১; ইফি ৬:১০

গীত ২৭ এর নোটসমূহ

২৭:১-৩ শত্রুদের সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে রাজা ঈশ্বরের উপস্থিতিতে সুরক্ষিত রয়েছেন (গীত ২ অধ্যায় দেখুন)।

২৭:১ আলো। অনেক সময় আলো বলতে মঙ্গলজনক অবস্থাকে বোঝানো হয়ে থাকে (৯৭:১১; ইয়োব ১৮:৫-৬; ২২:২৮; ২৯:৩; হিতোপদেশ ১৩:৯; বিলাপ ৩:২ পদ দেখুন), বা জীবন ও পরিত্রাণ বোঝানো হয়ে থাকে (১৮:২৮; যিশাইয় ৯:২; ৪৯:৬; ৫৮:৮; ৫৯:৯; যিরমিয় ১৩:১৬; আমোস ৫:১৮-২০ পদ দেখুন)। "সদাপ্রভু আমার আলো" কথাটি বলার অর্থ হচ্ছে তিনি এই সমস্ত দয়া ও অনুগ্রহের উৎস এমন বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করা (যিশাইয় ১০:১৭; ৬০:১-২, ১৯-২০; মীখা ৭:৮-৯ পদ দেখুন; সেই সাথে কলসীয় ১:১২ পদের নোট দেখুন)। **আমার পরিত্রাণ:** অর্থাৎ "আমার উদ্ধার" (পদ ৯)।

২৭:২ আমার মাংস খেতে কাছে এল। ৭:২ পদের নোট দেখুন।

২৭:৩ অন্তঃকরণ। ৪:৭ পদের নোট দেখুন।

২৭:৪-৬ সদাপ্রভুর গৃহই (বা ব্যবস্থা তাঁবু) রাজার দুর্গ – কারণ সদাপ্রভু নিজেই রাজার

দুর্গ, দৃঢ় আশ্রয় (পদ ১; ৯:১১; ১৮:২ পদের নোট দেখুন)।
২৭:৪ বাস করি। ১৫:১ পদের নোট দেখুন। **সদাপ্রভুর সৌন্দর্য:** তাঁর অটল ভালবাসা (৯০:১৭ পদে রয়েছে, "ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রসন্নভাব")।
২৭:৫ তাঁর তাম্বুর অন্তরালে। ৩১:২০; ৩২:৭; ৬১:৪; ৯১:১ পদ দেখুন।
২৭:৬ আনন্দধ্বনির সংগে উৎসর্গ করবো। ৭:১৭ পদের নোট দেখুন। **প্রশস্তি ও গীত গাইব:** ৯:১ পদের নোট দেখুন।
২৭:৭-১২ শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিশেষ প্রার্থনা। শত্রুদের প্রধান অস্ত্র হচ্ছে রাজার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে তাঁকে অপদস্থ করা (৫:৯)।
২৭:৭ আমি স্বরবে আহ্বান করি ... আমাকে উত্তর দাও। ১১৮:৫ পদের নোট দেখুন।
২৭:৯ তোমার মুখ আচ্ছাদন করো না। ১৩:১ পদের নোট দেখুন। **ক্রোধ:** ২:৫ পদের নোট দেখুন। **তুমি আমার সহায় হয়ে আসছ:** কিংবা বলা যায় "তুমি আমার সহায় হও"। **আমাকে ... ত্যাগ করো না:** দ্বিতীয় বিবরণ ৩১:৬ পদের নোট দেখুন।
২৭:১০ সদাপ্রভু আমাকে তুলে নেবেন। কিংবা বলা যায় "সদাপ্রভু আমাকে গ্রহণ করুন"।
২৭:১১ তোমার পথ আমাকে শেখাও। কেবল মাত্র যারা ঈশ্বরের ইচ্ছা জানে ও তা পালন করে তারাই তাদের প্রার্থনার উত্তর ঈশ্বরের কাছ থেকে লাভ করার প্রত্যাশা করতে পারে (গীত ২৪-২৬ অধ্যায় দেখুন; এর সাথে ২ শমূয়েল ৭:১৪ পদ দেখুন)। **সমান পথে আমাকে গমন করাও:** ৫:৮ পদের নোট দেখুন।
২৭:১৩-১৪ গীতের শেষ কথাগুলোতে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরতা প্রকাশ পেয়েছে (৩:৮ পদের নোট দেখুন)।
২৭:১৩ সদাপ্রভুর অনুগ্রহ। দায়ূদের সাথে ঈশ্বরের কৃত চুক্তিতে প্রতিজ্ঞা করা মঙ্গলজনক বিষয়সমূহ (২ শমূয়েল ৭:২৮ পদ দেখুন; সেই সাথে ৩১:১৯ পদের নোট দেখুন)। **জীবিতদের দেশ:** অর্থাৎ ইহকালের এই পৃথিবী।
২৭:১৪ সদাপ্রভুর অপেক্ষায় থাক। বিশ্বাসের পরিচয় দান করার মধ্য দিয়ে বিশ্বাস ধারণ করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে (৪২:৫, ১১; ৪৩:৫; ৬২:৫ পদ দেখুন)।

উপসংহার: ঈশ্বর সম্বন্ধে, জীবন সম্বন্ধে এবং নিজের সম্বন্ধে আত্মিকভাবে শক্তিশালী হওয়ার প্রার্থনা করা হয়েছে এই গীতে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. দায়ূদ যখন এই গীত লিখেছেন তখন তিনি কোথায় বাস করতেন?
২. আপনি যেখানে বাস করেন হয়তো সেই এলাকায় একটি উপাসনালয় আছে। সেখানে আপনি কিভাবে ঈশ্বর সদাপ্রভুর উপাসনা করবেন?
৩. আপনার কাছে সদাপ্রভুর অপেক্ষায় থাকার মানে কি?

গীত ২৮

পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা

ভূমিকা: ঈশ্বরবিহীন ও দুর্ধর্ষ শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য প্রার্থনা। গীত ২৫ অধ্যায়ের মত এই অধ্যায়ের প্রার্থনাটিও শেষ হয়েছে সদাপ্রভুর সমস্ত লোকদের জন্য মধ্যস্থতামূলক প্রার্থনার মধ্য দিয়ে (৩:৮ পদের নোট দেখুন)। শেষ পদে সদাপ্রভুকে তাঁর লোকদের পালক হিসেবে আখ্যা দেওয়ার কারণে ২৩ অধ্যায়ের সাথে এই অধ্যায়টিকে সংযুক্ত করা যায়। তবে গীত ২৫-৩৩ অধ্যায়ের মধ্যকার সামঞ্জস্যপূর্ণ বিন্যাসে অধ্যায়টি ৩০ অধ্যায়ের সাথে আরও বেশি সংযুক্ত বলে প্রতীয়মান হয়। গীত ২৮ অধ্যায়ে লেখক যিহোবার কাছে "বিনতি করেছেন" (২, ৬ পদ), যখন তিনি "বিপথগামীদের মত হয়ে পড়ছেন" (পদ ১)। গীত ৩০ অধ্যায়ে লেখক যিহোবার প্রশংসা করেছেন কারণ তিনি তাঁর "বিনতি" শুনেছেন (পদ ৮, ১১) এবং "পাতাল থেকে" তাঁর প্রাণ উত্তোলন করেছেন (পদ ৩)। এই দুটো গীত অন্য আরও কয়েকটি ভিন্ন বক্তব্যের সাথে সংযুক্ত: যেমন ২৮:১ ও ৩০:৮ ("হে সদাপ্রভু, আমি তোমাকেই ডাকলাম"); ২৮:২ ও ৩০:২ ("আমি তোমার কাছে আর্তনাদ করলাম"); ২৮:৭ ("তাই আমি সাহায্য পেয়েছি") এবং ৩০:১০ ("সদাপ্রভু আমার সহায় হও")।

দায়ূদের।

১ হে সদাপ্রভু, আমি তোমাকে ডাকছি;
আমার শৈল, আমার প্রতি বধির হয়ো না;
পাছে, যদি তুমি আমার প্রতি নীরব হও,
আর আমি বিপথগামীদের মত হয়ে পড়ি।
২ যখন আমি তোমার কাছে আর্তনাদ করি,
যখন তোমার মহাপবিত্র স্থানের দিকে দু'হাত উত্তোলন করি,
তখন তুমি আমার বিনতি শুনো।
৩ দুর্জনদের ও অধর্মচারীদের সঙ্গে আমাকে টেনে নিও না;
তারা নিজ নিজ প্রতিবেশীদের সঙ্গে শান্তির কথা বলে,
কিন্তু তাদের অন্তঃকরণে হিংসাভাব আছে।
৪ তাদের কাজ ও আচরণের দুষ্টতা অনুসারে তাদেরকে ফল দাও;
তাদের হাতের কাজ অনুসারে ফল তাদেরকে দাও;
তাদের অপকার তাদেরই প্রতি বর্তাও।
৫ কেননা তারা সদাপ্রভুর কাজ ও তাঁর হাতের কাজ বিবেচনা করে না;
তিনি তাঁদেরকে ভেঙ্গে ফেলবেন, গেঁথে তুলবেন না।
৬ সদাপ্রভু ধন্য হোন,
কেননা তিনি আমার বিনতি শুনেছেন।

গীত ২৮: ক্রশরেফারেন্স

[২৮:১] দ্বি.বি. ১:৪৫
[২৮:১] ইষ্টের ৪:১৪
[২৮:১] ইয়োব ৩৩:১৮
[২৮:২] গীত ১৭:১; ৬১:১; ১১৬:১; ১৩০:২; ১৪২:১; ১৪৩:১
[২৮:২] ইষ্রা ৯:৫; গীত ৬৩:৪; ১৪১:২; বিলাপ ২:১৯; ১তীম ২:৮
[২৮:২] গীত ৫:৭; ১১:৪
[২৮:৩] গীত ১২:২; ২৬:৪; ৫৫:২১; যিরি ৯:৮
[২৮:৪] গীত ৬২:১২; ২তীম ৪:১৪; প্রকা ২২:১২
[২৮:৪] বিলাপ ৩:৬৪; প্রকা ১৮:৬
[২৮:৫] যিশা ৫:১২
[২৮:৬] আদি ২৪:২৭; ২করি ১:৩; ইফি ১:৩; ১পিতর ১:৩
[২৮:৬] পদ ২

৭ সদাপ্রভু আমার বল ও আমার ঢাল;
আমার অন্তঃকরণ তাঁর উপরে নির্ভর করেছে,
তাই আমি সাহায্য পেয়েছি;
এজন্য আমার অন্তঃকরণ উল্লসিত হয়েছে,
আমি নিজের গান দ্বারা তাঁর প্রশংসা করবো।
৮ সদাপ্রভু তাঁর লোকদের বল;
তিনিই তাঁর অভিষিক্ত ব্যক্তির রক্ষাকারী দুর্গ।
৯ তোমার লোকদেরকে পরিত্রাণ কর,
নিজের অধিকারকে আশীর্বাদ কর;
তাদেরকে পালন কর, চিরকাল বহন কর।

[২৮:৭] গীত ১৮:১
[২৮:৭] গীত ১৩:৫; ১১২:৭; যিশা ২৬:৩
[২৮:৭] দ্বি.বি. ১৬:১৫; গীত ১৬:৯
[২৮:৭] গীত ৩৩:৩; ৪০:৩; ৬৯:৩০; ১৪৪:৯; ১৪৯:১
[২৮:৮] গীত ১৮:১
[২৮:৮] যাত্রা ১৫:২; গীত ২৭:১; হবক্ ৩:১৩
[২৮:৮] গীত ২০:৬
[২৮:৯] ১বংশা ১৬:৩৫; গীত ১০৬:৪৭; ১১৮:২৫
[২৮:৯] ১বংশা ১১:২; গীত ২৩:১; ৭৮:৫২, ৭১; ৮০:১; যিশা ৪০:১১; যিরি ৩১:১০; যিহি ৩৪:১২-১৬, ২৩, ৩১; মীখা ৭:১৪
[২৮:৯] দ্বি.বি. ১:৩১; ৩২:১১; যিশা ৪৬:৩; ৬৩:৯

গীত ২৮ এর নোটসমূহ

২৮:১-২ সদাপ্রভু যেন এই প্রার্থনা শোনেন সে জন্য প্রারম্ভিক বিনতি।

২৮:১ আমার শৈল। ১৮:২ পদের নোট দেখুন। **পাছে ... আমার প্রতি নীরব হও:** আমার কাজ অনুসারে আমাকে প্রতিফল দিও না। **বিপথগামীদের মত হয়ে পড়ি:** এখানে কবরপ্রাপ্ত হওয়া অর্থে বোঝানো হয়েছে (৩০:১ পদের নোট দেখুন)।

২৮:২ দু'হাত উত্তোলন করি। উপাসনা ও প্রার্থনার জন্য (৬৩:৪; ১৩৪:২; ১৪১:২ পদ দেখুন)। **মহাপবিত্র স্থান:** মন্দিরের একেবারে কেন্দ্রে অবস্থিত সবচেয়ে পবিত্র স্থান, যেখানে জন সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল (১ রাজাবলি ৬:৫ পদ দেখুন), যেখানে সদাপ্রভুর পবিত্র ব্যবস্থা সিন্দুক রাখা হত (১ রাজাবলি ৮:৬-৮)। এটিই ছিল পৃথিবীতে ঈশ্বরের সিংহাসনের স্থান।

২৮:৩-৫ মন্দিরের সিংহাসনে উপবিষ্ট ঈশ্বরের উদ্দেশে বিনতি, যেন তিনি তাঁর দাসকে উদ্ধার করেন এবং রাজার বিরুদ্ধে ও ঈশ্বরের লোকদের বিরুদ্ধে যারা অপমানসূচক কথা বলে তাদেরকে যেন তিনি শাস্তি দেন।

২৮:৩ তাদের অন্তঃকরণে হিংসাভাব আছে। ৫:৯ পদের নোট দেখুন। **অন্তঃকরণ:** ৪:৭ পদের নোট দেখুন।

২৮:৪ তাদেরকে ফল দাও। ৫:১০ পদের নোট দেখুন; এর সাথে মথি ১৬:২৭; ২ তীমথি ৪:১৪; প্রকাশিত ২০:১২-১৩; ২২:১২ পদও দেখুন।

২৮:৫ আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ এই বক্তব্য প্রার্থনার ক্রান্তিলগ্নে পৌঁছে দেয় এবং এখান থেকেই প্রশংসার সূচনা করে, যা ৬-৭ পদে দেখা যায়। **সদাপ্রভুর কাজ:** অর্থাৎ ইস্রায়েল জাতিকে মুক্তি দান, ইস্রায়েল জাতিকে ঈশ্বরের রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা (চুক্তি সাধনের মধ্য দিয়ে, যাত্রা ১৯-২৪ অধ্যায়), এবং রাজা দায়ূদের বংশকে এই চুক্তি রক্ষার জন্য মনোনীত করা (চুক্তি সাধনের মধ্য দিয়ে, ২ শমূয়েল ৭ অধ্যায়), যেন তাঁর মনোনীত জাতি রক্ষা পায়। তাঁর হাতের কাজ। "তাদের হাতের কাজ" (পদ ৪) এবং "দুর্জন" (পদ ৩) কথাগুলো দেখায় যে, তারা ইস্রায়েল জাতিকে ও দায়ূদের রাজত্বকে ঈশ্বরের হাতের কাজ বলে স্বীকার করে না। **তিনি তাঁদেরকে ভেঙ্গে ফেলবেন:** কিংবা বলা যায়, "তিনি যেন তাদেরকে ভেঙ্গে

ফেলেন"।

২৮:৬-৭ আনন্দপূর্ণ প্রশংসা, যাতে তীব্র আত্মবিশ্বাসের ছাপ খুঁজে পাওয়া যায় (৩:৮ পদের নোট দেখুন)।

২৮:৭ আমার ঢাল। ৩:৩ পদের নোট দেখুন। **অন্তঃকরণ:** ৪:৭ পদের নোট দেখুন।

২৮:৮-৯ সদাপ্রভু এবং তাঁর লোকেরা (৩:৮ পদের নোট দেখুন)।

২৮:৮ তাঁর লোক ... তাঁর অভিষিক্ত ব্যক্তি। এখানে একটি চমৎকার ঐক্য সাধিত হয়েছে (২:২ পদের নোট দেখুন)।

২৮:৯ পরিত্রাণ কর ... আশীর্বাদ কর। ঈশ্বরের প্রধান দুটি কাজ যার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর লোকদের মঙ্গল সাধন করে থাকেন। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সময়ে তিনি তাঁর লোকদেরকে পরিত্রাণ বা উদ্ধার করে থাকেন। তিনি প্রতি দিন তাঁর লোকদের জীবনকে আরও সুন্দর করে তোলার জন্য তাদেরকে আশীর্বাদ করে থাকেন। **নিজের অধিকার:** দ্বিতীয় বিবরণ ৯:২৯ পদ দেখুন। **পালন কর:** ভূমিকা দেখুন; এর সাথে দেখুন ৮০:১; যিশাইয় ৪০:১১; যিরমিয় ৩১:১০; ইব্রা ৩৪ অধ্যায়; মীখা ৫:৪ এবং গীত ২৩:১ পদের নোট দেখুন। এই প্রার্থনার উত্তর – সর্ব শেষ ও পূর্ণ উত্তর – এসেছে "উত্তম পালকের" পরিচর্যা কাজের মধ্য দিয়ে (যোহন ১০:১১, ১৪)।

উপসংহার: উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। তাঁর প্রার্থনার পরে তিনি প্রার্থনার উত্তরের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. এই গীতটির মধ্যে দায়ূদের কান্নার ফলে কি পরিবর্তন হয়েছিল?
২. অন্যায় কাজ বা ব্যবহার কি কখনও আপনার জীবনে আধ্যাত্মিক মঙ্গল বয়ে আনতে পারে?
৩. যদি আনে তবে তা কিভাবে আনে বলে আপনি মনে করেন?

গীত ২৯

শান্তির ভয়াবহতা

ভূমিকা: সৃষ্টির অধিকর্তার প্রশংসা গীত, যাঁর মহিমা ভূমধ্যসাগরের জলীয় বাষ্প থেকে সৃষ্ট মেঘমালার ভেতরে বজ্রপাতে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয় ("বিপুল জলরাশি," পদ ৩)। তা আকাশ পর্যন্ত ছাপিয়ে ওঠে এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তা বিস্তার পায় লেবাননের এরস বন থেকে (পদ ৫-৬) উত্তরাঞ্চলে কাদেশের বনাঞ্চলের আরও উপরিভাগে পার্বত্য নদী পর্যন্ত (পদ ৮)। সদাপ্রভুর মহিমা শুধু যে সৃষ্টি কর্মের মধ্যেই দৃষ্টিগোচর হয় তা নয় (১৯:১-৬; উক্ত অধ্যায়ের নোট দেখুন; এর সাথে গীত ১০৪ অধ্যায়ও দেখুন)। সৃষ্টজগতের সবচেয়ে মহান সৃষ্টিতে তা বাঙময় হয়ে ওঠে। প্রাচীনকালে ঈশ্বরের উপস্থিতির

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যে নিদর্শন মানুষ অনুভব করেছিল তা হচ্ছে ভূমিকম্প, বিপুল শক্তিশালী জলোচ্ছাস এবং তীব্র ঘূর্ণিঝড়। সদাপ্রভু যিহোবার উদ্দেশে গাওয়া এই গীতটি কনানীয়দের বাল দেবতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবেও রূপ লাভ করেছে, কারণ বাল দেবতাকে ধরা হত বজ্রের দেবতা (৩১:৬ পদ দেখুন)। গীত ২৫-৩৩ অধ্যায়ের এই বিশেষ অংশে এই ২৯ অধ্যায়টিকে দেখা যেতে পারে বিশেষ ক্রান্তিলগ্ন হিসেবে। প্রার্থনা ও প্রশংসার মধ্যে যারা গীতসংহিতার বাক্য নিয়ে ধ্যান করেন তাদেরকে এটি মনে করিয়ে দেয় যে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সব সময় তাদের সাথে সাথে আছেন। সমস্ত সৃষ্টিকর্ম তাঁর গৌরব ও মহিমা প্রকাশ করে, তাঁর প্রতি ভক্তি ও প্রশংসায় আমাদেরকে উদ্বেলিত করে তোলে (পদ ১-২), একই সাথে তিনি তাঁর লোকদের সাথে যে অনুগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন তার কথাও মনে করিয়ে দেয় (পদ ১১) এবং তাঁর কাছে আমাদের প্রার্থনা বিনতি আকারে উপস্থাপন করার জন্য আহ্বান জানায়। প্রথম দুই পদে ভূমিকা ও শেষ দুই পদে উপসংহার টানা হয়েছে, যার মাঝে রয়েছে সাতটি মধ্যবর্তী পদ। ভূমিকা ও উপসংহার উভয় স্থানে যিহোবা নামটি মোট চারবার উচ্চারণ করা হয়েছে। এই গীতের মূল অংশে শব্দটি পাওয়া যায় ১০ বার। "সদাপ্রভুর কণ্ঠস্বর" কথাট কেবল মাত্র ৩-৯ পদেই সাত বার দেখা যায়, যাকে ঈশ্বরের সাতটি বজ্রনাদ বলে অভিহিত করা হয়। সাত সংখ্যাটি পবিত্র বাইবেলে পূর্ণতার সংখ্যা হিসেবে আখ্যাত।

দায়ূদের সঙ্গীত।

গীত ২৯ : ক্রশরেফারেন্স

[১] হে স্বর্গের বাহিনীগণ, সদাপ্রভুর গৌরব ঘোষণা কর;
সদাপ্রভুর গৌরব ও পরাক্রমের ঘোষণা কর।
[২] সদাপ্রভুর উদ্দেশে তাঁর নামের গৌরব ঘোষণা কর;
পবিত্র শোভায় সদাপ্রভুর কাছে প্রণিপাত কর।
[৩] জলের উপরে সদাপ্রভুর কণ্ঠস্বর;
গৌরবান্বিত ঈশ্বর বজ্রনাদ করছেন,
সদাপ্রভু বিপুল জলরাশির উপরে বিদ্যমান।
[৪] সদাপ্রভুর কণ্ঠস্বর শক্তিবিশিষ্ট;
সদাপ্রভুর কণ্ঠস্বর মহিমান্বিত।
[৫] সদাপ্রভুর কণ্ঠস্বর এরস গাছ ভেঙ্গে ফেলছে;
সদাপ্রভুই লেবাননের এরস গাছ খণ্ড-বিখণ্ড করছেন।
[৬] তিনি গরুর বাছুরের মত তাদেরকে নাচাচ্ছেন,
লেবানন ও শিবিয়োনকে বন্য ষাঁড়ের বাচ্চার মত নাচাচ্ছেন।
[৭] সদাপ্রভুর কণ্ঠস্বরে আকাশে বিদ্যুতের ঝলকানী সৃষ্টি হয়।
[৮] সদাপ্রভুর কণ্ঠস্বর মরুভূমিকে কম্পমান করছে;
সদাপ্রভু কাদেশের মরুভূমিকে কম্পমান করছেন।
[৯] সদাপ্রভুর কণ্ঠস্বর হরিণীদেরকে প্রসব করাচ্ছে,
বনরাজিকে পত্রহীন করাচ্ছে;

[২৯:১] পদ ২; ১বংশা ১৬:২৮
[২৯:১] ২শমূ ১:১৯; গীত ১০৩:২০; যিশা ১০:১৩
[২৯:১] গীত ৮:১
[২৯:২] ১বংশা ১৬:২৯; গীত ৯৬:৭-৯
[২৯:৩] ইয়োব ৩৭:৫
[২৯:৩] গীত ২৪:৭; প্রেরিত ৭:২
[২৯:৩] ১শমূ ২:১০; গীত ১৮:১৩; ৪৬:৬; ৬৮:৩৩; ৭৭:১৭; যিরি ১০:১৩; ২৫:৩০; যোয়েল ২:১১; আমোষ ১:২
[২৯:৩] যাত্রা ১৫:১০
[২৯:৪] গীত ৬৮:৩৩
[২৯:৫] বিচার ৯:১৫
[২৯:৬] গীত ১১৪:৪
[২৯:৬] দ্বি.বি. ৩:৯
[২৯:৬] গণনা ২৩:২২; ইয়োব ৩৯:৯; গীত ৯২:১০
[২৯:৭] যিহি ১:১৪; প্রকা ৮:৫
[২৯:৮] গণনা ১৩:২৬; ২০:১
[২৯:৯] যিশা ২:১৩; যিহি

আর তাঁর মন্দিরে সবাই বলছে, "ঈশ্বরের গৌরব।"
[১০] মহাবন্যার উপরে সদাপ্রভুই রাজা;
সদাপ্রভু চিরকালের তরে রাজার সিংহাসনে বসেছেন।
[১১] সদাপ্রভু নিজের লোকদের বল দেবেন;
সদাপ্রভু তাঁর লোকদের শান্তি দিয়ে আশীর্বাদ করবেন।

২৭:৬; আমোষ ২:৯
[২৯:৯] গীত ২৬:৮
[২৯:১০] আদি ৬:১৭
[২৯:১০] যাত্রা ১৫:১৮
[২৯:১১] গীত ১৮:১; ২৮:৮; ৬৮:৩৫
[২৯:১১] লেবী ২৬:৬; গণনা ৬:২৬

গীত ২৯ এর নোটসমূহ

২৯:১-২ ঈশ্বরের সৃষ্ট জগতের সমস্ত জীবিত সত্তাকে (১ পদের নোট দেখুন) সদাপ্রভুর উপাসনা করার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে– মন্দিরের নির্ধারিত উপাসনা প্রণালীর অনুকরণে এই আহ্বান জানানো হয়েছে (৯৬:৭-৯; ১ বংশাবলি ১৬:২৮-২৯ পদ দেখুন)।

২৯:১ স্বর্গের বাহিনীগণ। বা স্বর্গীয় সত্তাগুলো। এখানে আক্ষরিক অর্থে বোঝানো হয়েছে "ঈশ্বরের সন্তানেরা"। সম্ভবত এখানে স্বর্গদূতদের কথাই বলা হয়েছে (১০৩:২০; ১৪৮:২; ইয়োব ১:৬; ২:১; যিশাইয় ৬:২ পদ দেখুন), কিংবা হতে পারে তাদের কথা বোঝানো হয়েছে যাদেরকে লোকেরা বোকার মত দেবতা বলে মনে করে থাকে, যেমনটা গীত ৯৭ অধ্যায়ে দেখা যায় (৯৭:৭ পদ দেখুন), যার সাথে এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তুগত বেশ মিল পাওয়া যায়। একমাত্র সদাপ্রভু ঈশ্বরকেই স্বর্গীয় রাজার মর্যাদা দেওয়া সম্ভব।

২৯:২ তাঁর নাম। ৫:১১ পদের নোট দেখুন। **পবিত্র শোভা:** এই শব্দের হিব্রু প্রতিশব্দটি বেশ জটিল, কিন্তু এই অনুবাদে সহজভাবে কথাটিকে প্রকাশ করা হয়েছে। তবে এখানে ঈশ্বরের নিজের কথা বলা হয়েছে, না কি তাঁর পবিত্র মন্দিরের কথা, না কি ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হওয়ার আগে পুরোহিতদের যে পোশাক পরার কথা তার কথা বলা হচ্ছে সে বিষয়টি অস্পষ্ট। ১১০:৩ পদে প্রায় একই ধরনের একটি হিব্রু শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে "পবিত্র শোভা", যা এই শব্দের একমাত্র সমার্থক ব্যবহার বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু হিব্রু টেক্সট এবং ২ বংশাবলি ২০:২১ পদের প্রেক্ষাপট বলে যে, এই শব্দের অর্থ "ঈশ্বরের পবিত্রতার শোভা"।

২৯:৩-৯ জলের উপরে ... গৌরবান্বিত ঈশ্বর বজ্রনাদ করছেন। ৬৮:৪, ৩৩ পদ দেখুন। সৃষ্টির অপার শক্তির প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে ইস্রায়েলের মহান ঈশ্বরের মহিমা ও গৌরব প্রকাশ পায়।

২৯:৫ লেবাননের এরস গাছ। মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে দামী ও অভিজাত কাঠের গাছ (শলোমনের গীত ৫:১৫ পদের নোট দেখুন)।

২৯:৬ তাদেরকে নাচাচ্ছেন। ১১৪:৪ পদের নোট দেখুন।

২৯:৯ মন্দির। গীত ২৩-২৮ অধ্যায়ের প্রাথমিক বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সম্ভবত এখানে যিরূশালেমের মন্দিরের কথা বোঝানো হয়েছে কিংবা ঈশ্বরের স্বর্গীয় মন্দিরের কথা বোঝানো হয়েছে, যেখানে তাঁর স্বর্গীয় সিংহাসন অবস্থিত (২:৪; ১১:৪; ১১৩:৫; যিশাইয় ৬:১; ৪০:২২ পদ দেখুন), কারণ তিনিই সমস্ত সৃষ্ট জগতের সদাপ্রভু ঈশ্বর। কিন্তু সম্ভবত এখানে সমগ্র সৃষ্টি জগতকেই ঈশ্বরের মন্দির তথা মন্দির নামে অভিহিত করা হয়েছে (২৪:২ পদের নোট দেখুন)। সেক্ষেত্রে "সবাই" কথাটি দিয়ে আক্ষরিক অর্থেই পৃথিবীর সকলকে বোঝানো হয়েছে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি প্রাণী চিৎকার করে ঈশ্বরের গৌরব ঘোষণা

করছে (১৫০:৬)। **গৌরব**। ২৬:৮ পদের নোট দেখুন।

২৯:১০-১১ সদাপ্রভু ঈশ্বরের একচ্ছত্র ও চিরস্থায়ী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করে তাঁর লোকদের পরিপূর্ণ পরিত্রাণ এবং অবিমিশ্রিত অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ যখন পৃথিবীতে সর্বময় শান্তি ও সুখ বিরাজ করে এবং সেই আনন্দপূর্ণ পরিবেশে কোন হুমকি বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।

২৯:১০ মহাবন্যার উপরে সদাপ্রভুই ... রাজার সিংহাসনে বসেছেন। তিনি এমন এক রাজা যিনি তাঁর মুখের কথায় এই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে শূন্য অবস্থা থেকে সৃষ্টি করেছেন (আদি ১:২, ৬-১০)।

উপসংহার: শাস্তির ভয়াবহতা প্রকাশ করা হয়েছে। ঈশ্বরের প্রশংসা করা হয়েছে কারণ সদাপ্রভুর দিন ভীষণ শাস্তি নিয়ে আসবে, যেন মশীহ যখন রাজা হয়ে আসবেন তখন সেই যুগের শাস্তির জন্য পথ প্রস্তুত থাকে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. প্রকৃতিতে কখন আপনি ঈশ্বরের গৌরব করেছেন?
২. ঈশ্বর স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রভু তা আপনি কিভাবে জানেন? এই সত্য আপনাকে কিভাবে প্রভাবিত করে?

গীত ৩০

সুস্থতার জন্য ধন্যবাদ

ভূমিকা: একটি প্রশংসা গীত যাতে সমবেত জনতার সাথে মৃত্যু থেকে উদ্ধার এবং রোগ থেকে সুস্থতা লাভের জন্য সদাপ্রভুর প্রশংসা ও উপাসনা করা হয়েছে ("তুমি আমাকে সুস্থ করলে," পদ ২; ৭:১৭ পদের নোট দেখুন)। গীত ২৮ এর সাথে এর সম্পর্ক নির্ণয় করার জন্য উক্ত গীতের ভূমিকা দেখুন। এই গীতটির বিভিন্ন পঙ্কতিতে ঈশ্বরের উপাসনা ও প্রশংসা করার শপথ রয়েছে (পদ ১, ১২ দেখুন)।

সঙ্গীত। গৃহ প্রতিষ্ঠার গীত। দায়ূদের।

[১] হে সদাপ্রভু, আমি তোমার প্রশংসা করবো,
কেননা তুমি আমাকে উঠিয়েছ,
আমার শত্রুদেরকে আমার বিষয়ে আনন্দ করতে দাও নি।
[২] হে সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর,
আমি তোমার কাছে আর্তনাদ করলাম,

গীত ৩০ : ক্রশরেফারেন্স

[৩০:১] যাত্রা ১৫:২
[৩০:১] ইয়োব ১১:৮; গীত ৬৩:৯; ১০৭:২৬; হিতো ৯:১৮; যিশা ১৪:১৫
[৩০:১] গীত ২২:১৭
[৩০:২] গীত ৫:২; ৮৮:১৩
[৩০:২] গণনা ১২:১৩

আর তুমি আমাকে সুস্থ করলে।
৩ হে সদাপ্রভু, তুমি পাতাল থেকে আমার প্রাণ উত্তোলন করেছ,
তুমি আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছ, যেন গর্তে নেমে না যাই।
৪ হে সদাপ্রভুর ভক্ত সেবাকারীরা,
তাঁর উদ্দেশে গান কর,
তাঁর পবিত্র নামের ধন্যবাদ কর।
৫ কেননা তাঁর ক্রোধ নিমেষমাত্র থাকে,
তাঁর অনুগ্রহেতেই জীবন;
সন্ধ্যাবেলা কান্নাকাটি অতিথিরূপে আসে,
কিন্তু খুব ভোরে আনন্দ উপস্থিত হয়।
৬ আমার সুখাবস্থায় আমি বলেছিলাম,
আমি কখনও বিচলিত হব না।
৭ হে সদাপ্রভু, তুমি তোমার অনুগ্রহেই
আমার পর্বত দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছিলে;
যখন তুমি মুখ লুকালে, আমি ভীষণ ভয় পেলাম।
৮ হে সদাপ্রভু, আমি তোমাকেই ডাকলাম,
সদাপ্রভুরই কাছে বিনতি করলাম।
৯ কূপে নামলে আমার লাভ কি যদি তার মধ্যে আমার মৃত্যু থাকে?
ধূলি কি তোমার প্রশংসা করবে?
তোমার বিশ্বস্ততা কি প্রচার করবে?
১০ শোন, হে সদাপ্রভু, আমাকে দয়া কর;
সদাপ্রভু আমার সহায় হও।
১১ তুমি আমার বিলাপ নৃত্যে পরিণত করেছ;
তুমি আমার শোকের চট খুলে আমাকে আনন্দের পোশাক পরিয়েছ,
১২ যেন আমি তোমার প্রশংসা গান করি, নীরব না থাকি।
হে সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর,
আমি চিরকাল তোমার প্রশংসা করবো।

[৩০:৩] গীত ১৬:১০; ৫৬:১৩
[৩০:৩] গীত ২৮:১; ৫৫:২৩; ৬৯:১৫; ৮৬:১৩; ১৪৩:৭; হিতো ১:১২; যিশা ৩৮:১৭; যোহন ২:৬
[৩০:৪] গীত ৩৩:১; ৪৭:৭; ৬৮:৪
[৩০:৪] গীত ১৬:৩
[৩০:৪] যাত্রা ৩:১৫; গীত ৩৩:২১; ১০৩:১; ১৪৫:২১
[৩০:৫] গীত ১০৩:৯
[৩০:৫] ইয়োব ১৪:১৩
[৩০:৫] ইষ্রা ৩:১১
[৩০:৫] ২শমূ ১৫:৩০; গীত ৬:৬; ১২৬:৬; যিরি ৩১:১৬
[৩০:৫] ২করি ৪:১৭
[৩০:৬] ইয়োব [২৯:১৮
[৩০:৭] দ্বি.বি. ৩১:১৭
[৩০:৯] ইয়োব ৩৩:১৮; যিশা ৩৮:১৮
[৩০:৯] গীত ৬:৫; ৮৮:১১
[৩০:১০] গীত ১৭:১
[৩০:১০] গীত ৪:১
[৩০:১০] গীত ২০:২
[৩০:১১] ইষ্টের ৪:১
[৩০:১১] যাত্রা ১৫:২০
[৩০:১১] ২শমূ ৩:৩১; গীত ৩৫:১৩
[৩০:১১] দ্বি.বি. ১৬:১৫; গীত ১৬:৯
[৩০:১২] গীত ৩৫:১৮; ৭৫:১; ১১৮:২১; প্রকা ১১:১৭
[৩০:১২] গীত ৪৪:৮; ৫২:৯

গীত ৩০ এর নোটসমূহ

শিরোনাম: গীত ১৮; ৪৫-৪৬; ৪৮; ৬৫-৬৮; ৭৫-৭৬; ৮৩; ৮৭-৮৮; ৯২; ১০২ পদের শিরোনাম দেখুন। এর সাথে রয়েছে আরোহণ সঙ্গীত (গীত ১২০-১৩৪ অধ্যায়)। **গৃহ প্রতিষ্ঠার গীত:** অর্থাৎ দায়ূদের গৃহ প্রতিষ্ঠার গীত। এখানে "দায়ূদের" কথাটি দিয়ে যদি লেখকত্ব বোঝানো হয় তাহলে এই গীতটির কথাই সম্ভবত ১ বংশাবলি ২১:১–২২:৬ পদে লেখা হয়েছে। ১ বংশাবলি ২২:১-৬ পদে রাজা দায়ূদ মন্দিরের জমি ও তা নির্মাণের জন্য সমস্ত সামগ্রী প্রার্থনার মধ্য দিয়ে উৎসর্গ করেছিলেন। সেই সাথে তিনি বোধহয় চেয়েছিলেন মন্দিরের উৎসর্গের সময় তিনি এই ৩০ অধ্যায়ের গীতটি গাইবেন। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে ২-৩ পদে ১ বংশাবলি ২১:১৭-৩০ পদে উল্লিখিত দায়ূদের সমস্যাজনক পরিস্থিতির

কথা বোঝানো হয়েছে। ৫ পদে উল্লিখিত "অনুগ্রহ" বলতে ১ বংশাবলি ২১:১৩ পদের "করুণা" বোঝানো হয়ে থাকতে পারে। এছাড়া ৬ পদে বলা হয়েছে তিনি সুবিশাল সৈন্যবাহিনীর উপরে পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে ভুল করেছেন (১ বংশাবলি ২১:১-৮ পদ দেখুন)। পরবর্তীতে এই গীতটি ইস্রায়েল জাতির বন্দীদশার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। যিহূদী লিটার্জির সময়কাল অনুসারে তালমুদীয় যুগের হানুক্কাহ্‌র সময়কার বলে নির্ণয় করা যায়, যা ছিল এ্যান্টিওকাস এপিফানিস (১৬৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) এর ধ্বংস সাধনের পর যুডাস ম্যাকাব্বিয়াস কর্তৃক আবারও মন্দির পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিশেষ আনন্দ অনুষ্ঠান (১৬৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। কাজেই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে জন সাধারণের মধ্যে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে এই গীতটিতে যেখানে "আমি" বলা হয়েছে সেই অংশগুলো মূলত "আমরা" অর্থে পাঠ করা প্রয়োজন। পুরাতন নিয়মে জন সমাগমে সাধারণত এভাবেই পবিত্র শাস্ত্র পাঠ করা হত।

৩০:১-৩ প্রশংসার সূচনালগ্নে ভূমিকা দানকারী ঘোষণা।

৩০:১ কেননা তুমি আমাকে উঠিয়েছ। এখানে ওঠানো বলতে গর্ত থেকে বা পাতাল থেকে ওঠানো বোঝানো হয়েছে, যাকে তুলনা করা হয়েছে মানুষের জীবনের চরম দুর্দশাগ্রস্ত সময়ের সাথে। পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এই অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে (৬৯:২, ১৫; ৭১:২০; ৮৮:৬; ১৩০:১; বিলাপ ৩:৫৫; যোনা ২:২)। এই গর্ত বা পাতালের বিবরণকে অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পর সংযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, যেমন এখানে বলা হয়েছে শিয়োল বা পাতাল ("মৃতদের রাজ্য," পদ ৩) এবং গর্ত (পদ ৩), যা একসাথে বিশেষ কিছু অর্থ ব্যক্ত করে; যেমন: নীরবতা (৩১:১৭; ৯৪:১৭; ১১৫:১৭; ১ শমূয়েল ২:৯), অন্ধকার (৮৮:৬, ১২; ১৪৩:৩; ইয়োব ১০:২১-২২; ১৭:১৩; উপদেশক ৬:৪; বিলাপ ৩:৬), ধ্বংস (পদ ৯; ১৮:৪; ৫৫:২৩), ক্ষয় (৮৮:১১; যিশাইয় ৩৮:১৭; হোশেয় ১৩:১৪); ধুলা (পদ ৯; ৭:৫; ২২:১৫, ২৯; ইয়োব ১৭:১৬; ৪০:১৩; যিশাইয় ২৬:১৯; ২৯:৪), পঙ্কময় ভূমি (৪০:২; ৬৯:২, ১৪), বিনাশের গর্ত (৪০:২) এবং কাদা (৪০:২; ইয়োব ৩০:১৯)। এছাড়া ৪৯:১৪ পদের নোট দেখুন। **আমার শত্রুদেরকে ... আনন্দ করতে দাও নি:** গীত ৬ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

৩০:৩ পাতাল। অর্থাৎ মৃতদের রাজ্য। রূপকার্থে এখানে মৃত্যুর অভিজ্ঞতা লাভের কথা বোঝানো হয়েছে, যেমনটা দেখা যায় ১৮:৫; যোনা ২:২ পদে। **গর্ত:** ২৮:১ পদের নোট দেখুন।

৩০:৪-৫ সমবেত উপাসনাকারীদেরকে ঈশ্বরের প্রশংসা করার জন্য বিশেষ আহ্বান (৯:১ পদের নোট দেখুন)।

৩০:৪ সদাপ্রভুর ভক্ত। ৪:৩ পদের নোট দেখুন। **তাঁর পবিত্র নাম:** আক্ষরিক অর্থে "স্মরণীয়" বা "প্রসিদ্ধ" বোঝানো হয়েছে (৯৭:১২; ১৩৫:১৩; যিশাইয় ২৬:৮; হোশেয় ১২:৫)। হিব্রু প্রতিশব্দটি যাত্রা ৩:১৫ পদের কথা মনে করিয়ে দেয় এবং সেই সাথে ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতির ইতিহাসে যে সমস্ত আশ্চর্য কাজ করেছেন, তার সাথে সম্পৃক্ত তাঁর নামগুলোকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

৩০:৫ ক্রোধ। ২:৫ পদের নোট দেখুন। **নিমেষমাত্র থাকে:** যিশাইয় ৫৪:৭ পদ দেখুন। **সন্ধ্যাবেলা ... অতিথিরূপে আসে:** রূপকার্থে এখানে বোঝানো হয়েছে একজন অতিথি

কেবল একটি রাত যাপনের জন্য আসে।

৩০:৬-১০ ঈশ্বরের অনুগ্রহপূর্ণ উদ্ধারের বিধৃত সঙ্কলন।

৩০:৬-৭ সুরক্ষিত অবস্থায় থেকে তিনি অহঙ্কারী হয়ে উঠেছিলেন, ভুলে গিয়েছিলেন কার অনুগ্রহে তিনি তাঁর পর্বত স্থাপন করেছেন, কিন্তু সদাপ্রভু তাঁকে তা মনে করিয়ে দিয়েছেন।

৩০:৬ আমি কখনও বিচলিত হব না। দুষ্টেরা যেভাবে কথা বলে তিনিও সেভাবে কথা বলেছিলেন (১০:৬ পদ দেখুন), আর এ কারণেই তিনি সদাপ্রভুর ধার্মিক ব্যক্তি হওয়ার সেই অনুগ্রহ হারিয়েছিলেন (১৫:৫ পদ দেখুন)। **বিচলিত:** ১০:৬ পদের নোট দেখুন।

৩০:৭ আমার পর্বত দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছিলে। সম্ভবত এখানে দায়ূদের পর্বত বলতে দুর্গ সিয়োনের কথা বলা হয়েছে; কিংবা এখানে পর্বত বলতে হয়তো রূপকার্থে রাজা দায়ূদের শৌর্য বীর্য, বীরত্ব ও খ্যাতির প্রতীকী পর্বতের কথা বোঝানো হয়েছে, যার চূড়ায় বসে তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহে সুরক্ষিত জীবন-যাপন করছিলেন। **তুমি মুখ লুকালে: ১৩:১** পদের নোট দেখুন।

৩০:৮-১০ সমস্ত শক্তি চূর্ণ হওয়ার কারণে দায়ূদের আত্মবিশ্বাস একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছিল। মৃত্যুর দোরগোড়ায় এসে তিনি কাতর স্বরে ঈশ্বরকে ডাকছিলেন।

৩০:৯ ৬:৫ পদের নোট দেখুন। **তোমার বিশ্বস্ততা:** অর্থাৎ তোমার চুক্তির প্রতিজ্ঞার প্রতি বিশ্বস্ততা।

৩০:১১-১২ ঈশ্বর এই বিনতির উত্তর দিলেন এবং দায়ূদ চিরকাল ঈশ্বরের প্রশংসা করার জন্য প্রতিজ্ঞা করলেন (৭:১৭ পদের নোট দেখুন)। নৃত্য ও আনন্দ বিলাপ ও শোকের চট সরিয়ে দিয়েছে, যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহপূর্ণ কাজের জন্য নীরবতা নয়, প্রশংসাপূর্ণ গীত গাওয়া যায়।

৩০:১১ চট। কালচে তন্তুজাতীয় মোটা কাপড় (যিশা ৫০:৩; প্রকাশিত **১১:৩** পদের নোট দেখুন), যা সাধারণত ছাগলের চামড়া দিয়ে তৈরি করা হত এবং সাধারণত তা দিয়ে ছালা বা বস্তা তৈরি করা হত। শোকের প্রতীক হিসেবে এই চট পোশাক আকারে পরা হত (৩৫:১৩; ৬৯:১১ পদ দেখুন; আদি ৩৭:৩৪ পদের নোট দেখুন)।

৩০:১২ আমি তোমার প্রশংসা গান করি। আক্ষরিক অর্থে বোঝানো হয়েছে, আমার অন্তর তোমার প্রশংসা গান করে (৭:৫ পদের নোট দেখুন)।

উপসংহার: সুস্থ্যতার জন্য ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। সুস্থ হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেইজন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করা হয়েছে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. দায়ূদের গর্ব ও অহংকারের জন্য তাঁর জীবনে শাস্তি নেমে এসেছিল। গর্ব করার যে পাপ তার ক্ষতিকর দিকগুলো কি কি বলে আপনার মনে হয়?
২. কি উদ্দেশ্যে ঈশ্বর তাঁর অহংকারী সন্তানদের জীবনে শাস্তি নিয়ে আসেন?
৩. একজন অবাধ্য বিশ্বাসী যখন বাধ্য হয় তখন প্রভুর সঙ্গে কি রকম ঘনিষ্ঠতা উপভোগ করেন?

গীত ৩১

শত্রুর উপর বিজয়

ভূমিকা: দায়ূদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত শক্তিশালী চক্রান্ত হওয়ার কারণে তাঁর সমস্ত বন্ধু ও প্রিয়জন তাঁকে ত্যাগ করেছিল। এমন পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাবার জন্য তিনি এই প্রার্থনা করেছেন। লূক ২৩:৪৬ পদ অনুসারে ক্রুশের উপরে পেরেকে বিদ্ধ অবস্থায় প্রভু যীশু খ্রীষ্ট গীত ৩১:৫ পদ থেকে উদ্ধৃতিটি নিয়েছিলেন। এ কারণেই যারা খ্রীষ্ট-বিরোধী শক্তির কারণে কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করবে তারা এই অধ্যায়টি পাঠ করলে নতুন দিশা খুঁজে পাবে ও সান্ত্বনা পাবে (প্রেরিত ৭:৫৯; ১ পিতর ৪:১৯ পদ দেখুন)। গীতসংহিতার অন্য আর কোন গীতে মানবীয় বিরোধী শক্তির সামনে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের প্রতি এমন অটল বিশ্বাসের নিদর্শন দেখা যায় না। ৯-১৮ পদ হচ্ছে অধ্যায়টির প্রার্থনার প্রাণকেন্দ্র, যার আগে এবং পরে নয়টি হিব্রু পঙ্‌ক্তি রয়েছে, যাতে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরতা ও বিশ্বাসের কথাই প্রতিফলিত হয়েছে (১৪ পদ দেখুন)। অধ্যায়ের একেবারে মাঝের পদ হচ্ছে ১৩ পদ, যেখানে প্রার্থনার মূল বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই অধ্যায়ের সাথে গীত ২৭ অধ্যায়ের সংযুক্তি দেখার জন্য উক্ত অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। দায়ূদের সঙ্গীত।

গীত ৩১ : ক্রশরেফারেন্স

১ হে সদাপ্রভু, আমি তোমারই আশ্রয় নিয়েছি;
আমাকে কখনও লজ্জিত হতে দিও না;
তোমার ধর্মশীলতায় আমাকে উদ্ধার কর।
২ আমার দিকে কান দাও;
আমাকে রক্ষা করতে তাড়াতাড়ি এসো;
আমার আশ্রয়-শৈল হও,
আমার নিস্তারের জন্য দুর্গগৃহ হও।
৩ কেননা তুমিই আমার শৈল ও আমার দুর্গ;
তাই তোমার নামের অনুরোধে
আমাকে পথ দেখিয়ে গমন করাও।
৪ আমাকে সেই জাল থেকে উদ্ধার কর,
যা লোকে আমার জন্য গোপনে পেতেছে,
কেননা তুমিই আমার দৃঢ় আশ্রয়।
৫ আমি তোমার হাতে আমার আত্মা তুলে দিই;
হে সদাপ্রভু, সত্যের ঈশ্বর, তুমি আমাকে মুক্ত করেছ।
৬ যারা অসার মূর্তি মানে, তাদের আমি ঘৃণা করি;
আর আমি সদাপ্রভুর উপর নির্ভর করি।
৭ আমি তোমার অটল প্রেমে উল্লাস ও আনন্দ করবো,

[৩১:১] গীত ৭:১
[৩১:১] গীত ৫:৮
[৩১:২] গীত ৬:৪
[৩১:২] যাত্রা ২:১৭
[৩১:২] ২শমূ ২২:৩; গীত ১৮:২
[৩১:৩] গীত ১৮:২
[৩১:৩] গীত ২৩:৩
[৩১:৪] ১শমূ ২৮:৯; ইয়োব ১৮:১০
[৩১:৪] গীত ৯:৯
[৩১:৫] লূক ২৩:৪৬; প্রেরিত ৭:৫৯
[৩১:৫] যিশা ৪৫:১৯; ৬৫:১৬
[৩১:৬] দ্বি.বি. ৩২:২১
[৩১:৬] গীত ৪:৫
[৩১:৭] গীত ১৩:৩
[৩১:৭] গীত ২৫:১৭; লূক ২২:৪৪

কেননা তুমি আমার দুঃখ দেখেছ,
তুমি দুর্দশাকালে আমার প্রাণের তত্ত্ব নিয়েছ।
৮ তুমি আমাকে শত্রুদের হাতে তুলে দাও নি,
প্রশস্ত ভূমিতে আমার চরণ স্থাপন করেছ।
৯ হে সদাপ্রভু, আমাকে দয়া কর, কেননা আমি বিপদগ্রস্ত;
মনোদুঃখে আমার নয়ন, প্রাণ ও দেহ শীর্ণ হচ্ছে।
১০ কারণ দুঃখ-কষ্টে আমার জীবন
ও দীর্ঘ নিশ্বাসে আমার বয়স অতিবাহিত হল,
আমার অপরাধের দরুন আমার শক্তি লোপ পাচ্ছে,
আর আমার অস্থি শীর্ণ হল।
১১ আমার সকল শত্রু কাছে আমি নিন্দার পাত্র,
আমার প্রতিবেশীদের কাছে অতিশয় নিন্দার পাত্র হয়েছি,
ও আমার পরিচিতদের কাছে ভয়ঙ্কর হয়েছি;
পথে আমাকে দেখে লোকেরা পালিয়ে গেছে।
১২ মৃত ব্যক্তির মত লোকে আমাকে ভুলে গেছে,
আমি নষ্ট হয়ে যাওয়া পাত্রের মত হলাম।
১৩ কেননা আমি অনেকের কৃত অপবাদ শুনেছি,
চারদিকেই ভয়;
তারা আমার বিরুদ্ধে একত্র হয়ে মন্ত্রণা করেছে।
আমার প্রাণনাশ করার সঙ্কল্প করেছে।
১৪ কিন্তু, হে সদাপ্রভু, আমি তোমার উপরে নির্ভর করলাম;
আমি বললাম, তুমিই আমার ঈশ্বর।
১৫ আমার সময়গুলো তোমার হাতে রয়েছে;
আমার শত্রুদের হাত থেকে, আমার তাড়নাকারীদের থেকে,
আমাকে পরিত্রাণ কর।
১৬ তোমার দাসের প্রতি তোমার মুখ উজ্জ্বল কর,
তোমার অটল প্রেমে আমাকে নিস্তার কর।
১৭ হে সদাপ্রভু, আমাকে লজ্জিত হতে দিও না,
কেননা আমি তোমাকে ডেকেছি;
দুষ্টরা লজ্জিত হোক, পাতালে নীরব হোক।
১৮ সেই মিথ্যাবাদী সমস্ত ওষ্ঠাধর বোবা হোক,
যারা ধার্মিকের বিপক্ষে অহংকারের কথা বলে,
অহঙ্কার ও তুচ্ছজ্ঞান সহকারে বলে।
১৯ আহা! তোমার দেওয়া মঙ্গল কেমন মহৎ,
যা তুমি তোমার ভয়কারীদের জন্য সঞ্চয় করেছ,
তোমার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণকারীদের পক্ষে সাধন করেছ,
আর তা করেছ সকলের সাক্ষাতে।

[৩১:৮] দ্বি.বি. ৩২:৩০
[৩১:৮] ২শমূ ২২:২০
[৩১:৯] গীত ৪:১
[৩১:৯] গীত ৬:৭
[৩১:৯] গীত ৬৩:১
[৩১:১০] পদ ৭
[৩১:১০] গীত ৬:৬
[৩১:১০] গীত ২২:১৫; ৩২:৪; ৩৮:১০; ৭৩:২৬
[৩১:১০] গীত ২৫:১৮
[৩১:১০] গীত ৬:২
[৩১:১১] দ্বি.বি. ৩০:৭; গীত ৩:৭; ২৫:১৯; ১০২:৮
[৩১:১১] গীত ২২:৬
[৩১:১১] গীত ৩৮:১১
[৩১:১২] গীত ২৮:১; ৮৮:৪
[৩১:১৩] লেবী ১৯:১৬; গীত ৫০:২০
[৩১:১৩] ইয়োব ১৮:১১; যিশা ১৩:৮; যির্মি ৬:২৫; ২০:৩, ১০; ৪৬:৫; ৪৯:৫; বিলাপ ২:২২
[৩১:১৩] গীত ৪১:৭; ৫৬:৬; ৭১:১০; ৮৩:৩
[৩১:১৩] আদি ৩৭:১৮; মথি ১২:১৪
[৩১:১৪] গীত ৪:৫
[৩১:১৫] ইয়োব ১৪:৫
[৩১:১৬] গণনা ৬:২৫
[৩১:১৬] গীত ৬:৪
[৩১:১৭] গীত ২২:৫
[৩১:১৭] ১শমূ ২:৯; গীত ৯৪:১৭; ১১৫:১৭
[৩১:১৮] গীত ১২০:২; হিতো ১০:১৮; ২৬:২৪
[৩১:১৮] ১শমূ ২:৩; যিহূদা ১:১৫
[৩১:১৯] গীত ২৭:১৩; রোমীয় ১১:২২
[৩১:১৯] গীত ২৩:৫
[৩১:১৯] গীত ২:১২

[৩১:২০] গীত ৫৫:৮
[৩১:২০] গীত ১৭:৮
[৩১:২০] আদি ৩৭:১৮
[৩১:২১] গীত ২৮:৬
[৩১:২১] গীত ১৭:৭
[৩১:২১] ১শমূ ২৩:৭
[৩১:২২] গীত ১১৬:১১
[৩১:২২] ইয়োব ৬:৯; ১৭:১; গীত ৩৭:৯; ৮৮:৫; যিশা ৩৮:১২
[৩১:২২] গীত ৬:৯; ৬৬:১৯; ১১৬:১; ১৪৫:১৯
[৩১:২৩] গীত ৪:৩
[৩১:২৩] গীত ১৮:২৫; প্রকা ২:১০
[৩১:২৩] দ্বি.বি. ৩২:৪১; গীত ৯৪:২
[৩১:২৪] গীত ২৭:১৪

২০ তুমি মানুষের কুমন্ত্রণা থেকে তাদেরকে
তোমার উপস্থিতির অন্তরালে সঙ্গোপনে রাখবে,
জিহ্বাগুলোর বিরোধ থেকে তাদেরকে আশ্রমের মধ্যে
লুকিয়ে রাখবে।
২১ সদাপ্রভু ধন্য হোন, কেননা তিনি দৃঢ় নগরে
আমার প্রতি আশ্চর্য অটল প্রেম প্রকাশ করলেন।
২২ আমি অধৈর্য হয়ে বলেছিলাম,
আমি তোমার নয়নগোচর থেকে বিচ্ছিন্ন,
কিন্তু তোমার উদ্দেশে আর্তনাদ করলে
তুমি আমার বিনতি শুনলে।
২৩ হে সদাপ্রভুর সমস্ত পবিত্র লোক,
তোমরা তাঁকে প্রেম কর;
সদাপ্রভু বিশ্বস্ত লোকদেরকে রক্ষা করেন,
কিন্তু অহংকারীকে অনেক প্রতিফল দেন।
২৪ হে সদাপ্রভুর অপেক্ষাকারী সকলে, সাহস কর,
তোমাদের অন্তঃকরণ সবল হোক।

গীত ৩১ এর নোটসমূহ

শিরোনাম: প্রধান বাদ্যকরের জন্য। গীত ৪ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

৩১:১-৫ বিশ্বস্ত আশ্রয় সদাপ্রভু ঈশ্বরের কাছে প্রারম্ভিক আবেদন।

৩১:১ ধর্মশীলতা। ৪:১ পদের নোট দেখুন।

৩১:২ শৈল। ১৮:২ পদের নোট দেখুন।

৩১:৩ তোমার নামের অনুরোধে। আক্ষরিক অর্থে, "তোমার নামের দোহাই"। ঈশ্বরের দাস শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার কারণে ঈশ্বরের সম্মানও এখন প্রশ্নের সম্মুখীন (২৩:৩ পদের নোট দেখুন)। ৫:১১ পদের নোট দেখুন। **পথ দেখিয়ে গমন করাও:** একজন মেষপালকের মত (২৩:২-৩ পদের নোট দেখুন)।

৩১:৪ সেই জাল ... যা লোকে আমার জন্য গোপনে পেতেছে। তাঁর শত্রুরা এই জাল পেতে রেখেছে (১১ পদ দেখুন; এর সাথে ৯:১৫ পদের নোট দেখুন)।

৩১:৫ আমি তোমার হাতে আমার আত্মা তুলে দিই। সদাপ্রভু ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরতার নাটকীয় স্বীকারোক্তি, যা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট লূক ২৩:৪৬ পদে পুনরুক্তি করেছিলেন। **তুলে দিই:** আক্ষরিক অর্থে "সমর্পণ করা" বোঝায় (যেমন যিরমিয় ৩৬:২০ পদে বলা হয়েছে)। এখানে ঈশ্বরের হাতে তুলে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতিপালনের অধীনে সমর্পণ করা বোঝানো হয়েছে (লেবীয় ৬:৪; ১ রাজাবলি ১৪:২৭ পদ দেখুন)। **আমার আত্মা:** অর্থাৎ তাঁর জীবন। **সত্যের ঈশ্বর:** বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন ঈশ্বর (৩০:৯ পদের নোট দেখুন)।

৩১:৬-৮ সদাপ্রভুর উপরে বিশ্বস্ততার সাথে আনুগত্য প্রকাশের স্বীকারোক্তি। অতীতে শত্রুর হাতে আক্রান্ত দায়ূদকে ঈশ্বর যখন উদ্ধার করেছিলেন সেই ঘটনাগুলোকে তিনি স্মরণ

করছেন।

৩১:৬ ঘৃণা। তাদের সাথে যে তিনি সম্পৃক্ত নন সে কথা বলছেন। **যারা অসার মূর্তি মানে:** যোনা ২:৮ পদ দেখুন। **আমি সদাপ্রভুর উপর নির্ভর করি:** আক্ষরিক অর্থে "দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা" বোঝায় (অর্থাৎ সাহায্য কামনা করা; ৫৯:৯ পদের নোট দেখুন)।

৩১:৭ অটল ভালবাসা। ১৬, ২১ পদ দেখুন। এর সাথে ৬:৪ পদের নোটও দেখুন। **প্রাণ:** ৬:৩ পদের নোট দেখুন।

৩১:৮ প্রশস্ত ভূমি। ১৮:১৯ পদের নোট দেখুন।

৩১:৯-১৩ দায়ূদের দুর্দশার বর্ণনা এখানে দেওয়া হয়েছে: তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছেন (৯-১০ পদ দেখুন; এর সাথে ২২:১৪-১৫ পদ দেখুন); তাঁর সব বন্ধুরা ও প্রিয়জনেরা তাঁকে ভাঙ্গা মাটির পাত্রের মত ফেলে রেখে চলে গেছেন (পদ ১১-১২ দেখুন); কারণ তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুরা সুকৌশলে কঠিন চক্রান্ত করেছে (পদ ১৩)।

৩১:৯ মনোদুঃখে আমার নয়ন ... শীর্ণ হচ্ছে। ১৩:৩ পদের নোট দেখুন। **প্রাণ:** ৬:৩ পদের নোট দেখুন।

৩১:১০ অস্থি। ৬:২ পদের নোট দেখুন।

৩১:১১-১২ প্রাচীনকালে ঈশ্বর যখন কারও দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন তখন তার বন্ধু ও প্রিয়জনেরা সেই ব্যক্তিকে ত্যাগ করে চলে যাওয়াটা ছিল খুব সাধারণ একটি বিষয় (৩৮:১১; ৪১:৯; ৬৯:৮; ৮৮:৮, ১৮; ইয়োব ১৯:১৩-১৯; যিরমিয় ১২:৬; ১৫:১৭)।

৩১:১৩ অনেকের কৃত অপবাদ শুনেছি। ৫:৯ পদের নোট দেখুন। **চারদিকেই ভয়:** যিরমিয় ৬:২৫; ২০:৩ পদের নোট দেখুন।

৩১:১৪-১৮ সদাপ্রভু ঈশ্বরের উপরে দায়ূদের নির্ভরতা অটল। শক্তিশালী শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁর একমাত্র প্রতিরোধ হচ্ছে সদাপ্রভুর প্রতি তাঁর বিশ্বাস এবং তাঁর ধর্মময় বিচারের প্রতি আস্থা।

৩১:১৪ এর সাথে ২২ পদের তুলনা করুন।

৩১:১৫ আমার সময়গুলো তোমার হাতে রয়েছে। দায়ূদের জীবনের সমস্ত ঘটনা এবং খুঁটিনাটি বিষয় সদাপ্রভুর গোচরে রয়েছে।

৩১:১৬ তোমার দাসের প্রতি তোমার মুখ উজ্জ্বল কর। ১৩:১ পদের নোট দেখুন।

৩১:১৭-১৮ দুষ্টরা লজ্জিত হোক ... বোবা হোক। ৫:১০ পদের নোট দেখুন।

৩১:১৮ মিথ্যাবাদী সমস্ত ওষ্ঠাধর। ৫:৯ পদের নোট দেখুন। **ধার্মিক:** ১:৫ পদের নোট দেখুন।

৩১:১৯-২০ ঈশ্বরের উদ্ধারকারী শক্তির প্রতি অটল বিশ্বাস (৩:৮ পদের নোট দেখুন)।

৩১:১৯ তোমার ভয়কারীদের জন্য সঞ্চয় করেছ। দায়ূদ তাঁর জীবন ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করেছেন, যেন ঈশ্বর তাঁর বিশ্বস্ত দাসদের জন্য যে বিশেষ পুরস্কার সঞ্চয় করে রেখেছেন তা তিনি লাভ করেন ("উত্তম বস্তু," যাত্রা ১৮:৯; গণনা ১০:২৯, ৩২; দ্বিতীয় বিবরণ ২৬:১১; যিহোশূয় ২৩:১৫; নহিমিয় ৯:২৫; যিশাইয় ৬৩:৭; যিরমিয় ৩৩:৯; এর সাথে দেখুন যিহোশূয় ২১:৪৫; ২৩:১৪, "উত্তম প্রতিজ্ঞা"; ২ বংশাবলি ৬:৪১; নহিমিয় ৯:২৫, ৩৫; গীত ২৭:১৩, "অনুগ্রহ"; যিরমিয় ৩১:১২, ১৪, "মঙ্গলময়তা")। **ভয়:** ১৫:৪ পদের নোট দেখুন। **তা করেছ সকলের সাক্ষাতে:** এভাবে ঈশ্বর সকলকে দেখাচ্ছেন তিনি তাঁর

বিশ্বস্ত দাসদের সাথে রয়েছেন, যা তাঁর শত্রুদের প্রতি তাঁর অবস্থান থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত (৮৬:১৭ পদ দেখুন)।

৩১:২০ তোমার উপস্থিতির অন্তরালে। ২৭:৫ পদের নোট দেখুন। **জিহ্বাগুলোর বিরোধঃ** দেখুন "অপবাদ" (পদ ১৩) এবং "মিথ্যাবাদী ওষ্ঠ" (পদ ১৮)।

৩১:২১-২২ আসন্ন উদ্ধারের জন্য ঈশ্বরের প্রতি দায়ূদের প্রশংসা (১২:৫-৬ পদের নোট দেখুন)।

৩১:২১ দৃঢ় নগর। আক্ষরিক অর্থে "শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত নগর"। এখানে প্রতীকী অর্থে দায়ূদ যে দুদর্শা ও যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন তা বোঝানো হয়েছে।

৩:২২ আমি তোমার নয়নগোচর থেকে বিচ্ছিন্ন। ১৩:১ পদের নোট দেখুন।

৩:২৩-২৪ ঈশ্বরের লোকদেরকে উৎসাহ দান করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করা হচ্ছে (৬২:৮ পদ দেখুন)।

৩১:২৩ সদাপ্রভুর সমস্ত পবিত্র লোক। ৪:৩ পদের নোট দেখুন। **বিশ্বস্ত লোকঃ** যারা সদাপ্রভুর প্রতি তাদের নৈতিক শুদ্ধতা ও বিশ্বস্ততার জন্য বিশেষভাবে প্রশংসিত। **অহংকারীঃ** যারা সদাপ্রভু ঈশ্বরের সামনে নিজেদেরকে নত ও নম্র করতে চায় না। তারা সব সময় নিজেদের খেয়াল খুশি মত চলে এবং ঈশ্বরের বিধান মানে না (যেমন পদ ১৮; ১০:২-১১; ৭৩:৬; ৯৪:২-৭; দ্বিতীয় বিবরণ ৮:১৪; যিশাইয় ২:১৭; নহিমিয় ২৮:২, ৫; হোশেয় ১৩:৬); কিংবা যারা ভিন্ন অসার দেবতাদেরকে মানে (যিরমিয় ১৩:৯-১০ পদ দেখুন)। এ কারণে "অহংকারী" শব্দটি দিয়ে অনেক সময় "দুষ্ট" বোঝানো হয়ে থাকে।

উপসংহারঃ শত্রুর উপর বিজয় প্রকাশ করা হয়েছে। বিশ্বাসীদের প্রার্থনা হল তার মুক্তির জন্য। তাদের প্রার্থনার উত্তরে তাদের জীবনে বিজয় নেমে আসে। যীশু ৫ পদটি উল্লেখ করেছেন যখন তিনি ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছেন।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্নঃ

১. যীশু খ্রীষ্টের জীবনে কি ঘটেছিল যখন তিনি ৫ পদটি উদ্ধৃত করেছিলেন?
২. কেন এই পদটি উদ্ধৃত করার এটি একটি উপযুক্ত সময় ছিল?
৩. দায়ূদ এই গীতে কি রকম মনোভাব প্রকাশ করেছেন যা আপনি আপনার জীবনে বিকাশ ঘটাতে চান?

গীত ৩২

পাপের ক্ষমা পাবার অনুগ্রহ

ভূমিকাঃ যারা ধার্মিকতার অন্তর নিয়ে তাদের পাপ স্বীকার করে এবং ঈশ্বরের বিধান অনুসারে জীবন অতিবাহিত করে, তাদের জন্য ঈশ্বর যে ক্ষমা ও শান্তি রেখেছেন তার জন্য এটি আনন্দ প্রকাশের গীত। এই গীতটি মূলত মন্দিরে সমবেত জনতার মাঝে রাজা দায়ূদ

ও ঈশ্বরের মধ্যকার কথোপকথনের লিটার্জি। ১-২ পদে এবং আবারও ১১ পদে রাজা দায়ূদ সমবেত জনতার উদ্দেশে কথা বলেছেন। ৩-৭ পদে তিনি জনসমক্ষে ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে কথা বলেছেন; ৮-১০ পদে সদাপ্রভুর একজন পুরোহিত দায়ূদকে উদ্দেশ্য করে কথা বলেছেন (তবে ৮-১০ পদের নোট দেখুন)। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মধ্যকার প্রচলিত ধারণা অনুসারে এই গীতটিকে পাপ স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনার গীত হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে (গীত ৬ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। গীত ২৫-৩৩ অধ্যায়ের বিশেষ এই অংশটির মধ্যে অধ্যায়টির অবস্থান (গীত ২৫-৩৩ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন) এ কথা বলে যে, গীতসংহিতার সম্পাদনাকারী চেয়েছেন যেন এই অধ্যায়টি গীত ২৬ অধ্যায়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে ওঠে (গীত ২৬ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)।

দায়ূদের। মস্কীল।

গীত ৩২ : ক্রশরেফারেন্স

[৩২:১] গীত ৮৫:২; ১০৩:৩
[৩২:২] রোমীয় ৪:৭-৮
[৩২:২] যোহন ১:৪৭; প্রকা ১৪:৫
[৩২:৩] ইয়োব ৩১:৩৪
[৩২:৩] গীত ৩১:১০
[৩২:৩] ইয়োব ৩:২৪; গীত ৬:৬
[৩২:৪] ১শমূ ৫:৬; ইয়োব ৯:৩৪; গীত ৩৮:২; ৩৯:১০
[৩২:৪] গীত ২২:১৫
[৩২:৫] ইয়োব ৩১:৩৩
[৩২:৫] হিতো ২৮:১৩
[৩২:৫] গীত ১০৩:১২
[৩২:৫] লেবী ২৬:৪০; ১ যোহন ১:৯
[৩২:৬] গীত ৬৯:১৩; যিশা ৫৫:৬
[৩২:৬] গীত ৬৯:১
[৩২:৬] যাত্রা ১৫:১০
[৩২:৬] যিশা ৪৩:২
[৩২:৭] বিচার ৯:৩৫
[৩২:৭] গীত ৯:৯
[৩২:৭] বিচার ৫:১
[৩২:৮] গীত ২৫:৮
[৩২:৮] গীত ৩৪:১১
[৩২:৮] গীত ৩৩:১৮
[৩২:৯] ইয়োব ৩০:১১; ৩৯:১০; যাকোব ৩:৩

[১] সুখী সেই ব্যক্তি, যার অধর্ম ক্ষমা হয়েছে,
যার পাপ আচ্ছাদিত হয়েছে।
[২] সুখী সেই ব্যক্তি,
যার পক্ষে সদাপ্রভু অপরাধ গণনা করেন না,
ও যার আত্মায় প্রবঞ্চনা নেই।
[৩] আমি যখন চুপ করেছিলাম,
আমার সমস্ত অস্থি ক্ষয় পাচ্ছিল,
কারণ আমি সমস্ত দিন আর্তনাদ করছিলাম।
[৪] কারণ দিনরাত তোমার হাত আমাকে শাস্তি দিচ্ছিল,
আমার সরসতা গ্রীষ্মকালের শুষ্কতায় পরিণত হচ্ছিল।
[৫] আমি তোমার কাছে আমার পাপ স্বীকার করলাম,
আমার অপরাধ আর গোপন করলাম না,
আমি বললাম, "আমি সদাপ্রভুর কাছে নিজের অধর্ম
স্বীকার করবো,"
তাতে তুমি আমার পাপের অপরাধ মোচন করলে।
[৬] সুতরাং যখন তোমাকে পাওয়া যায়,
সমস্ত বিশ্বস্ত লোক তোমার কাছে প্রার্থনা করুক,
অবশ্য বিপদের সময়ে,
জলরাশির প্লাবন তাদের কাছে আসবে না।
[৭] তুমি আমার অন্তরাল,
তুমি সঙ্কট থেকে আমাকে উদ্ধার করবে;
রক্ষাগীত দ্বারা আমাকে বেষ্টন করবে। [সেলা]
[৮] আমি তোমাকে বুদ্ধি দেব ও তোমার গন্তব্য পথ দেখাব,
তোমার উপরে দৃষ্টি রেখে তোমাকে পরামর্শ দেব।
[৯] তোমরা ঘোড়া ও খচ্চরের মত হয়ো না, যাদের বুদ্ধি নেই;

বল্‌গা ও লাগাম পরিয়ে তাদেরকে দমন করতে হয়,
নতুবা তারা তোমার কাছে আসবে না।
১০ দুষ্টের অনেক যাতনা হয়;
কিন্তু যে ব্যক্তি সদাপ্রভুর উপর নির্ভর করে,
সে অটল প্রেমে বেষ্টিত হবে।
১১ হে ধার্মিকগণ, সদাপ্রভুতে আনন্দ কর, উল্লাস কর;
হে সরলচিত্ত সকলে, তোমরা আনন্দ ধ্বনি কর।

[৩২:১০] রোমীয় ২:৯
[৩২:১০] গীত ৪:৫; হিতো ১৬:২০
[৩২:১১] গীত ৬৪:১০

গীত ৩২ এর নোটসমূহ

শিরোনাম। মস্কীল: এই শব্দটি গীত ৪২; ৪৪-৪৫; ৫২-৫৫; ৭৪; ৭৮; ৮৮-৮৯; ১৪২ অধ্যায়ের শিরোনামেও দেখা যায়। হিব্রু এই শব্দটি দিয়ে সম্ভবত এটি বোঝানো হয় যে, এই গীতে ঈশ্বরীয় সত্তার উপস্থিতি রয়েছে (দেখুন ১৪:২; ৫৩:২, "বিবেচক কেউ"; ৪১:১, "চিন্তাশীল"; এর সাথে ৪৭:৭ পদও দেখুন, যেখানে শব্দটি দিয়ে বোঝানো হয়েছে "প্রশংসা গীত"।

৩২:১-২ যারা ঈশ্বরের ক্ষমার অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তাদের আনন্দময় জীবনের বর্ণনা। **সুখী ... সুখী: ১:১** পদের নোট দেখুন। শব্দটির দ্বিরুক্তির মধ্য দিয়ে এর গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে। **ক্ষমা হয়েছে ... আচ্ছাদিত হয়েছে ... অপরাধ গণনা করেন না:** বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে ক্ষমা লাভকারী ব্যক্তিদের জীবনের সুখাবস্থাকে বোঝানো হয়েছে। প্রেরিত পৌলও এই পদগুলোকে ব্যবহার করেছেন, রোমীয় ৪:৬-৮ পদ দেখুন।

৩২:২ যার আত্মায় প্রবঞ্চনা নেই। কেবল যারা ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ সৎ তারাই তাঁর ক্ষমা লাভ করবে।

৩২:৩-৫ ঈশ্বরের ক্ষমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। অজ্ঞাত পাপ থাকলে ঈশ্বর সব সময় মানুষকে বিশেষভাবে স্পর্শ করতে থাকেন যেন সে তার নিজ পাপ সম্পর্কে অবগত হয়। তিনি সেই ব্যক্তির জীবনকে নানাভাবে জর্জরিত করতে থাকেন যেন সে মন পরিবর্তন করে ও তাঁর কাছে ফিরে আসে। এখানে পাপ বা যন্ত্রণার কোন বিশেষ ধরন সম্পর্কে বলা হয় নি, বরং এখানে শারীরিক ও মানসিক বিভিন্ন দুর্দশার মাধ্যমে এ ধরনের ব্যক্তির জীবনের পরিস্থিতি প্রকাশ হয়েছে। তবে অপরাধবোধে ভোগার কারণে নেহায়েত কিছু মানসিক যাতনার কথা বলাটা এই গীতের ক্ষেত্রে খুব একটা মানানসই নয়। বস্তুত শারীরিক যন্ত্রণা, বিশেষ করে অসুস্থতা ব্যবহার করে ঈশ্বর মানুষকে সংশোধন করতেন (গীত ৩৮ অধ্যায় দেখুন)।

৩২:৪ আমার সরসতা ... শুষ্কতায় পরিণত হচ্ছিল। ঈশ্বরের শাসনকারী হাতের কারণে দায়ূদ যেন ক্রমেই গ্রীষ্মের দাবদাহে শুকিয়ে যাওয়া তৃণের মত হয়ে পড়ছিলেন।

৩২:৫ আবারও এখানে দ্বিরুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে (১-২ পদের নোট দেখুন)। **পাপ ... অধর্ম ... অপরাধ:** ৫১:১-২ পদ দেখুন; মন্দ চিন্তা ও কাজের জন্য পুরাতন নিয়মে ব্যবহার সবচেয়ে প্রচলিত শব্দগুলো (যিশা ৫৯:১২ পদ দেখুন)। **স্বীকার:** গীত ৫১ অধ্যায়; ২ শমূয়েল ১২:১৩ পদ দেখুন।

৩২:৬-৭ মানুষের জীবন যে শুধুমাত্র ঈশ্বরের কাছেই নিরাপদ এই স্বীকারোক্তি।

৩২:৬ যদিও এই পদটি ঈশ্বরের কাছে পাপ স্বীকার হিসেবে পঠিত হয়, তবে সেই সাথে সমবেত উপাসনাকারীদের জন্যও এই পদটি গুরুত্বপূর্ণ। দায়ূদ সকলকে আহ্বান করছেন যেন ঈশ্বরকে যখন পাওয়া যায় তখন তারা তাঁর খোঁজ করে, তাঁর কাছে প্রার্থনা করে (যিশা ৫৫:৬)। তারা যেন বোকামি করে তাঁর কাছে থেকে দূরে সরে না যায় এবং তাঁর ক্রোধকে জাগিয়ে না তোলে, যা দায়ূদ করেছেন। যে ঈশ্বর ক্ষমা করেন তিনি এমন একজন ঈশ্বর যাঁর উপরে ভরসা করে নিজের জীবন পরিপূর্ণভাবে বিসর্জন দেওয়া যায় (১৩০:৪ পদ দেখুন)। **বিশ্বস্ত:** ৪:৩ পদের নোট দেখুন। **জলরাশির প্লাবন:** বিপদ বা হুমকির বিশেষ প্রতীক। প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যের পৌরাণিক প্রাণীর সাথে সম্পর্কিত কাহিনী থেকে এই ধারণা নেওয়া হয়েছে। প্রাচীন অনেক পৌরাণিক কাহিনীতেই এ ধরনের জলরাশি বা জলোচ্ছাসের বর্ণনা পাওয়া যায় (এ ধরনের প্রবল শক্তিশালী ও ধ্বংসাত্মক প্রাকৃতিক শক্তিকে অনেক সময় একাধিক মাথা বিশিষ্ট দানব হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে; ৭৪:১৩-১৪ পদের নোট দেখুন)। এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করার আগেই সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর এই জলরাশির উপরে কর্তৃত্ব করে তা নিয়ন্ত্রণ করেছেন। যদিও পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে জগৎ সৃষ্টি করার পরে এই জলরাশিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল, তথাপি তা সব সময়ই মানব জাতির জন্য বিপজ্জনক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে এসেছে। এ কারণে একমাত্র স্থলভাগই মানুষ ও প্রাণীর আবাসের জন্য উপযোগী বলা হয়েছে। কাজেই মানুষের জন্য বিপজ্জনক বা হুমকি স্বরূপ এমন যে কোন কিছুকে জলরাশির প্লাবনের সাথে তুলনা করা হয়। এর সাথে যুক্ত রয়েছে সমুদ্র, কারণ সমুদ্র থেকে জলোচ্ছাসের উৎপত্তি ঘটে এবং তা স্থলভাগকে প্লাবিত করে তোলে। কনানীয় পুরাণ অনুসারে সমুদ্র এবং মৃত্যু ছিল বাল দেবতার (অর্থাৎ পৃথিবীর "প্রভু") সবচেয়ে বড় দুই দুশমন। এই পৌরাণিক চিত্রকল্প থেকে পুরাতন নিয়মের লেখকেরা বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হয়েছেন এবং তাদের রচনায় তা প্রকাশ পেয়েছে, বিশেষ করে বিপদ ও মৃত্যু বোঝানোর ক্ষেত্রে (১৮:৪-৫, ১৬; ৪২:৭; ৬৫:৭; ৭৪:১২-১৪; ৭৭:১৬, ১৯; ৮৯:৯-১০; ৯৩:৩-৪; ১২৪:৪-৫; ১৪৪:৭-৮; ইয়োব ৭:১২; ২৬:১২; ৩৮:৮-১১; যিশাইয় ৫:৩০; ৮:৭-৮; ১৭:১২-১৪; ৫১:৯-১০; যিরমিয় ৫:২২; ৪৭:২; ৫১:৫৫; হবক্কূক ৩:৮-১০; এর সাথে শলোমনের গীত ৮:৭ পদের নোট দেখুন)। মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত উপমা সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন ৩০:১; ৪৯:১৪ পদের নোট।

৩২:৭ রক্ষাগীত দ্বারা আমাকে বেষ্টন করবে। কারণ তোমার সহায় সাথে থাকলে আমি তোমার পরিত্রাণের আনন্দে উদ্বেলিত থাকব ও তোমার প্রশংসা গীত গাইব, তোমার প্রতি আমার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার গীত গাইব (৭:১৭; ৯:১ পদের নোট দেখুন; এর সাথে ৩২:২৭; ৫১:৮ পদও দেখুন)।

৩২:৮-১০ পুরোহিত কর্তৃক ঈশ্বরীয় নির্দেশনাপূর্ণ উক্তি, হতে পারে তা রাজা দায়ূদের উদ্দেশে বলা হয়েছে (যেন তিনি আবারও ঈশ্বরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে না নেন), কিংবা যারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপনের অঙ্গীকার করেছে তাদের উদ্দেশে (যেন তারা ঈশ্বরের প্রতি আরও বাধ্য ও অনুগত হয়)। অনেকে মনে করেন গীত রচয়িতা নিজেই এখানে অন্যদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন যেন তিনি নিজে যে পাপে পতিত হয়েছিলেন তারা সেই একই পাপে পতিত না হয় (৫১:১৩ পদের নোট দেখুন)।

৩২:৯ ঈশ্বরের দাসেরা নিশ্চয়ই পশুদের চেয়ে বুদ্ধিমান। ঘোড়া ও গাধা যেভাবে তাদের

মনিবের ইচ্ছা পালন করে তার চাইতে ঈশ্বরের দাসেরা তাঁর ইচ্ছা ও নির্দেশ পালনে আরও বেশি সচেষ্ট ও আন্তরিক (যিশাইয় ১:৩ পদ দেখুন)।

৩২:১০ অটল ভালবাসা। ৬:৪ পদের নোট দেখুন।

৩২:১১ সমবেত উপাসনাকারীদের প্রতি সর্বশেষ বক্তব্য – সদাপ্রভুর প্রশংসা প্রতিধ্বনিত হোক (৯:১ পদের নোট দেখুন)। ১:৫ পদের নোটও দেখুন। **সদাপ্রভুতে আনন্দ করঃ** এর সাথে তুলনা করুন ফিলিপীয় ৪:৪ পদের নোট দেখুন। **সরলচিত্তঃ** ৪:৭ পদের নোট দেখুন।

উপসংহারঃ পাপের ক্ষমা পাবার প্রার্থনা করা হয়েছে। এটি ১৩টি মস্কীল-গীত'-এর প্রথম গীত, অর্থাৎ আত্মিক শিক্ষার গীত। যিনি ক্ষমা করেন তিনি আমাদের আশ্রয়-স্থানও বটে এবং তিনি পরিচালনা দান করেন এবং রক্ষা করেন। বিশ্বাসীরা অবশ্যই তাঁকে নিয়ে আনন্দ করবে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্নঃ

১. কেন এই গীতকে উপযুক্তভাবে একটি "অনুতাপমূলক গীত" বলা হয়?
২. এই শব্দগুলোর অর্থ কি: পাপ, অপরাধ, দোষ, ক্ষমা, এবং অবাধ্যতা?
৩. পাপ করা কিভাবে বিশ্বাসীর জীবনে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে?
৪. কিভাবে একজন পাপী পুনরায় পরিত্রাণের পথে ফিরে আসতে পারে?
৫. এই গীতের শেষ পদে ধার্মিকদের কি করতে আহ্বান করা হয়েছে? আপনি কি করবেন?

গীত ৩৩

সদাপ্রভু ঈশ্বরের মহত্ত্বের প্রশংসা

ভূমিকাঃ গীত ৩৩ ইস্রায়েলের সর্বময় ক্ষমতাশালী সদাপ্রভুর প্রশংসা ব্যঞ্জক আরেকটি গীত– ২৫ গীতের প্রার্থনার সম্পূরক গীত। গীতসংহিতায় প্রশংসার জন্য আহ্বান (১-৩ পদ দেখুন) এবং প্রশংসার জন্য উৎসাহ জ্ঞাপন (৪-১৯ পদ দেখুন) প্রশংসার ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে (৯:১ পদের নোট দেখুন)। খুব সম্ভব এই গীতটি লেবীয়দের গাওয়ার জন্য রচনা করা হয়েছিল (১ বংশাবলি ১৬:৭-৩৬; ২৫:১)। সম্ভবত ১-৩ পদে উপাসনায় নেতৃত্ব দানকারী লেবীয়দের দলনেতা বক্তব্য রেখেছেন, এর পর উপাসনাকারী দল ৪-১৯ পদ এবং সমবেত জনতার উক্তি রয়েছে ২০-২২ পদে। এই গীতটি রচনার মূল উদ্দেশ্য অজানা, তবে এখানে একটি "নতুন গীত" গাওয়ার কথা পাওয়া যায় (৩ পদের নোট দেখুন), যা জাতিগতভাবে কোন বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার বিষয়কে বুঝিয়ে থাকে, যেমন যিহূদা রাজ্য রাজা যিহোশাফটের আমলে উদ্ধার লাভ করেছিল (২ বংশাবলি ২০ অধ্যায় দেখুন), কিংবা হিষ্কিয়ের আমলে (২ রাজাবলি ১৯ অধ্যায় দেখুন); ১০-১১, ১৬-১৭ পদ দেখুন।

গীত ১-২; ১০ এর মত এই গীতটিও হচ্ছে গীতসংহিতার বিশেষ চারটি গীতের মধ্যে একটি যার শুরুতে কোন ভূমিকা বা শিরোনাম নেই। যদিও কাঠামোগত দিক থেকে এর পরবর্তী গীতের মত এই গীতটিতে বর্ণানুক্রমিক কোন ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় নি, তথাপি এই অধ্যায়ের দৈর্ঘ্য (২২টি পদ) অনেক সময় হিব্রু বর্ণমালার ২২টি বর্ণের সাথে মেলানো হয়। ৪-১৯ পদে আমরা শুনি ঈশ্বরের প্রশংসা, যা আট পদ বিশিষ্ট দুটি ভাগে বিভক্ত (পদ ৪-১১, ১২-১৯)। এর প্রথম ভাগে রয়েছে চার পদ বিশিষ্ট একটি পঙ্‌ক্তিমালা (৬-৯ পদ) যার শুরুতে ও শেষে বিশেষ কিছু বক্তব্য রয়েছে (পদ ৪-৫ ১০-১১), যা মূল গীতটির কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করেছে।

গীত ৩৩ : ক্রশরেফারেন্স

১ ধার্মিকগণ সদাপ্রভুতে আনন্দ ধ্বনি কর;
প্রশংসা করা সরল লোকদের উপযুক্ত।
২ তোমরা বীণাতে সদাপ্রভুর স্তবগান কর,
দশতন্ত্রী নেবলে তাঁর উদ্দেশে গান গাও।
৩ তাঁর উদ্দেশে নতুন গান গাও,
জয়ধ্বনিসহ মনোহর বাদ্য কর।
৪ কেননা সদাপ্রভুর বাক্য যথার্থ,
তাঁর সকল কাজ বিশ্বস্ততাসিদ্ধ।
৫ তিনি ধার্মিকতা ও ন্যায়বিচার প্রেম করেন;
পৃথিবী সদাপ্রভুর অটল প্রেমে পরিপূর্ণ।
৬ আকাশ নির্মিত হল সদাপ্রভুর বাক্যে,
তার সমস্ত বাহিনী তাঁর মুখের শ্বাসে।
৭ তিনি সমুদ্রের জলরাশি একস্থানে সঞ্চিত করেন,
তিনি সমস্ত জলধি ভাণ্ডারে রাখেন।
৮ সমস্ত পৃথিবী সদাপ্রভুকে ভয় করুক;
পৃথিবীর নিবাসী সকলে তাঁর থেকে ভীত হোক।
৯ তিনি কথা বললেন, আর উৎপত্তি হল,
আদেশ করলেন, আর স্থিতি হল।
১০ সদাপ্রভু জাতিদের মন্ত্রণা ব্যর্থ করেন,
তিনি লোকবৃন্দের সমস্ত সঙ্কল্প বিফল করেন।
১১ সদাপ্রভুর মন্ত্রণা চিরকাল স্থির থাকে,
তাঁর অন্তরের সঙ্কল্প পুরুষানুক্রমে স্থায়ী।
১২ সুখী সেই জাতি, যার ঈশ্বর সদাপ্রভু,
সেই লোকসমাজ, যাকে তিনি নিজের
অধিকারের জন্য মনোনীত করেছেন।
১৩ সদাপ্রভু স্বর্গ থেকে দৃষ্টিপাত করেন,
তিনি সমস্ত মানবজাতিকে নিরীক্ষণ করেন।
১৪ তিনি তাঁর বাসস্থান থেকে দৃষ্টিপাত করেন

[৩৩:১] গীত ৫:১১; ১০১:১
[৩৩:১] গীত ১৪৭:১
[৩৩:১] গীত ১১:৭
[৩৩:২] আদি ৪:২১; ১করি ১৪:৭; প্রকা ৫:৮
[৩৩:২] গীত ৯২:৩; ১৪৪:৯
[৩৩:৩] গীত ৪০:৩; যিশা ৪২:১০; প্রকা ৫:৯
[৩৩:৩] ইয়োব ৩:৭; গীত ৩৫:২৭; ৪৭:১
[৩৩:৪] গীত ১৯:৮
[৩৩:৪] গীত ১১৯:১৪২; প্রকা ১৯:৯; ২২:৬
[৩৩:৪] গীত ১৮:২৫; ২৫:১০
[৩৩:৫] গীত ১১:৭
[৩৩:৫] গীত ৬:৪
[৩৩:৬] আদি ১:৩; ইব ১১:৩
[৩৩:৬] যাত্রা ৮:১৯; ২বংশা ২:১২
[৩৩:৬] আদি ১:১৬
[৩৩:৭] আদি ১:১০
[৩৩:৭] যিহো ৩:১৬
[৩৩:৮] দ্বি.বি. ৬:১৩; গীত ২:১১
[৩৩:৮] গীত ৪৯:১; যিশা ১৮:৩; মীখা ১:২
[৩৩:৮] দ্বি.বি. ১৪:২৩
[৩৩:৯] গীত ১৪৮:৫
[৩৩:১০] যিশা ৪৪:২৫
[৩৩:১০] ইয়োব ৫:১২
[৩৩:১০] গীত ২:১
[৩৩:১১] গণনা ২৩:১৯
[৩৩:১১] যিরি ৫১:১২, ২৯
[৩৩:১২] গীত ১৪৪:১৫
[৩৩:১২] যাত্রা ৮:২২; দ্বি.বি. ৭:৬; গীত ৪:৩; ৬৫:৪; ৮৪:৪
[৩৩:১২] যাত্রা ৩৪:৯
[৩৩:১৩] গীত ৫৩:২; ১০২:১৯
[৩৩:১৩] ইয়োব ২৮:২৪; গীত ১১:৪; ১৪:২; ইব ৪:১৩

পৃথিবীর সমস্ত নিবাসীর উপরে।
১৫ তিনি একে একে তাদের হৃদয় গঠন করেন,
তিনি তাদের সমস্ত কাজ আলোচনা করেন।
১৬ কোন রাজা মহাসৈন্য দ্বারা ত্রাণ পায় না;
বীর মহাশক্তি দ্বারা নিস্তার পায় না;
১৭ ত্রাণের জন্য ঘোড়া মিথ্যা,
সে তার মহাশক্তিতে রক্ষা করতে পারে না।
১৮ দেখ, সদাপ্রভুর দৃষ্টি তাদের উপরে,
যারা তাঁকে ভক্তিপূর্ণ ভয় করে,
যারা তাঁর অটল প্রেমের প্রতীক্ষা করে,
১৯ মৃত্যু থেকে তাদের প্রাণ রক্ষা করার জন্য,
দুর্ভিক্ষে তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য।
২০ আমাদের প্রাণ সদাপ্রভুর অপেক্ষায় রয়েছে;
তিনিই আমাদের সহায় ও আমাদের ঢাল।
২১ হ্যাঁ, আমাদের অন্তর তাঁতেই আনন্দ করবে,
কেননা আমরা তাঁর পবিত্র নামের উপর বিশ্বাস করেছি।
২২ হে সদাপ্রভু, তোমার অটল প্রেম আমাদের উপরে বর্ষিত হোক,
কেননা আমরা তোমার অপেক্ষা করেছি।

[৩৩:১৪] লেবী ১৫:৩১; ১রাজা ৮:৩৯
[৩৩:১৫] ইয়োব ১০:৮; গীত ১১৯:৭৩
[৩৩:১৫] ইয়োব ১০:৪; যিরি ৩২:১৯
[৩৩:১৬] ১শমূ ১৪:৬
[৩৩:১৭] গীত ২০:৭
[৩৩:১৮] যাত্রা ৩:১৬; গীত ১১:৪; ১পিতর ৩:১২
[৩৩:১৮] গীত ৬:৪
[৩৩:১৯] গীত ৫৬:১৩; প্রেরিত ১২:১১
[৩৩:১৯] ইয়োব ৫:২০
[৩৩:২০] গীত ২৭:১৪
[৩৩:২১] ১শমূ ২:১; যোয়েল ২:২৩
[৩৩:২১] গীত ৩০:৪; ৯৯:৩
[৩৩:২২] গীত ৬:৪

গীত ৩৩ এর নোটসমূহ

৩৩:১-৩ প্রশংসা করার আহ্বান। এর সাথে তুলনা করুন ইফিষীয় ৫:১৯ পদ।

৩৩:১ ধার্মিকগণ। উপাসনাকারীদের জমায়েত (১:৫ পদের নোট দেখুন)।

৩৩:৩ নতুন গীত। ঈশ্বরের উদ্ধারকারী ও পরিত্রাণ দানকারী কাজের জন্য আনন্দ উদ্‌যাপন, যা দেখা যায় ৪০:৩; ৯৬:১; ৯৮:১; ১৪৪:৯; ১৪৯:১ পদে; এর সাথে দেখুন যিশাইয় ৪২:১০; প্রকাশিত ৫:৯; ১৪:৩; আরও দেখুন ৭:১৭ পদের নোট।

৩৩:৪-১৯ প্রশংসা গীতের আট পদ বিশিষ্ট দুটি অংশ।

৩৩:৪-১১ সদাপ্রভুর কর্তৃত্বের অধীনে ও তাঁর "বাক্যের" সর্বশক্তিমত্তায় (পদ ৪) লোকদের জন্য তাঁর "পরিকল্পনা" "চিরকাল স্থির থাকে" (পদ ১১), ঠিক যেমন সৃষ্টি জগত তাঁর কথায় "স্থিতি" হয়েছে (পদ ৯), কারণ স্বয়ং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের "বাক্য" দ্বারা এই আদেশ দেওয়া হয়েছে। এ কারণে তাঁর বেছে নেওয়া লোকেরা হচ্ছে অনুগ্রহ ও আশীর্বাদপ্রাপ্ত জাতি (১২-১৯ পদ দেখুন)।

৩৩:৪ বাক্য। ঈশ্বরের রাজকীয় বাক্য, যার মধ্য দিয়ে তিনি সমস্ত কিছু শাসন করেন (১০৭:২০; ১৪৭:১৫, ১৮ পদ দেখুন)। **যথার্থ ... বিশ্বস্ততাসিদ্ধ:** বিশৃঙ্খল, শঠতাপূর্ণ বা ভ্রান্তিজনক নয়। সদাপ্রভুর শাসনের অধীনে সৃষ্টি জগতে প্রকাশ পায় শৃঙ্খলা, শান্তি ও মঙ্গলময়তা।

৩৩:৫ অটল ভালবাসা। যা মানুষের কাছে প্রকাশ করে ঈশ্বর আনন্দিত হন। **ধার্মিকতা ও ন্যায়বিচার:** ৪:১ পদের নোট দেখুন। **সদাপ্রভুর অটল ভালবাসা:** এখানে প্রকাশ পায় সমস্ত

সৃষ্টি জগতের প্রতি ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা ও অনুগ্রহ (৩৬:৫-৯; ১০৪:২৭-২৮ পদ দেখুন; এর সাথে ৬:৪ পদের নোটও দেখুন)।

৩৩:৬ বাক্য। ঈশ্বরের মুখ থেকে নির্গত জগৎ সৃষ্টিকারী বাক্য (পদ ৯; ১০৪:৭; ১১৯:৮৯; আদি ১ অধ্যায়; ইয়োব ৩৮:৮-১১; ইব্রীয় ১১:৩ পদ দেখুন)।

৩৩:৭ একস্থানে সঞ্চিত করেন ... ভাণ্ডারে রাখেন। গৃহস্থ ব্যক্তি যেভাবে জলপাই তেল এবং শস্য ভাণ্ডারে সঞ্চয় করে রাখে (১০৪:৯; আদি ১:৯-১০; ইয়োব ৩৮:৮-১১; হিতোপদেশ ৮:২৯; যিরমিয় ৫:২২ পদ দেখুন।

৩৩:৮ সমস্ত জগৎ ... পৃথিবীর নিবাসী সকলে। শুধুমাত্র ইস্রায়েল জাতি নয়, সেই সাথে সমস্ত মানব জাতি, কারণ তারাও ঈশ্বরের মহান অনুগ্রহের সুফল লাভ করে থাকে (৯:১ পদের নোট দেখুন)। কিন্তু তিনি তাদের সমস্ত বিরোধী চিন্তা প্রতিহত করে থাকেন (পদ ১০-১১)। **তাঁর থেকে ভীত হোক:** পদ ১৮ দেখুন; এর সাথে ১৫:৪ পদের নোট দেখুন।

৩৩:১১ অন্তর। ৪:৭ পদের নোট দেখুন।

৩৩:১২-১৯ ইস্রায়েল জাতি ঈশ্বরের রক্ষাকারী কবচের অধীনে থাকার কারণে নিরাপদ ও সুরক্ষিত ছিল।

৩৩:১২ সুখী। ১:১ পদের নোট দেখুন। **লোকসমাজ, যাকে তিনি নিজের অধিকারের জন্য মনোনীত করেছেন।** ইস্রায়েল জাতি (দ্বিতীয় বিবরণ ৭:৬-৯; ৯:২৯ পদ দেখুন)।

৩৩:১৬ রাজা। জাতি (পদ ১২ দেখুন) এবং রাজা মিলে একত্রে একটি সামাজিক একক বোঝায় (২৮:৮ পদের নোট দেখুন)।

৩৩:১৭ হিতোপদেশ ২১:৩১ পদের নোট দেখুন।

৩৩:১৮-১৯ প্রশংসার আট পদ বিশিষ্ট এই দ্বিতীয় ও শেষ অংশে প্রথম অংশটির বক্তব্যের সাথে বৈপরীত্য প্রকাশ করা হয়েছে (পদ ১০-১১)। দুটো অংশই বেশ নাটকীয় এবং দুটি অংশকে এক সাথে করলে এই গীতের মূল প্রশংসাসূচক বক্তব্যের ভাবধারা উপলব্ধি করা যায়।

৩৩:১৮, ২২ অটল ভালবাসা। এখানে ইস্রায়েল জাতি প্রতি ঈশ্বরের কৃত চুক্তির বিশেষ অনুগ্রহের কথা বলা হয়েছে (৬:৪ পদের নোট দেখুন)।

৩৩:২০-২২ জনতার প্রতিক্রিয়া: পাপের স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে বিশ্বাসের নিশ্চয়তার ঘোষণা (পদ ২০-২১) এবং সেই সাথে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা লাভের বিনতি (পদ ২২)।

৩৩:২০ আমাদের ঢাল। ৩:৩ পদের নোট দেখুন।

৩৩:২১ অন্তর। ৪:৭ পদের নোট দেখুন। **নাম:** ৫:১১ পদের নোট দেখুন।

উপসংহার: সৃষ্টিকর্তা হিসেবে সদাপ্রভুর প্রশংসা করা হয়েছে, একজন শাসনকর্তা হিসেবে, একজন রক্ষাকর্তা হিসেবে এবং ঈশ্বরভক্তদের উদ্ধারকর্তা হিসেবে তাঁর প্রশংসা করা হয়েছে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. এই গীতটিতে এর লেখক কিভাবে ঈশ্বরের প্রশংসা করেছেন?

২. মণ্ডলীর উপাসনায় সদাপ্রভুর প্রশংসা করা উপাসনায় কি ভূমিকা পালন করে?

৩. কিভাবে একটি মণ্ডলী নির্জীব হওয়ার পরিবর্তে প্রশংসায় পুনরুজ্জীবিত হতে পারে?

গীত ৩৪

সদাপ্রভুর মহত্ত্বের প্রশংসা করা

ভূমিকা: ৩৪ গীতটি বর্ণানুক্রমিক ধারাবাহিকতা বিশিষ্ট একটি গীত যা শুরু করা হয়েছে সদাপ্রভুর কাছে উদ্ধার চেয়ে করা প্রার্থনার উত্তর লাভের জন্য তাঁর প্রশংসা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে (পদ ১-৭), এর পর তা পরিণত হয়েছে অনেকটা জ্ঞানগর্ভ গীতে। সাধারণত গীতসংহিতার গীতগুলোতে এ ধরনের পরিবর্তন সহসা দেখা যায় না (তবে এক্ষেত্রে গীত ৯২ দেখুন)। আরও সাধারণ করে বললে সদাপ্রভুর প্রশংসা অন্যকেও তাঁর প্রশংসা করার জন্য আহ্বান জানায়, যা দেখা যায় ৩ পদে। গীত ৩৭ এর সাথে মিলে এই গীতটি মধ্যবর্তী দুটি গীতকে সংযুক্ত করেছে (গীত ৩৪-৩৭ এর ভূমিকা দেখুন)। গীত ৩৪ এর কাঠামো কিছুটা জটিল, তথাপি তা খুবই কার্যকর। তিন পদ বিশিষ্ট একটি ভূমিকার পর পদগুলো বিষয়বস্তু অনুসারে কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত হয়েছে। এই খণ্ডগুলোতে রয়েছে চারটি পদ (পদ ৪-৭), সাতটি পদ (৮-১৪), চারটি পদ (১৫-১৮) এবং আবারও চারটি পদ (১৯-২২)।

দায়ূদের। যখন তিনি অবীমেলকের সাক্ষাতে বুদ্ধির বৈকল্য দেখিয়েছিলেন এবং অবীমেলক তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন আর তিনিও প্রস্থান করেছিলেন, গানটি সেই সময়কার।

[১] আমি সর্বসময়ে সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করবো;
তাঁর প্রশংসা নিরন্তর আমার মুখে থাকবে।
[২] আমার প্রাণ সদাপ্রভুকে নিয়েই গর্ব করবে;
তা শুনে নম্র লোকেরা আনন্দিত হবে।
[৩] আমার সঙ্গে সদাপ্রভুর মহিমা ঘোষণা কর;
এসো, আমরা একসঙ্গে তাঁর নামের প্রতিষ্ঠা করি।
[৪] আমি সদাপ্রভুর খোঁজ করলাম,
তিনি আমাকে উত্তর দিলেন,
আমার সকল আশঙ্কা থেকে উদ্ধার করলেন।
[৫] ওরা তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করে দীপ্যমান হল;
তাদের মুখ কখনও বিবর্ণ হবে না।
[৬] এই দুঃখী যখন ডাকল, সদাপ্রভু শুনলেন,
একে সকল সঙ্কট থেকে নিস্তার করলেন।
[৭] যারা সদাপ্রভুকে ভক্তিপূর্ণ ভয় করে,
সদাপ্রভুর দূত তাদের চারদিকে শিবির স্থাপন করেন,
আর তাদেরকে উদ্ধার করেন।

গীত ৩৪ : ক্রশরেফারেন্স

[৩৪:১] ১শমূ ২১:১৩
[৩৪:১] গীত ৭১:৬; ইফি ৫:২০; ১থিষ ৫:১৮
[৩৪:২] গীত ৪৪:৮; যির্মি ৯:২৪; ১করি ১:৩১
[৩৪:২] গীত ৬৯:৩২; ১০৭:৪২; ১১৯:৭৪
[৩৪:৩] গীত ৬৩:৩; ৮৬:১২; দানি ৪:৩৭; যোহন ১৭:১; রোমীয় ১৫:৬
[৩৪:৩] যাত্রা ১৫:২
[৩৪:৪] যাত্রা ৩২:১১; গীত ৭৭:২
[৩৪:৪] পদ ১৭; গীত ১৮:৪৩; ২২:৪; ৫৬:১৩; ৮৬:১৩
[৩৪:৫] যাত্রা ৩৪:২৯
[৩৪:৫] গীত ২৫:৩; ৪৪:১৫; ৬৯:৭; ৮৩:১৬
[৩৪:৬] গীত ২৫:১৭
[৩৪:৭] আদি ৩২:১; দানি ৩:২৮; মথি ১৮:১০
[৩৪:৭] গীত ২২:৪; ৩৭:৪০; ৪১:১; ৯৭:১০; যিশা ৩১:৫; প্রেরিত ১২:১১

৮ আস্বাদন করে দেখ, সদাপ্রভু মঙ্গলময়;
সুখী সেই ব্যক্তি, যে তাঁর শরণাপন্ন।
৯ হে তাঁর পবিত্র ব্যক্তিরা, সদাপ্রভুকে ভয় কর,
কেননা তাঁর ভয়কারীদের অভাব হয় না।
১০ যুবসিংহদের অনটন ও ক্ষুধায় কষ্ট হয়,
কিন্তু যারা সদাপ্রভুর খোঁজ করে,
তাদের কোন মঙ্গলের অভাব হয় না।
১১ এসো, বৎসরা, আমার কথা শোন,
আমি তোমাদেরকে সদাপ্রভুর ভয় শিক্ষা দিই।
১২ কোন্ ব্যক্তি জীবনে প্রীত হয়,
মঙ্গল দেখবার জন্য দীর্ঘায়ু প্রেম করে?
১৩ তুমি হিংসা থেকে তোমার জিহ্বাকে,
ছলনার কথা থেকে তোমার ঠোঁটকে সাবধানে রাখ।
১৪ মন্দ থেকে দূরে যাও, যা ভাল তা-ই কর;
শান্তির খোঁজ কর ও তার অনুধাবন কর।
১৫ ধার্মিকদের প্রতি সদাপ্রভুর দৃষ্টি আছে,
তাদের আর্তনাদের প্রতি তাঁর কান আছে।
১৬ সদাপ্রভুর মুখ দুর্বৃত্তদের প্রতিকূল;
তিনি ভূতল থেকে তাদের স্মৃতি লোপ করবেন।
১৭ ধার্মিকেরা কান্নাকাটি করলো, সদাপ্রভু শুনলেন,
তাদের সকল সঙ্কট থেকে তাদেরকে উদ্ধার করলেন।
১৮ সদাপ্রভু ভগ্নচিত্তদের নিকটবর্তী,
তিনি তাদের পরিত্রাণ করেন যাদের
সকল আশা ধ্বংস হয়ে গেছে।
১৯ ধার্মিকের বিপদ অনেক,
কিন্তু সেসব থেকে সদাপ্রভু তাকে উদ্ধার করেন।
২০ তিনি তার সমস্ত অস্থি রক্ষা করেন;
তার মধ্যে একখানিও ভগ্ন হয় না।
২১ দুষ্টতা দুর্জনকে সংহার করবে,
ধার্মিকের বিদ্বেষিরা দোষীকৃত হবে।
২২ সদাপ্রভু তাঁর দাসদের প্রাণ মুক্ত করেন;
যারা তাঁর মধ্যে আশ্রয় নেয়
তাদের কেউই দোষীকৃত হবে না।

[৩৪:৮] ইব ৬:৫; ১পিতর ২:৩
[৩৪:৮] গীত ২:১২
[৩৪:৯] দ্বি.বি. ৬:১৩; প্রকা ১৪:৭
[৩৪:৯] গীত ২৩:১
[৩৪:১০] গীত ২৩:১
[৩৪:১১] গীত ৬৬:১৬
[৩৪:১১] গীত ৩২:৮
[৩৪:১১] গীত ১৯:৯
[৩৪:১২] উপ ৩:১৩
[৩৪:১৩] গীত ৩৯:১; ১৪১:৩; হিতো ১৩:৩; ২১:২৩; যাকোব ১:২৬
[৩৪:১৩] গীত ১২:২; ১পিতর ২:২২
[৩৪:১৪] গীত ৩৭:২৭; যিশা ১:১৭; ৩ যোহন ১:১১
[৩৪:১৪] রোমীয় ১৪:১৯
[৩৪:১৫] গীত ৩৩:১৮
[৩৪:১৫] ইয়োব ২৩:১০; ৩৬:৭
[৩৪:১৫] এালা ৩:১৬; যোহন ৯:৩১
[৩৪:১৬] লেবী ১৭:১০; যিরি ২৩:৩০
[৩৪:১৬] ১পিতর ৩:১০-১২
[৩৪:১৬] যাত্রা ১৭:১৪; গীত ৯:৬
[৩৪:১৭] গীত ১৪৫:১৯
[৩৪:১৮] দ্বি.বি. ৪:৭; গীত ১১৯:১৫১; ১৪৫:১৮; যিশা ৫০:৮
[৩৪:১৮] গীত ৫১:১৭; ১০৯:১৬; ১৪৭:৩; যিশা ৬১:১
[৩৪:১৯] পদ ১৭; গীত ২৫:১৭
[৩৪:১৯] ইয়োব ৫:১৯; ২তীম ৩:১১
[৩৪:২০] যোহন ১৯:৩৬
[৩৪:২১] গীত ৭:৯; ৯:১৬; ১১:৫; ৩৭:২০; ৭৩:২৭; ৯৪:২৩; ১০৬:৪৩; ১১২:১০; ১৪০:১১; হিতো ১৪:৩২; ২৪:১৬
[৩৪:২২] যাত্রা ৬:৬; ১৫:১৩; লূক ১:৬৮; প্রকা ১৪:৩
[৩৪:২২] গীত ২:১২

গীত ৩৪ এর নোটসমূহ

শিরোনাম। শিরোনামের বক্তব্য অনুসারে এই গীতটি রাজা দায়ূদের জীবন থেকে নেওয়া (গীত ৩ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন) যা **১ শমূয়েল ২১:১০-১৫** পদে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু

লক্ষ্য করুন, এখানে "আখীশ" না বলে "অবীমেলেক" বলা হয়েছে। সম্ভবত অবীমলেক ছিল পলেষ্টিয় রাজার রাজকীয় নাম বা উপাধি; আদি ২০; ২১:২২-৩৪; ২৬। সকলে এই ধারণার সাথে একমত নন। তবে অনেকেই মনে করেন প্রথম দিককার হিব্রু সম্পাদনাকারীরা এই গীতটিকে ১ শমূয়েল ২১ অধ্যায়ের সাথে সংযুক্ত করেছেন শব্দ চয়নের উপর ভিত্তি করে (যেমন ১ শমূয়েল ২১:১৩ পদের "পাগল হওয়ার ভান" কথাটি যে হিব্রু শব্দ থেকে এসেছে তারই সূত্র ধরে এসেছে গীত ৩৪:৮ পদের আস্বাদন শব্দটি)।

৩৪:১-৭ সদাপ্রভু ঈশ্বরের কাছে উদ্ধার লাভের জন্য কৃত প্রার্থনার উত্তর লাভ করায় তাঁর প্রশংসা গীত।

৩৪:১-৩ চিরকাল সদাপ্রভুর প্রশংসা করার বিশেষ শপথ – যেন যে সকল ধার্মিক ব্যক্তি কষ্টভোগ করছে ও দুর্দশার মধ্যে রয়েছে তারা অনুপ্রেরণা পায় (পদ ২; এছাড়া ৮-২২ পদে যে নির্দেশনা রয়েছে তা দেখুন)।

৩৪:২ আমার প্রাণ সদাপ্রভুকে নিয়েই গর্ব করবে। অর্থাৎ সদাপ্রভুকেই সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে।

৩৪:৩ তাঁর নাম। ৫:১১ পদের নোট দেখুন।

৩৪:৪-৭ মূল বক্তব্য: প্রার্থনার প্রতি ঈশ্বরের পরিত্রাণকারী উত্তর। বিপরীত পঙ্কতিগুলোতে বিষয়বস্তুটি প্রকাশ পেয়েছে – ক-খ/ক-খ এই বিন্যাসের মধ্য দিয়ে (ব্যাকরণগত দিক থেকে সম্বোধনের উত্তম পুরুষ এক বচন থেকে কিভাবে নাম পুরুষ বহুবচনে পরিণত হয়েছে তা লক্ষ্য করুন – গীত রচয়িতার প্রতি ঈশ্বর যা কিছু করেছেন তা তাদের জীবনেও ঘটবে যারা ঈশ্বরকে "ভয় করে", পদ ৭)। ১৫-১৮ পদের মধ্যকার বিষয়বস্তুগত সামঞ্জস্য সম্পর্কে আরও জানতে উক্ত পদগুলোর নোট দেখুন।

৩৪:৫ দীপ্যমান। আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে (যিশা ৬০:৫ পদ দেখুন)।

৩৪:৬ দুঃখী। এখানে এবং গীতসংহিতার অন্যান্য গীতের এই "দুঃখী" শব্দটি পাওয়া যায়, যার বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে এমন ব্যক্তি যার কোন সহায় সম্বল নেই, যে নিজেকে কোন বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে না, অর্থাৎ নিজের জীবনের নিরাপত্তা বা মঙ্গল নিশ্চিত করতে পারে না এবং যে ব্যক্তি পুরোপুরি ঈশ্বরের উপরে নির্ভরশীল।

৩৪:৭ সদাপ্রভুর দূত। ঈশ্বরের স্বর্গীয় প্রতিনিধি, তাঁর "দূত", যাদেরকে তিনি এই পৃথিবীতে তাঁর ইচ্ছা কাজে পরিণত করার জন্য প্রেরণ করেন (৩৫:৫-৬; এর সাথে আদি ১৬:৭ পদের নোট দেখুন)। **চারদিকে শিবির স্থাপন করেন:** এই অংশে ঈশ্বরের সুরক্ষার কথা বলা হয়েছে যা দিয়ে তিনি তাঁর লোকদেরকে বেষ্টন করে রাখেন। এই সুরক্ষা হতে পারে ব্যক্তিগত বা জাতিগত। এই পদের মধ্য দিয়ে কোন বিশেষ "রক্ষক স্বর্গদূতের" কথা বোঝানো হয় নি। **যারা সদাপ্রভুকে ভক্তিপূর্ণ ভয় করে:** যাদের কথা ৮-১৪ পদে বলা হয়েছে (২৫:১২ পদের নোট দেখুন)।

৩৪:৮-১৪ সদাপ্রভুকে ভয় করার জন্য কিছু নির্দেশনা। এই পদগুলো বিষয়বস্তুর দিক থেকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, যার মধ্যস্থিত পদে একটি শিরোনাম রয়েছে (পদ ১১)। হিব্রু রচয়িতাগণ অনেক সময় মাঝখানের পদটিকে মূল ভাববিশিষ্ট পদ হিসেবে রচনা করতেন (৬:৬ পদের নোট দেখুন)। এখানে বিভিন্ন নির্দেশনামূলক বক্তব্যগুলো দেখুন: "আস্বাদন করে দেখ" (পদ ৮), "ভয় কর" (পদ ৯), "এসো" (পদ ১১), "সাবধানে রাখ" (পদ

১৩), "দূরে যাও" (পদ ১৪)। এই অংশে মন্দের উপরে উত্তমের জয়লাভের বিষয়টি সুস্পষ্ট, কারণ সদাপ্রভু মঙ্গলময় (পদ ৮), যারা তাঁর উপরে বিশ্বাস রাখে তাদের মধ্যেও উত্তমতার কোন কমতি থাকবে না (পদ ১০)। কিন্তু উত্তম দিনের অভিজ্ঞতা লাভ করতে হলে (পদ ১২) তাদেরকে অবশ্যই মন্দকে প্রতিহত করতে হবে এবং যা ভাল তা করতে হবে (পদ ১৪)। ঈশ্বরকে বিশ্বাস করা এবং তাঁর বাধ্য হওয়াই হচ্ছে সদাপ্রভুর প্রতি ভয়। এই অংশটি সম্পর্কে বিশেষ নির্দেশনা পেতে দেখুন গীত ৩৭ অধ্যায়। ১ পিতর ৩:৮-১২ পদে প্রেরিত পিতর গীত ৩৪:১২-১৬ পদের উদ্ধৃতি টেনেছেন।

৩৪:৮ সুখী। ১:১ পদের নোট দেখুন।

৩৪:৯ সদাপ্রভুকে ভয় কর। ১১ পদ দেখুন; এর সাথে ১৫:৪ পদের নোটও দেখুন। **পবিত্র ব্যক্তিরা:** যাত্রা ৩:৫; লেবীয় ১১:৪৪; রোমীয় ৬:২২; ১ করিন্থীয় ১:২; ১ পিতর ১:১৬ পদের নোট দেখুন।

৩৪:১০ যারা সদাপ্রভুর খোঁজ করে, তাদের কোন মঙ্গলের অভাব হয় না। ৮৪:১১ পদ দেখুন; এর সাথে গীত ২৩ অধ্যায়ের ভূমিকা এবং ২৩:১ পদের নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন আমোস ৫:৪ পদ।

৩৪:১১ এসো, বৎসরা। সাধারণত জ্ঞানী শিক্ষকেরা তাদের শিক্ষার্থীদেরকে এভাবেই সম্বোধন করতেন (হিতোপদেশ পুস্তকের ভূমিকা: উদ্দেশ্য ও শিক্ষা দেখুন)।

৩৪:১৩ ১৫:২-৩; যাকোব ৩:৫-১০ পদ দেখুন। অস্ত্র হিসেবে জিহ্বার ব্যবহার সম্পর্কে জানতে দেখুন ৫:৯ পদের নোট।

৩৪:১৪ মন্দ থেকে দূরে যাও, যা ভাল তা-ই কর। গীত ৩৭ অধ্যায়ের সাথে অন্যতম প্রধান একটি সংযুক্তি মূলক পদ (৩৭:২৭ পদ দেখুন)। **শান্তির খোঁজ কর:** ৩৭:৩৭; ১২০:৭; হিতোপদেশ ১২:২০; সখরিয় ৮:১৯ (আরও দেখুন সখরিয় ৮:১৬-১৭); মথি ৫:৯; রোমীয় ১২:১৮; ১ করি ৭:১৫; ২ করি ১৩:১১; ১ থিষ ৫:১৩; ইব্রীয় ১২:১৪; যাকোব ৩:১৭-১৮।

৩৪:১৫-১৮ সদাপ্রভু যে ধার্মিকদের প্রার্থনা শোনেন তার নিশ্চয়তামূলক উত্তর। যারা মন্দ তাদেরকে তিনি তাঁর আচরণ দিয়েই বুঝিয়ে দেন যে, তিনি তাদেরকে ভুলে গেছেন (পদ ১৬)। ৪-৭ পদে এই বিষয়টিকেই ছন্দবদ্ধ পঙ্কতির আকারে তুলে ধরা হয়েছে (ক-খ/ক-খ এই ছন্দে)। তাছাড়া উক্ত দুটি অংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত লাইনগুলো বিষয়বস্তুর দিক থেকে এবং অনেক ক্ষেত্রে ভাষাগত দিক থেকেও সংযুক্ত (যেমন ৪ পদের সাথে ১৫ পদ, ৫ পদের সাথে ১৬ পদ, ৬ পদের সাথে ১৭ পদ, এবং ৭ পদের সাথে ১৮ পদ)। প্রশংসার পরে এসেছে সদাপ্রভুর কিছু নির্দেশনা। সদাপ্রভুর এই দুটি বিশেষ প্রশংসা গীত চার পঙ্কতি বিশিষ্ট হিব্রু কবিতার আকারে রচিত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে সাত পঙক্তি বিশিষ্ট বিশেষ মূল গীতটি (৮-১৪ পদ)।

৩৪:১৫ ধার্মিক। ৮-১৪ পদ দেখুন; ১:৫ পদের নোট দেখুন।

৩৪:১৬ সদাপ্রভুর মুখ। ১৩:১ পদের নোট দেখুন।

৩৪:১৭-১৮ বিশেষ করে ৫১:১৭ পদ দেখুন।

৩৪:১৯-২২ ঈশ্বর যে ধার্মিকদের পতন ঘটতে দেন না তার নিশ্চয়তা। তিনি দুষ্টদেরকে ধার্মিকদের বিরুদ্ধে তাদের সমস্ত অপকর্মের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে থাকেন (২১ পদ

দেখুন)। এখানে একটি ক-খ/ক-খ ছন্দ অনুসরণ করা হয়েছে (১৯, ২১ পদের মধ্যকার বৈপরীত্য লক্ষ্য করুন; এছাড়া ২২ পদে ২০ পদের যে পুনরুল্লেখ পাওয়া যায় তা দেখুন)। **৩৪:২০ তার সমস্ত অস্থি**। অর্থাৎ তার সমস্ত সত্তা (৬:২ পদের নোট দেখুন)। **তার মধ্যে একখানিও ভগ্ন হয় না:** সম্ভবত যোহন এই কথাটিই যীশু খ্রীষ্টকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন (যোহন ১৯:৩৬ পদের নোট দেখুন)। কারণ একমাত্র তাঁকেই অন্য সবার চেয়ে উপরে ধার্মিক বলে গণ্য করা যায় (পদ ১৯)।
৩৪:২১-২২ দোষীকৃত। পাপের দোষে দোষী (যিরমিয় ২:৩; হোশেয় ১০:২ পদ দেখুন)।
৩৪:২২ যারা তাঁর মধ্যে আশ্রয় নেয়। ২:১২ পদ দেখুন।

উপসংহার: উদ্ধারপ্রাপ্ত লোকেরা উদ্ধারের জন্য সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের প্রশংসা করেছে। তার লোকদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং তাদের মুক্ত করবার জন্য তাঁর প্রশংসা করা হয়েছে। ২০ পদের কথা যোহন ১৯:৩৬ পদে পরিপূর্ণ হয়েছে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. প্রভু সদাপ্রভু দায়ূদের জন্য কি করেছেন এমন কোন্ তিনটি সাক্ষ্য আপনি এই গীতে খুঁজে পান?
২. প্রভু আজ আপনার জন্য কি করেছেন যার জন্য আপনি তাঁর প্রশংসা করেন?

গীত ৩৫

বিপদের সময়ে সাহায্যের কান্না

ভূমিকা: স্বর্গীয় বীর ও বিচারকর্তা মহান রাজা ঈশ্বরের কাছে আবেদন করা হচ্ছে যেন তিনি তাঁর দাসকে রক্ষা করেন (পদ ২৭), যাকে চরম লাঞ্ছনা ও ভর্ৎসনার শিকার হতে হচ্ছে তাঁরই এক সময়কার খুব কাছের বন্ধুদের কাছ থেকে। এই আক্রমণের কারণে সৃষ্টি হয়েছে হতাশার (পদ ২৬) যা রাজা দায়ূদকে করে তুলেছে ম্রিয়মাণ (পদ ১৫, ১৯, ২১, ২৫ দেখুন) এবং অসুস্থ (পদ ১৩ দেখুন)। গীত ৩৫ অধ্যায়ে "ক্রন্দন" শব্দটির উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে (৩৪:১৫), যেন সদাপ্রভু ৩৪:১৫-২২ পদ অনুসারে তাকে ধার্মিক বলে গণিত করেন, তবে লেখক নিজেকে প্রত্যক্ষভাবে ধার্মিক বলে দাবী করতে চান না (৩৪:২১)। বরং তিনি সদাপ্রভুর কাছে বিনতি জানাচ্ছেন একজন নির্দোষ ব্যক্তি হিসেবে যিনি অন্যায্যভাবে তাঁর শত্রুদের আক্রমণের শিকার হচ্ছেন। এই গীতটিকে গীত ৩৬ অধ্যায়ের সাথে জোড় হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই দুটি অধ্যায় একত্রে সেই সমস্ত লোকদের মনে ত্রাস জাগিয়ে তোলে যাদের ঈশ্বরের প্রতি কোন ভয় নেই (৩৬:১), সেই সাথে যারা ঈশ্বরকে ভয় করে (৩৪:৭ পদ) এবং তাঁকে বিশ্বাস করে (৩৭:৩, ৫ পদ), তাঁর ভালবাসার উপরে নির্ভর করে (৩৬:৫, ৭, ১১) এবং যারা ধার্মিক (৩৫:২৪, ২৮; ৩৬:৬, ১০) তাদের প্রতি তাঁর সুরক্ষার নিশ্চয়তা জ্ঞাপন করা হয়েছে। এই গীতটির কাঠামোতে

শুরুতে দুটি বিশেষ অংশ রয়েছে, যার প্রতিটিতে চারটি করে হিব্রু পঙক্তি রয়েছে (পদ ১-৩, ৪-৬), যার শেষে রয়েছে চার পঙক্তি বিশিষ্ট দুটি অংশ (পদ ২২-২৫, ২৬-২৭)। শুরুর ও শেষের অংশের মধ্যে বিষয়বস্তুগত সামঞ্জস্য সম্পর্কে জানার জন্য উক্ত পদগুলোর নোট দেখুন। সাত লাইন বিশিষ্ট মূল গীতের (পদ ১১-১৬) আগে ও পরে পাঁচ পঙক্তি বিশিষ্ট দুটি হিব্রু গীত রয়েছে (পদ ৭-১০ ও পদ ১৭-২১; উক্ত পদগুলোর নোট দেখুন)। এক্ষেত্রে গীত রচয়িতার শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগগুলো তুলে ধরা হয়েছে। সর্বশেষ লাইনটিতে (পদ ২৮) গীতের শেষ পর্যায়ে এসে ঈশ্বরের প্রশংসা করার প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়েছে (৭:১৭ পদের নোট দেখুন)।

দায়ূদের।

গীত ৩৫ : ক্রশরেফারেন্স

১ হে সদাপ্রভু, যারা আমার সঙ্গে ঝগড়া করে,
তাদের সঙ্গে ঝগড়া কর,
যারা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর।
২ তুমি ঢাল ও ফলক ধারণ কর,
আমার সাহায্যের জন্য দণ্ডায়মান হও।
৩ বর্শা ধর, আমার তাড়নাকারীদের সম্মুখ পথ রুদ্ধ কর;
আমার প্রাণকে বল, আমেন তোমার উদ্ধার।
৪ যারা আমার প্রাণের খোঁজ করে,
তারা লজ্জিত ও অপমানিত হোক;
যারা আমার অনিষ্টের সঙ্কল্প করে,
তারা ফিরে যাক ও হতাশ হোক।
৫ তারা বায়ূচালিত তুষের মত হোক,
সদাপ্রভুর দূত তাদের তাড়া করুন।
৬ তাদের পথ অন্ধকার ও পিচ্ছিল হোক;
সদাপ্রভুর দূত তাদের পিছনে ধাবমান হোন।
৭ কেননা তারা অকারণে আমার জন্য
গর্তের মধ্যে গুপ্ত জাল পেতেছে,
অকারণে আমার প্রাণের জন্য খাদ খনন করেছে।
৮ অজ্ঞাতসারে তার সর্বনাশ উপস্থিত হোক;
সে গোপনে পাতা নিজের জালে নিজে ধরা পড়ুক,
সেই সর্বনাশে সে নিজেই ধরা পড়ুক।
৯ আর আমার প্রাণ সদাপ্রভুতে উল্লসিত হবে,
তাঁর উদ্ধারে আনন্দ করবে।
১০ আমার সকল অস্থি বলবে,
হে সদাপ্রভু, তোমার মত আর কে আছে?
তুমিই দুঃখীকে তারচেয়ে বলবান ব্যক্তি থেকে,

[৩৫:১] ১শমূ ২৪:১৫
[৩৫:১] যাত্রা ১৪:১৪
[৩৫:২] গীত ৩:৩
[৩৫:২] গীত ৩:৭
[৩৫:২] আদি ৫০:২৪; ইয়োব ১৭:৩
[৩৫:৩] গণনা ২৫:৭
[৩৫:৩] যিহো ৮:১৮
[৩৫:৩] গীত ২৭:১
[৩৫:৪] গীত ৩৮:১২; ৪০:১৪; যিরি ৪:৩০
[৩৫:৪] গীত ৬৯:৬, ১৯; ৭০:২; ৮৩:১৭; যিশা ৪৫:১৬; মালা ২:৯
[৩৫:৪] গীত ২৫:৩
[৩৫:৪] গীত ১[২৯:৫
[৩৫:৫] ইয়োব ১৩:২৫; গীত ১:৪
[৩৫:৫] গীত ৩৪:৭
[৩৫:৭] ইয়োব ১৮:৮
[৩৫:৭] গীত ৭:৪
[৩৫:৭] ইয়োব ৯:৩১; গীত ৭:১৫; ৫৫:২৩
[৩৫:৮] যিশা ৪৭:১১; ১থিষ ৫:৩
[৩৫:৮] গীত ৭:১৫
[৩৫:৯] গীত ২:১১; লূক ১:৪৭
[৩৫:৯] গীত ৯:১৪; ১৩:৫; ২৭:১
[৩৫:১০] যাত্রা ৯:১৪; গীত ১৮:৩১; ১১৩:৫
[৩৫:১০] গীত ১৮:১৭
[৩৫:১০] গীত ১২:৫;

দুঃখী দরিদ্রকে তার লুণ্ঠনকারী থেকে,
উদ্ধার করে থাক।
১১ দুর্বৃত্ত সাক্ষীরা উঠছে, আমি যা জানি না,
তা আমার কাছে জানতে চায়।
১২ তারা উপকারের পরিবর্তে আমার অপকার করে,
তাতে আমার প্রাণ অনাথ হয়।
১৩ কিন্তু তাদের অসুস্থতার সময়ে আমি চট পরতাম,
আমি উপবাস দ্বারা আমার প্রাণকে দুঃখ দিতাম,
আমার প্রার্থনা আমার বুকে ফিরে আসবে।
১৪ আমি তাদেরকে নিজের বন্ধু
বা নিজের ভাই বলে মনে করতাম,
আমি মাতৃশোকাতুরের মত শোকার্ত হয়ে অধোমুখে থাকতাম।
১৫ তবুও তারা আমার পদস্খলনে আনন্দিত হল ও
সকলে একত্র হল;
অধম লোকেরা আমার অজ্ঞাতসারে আমার বিরুদ্ধে একত্র হল,
তারা আমাকে বিদীর্ণ করলো, ক্ষান্ত হল না।
১৬ ঈশ্বরবিহীনদের বিদ্বেষপূর্ণ উপহাসের মত
তারা আমার প্রতি দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ করলো।
১৭ হে সদাপ্রভু, তুমি কতকাল দেখবে?
রক্ষা কর আমার প্রাণ তাদের ধ্বংস থেকে,
আমার একমাত্র (আত্মা) সিংহদের থেকে।
১৮ আমি মহাসমাজের মধ্যে তোমার প্রশংসা করবো,
বলবান জাতির মধ্যে তোমার প্রশংসা করবো।
১৯ আমার শত্রুদেরকে আমার বিষয়ে
অন্যায় আনন্দ করতে দিও না,
যারা অকারণে আমাকে হিংসা করে,
তাদেরকে ভ্রুকুটি করতে দিও না।
২০ কেননা তারা শান্তির কথা বলে না,
কিন্তু দেশের শান্ত মানুষের বিরুদ্ধে ছলের কথা কল্পনা করে।
২১ তারা আমার বিরুদ্ধে মুখ ভেঙ্গাতো;
বলতো, "অহো! অহো! আমাদের চোখ দেখেছে।"
২২ হে সদাপ্রভু তুমি দেখেছ, নীরব থেকো না;
প্রভু, আমা থেকে দূরবর্তী হয়ো না।
২৩ জেগে উঠ, জাগ্রত হও, আমার রক্ষার্থে,
হে আমার ঈশ্বর, আমার প্রভু,
আমার পক্ষে কথা বলবার জন্য।
২৪ হে সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর,

৩৭:১৪; ৭৪:২১; ৮৬:১; ১০৯:১৬; ১৪০:১২; যিশা ৪১:১৭
[৩৫:১১] যাত্রা ২৩:১; মথি ২৬:৬০
[৩৫:১২] গীত ৩৮:২০; ১০৯:৫; হিতো ১৭:১৩; যিরি ১৮:২০
[৩৫:১৩] ২শমূ ৩:৩১; ১রাজা ২০:৩১; গীত ৩০:১১; ৬৯:১১
[৩৫:১৩] ইয়োব ৩০:২৫; গীত ৬৯:১০; ১০৯:২৪
[৩৫:১৪] গীত ৩৮:৬; ৪২:৯; ৪৩:২
[৩৫:১৫] ইয়োব ৩১:২৯
[৩৫:১৫] ইয়োব ১৬:১০
[৩৫:১৬] গীত ২২:৭; মার্ক ১০:৩৪
[৩৫:১৬] ইয়োব ১৬:৯; মার্ক ৯:১৮; প্রেরিত ৭:৫৪
[৩৫:১৭] গীত ৬:৩
[৩৫:১৭] গীত ২২:২০
[৩৫:১৭] গীত ২২:২১; ৫৭:৪; ৫৮:৬
[৩৫:১৮] গীত ২২:২৫
[৩৫:১৮] গীত ৪২:৪; ১০৯:৩০
[৩৫:১৮] গীত ২২:২২
[৩৫:১৯] গীত ৯:১৩
[৩৫:১৯] পদ ৭; গীত ৩৮:১৯; ৬৯:৪; যোহন ১৫:২৫
[৩৫:১৯] হিতো ৬:১৩; ১০:১০
[৩৫:২০] গীত ৩৮:১২; ৫৫:২১; যিরি ৯:৮; মীখা ৬:১২
[৩৫:২১] ইয়োব ১৬:১০
[৩৫:২১] গীত ৪০:১৫; ৭০:৩; যিহি ২৫:৩
[৩৫:২২] যাত্রা ৩:৭; গীত ১০:১৪
[৩৫:২২] গীত ১০:১
[৩৫:২৩] গীত ৭:৬; ৮০:২
[৩৫:২৩] গীত ১৭:১৩
[৩৫:২৩] ১শমূ ২৪:১৫
[৩৫:২৪] গীত ২২:১৭

তোমার ধর্মশীলতা অনুসারে আমার বিচার কর,
ওরা আমার উপরে আনন্দ না করুক।
২৫ তারা মনে মনে না বলুক,
'অহো! এ-ই আমাদের অভিলাষ;
'তারা না বলুক, 'তাকে গ্রাস করলাম'।
২৬ যারা আমার বিপদে আনন্দিত হয়,
তারা একসঙ্গে লজ্জিত ও হতাশ হোক;
যারা আমার বিরুদ্ধে গর্ব করে,
তারা লজ্জায় ও অবিশ্বাসে আচ্ছন্ন হোক।
২৭ যারা আমার ধার্মিকতায় প্রীত,
তারা আনন্দধ্বনি করুক আহ্লাদিত হোক,
দিনরাত বলুক, সদাপ্রভু মহিমান্বিত হোন,
যিনি নিজের দাসের কুশলে প্রীত।
২৮ আর আমার জিহ্বা তোমার ধর্মশীলতার,
ও সমস্ত দিন তোমার প্রশংসার কথা বলবে।

[৩৫:২৫] পদ ২১
[৩৫:২৫] গীত ১২৪:৩; হিতো ১:১২; বিলাপ ২:১৬
[৩৫:২৬] গীত ২২:১৭
[৩৫:২৬] গীত ৪:১
[৩৫:২৬] ইয়োব ৮:২২; গীত ১০৯:২৯; মীখা ৭:১০
[৩৫:২৬] ইয়োব ১৯:৫; গীত ৩৮:১৬
[৩৫:২৭] গীত ৯:৪
[৩৫:২৭] গীত ২০:৫; ৩৩:৩
[৩৫:২৭] গীত ১৪৭:১১; ১৪৯:৪
[৩৫:২৭] ইয়োব ১৭:৩
[৩৫:২৮] গীত ৫:৮; ৫১:১৪
[৩৫:২৮] গীত ৭১:১৫, ২৪; ৭২:১৫

গীত ৩৫ এর নোটসমূহ

৩৫:১-৩ একজন বীর যোদ্ধা হিসেবে সদাপ্রভু ঈশ্বরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা (যাত্রা ১৫:১-১৮ পদ দেখুন), যিনি দায়ূদের মহাধিপতি। ২২-২৫ পদের সামঞ্জস্য দেখার জন্য উক্ত পদের নোট দেখুন।

৩৫:২ ঢাল ও ফলক। আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহৃত অস্ত্র। কারণ সদাপ্রভু নিজেই গীত রচয়িতার "ঢাল", ৩:৩; ৭:১০; ১৮:২, ৩০; ২৮:৭; ৩৩:২০; ৫৯:১১; ৮৪:৯, ১১; ৮৯:১৮; ১১৫:৯-১১; ১১৯:১১৪; ১৪৪:২ পদ দেখুন। **দণ্ডায়মান হও:** ৩:৭ পদের নোট দেখুন।

৩৫:৩ বর্শা। আক্রমণের জন্য ব্যবহৃত অস্ত্র। সদাপ্রভুর তৈরি করা বর্শা সম্পর্কে জানতে হবক্কূক ৩:১১ পদ দেখুন।

৩৫:৪-৬ আক্রমণকারীদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে ও তাদেরকে অক্ষম করে তোলার মাধ্যমে তাদেরকে নিষ্প্রভ করে তোলার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। ২৬-২৭ পদের সাথে সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে জানার জন্য উক্ত পদের নোট দেখুন।

৩৫:৪ আমার অনিষ্টের সঙ্কল্প করে। ৫:৯ পদের নোট দেখুন।

৩৫:৫-৬ সদাপ্রভুর দূত। ৩৪:৭ পদের নোট দেখুন।

৩৫:৫ বায়ুচালিত তুষের মত। ১:৪ পদের নোট দেখুন।

৩৫:৭-১০ সদাপ্রভু যেন তাঁর পরিত্রাণকারী কাজের সাথে শত্রুদের সহিংস কাজের তুলনা করেন তার জন্য বিনতি (৫:১০ পদের নোট দেখুন)। এর প্রেক্ষিতে গীত রচয়িতা সদাপ্রভুর প্রশংসা করছেন (৭:১৭ পদের নোট দেখুন)।

৩৫:৭-৮ গর্তের মধ্যে গুপ্ত জাল পেতেছে ... খাদ খনন করেছে ... গোপনে পাতা নিজের জালে ... সর্বনাশে সে নিজেই ধরা পড়ুক। ৯:১৫ পদের নোট দেখুন।

৩৫:৯ প্রাণ। ৬:৩ পদের নোট দেখুন।

৩৫:১০ দুঃখী দরিদ্র। ৩৪:৬ পদের নোট দেখুন।
৩৫:১১-১৬ অভিযোগ: তারা উপকারের পরিবর্তে আমার অপকার করে। এই অভিযোগটিই এই গীতের কেন্দ্রস্থিত পদ (৬:৬ পদের নোট দেখুন)।
৩৫:১৩-১৪ গীত রচয়িতা যীশু খ্রীষ্টের আদেশ "যারা তোমাদেরকে নির্যাতন করে, তাদের জন্য প্রার্থনা করো" – এর ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন (মথি ৫:৪৪); যেমনটা ইয়োব দেখিয়েছিলেন (ইয়োব ৪২:৭-১০ পদ দেখুন; ৪২:১০ পদের নোট দেখুন) এবং স্বয়ং যীশু খ্রীষ্টও দেখিয়েছেন (লূক ২৩:৩৪)।
৩৫:১৩ চট। ৩০:১১ পদের নোট দেখুন। **উপবাস:** শোক প্রকাশের একটি প্রথা (৬৯:১০ পদ দেখুন)।
৩৫:১৫ পদস্খলন। এখানে নৈতিক পদস্খলন বা পতনের কথা বোঝানো হয় নি। পরিবেশ ও পরিস্থিতি তাকে নিচু অবস্থানে আসতে বাধ্য করেছিল (৯:৩; ২৭:২; ৩৭:২৪; ৫৬:১৩; ১১৯:১৬৫ পদ দেখুন)।
৩৫:১৬ দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ করলো। ক্রোধ ও আক্রোশে (৩৭:১২; বিলাপ ২:১৬ পদ দেখুন)।
৩৫:১৭-২১ ঈশ্বরের পরিত্রাণকারী সহায় লাভের জন্য পুনরায় বিনতি, যার সাথে রয়েছে ঈশ্বরের প্রশংসা করার দৃঢ় প্রত্যয় (পদ ১৮ দেখুন; ৭:১৭ পদের নোট দেখুন)। পাঁচ পঙক্তির এই অংশটি এবং ৭-১০ পদের পাঁচ পঙক্তির অংশটি পুরো অভিযোগটিকে কাঠামোবদ্ধ করেছে।
৩৫:১৭ কতকাল ... ? ৬:৩ পদের নোট দেখুন। **সিংহ:** ৭:২ পদের নোট দেখুন।
৩৫:১৮ মহাসমাজ। ১:৫ পদের নোট দেখুন।
৩৫:১৯ শত্রুদেরকে ... অন্যায় আনন্দ করতে দিও না। ১১-১৭ পদ দেখুন; গীতসংহিতার অন্যান্য স্থানেও এই একই ভাবধারা দেখা যায় (৩৮:১৯; ৬৯:৪; ১০৯:৩; ১১৯:৭৮, ৮৬, ১৬১) বিলাপ ৩:৫২ পদও দেখুন। **অকারণে আমাকে হিংসা করে:** ৬৯:৪ পদ দেখুন। যোহন ১৫:২৫ পদে এই পদের কোন অংশটিকে মূলত উল্লেখ করা হয়েছে সে বিষয়টি স্পষ্ট নয়। দুটো অংশই যীশু খ্রীষ্টের যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (তবে গীত ৬৯ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)।
৩৫:২১ অহো! অহো! পদ ২৫ দেখুন; এর সাথে ৩:২ পদের নোটও দেখুন।
৩৫:২২-২৫ আবারও প্রারম্ভিক আবেদনটি উচ্চারণ করা হচ্ছে (পদ ১-৩), যেন ঈশ্বর নিজেকে জাগ্রত করেন, গীত রচয়িতার বিনতি শ্রবণ করেন এবং যারা তাঁকে আক্রমণ করছে তাদেরকে শায়েস্তা করেন (পদ ২৩)।
৩৫:২২ নীরব থেকো না। অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় হয়ে থেকো না (২৮:১ পদের নোট দেখুন; ৮৩:১; ১০৯:১ পদ দেখুন)।
৩৫:২৩ জেগে উঠ। ৭:৬ পদের নোট দেখুন। জাগ্রত হও। ৩:৭ পদের নোট দেখুন।
৩৫:২৪ ধর্মশীলতা। ৪:১ পদের নোট দেখুন।
৩৫:২৫ তাকে গ্রাস করলাম। ১২৪:৩ পদ দেখুন।
৩৫:২৬-২৭ আবারও (৪-৬ পদ দেখুন) ঈশ্বরের কাছে বিনতি জানানো হচ্ছে যেন তিনি শত্রুদেরকে লজ্জিত ও অপমানিত করেন। এই লজ্জা ও অ বিশ্বাস সম্পর্কে আরও দেখুন

৪০:১৪-১৬ পদে।

৩৫:২৬ যারা আমার বিপদে আনন্দিত হয়। হিব্রু ভাষায় এই কথাটির সমার্থক হচ্ছে "যারা আমার অনিষ্টের সঙ্কল্প করে" (পদ ৪)। **আচ্ছন্ন হোক:** ১০৯:২৯ পদের নোট দেখুন।

৩৫:২৭ যারা সদাপ্রভুর দাসের বিশ্বস্ত সমর্থনকারী (এখানে সেই "অভিষিক্ত জনের" সমার্থক অর্থেও বোঝানো হয়ে থাকতে পারে; ২:২ পদের নোট দেখুন) তারা সদাপ্রভুর প্রশংসা করবে ও আনন্দ গীত গাইবে।

৩৫:২৮ সমাপনী পদ, যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে (৭:১৭ পদের নোট দেখুন)। **ধার্মিকতা:** ৪:১ পদের নোট দেখুন।

উপসংহার: এটিকে শত্রুদের অভিশাপ দেবার গীত বলা হয়। এটা হল ঈশ্বরভক্তদের প্রার্থনা যখন লোকেরা বিশ্বাস থেকে সরে যাবে এবং ভীষণ সন্ত্রাস হবে। ঈশ্বরের আত্মা দুষ্টদের ধ্বংসের জন্য এই ঈশ্বরভক্ত লোকদের মধ্য দিয়ে প্রার্থনা করেছে। সদাপ্রভুর দিনে এই দুষ্টদের শাস্তি দেওয়া হবে। এই রকম শাস্তি এবং যীশুর প্রেম ও ক্ষমার শিক্ষার মধ্যে দ্বন্দ্ব মনে করার কারণে ঈশ্বরের পবিত্রতা নিয়ে একটু ভুল বুঝাবুঝি হতে পারে। দয়া প্রত্যাখ্যাত হলে ঈশ্বরের পবিত্রতা শাস্তি দাবি করে। এছাড়া আমাদের অবশ্যই স্মরণ করতে হবে যে, এই গীত মানুষের সঠিক মনোভাব দেখায় যা আমরা পুরোপুরি বুঝতে পারি না।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. দায়ূদ তাঁর শত্রুদের জন্য কি করবেন এই বিষয়ে প্রভুর কাছে কি জিজ্ঞাসা করেছেন?
২. দায়ূদ তাঁর শত্রুদের কাছে কি জিজ্ঞাসা করেছেন?
৩. মিথ্যা অভিযোগ, সমালোচনা বা অপমানিত হলে অনুসরণ করার জন্য সর্বোত্তম পদক্ষেপ কি?

গীত ৩৬

দুষ্ট এবং সদাপ্রভুর মধ্যে তুলনা

ভূমিকা: ঈশ্বরের অটল সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা, যেখানে গীত রচয়িতা দুষ্টদের ঈশ্বরবিহীনতা এবং ঈশ্বরের মঙ্গলময়তাকে প্রকাশ করেছেন। এই গীতটির সাথে গীত ৩৫ অধ্যায়ের মিল সম্পর্কে জানার জন্য ৩৪-৩৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। এটিকে একটি সংক্ষিপ্ত গীত হিসেবে আখ্যা দেওয়া যায়, যেখানে তিন পঙক্তি বিশিষ্ট মোট চারটি অংশ দেখা যায় (পদ ২-৪, ৫-৭ক, ৭খ-৯, ১০-১২)। পরবর্তী সময়কার যিহূদী রীতি অনুসারে পদ ৭-১০ হয়ে উঠেছিল ভোরের প্রার্থনার একটি অংশ।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। সদাপ্রভুর দাস দায়ূদের।

১ দুষ্টের হৃদয়ের মধ্যে অধর্ম তার কাছে কথা বলে,
ঈশ্বর-ভয় তার চোখের অগোচর।
২ সে নিজের দৃষ্টিতে নিজের গর্ব করে বলে,
আমার অধর্ম আবিষ্কৃত ও ঘৃণিত হবে না।
৩ তার মুখের বাক্য অধর্ম ও ছলমাত্র;
সে সুবিবেচনা ও সদাচরণ ত্যাগ করেছে।
৪ সে তার বিছানায় অধর্ম কল্পনা করে,
সে কুপথে দাঁড়িয়ে থাকে, সে দুষ্কর্ম ঘৃণা করে না।
৫ হে সদাপ্রভু, তোমার অটল প্রেম আকাশ-মণ্ডলে ব্যাপ্ত,
তোমার বিশ্বস্ততা আকাশ ছোঁয়া।
৬ তোমার ধর্মশীলতা ঈশ্বরের পর্বতগুলোর মত,
তোমার সমস্ত বিচার মহাজলধিস্বরূপ;
হে সদাপ্রভু, তুমি মানুষ ও পশু রক্ষা করে থাক।
৭ হে ঈশ্বর তোমার অটল প্রেম কেমন বহুমূল্য!
সমস্ত লোক তোমার পক্ষচ্ছায়ার নিচে আশ্রয় পায়।
৮ তারা তোমার বাড়ির পুষ্টিকর দ্রব্যে পরিতৃপ্ত হয়,
তুমি তাদের তোমার আনন্দ নদীর জল
পান করিয়ে থাক।
৯ কারণ তোমারই কাছে জীবনের ফোয়ারা আছে;
তোমারই আলোতে আমরা আলো দেখতে পাই।
১০ যারা তোমাকে জানে,
তুমি তাদের প্রতি তোমার অটল প্রেম,
ও সরলচিত্তদের প্রতি তোমার পরিত্রাণ চিরস্থায়ী কর।
১১ অহঙ্কারের পা আমার কাছে না আসুক,
দুষ্টদের হাত আমাকে তাড়িয়ে না দিক্।
১২ ঐ যে দুর্বৃত্তরা পড়ে গেল;
অধঃস্থানে নিক্ষিপ্ত হল, আর উঠতে পারবে না।

গীত ৩৬ : ক্রশরেফারেন্স

[৩৬:১] ইয়োব ২১:১৬
[৩৬:১] যিরি ২:১৯; ৩৬:১৬, ২৪
[৩৬:১] ইয়োব ২৩:১৫; রোমীয় ৩:১৮
[৩৬:২] দ্বি.বি. [২৯:১৯
[৩৬:৩] গীত ১০:৭
[৩৬:৩] ইয়োব ৫:১৩; গীত ৫:৬, ৯; ৪৩:১; ১৪৪:৮, ১১; যিশা ৪৪:২০
[৩৬:৩] গীত ৯৪:৮
[৩৬:৩] যিরি ৪:২২; ১৩:২৩; আমোষ ৩:১০
[৩৬:৪] হিতো ৪:১৬
[৩৬:৪] যিশা ৬৫:২
[৩৬:৪] গীত ৫২:৩; রোমীয় ১২:৯
[৩৬:৫] গীত ৮৯:১; ১১৯:৯০
[৩৬:৫] গীত ৫৭:১০; ৭১:১৯; ৮৯:২; ১০৩:১১; ১০৮:৪
[৩৬:৬] গীত ৫:৮
[৩৬:৬] গীত ৬৮:১৫
[৩৬:৬] আদি ১:২; ৭:১১
[৩৬:৬] যিহি ৯:৬; গীত ১০৪:১৪; ১৪৫:১৬
[৩৬:৭] গীত ৬:৪
[৩৬:৭] রূত ২:১২; গীত ১৭:৮; ৫৭:১; ৯১:৪
[৩৬:৮] গীত ৬৫:৪; যিশা ২৫:৬; যিরি ৩১:১২, ১৪
[৩৬:৮] ইয়োব ২০:১৭; প্রকা ২২:১
[৩৬:৮] গীত ২৩:২; ৬৩:৫
[৩৬:৯] গীত ৮৭:৭; হিতো ১০:১১; ১৬:২২; যিরি ২:১৩
[৩৬:৯] গীত ৪:৬; ২৭:১; ৭৬:৪; ১০৪:২; যিশা ২:৫; ৯:২; ৬০:১, ১৯; যোহন ১:৪; ১পিতর ২:৯
[৩৬:১০] যিরি ৩১:৩
[৩৬:১০] যিরি ৯:২৪; ২২:১৬
[৩৬:১০] গীত ৭:১০; ১১:২; ৯৪:১৫; ১২৫:৪
[৩৬:১১] গীত ৭১:৪; ১৪০:৪
[৩৬:১২] গীত ১৮:৩৮

গীত ৩৬ এর নোটসমূহ

শিরোনাম। প্রধান বাদ্যকরের জন্য: গীত ৪ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। **সদাপ্রভুর দাস:** তাঁর রাজকীয় পরিচর্যাকারী (গীত ১৮ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন; ৩৫:২৭ পদ দেখুন; এর সাথে ২ শমূয়েল ৭:২০ পদও দেখুন)।

৩৬:১ দুষ্টের হৃদয়ের মধ্যে ... কথা বলে। সাধারণত এ ধরনের কথার মধ্য দিয়ে বোঝানো হয় ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত বিশেষ কোন প্রত্যাদেশ, যা ভাববাদীদের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হত। আর এখানে বোঝানো হয়েছে বিশেষ অন্তর্দৃষ্টির কথা, যা সম্ভবত কোন

বিদ্যুৎ চমকের মত করে দুষ্টদের অন্তরে এসে উপস্থিত হয়। **হৃদয়।** ৪:৭ পদের নোট দেখুন। **ঈশ্বর-ভয় তার চোখের অগোচর।** অর্থাৎ তাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি কোন ভয় নেই। গীত ৩৪ অধ্যায়ে এবং ৩৭ অধ্যায়ে রচয়িতা এ ধরনের কথাই প্রকাশ করেছেন। ৫৫:১৯; আদি ২০:১১ পদের নোট দেখুন। তারা ঈশ্বরের সর্বদর্শী দৃষ্টিকে গ্রাহ্য করে না, তাঁর ধার্মিকতার বিচার মানে না এবং তিনি যে তাদেরকে তাঁর শক্তি দ্বারা পরাভূত করতে পারেন তা স্বীকার করে না (১০:১১ পদের নোট দেখুন)। রোমীয় ৩:১৮ পদে পৌল ঠিক এ ধরনের কথাই ব্যবহার করেছেন।

৩৬:২-৪ দুষ্টদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে (১০:২-১১ পদের নোট দেখুন; এর সাথে গীত ৩৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)।

৩৬:২ সে নিজের দৃষ্টিতে নিজের গর্ব করে। নিজের ধার্মিকতার কারণে নয় বরং অহঙ্কার করে, কারণ তাদের মধ্যে এই ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে তাদের কারও কাছে জবাবদিহি করতে হবে না।

৩৬:৩ তার মুখের বাক্য। ৫:৯ পদের নোট দেখুন। **অধর্ম ও ছলমাত্র:** ৩৫:২০ পদের নোট দেখুন। **সে সুবিবেচনা ... ত্যাগ করেছে:** ৯৪:৮-১১; হিতোপদেশ ২:৯-১১ পদ দেখুন। **সদাচরণ ত্যাগ করেছে:** জ্ঞানী ও উত্তম ব্যক্তির বিপরীত (৩৪:১৪; ৩৭:৩, ২৭; সেই সাথে ৩৪:৮-১৪ পদের নোট দেখুন)।

৩৬:৪ সে তার বিছানায় অধর্ম কল্পনা করে। যে স্থানে এসে মানুষ সাধারণত বিশ্রাম নেয় এবং পরবর্তী দিনের কার্যক্রমের গতিপথ নির্ণয় করে। দুষ্টেরা ঈশ্বরের নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে দিন ও রাতের রীতি মানে না (১:২; এর সাথে ১১৯:৫৫ পদ দেখুন)। অপর দিকে ঈশ্বরভক্ত মানুষ রাতে ঈশ্বরের নির্দেশনা অনুসারে চলে (১৬:৭ পদ দেখুন); রাতে ঈশ্বরের সাথে প্রার্থনায় কথা বলে (৪২:৮ পদ দেখুন), তাঁর কথা চিন্তা করে (৬৩:৬) এবং তাঁর প্রতিজ্ঞার প্রতিফলন ঘটায় (১১৯:১৪৮)। **অধর্ম কল্পনা করে:** ৩৪:১৪; ৩৭:২৭ পদ দেখুন; এর সাথে মীখা ২:১ পদও দেখুন।

৩৬:৫-৭ক সদাপ্রভুর বিশ্বস্ততা।

৩৬:৫ ভালবাসা ... বিশ্বস্ততা। অর্থাৎ সদাপ্রভুর অটল ভালবাসা ও বিশ্বস্ততা (৫৭:৩; ৬১:৭; ৮৫:১০; ৮৬:১৫; ৮৯:১৪; ১১৫:১; ১৩৮:২; হিতোপদেশ ৩:৩; ১৪:২২; ১৬:৬; ২০:২৮ পদে যেমনটা দেখা যায়; এর সাথে ৩:৭ পদের নোটও দেখুন)। **আকাশগুলোতে ব্যাপ্ত ... আকাশ ছোঁয়া:** অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও সৃষ্টি জগতের প্রতিটি স্থানে তা খুঁজে পাওয়া যায় (৫৭:১০; ১০৮:৪ পদ দেখুন)।

৩৬:৬ ধর্মশীলতা ... বিচার। অর্থাৎ সদাপ্রভুর ধর্মশীলতা ও বিচার (৩৩:৫; ৩৭:৬; ৮৯:১৪; ৯৭:২; হোশেয় ২:১৯ পদ দেখুন; যিশাইয় ৯:৭; ৩৩:৫; যিরমিয় ৯:২৪ পদ দেখুন)। **ধর্মশীলতা:** ৪:১ পদের নোট দেখুন। **ঈশ্বরের পর্বতগুলোর মত ... মহাজলধিস্বরূপ:** পর্বতের মত উঁচু এবং মহা জলধি অর্থাৎ মহাসাগরের মত গভীর।

৩৬:৭ক অটল ভালবাসা। পদ ৫ দেখুন; এর সাথে ৬:৪ পদের নোটও দেখুন।

৩৬:৭খ-৯ সমগ্র সৃষ্ট জগতের প্রতি সদাপ্রভুর অকৃত্রিম ভালবাসার নিদর্শন (৩৩:৪-৫ পদ দেখুন)।

৩৬:৭খ পক্ষচ্ছায়ার নিচে আশ্রয় পায়। ১৭:৮ পদের নোট দেখুন।

৩৬:৮ পরিতৃপ্ত হয় ... পান করিয়ে থাক। জীবন দানকারী খাবার ও জল। **বাড়িঃ** এখানে সদাপ্রভু ঈশ্বরের সমগ্র সৃষ্ট জগতের কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ পৃথিবীকে বোঝানো হয়েছে, যা থেকে আমরা সমস্ত জীবন্ত প্রাণীর জন্য অফুরন্ত খাবার এবং পানীয় পেয়ে থাকি (২৪:২ পদের নোট দেখুন)। **আনন্দ নদীঃ** যে "প্রণালীর" (ইয়োব ৩৮:২৫) মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তাঁর "ভাণ্ডার" থেকে বৃষ্টি ঝরিয়ে থাকেন (৩৩:৭; এর সাথে ইয়োব ৩৮:৮-১১, ২২, ৩৭; যিরমিয় ১০:১৩ পদও দেখুন), যা তাঁর "উপরিস্থিত কুঠরীতে" অবস্থিত থাকে (১০৪:১৩; এর সাথে ৬৫:৯; যিশাইয় ৩০:২৫ পদ দেখুন; স্বর্গ থেকে আগত আশীর্বাদ সম্পর্কে জানতে আদি ৪৯:২৫; দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩:২৩ পদ দেখুন)। এই বিশেষ বর্ণনার মধ্য দিয়ে স্বর্গ হতে নির্গত আশীর্বাদ বর্ষণের উপর ঈশ্বরের কর্তৃত্বের কথা প্রকাশ করা হয়েছে, যা পৃথিবীস্থিত নদ নদীকে প্রবাহমান করে ও ভূমিকে সজীব করে, যা ঈশ্বরের মন্দির হতে নির্গত "জীবনদায়ী জলের নদীর" প্রতীক (প্রকাশিত ২২:১-২; এর সাথে ইষ্রা ৪৭:১-১২ পদও দেখুন)। **আনন্দঃ** ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও দয়াই আমাদেরকে সকল প্রকার আনন্দের উৎস খুঁজে দেয়।

৩৬:৯ মূল অংশ, অর্থাৎ ৫-৯ পদের ক্রান্তিস্থল ও সারাংশ। **জীবনের ফোয়ারাঃ** যিরমিয় ২:১৩; ১৭:১৩ পদ দেখুন। বস্তুত যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর পাপীদের জন্য জীবনদায়ী জল প্রবাহিত করেছেন (যোহন ৪:১০, ১৪)। **তোমারই আলোঃ** ২৭:১ পদের নোট দেখুন। **দেখতে পাইঃ** এখানে দেখা বলতে অভিজ্ঞতা লাভ করা, পাওয়া, উপভোগ করা বোঝানো হয়েছে, যেমনটা দেখা যায় ১৬:১০; ২৭:১৩; ৩৪:৮, ১২; ৪৯:৯, ১৯; ৮৯:৪৮; ৯০:১৫; ১০৬:৫ পদে (উপভোগ); ইয়োব ৯:২৫ পদে (দর্শন পাওয়া); ৪২:৫; উপদেশক ১:১৬ পদে (জ্ঞানবিশিষ্ট হওয়া); ৩:১৩ (খুঁজে পাওয়া); ৬:৬ পদে (মঙ্গল ভোগ করা); যিশাইয় ৫৩:১০; বিলাপ ৩:১। **আলোঃ** জীবনের পরিপূর্ণতা সাধন, যে লক্ষ্য অর্জনের জন্য জীবনের সৃষ্টি। আলোর সাথে জীবনের সম্পর্ক জানতে দেখুন ৪৯:১৯; ৫৬:১৩; ইয়োব ৩:২০; ৩৩:২৮, ৩০; যিশাইয় ৫৩:১১।

৩৬:১০-১২ প্রার্থনা: তোমার "ভালবাসা" (পদ ৫) এবং "ধার্মিকতা" (পদ ৬), যা তুমি সমগ্র সৃষ্ট জগতের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছ – যারা তোমাকে জানে বলে স্বীকার করে ও যারা প্রকৃত ধার্মিক (ঈশ্বরের লোক), তাদের কাছে তুমি তা প্রকাশ কর। কিন্তু দুষ্টদের হাত ও পা থামিয়ে দাও যেন তারা আমার উপরে জয় লাভ করতে না পারে (রাজা দায়ূদ; ৩৩:১৬ পদের নোট দেখুন)।

৩৬:১০ অটল ভালবাসাঃ ৬:৪ পদের নোট দেখুন। **যারা তোমাকে জানেঃ** ৯:১০ পদের নোট দেখুন। **সরলচিত্তঃ** অর্থাৎ ধার্মিক। ৪:১ পদের নোট দেখুন।

৩৬:১১ অহঙ্কার। ৩১:২৩ পদের নোট দেখুন।

৩৬১২ রচয়িতার আত্মবিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে এই পদে (৩:৮ পদের নোট দেখুন)। **পড়ে গেলঃ** সম্ভবত দুষ্টদের মৃত্যুর কথা বোঝানো হয়েছে (১৩:৪ পদের নোট দেখুন)।

উপসংহারঃ দুষ্ট ও সদাপ্রভুর মধ্যে তুলনা করা হয়েছে। দুষ্টেরা কি এবং কি করে, সদাপ্রভু কি এবং কি করেন তার তুলনা করা হয়েছে। আমাদের প্রভুর কাছে অবশ্যই প্রার্থনা করতে এবং তার উপর বিশ্বাস রাখতে হবে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্নঃ

১. মানুষের হৃদয়ে যে দুর্নীতি আছে এমন কি সাক্ষ্য আপনার আছে?
২. একটি দুর্নীতিবাজ হৃদয়ের ফলে কি কি ঘটতে পারে?
৩. ঈশ্বরের হৃদয় থেকে যে প্রেম আসে তা আপনি কিভাবে বর্ণনা করতে পারেন?

গীত ৩৭

ধার্মিক ও অধার্মিকের শেষ পরিণাম

ভূমিকাঃ ঈশ্বরীয় প্রজ্ঞাপূর্ণ নির্দেশনা। (অন্যান্য জ্ঞানগর্ভ গীত দেখুনঃ ৩৪:৮-২২; ৪৯; ১১২; এছাড়া এ ধরনের আরও কিছু গীত হচ্ছে গীত ১; ৭৩; ৯১; ৯২:৬-৯, ১২-১৫; ১১১; ১১৯; ১২৭-১২৮; ১৩৩; এর সাথে উক্ত অধ্যায়গুলোর নোটও দেখুন)। এই গীতটির প্রধান বিষয়বস্তু হচ্ছে দুষ্ট ও উত্তম ব্যক্তির মধ্যকার পার্থক্য, যা গীত ৩৬ অধ্যায়ে প্রতিফলিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় ভাবধারা হচ্ছেঃ কে সদাপ্রভুর দেশের অধিকারী হবে (পদ ৯, ১১, ২২, ২৯), অর্থাৎ কারা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত দেশে পূর্ণ আশীর্বাদ ও অনুগ্রহের স্বাদ অনুভব করে বাস করতে পারবে? যারা কুসঙ্কল্প করে (পদ ১২), দুরভিসন্ধি করে (পদ ৭, ৩২), ঋণ করে পরিশোধ করে না (পদ ২১), সুবিধা আদায়ের জন্য জোর জবরদস্তি করে (পদ ১৪) এবং তারপরও জাগতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হয় (পদ ৭, ১৬, ৩৫) সেই সমস্ত মন্দ ও দুষ্ট মানুষ? না কি যারা ধার্মিক, যারা সদাপ্রভুর উপরে নির্ভর করে (পদ ৩, ৫, ৭, ৩৪) ও যারা নম্র (পদ ১১), নির্দোষ (পদ ১৮, ৩৭), মহানুভব (পদ ২১,২৬), সৎ (পদ ৩৭) ও শান্তিপূর্ণ (পদ ৩৭), এবং যার মুখ থেকে ঈশ্বরের বাক্য ধ্যানপূর্বক আহরিত জ্ঞানপূর্ণ বাণী প্রকাশ পায় (পদ ৩০-৩১) এমন ব্যক্তি? দুষ্টদের প্রায় এ ধরনের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা পেতে দেখুন ১০:২-১১; ৭৩:৪-১২। ধার্মিক ব্যক্তির প্রায় এ ধরনের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা পেতে দেখুন গীত ১১২ অধ্যায়। মন্দ ব্যক্তির পরিবর্তন সম্পর্কে এ ধরনের বর্ণনা পেতে দেখুন গীত ৪৯; ৭৩:১৮-২০। কাঠামোগত দিক থেকে এই গীতটি বর্ণানুক্রমিক ভঙ্গিতে সাজানো হয়েছে, যেখানে প্রতিটি বর্ণের জন্য দুটি করে পদ রয়েছে, অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে অমিল লক্ষ্য করা যায়। মূল বিষয়বস্তু প্রকাশ করা হয়েছে ১-১১ পদের মধ্যে। এর পর গীতের পরবর্তী অংশে তা আরও বিধৃত করা হয়েছে। পুরো অধ্যায়টি শুরুতে ও শেষে রয়েছে দুষ্টদের কার্যকলাপ সংক্রান্ত বর্ণনা (পদ ১-২) এবং ধার্মিকদের প্রতি সদাপ্রভুর চিরস্থায়ী সহায় (পদ ৩৯-৪০)। গীত ৩৪-৩৬ অধ্যায়ের সাথে এই অধ্যায়টির সম্পৃক্ততা সম্পর্কে জানতে গীত ৩৪-৩৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

দায়ূদের।

১ তুমি দুরাচারদের বিষয়ে রুষ্ট হয়ো না;
অধর্মাচারীদের প্রতি ঈর্ষা করো না।
২ কেননা তারা ঘাসের মত শীঘ্র ছিন্ন হবে,
সবুজ ঘাসের মত ম্লান হবে।
৩ সদাপ্রভুর উপর নির্ভর রাখ, সদাচরণ কর,
তবে দেশে বাস করবে, নিরাপত্তার জন্য আনন্দ করবে।
৪ আর সদাপ্রভুতে আনন্দ কর,
তিনি তোমার সমস্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।
৫ তোমার গতি সদাপ্রভুর উপর অর্পণ কর,
তাঁর ওপর নির্ভর কর, তিনিই কাজ সাধন করবেন।
৬ তিনি আলোর মত তোমার ধার্মিকতা,
মধ্যাহ্ন কালের মত তোমার বিচার প্রকাশ করবেন।
৭ সদাপ্রভুর কাছে নীরব হও, তাঁর অপেক্ষায় থাক;
যে তার পথে কৃতকার্য হয়, তার বিষয়ে,
যে ব্যক্তি কুসঙ্কল্প করে, তার বিষয়ে রুষ্ট হয়ো না।
৮ ক্রোধ থেকে নিবৃত্ত হও, ক্রোধ ত্যাগ কর,
রুষ্ট হয়ো না, হলে কেবল দুষ্কার্য করবে।
৯ কারণ দুরাচারেরা উচ্ছিন্ন হবে,
কিন্তু যারা সদাপ্রভুর অপেক্ষা করে,
তারাই দেশের অধিকারী হবে।
১০ আর ক্ষণকাল পরে দুষ্ট লোক আর থাকবে না,
তুমি তার স্থান তত্ত্ব করবে, কিন্তু তাকে পাবে না।
১১ কিন্তু মৃদুশীলেরা দেশের অধিকারী হবে,
এবং প্রচুর শান্তির দরুন আনন্দ করবে।
১২ দুষ্ট লোক ধার্মিকের প্রতিকূলে কুসঙ্কল্প করে,
তার বিরুদ্ধে দাঁতে দাঁত ঘষে।
১৩ প্রভু তাকে উপহাস করবেন,
কেননা তিনি দেখেন, তার দিন আসছে।
দুষ্টেরা খড়্গ কোষমুক্ত করেছে ও ধনুক আকর্ষণ করেছে,
১৪ যেন দুঃখী ও দরিদ্রকে নিপাত করতে পারে,
যেন সরলপথগামীদেরকে হত্যা করতে পারে,
১৫ তাদের খড়্গ তাদেরই হৃদয়ে প্রবেশ করবে,
তাদের ধনুক ভেঙ্গে যাবে।
১৬ ধার্মিকের অল্প সম্পত্তি ভাল,
সমস্ত দুষ্ট লোকের বহু ধনরাশি অপেক্ষা ভাল।

গীত ৩৭ : ক্রশরেফারেন্স

[৩৭:১] হিতো ৩:৩১; ২৩:১৭-১৮
[৩৭:১] গীত ৭৩:৩; হিতো ২৪:১৯
[৩৭:২] রাজা ১৯:২৬; ইয়োব ১৪:২; গীত ১০২:৪; যিশা ৪০:৭
[৩৭:২] পদ ৩৮; গীত ৯০:৬; ৯২:৭; যাকোব ১:১০
[৩৭:৩] দ্বি.বি. ৩০:২০
[৩৭:৩] যিহি ৩৪:১৪; যোহন ১০:৯
[৩৭:৪] ইয়োব ২৭:১০
[৩৭:৪] ইয়োব ৭:৬; গীত ২১:২; ১৪৫:১৯; মথি ৬:৩৩
[৩৭:৫] গীত ৪:৫
[৩৭:৬] গীত ১৮:২৪; ১০৩:১৭; ১১২:৩
[৩৭:৬] ইয়োব ১১:১৭
[৩৭:৭] যাত্রা ১৪:১৪; যিশা ৪১:১
[৩৭:৭] গীত ২৭:১৪; ৪০:১; ১৩০:৫; যিশা ৩৮:১৩; হবক্ ৩:১৬; রোমীয় ৮:২৫
[৩৭:৭] পদ ১
[৩৭:৭] যিরি ১২:১
[৩৭:৭] গীত ২১:১১; ২৬:১০; ১১৯:১৫০
[৩৭:৮] ইফি ৪:৩১; কল ৩:৮
[৩৭:৮] পদ ১
[৩৭:৯] গীত ৩১:২২; ১০১:৮; ১১৮:১০; হিতো ২:২২
[৩৭:৯] যিশা ২৫:৯; ২৬:৮; ৪০:৩১; ৪৯:২৩; ৫১:৫
[৩৭:৯] পদ ২২; গীত ২৫:১৩; যিশা ৪৯:৮; ৫৭:১৩; মথি ৫:৫
[৩৭:১০] ইয়োব ৭:১০; যিহি ২৭:৩৬
[৩৭:১১] গণনা ১৪:২৪; মথি ৫:৫
[৩৭:১১] লেবী ২৬:৬; গণনা ৬:২৬
[৩৭:১২] গীত ২:১; ৩১:১৩
[৩৭:১২] ইয়োব ১৬:৯; গীত ৩৫:১৬; ১১২:১০
[৩৭:১৩] ১শমূ ২৬:১০; যিহি ১২:২৩
[৩৭:১৪] গীত ২২:২০
[৩৭:১৪] গীত ১১:২
[৩৭:১৪] গীত ৩৫:১০
[৩৭:১৫] গীত ৯:১৬
[৩৭:১৫] ১শমূ ২:৪; গীত ৪৬:৯; যিরি ৪৯:৩৫
[৩৭:১৬] হিতো ১৫:১৬; ১৬:৮

১৭ কারণ দুষ্টদের বাহু ভেঙ্গে যাবে;
কিন্তু সদাপ্রভু ধার্মিকদের ধরে রাখেন।
১৮ সদাপ্রভু সিদ্ধদের সমস্ত দিন জানেন;
তাদের অধিকার চিরকাল থাকবে।
১৯ তারা বিপদের সময় লজ্জিত হবে না,
দুর্ভিক্ষের সময়ে তৃপ্ত হবে।
২০ কিন্তু দুষ্টরা বিনষ্ট হবে,
সদাপ্রভুর শত্রুরা মাঠের সবুজ ঘাসের সৌন্দর্যের মতই;
তারা অন্তর্হিত, ধোঁয়ার মত মিলিয়ে যাবে।
২১ দুষ্ট ঋণ করে পরিশোধ করে না,
কিন্তু ধার্মিক দয়াবান ও দানশীল।
২২ কেননা তাঁর আশীর্বাদের পাত্রেরা
দেশের অধিকারী হবে,
কিন্তু তাঁর অভিশাপের পাত্রেরা উচ্ছিন্ন হবে।
২৩ সদাপ্রভু কর্তৃক মানুষের পদক্ষেপগুলো স্থিরীকৃত হয়,
তার পথে তিনি প্রীত।
২৪ পড়ে গেলেও সে ভূতলশায়ী হবে না;
কেননা সদাপ্রভু তার হাত ধরে রাখেন।
২৫ আমি যুবক ছিলাম, এখন বৃদ্ধ হয়েছি,
কিন্তু ধার্মিককে পরিত্যক্ত হতে দেখি নি,
তার বংশকে খাদ্য ভিক্ষা করতে দেখি নি।
২৬ সেসব দিন দয়া করে ও ধার দেয়,
তার বংশ আশীর্বাদ পায়।
২৭ তুমি মন্দ থেকে দূরে যাও,
সদাচরণ কর, তাতে চিরকাল বাস করবে।
২৮ কেননা সদাপ্রভু ন্যায়বিচার প্রেম করেন;
তিনি তাঁর বিশ্বস্তদেরকে পরিত্যাগ করেন না;
তারা চিরকাল সুরক্ষিত হয়;
কিন্তু দুষ্টদের বংশ উচ্ছিন্ন হবে।
২৯ ধার্মিকেরা দেশের অধিকারী হবে
তারা নিয়ত সেখানে বাস করবে।
৩০ ধার্মিকের মুখ জ্ঞানের কথা বলে,
তার জিহ্বা ন্যায়বিচারের কথা বলে।
৩১ তার ঈশ্বরের ব্যবস্থা তার অন্তরে আছে;
তার পদক্ষেপ টলবে না।
৩২ দুষ্ট লোক ধার্মিকের প্রতি লক্ষ্য রাখে,
তাকে হত্যা করতে চেষ্টা করে।

[৩৭:১৭] ইয়োব ৩৮:১৫; গীত ১০:১৫
[৩৭:১৭] গীত ৪১:১২; ১৪০:১২; ১৪৫:১৪; ১৪৬:৭
[৩৭:১৮] ইয়োব ২৩:১০; গীত ৪৪:২১
[৩৭:১৮] পদ ২৭, ২৯
[৩৭:২০] গীত ৩৪:২১
[৩৭:২০] গীত ৬৮:২; ১০২:৩; যিশা ৫১:৬
[৩৭:২১] লেবী ২৫:৩৫; গীত ১১২:৫
[৩৭:২২] ইয়োব ৫:৩
[৩৭:২২] পদ ৯
[৩৭:২৩] ইয়োব ১১:১৫; গীত ৭:৯; ৬৬:৯
[৩৭:২৩] গণনা ১৪:৮; গীত ১৪৭:১১
[৩৭:২৪] গীত ১৩:৪; ২৭:২; ৩৮:১৭; ৫৫:২২; ১১৯:১৬৫; হিতো ৩:২৩; ১০:৯
[৩৭:২৪] ২বংশা ৯:৮; গীত ৪১:১২; ১৪৫:১৪
[৩৭:২৫] পদ ২৮; আদি ১৫:১; ইব ১৩:৫
[৩৭:২৫] গীত ১১১:৫; ১৪৫:১৫; মার্ক ১০:৪৬
[৩৭:২৬] লেবী ২৫:৩৫
[৩৭:২৬] দ্বি.বি. ২৮:৪; গীত ১১২:২
[৩৭:২৭] গীত ৩৪:১৪; ৩ যোহন ১:১১
[৩৭:২৭] গণনা ২৪:২১
[৩৭:২৮] দ্বি.বি. ৭:৬; গীত ১৮:২৫; ৯৭:১০
[৩৭:২৮] আদি ১৭:১৪; দ্বি.বি. ৩২:২৬; হিতো ২:২২
[৩৭:২৯] পদ ৯; হিতো ২:২১
[৩৭:২৯] যিশা ৩৪:১৭
[৩৭:৩০] গীত ৪৯:৩; হিতো ১০:১৩
[৩৭:৩১] দ্বি.বি. ৬:৬; ইয়োব ২২:২২
[৩৭:৩১] দ্বি.বি. ৩২:৩৫
[৩৭:৩২] গীত ১০:৮
[৩৭:৩২] গীত ১১:৫

৩৩ সদাপ্রভু তাকে ওর হাতে ছেড়ে দেবেন না,
তার বিচারকালে তাকে দোষী করবেন না।
৩৪ সদাপ্রভুর অপেক্ষায় থাক, তাঁর পক্ষে চল;
তাতে তিনি তোমাকে দেশের অধিকার
ভোগের জন্য উন্নত করবেন;
দুষ্টদের উচ্ছেদ হলে তুমি তা দেখতে পাবে।
৩৫ আমি দুষ্টকে মহাক্ষমতাশালী দেখেছি,
উৎপত্তি স্থানের সতেজ গাছের মত প্রসারিত দেখেছি।
৩৬ কিন্তু আমি সেই পথে গেলাম, দেখ, সে নেই,
আমি খোঁজ করলাম, কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না।
৩৭ নির্দোষদের কথা বিবেচনা কর,
সরলকে নিরীক্ষণ কর;
শান্তিপ্রিয় ব্যক্তির কাজের শেষে সুফল আছে।
৩৮ কিন্তু অধর্মাচারীরা সকলেই বিনষ্ট হবে;
দুষ্টদের শেষ ফল উচ্ছিন্ন হবে।
৩৯ ধার্মিকদের পরিত্রাণ সদাপ্রভু থেকে,
তিনি সঙ্কটকালে তাদের আশ্রয়।
৪০ সদাপ্রভু তাদের সাহায্য করেন, তাদেরকে রক্ষা করেন,
তিনি দুষ্টদের থেকে তাদের রক্ষা করেন
ও তাদের পরিত্রাণ করেন,
কারণ তারা তাঁর আশ্রয় নিয়েছে।

[৩৭:৩৩] ইয়োব ৩২:৩; গীত ৩৪:২২; ৭৯:১১
[৩৭:৩৩] ২পিতর ২:৯
[৩৭:৩৪] গীত ২৭:১৪
[৩৭:৩৪] গীত ১৮:২১
[৩৭:৩৪] পদ ৯
[৩৭:৩৪] গীত ৫২:৬
[৩৭:৩৫] ইয়োব ৫:৩
[৩৭:৩৬] পদ ১০; হিতো ১২:৭; যিশা ৪১:১২; দানি ১১:১৯
[৩৭:৩৭] পদ ১৮; আদি ৬:৯; গীত ১৮:২৫
[৩৭:৩৭] গীত ১১:৭
[৩৭:৩৭] যিশা ৫৭:১-২
[৩৭:৩৮] গীত ১:১
[৩৭:৩৮] পদ ২; গীত ৭৩:১৯
[৩৭:৩৮] পদ ৯
[৩৭:৩৯] গীত ৩:৮
[৩৭:৩৯] গীত ৯:৯
[৩৭:৪০] ১বংশা ৫:২০; গীত ২০:২
[৩৭:৪০] গীত ৩৪:৭
[৩৭:৪০] গীত ১৮:৪৮
[৩৭:৪০] গীত ২:১২

গীত ৩৭ এর নোটসমূহ

৩৭:১-২ পদ ৭ এবং গীত ৭৩ অধ্যায় দেখুন।

৩:১ এই অংশটি হিতোপদেশ ২৪:১৯ পদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৩৭:২ ২০ পদের নোট দেখুন।

৩৭:৩ ৩৪:৮-১৪ পদের নোট দেখুন।

৩৭:৪ মনোবাঞ্ছা। ৪:৭ পদের নোট দেখুন।

৩৭:৫ তিনিই কাজ সাধন করবেন। ১ পিতর ৫:৭ পদ দেখুন।

৩৭:৬ তোমার ধার্মিকতা ... তোমার বিচার। অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি আমাদের নির্ভরতা ও বিশ্বস্ততার উপর নির্ভর করে সদাপ্রভু ঈশ্বর আমাদেরকে যে সমৃদ্ধি ও মঙ্গলময়তা দান করে থাকেন (এর সাথে তুলনা করুন পদ ৯; আরও দেখুন হিতোপদেশ ৮:১৮; ২১:২১, যেখানে সমৃদ্ধি শব্দটির বিশেষ হিব্রু অর্থ রয়েছে; আরও দেখুন যিশাইয় ৪৮:১৮)। **মধ্যাহ্ন কালের মত তোমার বিচার প্রকাশ করবেন:** অর্থাৎ ঈশ্বর তাঁর ধার্মিকতার বিচার প্রকাশ করবেন (৩৬:৬ পদের নোট দেখুন। **তোমার বিচার:** ৩৫:২৭ পদের নোট দেখুন; যিশাইয় ৫৪:১৭ পদও দেখুন। এখানে বোঝানো হয়েছে যারা ঈশ্বরের ধার্মিকতা অনুসারে চলবে এবং যাদের উপরে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হবেন, তাদেরকে তিনি বিশেষ অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ প্রদান

করবেন, যেমনটা দেখা যায় ৫৯:৯ পদে (যেখানে "আলো" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে) এবং ৫৯:১১ পদে (যেখানে "ধার্মিক গণনা করা" কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে, এর সাথে যুক্ত রয়েছে বিচার ও উদ্ধার)। সেই অনুসারে তোমার ধার্মিকতা ও তোমার বিচার কথাটি ৩৬:৬ পদে উল্লিখিত ঈশ্বরের ধার্মিকতা ও ঈশ্বরের বিচার কথাটির সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৩৭:৮ ক্রোধ ... রুষ্ট। ধার্মিকদের ক্ষতি সাধনের জন্য এবং অনেক ক্ষেত্রে ধার্মিকদেরকে শোষণ করে দুষ্টদের অর্জিত সমৃদ্ধির বিপরীতে ধার্মিকদের ক্ষোভ ও ক্রোধ।

৩৭:৯ দুরাচারেরা উচ্ছিন্ন হবে। ৩৪ পদ দেখুন। **তারাই দেশের অধিকারী হবে:** ঈশ্বরের কাছ থেকে নিজেদের জন্য ও বংশধরদের জন্য এক নিশ্চিত বাসস্থান উত্তরাধিকার হিসেবে লাভ করবে, যা ঈশ্বর তাদেরকে দান করবেন তাঁর লোকদের জন্য প্রতিজ্ঞাত অনন্ত জীবনের প্রথম ধাপ হিসেবে। যারা সদাপ্রভুর উপরে নির্ভর করে, অর্থাৎ নির্ভয়ে তাঁর উপরে নিজেদের জীবন সঁপে দেয় এবং সমস্ত দান আশীর্বাদ হিসেবে গ্রহণ করে, তারাই সেই দেশের অধিকারী হবে। যারা ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে মন্দ উপায়ে সেই দেশ ও তার সম্পদ দখল করতে চায় তারা কখনো সেই দেশের অধিকার পাবে না (পদ ১১, ২২, ২৯ দেখুন; তুলনা করুন যিহোশূয় ৭ অধ্যায়)।

৩৭:১০ ক্ষণকাল। সময়ের ক্ষণস্থায়ীত্ব উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে এখানে ঘটনাটির নিশ্চয়তা প্রকাশ করা হয়েছে (৫৮:৯; ইয়োব ২০:৫-১১; হগয় ২:৬ পদ দেখুন)।

৩৭:১১ মথি ৫:৫ পদের নোট দেখুন। **মৃদুশীল।** যারা নম্রতার সাথে ঈশ্বরের প্রতি নিজেদের নির্ভরতা, ঈশ্বরের অপরিমেয় অনুগ্রহ স্বীকার করে এবং অন্যদের প্রতি কখনো অহঙ্কার দেখায় না। **শান্তির দরুন আনন্দ করবে:** এখানে ঈশ্বরের অপার অনুগ্রহের কথা বলা হয়েছে।

৩৭:১২ ধার্মিক। ১:৫ পদের নোট দেখুন। **দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ করে:** ৩৫:১৬ পদের নোট দেখুন।

৩৭:১৩ প্রভু তাকে উপহাস করবেন। ২:৪ পদ দেখুন। তিনি দেখেন, তার দিন আসছে। অবাক হওয়ার মত বিষয় হচ্ছে, গীত রচয়িতা কোথাও দুষ্টদের দমন করার বিষয়ে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ কোন কাজের বর্ণনা দেন নি – যদিও ২২ পদে কিছুটা ধারণা দেওয়া হয়েছে। দুষ্টদের জীবন যে এক সময় অবশ্যই ধ্বংস হবে সে বিষয়ে বিভিন্ন পদে বার বার সুস্পষ্ট ঘোষণা দেওয়া হয়েছে (পদ ৯, ২২, ২৮, ৩৪, ৩৮; এর সাথে তুলনা করুন পদ ২, ৮, ১০, ১৫, ১৭, ২০, ৩৬, ৩৮) এবং সদাপ্রভু নিজেও তা জানেন – কিন্তু ঈশ্বর তাঁর ধার্মিক লোকদের রক্ষা করার জন্য এখনও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন না। **তার দিন:** অর্থাৎ দুষ্টদের পতন ও ধ্বংসের দিন, যে দিন তারা প্রত্যেকে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। ১ শমূয়েল ২৪:১০ পদে বলা হয়েছে ("তার সময়," যার আক্ষরিক অর্থ "তার দিন"); ইয়োব ১৮:২০ ("তার নিয়তি")।

৩৭:১৪-১৫ তলোয়ার ... ধনুক। ৬৪:৩-৪, ৭-৮; হিতোপদেশ ৩০:১৪ পদ দেখুন; এর সাথে গীত ৫:৯ পদের নোটও দেখুন।

৩৭:১৪ দুঃখী ও দরিদ্র। ৩৪:৬ পদের নোট দেখুন।

৩৭:১৫ তাদেরই হৃদয়ে প্রবেশ করবে। ৪৫:৫ পদ দেখুন।

৩৭:১৬-১৭ ধার্মিক। ১:৫ পদের নোট দেখুন। **সদাপ্রভু ধার্মিকদের ধরে রাখেন:** ১:৬ পদ দেখুন (সদাপ্রভু দৃষ্টি রাখেন)।

৩৭:১৮ সিদ্ধ। অর্থাৎ নির্দোষ ব্যক্তি। ৩৭ পদ দেখুন; এর সাথে ১৫:২ পদের নোটও দেখুন।

৩৭:২০ মাঠের সবুজ ঘাসের সৌন্দর্যের মতই। তুলনা করুন পদ ২; ৯০:৫-৬; ৯২:৭; ১০২:১১; ১০৩:১৫-১৬ এবং নোট; ইয়োব ১৪:২; যিশাইয় ৪০:৬-৭; আরও দেখুন ইয়াকুব ১:১০-১১।

৩৭:২১ কিংবা "দুষ্টেরা ঋণ নেয় ও পরিশোধ করতে পারে না, কিন্তু ধার্মিকেরা অকাতরে দান করে" (দ্বিতীয় বিবরণ ১৫:৬; ২৮:১২, ৪৪ পদ দেখুন)।

৩৭:২৪ হিতোপদেশ ২৪:১৬ পদ দেখুন।

৩৭:২৬ ২১ পদের নোট দেখুন।

৩৭:২৭ মন্দ থেকে দূরে যাও, সদাচরণ কর। ৩৪:১৪ পদের নোট দেখুন।

৩৭:২৮ তাঁর বিশ্বস্তদেরকে। ৪:৩ পদের নোট দেখুন।

৩৭:২৯ তারা নিয়ত সেখানে বাস করবে। তারা ও তাদের সন্তানেরা ও তাদের সন্তানদের সন্তানেরা বংশ পরম্পরায় বাস করবে, যা দুষ্টদের পরিণতির ঠিক বিপরীত (পদ ২৮)।

৩৭:৩০ জ্ঞান। ১১৯:৯৮, ১৩০; দ্বিতীয় বিবরণ ৪:৬ পদ দেখুন।

৩৭:৩১ অন্তর। ৪:৭ পদের নোট দেখুন। **টলবে না:** সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হবে না (১৭:৫ পদ দেখুন)।

৩৭:৩২ দুষ্ট লোক ধার্মিকের প্রতি লক্ষ্য রাখে। অর্থাৎ ধার্মিক ব্যক্তির দুর্বল মুহূর্ত খুঁজে বের করার অপেক্ষায় থাকে। ১০:৮-৯ পদ দেখুন; এর সাথে ৭:২ পদের নোটও দেখুন। **তাকে হত্যা করতে চেষ্টা করে:** আদালতে ধার্মিকদের নামে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করার মধ্য দিয়ে (পদ ৩৩) তাদেরকে হত্যা করাই দুষ্টদের প্রধান লক্ষ্য।

৩৭:৩৪ পদ ৯ দেখুন।

৩৭:৩৫-৩৬ এর সাথে তুলনা করুন ২৫-২৬ পদ।

৩৭:৩৭-৩৮ তীব্র বৈপরীত্য: "নির্দোষদের" জন্য রয়েছে আশা, "অধর্মাচারীদের" জন্য কোন আশা নেই।

৩৭:৩৯-৪০ ধার্মিকদের উদ্ধার ... তাদের আশ্রয়। ধার্মিকেরা দুষ্টদের অনুগ্রহে বাঁচে না: সদাপ্রভু ঈশ্বরই তাদের আশ্রয়। দুষ্টেরা ধার্মিকদেরকে প্রতিজ্ঞাত দেশের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য ঈশ্বরের কাছে তাদেরকে যতই দোষী হিসেবে উপস্থাপন করুক না কেন, ঈশ্বর সব সময়ই ধার্মিকদেরকে রক্ষা করবেন।

উপসংহার: ধার্মিক ও দুষ্টদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। দুষ্টদের অবশ্যই শাস্তি দেওয়া হবে। ধার্মিকেরা যারা দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছেন তারা যেন নিরুৎসহিত না হন তার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্নঃ

১. দায়ূদ কি কি বিষয় নিয়ে এই গীতে কথা বলেছেন?
২. কিভাবে আপনি আপনার নিজের পরিস্থিতিতে এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করবেন?

গীত ৩৮

বিশ্বাসীদের দুঃখ-কষ্ট এবং পাপ

ভূমিকাঃ গীত ৩৮ এর মধ্যে মারাত্মক ও বেদনাপূর্ণ অসুস্থতা থেকে সুস্থতা লাভের জন্য বিশেষ আবেদন দেখতে পাওয়া যায়। এই অসুস্থতা ছিল রাজা দায়ূদের কৃত একটি পাপের জন্য ঈশ্বর প্রদত্ত তিরস্কার মূলক শাস্তি। এই শাস্তির কারণ বা অসুস্থতার ধরন কোনটাকেই স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয় নি। দায়ূদের বন্ধু ও প্রিয়জনেরা তাঁকে ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণে তাঁর কষ্ট আরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে (পদ **১১** দেখুন) এবং তার সাথে যুক্ত হয়েছে তাঁর পতন ও ধ্বংস সাধনের জন্য তাঁর শত্রুদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা (পদ **১২, ১৬, ১৯-২০**)। প্রচলিত খ্রীষ্টিয় ধারণা অনুসারে এই গীতটি হচ্ছে গীতসংহিতার সাতটি পাপের স্বীকারোক্তি ও ক্ষমা প্রার্থনা মূলক গীতের মধ্যে একটি (গীত ৬ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। গীত ৩৩ অধ্যায়ের মত (উক্ত অধ্যায়ের ভূমিকার নোট ও কাঠামো দেখুন) এই অধ্যায়টির পদের সংখ্যাও (২২টি পদ) হিব্রু বর্ণমালার ২২টির বর্ণের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। গীতটি রচিত হয়েছে চার পদ বিশিষ্ট পাঁচটি পঙক্তিমালা নিয়ে, যার শেষে রয়েছে দুই পদ বিশিষ্ট উপসংহার।

দায়ূদের সঙ্গীত। স্মৃতি-জাগানো।

১ হে সদাপ্রভু, তোমার ক্রোধে আমাকে ভর্ৎসনা করো না,
তোমার ক্রোধের আগুনে আমাকে শাস্তি দিও না।
২ কেননা তোমার সমস্ত তীর আমাতে বিদ্ধ,
আমার উপরে তোমার হাত নেমে এসেছে।
৩ তোমার ক্রোধ হেতু আমার দেহে কোনো স্বাস্থ্য নেই,
আমার পাপহেতু আমার অস্থিতে কোনো শান্তি নেই।
৪ কেননা আমার অপরাধগুলো আমার মাথার উপরে উঠেছে,
ভারী বোঝার মত সেসব আমার শক্তির চেয়ে ভারী।
৫ আমার সমস্ত ক্ষত দুর্গন্ধ ও গলিত হয়েছে,
আমার অজ্ঞানতার দরুণই হয়েছে।
৬ আমি কুঁজো হয়েছি, অত্যন্ত নুয়ে পড়েছি,
আমি সমস্ত দিন বিষণ্ন হয়ে বেড়াচ্ছি।
৭ কেননা আমার কোমরে জ্বালা ধরেছে,

গীত ৩৮ : ক্রশরেফারেন্স

[৩৮:১] গীত ৬:১
[৩৮:২] ইয়োব ৬:৪
[৩৮:৩] হিতো ৩:৮; ৪:২২
[৩৮:৩] ইয়োব ৩৩:১৯
[৩৮:৪] গীত ৪০:১২; ৬৫:৩
[৩৮:৪] গণনা ১১:১৪; ইষা ৯:৬; লূক ১১:৪৬
[৩৮:৫] পদ ১১; গীত ১৪৭:৩
[৩৮:৫] ইয়োব ১৯:১৭
[৩৮:৫] গীত ৬৯:৫; হিতো ৫:২৩; ১২:২৩; ১৩:১৬; উপ ১০:৩
[৩৮:৬] গীত ৫৭:৬; ১৪৫:১৪; ১৪৬:৮
[৩৮:৬] গীত ৩৫:১৪
[৩৮:৭] ইয়োব ১৪:২২
[৩৮:৭] পদ ৩

আমার দেহে কোনো স্বাস্থ্য নেই।
৮ আমি অবসন্ন ও অতিশয় ক্ষুণ্ন হয়েছি,
অন্তরের ব্যাকুলতায় আর্তনাদ করছি।
৯ হে প্রভু, আমার সমস্ত কামনা তোমার সম্মুখে,
আমার কাতরোক্তি তোমা থেকে গুপ্ত নয়।
১০ আমার অন্তর ধুক্ ধুক্ করছে,
আমার বল আমাকে ত্যাগ করেছে,
আমার চোখের তেজও আমাকে ছেড়ে গেছে।
১১ আমার বন্ধুরা ও আমার সঙ্গীরা
আমার ব্যাধি থেকে দূরে দাঁড়ায়,
আমার জ্ঞাতিবর্গ দূরে দাঁড়িয়ে থাকে।
১২ যারা আমার প্রাণের খোঁজ করে, তারা ফাঁদ পাতে;
যারা আমার অনিষ্ট চেষ্টা করে, তারা বিনাশের কথা বলে,
আর সমস্ত দিন ছলের চিন্তা করে।
১৩ কিন্তু বধিরের মত আমি কিছুই শুনতে পাই না,
আমি এমন বোবার মত হয়েছি, যে মুখ খোলে না।
১৪ আমি এমন ব্যক্তির মত, যে শুনতে পায় না,
যার মুখে প্রতিবাদ উচ্চারিত হয় না।
১৫ কারণ, হে সদাপ্রভু, আমি তোমারই অপেক্ষা করছি;
হে প্রভু, আমার ঈশ্বর, তুমিই উত্তর দেবে।
১৬ কেননা আমি বললাম, পাছে ওরা আমার বিষয়ে আনন্দ করে,
আমার চরণ টললেই আমার বিপক্ষে অহংকার করে।
১৭ আমি তো পড়তে উদ্যত;
আমার ব্যথা সতত আমার গোচরে রয়েছে।
১৮ আমি আমার অপরাধ স্বীকার করবো,
আমার পাপের জন্য খেদ করবো।
১৯ কিন্তু আমার শত্রুরা সতেজ ও বলবান,
অনেকেই অকারণে আমাকে ঘৃণা করে।
২০ আর তারা উপকারের পরিবর্তে অপকার করে,
তারা আমার বিপক্ষ, কারণ যা ভাল, আমি তারই অনুগামী।
২১ হে সদাপ্রভু, আমাকে পরিত্যাগ করো না;
আমার ঈশ্বর, আমা থেকে দূরে থেকো না।
২২ হে প্রভু, আমার পরিত্রাণ,
তুমি আমার সাহায্য করতে তৎপর হও।

[৩৮:৮] গীত ৩৪:১৮; হিতো ১৭:২২
[৩৮:৮] গীত ৬:৬; ২২:১; হিতো ৫:১১
[৩৮:৮] গীত ৬:৩
[৩৮:৯] গীত ১১৯:২০; ১৪৩:৭
[৩৮:৯] ইয়োব ৩:২৪
[৩৮:১০] ইয়োব ৩৭:১
[৩৮:১০] গীত ৩১:১০
[৩৮:১০] গীত ৬:৭; ১৯:৮; ৮৮:৯
[৩৮:১১] পদ ৫
[৩৮:১২] গীত ৩১:৪; ১৪০:৫; ১৪১:৯
[৩৮:১২] গীত ৩৫:৪; ৪১:৫
[৩৮:১২] গীত ৩৫:২০
[৩৮:১৩] গীত ১১৫:৬; ১৩৫:১৭; যিশা ৪৩:৮; মার্ক ৭:৩৭
[৩৮:১৫] গীত ২৭:১৪
[৩৮:১৫] গীত ১৭:৬
[৩৮:১৬] গীত ২২:১৭
[৩৮:১৬] দ্বি.বি. ৩২:৩৫
[৩৮:১৭] গীত ৩৭:২৪
[৩৮:১৭] পদ ৭; ইয়োব ৬:১০
[৩৮:১৮] লেবী ২৬:৪০
[৩৮:১৯] গীত ১৮:১৭
[৩৮:১৯] গীত ২৫:১৯
[৩৮:১৯] গীত ৩৫:১৯
[৩৮:২০] আদি ৪৪:৪; ১ যোহন ৩:১২
[৩৮:২০] গীত ৫৪:৫; ৫৯:১০; ১১৯:২৩
[৩৮:২১] গীত ২৭:৯; ৭১:১৮; ১১৯:৮
[৩৮:২১] গীত ১০:১; ২২:১১; ৩৫:২২; ৭১:১২
[৩৮:২২] গীত ২২:১৯
[৩৮:২২] গীত ৪০:১৩
[৩৮:২২] ১বংশা ১৬:৩৫

গীত ৩৮ এর নোটসমূহ

শিরোনাম স্মৃতি-জাগানো। অন্যত্র শুধুমাত্র গীত ৭০ অধ্যায়ের শিরোনামে এই কথাটি দেখা

যায়।

৩৮:১-৪ সদাপ্রভুর ভর্ৎসনা ও শাস্তি থেকে রক্ষা পাবার জন্য আবেদন।

৩৮:১ ভর্ৎসনা ... শাস্তি। অর্থাৎ ঈশ্বরের ভর্ৎসনা ও শাস্তি (৩৯:১১ পদ দেখুন; এর সাথে ৩:৭ পদের নোটও দেখুন)। **ক্রোধ ... ক্রোধের আগুনে।** ২:৫ পদের নোট দেখুন।

৩৮:২ সমস্ত তীর। ঈশ্বরের ক্রোধের আগুনের বিশেষ প্রকাশভঙ্গি (ইয়োব ৬:৪; ৩৪:৬; বিলাপ ৩:১২; যিহিস্কেল ৫:১৬ পদ দেখুন; সেই সাথে আদি ৯:১৩ পদ)। **আমার উপরে তোমার হাত নেমে এসেছে:** ৩২:৪ পদ দেখুন; ৩২:৩-৫ পদের নোট দেখুন।

৩৮:৩ অস্থি। ৬:২ পদের নোট দেখুন।

৩৮:৪ ভারী। এখানে মানসিকগত "পাপের অপরাধবোধ" বোঝানো হয় নি, বরং ৫-৮ পদে বর্ণিত তীব্র কষ্টের ও যন্ত্রণার বোঝার কথা বলা হয়েছে।

৩৮:৫-৮ তাঁর অসুস্থতার ভয়ানক শারীরিক ও মানসিক প্রভাব।

৩৮:৮ অন্তর। ৪:৭ পদের নোট দেখুন।

৩৮:৯-১২ পুনরায় দায়ূদ বিনতি জানাচ্ছেন এবং তাঁর কষ্টের কথা আরও খুলে বলছেন: তাঁর অসুস্থতা (পদ ১০), তাঁর বন্ধুদের তাঁকে ছেড়ে চলে যাওয়া (পদ ১১) এবং তাঁর শত্রুদের দৌরাত্ম্য (পদ ১২)।

৩৮:১০ আমার চোখের তেজও আমাকে ছেড়ে গেছে। ১৩:৩ পদের নোট দেখুন।

৩৮:১১ ৩১:১১-১২ পদের নোট দেখুন।

৩৮:১২ ৫:৯ পদের নোট দেখুন। **তারা ফাঁদ পাতে:** ৯:১৫ পদের নোট দেখুন।

৩৮:১৩-১৬ সদাপ্রভু ঈশ্বর আমাদের শত্রুদেরকে জবাব দেবেন (পদ ১৫)। বোবা ও বধিরের মত দায়ূদ নিশ্চুপ থাকবেন, তাঁর শত্রুদেরকে কোন জবাব দেবেন না (পদ ১৩-১৪); তিনি চান ঈশ্বর যেন তাঁর পক্ষে তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেন (পদ ১৫-১৬)। ১ শমূয়েল ২৫:৩২-৩৯; ২ শমূয়েল ১৬:১০, ১২ পদ দেখুন।

৩৮:১৬ আমার চরণ টললেই। যখন তিনি শারীরিকভাবে সমস্যা বোধ করেন সে সময়কার কথা বোঝানো হয়েছে (৬৬:৯; ৯৪:১৮; ১২১:৩ পদ দেখুন)।

৩৮:১৭-২০ স্বাস্থ্যের হানি ঘটার সাথে সাথে তাঁর শত্রুদের দৌরাত্ম্যও যেন বেড়ে চলেছে।

৩৮:১৭ পড়তে উদ্যত। মৃত্যু যেন খুব কাছে চলে এসেছে (১৩:৪ পদের নোট দেখুন)। **পড়া:** ৩৫:১৫ পদে হিব্রু ভাষার এই শব্দটির অর্থ করা হয়েছে হোঁচট খাওয়া।

৩৮:১৮ পদ ৩-৪; গীত ৩২ অধ্যায় দেখুন।

৩৮:১৯-২০ তিনি সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছেন, কিন্তু যারা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে ও তাঁকে আক্রমণ করছে তাদের সাথে তিনি কোন অন্যায্য কাজ করেন নি (৩৫:১৯ পদের নোট দেখুন)।

৩৮:২০ তারা উপকারের পরিবর্তে অপকার করে। ৩৫:১২-১৪ পদ দেখুন। **তারা আমার বিপক্ষ:** ৭১:১৩; ১০৯:৪, ২০, ২৯; সখরিয় ৩:১ পদ দেখুন। **ভাল:** নৈতিক দিক থেকে শুদ্ধ (৩৪:১৪ পদ দেখুন)।

৩৮:২১-২২ উপসংহারে দায়ূদ তাঁর বিনতি পুনরায় পেশ করছেন।

উপসংহার: যখন দুঃখ কষ্ট পাওয়া বিশ্বাসীরা সদাপ্রভুর দিকে তাকায় তখন তারা তাদের

পাপী স্বীকার করে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্নঃ

১. দায়ূদ যখন এই গীতটি লিখেছেন তখন তাঁর শারীরিক অবস্থা কেমন ছিল?
২. কোন্ পরিস্থিতিতে আপনি প্রভুর কাছে নিজেকে সমর্পণ করা প্রয়োজন বলে মনে করেন?

গীত ৩৯

জ্ঞান ও ক্ষমার জন্য প্রার্থনা

ভূমিকাঃ মানব জীবনের অসারতা ও ক্ষীণতার কারণে শঙ্কাগ্রস্ত দায়ূদের বিশেষ প্রার্থনা। ঈশ্বর তাঁকে ভর্ৎসনা স্বরূপ অসুস্থতায় আক্রান্ত করার কারণে তিনি এখন আরও বেশি করে এই কথা মনে করছেন (পদ ১০-১১) এবং তিনি আরও বেশি করে অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছেন (পদ ৮)। গীত ৩৮ পদে তাঁর শত্রুদের সামনে নীরবতার কথা রয়েছে, গীত ৩৯ অধ্যায়ে ঈশ্বরের সামনে নীরবতার কথা রয়েছে (ঈশ্বরের ভর্ৎসনা, পদ ১১; ৩৮:১)। দুটো ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর পাপ স্বীকার করেছেন এবং ঈশ্বরের উপরে গভীর আস্থা ও নির্ভরতার কথা প্রকাশ করেছেন। গীত ৪০ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। এর পাশাপাশি গীতটির সাথে গীত ৯০ অধ্যায়ের অনেক মিল রয়েছে; আরও দেখুন গীত ৪৯ অধ্যায়। গীতটির কাঠামো অনেকটা সমান্তরাল: পাঁচ ও তিন পঙক্তি বিশিষ্ট দুটি অংশ থাকায় শেষেও পাঁচ ও তিন পঙক্তি বিশিষ্ট দুটি অংশ রয়েছে। কেন্দ্রে রয়েছে (পদ ৬; এর সাথে ৬:৬ পদের নোট দেখুন) এমন এক প্রজ্ঞার চিহ্ন যা দায়ূদের অবস্থাকে মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গির আরও বিস্তৃত এক ক্ষেত্রে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে (৬ পদের নোট দেখুন)।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য, যিদুথূনের জন্য। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ আমি বললাম, 'আমি আমার পথে সাবধানে চলবো,
যেন জিহ্বা দ্বারা পাপ না করি;
যতদিন আমার সাক্ষাতে দুর্জন থাকে,
আমি মুখে জাল্‌তি বেঁধে রাখব।'
২ আমি নীরবে বোবা হয়ে রইলাম,
সৎকথা বলা থেকেও বিরত থাকলাম,
আর আমার ব্যথা বেড়ে গেল।
৩ আমার অন্তর আমার ভেতরে তপ্ত হয়ে উঠলো;
ভাবতে ভাবতে আগুন জ্বলে উঠলো;
তারপর আমি কথা বললাম,

গীত ৩৯ : ক্রশরেফারেন্স

[৩৯:১] ১রাজা ২:৪; গীত ১১৯:৯, ৫৯; হিতো ২০:১১
[৩৯:১] ইয়োব ১:২২; গীত ৩৪:১৩; যাকোব ৩:২
[৩৯:১] ইয়োব ৬:২৪; যাকোব ১:২৬
[৩৯:২] পদ ৯; ইয়োব ৩১:৩৪; গীত ৭৭:৪
[৩৯:২] গীত ৬:৩; ২৫:১৭; ৩১:১০
[৩৯:৩] লূক ২৪:৩২
[৩৯:৩] গীত ১:২; ৪৮:৯; ৭৭:১২; ১১৯:১৫
[৩৯:৩] যিরি ৫:১৪; ২০:৯; ২৩:২৯

৪ সদাপ্রভু, আমার অন্তিমকাল আমাকে জানাও,
আমার আয়ুর পরিমাণ কি, জানাও,
আমি জানতে চাই, আমি কেমন ক্ষণিক।
৫ দেখ, তুমি আমার আয়ু কতিপয় মুষ্টি পরিমিত করেছ,
আমার জীবনকাল তোমার দৃষ্টিতে অবস্তুবৎ;
সত্যি, প্রত্যেক মানুষ স্থিরীকৃত হলেও নিতান্ত অসার। [সেলা]
৬ সত্যি, মানুষ ছায়ার মত গমনাগমন করে,
সত্যি, তারা অসারতার জন্যই ব্যতিব্যস্ত;
সে ধনরাশি সঞ্চয় করে,
কিন্তু কে তা সংগ্রহ করবে, জানে না।
৭ এখন, হে প্রভু, আমি কিসের অপেক্ষা করি?
তোমাতেই আমার প্রত্যাশা।
৮ আমার সমস্ত অধর্ম থেকে আমাকে নিস্তার কর,
আমাকে মূঢ় লোকের ধিক্কারের পাত্র করো না।
৯ আমি বোবা হলাম, মুখ খুললাম না,
কেননা তুমিই এই সমস্ত করেছ।
১০ আমা থেকে তোমার আঘাত দূর কর,
তোমার হাতের প্রহারে আমি ক্ষীণ হলাম।
১১ তুমি যখন অপরাধের দরুন মানুষকে
ভর্ৎসনা দ্বারা শাসন কর,
তখন কীটের মত তার সৌন্দর্য বিলীন করে থাক;
সত্যি, প্রত্যেক মানুষ অসারমাত্র। [সেলা]
১২ হে সদাপ্রভু, আমার প্রার্থনা শোন,
আমার আর্তনাদে কান দাও,
আমার অশ্রুপাতে নীরব থেকো না;
কেননা আমি তোমার কাছে অতিথিস্বরূপ,
আমার সমস্ত পিতৃলোকের মতই প্রবাসী।
১৩ আমার উপর থেকে তোমার কড়া দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও,
যেন প্রফুল্ল হই,
যাবৎ আমার মৃত্যু না হয় ও আর না থাকি।

[৩৯:৪] ইয়োব ১৪:৫
[৩৯:৪] ইয়োব ১৪:২
[৩৯:৪] আদি ৪৭:৯; ইয়োব ৭:৭
[৩৯:৫] ইয়োব ১০:২০; গীত ৮৯:৪৫; ১০২:২৩
[৩৯:৫] ইয়োব ৭:৭; গীত ৬২:৯
[৩৯:৬] যাকোব ১:১১
[৩৯:৬] ইয়োব ৮:৯; গীত ১০২:১১; উপ ৬:১২; যাকোব ৪:১৪
[৩৯:৬] গীত ১২৭:২
[৩৯:৬] ইয়োব ২৭:১৭
[৩৯:৬] লূক ১২:২০
[৩৯:৭] গীত ৯:১৮; ২৫:৫
[৩৯:৮] গীত ৬:৪; ৫১:১৪
[৩৯:৮] গীত ৩২:১; ৫১:১; যিশা ৫৩:৫, ৮, ১০
[৩৯:৮] দ্বি.বি. ২৮:৩৭; গীত ৬৯:৭; ৭৯:৪; যিশা ৪৩:২৮; দানি ৯:১৬
[৩৯:৯] পদ ২
[৩৯:৯] গীত ৩৮:১৩
[৩৯:৯] যিশা ৩৮:১৫
[৩৯:১০] ২বংশা ২১:১৪; যিহি ৭:৯; ২৪:১৬
[৩৯:১০] যাত্রা ৯:৩
[৩৯:১১] দ্বি.বি. ২৮:২০; যিশা ৬৬:১৫; যিহি ৫:১৫; ২পিতর ২:১৬
[৩৯:১১] গীত ৯৪:১০; যিশা ২৬:১৬
[৩৯:১১] গীত ৯০:৭
[৩৯:১১] ইয়োব ১৩:২৮; যিশা ৫১:৮; লূক ১২:৩৩; যাকোব ৫:২
[৩৯:১২] দ্বি.বি. ১:৪৫
[৩৯:১২] রাজা ২০:৫
[৩৯:১২] লেবী ২৫:২৩
[৩৯:১২] আদি ২৩:৪; ইব ১১:১৩
[৩৯:১২] আদি ৪৭:৯; ১বংশা ২৯:১৫
[৩৯:১৩] ইয়োব ১০:২১

গীত ৩৯ এর নোটসমূহ

শিরোনাম প্রধান বাদ্যকরের জন্য: গীত ৪ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। **যিদুথূন:** দায়ূদের তিন জন প্রধান বাদ্যকরের মধ্যে এক জন (১ বংশাবলি ১৬:৪১-৪২; ২৫:১, ৬; ২ বংশাবলি ৫:১২; তাকে ২ বংশাবলি ৩৫:১৫ পদে দায়ূদের দর্শক বলা হয়েছে)। সম্ভবত যিদুথূনই হলেন ১ বংশাবলি ৬:৪৪; ১৫:১৯ পদের এথন। যদি তাই হয় সেক্ষেত্রে তিনি মরারি গোষ্ঠীর একজন ব্যক্তি, যেভাবে আসফ ছিলেন গের্শোন গোষ্ঠীর এবং হেমন ছিলেন

কহাত গোষ্ঠীর লোক। এরা তিন জনই লেবি বংশের লোক (১ বংশাবলি ৬:১৬, ৩৩, ৩৯, ৪৩-৪৪ পদ দেখুন)। গীত ৬২; ৭৭; ৮৯ পদের শিরোনাম দেখুন।

৩৯:১-৩ ভূমিকা: নীরব থাকার জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ী হলেও অবশেষে তিনি আর তাঁর ক্ষোভ জমিয়ে রাখতে পারলেন না।

৩৯:১ তিনি তাঁর মুখে জালতি বেঁধে রেখেছিলেন। যেন দুষ্টদের কথা শুনে কোন ধরনের বিদ্রোহ মূলক কথাবার্তা তাঁর মুখ দিয়ে বের না হয় (গীত ৭৩ অধ্যায় দেখুন)।

৩৯:২-৩ চাপিয়ে রাখা ক্ষোভ কেবল তাঁর অসহিষ্ণুতাকেই বাড়িয়ে তুলেছিল (যিরমিয় ২০:৯)।

৩৯:৪-৫ মানব জীবনের সংক্ষিপ্ততা উপলব্ধি করা এবং তার সাথে অভ্যস্ত হয়ে ওঠার জন্য বিশেষ প্রার্থনা।

৩৯:৪ আমি জানতে চাই, আমি কেমন ক্ষণিক। ৭৮:৩৯ পদ দেখুন ও ৩৭:২০ পদের নোট দেখুন।

৩৯:৫ আমার জীবনকাল তোমার দৃষ্টিতে অবস্তুবৎ। ৯০:৪ পদ দেখুন। **নিতান্ত অসারঃ ১১** পদ; ৬২:৯; ১৪৪:৪ পদ দেখুন।

৩৯:৬ এই পদটি অনেকটা উপদেশককারী পুস্তকের ভাষাগত ও অর্থগত ভাবধারা প্রকাশ করেছে।

৩৯:৭-১১ একটি বিনম্র প্রার্থনা: আমাকে কেবল তোমার এই চলমান ভর্ৎসনা থেকে মুক্ত কর।

৩৯:৮ আমাকে উদ্ধার কর। শত্রুদের হাত থেকে। **মূঢ় লোকের ধিক্কারঃ** ঈশ্বর যদি তাঁকে উদ্ধার না করেন, তাহলে তাঁকে উপহাস করা হবে (২২:৭-৮; ৬৯:৬-১২ পদ দেখুন) এবং তা করবে ঈশ্বরবিহীন মূর্খেরা (১৪:১ পদ দেখুন)।

৩৯:১০ তোমার হাতের প্রহারে। ৩২:৪; ৩৮:২ পদ দেখুন।

৩৯:১১ ভর্ৎসনা দ্বারা শাসন। ৬:১; ৩৮:১ পদ দেখুন। **অসারমাত্রঃ** ৫ পদের নোট দেখুন।

৩৯:১২-১৩ বিনম্র প্রার্থনাটিকে আরও বিনম্রতার সাথে পুনরায় উপস্থাপন করা হচ্ছে।

৩৯:১২ অতিথি ... প্রবাসী। তিনি যেন একজন প্রবাসী বা যাযাবরের মত ঈশ্বরের সামনে দিয়ে এই পৃথিবীর পথ অতিক্রম করছেন (এর সাথে তুলনা করুন ইব্রীয় ১১:১৩ পদ)।

৩৯:১৩ আমার উপর থেকে তোমার কড়া দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও। ইয়োব ৭:১৭-১৯; ১০:২০-২১; ১৪:৬ পদ দেখুন। **যেন প্রফুল্ল হইঃ** ইয়োব ৯:২৭; ১০:২০ পদ দেখুন। **আর না থাকিঃ** মৃত্যুর ওপারে কি আছে সে সম্পর্কে এখানে কোন কথা বলা হয় নি (পদ ৬:৫ পদের নোট দেখুন)।

উপসংহারঃ এই গীতে মানবীয় দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। জীবনের অর্থহীনতা আত্ম-বিচার ও প্রার্থনার দিকে নিয়ে যায়।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্নঃ

১. দায়ূদ এই গীতের প্রথম পদটিতে কি সতর্কতা উল্লেখ করেছেন?

২. কি রকম আপত্তিকর কথা মাঝে মাঝে আপনার মুখ থেকে বের হয়ে যেতে পারে?
৩. কিভাবে আপনি এই দুর্বলতা মোকাবেলা করবেন?
৪. জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত এই কথা জানার পরে কিভাবে আপনি জীবনকে সর্বত্তোম ভাবে ব্যবহার করতে পারেন?

গীত ৪০

খ্রীষ্টের বাধ্যতা

ভূমিকা: গীত ৪০ অধ্যায়টিতে যখন বিপদ চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে তেমন সময়ের জন্য সাহায্য আবেদন করা হয়েছে। এখানে দায়ূদের দুর্দশার কারণ স্পষ্টভাবে বলা হয় নি, তবে দায়ূদ স্বীকার করছেন যে তিনি পাপ করেছেন বলেই তাঁর এই পরিণতি (পদ ১২ দেখুন), যেমনটা তিনি গীত ৩৮-৩৯; ৪১ অধ্যায়ে বলেছেন (গীত ৩৯; ৪১ পদের ভূমিকা দেখুন)। শত্রুদের পরিহাসের কারণে এই দুর্দশা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে, যে ভাবধারাটি গীত ৩৮-৩৯; ৪১ অধ্যায়েও দেখা যায় (গীত ৩৮ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। গীতটি শুরু হয়েছে ঈশ্বরের অতীতের সমস্ত করুণা ও দয়ার জন্য ঈশ্বরের প্রতি প্রশংসা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে (পদ ১-৫: পাঁচটি হিব্রু পঙক্তি বিশিষ্ট দুটি অংশ) এবং সদাপ্রভুর প্রতি রাজার নিজের বিশ্বস্ততার সাক্ষ্য প্রদান (পদ ৬-১০: দুটি তিন পঙক্তি বিশিষ্ট ছন্দ)। এর মধ্য দিয়ে তাঁর ঈশ্বরের কাছে বিনতি করার ভিত্তি প্রস্তুত হয়েছে (পদ ১১-১৭: পাঁচ পঙক্তি বিশিষ্ট দুটি ছন্দ এবং একটি সমাপনী পঙক্তি; এক্ষেত্রে ৬-১০ পদের কেন্দ্রমুখী কাঠামো লক্ষ্য করুন)। প্রার্থনার শুরুতে দীর্ঘ ভূমিকা আরও কয়েকটি স্থানে দেখা যায়, যেমন গীত ৪৪; ৮৯ অধ্যায়। গীত ৭০ অধ্যায় অনেক ক্ষেত্রে এই গীতটির ১৩-১৭ পদের পুনরাবৃত্তি।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। দায়ূদের সঙ্গীত।

গীত ৪০ : ক্রশরেফারেন্স

[১] আমি ধৈর্যসহ সদাপ্রভুর অপেক্ষা করছিলাম,
তিনি আমার প্রতি মনোযোগ দিয়ে আমার আর্তনাদ শুনলেন।
[২] তিনি বিনাশের গর্ত থেকে, পঙ্কময় ভূমি থেকে,
আমাকে তুললেন,
তিনি শৈলের উপরে আমার চরণ রাখলেন,
আমার পদসঞ্চার দৃঢ় করলেন।
[৩] তিনি আমার মুখে নতুন গান,
আমাদের ঈশ্বরের স্তবগান দিলেন;
অনেকে তা দেখবে, ভয় পাবে,
ও সদাপ্রভুর উপর বিশ্বাস করবে।
[৪] সুখী সেই জন, যে সদাপ্রভুকে তাঁর বিশ্বাসভূমি করে,
এবং তাদের দিকে না ফেরে,

[৪০:১] গীত ৩৭:৭
[৪০:১] গীত ৬:৯; ৩১:২২; ৩৪:১৫; ১১৬:১; ১৪৫:১৯
[৪০:২] ইয়োব ৯:৩১; গীত ৭:১৫
[৪০:২] ইয়োব ৩০:১৯
[৪০:২] গীত ৬৯:১৪
[৪০:২] গীত ৩১:৮
[৪০:২] গীত ২৭:৫
[৪০:৩] গীত ২৮:৭; ৯৬:১; প্রকা ৫:৯
[৪০:৩] গীত ৫২:৬; ৬৪:৯
[৪০:৩] যাত্রা ১৪:৩১
[৪০:৪] গীত ৩৪:৮
[৪০:৪] গীত ৮৪:১২
[৪০:৪] গীত ১০১:৫; ১৩৮:৬; হিতো ৩:৩৪;

যারা অহঙ্কারী ও মিথ্যা পথে ভ্রমণ করে।
৫ হে সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর, তুমিই প্রচুর পরিমাণে সাধন করেছ
আমাদের পক্ষে তোমার আশ্চর্য সমস্ত কাজ
ও তোমার সমস্ত সঙ্কল্প;
তোমার মত কেউ নেই;
আমি সেগুলো বলতাম ও বর্ণনা করতাম,
কিন্তু সেগুলো গণনা করা যায় না।
৬ উৎসর্গতে ও নৈবেদ্যে তুমি প্রীত নহ,
তুমি আমার উন্মুক্ত কর্ণ দিয়েছ;
তুমি পোড়ানো-উৎসর্গ ও পাপের জন্য উৎসর্গ চাও নি;
৭ তখন আমি বললাম, দেখ, আমি এসেছি;
যেমন পবিত্র শাস্ত্রে আমার বিষয় লেখা আছে।
৮ হে আমার ঈশ্বর, তোমার অভীষ্ট সাধনে আমি প্রীত,
আর তোমার ব্যবস্থা আমার অন্তরে আছে।
৯ আমি মহাসমাজে ধর্মশীলতার মঙ্গলবার্তা প্রচার করেছি;
দেখ, আমার ওষ্ঠাধর রুদ্ধ করি না;
হে সদাপ্রভু, তুমি তা জান।
১০ আমি তোমার ধর্মশীলতা নিজের হৃদয়মধ্যে সঙ্গোপন করি নি,
তোমার বিশ্বস্ততা ও তোমার পরিত্রাণ প্রচার করেছি;
তোমার অটল প্রেম ও বিশ্বস্ততা মহাসমাজ থেকে গুপ্ত রাখি নি।
১১ হে সদাপ্রভু, তুমি আমা থেকে তোমার করুণা রুদ্ধ করো না;
তোমার অটল প্রেম ও তোমার বিশ্বস্ততা
সতত আমাকে রক্ষা করুক।
১২ কেননা অসংখ্য বিপদ আমাকে ঘিরে ধরেছে;
আমার অপরাধগুলো আমাকে ধরেছে;
আমি দেখতে পাচ্ছি না;
আমার মাথার চুলের চেয়েও সেসব বেশি,
আমার হৃদয়ে সাহস বলতে কিছু নেই।
১৩ হে সদাপ্রভু, অনুগ্রহ করে আমাকে উদ্ধার কর,
সদাপ্রভু, আমাকে সাহায্য করতে তৎপর হও।
১৪ তারা সকলেই লজ্জিত ও হতাশ হোক,
যারা সংহার করতে আমার প্রাণের খোঁজ করে,
তারা ফিরে যাক, অপমানিত হোক,
যারা আমার বিপদে প্রীত হয়।
১৫ তারা নিজেদের লজ্জার দরুন স্তম্ভিত হোক,
যারা আমাকে বলে, আহা! আহা!
১৬ যারা তোমার খোঁজ করে,

১৬:৫; যিশা ৬৫:৫; ১পিতর ৫:৫
[৪০:৪] দ্বি.বি. ৩১:২০; গীত ৪:২; ২৬:১
[৪০:৫] দ্বি.বি. ৪:৩৪; গীত ৭৫:১; ১০৫:৫; ১৩৬:৪
[৪০:৫] গীত ১৩৯:১৮
[৪০:৫] গীত ৭১:১৫; ১৩৯:১৭
[৪০:৬] ১শমূ ১৫:২২; যিরি ৬:২০; আমোষ ৫:২২
[৪০:৬] যাত্রা ২১:৬
[৪০:৬] গীত ৫০:৮; ৫১:১৬; যিশা ১:১১; হোশেয় ৬:৬
[৪০:৭] ইয়োব ১৯:২৩; যিরি ৩৬:২; ৪৫:১; যিহি ২:৯; সখ ৫:১
[৪০:৮] মথি ২৬:৩৯
[৪০:৮] ইব ১০:৫-৭
[৪০:৮] দ্বি.বি. ৬:৬; ইয়োব ২২:২২; রোমীয় ৭:২২
[৪০:৯] গীত ২২:৩১
[৪০:৯] গীত ২২:২৫
[৪০:৯] যিহো ২২:২২
[৪০:১০] গীত ৮৯:১
[৪০:১০] গীত ২২:২২
[৪০:১১] সখ ১:১২
[৪০:১১] হিতো ২০:২৮
[৪০:১১] গীত ২৬:৩
[৪০:১১] গীত ৬১:৭
[৪০:১২] গীত ২৫:১৭
[৪০:১২] গীত ৩৮:৪; ৬৫:৩
[৪০:১২] গীত ৬৯:৪
[৪০:১২] গীত ৭৩:২৬
[৪০:১৩] গীত ২২:১৯; ৩৮:২২
[৪০:১৪] ১শমূ ২০:১
[৪০:১৪] ইষ্টের ৯:২; গীত ৩৫:২৬
[৪০:১৪] গীত ৩৫:৪
[৪০:১৫] গীত ৩৫:২১
[৪০:১৬] দ্বি.বি. ৪:২৯; ১বংশা ২৮:৯; গীত ৯:১০; ১১৯:২
[৪০:১৬] গীত ৯:২
[৪০:১৬] গীত ৩৫:২৭

তারা সকলে তোমাতে আমোদ ও আনন্দ করুক;
যারা তোমার পরিত্রাণ ভালবাসে,
তারা সতত বলুক, সদাপ্রভু মহিমান্বিত হোন।
১৭ আমি দুঃখী ও দরিদ্র,
প্রভুই আমার পক্ষে চিন্তা করেন;
তুমি আমার সহায় ও আমার উদ্ধারকর্তা;
হে আমার ঈশ্বর, বিলম্ব করো না।

[৪০:১৭] গীত ৮৬:১; ১০৯:২২
[৪০:১৭] গীত ১৪৪:৩
[৪০:১৭] গীত ২০:২
[৪০:১৭] গীত ১৮:২
[৪০:১৭] গীত ১১৯:৬০

গীত ৪০ এর নোটসমূহ

শিরোনাম প্রধান বাদ্যকরের জন্য: গীত ৪ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

৪০:১-৫ অতীতে ঈশ্বরের কৃত সমস্ত অনুগ্রহ ও করুণার জন্য তাঁর প্রশংসা (গীত ৯ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)।

৪০:১-৩ সমস্যামুখর সময়ে ঈশ্বরের কাছ থেকে দায়ূদের প্রাপ্ত সহায়ের অভিজ্ঞতা, যার কারণে তিনি ঈশ্বরের প্রশংসা করছেন এবং অন্যদেরকেও তাঁর উপরে ভরসা রাখতে বলছেন (৭:১৭; ৯:১ পদের নোট দেখুন)।

৪০:২ ৩০:১ পদের নোট দেখুন।

৪০:৩ নতুন গীত। ৩৩:৩ পদের নোট দেখুন। **অনেকে তা দেখবে:** দায়ূদের প্রশংসার ফলে (১৮:৪৯; ২২:২২-৩১ পদ দেখুন; ৯:১ পদের নোটও দেখুন)। **ভয় পাবে:** ১৫:৪; ২৫:১২; ৩৪:৮-১৪; হিতোপদেশ ১:৭; লূক ১২:৫ পদের নোট দেখুন।

৪০:৪-৫ অন্যদের প্রতি সদাপ্রভুর মমতার প্রকাশ: যে সদাপ্রভুকে তাঁর বিশ্বাসভূমি করে (পদ ৪) এবং তাঁর জাতি ইস্রায়েলের উপরে আস্থা রাখে।

৪০:৪ যিরমিয় ১৭:৭ পদ দেখুন; যারা ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের অনুগ্রহের জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা (৩২:১-২; ১৪৬:৫)। **সুখী:** ১:১ পদের নোট দেখুন। **অহঙ্কারী:** ৩১:২৩ পদের নোট দেখুন।

৪০:৫ সমস্ত আশ্চর্য কাজ। ৯:১ পদের নোট দেখুন। **সমস্ত সঙ্কল্প:** ইস্রায়েলের জন্য ঈশ্বরের সমস্ত কাজ তাঁর পূর্ব নির্ধারিত ইচ্ছা ও পরিকল্পনা অনুসারেই ঘটছে (যিশা ২৫:১; ৪৬:১০-১১ পদ দেখুন)।

৪০:৬-৮ ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে চলার জন্য দায়ূদের প্রতিজ্ঞা। ইব্রীয় ১০:৫-১০ পদে এই পদগুলো খ্রীষ্টকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে (উক্ত পদের নোট দেখুন)।

৪০:৬ তুমি প্রীত নহ ... চাও নি। ঈশ্বরের কাছে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আমাদের বাধ্যতা (১ শমূয়েল ১৫:২২ পদ দেখুন), বিশেষ করে ঈশ্বরের নৈতিক বিধি বিধানের প্রতি (যিশা ১:১০-১৭; আমোস ৫:২১-২৬; মীখা ৬:৬-৮ পদ দেখুন) – অর্থাৎ তাঁর চুক্তির অধীন প্রধান দশ আজ্ঞা (যাত্রা ২০:৩-১৭; দ্বিতীয় বিবরণ ৫:৭-২১ পদ দেখুন)। **উন্মুক্ত কর্ণ দিয়েছ:** ঈশ্বরের ব্যবস্থা শ্রবণ করার জন্য সমর্থ ও আগ্রহী কান (হিতোপদেশ ২৮:৯; যিশাইয় ৪৮:৮; ৫০:৪-৫ পদ দেখুন)।

৪০:৭ দেখ, আমি এসেছি। সম্ভবত এখানে দায়ূদের সিংহাসনে আরোহণের সময় কৃত তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা বলা হচ্ছে। **যেমন পবিত্র শাস্ত্রে আমার বিষয় লেখা আছে:** অনেকে এই

কথাটিকে কোন একটি ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ বলে মনে করে থাকেন, খুব সম্ভবত দ্বিতীয় বিবরণ ১৭:১৪-১৫ পদ। তবে প্রেক্ষাপট বিচারে এটিই মনে হয় যে, এখানে পবিত্র শাস্ত্র বলতে বোঝানো হয়েছে রাজা তাঁর নিজের জন্য আইন-কানুনের যে সংস্করণ অনুলিপি হিসেবে তৈরি করেছিলেন সেটি (দ্বিতীয় বিবরণ ১৭:১৮)। সিংহাসনে আরোহন করার সময় তিনি তাঁর রাজকীয় দায়িত্বের পাশাপাশি সদাপ্রভুর আইন-কানুনও লিখিয়ে নিয়েছিলেন (দ্বিতীয় বিবরণ ১৭:১৮-২০; ২ রাজাবলি ১১:১২ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ১ রাজাবলি ২:৩।

৪০:৮ তোমার অভীষ্ট সাধনে আমি প্রীত। ৬ পদের সাথে এই পদের বক্তব্য প্রাসঙ্গিক।

৪০:৯-১০ রাজা দায়ূদের জীবন ছিল সদাপ্রভুর প্রশংসা, তাঁর বিশ্বস্ততার কথা ঘোষণা এবং তাঁর লোকদের পক্ষে ভালবাসার কাজে পূর্ণ (তুলনা করুন ৮৫:১০-১১ পদ)। ঈশ্বর মানুষের কাছে এ ধরনের কাজই চান, পশু উৎসর্গ নয় (৫০:৭-১৫, ২৩ পদ দেখুন)।

৪০:৯ প্রচার করেছি। ৬৮:১১; ৯৬:২ পদ দেখুন; মঙ্গলবার্তা (১ রাজাবলি ১:৪২; যিশাইয় ৪০:৯; ৪১:২৭; ৫২:৭; ৬১:১ পদ দেখুন)। **মহাসমাজে:** ১:৫; ৯:১ পদের নোট দেখুন। **আমার ওষ্ঠাধর রুদ্ধ করি না:** তিনি ঈশ্বরের প্রশংসা প্রচার করা থেকে বিরত নন (৩৮:১৩-১৬; ৩৯:১ পদের নোট দেখুন)।

৪০:১০ হৃদয়মধ্যে। ৪:৭ পদের নোট দেখুন। তোমার অটল ভালবাসা ও বিশ্বস্ততা: **২৬:৩** পদের নোট দেখুন।

৪০:১১-১৭ ঈশ্বরের কাছ থেকে সাহায্য লাভের জন্য প্রার্থনা।

৪০:১১-১৩ বিপদ থেকে উদ্ধার লাভের জন্য দায়ূদের বিনতি।

৪০:১১ তোমার অটল ভালবাসা ও তোমার বিশ্বস্ততা। যা মন্দিরে সমবেত সকলের কাছে ঘোষণা করা হয়েছে (১০ পদের নোট দেখুন)।

৪০:১২ অসংখ্য বিপদ আমাকে ঘিরে ধরেছে। অর্থাৎ রাজা দায়ূদ এখন তাঁর নিজ পাপের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছেন এবং তা থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পাচ্ছেন না (গীত ৩৮-৩৯ অধ্যায় ও ভূমিকা দেখুন)। **আমি দেখতে পাচ্ছি না:** ১৩:৩ পদের নোট দেখুন। **আমার মাথার চুলের চেয়েও সেসব বেশি:** মথি ১০:৩০; লূক ১২:৭ পদ দেখুন। **হৃদয়:** ৪:৭ পদের নোট দেখুন।

৪০:১৪-১৬ ঈশ্বর যেন দায়ূদকে সমস্ত বিপদ ও শত্রুর হাত থেকে উদ্ধার করেন তার জন্য প্রার্থনা এবং সদাপ্রভুর প্রশংসা করার জন্য প্রত্যয় প্রকাশ। দুঃসময়ে শত্রুদের হাতে নিগৃহীত হওয়ার বিষয়ে আরও দেখুন গীত ৩৮:১২; ৩৯:৮; ৪১:৫,৭ পদ। আরও দেখুন ২৫:২৬-২৭ পদ।

৪০:১৪ লজ্জিত ... হতাশ ... অপমানিত। দায়ূদ প্রার্থনা করছেন যেন যারা তাঁকে মানুষের সামনে অপমানিত করতে চেয়েছে তারাই বরং যেন অপমানিত ও লজ্জিত হয় (৫:১০ পদের নোট দেখুন)।

উপসংহার: মশীহের বাধ্যতার পথ ত্রাণকর্তার পুনরুত্থানের গীত পরিচয় করিয়ে দেয়। "তোমার কথা শোনার কান তুমি আমাকে দিয়েছ" শব্দগুচ্ছটা তার পরিপূর্ণ বাধ্যতা প্রকাশ করে। এই শব্দগুচ্ছ দাসের কানের ফুটো করা অথবা ঈশ্বরের বাক্য শুনবার ও পালন

করবার ইচ্ছাশক্তিও বুঝায়। পরিত্রাণকর্তার ভবিষ্যতের কাজের ফলের কথা সংক্ষিপ্ত আকারে বলা হয়েছে যখন তিনি পাপী বহনকারী হিসেবে তাঁর লোকদের জন্য প্রার্থনা করবেন।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্নঃ

১. আপনার জীবনে প্রভু কিভাবে কাজ করেছেন সে সম্পর্কে আপনাকে কি সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করেছে?
২. কেন বাধ্যতার জন্য বিকল্প উৎসর্গ বলতে কিছু নেই?
৩. আপনি কোন মনোভাব নিয়ে প্রভুর বাধ্য হয়ে চলছেন?

গীত ৪১

অসুস্থতার সময়ের একটি প্রার্থনা

ভূমিকাঃ এই গীতটির শুরুতেই বলা হয়েছে অসুস্থতার সময়ের একটি প্রার্থনা কথা। বস্তুত রাজা দায়ূদ এখানে স্বীকার করছেন যে, তাঁর অসুস্থতার সাথে তাঁর পাপ জড়িত (পদ ৪)। গীত ৩৮-৪০ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। তাঁর শত্রুরা আনন্দের সাথে তাঁর মৃত্যুর প্রহর গুনছে (৫:৯ পদের নোট দেখুন), এমন কি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা পর্যন্ত (পদ ৯) তাঁর সাথে বেঈমানী করেছে এবং তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে (৩১:১১-১২ পদের নোট দেখুন)। এই অধ্যায়টির মধ্য দিয়ে চারটি গীতের একটি বিশেষ খণ্ডকে শেষ করা হয়েছে, যেগুলোর মূলভাব ও বিষয়বস্তু একই। বস্তুত এই অধ্যায়গুলো একীভূত হয়ে গীতসংহিতার প্রথম খণ্ডের যবনিকা পত্তন করেছে (গীত ৪০-৪১ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। (প্রথম খণ্ডটি শুরু ও শেষ করা হয়েছে "সুখী সেই ব্যক্তি" কথাটি বলার মধ্য দিয়ে।) কাঠামোগত দিক থেকে এই গীতটি বেশ সমান্তরাল, যা তিনটি পদ বিশিষ্ট মোট চারটি অংশে বিভক্ত করা যায়। প্রথম ও চতুর্থ অংশে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরতার ও আস্থার কথা প্রকাশ করা হয়েছে; দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশে প্রার্থনাটিকে আরও বিধৃত করা হয়েছে। ১৩ পদটি মূলত এই গীতের অংশ নয়, বরং তা গীতসংহিতার প্রথম খণ্ডের উপসংহার মূলক বক্তব্য (১৩ পদের নোট দেখুন)।

গীত ৪১ : ক্রশরেফারেন্স

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। দায়ূদের সঙ্গীত।

[৪১:১] দ্বি.বি. ১৪:২৯
[৪১:১] ইয়োব ২৪:৪
[৪১:১] গীত ২৫:১৭
[৪১:২] গীত ১২:৫; ৩২:৭
[৪১:২] ইষ্রা ৯:৯; গীত ৭১:২০; ১১৯:৮৮,১৫৯; ১৩৮:৭; ১৪৩:১১
[৪১:২] গীত ৩৭:২২
[৪১:২] দ্বি.বি. ৬:২৪

[১] সুখী সেই জন, যে দীনহীনের প্রতি চিন্তাশীল;
বিপদের দিনে সদাপ্রভু তাকে নিস্তার করবেন।
[২] সদাপ্রভু তাকে রক্ষা করবেন, জীবিত রাখবেন,
দেশে তাকে সুখী বলে ডাকা হবে;
তুমি শত্রুদের ইচ্ছার হাতে তাকে তুলে দেবে না।

৩ অসুস্থ হয়ে যখন বিছানায় পড়ে থাকলে
সদাপ্রভু তাকে ধরে রাখবেন;
তার অসুস্থতার সময়ে তুমি তার সমস্ত বিছানা পরিবর্তন করেছ।
৪ আমি বললাম, হে সদাপ্রভু, আমাকে দয়া কর,
আমার প্রাণ সুস্থ কর,
কেননা আমি তোমার বিরুদ্ধাচরণ করে পাপ করেছি।
৫ আমার শত্রুরা আমার বিরুদ্ধে হিংসার কথা বলে,
'সে কখন মরবে? কখন তার নাম মুছে যাবে?'
৬ আর যদি কেউ আমাকে দেখতে আসে,
তবে সে মিথ্যা কথা বলে;
তার হৃদয় তার জন্য অধর্ম সঞ্চয় করে,
সে বাইরে গিয়ে তা বলে বেড়ায়।
৭ আমার বিদ্বেষিরা সকলে একত্র হয়ে আমার বিরুদ্ধে
কাণাকাণি করে;
তারা আমার বিপক্ষে অনিষ্ট কল্পনা করে।
৮ তারা চিন্তা করে যে, কোন প্রকার মারাত্মক বিষয়
আমাতে লেগেছে,
আমি পড়ে আছি, আর উঠতে পারব না।'
৯ আমার যে বন্ধু আমার বিশ্বাসের পাত্র ছিল,
সে আমার রুটি খেত,
সে আমার বিরুদ্ধে পাদমূল উঠিয়েছে।
১০ হে সদাপ্রভু, তুমি আমার প্রতি দয়া কর,
আমাকে উঠাও, যেন আমি ওদের প্রতিফল দিই।
১১ আমি এতেই জানি যে তুমি আমাতে প্রীত,
কেননা আমার শত্রু আমার জন্য আর জয়ধ্বনি করে না,
১২ তুমি আমার সিদ্ধতায় আমাকে ধরে রেখেছ,
এবং চিরতরে তোমার সাক্ষাতে স্থাপন করেছ।
১৩ সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, ধন্য হোন,
অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত। আমেন ও আমেন।

[৪১:৩] গীত ৬:৬
[৪১:৩] ২শমূ ১৩:৫; রাজা ১:৪
[৪১:৪] গীত ৬:২; ৯:১৩
[৪১:৪] দ্বি.বি. ৩২:৩৯
[৪১:৪] গীত ৫১:৪
[৪১:৫] গীত ৩৮:১২
[৪১:৬] গীত ১২:২; ১০১:৭; মথি ৫:১১
[৪১:৬] হিতো ২৬:২৪
[৪১:৬] লেবী ১৯:১৬
[৪১:৭] গীত ৭১:১০
[৪১:৮] রাজা ১:৪
[৪১:৯] ২শমূ ১৫:১২; ইয়োব ১৯:১৪
[৪১:৯] গণনা ৩০:২; ইয়োব ১৯:১৯; গীত ৫৫:২০; ৮৯:৩৪; মথি ২৬:২৩; লূক ২২:২১; যোহন ১৩:১৮
[৪১:১০] পদ ৪
[৪১:১০] গীত ৩:৩; ৯:১৩
[৪১:১০] ২শমূ ৩:৩৯
[৪১:১১] গণনা ১৪:৮
[৪১:১১] গীত ২৫:২
[৪১:১২] গীত ২৫:২১
[৪১:১২] গীত ১৮:৩৫; ৩৭:১৭; ৬৩:৮
[৪১:১২] ইয়োব ৪:৭; গীত ২১:৬; ৬১:৭
[৪১:১৩] আদি ২৪:২৭
[৪১:১৩] গীত ৭২:১৮
[৪১:১৩] গীত ৭২:১৯; ৮৯:৫২; ১০৬:৪৮

গীত ৪১ এর নোটসমূহ

শিরোনাম প্রধান বাদ্যকরের জন্য: গীত ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

৪১:১-৩ ঈশ্বর যে রক্ষা করবেন সেই আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন।

৪১:১ সুখী সেই জন, যে দীনহীনের প্রতি চিন্তাশীল। এ কথা সকলের জন্যই সত্যি, তবে একজন রাজার জন্য তা অপরিহার্য, কারণ দুর্বল ও শক্তিহীনকে সুরক্ষা দান করাই একজন রাজার কাজ (৭২:২, ৪, ১২-১৪; ৮২:৩-৪; হিতোপদেশ ২৯:১৪; ৩১:৮-৯; যিশাইয় ১১:৪; যিরমিয় ২২:১৬ পদ দেখুন)। **সুখী: ১:১** পদের নোট দেখুন।

৪১:৪-৬ সদাপ্রভু যেন তাঁর করুণা দেখান ও সুস্থতা দান করেন সে জন্য প্রার্থনা।
৪১:৪ আমি ... পাপ করেছি। ৩২:৩-৫ পদের নোট দেখুন।
৪১:৫ সে কখন মরবে? ৩:২ পদের নোট দেখুন। **কখন তার নাম মুছে যাবে?** ৯:৫ পদের নোট দেখুন।
৪১:৬ আমাকে দেখতে আসে। অর্থাৎ আমার অসুস্থতার সময়ে আমাকে দেখতে আসে। **তবে সে মিথ্যা কথা বলে:** অর্থাৎ সে এমনভাবে কথা বলে যেন সে আমার বন্ধু। **হৃদয়:** ৪:৭ পদের নোট দেখুন।
৪১:৭-৯ তাঁর শত্রুরা ও তাঁর বন্ধুরা।
৪১:৯ আমার যে বন্ধু ... আমার রুটি খেত। যে ব্যক্তি রাজার সাথে এক টেবিলে বসে ভোজন করত, অর্থাৎ যিনি সম্মানের পাত্র ও রাজার বিশ্বস্ত লোক ছিলেন (৩১:১১-১২ পদের নোট দেখুন)। সম্ভবত এখানে এমন কারও কথা বলা হয়েছে যিনি চুক্তি স্থাপন বা প্রতিজ্ঞার করার মধ্য দিয়ে বন্ধুত্বের সীলমোহর এঁকেছিলেন (২৩:৫ পদের নোট দেখুন)। যোহন ১৩:১৮ পদে এই পদটি যীশু খ্রীষ্ট নিজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। ইস্রায়েলের উপরে ঈশ্বরের অভিষিক্ত রাজা হিসেবে তাঁর নিজ রাজকীয় উত্তরাধিকারের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে দায়ূদের মহান বংশধরও যেমন লোকদের কাছ থেকে শত্রুতা দ্বারা কষ্ট পেয়েছেন, তেমনি নিজের খুব কাছের লোকদের কাছ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েছেন। এভাবেই তিনি তাঁর পূর্বপুরুষ দায়ূদের কষ্টের স্বাদ গ্রহণ করেছেন।
৪১:১০-১২ ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরতা ও আস্থা নির্দেশক প্রার্থনা।
৪১:১০ যেন আমি ওদের প্রতিফল দিই। অর্থাৎ আমি যেন রাজা হিসেবে তাদেরকে জবাবদিহি করাতে পারি।
৪১:১২ আমার সিদ্ধতা। ১৫:২ পদের নোট দেখুন। **স্থাপন করেছ:** অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা করেছ। **তোমার সাক্ষাতে:** ইস্রায়েলের স্বর্গীয় রাজার রাজকীয় দাস হিসেবে (আরও দেখুন গীত ১০১:৭; ১ শমূয়েল ১৬:২২, "আমার সেবা কাজ"; ১ রাজাবলি ১০:৮, "তোমার সাক্ষাতে"; ১৭:১, "আমি যার সেবা করি")। **চিরতরে:** অর্থাৎ তিনি কখনো বিচ্যুত হবেন না (২ শমূয়েল ৭:১৫-১৬)।
৪১:১৩ এই বাণীর মধ্য দিয়ে সমবেত উপাসনাকারীরা গীতসংহিতার প্রথম খণ্ডের সমাপ্তি ঘোষণার সাথে সাথে সদাপ্রভুর প্রশংসা করবে (৭২:১৮-১৯; ৮৯:৫২; ১০৬:৪৮; ১৫০ দেখুন)।

উপসংহার: মশীহের অর্থাৎ খ্রীষ্টের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। দায়ূদের অভিজ্ঞতা হল মশীহের অভিজ্ঞতার ভবিষ্যতের ছবি। ১৩ পদে ইস্রায়েলীয়রা মশীহের উদ্ধার-কাজের ফলে চিৎকার করে আনন্দ করবে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

এই গীতটি আমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্পর্কে কতগুলো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে অনুরোধ

করে।

১. আজকে কোন প্রশ্নটি আপনাকে জিজ্ঞাসা করা সবচেয়ে প্রয়োজন বলে মনে করেন? আপনি কিভাবে সেই প্রশ্নের উত্তর দেবেন?

২. এমন বিশ্বস্ত বন্ধু কি আপনার আছে যে আপনাকে হতাশ করেছে? আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে?

৩. আমরা কিভাবে জানি যে, প্রভু আমাদের হতাশ করবেন না, বা বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না?

গীতসংহিতায় প্রভু যীশু খ্রীষ্ট

যিহূদী ও খ্রীষ্টান এই দুই ধর্মের লোকই বিশ্বাস করে যে, গীতসংহিতার অনেক গীতে প্রতিজ্ঞাত মশীহের কথা খুব পরিষ্কার ভাবেই বলা হয়েছে। যেহেতু মশীহ্ রাজা দায়ূদের বংশধর, তাই এটা আশা করা হয়ে থাকে যে, অনেক রাজকীয় গীতে মশীহের বিষয় নিয়ে রচিত হয়েছে। খ্রীষ্টান বিশ্বাসীরাও এটা চিহ্নিত করেছে যে, গীতসংহিতা পুস্তকের মধ্যে অনেক পদের মধ্যে যীশু খ্রীষ্টের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও তাঁর মৃত্যুর বিষয় বিবৃত হয়েছে। যীশু খ্রীষ্ট নিজেও প্রায়ই গীতসংহিতা থেকে নানা উক্তি নিজের জন্য ব্যবহার করেছেন। যীশু খ্রীষ্টের জীবনের শেষ মুহূর্তগুলোতে যখন তাঁকে ক্রুশে দেবার ব্যবস্থা করা হয় তখনকার প্রায় সমস্ত ঘটনাই এবং যীশু খ্রীষ্ট যে সব কথা বলেছেন তা গীতসংহিতা পুস্তকের বিভিন্ন জায়গায় লেখা রয়েছে। নীচে উল্লেখিত কিছু প্রধান রেফোরেন্স গীতসংহিতা থেকে তুলে দেওয়া হল যেখানে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কথা বলা হয়েছে।

গীতসংহিতার রেফারেন্স	যেখানে মশীহের বিষয়ে বলা হয়েছে	নতুন নিয়মে যেখানে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণতা লাভ করেছে
২:৭	মশীহ ঈশ্বরের পুত্র হবেন	ইব্রীয় ১:৫,৬
১৬:৮-১০	তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হবেন	লূক ২৪:৫-৭
২২:১-২১	তিনি ক্রুশের উপরে যাতনা ভোগ করবেন	মথি ২৬:২৭
২২:১৫	তিনি ক্রুশের উপরে পিপাসিত হবেন	যোহন ১৯:২৮
২২:১৮	মন্দ লোকেরা তার কাপড়ের জন্য গুঁলিবাট করবে	মথি ২৭:৩৫; যোহন ১৯:২৩, ২৪
২২:২২	তিনি ঈশ্বরের নাম ঘোষণা করবেন	ইব্রীয় ২:১২
৩৪:২০	তাঁর হাড় ভাঙ্গা হবে না	যোহন ১৯:৩৬, ৩৭
৪০:৬-৮	তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করতে আসবেন	ইব্রীয় ১০:৫-৭
৪১:৯	তাঁর নিকটতম বন্ধু তাঁর সাথে	লূক ২২:৪৮
৪৫:৬,৭	তাঁর সিংহাসন হবে চিরকালীন	ইব্রীয় ১:৮,৯
৬৮:১৮	তাঁকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হবে	ইফিষীয় ৪:৮-১০

গীতসংহিতার রেফারেন্স	যেখানে মশীহের বিষয়ে বলা হয়েছে	নতুন নিয়মে যেখানে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণতা লাভ করেছে
৬৮:১৮	তাঁকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হবে	ইফিষীয় ৪:৮-১০
৬৯:৯	তিনি ঈশ্বরের সম্মানের জন্য ঈর্ষান্বিত হবেন	যোহন ২:৭
৬৯:২১	ক্রুশের উপর তাঁর পিপাসা মেটাবার জন্য অম্লরস দেওয়া হবে	মথি ২৭:৪৮
৮৯:৩,৪,৩৫, ৩৬	তিনি রাজা দায়ূদের বংশধর হবেন	লূক ১:৩১-৩৩
৯৬:১৩	তিনি এই পৃথিবীর বিচার করতে আবার আসবেন	১ থিষলনিকীয় ১:১০
১১০:১	তিনি দায়ূদের পুত্র ও প্রভু	মথি ২২:৪৪
১১০:৪	তিনি অনন্তকালীন পুরোহিত-রাজা	ইব্রীয় ৬:২০
১১৮:২২	অনেকের দ্বারা পরিত্যাজ্য হবেন কিন্তু ঈশ্বর	১ পিতর ২:৭, ৮

গীতসংহিতা পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড (৪২-৭২)

গীত ৪২

ঈশ্বর ও তাঁর সাহায্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা করা

ভূমিকা: এই গীতটি গীতসংহিতার দ্বিতীয় খণ্ডের সূচনা করেছে (গীত ৪২-৪৫ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। দ্বিতীয় খণ্ডটি গীতসংহিতার প্রথম খণ্ড থেকে একেবারেই আলাদা, কারণ সেখানে "ঈশ্বর" তথা ইলোহিম শব্দটি অনেক বেশি বার উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে প্রথম খণ্ডে ছিল "সদাপ্রভু" বা যিহোবা শব্দটি। কাঠামোগত দিক থেকে এই গীতটির তিনটি মূল অংশ বস্তুত সমান্তরাল, যার প্রত্যেকটি চারটি করে পদ রয়েছে। সেই সাথে প্রত্যেকটি অংশই একই ধাঁচের ছন্দের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে (৪২:৫, ১১; ৪৩:৫)। মধ্যবর্তী অংশটির নিজস্ব কেন্দ্র রয়েছে (৬:৬ পদের নোট দেখুন) এবং সে কারণে এখানে একটি অতিরিক্ত পদ রয়েছে (৪২:৮) যা চলমান চিন্তাধারাকে কিছুটা ব্যহত করে এবং আরও নতুনতর চিন্তার সংযুক্তি ঘটায়। এছাড়াও গীতটি জুড়ে একটি প্রার্থনা রয়েছে যাকে কাঠামোবদ্ধ করা হয়েছে ঈশ্বরের উপস্থিতি যাচঞা করে (৪২:১) এবং ঈশ্বরের বেদিতে তাঁর প্রশংসা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে (৪৩:৪ পদের নোট দেখুন)। এ ধরনের আরও কিছু গীত দেখুন, গীত ৪৬; ৪৯; ৫৯; ৮০; ১০৭ অধ্যায়।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। কোরহ-সন্তানদের মস্কীল।

১ হরিণী যেমন জল-স্রোতের আকাঙ্খা করে,
তেমনি, হে ঈশ্বর, আমার প্রাণ তোমার আকাঙ্খা করছে।
২ ঈশ্বরের জন্য, জীবন্ত ঈশ্বরেরই জন্য আমার প্রাণ তৃষ্ণার্ত।
আমি কখন এসে ঈশ্বরের সাক্ষাতে উপস্থিত হব?
৩ আমার চোখের জল দিনরাত আমার খাবার হল,
কেননা লোকে সমস্ত দিন আমাকে বলে,
'তোমার ঈশ্বর কোথায়?'
৪ যখন আমি তা স্মরণ করি তখন আমার অন্তর বিদীর্ণ হয়,
কেননা আমি লোকারণ্যের সঙ্গে যাত্রা করতাম,

গীত ৪২ : ক্রশরেফারেন্স

[৪২:১] গীত ১৮:৩৩
[৪২:১] দ্বি.বি. ১০:৭
[৪২:১] ইয়োব ১৯:২৭; গীত ১১৯:১৩১; যোয়েল ১:২০
[৪২:২] গীত ৬৩:১; ১৪৩:৬
[৪২:২] যিহো ৩:১০; ১শমূ ১৪:৩৯; মথি ১৬:১৬; রোমীয় ৯:২৬
[৪২:২] গীত ৪৩:৪; ৮৪:৭
[৪২:৩] ইয়োব ৩:২৪
[৪২:৩] পদ ১০; গীত ৭৯:১০; ১১৫:২; যোয়েল ২:১৭; মীখা ৭:১০
[৪২:৪] ১শমূ ১:১৫

তাদেরকে ঈশ্বরের গৃহে নিয়ে যেতাম,
আনন্দ ও স্তবগানের সঙ্গে বহুলোক পর্বদিন পালন করতো।
৫ হে আমার প্রাণ, কেন অবসন্ন হও?
আমার অন্তরে কেন ক্ষুব্ধ হও?
ঈশ্বরের উপরে প্রত্যাশা রাখ;
কেননা আমি আবার তাঁর স্তবগান গাইব;
তিনি আমার পরিত্রাণকর্তা ও আমার ঈশ্বর।
৬ আমার প্রাণ আমার অন্তরে অবসন্ন হচ্ছে;
সেজন্য আমি তোমাকে স্মরণ করছি,
যর্দনের দেশ হতে, আর হর্মোণ পাহাড়শ্রেণী,
মিৎসিয়র পর্বত হতে।
৭ তোমার ঝর্ণাগুলোর শব্দে রয়েছে এক অতলের প্রতি
অন্য অতলের আহ্বান;
তোমার সকল ঢেউ, তোমার সকল তরঙ্গ
আমার উপর দিয়ে যাচ্ছে।
৮ সদাপ্রভু দিনে তাঁর অটল প্রেমকে আদেশ করবেন,
রাতে তাঁর স্তোত্র আমার সঙ্গী হবে,
আমার জীবনদায়ী ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবো।
৯ আমি আমার শৈলস্বরূপ ঈশ্বরকে বলবো,
কেন আমাকে ভুলে গিয়েছ?
আমি কেন শত্রুর দৌরাত্ম্যে বিষণ্ন হয়ে বেড়াচ্ছি?
১০ আমার বিপক্ষেরা আমাকে তিরস্কার করে,
যেন অস্থি পর্যন্ত চূর্ণ করে,
তারা সমস্ত দিন আমাকে বলে, তোমার ঈশ্বর কোথায়?
১১ হে আমার প্রাণ, কেন অবসন্ন হও?
আমার অন্তরে কেন ক্ষুব্ধ হও?
ঈশ্বরের অপেক্ষা কর;
কেননা আমি আবার তাঁর স্তবগান করবো;
তিনি আমার পরিত্রাণকর্তা ও আমার ঈশ্বর।

[৪২:৪] গীত ৫৫:১৪; ১২২:১; যিশা ২:২; ৩০:২৯
[৪২:৪] ইব্রা ৩:১৩
[৪২:৪] যিহো ৬:৫; গীত ৯৫:২; ১০০:৪; ১৪৭:৭; যোহন ২:৯
[৪২:৪] গীত ৩৫:১৮; ১০৯:৩০
[৪২:৫] গীত ৩৮:৬; ৭৭:৩; বিলাপ ৩:২০; মথি ২৬:৩৮
[৪২:৫] ইয়োব ২০:২
[৪২:৫] গীত ২৫:৫; ৭১:১৪
[৪২:৫] গীত ৯:১
[৪২:৫] গীত ১৮:৪৬
[৪২:৫] পদ ১১; গীত ৪৩:৫
[৪২:৬] গীত ৬৩:৬; ৭৭:১১
[৪২:৬] আদি ১৩:১০; গণনা ১৩:২৯
[৪২:৬] দ্বি.বি. ৩:৮; ৪:৪৮
[৪২:৭] আদি ১:২; ৭:১১
[৪২:৭] গীত ৬৯:২; যোহন ২:৩
[৪২:৮] গীত ৫৭:৩
[৪২:৮] গীত ১৬:৭
[৪২:৮] গীত ৭৭:৬
[৪২:৮] গীত ১৩৩:৩; উপ ৫:১৮; ৮:১৫
[৪২:৯] গীত ১৮:৩১
[৪২:৯] গীত ১০:১১
[৪২:৯] গীত ৩৫:১৪
[৪২:৯] ইয়োব ২০:১৯; গীত ৪৩:২; ১০৬:৪২
[৪২:৯] গীত ৯:১৩; ৪৩:২
[৪২:১০] গীত ৬:২
[৪২:১০] দ্বি.বি. ৩২:২৭; গীত ৪৪:১৬; ৮৯:৫১; ১০২:৮; ১১৯:৪২
[৪২:১০] পদ ৩
[৪২:১১] পদ ৫; গীত ৪৩:৫

গীত ৪২ এর নোটসমূহ

শিরোনাম প্রধান বাদ্যকরের জন্য: গীত ৪ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। **মস্কীল:** গীত ৩২ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **কোরহ-সন্তানদের:** কিংবা গীত ৩৯ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। কোরহের সন্তান বলতে বোঝানো হয়েছে দায়ূদ কর্তৃক মন্দিরের লিটার্জি সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত কোরহের বংশধরদেরকে। কোরহীয় বা করেহীয় বংশধররা হচ্ছে লেবির সন্তান কহাতের বংশধর। রাজা দায়ূদের সময়ে তাদের নেতা ছিল হেমন (গীত ৮৮ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন), যেমন আসফ গের্শোনীয়দেরকে এবং ও

যিদূথূন (এথন) মরারীয়দের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন (১ বংশাবলি ৬:৩১-৪৭ পদ দেখুন; গীত ৩৯ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন)। এটি হচ্ছে "কোরহের সন্তানগণ" আখ্যাত সাতটি গীতের মধ্যে প্রথমটি (গীত ৪২-৪৯); তৃতীয় খণ্ডে আরও চারটি গীত পাওয়া যায় (গীত ৮৪-৮৫; ৮৭-৮৮)।

৪২:১-৪ মন্দিরে ঈশ্বরের সাথে অবস্থান করার জন্য আকাঙ্ক্ষা।

৪২:১ হরিণী যেমন জল-স্রোতের আকাঙ্খা করে। কারণ জীবন জলের উপরে নির্ভরশীল – বিশেষত যখন তা কোন শিকারী দ্বারা তাড়িত হয়, যেমন করে দায়ূদ তাঁর উপরে অত্যাচারীদের দ্বারা নিগৃহীত হচ্ছিলেন। **প্রাণ:** ৬:৩ পদের নোট দেখুন।

৪২:২ জীবন্ত ঈশ্বররই জন্য আমার প্রাণ তৃষ্ণার্ত। ৬৩:১ পদ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন যিশাইয় ৫৫:১ পদের নোট; মথি ৫:৬ পদ। **জীবন্ত ঈশ্বর:** দ্বিতীয় বিবরণ ৫:২৬ পদ দেখুন। **কখন . . ?:** দায়ূদের পারিপার্শ্বিক প্রেক্ষাপট (পদ ৯; ৪৩:১-২ পদ দেখুন) এখন তাঁকে মন্দিরে প্রবেশ করতে বাধা দিচ্ছে। **ঈশ্বরের সাক্ষাতে উপস্থিত:** তাঁর অনুগ্রহ লাভের জন্য (যাত্রা ১৯:১৭; ২৯:৪২-৪৩; ৩০:৬, ৩৬)।

৪২:৩ দিনরাত। পদ ৮, ১০ দেখুন। **তোমার ঈশ্বর কোথায়?** ৩:২; ১০:১১ পদের নোট দেখুন।

৪২:৪ অন্তর। ৬:৩ পদের নোট দেখুন।

৪২:৫ ঈশ্বরের প্রশংসা, যার মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা প্রকাশ পেয়েছে (২৭: ১৩-১৪ পদ দেখুন এবং গীত ২৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। **তাঁর প্রশংসা- গীত গাইব:** কারণ তিনি উদ্ধার করেছেন (৭:১৭; ৯:১ পদের নোট দেখুন; এর সাথে ৪৩:৪ পদও দেখুন)।

৪২:৬-১০ দায়ূদের আত্মার তীব্র বেদনার গভীরতা ও এর কারণ এখানে প্রকাশ পেয়েছে।

৪২:৬ আমার প্রাণ ... অবসন্ন হচ্ছে। পদ ৫, ১১; ৪৩:৫ পদ দেখুন। **সেজন্য আমি তোমাকে স্মরণ করছি:** যেভাবে তিনি তাঁর নির্বাসনের সময়ে ঈশ্বরের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতার কথা স্মরণ করেছিলেন (পদ ৪), সেভাবেই এখন তাঁর এই দুঃখের সময় তিনি স্মরণ করছেন ঈশ্বরকে ও তাঁর অবিস্মরণীয় আশ্চর্য কাজগুলোকে (পদ ৭, ৯-১০)। তিনি আশা ছাড়েন নি (পদ ৮)। তবে অনেকে মনে করে থাকেন যে, এই অংশটির অনুবাদ হওয়া উচিত "কারণ আমি তোমাকে স্মরণ করেছি।" যর্দনের দেশ হতে ... মিৎসিয়র পর্বত হতে। সম্ভবত এখানে বোঝানো হয়েছে যে, লেখক তৎকালীন ইস্রায়েল ও যিহূদার সীমান-ার বাইরে নির্বাসিত হয়েছিলেন। অনেকে মনে করেন লেখক বলতে চেয়েছেন তিনি মিৎসিয়র পর্বতের কোন একটি স্থানে (হতে পারে কোন ছোট গ্রাম, বা পাহাড়ের চূড়া, এ ব্যাপারে নিশ্চিত করে বলা যায় না) বা যর্দন নদীর উজানের দিকে হর্মোন পর্বতের কোল ঘেঁষে থাকা কোন স্থানে বাস করছিলেন। অন্যরা মনে করেন এখানে "হতে" শব্দটি দিয়ে "অনেক দূরে" বোঝানো হয়েছে এবং "যর্দন দেশ" বলতে মূলত "প্রতিজ্ঞাত দেশকেই" বোঝানো হয়েছে (যা যর্দনের গা ঘেঁষে অবস্থিত ছিল এবং যা থেকে লেখক সে সময় বিচ্ছিন্ন ছিলেন)। "হর্মোন পাহাড়শ্রেণী" বলতে সম্ভবত কোন উঁচু পাহাড় চূড়া বোঝানো হয়েছে যা প্রতিজ্ঞাত দেশের উত্তরের সীমানা নির্দেশ করে (দ্বিতীয় বিবরণ ৩:৮; যিহোশূয় ১১:১৭; ১৩:১১; ১ বংশাবলি ৫:২৩ পদ দেখুন) এবং লেখক সেখান থেকে প্রতিজ্ঞাত

দেশের দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন (১৩৩:৩; শলোমন ৪:৮ পদ দেখুন)। অনেকে মনে করে থাকেন যে, "মিৎসিয়র পর্বত" বলতে মূলত "হর্মোন পাহাড়শ্রেণীরই" আরেকটি নাম হিসেবে বোঝানো হয়েছে, যাকে সিয়োন পর্বতের তুলনায় "ক্ষুদ্র পর্বত" বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে (৬৮:১৫-১৬ পদ দেখুন)।

৪২:৭ তোমার ঝর্ণাগুলোর শব্দে ... অন্য অতলের আহ্বান। অনেক ক্ষেত্রে মনে করা হয় এখানে যর্দনের উজান থেকে বয়ে আসা জলপ্রবাহের কথা বলা হয়েছে যা হর্মোন পর্বত থেকে নির্গত হচ্ছে। তবে খুব সম্ভব এখানে ঝর্ণা বলতে স্বর্গে রক্ষিত ঈশ্বরের ভাণ্ডার থেকে নির্গত জলের স্রোতধারাকে কাব্যিক ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে (৩৬:৮ পদের নোট দেখুন)। সুতরাং স্বর্গে রক্ষিত অতল জলরাশি নির্গত হয়ে সমুদ্র ও নদনদীতে রক্ষিত অতলে পতিত হচ্ছে। লেখক তাঁর কষ্টের সাথে তুলনা করতে গিয়ে এই উপমা টেনেছেন এবং তিনি বোঝাতে চেয়েছেন বিপুল জলরাশি যেভাবে বিরাট শক্তি নিয়ে পতিত হয় এবং তরঙ্গের সৃষ্টি করে, সেভাবে তাঁর উপরেও পাহাড় প্রমাণ কষ্ট ও যন্ত্রণা পতিত হচ্ছে (৬৯:১-২; ৮৮:৭; যোহন ২:৩, ৫; এর সাথে ৩২:৬ পদের নোট দেখুন)। গীত রচয়িতার দুঃখ ও দুর্দশার মাঝে ঈশ্বরের হাত রয়েছে, অন্ততপক্ষে এ কথা সত্যি যে ঈশ্বর এই দুর্যোগে তাঁকে পতিত হতে দিয়েছেন। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে গীত রচয়িতাকে তিনি ভুলেই গেছেন (পদ ৯), বা ত্যাগ করেছেন (৪৩:২)। কিন্তু তিনি তাঁর এই দুর্দশার সাথে তাঁর অতীত জীবনের কোন পাপের সংযোগ সাধন করেন নি (গীত ৪৪; ৭৭ অধ্যায় দেখুন)।

৪২:৮ গীতটির কেন্দ্র: সমস্ত দুঃখ ও দুর্দশার মাঝেও ঈশ্বরের প্রতি আস্থা ও প্রত্যাশার স্বীকারোক্তি। এ কারণেই বলা হয়েছে, দিনে ও রাতে এর সাথে তুলনা করুন পদ ৩ সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁর অটল ভালবাসাকে আদেশ করবেন ... তাঁর স্তোত্র আমার সঙ্গী হবে (৩:৭ পদের নোট দেখুন)। তবে শুধুমাত্র গীতের কেন্দ্রস্থিত এই পদটিতেই এমন কথা দেখা যায় (ভূমিকা দেখুন)। **তাঁর অটল ভালবাসাকে আদেশ করবেন:** অর্থাৎ তিনি তাঁর ভালবাসাকে প্রেরণ করবেন, যেভাবে তিনি তাঁর দূতদেরকে প্রেরণ করে থাকে (৪৩:৩ পদ দেখুন)। **ভালবাসা:** ৬:৪ পদের নোট দেখুন। **তাঁর স্তোত:** ঈশ্বর সম্পর্কিত গীত। **প্রার্থনা:** গীত রচয়িতা একই সাথে সদাপ্রভুর প্রশংসা করছেন এবং তাঁর কাছে প্রার্থনাও করছেন।

৪২:৯ ৪৩:২ পদে এই কথাটি প্রতিফলিত হয়েছে। **শৈল:** ১৮:২ পদের নোট দেখুন। **কেন ... ? কেন ... ?** ৬:৩ পদের নোট দেখুন এবং গীত ৪২-৪৫ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

৪২:১০ পদ ৩ দেখুন। **অস্থি:** ৬:২ পদের নোট দেখুন।

উপসংহার: ভীষণ বিপদের সময় ঈশ্বরের অন্বেষণ করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। বিশ্বাস এবং আশার মধ্য দিয়ে তাদের সুস্থতা এবং সান্ত্বনা আসবে। মহাকষ্টের সময়ে বেঁচে-থাকা ঈশ্বরভক্ত লোকদের জন্য এটা একটি মস্কীল-গীত।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. কি কি কারণে খ্রীষ্টিয় বিশ্বাস হতাশার পরিবর্তে কি আশাপূর্ণ হওয়া উচিত?

২. প্রার্থনাপূর্ণ জীবনে ব্যথা কি রকম প্রভাব ফেলতে পারে?
৩. গীতসংহিতা ৪২:১-৫ পদ পড়ুন। কেন গীতরচকের ধারণা এত নীচু ছিল? ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কেমন ছিল? ১-৪ পদে তাঁর অবস্থা সম্বন্ধে কিভাবে বর্ণনা করবেন?
৪. খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী কি কখনো ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে থাকতে পারে?
৫. গীতরচক ৫ পদে নিজেকে কি করতে অনুরোধ জানিয়েছেন? তাঁর আশার ভিত্তি কি ছিল?
৬. খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের কিসের আশা রয়েছে?

গীত ৪৩

বিপদের সময়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা

ভূমিকা: গীত ৪২-৪৩ "শত্রুদের দ্বারা নির্যাতিত" হওয়া থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য (৪২:৯; ৪৩:২) এবং মন্দিরে ঈশ্বরের উপস্থিতির পুনর্জাগরণের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা। এই দুটো অধ্যায় মিলে তৈরি হয়েছে একটি একক প্রার্থনা (যদিও দুটি অধ্যায় সেপ্টুয়াজিন্ট সংস্করণে পৃথক দুটি অধ্যায় হিসেবেই বিবেচনা করা হয়েছে; সেপ্টুয়াজিন্ট হচ্ছে খ্রীষ্টিয় ধর্ম প্রবর্তনের পূর্বে প্রচলিত পুরাতন নিয়মের গ্রীক অনুবাদ)। একক একটি প্রার্থনা হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায় এর অনন্য কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ মূল বিষয়বস্তুর কারণে। গীত ৪৩ অধ্যায়টি সম্ভবত বিশেষ কিছু ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের কারণে ৪২ অধ্যায় থেকে পৃথক করা হয়েছে (গীত ৯ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। সম্ভবত এই পুস্তকের বক্তা এক দল কোরেহীয়দের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, যাদের সাধারণ দায়িত্ব ছিল মন্দিরের লিটার্জি সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করা (বিশেষত ৪২:৪ পদ দেখুন এবং গীত ৪২ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন)। সম্ভবত এখানে যে অবিশ্বাসী জাতিদের কথা বলা হয়েছে তারা ছিল দামেস্কের অরামীয়রা এবং যিহূদায় আক্রমণের সময় হয়তোবা অরামীয়রা লেখককে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল, যেমনটা হসায়েলকে করা করেছিল (২ রাজাবলি ১২:১৭-১৮ পদ দেখুন)। (হসায়েলের এই আক্রমণের শিকার হয়েছিল মূলত কহাতের বংশধর কোরেহীয়দের এলাকা, অর্থাৎ তাদের নামে অধিভুক্ত নগরীগুলো; যিহোশূয় ২১:৪, ৯-১৯ পদ)।

গীত ৪৩ : ক্রশরেফারেন্স

১ হে ঈশ্বর, আমার বিচার কর,
অসাধু ব্যক্তিদের সঙ্গে আমার ঝগড়া নিষ্পন্ন কর;
ছলনাপ্রিয় ও অন্যায়কারী মানুষ থেকে আমাকে উদ্ধার কর।
২ কেননা তুমিই আমার ঈশ্বর যার মধ্যে আমি আশ্রয় নিয়েছি;
কেন আমাকে ত্যাগ করেছ?
আমি কেন শত্রুর দৌরাত্ম্যে বিষণ্ন হয়ে বেড়াচ্ছি?
৩ তোমার আলো ও তোমার সত্য প্রেরণ কর;
তারাই আমার পথপ্রদর্শক হোক,
তোমার পবিত্র পাহাড় ও তোমার আবাসে আমাকে

[৪৩:১] বিচার ৬:৩১
[৪৩:১] গীত ২৫:২০
[৪৩:১] গীত ৩৬:৩; ১০৯:২
[৪৩:২] গীত ৪৪:৯; ৭৪:১; ৮৮:১৪; ৮৯:৩৮
[৪৩:২] গীত ৩৫:১৪
[৪৩:২] গীত ৪২:৯
[৪৩:৩] গীত ২৭:১
[৪৩:৩] গীত ২৬:৩
[৪৩:৩] গীত ২৫:৫
[৪৩:৩] গীত ২:৬

উপস্থিত করুক।
৪ তাতে আমি ঈশ্বরের বেদির কাছে যাব,
আমার পরমানন্দজনক ঈশ্বরের সম্মুখে যাব;
আর হে ঈশ্বর, আমার ঈশ্বর,
আমি বীণাযন্ত্রে তোমার প্রশংসা করবো।
৫ হে আমার প্রাণ, কেন অবসন্ন হও?
আমার অন্তরে কেন ক্ষুব্ধ হও?
ঈশ্বরের অপেক্ষা কর;
কেননা আমি আবার তাঁর স্তবগান করবো;
তিনি আমার ত্রাণকর্তা ও আমার ঈশ্বর।

[৪৩:৩] ২শমূ ১৫:২৫
[৪৩:৪] গীত ৪২:২
[৪৩:৪] গীত ২৬:৬; ৮৪:৩
[৪৩:৪] গীত ২১:৬
[৪৩:৪] গীত ১৬:৩
[৪৩:৪] আদি ৪:২১
[৪৩:৫] গীত ৪২:৬

গীত ৪৩ এর নোটসমূহ

৪৩:১-৪ শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধার এবং ঈশ্বরের উপস্থিতির পুনরাগমনের জন্য প্রার্থনা।
৪৩:১ বিচারালয়ের ভাষায় বিনতি জানানো হয়েছে (গীত ১৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)।
৪৩:২ ৪২:৯ পদের কথারই প্রতিফলন ঘটেছে এখানে।
৪৩:৩ তোমার আলো ও তোমার সত্য। ঈশ্বরের দূত হিসেবে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে, যাঁরা (১) তাঁর পরিত্রাণ দান করে থাকেন (আলো; ২৭:১ পদের নোট দেখুন); এবং (২) তাঁর সত্য, অর্থাৎ যা তাঁর পক্ষে বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারী হিসেবে কাজ করে থাকেন (২৬:৩; ৩০:৯; ৪০:১০ পদ দেখুন)। **তারাই আমার পথপ্রদর্শক হোক:** ঈশ্বরের পবিত্র আবাসে উপস্থিত হওয়ার জন্য। **পবিত্র পাহাড়:** ২:৬ পদের নোট দেখুন।
৪৩:৪ ৭:১৭ পদের নোট দেখুন। **ঈশ্বরের বেদির কাছে:** ২৬:৬ পদের নোট দেখুন।

উপসংহার: শত্রুদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের কাছে কান্না। এই সব শত্রুরা হল আইন-কানুনবিহীন শয়তান এবং তারা দুষ্ট জাতি।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. গীতসংহিতা ৪৩:১-৫ পদ পড়ুন। গীতরচকের গভীর অনুভূতি বেরিয়ে এসেছে এমন পদগুলোতে কি কোন ইঙ্গিত আছে, যদিও তার পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়নি?
২. গীতরচক কি ধরনের বন্দীর জন্য প্রার্থনা করছেন? আমরা কিভাবে তাদের জন্য এগিয়ে আসতে পারি?
৩. কিভাবে আমরা নিজেদেরকে দুঃখকষ্টের সময় সাহায্য করতে পারি? আমরা কিভাবে এমন অবস্থায় অন্যকে সাহায্য করতে পারি?

গীত ৪৪

সাহায্যের জন্য কান্না

ভূমিকা: শত্রুদের কাছে চরমভাবে পরাজিত হওয়ার পর ঈশ্বরের কাছে ইস্রায়েলের আকুতি ও কষ্টের বর্ণনা। সম্ভবত এই গীতে যিহূদা রাজ্যের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণিত হয়েছে, যা রাজা যিহোশাফট বা হিষ্কিয়ের সময়ে ঘটেছিল। যিহূদা জাতি তখনো সদাপ্রভুর সাথে তার সম্পাদিত শপথ ভঙ্গ করে নি, যা আরও পরবর্তী সময়ে ঘটেছিল। কাঠামোগত দিক থেকে এই গীতে তিনটি বিষয়বস্তু একটি আরেকটির ভিত্তি ধরে গড়ে উঠেছে এবং শেষে রয়েছে সমাপনী প্রার্থনা। প্রথমে রয়েছে সদাপ্রভুর অতীত বিজয় লাভের বর্ণনা ও প্রশংসা (পদ ১-৮), দ্বিতীয় অংশে রয়েছে বর্তমান পরাজয় ও এর ফলাফল সংক্রান্ত বর্ণনা (পদ ৯-১৬), তৃতীয় অংশে রয়েছে যিহূদার নির্দোষিতা জ্ঞাত করে বিনতি (পদ ১৭-২২), এর পরে সব শেষে রয়েছে প্রার্থনা (পদ ২৩-২৬)। এই বিষয়বস্তুগুলোর প্রত্যেকটিই (অতীত অনুগ্রহ স্মরণ করা, বর্তমান দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার বর্ণনা এবং চুক্তির প্রতি যিহূদার বাধ্যতার স্বীকারোক্তি) এদের নিজ নিজ ক্ষেত্র থেকে একেকটি বিনতি মূলক প্রার্থনা হিসেবে স্বীকৃত (গীত ৪০ অধ্যায় ও এর ভূমিকা দেখুন; এছাড়া গীত ৪০; ৮৯ অধ্যায়ের মূল প্রার্থনার আগে যে দীর্ঘ বিবৃতি রয়েছে তা দেখুন)। গীত ৪৪ অধ্যায় ও ৪২-৪৩ অধ্যায়ের মধ্যকার বিষয়বস্তুগত সংযোগ এবং গীতসংহিতার দ্বিতীয় খণ্ডে এদের অবস্থানগত ভূমিকা সম্পর্কে জানতে গীত ৪২-৪৫ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। কোরহ-সন্তানদের। মস্কীল।

১ হে ঈশ্বর, আমরা স্বকর্ণে শুনেছি,
আমাদের পূর্বপুরুষেরা আমাদেরকে বলেছেন,
তুমি পূর্বকালে তাঁদের সময়ে কাজ করেছিলে।
২ তুমি তোমার হাতে জাতিদেরকে অধিকারচ্যুত করে
আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেই রোপণ করেছিলে,
তুমি লোকবৃন্দকে চূর্ণ করে তাঁদেরকেই উন্নত করেছিলে।
৩ কেননা তাঁরা নিজেদের খড়্গ দ্বারা দেশ অধিকার করেন নি,
তাঁদের নিজের বাহু তাঁদেরকে নিস্তার করে নি;
কিন্তু তোমার ডান হাত, তোমার বাহু
ও তোমার মুখের প্রসন্নতা তা করেছিল,
কারণ তাঁদের প্রতি তোমার প্রেম ছিল।
৪ হে ঈশ্বর, তুমিই আমার রাজা;
তুমি যাকোবকে বিজয় দান করতে আদেশ দেও।
৫ তোমার দ্বারা আমরা আমাদের বিপক্ষদেরকে পরাস্ত করবো;
যারা আমার বিরুদ্ধে উঠে,

গীত ৪৪ : ক্রশরেফারেন্স

[৪৪:১] ২শমূ ৭:২২; ১বংশা ১৭:২০; যিরি ২৬:১১
[৪৪:১] বিচার ৬:১৩
[৪৪:১] দ্বি.বি. ৩২:৭; ইয়োব ৩৭:২৩
[৪৪:২] যিহো ৩:১০; প্রেরিত ৭:৪৫
[৪৪:২] যাত্রা ১৫:১৭; যিশা ৬০:২১
[৪৪:২] বিচার ৪:২৩; ২বংশা ১৪:১৩
[৪৪:২] গীত ৮০:৯; যিরি ৩২:২৩
[৪৪:৩] যিহো ২৪:১২
[৪৪:৩] গীত ৭৮:৫৪
[৪৪:৩] যাত্রা ১৫:১৬; গীত ৭৭:১৫; ৭৯:১১; ৮৯:১০; ৯৮:১; যিশা ৪০:১০; ৫২:১০; ৬৩:৫
[৪৪:৩] গীত ৮৯:১৫
[৪৪:৩] দ্বি.বি. ৪:৩৭
[৪৪:৪] গীত ২৪:৭
[৪৪:৪] গীত ৫:২
[৪৪:৪] গীত ২১:৫

তাদেরকে তোমার নামে পদতলে দলবো।
৬ যেহেতু আমি আমার ধনুকে নির্ভর করবো না,
আমার খড়্গ আমাকে নিস্তার করবে না।
৭ কিন্তু তুমিই আমাদের শত্রুদের থেকে
আমাদেরকে নিস্তার করেছ,
আমাদের বিদ্বেষিদেরকে লজ্জিত করেছ।
৮ আমরা সমস্ত দিন ঈশ্বরকে নিয়ে গর্ব করেছি,
আর চিরকাল তোমার নামের স্তব করবো। [সেলা]
৯ কিন্তু তুমি আমাদেরকে ত্যাগ করেছ, অপমানগ্রস্ত করেছ,
আমাদের বাহিনীদের সঙ্গে যাত্রা কর না।
১০ তুমি বিপক্ষ থেকে আমাদেরকে ফিরাচ্ছ;
আমাদের বিদ্বেষিরা আমাদের সর্বস্ব লুট করছে।
১১ তুমি আমাদের জবাই করতে নেওয়া মেষের মত
তুলে দিয়েছ,
আমাদেরকে জাতিদের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করেছ।
১২ তুমি তোমার লোকদের বিনামূল্যে বিক্রি করছো,
তাদের জন্য কোন উঁচু মূল্য দাবী কর নি।
১৩ তুমি আমাদের প্রতিবেশীদের কাছে
আমাদের তিরস্কারের বিষয়,
আমাদের চতুর্দিক্স্থিত লোকদের উপহাস ও
বিদ্রূপের পাত্র করছে।
১৪ তুমি জাতিদের মধ্যে আমাদের প্রবাদের বিষয় করেছ,
লোকবৃন্দের মধ্যে আমাদের অবজ্ঞার পাত্র করেছ।
১৫ সমস্ত দিন আমার অপমান আমার সম্মুখে থাকে,
আমার মুখের লজ্জা আমাকে আচ্ছাদন করেছে,
১৬ তিরস্কারকারী ও নিন্দাকারীর রবের দরুন,
শত্রু ও প্রতিহিংসাকারীর উপস্থিতির দরুণ।
১৭ আমাদের প্রতি এসব ঘটেছে;
কিন্তু আমরা তোমাকে ভুলে যাই নি,
তোমার নিয়মের বিষয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করি নি;
১৮ আমাদের অন্তর ফিরে যায় নি,
আমাদের পদক্ষেপ তোমার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয় নি।
১৯ তবুও তুমি আমাদেরকে শিয়ালদের স্থানে চূর্ণ করেছ,
ঘন অন্ধকার আমাদের আচ্ছন্ন করেছে।
২০ আমরা যদি আমাদের ঈশ্বরের নাম ভুলে গিয়ে থাকি,
যদি অন্য দেবতার প্রতি দু'হাত তুলে থাকি,
২১ তবে ঈশ্বর কি তার সন্ধান পাবেন না?

[৪৪:৫] যিহো ২৩:৫
[৪৪:৫] গীত ৬০:১২; ১০৮:১৩
[৪৪:৬] আদি ৪৮:২২; হোশেয় ১:৭
[৪৪:৭] দ্বি.বি. ২০:৪
[৪৪:৭] ইয়োব ৮:২২
[৪৪:৮] গীত ৩৪:২; ১করি ১:৩১; ২করি ১০:১৭
[৪৪:৮] গীত ৫২:১
[৪৪:৮] গীত ৩০:১২
[৪৪:৯] গীত ৪৩:২
[৪৪:৯] দ্বি.বি. ৮:৩; ৩১:১৭; গীত ১০৭:৩৯; যিশা ৫:১৫
[৪৪:৯] যিহো ৭:১২; গীত ১০৮:১১
[৪৪:১০] লেবী ২৬:১৭
[৪৪:১০] বিচার ২:১৪
[৪৪:১১] পদ ২২; যিরি ১২:৩
[৪৪:১১] লেবী ২৬:৩৩; গীত ৯:১১; যিহি ৬:৮; সখ ২:৬
[৪৪:১২] দ্বি.বি. ৩২:৩০; যিশা ৫২:৩; যিরি ১৫:১৩; ৫০:১; ৫২:৩
[৪৪:১৩] ২বংশা [২৯:৮; যিশা ৩০:৩; যিরি ২৫:৯; ৪২:১৮; ৪৪:৮
[৪৪:১৩] গীত ৭৯:৪; ৮০:৬; ৮৯:৪১
[৪৪:১৩] দ্বি.বি. ২৮:৩৭; মীখা ২:৬
[৪৪:১৩] যিহি ২৩:৩২
[৪৪:১৪] ১রাজা ৯:৭
[৪৪:১৪] রাজা ১৯:২১
[৪৪:১৫] আদি ৩০:২৩; ২বংশা ৩২:২১; গীত ৩৫:২৬
[৪৪:১৫] গীত ৩৪:৫
[৪৪:১৬] গীত ৪২:১০
[৪৪:১৬] গীত ১০:১৩; ৫৫:৩; ৭৪:১০
[৪৪:১৬] ১শমূ ১৮:২৫; যিরি ১১:১৯; রোমীয় ১২:১৯
[৪৪:১৭] দ্বি.বি. ৬:১২; ৩২:১৮; গীত ১১৯:১৬, ৬১,১৫৩,১৭৬; হিতো ৩:১
[৪৪:১৮] গীত ১১৯:৫১,১৫৭
[৪৪:১৯] ২বংশা ১৪:১৩; গীত ৫১:৮
[৪৪:১৯] ইয়োব ৩০:২৯; যিশা ৩৪:১৩
[৪৪:১৯] ইয়োব ৩:৫
[৪৪:২০] দ্বি.বি. ৩২:১৮; বিচার ৩:৭
[৪৪:২০] যাত্রা ২০:৩; যিশা ৪৩:১২; যিরি ৫:১৯
[৪৪:২১] ১শমূ ১৬:৭; ১রাজা ৮:৩৯; হিতো ১৫:১১; যিরি ১২:৩;

তিনি তো অন্তঃকরণের গুপ্ত বিষয় সবই জানেন।
২২ হ্যাঁ, তোমার জন্য আমরা সমস্ত দিন নিহত হচ্ছি;
আমাদেরকে জবাই করতে নেওয়া মেষের মত করে।
২৩ জাগ্রৎ হও, হে প্রভু, কেন নিদ্রা যাও?
উঠ, চিরকালের জন্য ত্যাগ করো না।
২৪ তুমি কেন তোমার মুখ আচ্ছাদন করছো?
আমাদের দুঃখ ও দৌরাত্ম্যভোগ কেন ভুলে যাচ্ছ?
২৫ কেননা আমাদের প্রাণ ধূলিতে অবনত,
আমাদের দেহ ভূমিতে লুটিয়ে পড়েছে।
২৬ আমাদের সাহায্যের জন্য উঠ,
নিজের অটল প্রেমের অনুরোধে আমাদের মুক্ত কর।

১৭:১০
[৪৪:২২] যিশা ৫৩:৭; যিরি ১১:১৯; ১২:৩; রোমীয় ৮:৩৬
[৪৪:২৩] গীত ৭৮:৬৫
[৪৪:২৩] গীত ৭৪:১; ৭৭:৭
[৪৪:২৪] দ্বি.বি. ৩২:২০; গীত ১৩:১
[৪৪:২৪] বিলাপ ৫:২০
[৪৪:২৪] দ্বি.বি. ২৬:৭
[৪৪:২৫] গীত ১১৯:২৫
[৪৪:২৬] গীত ৬:৪

গীত ৪৪ এর নোটসমূহ

শিরোনাম গীত ৪২ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

৪৪:১-৮ অতীতের সমস্ত বিজয় লাভের জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা: (১) যে বিজয় লাভের মধ্য দিয়ে ইস্রায়েল জাতি এই প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে (পদ ১-৩) এবং (২) যে সমস্ত বিজয় লাভের মধ্য দিয়ে ইস্রায়েল জাতি তাদের দেশকে সুরক্ষিত রাখতে পেরেছে (পদ ৪-৮ দেখুন)।

৪৪:১ ৭৮:৩ পদ দেখুন।

৪৪:৩ তোমার মুখের প্রসন্নতা। ৪:৬; ১৩:১ পদের নোট দেখুন।

৪৪:৪ আমার। গীতের এই পদে এবং আরও কয়েকটি স্থানে উত্তম পুরুষ একবচনে বক্তব্য রাখা হলেও তা মূলত সমগ্র জাতিকেই নির্দেশ করেছে (গীত ৩০ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন)। **যাকোব:** ১৪:৭ পদের নোট দেখুন।

৪৪:৫,৮ তোমার নামে। ২০ পদ দেখুন। সেই সাথে ৫:১১ পদের নোটও দেখুন।

৪৪:৮ আমরা ... ঈশ্বরকে নিয়ে গর্ব করেছি। অর্থাৎ আমরা ঈশ্বরকেই আমাদের সমস্ত প্রশংসা ও গৌরব প্রদান করেছি।

৪৪:৯-১৬ কিন্তু তুমি আমাদেরকে ত্যাগ করেছ: (১) তুমি আমাদেরকে পরাজয় বরণ করতে দিয়েছ (পদ ৯-১২); (২) তুমি আমাদেরকে আমাদের শত্রুদের সামনে লজ্জিত ও অপমানিত করেছ (পদ ১৩-১৬)।

৪৪:১১ জবাই করতে নেওয়া ভেড়ার মত তুলে দিয়েছ। অর্থাৎ আমাদের পালক রাজার মত আমাদেরকে রক্ষা কর নি (পদ ৪ দেখুন; ২৩:১ পদের নোট দেখুন)।

৪৪:১২ তোমার লোকদের বিনামূল্যে বিক্রি করছো। মূল্যহীন বস্তুর মত করে (দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:৩০; বিচারকর্তৃগণ ২:১৪ পদ দেখুন)। **কোন উঁচু মূল্য দাবী কর নি:** একেবারেই মূল্যহীন ফেলনা বস্তুর সাথে তুলনা করা হয়েছে (যিশা ৫২:৩; যিরমিয় ১৫:১৩ পদ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন যিশাইয় ৪৩:৩-৪ পদ)।

৪৪:১৪ আমাদের অবজ্ঞার পাত্র করেছ। লোকেরা ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করেছে (৬৪:৮ পদ দেখুন)।

৪৪:১৬ শত্রু ও প্রতিহিংসাকারীর উপস্থিতির দরুণ। ৮:২ পদের নোট দেখুন।
৪৪:১৭-২২ কিন্তু আমরা তোমাকে ভুলে যাই নি ... বিশ্বাসঘাতকতা করি নি: (১) আমরা তোমার সাথে স্থাপিত শপথ ভঙ্গ করি নি (পদ ১৭-১৯); (২) তুমিই আমাদের সাক্ষী যে, আমরা অন্য কোন দেবতাদের দিকে মন ফেরাই নি (পদ ২০-২২)।
৪৪:১৭ তোমার নিয়ম। যাত্রা ১৯-২৪ অধ্যায় দেখুন।
৪৪:১৮ অন্তর। ৪:৭ পদের নোট দেখুন। **তোমার পথ:** ঈশ্বরের নিয়মের মাঝে স্থাপিত ও নির্দেশিত পথ (৫:৮ পদের নোট দেখুন)।
৪৪:১৯ তুমি আমাদেরকে ... চূর্ণ করেছ। কিন্তু এর কারণ হিসেবে এমনটা বলা যায় না যে, আমরা অবাধ্য হয়েছিলাম। **শিয়ালদের স্থানে:** নির্জন স্থান, যেখানে কোন মানুষ বাস করে না (যিশাইয় ১৩:২২; যিরমিয় ৯:১১ পদ দেখুন)। **ঘন অন্ধকার:** আলোর সাথে সম্পর্কযুক্ত যে কোন কিছুর অনুপস্থিতি (৩০:১; ৩৬:৯ পদের নোট দেখুন)।
৪৪:২০ যদি ... দু'হাত তুলে থাকি। অর্থাৎ প্রার্থনা করে থাকি (যাত্রা ৯:২৯ পদের নোট দেখুন)।
৪৪:২২ হ্যাঁ। এখানে "তথাপি" অর্থে বোঝানো হয়েছে। মিসরে থাকার সময় থেকে শুরু করে (যাত্রা ১ অধ্যায় দেখুন) ইস্রায়েল বিভিন্ন জাতির দ্বারা শত্রুভাবাপন্ন আচরণের শিকার হয়ে এসেছে, কারণ সব সময়ই সদাপ্রভুর সাথে তার সম্পর্ক ছিল (মথি ১০:৩৪ পদ দেখুন)। খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের আলোকে প্রেরিত পৌল এই পদটিকে খ্রীষ্টিয় সমাজের প্রতি প্রয়োগ করেছেন (রোমীয় ৮:৩৬ পদ দেখুন)।
৪৪:২৩-২৬ সাহায্য প্রাপ্তির জন্য বিনতি: (১) জাগ্রত হয়ে আমাদের প্রয়োজন মেটাও (পদ ২৩-২৪); (২) আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য উঠ (পদ ২৫-২৬ পদ; গীত ১৬ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)।
৪৪:২৩ জাগ্রৎ। ৭:৬ পদের নোট দেখুন। **কেন ... ?** ৬:৩ পদের নোট এবং গীত ৪২-৪৫ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।
৪৪:২৪ কেন তোমার মুখ আচ্ছাদন করছো? ১৩:১ পদের নোট দেখুন।
৪৪:২৫ ধূলিতে অবনত। অর্থাৎ মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হয়েছে (২২:২৯ পদের নোট দেখুন; এর সাথে ৩০:১ পদের নোটও দেখুন)। হিব্রু ভাষায় এই কথাটির সাথে আরেকটি প্রশ্নবোধক উক্তির মিল রয়েছে, "আমার প্রাণ, তুমি কেন অবসন্ন হও?" যা গীত ৪২-৪৩ অধ্যায়ে দেখা যায়।
৪৪:২৬ আমাদের সাহায্যের জন্য উঠ। ৪৬:১, ৫ পদ দেখুন; ৩:৭ পদের নোট দেখুন। **অটল ভালবাসা:** ৬:৪ পদ দেখুন; এর সাথে ৪২:৮ পদের নোটও দেখুন।

উপসংহার: সাহায্যের জন্য আরও কান্না প্রকাশ পেয়েছে। এই গীতটির লেখক উদ্ধারের আদেশ দেবার জন্য ঈশ্বরকে সাধাসাধি করেছেন। তাদের জাতির মহাবিপদের ফল হল এই শোক-প্রকাশ। খুব সম্ভবত এটা মহাকষ্টের সময়কার ভবিষ্যতের ছবি। এই মহা দুঃখ-কষ্টের জন্য সাহায্য চাওয়া হচ্ছে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. অতীতে ইস্রায়েলীয়রা কি জাতিদের উপর বিজয় অর্জন করেছিল?
২. আমরা কার কাছে গর্ব করি?
৩. এই গীতটির সময় তাদের অবস্থা কেমন বলে মনে হচ্ছে?
৪. কেন ঈশ্বর তাঁর মুখ লুকিয়ে রাখেন? কেন ঈশ্বর তাদের কষ্ট এবং অত্যাচার ভুলে গিয়েছেন বলে লেখকের মনে হয়েছে?
৫. আপনি কোন্ পরিস্থিতিতে মনে করেন যে, ঈশ্বর আর আপনার সঙ্গে নেই? কিভাবে আমরা এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারি?

গীত ৪৫

মহান খ্রীষ্ট রাজকীয় মহিমার সঙ্গে আসবেন

ভূমিকা: রাজার বিবাহের দিনের জন্য উপযুক্ত প্রশংসা গীত (শিরোনাম দেখুন; এর সাথে গীত ৪২-৪৫ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। নিঃসন্দেহে ঈশ্বর দায়ূদের বংশের সদাপ্রভু এবং এই গীতটি খুব সম্ভব একাধিক রাজার রাজকীয় বিবাহ অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়েছিল। যেহেতু কনে হলেন বিদেশী রাজকুমারী (পদ ১০, ১২ দেখুন), সে কারণে এই বিয়ে রাজাকে একজন আন্তর্জাতিক তাৎপর্যপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে (৯ পদের নোট দেখুন)। সে অনুসারে তাঁকে এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে যিনি জাতিগণের উপরে বিজয় লাভ করেছেন (পদ ৩-৫; এর সাথে তুলনা করুন গীত ২; ১১০ অধ্যায়)। দায়ূদের রাজকীয় বংশধর হিসেবে তিনি খ্রীষ্টের একজন প্রতীক। বন্দীদশার ঘটনার পর এই গীতটি খ্রীষ্টকে নির্দেশ করে, যিনি দায়ূদের প্রতিজ্ঞাত বংশধর এবং যিনি দায়ূদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবেন (৬-৭ পদকে খ্রীষ্টের প্রতি প্রয়োগ করা সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন ইব্রীয় ১:৮-৯ পদ)। অধ্যায়টির শিরোনাম নির্দেশ করে যে, মন্দিরের গীত গায়কদের মধ্যে কোন একজন লেবীয় সদস্য এই গীতটি রচনা করেছিলেন ও গেয়েছিলেন। যেহেতু মন্দিরের একজন পরিচর্যাকারী তা রচনা করেছিলেন, সে কারণে গীতটি নিঃসন্দেহে ঈশ্বর হতে আগত বাক্য, যিনি স্বর্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। কাঠামোগত দিক থেকে গীতটির শুরুর ও শেষের পদ হচ্ছে ১ ও ১৭ পদ, যেখানে ২ ও ১৬ পদ দুটি দ্বিতীয় আরেকটি কাঠামো তৈরি করেছে, যার সবই রাজাকে সম্বোধন করে গঠিত হয়েছে। গীতটির মূল অংশ দুটি খণ্ডে বিভক্ত: (১) রাজার প্রতি বক্তব্য (পদ ৩-৯) এবং (২) রাজকীয় বধূর উদ্দেশে বক্তব্য (পদ ১০-১৫)। এই দুটি অংশেরই আবার দুটি করে ভাগ রয়েছে, যেখানে প্রায় একই ধরনের বিন্যাস দেখা যায়: (১) (ক) রাজার প্রতি বক্তব্য (পদ ৩-৫), (খ) রাজার গৌরব ঘোষণা (পদ ৬-৯); (২) (ক) কনের প্রতি বক্তব্য (পদ ১০-১২), (খ) কনের প্রশংসা জ্ঞাপন (পদ ১৩-১৫)।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, শোশন্নীম। কোরহ-সন্তানদের। মস্কীল। প্রেম-গীত।

১ আমার হৃদয়ে শুভকথা উথলে উঠছে;
আমি রাজার বিষয়ে আমার রচনা বিবৃত করবো;
আমার জিহ্বা দক্ষ লেখকের লেখনীস্বরূপ।
২ তুমি মানুষের চেয়ে পরম সুন্দর;
তোমার ওষ্ঠাধর থেকে অনুগ্রহ ঝরে পড়ে;
এজন্য ঈশ্বর চিরকালের জন্য তোমাকে আশীর্বাদ করেছেন।
৩ হে বীর, তোমার খড়্গ কোমরে বাঁধ,
তোমার গৌরব ও মহিমা গ্রহণ কর।
৪ আর স্বীয় প্রতাপে কৃতকার্য হও, বাহনে চড়ে যাও,
সত্যের ও ধার্মিকতাযুক্ত নম্রতার পক্ষে,
তাতে তোমার ডান হাত তোমাকে ভয়াবহ কাজ শেখাবে।
৫ তোমার সমস্ত তীর ধারালো,
জাতিরা তোমার পদতলে পতিত হয়,
রাজার শত্রুদের অন্তর বিদ্ধ হয়।
৬ হে ঈশ্বর, তোমার সিংহাসন অনন্তকালস্থায়ী,
তোমার রাজদণ্ড সরলতার দণ্ড।
৭ তুমি ধার্মিকতাকে প্রেম করে আসছ,
দুষ্টতাকে ঘৃণা করে আসছ;
এই কারণ ঈশ্বর, তোমার ঈশ্বর,
তোমাকে অভিষিক্ত করেছেন,
তোমার সখাদের চেয়ে বেশি পরিমাণে আনন্দ তেলে।
৮ গন্ধরস, অগুরু ও দারুচিনিতে তোমার
সকল কোর্তা সুবাসিত হয়,
হাতির দাঁতের প্রাসাদগুলো থেকে
তারযুক্ত সমস্ত যন্ত্র তোমাকে আনন্দিত করেছে।
৯ তোমার মহিলারত্নদের মধ্যে রাজকন্যারা আছেন,
তোমার ডান দিকে দাঁড়িয়ে আছেন রাণী,
ওফীরের সোনা দিয়ে সেজে আছেন।
১০ বৎস, শোন, দেখ, কান দাও;
তোমার জাতি ও তোমার পিতৃকুল ভুলে যাও।
১১ তাতে রাজা তোমার সৌন্দর্য বাসনা করবেন;
কেননা তিনিই তোমার প্রভু, তুমি তাঁর কাছে প্রণিপাত কর।
১২ সোর-কন্যা উপঢৌকন নিয়ে আসবেন,
ধনী লোকেরা তোমার কাছে বিনতি করবেন।

গীত ৪৫ : ক্রশরেফারেন্স

[৪৫:১] শলো ১:১
[৪৫:২] লূক ৪:২২
[৪৫:২] গীত ২১:৬
[৪৫:৩] দ্বি.বি. ৩২:৪১; গীত ১৪৯:৬; প্রকা ১:১৬
[৪৫:৩] ২শমূ ১:১৯
[৪৫:৩] ইয়োব ৪০:১০; গীত ২১:৫
[৪৫:৪] প্রকা ৬:২
[৪৫:৪] সফ ২:৩
[৪৫:৪] গীত ২১:৮
[৪৫:৪] দ্বি.বি. ৪:৩৪; গীত ৬৫:৫; ৬৬:৩
[৪৫:৫] দ্বি.বি. ৩২:২৩
[৪৫:৫] গণনা ২৪:৮
[৪৫:৫] গীত ৯:১৩; ৯২:৯
[৪৫:৬] আদি ২১:৩৩; বিলাপ ৫:১৯
[৪৫:৭] গীত ৩৩:৫
[৪৫:৭] গীত ১১:৫
[৪৫:৭] গীত ২:২; যিশা ৪৫:১; ৬১:১; সখ ৪:১৪
[৪৫:৭] গীত ২৩:৫; ইব ১:৮-৯
[৪৫:৮] হিতো ২৭:৯; শলো ১:৩; ৪:১০
[৪৫:৮] আদি ৩৭:২৫
[৪৫:৮] গণনা ২৪:৬; যোহন ১৯:৩৯
[৪৫:৮] যাত্রা ৩০:২৪
[৪৫:৮] ১রাজা ২২:৩৯
[৪৫:৮] গীত ১৪৪:৯; ১৫০:৪; যিশা ৩৮:২০
[৪৫:৯] শলো ৬:৮
[৪৫:৯] ১রাজা ২:১৯
[৪৫:৯] যিশা ৬২:৫
[৪৫:৯] আদি ১০:২৯
[৪৫:১০] রূত ১:১১
[৪৫:১০] যিরি ৫:১
[৪৫:১০] রূত ১:১৬
[৪৫:১১] ইষ্টের ১:১১; বিলাপ ২:১৫
[৪৫:১১] ইফি ৫:৩৩
[৪৫:১১] ১পিতর ৩:৬
[৪৫:১২] যিহো ১৯:২৯
[৪৫:১২] ১রাজা ৯:১৬; ২বংশা ৯:২৪

১৩ রাজকন্যা অন্তঃপুরে সর্বতোভাবে সুশোভিতা;
তাঁর পোশাক সোনার সুতায় বোনা রয়েছে।
১৪ তাঁকে সূচীশিল্পীত কোর্তা পরিয়ে
রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হবে,
তাঁর পিছনে থাকা সহচরী কুমারীদেরকে
তোমার কাছে নেওয়া যাবে।
১৫ তারা আনন্দে ও উল্লাসে আনীতা হবে,
তারা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করবে।
১৬ তোমার পিতৃপুরুষদের পরিবর্তে তোমার পুত্রেরা থাকবে;
তুমি তাদের সমস্ত পৃথিবীতে শাসনকর্তা করবে।
১৭ আমি তোমার নাম সমস্ত বংশ পরম্পরায় স্মরণ করাব,
এজন্য জাতিরা যুগে যুগে চিরকাল তোমার প্রশংসা করবে।

[৪৫:১৩] যিশা ৬১:১০
[৪৫:১৩] যাত্রা ৩৯:৩
[৪৫:১৪] বিচার ৫:৩০
[৪৫:১৪] ইষ্টের ২:১৫
[৪৫:১৪] শলো ১:৩
[৪৫:১৫] ইষ্টের ৮:১৭
[৪৫:১৬] ১শমূ ২:৮; গীত ৬৮:২৭; ১১৩:৮
[৪৫:১৭] যাত্রা ৩:১৫; গীত ৩৩:১১; ১১৯:৯০; ১৩৫:১৩
[৪৫:১৭] গীত ১৩৮:৪
[৪৫:১৭] গীত ২১:৪; প্রকা ২২:৫

গীত ৪৫ এর নোটসমূহ

শিরোনাম প্রধান বাদ্যকরের জন্য: গীত ৪ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। **স্বর, শোশন্নীম:** গীত ৯ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। শোশন্নীম শব্দের অর্থ লিলি ফুল। সম্ভবত শোশন্নীম শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে "আইন-কানুনের পুষ্প বা সৌন্দর্য" যা গীত ৬০; ৮০ অধ্যায়ের শিরোনামে পাওয়া যায়। **কোরহ-সন্তানদের:** গীত ৪২ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। **মস্কীল:** গীত ৩২ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। **প্রেম-গীত:** গীত ৩০ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

৪৫:১ ১৭ পদ দেখুন, যেখানে বক্তা (এই গীতের মধ্য দিয়ে) বিনতি জানাচ্ছেন যেন সর্ব যুগের সমস্ত প্রজন্মের অন্তরে রাজার স্মৃতি অটুট থাকে এবং জাতিগণ যেন সব সময় তাঁর প্রশংসা করে। **হৃদয়:** ৪:৭ পদের নোট দেখুন।

৪৫:২ তুমি মানুষের চেয়ে পরম সুন্দর। যিনি গুণে ও সৌন্দর্যে সাধারণ মানুষের চেয়ে বহু গুণে শ্রেষ্ঠ, যেমনটা একজন রাজার হওয়া উচিত (১ শমূয়েল ৯:২; ১৬:১৮) – কিন্তু বস্তুত তিনি যে কোন মানুষের চেয়ে ঢের বেশি সৌন্দর্যে পূর্ণ ছিলেন, যেমনটা হয়ে থাকেন স্বর্গদূতগণ (৬ পদের নোট দেখুন)। **তোমার ওষ্ঠাধর থেকে আশীর্বাদ ঝরে পড়ে:** হিতোপদেশ ২২:১১; উপদেশক ১০:১২ পদ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন যিশাইয় ৫০:৪; লূক ৪:২২; আরও দেখুন পদ ১৬, যেখানে বলা হয়েছে একজন রাজার পরম্পরা ধরে রাখবে তার রাজপুত্রগণ। **চিরকালের জন্য:** ৬ পদের নোট দেখুন।

৪৫:৩-৫ তোমার খড়্গ নিয়ে বিজয়ীর ভঙ্গিতে এগিয়ে যাও, যা ন্যায্য তা সাধন কর এবং নিজেকে গৌরবের পোশাকে সুসজ্জিত কর – তোমার রাজত্ব যেন তোমার বিবাহের এই জাঁকজমকপূর্ণ পোশাকের চেয়েও বেশি মহিমান্বিত হয় (পদ ৮)।

৪৫:৩ তোমার গৌরব ও মহিমা গ্রহণ কর। আক্ষরিক অর্থে এখানে গৌরব ও মহিমা পরিধান করার কথা বলা হয়েছে। ১০৯:২৯ পদের নোট দেখুন। **গৌরব ও মহিমা:** ২১:৫ পদের নোট দেখুন।

৪৫:৪ ধার্মিকতা। ৩৭:৬; সখরিয় ৭:৯ পদের নোট দেখুন; এর সাথে দেখুন আমোস

পুস্তকের ভূমিকা: ধর্মতত্ত্বীয় বিষয়বস্তু এবং মূল বার্তা। **ভয়াবহ কাজ:** ৬৬:৫; ১০৬:২২; ১৪৫:৬ পদ দেখুন।

৪৫:৫ জাতিরা তোমার পদতলে পতিত হয়। ২:৮-৯; ১১০:১-২, ৫-৬ পদ দেখুন।

৪৫:৬ হে ঈশ্বর। সম্ভবত এখানে রাজার সিংহাসনকে ঈশ্বরের সিংহাসন বলা হয়েছে, কারণ তিনি ঈশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত প্রতিনিধি। কিন্তু সেই সাথে এই সম্ভাবনাও প্রবল যে, স্বয়ং রাজাকেই "ঈশ্বর" হিসেবে সম্বোধন করা হচ্ছে। দায়ূদের রাজবংশের রাজা ("সদাপ্রভুর অভিষিক্ত," ২ শমূয়েল ১৯:২১) ঈশ্বরের সাথে বিশেষ সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়ার কারণে তাঁর সিংহাসনে অধিষ্ঠানকালে ঈশ্বরের "সন্তান" নামে আখ্যাত হয়েছিলেন (২:৭; ২ শমূয়েল ৭:১৪; ১ বংশাবলি ২৮:৬ পদ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন গীত ৮৯:২৭ পদ)। এই গীতে রাজাকে যেভাবে প্রশংসিত করা হয়েছে এবং তাঁর গৌরব ও প্রতাপের কথা যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে (পদ ৩), তাতে করে তাঁকেই "ঈশ্বর" নামে আখ্যাত করে সম্মানিত করা হয়েছে এমন ভাবাটা অযৌক্তিক কিছু নয় (যিশা ৯:৬ পদের সাথে তুলনা করুন)। দায়ূদের রাজবংশের রাজা সম্পর্কে এ ধরনের কথা তখনই সবচেয়ে ভাল মানায় যখন তা যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে বলা হয়, যেমনটা ইব্রীয় পুস্তকের লেখক করেছেন (ইব্রীয় ১:৮-৯)। মিসরের ফৌরণদেরকে অনেক সময় কনানে তাদের বশবর্তী প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও রাজারা "আমার ঈশ্বর, তথা আমার প্রভু" বলে সম্বোধন করতেন, যা অমর্ণার পত্রে প্রামাণ্য হিসেবে পাওয়া যায়। **অনন্তকালস্থায়ী:** পদ ২, ১৭ দেখুন। সাধারণত রাজাদের প্রতি এ ধরনের ভাষা ব্যবহার করা হত (২১:৪ পদের নোট দেখুন)। এখানে দায়ূদের সাথে ঈশ্বরের কৃত চুক্তির প্রতিজ্ঞাকে আরও গুরুত্বের সাথে প্রকাশের জন্য এই ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে (৮৯:৪, ২৯, ৩৬; ১৩২:১২; ২ শমূয়েল ৭:১৬ পদ দেখুন)। দায়ূদের বংশধর যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে এই বাণী পূর্ণতা পেয়েছে।

৪৫:৭ সখা। সঙ্গী; রাজাদের রাজকীয় মেহমান, যারা সাধারণত ভিন্ন দেশ থেকে আসতেন। **আনন্দ তেল:** বিবাহের দিনে রাজার মাথা ও দেহ যে তেল দ্বারা অভিষিক্ত করা হয়েছে তার চেয়েও সুগন্ধীযুক্ত ও আনন্দময় এক তেল দ্বারা ঈশ্বর রাজাকে অভিষিক্ত করেছেন, যাকে আনন্দ নামে প্রকাশ করা হয়েছে (২৩:৫; যিশাইয় ৬১:৩ পদের নোট দেখুন)।

৪৫:৮-৯ রাজার বিবাহের মহিমা।

৪৫:৮ গন্ধরস। আদি ৩৭:২৫; শলোমন ১:১৩ পদের নোট দেখুন। **অগুরু:** শলোমন ৪:১৪ পদের নোট দেখুন। **দারুচিনি:** যাত্রা ২৫:৬ পদের নোট দেখুন। **হাতির দাঁতের প্রাসাদ:** ১ রাজাবলি ২২:৩৯; আমোস ৩:১৫; ৬:৪ পদ দেখুন।

৪৫:৯ রাজকন্যারা। হতে পারে রাজকীয় হেরেমের অন্তর্ভুক্ত নারীরা (১ রাজাবলি ১১:১-৩) কিংবা বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ, যারা বিদেশী রাজাদের কন্যা ও প্রতিনিধি। **ওফীরের সোনা:** অর্থাৎ সবচেয়ে নিখুঁত সোনা দিয়ে তারা সুসজ্জিত রয়েছেন (আদি ১০:২৯; ১ রাজাবলি ৯:২৮ পদের নোট দেখুন)।

৪৫:১০-১২ রাজার বধূর কথা।

৪৫:১০-১১ তোমার রাজার প্রতি সম্পূর্ণ বাধ্য ও বশীভূত হও।

৪৫:১২ সোর-কন্যা। আক্ষরিক অর্থে "টায়ার নগরী" বোঝানো হয়েছে; এখানে নগরীকে

ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে (২ রাজাবলি ১৯:২১ পদের নোট দেখুন)। সোরের রাজা সর্ব প্রথম বিদেশী শাসক যিনি রাজা দায়ূদের রাজত্ব ও রাজবংশকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন (২ শমূয়েল ৫:১১ পদ দেখুন) এবং রাজা শলোমনের আমলে সোরের সাথে ইস্রায়েলের অত্যন্ত সুসম্পর্ক বজায় ছিল (১ রাজাবলি ৫; ৯:১০-১৪, ২৬-২৮)। ভূমধ্যসাগরের অন্যতম প্রধান একটি বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে সোর নগরী সম্পদের জন্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল (যিশাইয় ২৩; ইষ্রা ২৬:১–২৮:১৯ দেখুন)। **ধনী লোকেরা:** টায়ার ও অন্যান্য বিত্তশালী নগরী থেকে আসা ব্যক্তিরা। **তোমার কাছে বিনতি করবেন:** যেন রাজার স্ত্রী হিসেবে তুমি তাদের উপরে তোমার অনুগ্রহ বর্ষণ কর। যদি সত্যিই তুমি তোমার স্বামী রাজাকে পরিপূর্ণভাবে সম্মান কর তাহলে এই সকল সম্মান একান্তভাবে তোমারই হবে।

৪৫:১৩-১৫ রাজার কনের মহিমা।

৪৫:১৪ সহচরী কুমারী। রাজার কনেরও "সখী" রয়েছে (পদ ৭), যারা সম্ভবত তার স্থায়ী সহচরী তথা সাহায্যকারী হিসেবে নিযুক্ত ছিল।

৪৫:১৬ তোমার। অর্থাৎ রাজা। **পিতৃগণের পরিবর্তে:** অর্থাৎ রাজবংশের প্রজন্মের ধারাবাহিকতায় রাজার পুত্র রাজা হবে। সম্ভবত এখানে এটাও বোঝানো হয়েছে যে, পুত্র তার পিতার সম্মানও লাভ করবে (২ পদের নোট দেখুন)। **সারা পৃথিবী:** আক্ষরিক অর্থে "দেশ" বোঝানো হয়েছে।

৪৫:১৭ ১ পদের নোট দেখুন। চিরকাল। ৬ পদের নোট দেখুন।

উপসংহার: মশীহের সম্মান ও শক্তি, তাঁর ক্ষমতা এবং মহিমা এবং তাঁর সঙ্গে যারা তাঁর রাজ্যে থাকবে তাদের ভবিষ্যতের ছবি হিসেবে দেখানো হয়েছে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. গীতরচক তাঁর জিহ্বা সম্পর্কে কি বলেছেন?
২. যীশু খ্রীষ্টের সিংহাসনের বিষয়ে কি ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়া হয়েছে?
৩. কখন গীতরচক রাজার কথা মনে করেছিলেন?
৪. ভবিষ্যতে আপনি কি মশীহের রাজ্যে স্থান পাবেন? কেন পাবেন বলে মনে করেন?

গীত ৪৬

মহাকষ্ট থেকে উদ্ধার এবং তার পরে যা আসবে

ভূমিকা: গীত ৪৬-৪৮ অধ্যায় হল আরেকটি গীত সঙ্কলন, যেখানে একটি বিপদসঙ্কুল পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতি তাঁর মনোনীত জাতির লোকদের নির্ভরতা ও আস্থার কথা প্রকাশ পেয়েছে। গীত ৪৬ ও ৪৮ অধ্যায়ে মূলত যিরূশালেম নগরীর সুরক্ষার কথা প্রকাশ পেয়েছে, যাকে বলা হয়েছে "আমাদের ঈশ্বরের নগরী" (৪৬:৪; ৪৮:১) এবং গীত ৪৭ অধ্যায়ে "মহান রাজার" বিশ্বব্যাপী রাজত্বের কথা বলা হয়েছে (৪৭:২), যাঁর রাজকীয়

নগরী তথা রাজধানী হচ্ছে যিরূশালেম (৪৮:২)।
গীত ৪৬ অধ্যায়ে ঈশ্বরের নগরী যিরূশালেমের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা করা হয়েছে। এখান থেকে উদ্দীপ্ত হয়েই মার্টিন লুথার কিং তাঁর বিখ্যাত গান "আ মাইটি ফ্রোর্ট্রেস ইজ আওয়ার গড" রচনা করেছিলেন, পদ ৭, ১১ দেখুন। বিষয়বস্তুগত দিক থেকে এই গীতটি গীত ৪৮ অধ্যায়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত (গীত ৭৬; ৮৭ অধ্যায়ও দেখুন), অপরদিকে গীত ৪৭ অধ্যায়ে সমগ্র পৃথিবীর উপরে ঈশ্বরের বিজয়ী রাজত্বের মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে। সম্ভবত "ঈশ্বরের নগরী" (পদ ৪), অর্থাৎ এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজকীয় নগরী তথা রাজধানী সম্পর্কিত গীত হওয়ার কারণে (গীত ৪৮ দেখুন) এই গীতটি হয়ে উঠেছিল ঈশ্বরের রাজ্যের বিজয় সাধনের নিশ্চয়তা উদযাপনের আশা ও আনন্দ সম্বলিত গীত। এই গীতটি মূলত ছিল লিটার্জিক্যাল এবং তা মন্দিরে গাওয়া হত: যিরূশালেম নগরীর অধিবাসীরা (বা তাদের বদলে লেবীয় গীত গায়কদের দল) প্রারম্ভিক অংশটি গাইতো (পদ ১-৩) এবং প্রতি-উত্তরের অংশটি গাইতো (পদ ৭, ১১)। অপরদিকে লেবীয় গায়ক দলের নেতা গীতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশটি গাইতেন (পদ ৪-৬, ৮-১০)। এই কাঠামো অনুসারে ভেতরের বিশেষ ক্রান্তিস্থল ব্যতিরেকে (পদ ৭, ১১) পুরো গীতটি তিনটি সমান্তরাল অংশ নিয়ে রচিত হয়েছে, যার প্রত্যেকটিতে তিনটি করে পদ রয়েছে। এ ধরনের কাঠামো সম্বলিত অন্যান্য গীত দেখুন, গীত ৪২-৪৩ অধ্যায়।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। কোরহ-সন্তানদের। স্বর, অলামোৎ। গীত।

[১] ঈশ্বর আমাদের পক্ষে আশ্রয় ও বল।
তিনি সঙ্কটকালে অতি সুপ্রাপ্য সহায়।
[২] অতএব আমরা ভয় করবো না–
যদিও পৃথিবী পরিবর্তিত হয়,
যদিও পর্বতমালা টলে সমুদ্রের গর্ভে গিয়ে পড়ে।
[৩] তার জল গর্জন করুক, প্রচণ্ড হোক,
তার আস্ফালনে পর্বতমালা কেঁপে ওঠুক। [সেলা]
[৪] একটি নদী আছে তার সমস্ত স্রোত ঈশ্বরের নগরকে,
সর্বশক্তিমানের আবাস-তাম্বুর পবিত্র স্থানকে আনন্দিত করে।
[৫] ঈশ্বর তার মধ্যবর্তী, তা বিচলিত হবে না;
প্রভাতেই ঈশ্বর তার সাহায্য করবেন।
[৬] জাতিরা গর্জন করলো, সমস্ত রাজ্য বিচলিত হল;
তিনি গর্জন করলেন, পৃথিবী গলে গেল।
[৭] বাহিনীগণের সদাপ্রভু আমাদের সহবর্তী;
যাকোবের ঈশ্বর আমাদের আশ্রয়। [সেলা]
[৮] চল, সদাপ্রভুর কার্যকলাপ দেখ,
যিনি পৃথিবীতে ধ্বংস সাধন করলেন।
[৯] তিনি পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত যুদ্ধ নিবৃত্ত করেন;

গীত ৪৬ : ক্রশরেফারেন্স

[৪৬:১] গীত ৯:৯; ৩৭:৩৯; ৬১:৩; ৭৩:২৬; ৯১:২, ৯; ১৪২:৫; যিশা ৩৩:১৬; যিরি ১৬:১৯; ১৭:১৭; যোয়েল ৩:১৬; নহূম ১:৭
[৪৬:২] আদি ৪:৭; গীত ৩:৬
[৪৬:২] গীত ৮২:৫; যিশা ১৩:১৩; ২৪:১, ১৯, ২০; যিরি ৪:২৩; দানি ১১:১৯; আমোষ ৮:১৪; প্রকা ৬:১৪
[৪৬:৩] গীত ৯৩:৩; যিশা ১৭:১৩; যিরি ৫:২২; যিহি ১:২৪; প্রকা ১৯:৬
[৪৬:৩] ইয়োব ৯:২৬
[৪৬:৪] আদি ২:১০; প্রকা ২২:১
[৪৬:৫] দ্বি.বি. ২৩:১৪; গীত ২৬:৮; যিশা ১২:৬; সখ ২:৫
[৪৬:৬] ইয়োব ১২:২৩
[৪৬:৭] ১শমূ ১:১১
[৪৬:৭] আদি ২১:২২
[৪৬:৮] যিশা ১৭:৯; ৬৪:১০; দানি ৯:২৬; লূক ২১:২০
[৪৬:৯] যিশা ২:৪

তিনি ধনুক ভেঙ্গে ফেলবেন, বর্শা খণ্ড খণ্ড করেন,
তিনি সমস্ত রথ আগুনে পুড়িয়ে দেবেন।
১০ তোমরা ক্ষান্ত হও; জেনো, আমেন ঈশ্বর;
আমি জাতিদের মধ্যে উন্নত হব,
আমি পৃথিবীতে উন্নত হব।
১১ বাহিনীগণের সদাপ্রভু আমাদের সহবর্তী;
যাকোবের ঈশ্বর আমাদের আশ্রয়। [সেলা]

[৪৬:৯] যিশা ৯:৫; যিহি ৩৯:৯; হোশেয় ২:১৮
[৪৬:১০] দ্বি.বি. ৪:৩৫; ১রাজা ১৮:৩৬, ৩৯; গীত ১০০:৩; যিশা ৩৭:১৬, ২০; ৪৩:১১; ৪৫:২১; যিহি

গীত ৪৬ এর নোটসমূহ

শিরোনাম প্রধান বাদ্যকরের জন্য: গীত ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **কোরহ-সন্তানদের:** গীত ৪২ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। **স্বর, অলামোৎ:** গীত ৬ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। যেহেতু এই হিব্রু শব্দের অর্থ হচ্ছে "যুবতী নারী," সে কারণে "স্বর, অলামোৎ" কথাটি দিয়ে সম্ভবত বোঝানো হয়েছে কোন যুবতী এই বাদ্যযন্ত্রটি বাজাবে, যখন গীত গায়কেরা মন্দিরে গীতটি গাইতে থাকবে (৬৮:২৫)। **গীত:** গীত ৩০ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

৪৬:১-৩ সদাপ্রভু ঈশ্বরের প্রতি নির্ভয় আস্থা ও বিশ্বাসের এক বিজয়ী সাক্ষ্য, যদিও বা জগৎ পরিবর্তিত হয়ে ও পর্বতমালা চলে সমুদ্রের গর্ভে গিয়ে পড়ে, অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টিজগত বিনাশের উপক্রম হয়েছে এমন মনে হতে পারে (১০৪:৬-৯; আদি ১:৯-১০) এবং মনে হতে পারে যেন সমস্ত বস্তু আবারও আদিতে বিলীন হয়ে যাবে। এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে মূলত ইস্রায়েল জাতির আসন্ন বিপদের আশঙ্কাকেই প্রকাশ করা হয়েছে (৩২:৬ পদের নোট দেখুন), বিশেষ করে তার শত্রুদের কাছ থেকে আগত বিপদের আশঙ্কা (পদ ৬, ৮-১০; ৬৫:৫-৮ দেখুন)।

৪৬:৪-৬ দয়াপ্রাপ্ত সিয়োনের বর্ণনা – ঈশ্বরের নিজ নগরীর উপরে তাঁর শক্তিশালী ও চিরস্থায়ী উপস্থিতির সান্ত্বনাদায়ী ঘোষণা।

৪৬:৪ নদী। যিরূশালেম নগরীতে কোন নদী ছিল না, যেমনটা ছিল থিব্‌স (নাহূম ৩:৮), দামেস্ক (২ রাজাবলি ৫:১২), নীনবী (নহূম ২:৬, ৮) বা বাবিলে)১৩৭:১) – তথাপি যিরূশালেমের অন্য এক ধরনের নদী ছিল। এখানে ৩৬:৮ পদে বর্ণিত "নদী" (উক্ত পদের নোট দেখুন) সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যাখ্যা, যা ঈশ্বরের চিরস্থায়ী ও সঞ্জীবনী আশীর্বাদের ধারা হিসেবে দেখানো হয়েছে। আর এই নদীই যিরূশালেম নগরীকে করে তুলেছে এদোন উদ্যানের মত সমৃদ্ধ (পদ ৫; আদি ২:১০; যিশাইয় ৩৩:২১; ৫১:৩ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ইষ্রা ৩১:৪-৯ পদ)। **ঈশ্বরের নগরী:** পদ ৫ দেখুন; বিশেষ করে গীত ৪৮ অধ্যায় দেখুন। **ঈশ্বরের ... সর্বশক্তিমানের:** অন্য কথায় সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের (৫৭:২ পদ দেখুন; এর সাথে ৩:৭ পদের নোটও দেখুন)। **সর্বশক্তিমান:** আদি ১৪:১৯ পদের নোট দেখুন। **সাক্ষ্য-তাম্বুর পবিত্র স্থান:** ৯:১১ পদের নোট দেখুন।

৪৬:৫ প্রভাতেই। কিংবা বলা যায় "যখন ভোর হয়", অর্থাৎ যে সময়টিতে নগরীর উপরে আক্রমণ আসার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে। তাঁর এই সাহায্য সব সময় নগরীর উপরে বিদ্যমান থাকবে – ভোরের আলো ফোটার সময়ে, এমন কি রাতের প্রতিটি বিপদের

আশঙ্কাকেও তা দূর করে দেবে (৪৪:১৯ পদের নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন যিশাইয় ৩৭:৩৬ পদ)।

৪৬:৬ জাতিরা ... সমস্ত রাজ্য বিচলিত হল। ঈশ্বর বিজয় লাভ করার করণে (পদ ৮-৯; ৪৮:৪-৭)। **গর্জন করলো:** পদ ৩ দেখুন এবং ১-৩ পদের নোট দেখুন; এর সাথে ২:১-৩; প্রকা ১১:১৮ পদও দেখুন। **তিনি গর্জন করলেন:** ২:৫; ৯:৫; যিরমিয় ২৫:৩০; আমোস ১:২; আরও দেখুন ১০৪:৭ পদ। ঈশ্বরের বজ্র শাণিত হয়েছে (গীত ২৯ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন), যে বজ্র তাঁর ক্রোধকে নির্দেশ করে (১৮:১৩; যিশাইয় ২:১০ পদ দেখুন)। **জগৎ গলে গেল:** যেন পুরো জগৎ বজ্র দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে (৯৭:৪-৫ পদ দেখুন)।

৪৬:৭ লোকদের আন্দময় প্রতিক্রিয়া (১১ পদও দেখুন)। **সদাপ্রভু আমাদের সহবর্তী: ১** শমূয়েল ১:৩ পদের নোট দেখুন। **যাকোবের ঈশ্বর: ১**৪:৭ পদের নোট দেখুন।

৪৬:৮-১০ জাতিগণের উপরে ঈশ্বরের বিজয় লাভের পরবর্তী চিরস্থায়ী আশীর্বাদ ও অনুগ্রহের ঘোষণা।

৪৬:৮ চল ... দেখ। পৃথিবীতে ঈশ্বরের বিজয় অবলোকন করার জন্য আহ্বান (৪৮:৮ পদের নোট দেখুন)। **সদাপ্রভুর কার্যকলাপ:** এই অংশটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এ ধরনের গীতসংহিতার দ্বিতীয় খণ্ডে খুব কমই দেখা যায়। **পৃথিবীতে:** অর্থাৎ শত্রুভাবাপন্ন জাতিগণের মধ্যে তিনি ধ্বংস সাধন করলেন।

৪৬:৯ সদাপ্রভুর নগরীর বিপক্ষে আর কোন আক্রমণ আসবে না। এই পদটি দ্বারা সম্ভবত সমগ্র পৃথিবীতে সার্বজনীন শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে (৬৫:৬-৭ পদের নোট দেখুন)। **ভেঙ্গে ফেলবেন ... খণ্ড খণ্ড করেন ... পুড়িয়ে দেবেন:** ৭৬:৩ পদ দেখুন; এর সাথে **১** শমূয়েল ২:৪ পদও দেখুন। ইস্রায়েলের শত্রুদের উপরে খ্রীষ্টের সার্বজনীন বিজয় লাভের বিষয়ে জানতে দেখুন যিশাইয় ৯:২-৭।

৪৬:১০ ঈশ্বর স্বয়ং এখানে কথা বলছেন। অধ্যায়ের এই ক্রান্তিস্থলে এসে ঈশ্বর জাতিগণের উদ্দেশে বাণী রেখেছেন (পদ ৬)। **ক্ষান্ত হও:** এখানে যে হিব্রু শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তার সবচেয়ে উপযুক্ত অর্থ হচ্ছে, "যথেষ্ট হয়েছে!" যেমনটা **১** শমূয়েল ১৫:১৬ পদে দেখা যায়। **জেনো:** অন্য কথায়, "স্বীকার করে নাও।" **আমি ... পৃথিবীতে উন্নত হব:** ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে উদ্ধার ও রক্ষা করতে গিয়ে যে সকল মহান কার্য সাধন করবেন তাতে করে সমগ্র পৃথিবীতে তিনি সর্বশক্তিমান সদাপ্রভু হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবেন, যা গীতসংহিতার অন্যতম প্রধান একটি বিষয় (২২:২৭; ৪৭:৯; ৫৭:৫, ১১; ৬৪:৯; ৬৫:৮; ৬৬:১-৭; ৬৭:২-৫, ৭; ৭৭:১৪; ৮৬:৯; ৯৮:২-৩; ৯৯:২-৩; ১০২:১৫) এবং পুরাতন নিয়মের অন্যান্য আরও বেশ কিছু স্থানে এই ভাবধারাটি দেখা যায় (যাত্রা ৭:৫; ১৪:৪, ১৮; লেবীয় ২৬:৪৫; গণনা ১৪:১৫; **১** শমূয়েল ১৭:৪৬; **১** রাজাবলি ৮:৪১-৪৩; **১** রাজাবলি ১৯:১৯; যিশাইয় ২:২-৩; ১১:১০; ২৫:৩; ৪৯:৬-৭; ৫১:৫; ৫২:১০; ৬০:১-১৪; ৬২:১-২; যিরমিয় ১৬:১৯; ইষ্রা ১৬:১৯; নহিমিয় ২০:৪১; ২৮:২৫; ৩৬:২৩; হবক্কূক ২:১৪)। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্ম, জীবন, কাজ, মৃত্যু, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের জীবনদায়ী ও সুরক্ষাদায়ী অনুগ্রহের সত্যতা পরিপূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়েছে – যা এই পুস্তক রচনার সময়কালে পরিপূর্ণতা পায় নি।

উপসংহার: মহাকষ্ট থেকে উদ্ধার এবং তার পরে যা আসবে তা প্রকাশ করা হয়েছে। মহাকষ্টের পরে মশীহ তাঁর ক্ষমতা ও মহিমার সঙ্গে আসবেন এবং তাঁর রাজ্য স্থাপন করবেন।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. কে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন এবং আমাদের আশ্রয় ও বল কে?
২. আমাদের জীবনে কষ্টের সময়ে ঈশ্বর কোথায় থাকেন বলে মনে করেন?
৩. কে যুদ্ধ বন্ধ করেন? আপনার জীবনে যখন যুদ্ধ বা বিপদ নেমে আসে কে তা বন্ধ করতে পারেন বলে বিশ্বাস করেন? আপনার জীবনে এমন কোন প্রমাণের কথা চিন্তা করতে পারেন কি?

গীত ৪৭

জাতিদের উপরে সদাপ্রভুর শাসন

ভূমিকা: এই গীতটি মহান রাজার উদ্দেশে গাওয়া হয়েছিল, যা গীত ৯২-১০০ অধ্যায়ের গীত সঙ্কলনের মধ্যেও পাওয়া যায়। এখানে গীতটি গীত ৪৬ ও ৪৮ অধ্যায়ের মধ্যে সংযোগ সাধন করেছে। এখানে সিয়োনের উপরে রাজত্বকারী ঈশ্বরকে দেখানো হয়েছে "সমগ্র পৃথিবীর উপরে মহান রাজা" হিসেবে। এর সময়কাল শুরু হয়েছে রাজবংশের সময় থেকে এবং তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎসবের দিনগুলোতে মন্দিরে উপাসনার সময়ে লিটার্জি হিসেবে ব্যবহৃত হত। সম্ভবত এই বিশেষ গীতটি গাওয়া হয়েছিল নিস্তার-পর্বের সময় (লেবীয় ২৩:৩৪ পদ দেখুন), যা রাজা শলোমন কর্তৃক মন্দির উৎসর্গ করার উৎসবও ছিল বটে (১ রাজাবলি ৮:২)। শুরুতে একটি বিশেষ মিছিলের কথা বলা হয়েছে (পদ ৫), যার সাথে গীত ২৪; ৬৮ অধ্যায়ের মিল পাওয়া যায়। পরবর্তী সময়ে যিহূদীদের রীতি অনুসারে এই গীতটি যিহূদী রোশ হাশানাহ্ (নতুন বছরের উদযাপন উৎসব) উৎসবের জন্য সমাজগৃহে ব্যবহৃত লিটার্জি হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী সাধারণত খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের ঘটনাকে স্মরণ করতে এই গীতটি ব্যবহার করতো (পদ ৫)। কাঠামোগত দিক থেকে গীতটিতে একটি প্রারম্ভিক প্রার্থনার জন্য আহ্বান রয়েছে (পদ ১), যার পর পরই রয়েছে তিনটি বিশেষ অংশ যার প্রত্যেকটি রয়েছে তিনটি করে হিব্রু কবিতার লাইন (পদ ২-৪, ৫-৭, ৮-৯) যেখানে ঈশ্বরকে "সমস্ত পৃথিবীর উপরে মহান রাজা" হিসেবে গৌরব ও প্রশংসা করা হয়েছে (পদ ৭)।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। কোরহ-সন্তানদের সঙ্গীত।

গীত ৪৭ : ক্রশরেফারেন্স

[৪৭:১] রাজা ১১:১২
[৪৭:১] গীত ৩৩:৩

১ হে সমস্ত জাতি, করতালি দাও;
আনন্দরবে ঈশ্বরের উদ্দেশে জয়ধ্বনি কর।

২ কেননা সর্বশক্তিমান সদাপ্রভু ভয়াবহ,
তিনি সমস্ত পৃথিবীর উপরে মহান রাজা।
৩ তিনি লোকবৃন্দকে আমাদের অধীন করেন,
জাতিদেরকে আমাদের পায়ের তলায় রাখেন।
৪ তিনি আমাদের জন্য আমাদের অধিকার মনোনীত করেন;
তা যাকোবের গর্বের বিষয়, যাকে তিনি প্রেম করলেন। [সেলা]
৫ ঈশ্বর জয়ধ্বনির উচ্চরব সহকারে,
সদাপ্রভু তূরীধ্বনির উচ্চরব সহকারে, উপরে উঠে গেলেন।
৬ ঈশ্বরের উদ্দেশে স্তবগান কর, স্তবগান কর;
আমাদের রাজার উদ্দেশে স্তবগান কর, স্তবগান কর।
৭ কেননা ঈশ্বর সমস্ত পৃথিবীর রাজা;
বুদ্ধি সহযোগে তাঁর স্তবগান কর।
৮ ঈশ্বর জাতিদের উপরে রাজত্ব করেন;
ঈশ্বর তাঁর পবিত্র সিংহাসনে উপবিষ্ট।
৯ জাতিদের প্রধানেরা একত্রিত হয়েছেন,
অব্রাহামের ঈশ্বরের লোক হিসেবে একত্রিত হয়েছেন;
কারণ পৃথিবীর সমস্ত ঢাল ঈশ্বরের;
তিনি অতিশয় উন্নত।

[৪৭:২] আদি ১৪:১৮
[৪৭:২] দ্বি.বি. ৭:২১
[৪৭:২] গীত ২:৬; ৪৮:২; ৯৫:৩; মথি ৫:৩৫
[৪৭:৩] গীত ১৮:৩৯, ৪৭; যিশা ১৪:৬
[৪৭:৪] গীত ২:৮; ১৬:৬; ৭৮:৫৫; ১পিতর ১:৪
[৪৭:৪] আমোষ ৬:৮; ৮:৭
[৪৭:৫] গীত ৬৮:১৮; ইফি ৪:৮
[৪৭:৫] ইয়োব ৮:২১; গীত ১০৬:৫
[৪৭:৫] গণনা ১০:২; ২শমূ ৬:১৫
[৪৭:৬] ২শমূ ২২:৫০
[৪৭:৭] সখ ১৪:৯
[৪৭:৭] ১বংশা ১৬:৭; কল ৩:১৬
[৪৭:৮] ১বংশা ১৬:৩১
[৪৭:৮] ১রাজা ২২:১৯; গীত ৯:৪; প্রকা ৪:৯
[৪৭:৯] ইয়োব ২৫:২
[৪৭:৯] গীত ৪৬:১০; ৯৭:৯

গীত ৪৭ এর নোটসমূহ

শিরোনাম গীত ৪২ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

৪৭:১-৪ সমস্ত জাতিদেরকে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের উদ্দেশে আনন্দ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে, যিনি সমস্ত পৃথিবীর উপরে প্রভুত্ব করেন – পুরাতন নিয়মে জাতিগণের কাছে সুসমাচার প্রচারের পূর্বাভাস (৯ পদ; ৯:১ পদের নোট দেখুন)।

৪৭:১ করতালি দাও। যখন রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট হবেন (২ রাজাবলি ১১:১২ দেখুন; আরও দেখুন ৯৮:৮) কিংবা অন্য যে কোন সময়ে আনন্দ প্রকাশের জন্য (যিশা ৫৫:১২ পদ দেখুন)। **জয়ধ্বনি:** ১ রাজাবলি ১:৪০; ২ রাজাবলি ১১:১৪ পদ দেখুন।

৪৭:২-৩ সমস্ত পৃথিবীর সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁর মনোনীত জাতি ইস্রায়েলের নিয়তি নির্ধারণ করেছেন (১০৫:৬; ১৩৫:৪; যাত্রা ৯:২৯; ১৫:১-১৮; ১৯:৫-৬; দ্বিতীয় বিবরণ ৭:৬; ১৪:২; যিশাইয় ৪১:৮ পদ দেখুন)।

৪৭:২ সর্বশক্তিমান সদাপ্রভু ভয়াবহ। ৬৮:৩৫; ৮৯:৭; ৯৯:৩; ১১১:৯ পদ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ৪৫:৪ পদের নোট। আদি ১৪:১৯ পদের নোট দেখুন। **মহান রাজা:** অনেক সময় আশেরিয়ার সম্রাটদের সম্বোধন করতে এই উপাধিটি ব্যবহার করা হত (২ রাজাবলি ১৮:১৯ পদের নোট দেখুন)।

৪৭:৩ ২ শমূয়েল ৫:১৭-২৫; ৮:১-১৪; ১০ পদ দেখুন।

৪৭:৪ অধিকার। প্রতিজ্ঞাত দেশ (আদি ১২:৭; ১৭:৮; যাত্রা ৩:৮; দ্বিতীয় বিবরণ ১:৮; যিরমিয় ৩:১৮)। **গর্বের বিষয়:** যা যাকোবকে সবচেয়ে বেশি আনন্দিত করে। **যাকোব:**

১৪:৭ পদের নোট দেখুন।

৪৭:৫-৬ গীতটির কেন্দ্রস্থল (৬:৬ পদের নোট দেখুন)। এই পদগুলো মন্দিরে ঈশ্বরের লিটার্জিক্যাল আরোহণ প্রকাশ করে – সম্ভবত তা উপস্থাপিত হয়েছে মন্দিরে ব্যবস্থা সিন্দুক নিয়ে প্রবেশের জন্য আরোহণের মধ্য দিয়ে। সাক্ষ্য-সিন্দুক হচ্ছে ঈশ্বরের সিংহাসনের প্রতীক; মন্দির হচ্ছে তাঁর স্বর্গীয় আবাসস্থলের জাগতিক প্রতীক (গীত ২৪; ৬৮ অধ্যায় দেখুন)।

৪৭:৫ জয়ধ্বনি ... তূরীধ্বনির উচ্চরব। ১ পদের নোট দেখুন। **তূরী:** ভেড়ার শিং দিয়ে তৈরি করা বিশেষ বাদ্যযন্ত্র, এখানে তা ব্যবহৃত হয়েছে রাজা হিসেবে ঈশ্বরের উপস্থিতি ঘোষণা করতে (৯৮:৬; যাত্রা ১৯:১৬, ১৯; যিহোশূয় ৬:৪ পদ দেখুন)।

৪৭:৭-৯ সমস্ত পৃথিবীর শাসক হিসেবে ঈশ্বরের সিংহাসনে আরোহণের বর্ণনা।

৪৭:৭ ঈশ্বর সমস্ত পৃথিবীর রাজা। দেখুন ২ শমূয়েল ১৫:১০; ২ রাজাবলি ৯:১৩; যিশাইয় ৫২:৭। **প্রশংসা-গীত:** হিব্রু ভাষায় মস্কীল; গীত ৩২ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

৪৭:৮ ঈশ্বর তাঁর পবিত্র সিংহাসনে উপবিষ্ট। মন্দিরের মহা পবিত্র স্থানে, যেখানে থেকে তিনি তাঁর হাতের ইশারায় পুরো পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করেন (যিরমিয় ১৭:১২ পদ দেখুন)। প্রকাশিত বাক্য পুস্তকে এই পদটি বার বার প্রতিধ্বনিত হয়েছে (প্রকা ৪:৯, ১০; ৫:১, ৭, ১৩; ৬:১৬; ৭:১০, ১৫; ১৯:৪ পদ দেখুন)।

৪৭:৯ জাতিগণ স্বীকার করছে যে, ইস্রায়েলের ঈশ্বর হলেন মহান রাজা। ঈশ্বরের বিধানই চূড়ান্ত ও সর্বাগ্রে মান্য (৪৬:১০ পদের নোট দেখুন)। **অব্রাহামের ঈশ্বরের লোক:** এভাবেই অব্রাহামের প্রতি ঈশ্বরের কৃত শপথ পরিপূর্ণতা লাভ করবে (আদি ১২:২-৩ পদের নোট দেখুন; এর সাথে ১৭:৪-৬; ২২:১৭-১৮ পদও দেখুন)। **জাতিদের প্রধানেরা:** দেখুন ৩:৩ পদের নোট; এর সাথে তুলনা করুন যিশাইয় ২:২; ৫৬:৭ পদ।

উপসংহার: রাজা মশীহ তাঁর উদ্ধার-করা লোকদের মধ্যে তাঁর রাজ্যে দেখা যায়। মশীহ যে লোকদের মূল্য দিয়ে কিনে নিয়েছেন তারা তাঁর প্রশংসা করে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. কিভাবে আমরা প্রভু সদাপ্রভুর প্রশংসা ও তাঁর স্তব করতে পারি?
২. আজকে মণ্ডলীগুলোতে কিভাবে প্রভুর প্রশংসা করলে তিনি খুশি হন?
৩. কে জাতিদের উপর শাসন করেন? ঈশ্বর কি আপনার জাতির উপর রাজত্ব করেন?
৪. তিনি কি আপনার জীবনে রাজত্ব করেন? সেজন্য কি আপনি তাঁর প্রশংসা করেন? কিভাবে করেন?

গীত ৪৮

ঈশ্বর সদাপ্রভুর শহর সিয়োন

ভূমিকা: সিয়োনের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার উদযাপন (বিশ্বাস ও নির্ভরতার দৃষ্টি থেকে),

যেহেতু এই নগরী স্বয়ং মহান রাজা সদাপ্রভু ঈশ্বরের নগরী। সম্ভবত মন্দিরে সমবেত জনতার মুখ স্বরূপ হয়ে লেবীয় গায়কদের দল এই গীতটি গাইতেন। গীতটির কাঠামো এবং বিষয়বস্তু খুব চমৎকারভাবে মিলে গেছে। প্রথম ও শেষ পদটি এক সাথে মিলে পুরো গীতটির একটি কাঠামো নির্দেশ করেছে, যেখানে সিয়োনের ঈশ্বরের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি সর্বোতভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অধ্যায়ের কেন্দ্রস্থিত পদটি, অর্থাৎ ৮ পদে (৬:৬ পদের নোট দেখুন), গীতটির মূল বিষয়টিকে এক কথায় প্রকাশ করা হয়েছে। চারটি অংশ রয়েছে এখানে, হিব্রু সংস্করণে যা সমানুক্রমিক ধারায় বিন্যস্ত হয়েছে, অর্থাৎ তিনটি লাইন, চারটি লাইন, তিনটি লাইন – এভাবে। এই চারটি অংশ মূল বিষয়বস্তুটিকে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছে: (১) ঈশ্বরের দুর্ভেদ্য দুর্গ সিয়োনের চমৎকার সৌন্দর্য (পদ ২-৩); (২) শত্রুদের সব ধরনের আক্রমণের নিষ্ফলতা (পদ ৪-৭); (৩) ঈশ্বরের উদ্ধারকারী কাজের জন্য সিয়োনের আনন্দ (পদ ৯-১১) – এর সাথে দ্বিতীয় অংশটি সংযুক্ত; (৪) দুর্ভেদ্য দুর্গ নগরী সিয়োন (পদ ১২-১৩) – এই অংশটি প্রথম অংশটির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। চারটি অংশ বিশেষ ভাবে চারটি দিকে আলোকপাত করে (২, ৭, ১০, ও ১৩ পদের নোট দেখুন) – যার মূল বক্তব্য হল নগরীটি সব ধরনের আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত।

গীত। কোরহ-সন্তানদের সঙ্গীত।

১ সদাপ্রভু মহান ও অতীব প্রশংসনীয়,
আমাদের ঈশ্বরের নগরে, তাঁর পবিত্র পর্বতে।
২ রমণীয় উচ্চভূমি, সমস্ত পৃথিবীর আনন্দস্থল,
উত্তর প্রান্তস্থিত সিয়োন পর্বত, মহান রাজার পুরী।
৩ ঈশ্বর, তার অট্টালিকাগুলোর মধ্যে,
উচ্চদুর্গ বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন।
৪ কেননা দেখ, রাজারা সভাস্থ হয়েছিলেন;
তাঁরা একসঙ্গে চলে গেলেন;
৫ তাঁরা দেখলেন, অমনি স্তম্ভিত হলেন,
ভীষণ ভয় পেলেন, শীঘ্র পালিয়ে গেলেন।
৬ ঐ স্থানে তাঁরা ভয়ে কেঁপে উঠলেন,
প্রসবকারিণীর মত মহাযন্ত্রণায় কাতর হলেন।
৭ তুমি পূর্বীয় বায়ু দ্বারা তর্শীশের জাহাজগুলো
ভগ্ন করে থাক।
৮ আমরা যা শুনেছিলাম,
তা দেখেছি বাহিনীগণের সদাপ্রভুর নগরে,
আমাদের ঈশ্বরের নগরে;
ঈশ্বর তা চিরকালের জন্য সুস্থির করবেন। [সেলা]
৯ আমরা তোমার অটল প্রেম ধ্যান করেছি,
হে ঈশ্বর, তোমার মন্দিরের অভ্যন্তরে।

গীত ৪৮ : ক্রশরেফারেন্স

[৪৮:১] গীত ৮৬:১০; ৯৬:৪; ৯৯:২; ১৩৫:৫; ১৪৭:৫; যিরি ১০:৬
[৪৮:১] ২শমূ ২২:৪; ১বংশা ১৬:২৫; গীত ১৮:৩
[৪৮:১] গীত ৪৬:৪
[৪৮:১] দ্বি.বি. ৩৩:১৯; গীত ২:৬; ৮৭:১; যিশা ১১:৯; ৩২:১৬; যিরি ৩১:২৩; দানি ৯:১৬; মীখা ৪:১; সখ ৮:৩
[৪৮:২] গীত ৫০:২; বিলাপ ২:১৫; যিহি ১৬:১৪
[৪৮:২] যিহো ১৩:২৭
[৪৮:২] গীত ২:৬
[৪৮:২] মথি ৫:৩৫
[৪৮:৩] পদ ১৩; গীত ১২২:৭
[৪৮:৩] গীত ১৮:২
[৪৮:৪] ২শমূ ১০:১-১৯
[৪৮:৫] যাত্রা ১৫:১৬; যিশা ১৩:৮; যিরি ৪৬:৫; দানি ৫:৯
[৪৮:৬] ইয়োব ৪:১৪
[৪৮:৬] আদি ৩:১৬
[৪৮:৭] আদি ১০:৪; ১রাজা ১০:২২; ২২:৪৮
[৪৮:৭] আদি ৪১:৬
[৪৮:৮] যিরি ২৩:৬; সখ ৮:১৩; ১৪:১১
[৪৮:৯] গীত ৩৯:৩
[৪৮:৯] গীত ৬:৪

১০ যেমন তোমার নাম, হে ঈশ্বর,
তেমনি তোমার প্রশংসা পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত উচ্চারিত হয়;
তোমার ডান হাত ধর্মশীলতায় পরিপূর্ণ।
১১ সিয়োন পর্বত আনন্দ করুক,
যিহূদার কন্যারা উল্লসিত হোক,
তোমার ন্যায়বিচারের জন্য।
১২ তোমরা সিয়োনকে প্রদক্ষিণ কর, তার চারদিকে ভ্রমণ কর,
তার সমস্ত উচ্চগৃহ গণনা কর,
১৩ তার দৃঢ় প্রাচীরে মনোযোগ দাও,
তার অট্টালিকাগুলোর মধ্যে দৃষ্টিপাত কর,
যেন ভাবী বংশের কাছে তার বর্ণনা করতে পার।
১৪ কেননা এই ঈশ্বর অনন্তকালের জন্য আমাদের ঈশ্বর;
তিনি চিরকাল আমাদের পথ প্রদর্শক হবেন।

[৪৮:১০] যাত্রা ৬:৩; যিহো ৭:৯
[৪৮:১০] ১শমূ ২:১০; গীত ২২:২৭; ৬৫:৫; ৯৮:৩; ১০০:১; যিশা ১১:১২; ২৪:১৬; ৪২:১০; ৪৯:৬
[৪৮:১১] গীত ৯৭:৮
[৪৮:১২] যিহি ৩:১
[৪৮:১৩] ২শমূ ২০:১৫; যিশা ২৬:১; বিলাপ ২:৮; হবক্ ২:১
[৪৮:১৩] পদ ৩
[৪৮:১৩] গীত ৭১:১৮; ৭৮:৬; ১০৯:১৩
[৪৮:১৪] গীত ২৫:৫; ৭৩:২৪; হিতো ৬:২২; যিশা ৪৯:১০; ৫৭:১৮; ৫৮:১১

গীত ৪৮ এর নোটসমূহ

শিরোনাম গীত: গীত ৩০ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **কোরহের-সন্তান:** গীত ৪২ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

৪৮:১ আমাদের ঈশ্বরের নগরে, তাঁর পবিত্র পর্বতে। ৪৬:৪ পদ দেখুন। **আমাদের ঈশ্বর:** এই গীতে এই সম্বোধনটি শুধুমাত্র এই পদে, গীতের কেন্দ্রে (পদ ৮) এবং শেষে (পদ ১৪) দেখা যায়। **পবিত্র পর্বত:** ৪৩:৩ পদ দেখুন; ২:৬ পদের নোট দেখুন।

৪৮:২-৩ সিয়োন পর্বতের অব্যর্থ অভেদ্যতার বর্ণনা।

৪৮:২ রমণীয়। সিয়োনের ভৌগলিক উচ্চতা এবং তার সুরক্ষিত অবস্থানই হচ্ছে তার সৌন্দর্য (২৭:৪ পদের নোট দেখুন)। **উচ্চভূমি:** যদিও সিয়োন পর্বত তার সমবর্তী অন্যান্য শৃঙ্গের মধ্যে সর্বোচ্চ নয়, তথাপি ঈশ্বরের পর্বত হওয়ার কারণে তা পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ (৬৮:১৫-১৬ পদের নোট দেখুন; যিশাইয় ২:২ পদ দেখুন)। **সমস্ত পৃথিবীর আনন্দস্থল:** সম্ভবত এখানে বোঝানো হচ্ছে অন্যান্য জাতি ও দেশের লোকেরাও সিয়োনকে প্রশংসা করত, যেমনটা করেছিলেন সাবা দেশের রাণী (১ রাজাবলি ১০:১-১৩)। **উত্তর প্রান্তস্থিত সিয়োন পর্বত:** ইস্রায়েলের একেবারে উত্তর সীমান্তে ছিল সাফোন পর্বত, যা ফৈণীকীয়রা তাদের প্রধান দেবতা এল-এর বাসস্থান বলে মনে করত – যেমন অলিম্পাস পর্বত ছিল গ্রীক মহা দেবতা জিউসের আবাসস্থল বা প্রাসাদ। **মহান রাজা:** ৪৭:২ পদের নোট দেখুন।

৪৮:৩ সিয়োনের প্রতিরক্ষা তার সুকঠিন প্রাচীরগুলো নয়, বরং স্বয়ং ঈশ্বর, যা পরবর্তী অংশগুলোতে আরও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে (১২-১৩ পদের নোট দেখুন; সখরিয় ২:৫ পদের নোটও দেখুন)। **তার অট্টালিকাগুলো:** ১৩ পদ দেখুন।

৪৮:৪-৭ শত্রু জাতি ও দেশগুলোর নিষ্ফল আক্রমণ। তারা ভয়ে ও আতঙ্কে পালিয়ে যাবে যখন তারা দেখবে মহান রাজা সিয়োনে উপস্থিত রয়েছেন। সম্ভবত যিহোশাফটের আমলে ঘটা অভ্যুত্থান (২ বংশাবলি ২০ অধ্যায় দেখুন) কিংবা হিষ্কিয়ের সময়ে আশেরীয়দের

গণহত্যা (২ রাজাবলি ১৯:৩৫-৩৬) ইত্যাদি ঘটনা গীত রচয়িতার স্মরণে ছিল।

৪৮:৭ তর্শীশের জাহাজ। ভূমধ্যসাগরের বিখ্যাত বাণিজ্য জাহাজ (১ রাজাবলি ১০:২২ পদের নোট দেখুন)। **পূর্বীয় বায়ু দ্বারা ... ভগ্ন করে থাক:** প্রেরিত ২৭:১৪ পদ দেখুন; ১ রাজাবলি ২২:৪৮ পদও দেখুন। **পূর্বীয়:** উপরের ভূমিকা দেখুন।

৪৮:৮ কেন্দ্রীয় পদ ও মূল বিষয়বস্তু (৬:৬ পদের নোট দেখুন)। **যা শুনেছিলাম ... তা দেখেছি:** এখানে "দেখেছি" কথাটি বেশ নাটকীয়, যেমনটা ইয়োব ৪২:৫ পদে দেখা যায়। তারা শুনেছেন কারণ "আমাদের পূর্বপুরুষেরা আমাদেরকে বলেছেন, তুমি পূর্বকালে তাঁদের সময়ে কাজ করেছিলে" (৪৪:১; আরও দেখুন ৭৮:৩), কিন্তু এখন এই গীতের অভিজ্ঞতা অনুসারে ঈশ্বর তাঁর পবিত্র মন্দিরে উপস্থিত রয়েছেন বলেই তাঁর নগরী সুরক্ষিত রয়েছে। **বাহিনীগণের সদাপ্রভু: ১** শমূয়েল ১:৩ পদের নোট দেখুন। **আমাদের ঈশ্বর: ১** পদের নোট দেখুন।

৪৮:৯-১১ উপাসনাকারীরা আনন্দের সাথে মন্দিরের অভ্যন্তরে উপাসনা করছে ও ঈশ্বরের প্রশংসা করছে, কারণ তিনি সিয়োনের পক্ষে গৌরবের ও মহিমার কাজ সাধন করেছেন।

৪৮:৯ তোমার মন্দিরের অভ্যন্তরে। অর্থাৎ মন্দিরের প্রাঙ্গনে। **অটল ভালবাসা:** ৬:৪ পদের নোট দেখুন। ১০-১১ পদ থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, এখানে ঈশ্বরের যে উদ্ধারকারী কাজের কথা বলা হয়েছে তা তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর লোকদের প্রতি তাঁর প্রতিজ্ঞার পূর্ণতার মধ্য দিয়ে (৩১:২১; ৪০:৯-১০ পদ দেখুন)।

৪৮:১০ নাম। ৫:১১ পদের নোট দেখুন। **প্রান্ত পর্যন্ত:** মন্দির থেকে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত, অর্থাৎ পৃথিবীর সকল স্থানে (৯:১১; ২২:২৭ পদ দেখুন)। **ডান হাত:** হিব্রু ভাষ্য অনুসারে এটি একটি বাগধারা যা দক্ষিণ দিককে বুঝিয়ে থাকে। **ধর্মশীলতা:** ধার্মিকতার কাজ (৪০:৯-১০ পদের নোট দেখুন; এর সাথে ৪:১ পদের নোটও দেখুন)।

৪৮:১১ ন্যায়বিচার: ঈশ্বরের ধার্মিকতার বিচার, যার মধ্য দিয়ে তিনি সিয়োন নগরীকে সুরক্ষিত রাখেন।

৪৮:১২-১৩ লোকেরা সিয়োন নগরীর সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিয়ে সন্তুষ্ট, যা প্রকাশ পায় তারা যা "দেখেছে" সে সংক্রান্ত তাদের বক্তব্য থেকে (পদ ৮)। সিয়োনের "দুর্গ", "উচ্চগৃহ" ও "প্রাসাদের" শক্তি হচ্ছে ঈশ্বরের উপস্থিতি।

৪৮:১৩ ভাবী বংশ। আক্ষরিক অর্থে "পেছনের প্রজন্ম"; হিব্রু বাগধারা অনুসারে "পেছন" বলতে পশ্চিম দিক বোঝানো হয়ে থাকে।

৪৮:১৪ আমাদের ঈশ্বর। ১ পদের নোট দেখুন। **পথ প্রদর্শক:** মহান মেষপালক রাজা (২৩:১, ৩ পদের নোট দেখুন)। **চিরকাল:** অর্থাৎ মৃত্যুর পরও অনন্ত জীবনে।

উপসংহার: জাতিদের বিচার করা এবং মশীহের রাজ্য স্থাপন করা হল। এই পৃথিবীতে মশীহের রাজত্ব কালে যিরূশালেমকে তাঁর রাজধানী হিসেবে দেখা যায়। জাতিদের বিচার করা হয়েছে এবং মশীহের রাজ্য স্থাপন করা হয়েছে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. কে মহান এবং ব্যাপকভাবে কার প্রশংসা করা হয়?
২. আমরা পরবর্তী প্রজন্মের সিয়োন সম্পর্কে কি বলব?
৩. খ্রীষ্টের রাজ্যে আপনার অবস্থান কোথায়? আপনি কি তাঁর সঙ্গে রাজত্ব করবেন? এই প্রসংগে নতুন নিয়ম কি বলে?

গীত ৪৯

দুষ্টদের সংক্ষিপ্ত জীবন এবং তাদের ধন-সম্পদ

ভূমিকা: মূর্খ ধনী ব্যক্তিদের সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ বাণী, যারা তাদের বিশাল ধন সম্পত্তির উপরে নির্ভর করে যেন তারা এই সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে তাদের মঙ্গল ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে (৫২ অধ্যায় দেখুন এবং গীত ৪৯-৫৩ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। লেবীয় ভাবধারার এই গীত রচয়িতা জানতেন যে, ধন সম্পদ ব্যতীত জীবন কেমন (গণনা ১৮:২১-২৪; দ্বিতীয় বিবরণ ১৪:২৭-২৯ পদ দেখুন) এবং তিনি বহু ধনী ব্যক্তিদের ধন সম্পদ সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বভাব লক্ষ্য করেছেন (পদ ৫-৬ পদ দেখুন)। তিনি তাদের বোকামির চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হতে দেখেছেন, আর তাই তিনি তাঁর জ্ঞান সকলের সাথে সহভাগিতা করছেন যেন সকলে সত্য জানতে পারে (পদ ১-২), যেন সম্পদের মোহে যারা নিমগ্ন হয়ে আছে তারা তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। এ ধরনের বোকামির পরিণাম কেবল মৃত্যু, যা থেকে বাঁচার কোন উপায়ই নেই। সব শেষে ধার্মিক ব্যক্তিই তাদের উপরে বিজয় লাভ করবে (পদ ১৪)। অন্যান্য স্থানের মত এই গীতের রচয়িতা হিব্রু ২২টি বর্ণমালার সাথে মিল রেখে ২২টি হিব্রু লাইন বিশিষ্ট গীত রচনা করেছেন। এই গীতটি খুব সম্ভব বন্দীদশার পরবর্তী সময়ে লেখা হয়েছে। গীত ৩৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। কোরহ-সন্তানদের সঙ্গীত।

গীত ৪৯ : ক্রশরেফারেন্স

[৪৯:১] যিশা ১:২
[৪৯:১] গীত ৭৮:১
[৪৯:১] গীত ৩৩:৮
[৪৯:২] গীত ৬২:৯
[৪৯:৩] গীত ৩৭:৩০
[৪৯:৩] গীত ১১৯:১৩০
[৪৯:৪] গীত ৭৮:২; হিতো ১:৬; যিহি ১২:২২; ১৬:৪৪; ১৮:২-৩; লূক ৪:২৩
[৪৯:৪] ১শমূ ১৬:১৬; গীত ৩৩:২
[৪৯:৪] গণনা ১২:৮
[৪৯:৫] গীত ২৩:৪; ২৭:১

১ হে সমস্ত জাতি, তোমরা এই কথা শোন;
জগৎবাসিরা সকলে, কান দাও।
২ সামান্য লোক বা সম্মানিত লোকের সন্তান;
ধনী কি দরিদ্র, নির্বিশেষে শোন।
৩ আমার মুখ প্রজ্ঞার কথা বলবে,
আমার অন্তরের আলোচনা বুদ্ধির ফল হবে।
৪ আমি দৃষ্টান্ত কথায় কান দেব,
বীণাযন্ত্রে আমার গূঢ় কথার ব্যাখ্যা করবো।
৫ সেই বিপদের কালে আমি কেন ভয় করবো,
যখন তাদের অপরাধ আমাকে বেষ্টন করে,
যারা আমাকে বঞ্চনা করে,

৬ যারা নিজেদের ধনে নির্ভর করে,
নিজেদের বিপুল সম্পত্তির জন্য গর্ব করে,
৭ তাদের মধ্যে কেউই কোন মতে ভাইকে মুক্ত করতে পারে না,
কিম্বা তার প্রায়শ্চিত্তের জন্য ঈশ্বরকে কিছু দিতে পারে না,
৮ কেননা তাদের প্রাণের মুক্তি অসম্ভব এবং চিরকালেও অসাধ্য;
৯ যেন সে চিরজীবী হয়, আর কবর দেখতে না হয়।
১০ কারণ সে দেখে যে, জ্ঞানবানেরা মরে,
হীনবুদ্ধি ও অসাড় অন্তরের লোক নির্বিশেষে বিনষ্ট হয়,
তারা অন্যদের জন্য নিজেদের ধন রেখে যায়।
১১ তাদের আন্তরিক ভাব এরকম, তাদের বাড়ি চিরস্থায়ী,
তাদের বাসস্থান পুরুষানুক্রমে থাকবে,
তারা স্ব স্ব নাম অনুসারে ভূমির নাম রাখে।
১২ কিন্তু মানুষ ঐশ্বর্যশালী হলেও স্থির থাকে না;
সে পশুদের মতই ধ্বংস হয়।
১৩ এই তাদের পথ, তাদের হীনবুদ্ধিতা;
এবং তাদের পরে সেই লোকদেরও একই রকম গতি,
যারা তাদের কথার অনুমোদন করে। [সেলা]
১৪ তারা পাতালের জন্য নিযুক্ত মেষের পালের মত,
মৃত্যু তাদেরকে চরাবে;
সরল লোকেরা প্রভাতে তাদের উপরে কর্তৃত্ব করবে;
তাদের রূপ পাতালে নষ্ট হবে,
তার কোন বসতিস্থান আর থাকবে না।
১৫ কিন্তু ঈশ্বর পাতালের হাত থেকে আমার প্রাণ মুক্ত করবেন;
কেননা তিনি আমাকে গ্রহণ করবেন। [সেলা]
১৬ তুমি ভয় পেয়ো না, যখন কেউ ধনবান হয়,
যখন তার কুলের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পায়,
১৭ কেননা মরণকালে সে কিছুই সঙ্গে নিয়ে যাবে না,
তার ঐশ্বর্য তার সঙ্গে যাবে না।
১৮ সে জীবদ্দশায় তার প্রাণকে আশীর্বাদ করে বলতো,
'তুমি মঙ্গল করেছ বলে প্রশংসার পাত্র।'
১৯ সে তার পিতৃবংশের কাছে যাবে,
তারা আলোর দর্শন কখনও পাবে না।
২০ যে মানুষ ঐশ্বর্যশালী অথচ অবোধ,
সে পশুদের মতই ধ্বংস হয়ে যাবে।

[৪৯:৬] ইয়োব ২২:২৫; গীত ৭৩:১২; যিরি ৪৮:৭
[৪৯:৬] গীত ১০:৩
[৪৯:৬] ইয়োব ৩৬:১৯
[৪৯:৮] গণনা ৩৫:৩১
[৪৯:৮] মথি ১৬:২৬
[৪৯:৯] গীত ২২:২৯; ৮৯:৪৮
[৪৯:৯] গীত ১৬:১০
[৪৯:১০] উপ ২:১৬
[৪৯:১০] গীত ৯২:৬; ৯৪:৮
[৪৯:১০] ইয়োব ২৭:১৭
[৪৯:১০] উপ ২:১৮, ২১; লূক ১২:২০
[৪৯:১১] মার্ক ৫:৩; লূক ৮:২৭
[৪৯:১১] গীত ১০৬:৩১
[৪৯:১১] দ্বি.বি. ৩:১৪
[৪৯:১২] ইয়োব ১৪:২
[৪৯:১২] পদ ২০; ২পিতর ২:১২
[৪৯:১৩] লূক ১২:২০
[৪৯:১৪] যিরি ৪৩:১১; যিহি ৩১:১৪
[৪৯:১৪] গণনা ১৬:৩০; ইয়োব ২১:১৩; গীত ৯:১৭; ৫৫:১৫
[৪৯:১৪] যিশা ১৪:২; দানি ৭:১৮; ১করি ৬:২
[৪৯:১৫] গীত ৫৬:১৩; হোশেয় ১৩:১৪
[৪৯:১৫] আদি ৫:২৪
[৪৯:১৭] ১তীম ৬:৭
[৪৯:১৭] গীত ১৭:১৪
[৪৯:১৮] গীত ১০:৬; লূক ১২:১৯
[৪৯:১৯] আদি ১৫:১৫
[৪৯:১৯] ইয়োব ৩৩:৩০
[৪৯:২০] হিতো ১৬:১৬
[৪৯:২০] পদ ১২

গীত ৪৯ এর নোটসমূহ

শিরোনাম গীত ৪২ অধ্যায়ের নোট দেখুন।

৪৯:১-৪ ভূমিকা দেখুন।

৪৯:১-২ এখানে অনেকটা ভাববাদীদের মত করে কথা বলা হয়েছে (১ রাজাবলি ২২:২৮; যিশাইয় ৩৪:১; মীখা ১:২), জ্ঞানদায়ী শিক্ষকদের মত করে নয় (৩৪:১১; হিতোপদেশ ১:৮, ১০; ২:১ পদ দেখুন)।

৪৯:৩ মথি ১২:৩৪ পদ দেখুন। **প্রজ্ঞা:** ভূমিকা দেখুন। **অন্তর:** ৪:৭ পদের নোট দেখুন।

৪৯:৪ আমি ... কান দেব। এখানে যে দৃষ্টান্ত-কথা তথা জ্ঞানদায়ী কথার বিষয়ে বলা হচ্ছে তা প্রথমে তাঁর নিজের শুনতে হবে, কারণ সমস্ত জ্ঞানের কথা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে (ইয়োব ২৮ অধ্যায়)। **দৃষ্টান্ত কথা ... গূঢ় কথা:** এই দুটি শব্দের যে হিব্রু প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা দিয়ে বোঝানো হয় জ্ঞানপূর্ণ নির্দেশনা, যা অত্যন্ত চমৎকারভাবে ব্যক্ত করা হয়ে থাকে (৭৮:২ পদ দেখুন "উপমা", "পুরানো কথা"; হিতোপদেশ ১:৬; নহিমিয় ১৭:২ "দৃষ্টান্ত", "উপমা")। **বীণাযন্ত্রে:** লেখক যে সমস্ত বিষয় থেকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা পেয়েছেন সে সম্পর্কে আরেকটি ইঙ্গিত (১ শমূয়েল ১০:৫-৬; ২ রাজাবলি ৩:১৫ পদ দেখুন)।

৪৯:৫-১১ যাদের সামর্থ বা ক্ষমতা যৎসামান্য তারা যখন ধনীদের ক্ষমতার দাপটে হুমকিগ্রস্ত হয়, তখন তাদের মোটেও বিচলিত হওয়ার কিছু নেই; কারণ মৃত্যুই সেই সব ধনী ও অত্যাচারীদের নিয়তি।

৪৯:৬ যারা নিজেদের ধনে নির্ভর করে। ৫২:৭ পদ দেখুন। **গর্ব করে:** বা "অহঙ্কার করে", অর্থাৎ তারা প্রকাশ্যে এ কথা ঘোষণা করে যে, তারা তাদের ধন সম্পদের উপরে শতভাগ নির্ভর করে যেহেতু এই সম্পদই তাদেরকে সুখী ও সমৃদ্ধ অবস্থায় রেখেছে (৫২:১ পদের নোট দেখুন)।

৪৯:৭-৯ ধন কখনো মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে পারে না – এমন কি কোন জ্ঞাতি "উদ্ধারকর্তাও" তা করতে পারে না (এর সাথে তুলনা করুন যাত্রা ২১:৩০; লেবীয় ২৫:৪৭-৪৯ পদ)। শুধুমাত্র ঈশ্বরই মানুষকে কবরপ্রাপ্ত হওয়ার পরও জীবন দান করতে পারেন (১৫ পদ ও নোট দেখুন)।

৪৯:১০ যাদের "মাথায় চোখ আছে" (উপদেশক ২:১৪) তারা দেখতে পায় যে, প্রজ্ঞাবানকেও মৃত্যুবরণ করতে হয় (উপদেশক ৭:২; ৯:৫) এবং তারা তাদের ধন সম্পদ অন্যদের হাতে তুলে দিয়ে যায় (উপদেশক ২:১৮, ২১)। হীনবুদ্ধি ও অসাড় অন্তরের লোক। ৭৩:১৮-২০; ৯২:৬-৭ পদের নোট দেখুন। আরও দেখুন ৫২:৫; ৮৯:৪৭; ইয়োব ৩০:২৩; উপদেশক ২:১৪-১৬। **জ্ঞানবান ... হীনবুদ্ধি ... অসাড়:** নিঃসন্দেহে এখানে গীত ৩৭ অধ্যায়ের ধার্মিক ও মন্দ লোকের বৈপরীত্যটিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। **ধন:** অনেক সময় লোকেরা তাদের মূর্খতার কারণে নানা অপরাধ ও অন্যায়ের মাধ্যমে এই ধন অর্জন করে থাকে (পদ ৫, ১২ দেখুন; এর সাথে দেখুন ৫২:১-৪, ৭ পদ)। **অন্যদের জন্য:** কিন্তু নিজেদের সন্তানদের জন্য নয় (৩৭:২৯ পদের নোট দেখুন; ৩৯:৬ পদও দেখুন; লূক ১২:২০-২১ পদ দেখুন)।

৪৯:১১ যদিও তারা তাদের কবর খুব জমকালো করে তৈরি করে এবং বিরাট বিরাট স্থাপনা নির্মাণ করে নিজেদের নামে নামকরণ করে তাদের স্মৃতি অম্লান করে রাখতে চায় (গণনা ৩২:৪১ পদ দেখুন), তথাপি তাদের জন্য নিয়তির সবচেয়ে নির্মম পরিহাস হল, তাদের

কবরই তাদের "চিরস্থায়ী আবাস হিসেবে পরিগণিত হয় (উপদেশক ১২:৫)। এর সাথে তুলনা করুন ১৫ পদে গীত রচয়িতার প্রত্যাশা।

৪৯:১২ তাদের এপিটাফ (১০:১৮ পদের নোট দেখুন; উপদেশক ৩:১৯; ৭:২ পদও দেখুন) এবং গীত রচয়িতার স্বগতোক্তি।

৪৯:১৩-১৯ ধনী মূর্খ ও ধার্মিকদের শেষ পরিণতি – কেন ধনীদেরকে দেখে লোকেরা ভয় পাবে?

৪৯:১৩ তাদের পরে সেই লোকদেরও। অর্থাৎ এই ধনী মূর্খদের পরে যারা আসবে তারাও একই ধরনের মন মানসিকতার অধিকারী হবে (পদ ৬)।

৪৯:১৪ ভেড়ার পালের মত। তাদের পালক হচ্ছে স্বয়ং মৃত্যু, যে তাদেরকে কবরে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। **মৃত্যু তাদেরকে চরাবে।** পবিত্র বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে মৃত্যুকে (বা কবরকে) এমন এক অতৃপ্ত দানব হিসেবে দেখানো হয়েছে যে তার শিকারকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে দেয়। এ প্রসঙ্গে দেখুন গীত ৬৯:১৫; ১৪১:৭; হিতোপদেশ ১:১২; ২৭:২০; ৩০:১৫-১৬; যিশাইয় ৫:১৪; যোহন ২:২ ("পাতাল", আক্ষরিক অর্থে "পেট"); হবক্কূক ২:৫। এই প্রতিরূপটি নেওয়া হয়েছে একটি কনানীয় কিংবদন্তী থেকে, যা দেবতাকে মৎ (অর্থাৎ "মৃত্যু")-কে প্রকাশ করে। একটি কনানীয় নথি থেকে এ কথা পাওয়া যায়, "মহা দেবতা মথের কাছে এসো না, আসলে তিনি তোমাকে ভেড়ার বাচ্চার মত করে মুখে পুরে নেবেন।" **তাদের উপরে কর্তৃত্ব করবে:** লেবীয় ২৬:১৭; যিশাইয় ১৪:২; ৫ পদে বর্ণিত প্রেক্ষাপটের বিপরীত। **প্রভাতে:** পদ ১৫, ১৯ দেখুন এবং ৬:৫; ১১:৭; ১৬:৯-১১; ১৭:১৫ পদের নোট দেখুন। তবে সেই সাথে গীত ৫৭ অধ্যায়েরও ভূমিকা দেখুন।

৪৯:১৫ ৭-৯ পদের নোট দেখুন। **পাতালের হাত থেকে আমার প্রাণ মুক্ত করবেন:** এর সাথে তুলনা করুন পদ ১১। গীত রচয়িতা সম্ভবত এখানে মুক্ত বা উদ্ধার করা বলতে সার্বজনীন মৃত্যুর কথা বোঝানো হয়েছে (যেমনটা দেখানো হয়েছে ইয়োব ৫:২০ পদে); তথাপি এই অংশের প্রেক্ষাপট বিচারে মনে হতে পারে যে, রচয়িতা নিজে ধার্মিক হিসেবে আত্মবিশ্বাসী হওয়ার কারণে তাঁর চূড়ান্ত নিয়তির কথা জ্ঞাত করছেন। সম্ভবত এখানে যে চিন্তাটির প্রকাশ ঘটানো হয়েছে তা ঈশ্বরের স্বর্গীয় উপস্থিতির কাছে পৌঁছানোর জন্য এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে, যেভাবে যিহূদীদের প্রার্থনায় তাদের ইচ্ছাগুলোকে "অব্রাহামের কাছে জানানোর" বিষয়টি প্রচলিত ছিল (লূক ১৬:২২; এর সাথে ৬:৫; ১১:৭; ১৬:৯-১১; ১৭:১৫ পদের নোট দেখুন)। **তিনি আমাকে গ্রহণ করবেন:** ৭৩:২৪; আদি ৫:২৪ পদের নোট দেখুন।

৪৯:১৬ তার কুল। অর্থাৎ তাদের স্থাবর ও অস্থাবর সমস্ত সম্পদ এবং সমস্ত আত্মীয় স্বজন ও বংশধর (যাত্রা ২০:১৭)।

৪৯:১৭ মরণকালে সে কিছুই সঙ্গে নিয়ে যাবে না। ১ তীমথি ৬:৭ পদ দেখুন।

৪৯:১৯ আলোর দর্শন। ২৭:১; ৩৬:৯ পদের নোট দেখুন; এর সাথে যিশাইয় ৫৩:১১ পদ দেখুন।

৪৯:২০ সে পশুদের মতই ধ্বংস হয়ে যাবে। ১২ পদের নোট দেখুন।

উপসংহার: দুষ্টদের সংক্ষিপ্ত জীবন এবং তাদের ধন-সম্পদের কথা বলা হয়েছে। দুষ্ট

লোকদের এবং ধার্মিক লোকদের, অর্থাৎ যারা সদাপ্রভুর উপর নির্ভর করে তাদের পরিণতি সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্নঃ

১. কোন মানুষ কি কোন মানুষকে মুক্ত করতে পারে?
২. আত্মা কে উদ্ধার করতে পারে?
৩. একজন মানুষ যখন মারা যায় তখন তার সাথে কি নিতে পারে?
৪. একটি মানুষ কিভাবে পশুর মতই মারা যায়?
৫. আপনার আত্মা কি উদ্ধারপ্রাপ্ত? কে আপনাকে উদ্ধার করতে পারেন?

গীত ৫০

পবিত্রতার জন্য ঈশ্বরের দাবী

ভূমিকাঃ সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞার অধীন লোকদেরকে হিসাব দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন। আপাতদৃষ্টিতে এই গীতটি মন্দিরের লিটার্জি হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য রচিত হয়েছিল, যেখানে ইস্রায়েল জাতি তার প্রতি ঈশ্বরের কৃত প্রতিজ্ঞার প্রতি আস্থা ও নির্ভরতা জ্ঞাপন করছে। লেবীয় গীত গায়ক দলের একজন গায়ক ইস্রায়েলের পক্ষ হয়ে সদাপ্রভুকে সম্বোধন করেছেন (গীত ১৫; ২৪ অধ্যায় দেখুন, যেখানে প্রায় একই ধরনের কাঠামো ব্যবহার করা হয়েছে)। এই লিটার্জি সম্ভবত নিস্তার-পর্বের উৎসবের সাথে সংযুক্ত ছিল (দ্বিতীয় বিবরণ ৩১:৯-১৩ পদ দেখুন; এর সাথে গীত ৪৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। উৎসর্গ সম্পর্কে ভুল চিন্তাধারাকে ভর্ৎসনা করার পাশাপাশি এই গীতে ভাববাদী আমোস, মীখা ও যিশাইয়র ভবিষ্যদ্বাণীর বিশেষ প্রভাব লক্ষ্যণীয়। কাজেই সম্ভবত এই গীতটি খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে বা সপ্তম শতাব্দীর শুরুর দিকে রচিত হয়েছিল। অন্যান্যরা যোশিয়র সংস্কার কাজের এবং ভাববাদী যিরমিয়ের পরিচর্যা কাজের সময়কালের সাথে বেশ মিল খুঁজে পান এই গীতের প্রেক্ষাপটের (২ রাজাবলি ২২:১–২৩: ২৫)। কাঠামোগত দিক থেকে এই গীতটি তিনটি অংশে বিভক্ত: (১) ইস্রায়েলের নিয়মের ঈশ্বরের আগমনের ঘোষণা, যিনি তাঁর লোকদের কাছ থেকে জবাবদিহি করতে আসছেন (পদ ১-৬); (২) যারা অন্তরে সৎ তাদের জন্য সদাপ্রভুর অনুপ্রেরণাদায়ী বক্তব্য (পদ ৭-১৫); (৩) তাদের মধ্যে যারা "মন্দ" তথা "দুষ্ট" তাদের জন্য রয়েছে সদাপ্রভু ঈশ্বরের তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনা (পদ ১৬-২৩)।

আসফের সঙ্গীত।

গীত ৫০ : ক্রশরেফারেন্স

[৫০:১] যিহো ২২:২২
[৫০:১] গীত ১১৩:৩

১ ঈশ্বর, সদাপ্রভু ঈশ্বর কথা বলেছেন,
সূর্যের উদয়স্থান থেকে অস্তস্থান পর্যন্ত
তিনি পৃথিবীকে আহ্বান করেছেন।

২ সিয়োন থেকে, পরম সৌন্দর্যের স্থান থেকে,
ঈশ্বর দেদীপ্যমান হয়েছেন।
৩ আমাদের ঈশ্বর আসবেন, নীরব থাকবেন না;
তাঁর আগে আগুন গ্রাস করবে,
তাঁর চারদিকে প্রবল ঝড় বইবে।
৪ তিনি ঊর্ধ্বস্থিত স্বর্গকে আহ্বান করবেন,
পৃথিবীকেও ডাকবেন, স্বীয় লোকদের বিচারের জন্য।
৫ আমার বিশ্বস্তদেরকে আমার কাছে একত্র কর,
যারা উৎসর্গ নিয়ে আমার সঙ্গে নিয়ম করেছে।
৬ আর স্বর্গ তাঁর ধর্মশীলতা ঘোষণা করবে,
কেননা ঈশ্বর স্বয়ং বিচারকর্তা। [সেলা]
৭ হে আমার লোকেরা, শোন, আমি বলি;
হে ইস্রায়েল, শোন, আমি তোমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিই।
আমেন ঈশ্বর, তোমার ঈশ্বর।
৮ আমি তোমার উৎসর্গ বিষয়ে তোমাকে ভর্ৎসনা করবো না,
তোমার সমস্ত পোড়ানো-উৎসর্গ সতত আমার সম্মুখে।
৯ আমি তোমার বাড়ি থেকে ষাঁড়,
তোমার খোঁয়াড় থেকে ছাগল নেব না।
১০ কেননা বনের সমস্ত জন্তু আমার,
হাজার হাজার পাহাড়ী পশু আমার।
১১ আমি পর্বতমালার সমস্ত পাখিকে জানি,
মাঠের সমস্ত প্রাণী আমার সম্মুখবর্তী।
১২ আমি ক্ষুধিত হলে তোমাকে বলবো না;
কেননা জগৎ ও তার সমস্তই আমার।
১৩ আমি কি ষাঁড়ের মাংস ভোজন করবো?
আমি কি ছাগলের রক্ত পান করবো?
১৪ তুমি ঈশ্বরের উদ্দেশে ধন্যবাদ উৎসর্গ কর,
সর্বশক্তিমানের কাছে তোমার নিজের মানত পূর্ণ কর;
১৫ আর সঙ্কটের দিনে আমাকে ডেকো;
আমি তোমাকে উদ্ধার করবো ও তুমি আমার গৌরব করবে।
১৬ কিন্তু দুষ্টকে ঈশ্বর বলেন,
আমার বিধি প্রচার করতে তোমার কি অধিকার?
তুমি আমার নিয়ম কেন মুখে এনেছ?
১৭ তুমি তো শাসন ঘৃণা করে থাক,
আমার বাক্য তোমার পিছনেই রেখে থাক।
১৮ চোরকে দেখলে তুমি তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে,
তুমি ব্যভিচারীদের সহভাগী হতে।

[৫০:২] গীত ২:৬
[৫০:২] গীত ৪৮:২; বিলাপ ২:১৫
[৫০:২] দ্বি.বি. ৩৩:২
[৫০:৩] গীত ৯৬:১৩
[৫০:৩] পদ ২১; যিশা ৪২:১৪; ৬৪:১২; ৬৫:৬
[৫০:৩] লেবী ১০:২
[৫০:৩] গীত ১৮:৮
[৫০:৩] ইয়োব ৩৭:৯; গীত ৮৩:১৫; ১০৭:২৫; ১৪৭:১৮; যিশা [২৯:৬; ৩০:২৮; যোহন ১:৪; নহূম ১:৩
[৫০:৪] দ্বি.বি. ৪:২৬; ৩১:২৮; যিশা ১:২
[৫০:৪] ইব ১০:৩০
[৫০:৫] দ্বি.বি. ৭:৬; গীত ১৮:২৫
[৫০:৫] যাত্রা ২৪:৭; ২বংশা ৬:১১
[৫০:৬] গীত ১৯:১
[৫০:৬] আদি ১৬:৫; ইয়োব ৯:১৫
[৫০:৭] ইব ২:৪
[৫০:৭] যাত্রা ২০:২; গীত ৪৮:১৪
[৫০:৮] ২শমূ ২২:১৬
[৫০:৮] গীত ৪০:৬
[৫০:৯] লেবী ১:৫
[৫০:৯] লেবী ১৬:৫
[৫০:৯] গণনা ৩২:১৬
[৫০:১০] গীত ১০৪:২০; যিশা ৫৬:৯; মীখা ৫:৮
[৫০:১০] গীত ১০৪:২৪
[৫০:১১] মথি ৬:২৬
[৫০:১১] গীত ৮:৭; ৮০:১৩
[৫০:১২] যাত্রা ১৯:৫
[৫০:১২] দ্বি.বি. ১০:১৪; যিহো ৩:১১; গীত ২৪:১; ১করি ১০:২৬
[৫০:১৪] ইব্রা ১:৪; গীত ২৭:৬
[৫০:১৪] গণনা ৩০:২; গীত ৬৬:১৩; ৭৬:১১
[৫০:১৪] গীত ৭:৮
[৫০:১৫] গীত ৪:১; ৮১:৭; যিশা ৫৫:৬; ৫৮:৯; সখ ১৩:৯
[৫০:১৫] গীত ৬৯:১৭; ৮৬:৭; ১০৭:৬; ১৪২:২; যাকোব ৫:১৩
[৫০:১৫] গীত ৩:৭
[৫০:১৫] গীত ২২:২৩
[৫০:১৬] গীত ২৫:১০
[৫০:১৬] যিশা [২৯:১৩
[৫০:১৭] হিতো ১:২২
[৫০:১৭] ১রাজা ১৪:৯
[৫০:১৮] রোমীয় ১:৩২; ১তীম ৫:২২

১৯ তুমি মন্দ বিষয়ে মুখ বাড়িয়ে থাক,
তোমার জিহ্বা ছল রচনা করে।
২০ তুমি বসে নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে কথা বল,
তুমি তোমার সহোদরের নিন্দা করে থাক।
২১ তুমি এসব করেছ, আমি নীরব হয়ে রয়েছি;
তুমি মনে করেছ, আমি তোমারই মত এক জন;
আমি তোমাকে ভর্ৎসনা করবো,
ও তোমার সাক্ষাতে সমস্ত কিছু বিন্যাস করবো।
২২ তোমরা যারা ঈশ্বরকে ভুলে যাচ্ছ, এই বিবেচনা কর,
পাছে আমি তোমাদের বিদীর্ণ করি,
আর উদ্ধার করার কেউ না থাকে।
২৩ যে ব্যক্তি উৎসর্গ হিসেবে আমার কাছে ধন্যবাদ নিয়ে আসে,
সেই আমার গৌরব করে;
যে ব্যক্তি নিজের পথ সরল করে,
তাকে আমি ঈশ্বরের পরিত্রাণ দেখাব।

[৫০:১৮] ইয়োব ২২:১৫
[৫০:১৯] গীত ১০:৭; ৩৬:৩; ৫২:২; ১০১:৭
[৫০:২০] মথি ১০:২১
[৫০:২১] যিশা ৪২:১৪; ৫৭:১১; ৬২:১; ৬৪:১২
[৫০:২১] গীত ৬:১; ১৮:১৫; ৭৬:৬; ১০৪:৭; যিশা ৫০:২
[৫০:২১] গীত ৮৫:৫; যিশা ৫৭:১৬
[৫০:২২] ইয়োব ৮:১৩; যিশা ১৭:১০
[৫০:২২] দ্বি.বি. ৩২:৩৯; মীখা ৫:৮
[৫০:২৩] গীত ৯:১৪; ৯১:১৬; ৯৮:৩; যিশা ৫২:১০

গীত ৫০ এর নোটসমূহ

শিরোনাম প্রচলিত নিয়মে গীতটির রচয়িতা হিসেবে আসফের নাম উল্লেখ করা হয়েছে; কিংবা হয়তো বলা হয়েছে এই গীতটি "আসফের জন্য" তৈরি করা হয়েছে (গীত ৩৯ অধ্যায়ের শিরোনামে "যিদুথূনের" কথাটি দেখুন) কিংবা আসফের বংশধরদের জন্য তৈরি করা হয়েছে, যারা তার স্থানে পরিচর্যা কাজ করবে। এই গীতটি সম্ভবত আসফের অন্যান্য গীত থেকে পৃথক (৭৩-৮৩) করা হয়েছে যেন তা গীত ৪৯-৫০ অধ্যায়ের গীত সঙ্কলনটির মধ্যে ৫১ অধ্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত করে স্থাপন করা যায়।

৫০:১ ঈশ্বর, সদাপ্রভু ঈশ্বর। এভাবে ঈশ্বরের প্রতি সম্বোধন শুধুমাত্র দেখা যায় যিহোশূয় ২২:২২ পদে (উক্ত পদের নোট দেখুন)। গীত ৫০ অধ্যায়টি ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম এবং উপাধির জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (মোট সাতটি: ১ পদে তিনটি, বাকি চারটি গীতটির অন্যান্য অংশে; ৬, ১৪, ২১-২২ পদের নোট দেখুন)। **পৃথিবীকে:** ৪ পদে "স্বর্গ ও পৃথিবীকে" এবং ৬ পদে "স্বর্গ" দেখুন। যখন মোশি মোয়াব প্রান্তরে বসে সদাপ্রভু ঈশ্বর ও ইস্রায়েল জাতির মধ্যকার নিয়ম পুনঃস্থাপিত করলেন, তখন তাঁকে স্বর্গ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছিল যেন তিনি এই চুক্তি বা নিয়মের তৃতীয় পক্ষ বা সাক্ষী হিসেবে ভূমিকা রাখেন (দ্বিতীয় বিবরণ ৩০:১৯; ৩১:২৮ পদ দেখুন)। সদাপ্রভু ঈশ্বর এখন ইস্রায়েল জাতিকে আহ্বান জানাচ্ছেন (পদ ১-৪) এ কথা ঘোষণা করার জন্য যে, তাঁর লোকদের প্রতি তাঁর সমস্ত বাক্য অকাট্য ও অব্যর্থ এবং তিনি সব সময় তাঁর নিয়মের প্রতি বিশ্বস্ত রয়েছেন (যিশা ১:২ পদ দেখুন)। ঈশ্বর চেয়েছেন লোকেরা যেন তাঁর নিয়মের অধীন সৃষ্টির অংশ হিসেবে একাত্ম হয় এবং এ কারণে তিনি নিজে তাঁর সৃষ্ট মানব জাতির সাথে নিজে একাত্ম হতে চাইলেন (আদি ১-৩ অধ্যায় দেখুন; আরও দেখুন যিরমিয় ১২:৪; রোমীয় ৮:২২ পদের নোট)। এর সাথে তুলনা করুন মীখা ৬:১-২ পদের নোট।

৫০:২ পরম সৌন্দর্য। কারণ ঈশ্বর সেখানে বসবাস করেন (এর সাথে তুলনা করুন নহিমিয় ২৭:৩-৪, ১১; ২৮:১২ পদ)। **ঈশ্বর দেদীপ্যমান হয়েছেন:** ঈশ্বর যতই এগিয়ে আসছেন ততই তাঁর উজ্জ্বলতা যেন আরও বেশি করে ফুটে উঠছে (৮০:১; ৯৪:১; দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩:২ পদ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন নহিমিয় ২৮:৭, ১৭ পদ)। আর এখন তিনি তাঁর লোকদের কাছ থেকে হিসাব নিতে এসেছেন, তাদের বিচার করতে নয়, যেমনটা যিশাইয় ১ অধ্যায় বা মীখা ১ অধ্যায়ে দেখা যায়।

৫০:৩ আমাদের ঈশ্বর আসবেন। ঈশ্বর করূবদের মধ্যে স্থাপিত তাঁর সিংহাসন থেকে উঠে আমাদের মধ্যে আসবেন (৮০:১; ৯৯:১ দেখুন; আরও দেখুন ১ শমূয়েল ৪:৪; ২ শমূয়েল ৬:২; ২ রাজাবলি ১৯:১৫ পদ), যা স্থাপিত রয়েছে মন্দিরের মহা পবিত্র স্থানে (২৮:২ পদের নোট দেখুন; আরও দেখুন যিশাইয় ২৬:২১; মীখা ১:৩ পদ)। **নীরব থাকবেন না:** তিনি আর মানুষের পাপ দেখে নিশ্চুপ হয়ে থাকবেন না (পদ ২১ দেখুন)। **আগুন ... প্রবল ঝড়:** যাত্রা ১৯:১৬, ১৮ পদ দেখুন।

৫০:৪ বিচার। তাদেরকে তাঁর স্থাপিত নিয়ম অনুসারে জবাবদিহি করার জন্য ডাকবেন।

৫০:৫ আমার বিশ্বস্তদেরকে। ৪:৩ পদের নোট দেখুন। **উৎসর্গ নিয়ে:** উৎসর্গ ছিল নিয়ম স্থাপনের একটি অংশ, যার মধ্য দিয়ে নিয়মটি স্থাপনের কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে বলে বোঝানো হত (যাত্রা ২৪:৪-৮ পদ দেখুন এবং ২৪:৬ পদের নোট দেখুন) এবং পরবর্তীতে ঈশ্বরের প্রতি যে ইস্রায়েল জাতি দায়বদ্ধ, তা প্রকাশের একটি প্রতীক হিসেবে এই কাজটি করা হত।

৫০:৬ ঘোষণা। ১ পদের নোট দেখুন। **ধর্মশীলতা:** ৪:১ পদের নোট দেখুন। **ঈশ্বর স্বয়ং বিচারকর্তা:** ৮৯:১৪; আদি ১৮:২৫; সখরিয় ৭:৯ পদের নোট দেখুন; এর সাথে আমোস পুস্তকের ভূমিকা: ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়বস্তু ও মূলবার্তা দেখুন।

৫০:৭-১৫ সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে সংশোধন করেন।

৫০:৭ আমার লোকেরা ... তোমার ঈশ্বর। "আমাদের ঈশ্বর" (পদ ৩) এবং "তোমার ঈশ্বর" (এখানে) কথা দুটি নিয়মের সম্পর্ককে প্রকাশ করে (সখ ৮:৮ পদের নোট দেখুন)। **আমেন ঈশ্বর, তোমার ঈশ্বর:** যাত্রা ১৯:৩-৬; লেবীয় ১৯:২-৪, ১০, ২৫, ৩১, ৩৪, ৩৬; ২০:৭, ২৪; ২২:৩৩; ২৩:২২ পদ দেখুন।

৫০:৮-১৩ এমন নয় যে ইস্রায়েল জাতি যথেষ্ট পরিমাণে উৎসর্গ করতে ব্যর্থ হয়েছিল (পদ ৮), কিন্তু তারা এটি বুঝতে ভুল করেছিল যে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করা প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, তিনি উৎসর্গের উপরে নির্ভরও করেন না। ইস্রায়েল জাতির পৌত্তলিক প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে এই ধারণা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। ৪০:৬ পদের নোট দেখুন।

৫০:১০ হাজার। বহু সংখ্যক বোঝানোর জন্য প্রতীকী অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

৫০:১২ জগৎ ও তার সমস্তই আমার। ২৪:১ পদের নোট দেখুন।

৫০:১৪-১৫ ঈশ্বর চান ইস্রায়েল জাতি যেন তাঁর করুণার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার মধ্য দিয়ে (পদ ১৪) এবং প্রয়োজনের সময়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করার মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতি নিজেদের নির্ভরতা ও আস্থা প্রকাশ করে (পদ ১৫; আরও দেখুন ১১৬:১৭-১৯ পদ)। যারা এই সকল কাজ করবে তারা তাদের প্রার্থনার ফল হিসেবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ দানকারী উত্তর লাভ করবে (২৩ পদে আরও স্পষ্টভাবে কথাটি বলা হয়েছে)। ঈশ্বর আরও

চান যেন লোকেরা তাঁর নৈতিক বিধান ও আদর্শের বাধ্যতা অনুসারে জীবন-যাপন করে (পদ ১৬-২১ দেখুন এবং ৪০:৬ পদের নোট দেখুন)।

৫০:১৪ ধন্যবাদ উৎসর্গ। লেবীয় ৭:১২-১৩ পদ দেখুন এবং গীত ৭:১৭ পদের নোট দেখুন। **ঈশ্বর . . .সর্বশক্তিমান:** অর্থাৎ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর (৫৭:২ পদ দেখুন এবং ৩:৭ পদের নোট দেখুন)। **পূর্ণ কর:** উপদেশক ৫:৬ পদের নোট দেখুন। **নিজের মানত:** সাধারণত কোন প্রয়োজনের মুহূর্তে প্রার্থনা করার সময়ে এ ধরনের মানত করা হত, যার সাথে যুক্ত থাকত ধন্যবাদ বা ধন্যবাদের উৎসর্গ (৬৬:১৩-১৫ পদ দেখুন), এবং আরও যুক্ত থাকত সদাপ্রভু প্রার্থনার উত্তর দান করায় তাঁর গৌরব ও প্রশংসা (৭:১৭ পদের নোট দেখুন)।

৫০:১৫ তুমি আমার গৌরব করবে। মানতের পূর্ণতা সাধনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করার মাধ্যমে (পদ ২৩ দেখুন) – এবং সবচেয়ে গুরুত্বের বিষয় হচ্ছে, ঈশ্বরের নিয়মের আইন-কানুনের প্রতি বাধ্যতা প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে (পরবর্তী পদগুলো দেখুন)।

৫০:১৬-২৩ সদাপ্রভু ঈশ্বর দুষ্টদেরকে ভর্ৎসনা করছেন।

৫০:১৬ তুমি আমার নিয়ম কেন মুখে এনেছ? সম্ভবত এটি ঈশ্বরের ব্যবস্থা ভঙ্গ করা সম্পর্কিত লিটার্জির একটি অংশ।

৫০:১৭ তুমি তো শাসন ঘৃণা করে থাক: এ ধরনের লোকেরা পবিত্র ধর্ম অনুষ্ঠানে যোগ দান করে থাকে, কিন্তু আনুষ্ঠানিকতার বাইরে নিজেদের জীবন পরিচালনার জন্য ঈশ্বরের দেওয়া সমস্ত বিধান ও নির্দেশনা তারা উপেক্ষা করে থাকে।

৫০:১৯ তুমি মন্দ বিষয়ে মুখ বাড়িয়ে থাক। ৫:৯ পদের নোট দেখুন।

৫০:২১ ঈশ্বরের অনুগ্রহশীল আচরণ এবং নীরবতাকে দুষ্টরা তাঁর দুর্বলতা ধরে নিয়েছে এবং তাঁকে সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞা করছে (উপদেশক ৮:১১; যিশাইয় ৪২:১৪; ৫৭:১১ পদ দেখুন)। **তুমি মনে করেছ, আমি তোমারই মত এক জন:** যাত্রা ৩:১৪ পদের নোট দেখুন (১ পদেরও নোট দেখুন)। **তোমার সাক্ষাতে সমস্ত কিছু বিন্যাস করবো:** অর্থাৎ প্রত্যেকটি ঘটনা ধরে ধরে তোমার বিচার করবো।

৫০:২২ ঈশ্বর। এখানে ঈশ্বর শব্দটির জন্য যে হিব্রু প্রতিশব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা সহসা দেখা যায় না (হিব্রু "ইলোয়াহ"), যদিও শব্দটি ইয়োব পুস্তকে বেশ কয়েকবার দেখা যায়। ১ পদের নোট দেখুন।

৫০:২৩ ১৪-১৫ পদের নোট দেখুন।

উপসংহার: পবিত্রতার জন্য ঈশ্বরের দাবির কথা প্রকাশ করা হয়েছে। ঈশ্বর তাঁর ধার্মিকতায় প্রকাশিত হয়ে ইস্রায়েলের কাছে এসেছেন এবং তিনি চান যেন তাঁর লোকেরা ধার্মিক হয়। ঈশ্বর চান না আমরা কেবল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করি, কিন্তু তিনি সত্যিকারের আত্মিক বাস্তবতা দাবি করেন, যার কারণে ঈশ্বরের উদ্ধার প্রকাশিত হবে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের কর্তৃত্বের মধ্যে কি কি আছে?
২. কে ঈশ্বরের গৌরব করে?

গীত ৫১

পাপের জন্য গভীরভাবে অনুতপ্ত হওয়া

ভূমিকা: ক্ষমা ও পরিশুদ্ধিকরণের জন্য দায়ূদের বিনম্র প্রার্থনা। একজন নত নম্র ও অনুতাপকারী পাপীর প্রার্থনা হিসেবে এখানে গীত ৫০ অধ্যায়ে সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁর লোকদের প্রতি যে কথাগুলো বলেছেন তার প্রতিফলন প্রকাশ পায় (১৬ পদের সাথে গীত ৫০:৮-১৫ পদের তুলনা করুন; আরও দেখুন গীত ৪৯-৫৩ অধ্যায়ের ভূমিকা)। গীত ২৫ অধ্যায়ের সাথে এই গীতটির বেশ কিছু স্থানে মিল রয়েছে। খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীতে গীতসংহিতা থেকে যে সাতটি পাপের স্বীকার ও অনুতাপমূলক গীত গাওয়া হয়ে থাকে তার মধ্যে এটি একটি (গীত ৬ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। এই গীতটি রচিত হয়েছে সমান্তরাল ভঙ্গিতে: দুই পদ বিশিষ্ট ভূমিকার সাথে সঙ্গতি রেখে রয়েছে দুই পদ বিশিষ্ট উপসংহার, এবং এর মধ্যবর্তী চারটি অংশের হিব্রু সংস্করণে রয়েছে যথাক্রমে পাঁচটি লাইন, তিনটি লাইন, তিনটি লাইন এবং পাঁচটি লাইন। পুরো গীতটির কাঠামো হিসেবে রয়েছে রাজা দায়ূদের নিজের জন্য প্রার্থনা (পদ ১-২) এবং সিয়োনের জন্য প্রার্থনা (পদ ১৮-১৯)। রাজা এবং নগরীর ভাল মন্দ একই সাথে টিকে থাকে কিংবা পতিত হয় (২৮:৮ পদ দেখুন এবং ৩:৮ পদের নোট দেখুন)।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। দায়ূদের সঙ্গীত। বৎশেবার কাছে তাঁর গমনের পর যখন ভাববাদী নাথন তাঁর কাছ আসলেন, সেই সময়কার।

গীত ৫১ : ক্রসরেফারেন্স

১ হে ঈশ্বর, তোমার অটল প্রেম অনুসারে
আমার প্রতি করুণা কর;
তোমার প্রচুর করুণা অনুসারে আমার সমস্ত অধর্ম
মার্জনা কর।
২ আমার অপরাধ থেকে আমাকে নিঃশেষে ধুয়ে ফেল,
আমার পাপ থেকে আমাকে পবিত্র কর।
৩ কেননা আমি নিজে আমার সমস্ত অধর্ম জানি;
আমার পাপ সতত আমার সম্মুখে আছে।
৪ তোমার বিরুদ্ধে, কেবল তোমারই বিরুদ্ধে আমি পাপ করেছি,
তোমার দৃষ্টিতে যা কুৎসিত, তা-ই করেছি;
অতএব তুমি তোমার বাক্যে ধর্মময়,
আপনার বিচারে নির্দোষ রয়েছ।
৫ দেখ, জন্মাবধি আমি অপরাধী,
মাতার গর্ভে জাত হবার কাল হতেই আমি পাপী।
৬ দেখ, তুমি আন্তরিক সত্যে প্রীত,
তুমি গূঢ় স্থানে আমাকে প্রজ্ঞা শিক্ষা দেবে।

[৫১:১] ২শমূ ১১:৪; ১২:১
[৫১:১] ২শমূ ২৪:১৪; গীত ৯:১৩
[৫১:১] গীত ২৫:৭; ১১৯:৮৮
[৫১:১] যিহি ৯:২৭; গীত ৮৬:১৫; যিশা ৬৩:৭
[৫১:১] ২শমূ ১২:১৩; ২বংশা ৬:২১; যিহি ৪:৫; প্রেরিত ৩:১৯
[৫১:২] রূত ৩:৩; যিরি ২:২২; ১৩:২৭; প্রেরিত ২২:১৬; ১ যোহন ১:৯
[৫১:২] হিতো ২০:৩০; যিশা ৪:৪; যিহি ৩৬:২৫; সখ ১৩:১; মথি ২৩:২৫-২৬; ইব ৯:১৪
[৫১:৩] যিশা ৫৯:১২
[৫১:৪] ১শমূ ১৫:২৪
[৫১:৪] আদি ২০:৬; লূক ১৫:২১
[৫১:৪] রোমীয় ৩:৪
[৫১:৫] লেবী ৫:২
[৫১:৫] ইয়োব ৫:৭
[৫১:৬] গীত ১১৯:৬৬;

৭ এসব দ্বারা আমাকে পাপ মুক্ত কর,
তাতে আমি পবিত্র হব;
আমাকে ধুয়ে ফেল, তাতে আমি হিমের চেয়ে সাদা হব।
৮ আমাকে আমোদ ও আনন্দের বাক্য শোনাও;
তোমা দ্বারা চূর্ণিত সমস্ত অস্থি প্রফুল্ল হোক।
৯ আমার পাপগুলোর প্রতি মুখ আচ্ছাদন কর,
আমার সকল অপরাধ মার্জনা কর।
১০ হে ঈশ্বর, আমাতে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ সৃষ্টি কর,
আমার অন্তরে সুস্থির আত্মাকে নতুন করে দাও।
১১ তোমার সম্মুখ থেকে আমাকে দূর করো না,
তোমার পবিত্র আত্মাকে আমা থেকে হরণ করো না।
১২ তোমার পরিত্রাণের আনন্দ আমাকে পুনরায় দাও,
ইচ্ছুক আত্মা দ্বারা আমাকে ধরে রাখ।
১৩ আমি অধর্মাচারীদেরকে তোমার পথ শিক্ষা দেব,
পাপীরা তোমার দিকে ফিরে আসবে।
১৪ হে ঈশ্বর, হে আমার ত্রাণেশ্বর,
রক্তপাতের দোষ থেকে আমাকে পরিত্রাণ কর,
আমার জিহ্বা তোমার ধর্মশীলতার বিষয় গান করবে।
১৫ হে প্রভু, আমার ওষ্ঠাধর খুলে দাও,
আমার মুখ তোমার প্রশংসা প্রচার করবে।
১৬ কেননা তুমি উৎসর্গতে প্রীত নহ, হলে তা দিতাম,
পোড়ানো-উৎসর্গতে তোমার সন্তোষ নেই।
১৭ ঈশ্বরের উৎসর্গ হল ভগ্ন আত্মা;
হে ঈশ্বর, তুমি ভগ্ন ও চূর্ণ অন্তঃকরণ তুচ্ছ করবে না।
১৮ তুমি তোমার অনুগ্রহে সিয়োনের মঙ্গল কর,
তুমি যিরূশালেমের প্রাচীর নির্মাণ কর।
১৯ তখন তুমি ধার্মিকতার উৎসর্গ,
পোড়ানো-উৎসর্গ ও সম্পূর্ণ পোড়ানো-উৎসর্গতে
প্রীত হবে;
তখন লোকে তোমার বেদির উপরে ষাঁড়গুলো
উৎসর্গ করবে।

১৪৩:১০
[৫১:৬] ইয়োব ৯:৪; ৩৪:৩২
[৫১:৭] যিশা ৪:৪; যিহি ৩৬:২৫; সখ ১৩:১
[৫১:৭] যাত্রা ১২:২২; গণনা ১৯:৬; ইব ৯:১৯
[৫১:৭] যিশা ১:১৮; ৪৩:২৫; ৪৪:২২
[৫১:৮] যিশা ৩৫:১০; যিরি ৩৩:১১; যোয়েল ১:১৬
[৫১:৮] যাত্রা ১২:৪৬
[৫১:৯] যিরি ১৬:১৭; সখ ৪:১০
[৫১:৯] ২শমূ ১২:১৩
[৫১:১০] গীত ২৪:৪; ৭৮:৩৭; মথি ৫:৮; প্রেরিত ১৫:৯
[৫১:১০] যিহি ১৮:৩১; ৩৬:২৬
[৫১:১১] গীত ২৭:৯; ৭১:৯; ১৩৮:৮
[৫১:১১] আদি ৪:১৪; যাত্রা ৩৩:১৫
[৫১:১১] গীত ১০৬:৩৩; যিশা ৬৩:১০; ইফি ৪:৩০
[৫১:১২] ইয়োব ৩৩:২৬
[৫১:১২] গীত ১১০:৩
[৫১:১২] গীত ১৮:৩৫
[৫১:১৩] যাত্রা ৩৩:১৩; প্রেরিত ৯:২১-২২
[৫১:১৩] গীত ১:১
[৫১:১৩] ইয়োব ৩৩:২৭
[৫১:১৪] গীত ৩৯:৮
[৫১:১৪] ২শমূ ১২:৯
[৫১:১৪] গীত ২৫:৫; ৬৮:২০; ৮৮:১
[৫১:১৪] গীত ৫:৮; ৩৫:২৮; ৭১:১৫
[৫১:১৫] যাত্রা ৪:১৫
[৫১:১৬] ১শমূ ১৫:২২
[৫১:১৭] হিতো ১৫:৮; ঘগয় ২:১৪
[৫১:১৭] মথি ১১:২৯
[৫১:১৮] গীত ১০২:১৬; ১৪৭:২; যিশা ১৪:৩২; ৫১:৩; সখ ১:১৬-১৭
[৫১:১৮] গীত ৬৯:৩৫; যিশা ৪৪:২৬
[৫১:১৯] দ্বি.বি. ৩৩:১৯
[৫১:১৯] গীত ৬৬:১৩; ৯৬:৮; যিরি ১৭:২৬
[৫১:১৯] গীত ৬৬:১৫

গীত ৫১ এর নোটসমূহ

শিরোনাম প্রধান বাদ্যকরের জন্য: গীত ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **যখন:** এ সংক্রান্ত ঘটনাবলী জানতে দেখুন ২ শমূ **১১:১–১২:২৫** পদ; আরও দেখুন গীত ৩ অধ্যায়ের শিরোনাম।

৫১:১-২ ক্ষমা লাভের জন্য প্রারম্ভিক প্রার্থনা (লূক **১৮:১৩** পদ দেখুন)। কিভাবে বিভিন্ন

সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা দেখুন: অটল ভালবাসা, করুণা, প্রচুর করুণা; মার্জনা, নিঃশেষে ধুয়ে ফেল, শুচি কর; অধর্ম, অপরাধ, পাপ (পাপ সম্পর্কিত এ ধরনের শব্দগুচ্ছের বিষয়ে আরও দেখুন গীত ৩২:৫)।

৫১:১ অটল ভালবাসা। ৬:৪ পদের নোট দেখুন। **মার্জনা কর:** ৯ পদ দেখুন। যেন একটি প্যাপিরাস পত্রের চিত্র এখানে দেখানো হচ্ছে (৯:৫ পদের নোট দেখুন) যেখানে ঈশ্বর দায়ূদের সমস্ত কার্যকলাপের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। পাপ মুছে ফেলা বা মার্জনা করার অর্থ হচ্ছে ক্ষমা করা (যিরমিয় ১৮:২৩; দেখুন যিশাইয় ৪৩:২৫)। জাগতিক রাজারা যেভাবে ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখেন সেই একই ভঙ্গিতে ঈশ্বরের তাঁর বিবরণ লিপিবদ্ধ রাখেন এমন ধারণা সম্পর্কে আরও দেখুন ৫৬:৮ পদ ও নোট; ৮৭:৬; ১৩০:৩; ১৩৯:১৬ পদের নোট; নহিমিয় ১৩:১৪; দানিয়েল ৭:১০; আরও দেখুন যাত্রা ৩২:৩২-৩৩ পদ।

৫১:২ ৭ পদ দেখুন। **আমাকে নিঃশেষে ধুয়ে ফেল:** ময়লা কাপড়ের মত। **আমাকে শুচি কর:** অর্থাৎ তোমার দৃষ্টিতে আমাকে যোগ্য ও পবিত্র করে তোল (লেবীয় ১১:৩২ পদ দেখুন)।

৫১:৩-৬ পাপের স্বীকারোক্তি (এর সাথে তুলনা করুন হিতোপদেশ ২৮:১৩; ১ যোহন ১:৯ পদ)।

৫১:৩ আমার সম্মুখে আছে। অর্থাৎ আমার স্মরণে আছে।

৫১:৪ কেবল তোমারই বিরুদ্ধে। দায়ূদ স্বীকার করছেন যে, তাঁর এই পাপ সরাসরি শুধুমাত্র ঈশ্বরের বিরুদ্ধেই তিনি করেছেন (২ শমূ ১২:১৩ পদ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন আদি ২০:৬; ৩৯:৯; লূক ১৫:১৮)। তিনি আইন-কানুনের সুস্পষ্ট বিধান ভঙ্গ করেছেন (যাত্রা ২০:১৩-১৪, ১৭)। **আপনার বিচারে নির্দোষ রয়েছ:** যে বিচার ঈশ্বর ভাববাদী নাথনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন (২ শমূ ১২:৭-১২)। নতুন নিয়মে এই পদের প্রয়োগ সম্পর্কে জানতে দেখুন রোমীয় ৩:৪ পদ।

৫১:৫ তিনি এই দাবী করতে পারেন না যে, এই পাপ তাঁর জীবনের একেবারে অনাকাক্ষিত একটি বিচ্যুতি; তাঁর জন্মের মধ্য দিয়েই এই পাপ তাঁর মধ্যে প্রবেশ করেছে (৫৮:৩; আদি ৮:২১; ১ রাজা ৮:৪৬ পদের নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন যোহন ৯:৩৪; ইফিষীয় ২:৩ পদ)। আপাতদৃষ্টিতে সদৃশ বক্তব্য দেখুন ইয়োব ১৪:৪; ১৫:১৪; ২৫:৪-৬ পদে, যা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে উদ্ভব হয়েছে।

৫১:৬ তীব্র বৈপরীত্য: ঈশ্বর যা প্রত্যাশা করেন এবং যা তিনি শিক্ষা দিয়েছেন, ঠিক তার বিপরীত কাজটিই দায়ূদ করেছেন। কিন্তু এখন দায়ূদ বলছেন ঈশ্বরের এই ইচ্ছা পালন এবং তাঁর শিক্ষা লাভ করাই তাঁর একমাত্র আশা – ৭ ও ১০ পদে আমরা এই বিনতি দেখতে পাই। **আন্তরিক সত্য:** নৈতিক শুদ্ধতা। **গূঢ় স্থান:** ১৩৯:১৩-১৬ পদের নোট দেখুন। **প্রজ্ঞা:** যারা নিজেদেরকে পাপের হাতে তুলে দেয় তারা মূর্খ; যারা তাদের অন্তরে ঈশ্বরের শাসন ও নিয়ম ধারণ করে তারা প্রজ্ঞাবান (৩৭:৩০-৩১ পদ দেখুন)।

৫১:৭-৯ ক্ষমা লাভের জন্য পুনরায় দায়ূদের প্রার্থনা (১-২ পদের নোট দেখুন)।

৫১:৭ আমাকে পাপ মুক্ত কর। আক্ষরিক অর্থে, "আমার সমস্ত পাপ পরিষ্কার কর।" **এসব:** এসেবা বা হিস্যোপ গাছের ডাল, যা সাধারণত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে শুচি করার জন্য

ব্যবহার করা হত; যাত্রা ১২:২২ পদের নোট দেখুন। **তাতে আমি পবিত্র হব:** এই শব্দগুচ্ছের জন্য যে হিব্রু শব্দ ব্যবহৃত হয় তা ব্যবহার করেই ২ পদে "পরিষ্কার" করা বোঝানো হয়েছে। **হিমের চেয়ে সাদা:** ময়লা কাপড়ের মত তাঁর নিজেকে পরিষ্কার করা প্রয়োজন (২ পদের নোট দেখুন); কিন্তু যদি ঈশ্বর তাঁকে পরিষ্কার করেন, তাহলে তিনি এতটাই পরিশুদ্ধ হয়ে উঠবেন যে, তাঁকে বর্ণনা করার মত আর কোন ভাষা থাকবে না (যিশাইয় ১:১৮; দানি ৭:৯; প্রকা ৭:১৪; ১৯:১৪ পদ দেখুন)।

৫১:৮ আমাকে ... আনন্দের বাক্য শোনাও। অর্থাৎ আমি যেন আনন্দে পরিপূর্ণ হই (৩২:৭ পদের নোট দেখুন; এর সাথে ৩৫:২৭ পদও দেখুন) কিংবা অন্যভাবে বললে, আমি যেন ভাববাদীর মুখে আমার ক্ষমার ঘোষণা শুনতে পাই যা আমাকে আনন্দে উদ্বেলিত করবে, যা আমাকে পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার নিশ্চয়তা দান করবে (২ শমূ ১২:১৩ পদ দেখুন)। **অস্থি:** ৬:২ পদের নোট দেখুন।

৫১:৯ আমার পাপগুলোর প্রতি মুখ আচ্ছাদন কর। অর্থাৎ যা সময় "আমার সম্মুখে থাকে" তা থেকে মুক্ত কর (পদ ৩)। **মার্জনা কর:** ১ পদের নোট দেখুন।

৫১:১০-১২ পবিত্রতা অর্জন – একটি পবিত্র অন্তর লাভের জন্য প্রার্থনা, যেন তাঁর মধ্যে দৃঢ় বিশ্বস্ততা এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনের জন্য সঙ্কল্প সৃষ্টি হয়। যদি তাই হয়, তাহলে ঈশ্বরের পরিত্রাণের আনন্দ তাঁর পীড়িত আত্মাকে সুস্থ করে তুলবে।

৫:১০ সৃষ্টি কর। একেবারে নতুন কোন কিছুর মত, অর্থাৎ ইতোমধ্যে অস্তিত্ব রয়েছে এমন কোন কিছুকে পরিবর্তন করে তৈরি করা নয় (পদ ৫ দেখুন) এবং যা একমাত্র ঈশ্বরই সাধন করতে পারেন (আদিপুস্তক ১:১ পদের নোট দেখুন; যিশাইয় ৬৫:১৭; যিরমিয় ৩১:২২ পদ দেখুন)। **অন্তঃকরণ:** ৪:৭ পদের নোট দেখুন।

৫১:১১ দুটি আবেদনই মূলত এক (১৩৯:৭; ইষ্রা ৩৯:২৯ দেখুন)। দায়ূদের প্রার্থনার মধ্যে শৌলের প্রত্যাখ্যানের ঘটনাটি স্মরণ করা হয়েছে (দেখুন ১ শমূ ১৬:১, ১৪; ২ শমূ ৭:১৫) এবং বিনতি জানানো হয়েছে যেন ঈশ্বর তাঁর আত্মা সরিয়ে না নেন, যার মাধ্যমে দায়ূদ আবারও তাঁর পবিত্রতা ও ধার্মিকতার স্বীকৃতি লাভ করবেন (১ শমূ ১৬:১৩; ২ শমূ ২৩:১-২)। **পবিত্র আত্মা:** পুরাতন নিয়মে এই স্থানটি ছাড়া আর কেবল যিশাইয় ৬৩:১০-১১ পদে এই অংশটি দেখা যায়। তাঁর আত্মার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টিকে নতুনীকরণ করে থাকেন (১০৪:৩০; আদি ১:২; ইয়োব ৩৩:৪) এবং উদ্ধার করে থাকেন (যিশাইয় ৩২:১৫; ৪৪:৩; ৬৩:১১, ১৪; হগয় ২:৫), তাঁর দাসদেরকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত করে তোলেন (যাত্রা ৩১:৩; গণনা ১১:২৯; বিচারকর্তৃগণ ৩:১০; ১ শমূ ১০:৬; ১৬:১৩; যিশাইয় ১১:২; ৪২:১), তাঁর নবীদেরকে অনুপ্রাণিত করেন (গণনা ২৪:২-৩; ২ শমূ ২৩:২; নহিমিয় ৯:৩০; যিশাইয় ৫৯:২১; ৬১:১; যিহিষ্কেল ১১:৫; মীখা ৩:৮; সখরিয় ৭:১২) এবং তাদের পরিচর্যা কাজকে পরিচালনা দান করেন (১ রাজা ১৮:১২; ২ রাজা ২:১৬; যিশাইয় ৪৮:১৬; ইষ্রা ২:২; ৩:১৪)। তাঁর পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়েই ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে "এক নতুন অন্তঃকরণ এবং এর নতুন আত্মা" দান করেন যেন তারা তাঁর ইচ্ছা অনুসারে জীবন যাপন করতে পারে (ইষ্রা ৩৬:২৬-২৭; আরও দেখুন যিরমিয় ২৪:৭; ৩২:৩৯; যিহিষ্কেল ১১:১৯; ১৮:৩১)।

৫১:১৩-১৭ ঈশ্বরের প্রশংসা করার শপথ (৭:১৭ পদের নোট দেখুন)।

৫১:১৩ ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমা ও পরিশুদ্ধতার জন্য প্রশংসা ও মহিমার পাশাপাশি রয়েছে "অধর্মাচারী" ও "পাপীদের" জন্য নির্দেশনা, যাদের পথভ্রষ্টতার কারণে তিনি নিজেও অপরাধী অনুভব করছেন (পদ ৩)। ঈশ্বরের প্রশংসা ও গৌরব করার পর তিনি অন্যদেরকেও তা করতে উৎসাহিত করেছেন, যেমনটা গীত ৩৪ অধ্যায়ের রচয়িতা করেছেন (গীত ৩২:৮-১০ পদের নোটও দেখুন)। **তোমার দিকে:** ২৫:৪ পদের নোট দেখুন।

৫১:১৪ কেবল ঈশ্বর যদি ক্ষমা করেন, তাহলে অবশ্যই তাঁর প্রশংসা নির্গত হবে। **ধর্মশীলতা:** ৪:১ পদের নোট দেখুন।

৫১:১৫ আমার ওষ্ঠাধর খুলে দাও। অর্থাৎ আমি যে ক্ষমা লাভ ও পরিষ্কৃত হওয়ার জন্য প্রার্থনা করছি তা গ্রাহ্য কর।

৫১:১৬ ৪০:৬ পদের নোট দেখুন।

৫১:১৭ ভগ্ন আত্মা ... ভগ্ন ও চূর্ণ অন্তঃকরণ। যা ঈশ্বরকে উৎসর্গের চেয়েও বেশি সন্তুষ্ট করে তা হচ্ছে একটি বিনম্র ও ভগ্ন চূর্ণ অন্তর, যা বিপদে ঈশ্বরকে ডাকে এবং পাপ দ্বারা আক্রান্ত হলে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চায় (৫০:৭-১৫ পদের নোট দেখুন; এর সাথে ৩৪:১৭-১৮ পদও দেখুন)।

৫১:১৮-১৯ সিয়োনের জন্য প্রার্থনা (৩:৮ পদের নোট দেখুন)।

৫১:১৯ ধার্মিকতার উৎসর্গ। ঈশ্বরের কাছে সন্তোষজনক এমন উৎসর্গ; এখানে উৎসর্গের সাথে রয়েছে ঈশ্বরের করুণা লাভের জন্য তাঁর গৌরব ও প্রশংসা (৫০:১৪-১৫ পদ ও নোট দেখুন)।

উপসংহার: এটি পাপী স্বীকার বা অনুতপ্ত হওয়ার সবচেয়ে বড় গীত। দায়ূদ তাঁর ব্যভিচার ও খুনের মত বড় পাপ ঈশ্বরের সামনে স্বীকার করেছেন এবং তাঁর পাপ ক্ষমা করা হয়েছে। একজন পাপী তার পাপ থেকে ফিরে মন পরিবর্তন করেছে এবং তাকে ক্ষমা করা হয়েছে। সেই ক্ষমা পাওয়া লোক সিয়োনের জন্য প্রার্থনাকারী লোকে পরিণত হয়।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. কিভাবে পাপ প্রথম এবং সর্বাগ্রে ঈশ্বরকে কষ্ট দেয়?
২. কে আমাদের পাপ থেকে পবিত্র করতে পারেন? আমরা কি আমাদের সাহায্য করতে পারি?
৩. 'আমরা শুধুই মানুষ তাই নিজেকে সাহায্য করতে পারি না, তাই পাপ করি'- এই অজুহাতে আপনি কিভাবে সাড়া দেবেন? আপনার কি মনে হয় যে, মণ্ডলীগুলো যৌন পাপের বিষয়ে ক্রমেই সহনশীল হয়ে উঠছে? ব্যাখ্যা করুন।
৪. আপনি কি কোন যোগাযাগ দেখতে পান একটি নির্দোষ জীবন এবং কার্যকর সুখবর প্রচারের মধ্যে? আপনি কি মনে করেন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মধ্যে যদি বন্য মনসম্পন্ন কিছু লোক থাকে তবে মণ্ডলী অ-খ্রীষ্টানদের আরও ভালভাবে বুঝতে পারে?

গীত ৫২

দুষ্ট ও অত্যাচারী এবং তার ধ্বংস

ভূমিকা: উদ্ধত ও দুর্দান্ত শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হলে পর ঈশ্বরের প্রতি নির্ভীক আস্থা ও নির্ভরতা। দায়ূদ ঈশ্বরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং তাঁর উচ্চ আশ্রয় দুর্গ থেকে তিনি তাঁর শত্রুদেরকে মুখের উপর ভর্ৎসনা করছেন (যা অনেকটা যিশাইয় ২২:১৫-১৯ পদে ভাববাদী যিশাইয়র ভর্ৎসনা ও তিরস্কারের মত)। যদিও এটি জ্ঞানগর্ভ গীত নয়, তথাপি গীত ৪৯ অধ্যায়ের সাথে এর অনেক মিল রয়েছে (গীত ৪৯-৫৩ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন; এর সাথে গীত ৪৯ অধ্যায়ের ভূমিকাও দেখুন)। দায়ূদের শত্রুদের সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা গীত ৫১ অধ্যায়ের ভাবধারার সাথে কিছুটা বৈপরীত্য প্রকাশ করে। দায়ূদ কর্তৃক গলিয়াতের প্রতি তিরস্কার দেখুন (১ শমূ ১৭:৪৫-৪৭)।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। দায়ূদের মস্কীল। যখন ইদোমীয় দোয়েগ এসে শৌলকে এই সংবাদ দিল যে, "দায়ূদ অহীমেলকের বাড়িতে এসেছে," সেই সময়কার।

১ হে শক্তিশালী লোক, তুমি কেন অনিষ্ট কাজের গর্ব করছো?
ঈশ্বরের দয়া নিত্যস্থায়ী।
২ তোমার জিহ্বা ধ্বংসের কল্পনা করছে;
হে ছলসাধক, তা শাণিত ক্ষুরের মত।
৩ তুমি সৎকর্মের চেয়ে দুষ্কর্ম,
এবং ধর্মের কথার চেয়ে মিথ্যা বেশি কথা ভালবাস। [সেলা]
৪ হে ছলনার জিহ্বা, তুমি সমস্ত বিনাশক কথা ভালবাস।
৫ ঈশ্বরও তোমাকে চিরতরে বিনষ্ট করবেন,
তোমাকে ধরে তাঁবু থেকে টেনে বের করবেন,
জীবিতদের দেশ থেকে তোমাকে উৎপাটন করবেন। [সেলা]
৬ ধার্মিকেরা তা দেখে ভয় পাবে,
আর তার বিষয়ে উপহাস করে বলবে,
৭ 'দেখ, ঐ ব্যক্তি ঈশ্বরকে তার আশ্রয়স্থল জ্ঞান করতো না,
সে নিজের প্রচুর ধনের উপর নির্ভর করতো;
সে দুষ্টতায় নিজেকে বলবান করতো।'
৮ কিন্তু আমি ঈশ্বরের গৃহে সবুজ জলপাই গাছের মত;
আমি অনন্তকালের তরে ঈশ্বরের অটল প্রেমে বিশ্বাস করি।
৯ চিরকাল আমি তোমার প্রশংসা করবো,
কেননা তুমি কাজ সাধন করেছ;
আমি তোমার বিশ্বস্ত লোকের সম্মুখে
তোমার নাম প্রচার করবো, কেননা তা উত্তম।

গীত ৫২ : ক্রসরেফারেন্স

[৫২:১] ১শমূ ২১:৭; ২২:৯
[৫২:১] গীত ১০:৩; ৯৪:৪
[৫২:১] গীত ৪৪:৮
[৫২:২] গীত ৫:৯
[৫২:২] গণনা ৬:৫
[৫২:৩] যাত্রা ১০:১০; ১শমূ ১২:২৫; আমোষ ৫:১৪-১৫; যোহন ৩:২০
[৫২:৩] গীত ৫৮:৩; যিরি ৯:৫; প্রকা ২১:৮
[৫২:৪] গীত ৫:৯; ১০:৭; ১০৯:২; ১২০:২, ৩; হিতো ১০:৩১; ১২:১৯
[৫২:৫] দ্বি.বি. [২৯:২৮; ইয়োব ৪০:১২; যিশা ২২:১৯; যিহি ১৭:২৪
[৫২:৫] দ্বি.বি. ২৮:৬৩
[৫২:৫] ইয়োব ২৮:১৩
[৫২:৬] ইয়োব ২২:১৯
[৫২:৭] ২শমূ ২২:৩
[৫২:৭] গীত ৪৯:৬; হিতো ১১:২৮; মার্ক ১০:২৩
[৫২:৮] গীত ১:৩; প্রকা ১১:৪
[৫২:৮] গীত ৬:৪; ১৩:৫
[৫২:৯] গীত ৩০:১২
[৫২:৯] দ্বি.বি. ৭:৬; গীত ১৬:৩
[৫২:৯] ইয়োব ৭:৬; গীত ২৫:৩
[৫২:৯] গীত ৫৪:৬

গীত ৫২ এর নোটসমূহ

প্রধান বাদ্যকরের জন্য: গীত ৪ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। **মস্কীল:** গীত ৩২ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। **যখন:** গীত ৩ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। এই ঘটনা সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন **১** শমূ ২২:৯-১০ পদ।

৫২:১-৪ শত্রুর প্রতি তিরস্কার ও সমালোচনা।

৫২:১ কেন ... ? অর্থাৎ কোন অধিকারে? ৫০:১৬; যিশাইয় ৩:১৫ পদ দেখুন। **গর্ব:** একই সাথে কথায় এবং কাজে (৭৫:৪-৫ পদ দেখুন)। **শক্তিশালী লোক:** তার নিজের চিন্তা অনুসারে (যিশাইয় ২২:১৭ পদ দেখুন)।

৫২:২ তোমার জিহ্বা। ৪ পদ দেখুন; এর সাথে ৫:৯ পদের নোট দেখুন।

৫২:৩ তোমার নৈতিক আদর্শ সম্পূর্ণভাবে বিকৃত হয়েছে। **ভালবাসা:** অর্থাৎ অধিক গুরুত্ব দাও, বা পছন্দ কর।

৫২:৪ ছলনার জিহ্বা। ২ পদের নোট দেখুন।

৫২:৫-৭ শত্রুর বিনাশ ঘোষণা করা হয়েছে (মূলত এটি একটি প্রার্থনা): ঈশ্বর তোমাকে চিরতরে বিনষ্ট করবেন এবং ধার্মিকেরা তোমাকে উপহাস করবে।

৫২:৫ শাস্তি দানের তিনটি প্রতীকী চিত্র লক্ষ্য করুন: "বিনষ্ট করবেন," "টেনে বের করবেন," "উৎপাটন করবেন"। উদ্ধত শত্রুরা গীত ৪৯ অধ্যায়ের মূর্খ ধনীদের মত একই পরিণাম ভোগ করবে। **তাঁবু থেকে:** ইয়োব ১৮:১৪ পদ দেখুন। **তোমাকে উৎপাটন করবেন:** ৮ পদের সাথে তুলনা করুন।

৫২:৬ ধার্মিকেরা। ১:৫ পদের নোট দেখুন। **ভয় পাবে:** অর্থাৎ তোমার পতন দেখে তারা শিক্ষা নেবে (৪০:৩ পদের নোট দেখুন)।

৫২:৮-৯ ঈশ্বরই দায়ূদের সুরক্ষা।

৫২:৮ জলপাই গাছের মত। যা শত শত বছর বাঁচে। **সবুজ:** অর্থাৎ সজীব ও সমৃদ্ধ। ১:৩ পদ দেখুন। তা কখনো উৎপাটিত হবে না (পদ ৫ দেখুন)। **ঈশ্বরের গৃহে:** মন্দিরের প্রাঙ্গনে জলপাই গাছ রোপণ করা হত না, কিন্তু এখানে বোঝানো হয়েছে দায়ূদ ঈশ্বরের কাছে আশ্রয় নেওয়ার জন্য তাঁর মন্দিরে প্রবেশ করতেন (১৫:১; ২৩:৬; ২৭:৪; ৬১:৪ পদের নোট দেখুন), যেখানে তিনি নিরাপদ থাকেন (২৭:৫ পদের নোট দেখুন)। **অটল ভালবাসা:** ৬:৪ পদের নোট দেখুন।

৫২:৯ ঈশ্বরের প্রশংসা করার জন্য শপথ (৭:১৭ পদের নোট দেখুন)। **বিশ্বস্ত লোক:** ৪:৩ পদের নোট দেখুন। **তোমার নাম:** ৫:১১ পদের নোট দেখুন।

উপসংহার: একজন দুষ্ট লোকের চরিত্র অর্থাৎ ইদোমীয় দোয়েগের চরিত্রের সঙ্গে এই গীতটিতে ঈশ্বরভক্ত লেখকের চরিত্র তুলনা করেছেন। এই ঐতিহাসিক ঘটনায় অহংকারী ও অত্যাচারীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যাদের ঈশ্বর শাস্তি দেবেন।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. এই গীতে পরাক্রমশালী মানুষকে আমরা "বীর" হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। কিন্তু

ঈশ্বরের হাতে স্ব-প্রশংসিত বীরের অবস্থা কি হবে? বীরগণ ধার্মিকদের হয়রানি করতে পারে, কিন্তু শেষ হাসি কে হাসবে?

২. চিরদিনের জন্য ঈশ্বর কাকে ধ্বংস করবেন? (১-৭)
৩. গীতরচক কার সঙ্গে নিজেকে তুলনা করেছেন? (৮-৯)
৪. যখন আমরা প্রয়োজন বোধ করি তখন আমরা ঈশ্বরকে দয়া করার জন্য ডাকি। তাই কিভাবে ঈশ্বরের জন্য অপেক্ষা করতে আমাদের সময় ব্যায় করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

গীত ৫৩

সত্যিকারের বিশ্বাস থেকে সরে যাওয়া

ভূমিকা: দুষ্টদের মূর্খতা সম্পর্কিত সাক্ষ্য, যা কোন কোন ক্ষেত্রে গীত ১৪ অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি; উক্ত অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। দুটো অধ্যায়ের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে এখানে "সদাপ্রভু" শব্দটির বদলে "ঈশ্বর" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে; ৫ পদের নোট দেখুন। মূল গীতটিকে ২ বংশাবলি ২০ অধ্যায়ের ঘটনাবলির আলোকে পুনরুক্তি করা হয়েছে। গীত ৫৯; ৫২ অধ্যায়ে অহঙ্কারী মূর্খদেরকে যেভাবে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করা হয়েছে, সে সম্পর্কে এই গীতটি একটি সহায়ক বিবৃতি হিসেবে কাজ করেছে (গীত ৪৯-৫৩ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, মহলৎ। দায়ূদের মস্কীল।

গীত ৫৩ : ক্রসরেফারেন্স

[১] মূঢ় মনে মনে বলেছে, 'ঈশ্বর নেই'।
তারা নষ্ট, তারা ঘৃণার যোগ্য অধর্ম করেছে;
সৎকর্ম করে, এমন কেউ নেই।
[২] ঈশ্বর স্বর্গ থেকে মানব জাতিকে প্রতি নিরীক্ষণ করলেন,
দেখতে চাইলেন, বিবেচক কেউ আছে কিনা,
ঈশ্বরের খোঁজ করে এমন কেউ আছে কি না।
[৩] সকলে বিপথে গেছে, একসঙ্গে সত্যভ্রষ্ট হয়েছে;
সৎকর্ম করে, এমন কেউ নেই, এক জনও নেই।
[৪] দুর্বৃত্তদের কি কিছুই জ্ঞান নেই?
তারা খাদ্য গ্রাস করার মত আমার লোকদেরকে গ্রাস করে,
আর ঈশ্বরকে ডাকে না।
[৫] কিন্তু ভয়শূন্য স্থানে তারা নিদারুণ ভয় পেল;
কেননা যারা তোমাকে অবরোধ করে,
ঈশ্বর তাদের অস্থি ছড়িয়ে ফেললেন,
তুমি তাদেরকে লজ্জা দিয়েছ,

[৫৩:১] গীত ৭৪:২২; ১০৭:১৭; হিতো ১০:২৩
[৫৩:১] গীত ১০:৪
[৫৩:২] গীত ৩৩:১৩
[৫৩:২] গীত ৮২:৫; যিরি ৪:২২; ৮:৮
[৫৩:২] ২বংশা ১৫:২
[৫৩:৩] রোমীয় ৩:১০-১২
[৫৩:৫] লেবী ২৬:১৭
[৫৩:৫] রাজা ২৩:১৪; গীত ১৪১:৭; যিরি ৮:১; যিহি ৬:৫
[৫৩:৫] রাজা ১৭:২০
[৫৩:৫] ইয়োব ৮:২২
[৫৩:৫] যিরি ৬:৩০; ১৪:১৯; বিলাপ ৫:২২

কারণ ঈশ্বর তাদেরকে অগ্রাহ্য করেছেন।
৬ আহা! ইস্রায়েলের পরিত্রাণ সিয়োন থেকে উপস্থিত হোক;
ঈশ্বর যখন তাঁর লোকদের বন্দীদশা থেকে ফিরিয়ে আনবেন,
তখন যাকোব উল্লসিত হবে, ইস্রায়েল আনন্দ করবে।

গীত ৫৩ এর নোটসমূহ

শিরোনাম প্রধান বাদ্যকরের জন্য: গীত ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **স্বর:** গীত ৬ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **মহলৎ:** সম্ভবত এটি একটি সুরের নাম (গীত ৯ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন)। হিব্রু ভাষায় এই শব্দের অর্ধ "কষ্ট" বা "অসুস্থতা"। সম্ভবত এখানে হিব্রু শব্দগুচ্ছটি নির্দেশ করছে যে, গীতটি ব্যবহৃত হবে কষ্টের সময়ে, যখন ঈশ্বরবিহীন লোকেরা আমাদেরকে কষ্ট দেবে ও আমাদেরকে নিয়ে উপহাস করবে (গীত ১০২ অধ্যায় দেখুন; আরও দেখুন ৫:৯ পদের নোট)। **মস্কীল:** গীত ৩২ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

৫৩:১-৪ ১৪:১-৪ পদের নোট দেখুন।

৫৩:৫ এই অংশটি ১৪:৫-৬ পদ থেকে কিছুটা আলাদা, যদিও মূল বিষয়বস্তু একই: যে সমস্ত ঈশ্বরবিহীন লোকেরা ঈশ্বরের লোকদেরকে কষ্ট দিয়ে থাকে তাদেরকে ঈশ্বর শাস্তি দিয়ে থাকেন। এখানে সমস্ত ক্রিয়াপদগুলো অতীত কালে ব্যবহৃত হয়েছে (সম্ভবত তাদের পতনের নিশ্চয়তা সম্পর্কে বোঝানোর জন্য)। **ভয়শূন্য স্থানে:** তারা এমন স্থানে ভয় পেল যেখানে তাদের ভয় পাওয়ার মত কোন কিছু ছিলই না। ইস্রায়েলের উপরে না পড়ে তাদের উপরে ঈশ্বরের অভিশাপ পড়েছিল (লেবীয় ২৬:৩৬-৩৭ পদ দেখুন; এর সাথে দেখুন বিচারকর্তৃগণ ৭:২১; ২ রাজা ৩:২২-২৩; ৭:৬-৭; হিতোপদেশ ২৮:১)। তাদের অস্থি ছড়িয়ে ফেললেন। তাদের পরাজিত যুদ্ধক্ষেত্র জুড়ে তাদের দেহাবশেষ ঘৃণ্য বস্তুর মত করে পড়ে থাকল (যিশাইয় ১৪:১৮-২০; যিরমিয় ৮:২ পদের নোট দেখুন)। ঈশ্বর তাদেরকে অগ্রাহ্য করেছেন। ঠিক যেভাবে তারা ঈশ্বরের লোকদেরকে অগ্রাহ্য করেছে।

৫৩:৬ ১৪:৭ পদের নোট দেখুন।

উপসংহার: শেষ দিনগুলোতে মানুষ ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করবে, আর দুষ্ট ও অসৎ লোকেরা ঈশ্বরভক্ত লোকদের উপর অত্যাচার করবে। তখন যারা সত্যিকারের বিশ্বাস থেকে সরে যাবে তাদের উপর শাস্তি নেমে আসবে। বেঁচে-থাকা ঈশ্বরভক্ত লোকেরা মশীহের আসার জন্য এবং ইস্রায়েলের পুনঃস্থাপনের জন্য প্রার্থনা করছে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. বোকা লোকেরা তাদের হৃদয়ে কি বলে?
২. কে ভাল কাজ করে?
৩. যখন আমরা প্রয়োজনের সময় প্রার্থনা না করি তখন কি হয়?
৪. আমাদের শত্রুদের সম্পর্কে আমাদের কি মনে রাখা দরকার?

৫. যখন ঈশ্বর তাঁর লোকদের বন্দীত্ব থেকে ফিরিয়ে আনবেন, তখন যাকোব অর্থাৎ ইস্রায়েল জাতি কি করবে?
৬. দৃশ্যত সংখ্যালঘু লোকেরা অত্যাচার ভোগ করে, তবে কিভাবে ঈশ্বর তাঁর লোকদের টিকিয়ে রাখবেন যখন তারা সংখ্যালঘু? এই বিষয়ে আপনার মতামত কি?

গীত ৫৪

ঈশ্বরভক্তের অনুরোধ

ভূমিকা: গীত ৫৪ অধ্যায়টি হল যারা দায়ূদকে হত্যা করতে চায় সেই সব শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য প্রার্থনা। এই প্রার্থনাটি সংক্ষিপ্ত, অনেকটা গীত ৩; ৪; ১৩ অধ্যায়ের মত। তথাপি এটি গীতসংহিতায় অন্যতম বহুল ব্যবহৃত গীতের মধ্যে একটি, যেখানে বক্তব্যের মূল উপকরণগুলো পাওয়া যায় (ভূমিকা: গীতের ধরনসমূহ দেখুন)। সম্পূর্ণ সমান্তরাল এই গীতে দায়ূদ ঈশ্বরের কাছে নির্দোষিতার স্বীকৃতি চেয়ে প্রার্থনা করেছেন (পদ ১) এবং তিনি এই বিশ্বাসের বাণী উচ্চারণ করেছেন যে, ঈশ্বর অবশ্যই তাঁকে উদ্ধার করবেন ও শত্রুদের উপরে বিজয়ী করবেন (পদ ৭)। প্রার্থনার কেন্দ্রে রয়েছে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরতার স্বীকৃতি (পদ ৪ দেখুন; এর সাথে ৪২:৮ পদ দেখুন এবং ৬:৬ পদের নোট দেখুন)। প্রারম্ভিক অংশে দুটি পদ রয়েছে, যার বক্তব্য অনেকটা সমাপনী পদের মত (এবং দুটোতেই বলা হয়েছে "তোমার নাম"), যেখানে পদ ৩, ৫ উভয়ে পৃথকভাবে প্রার্থনায় ভিন্ন মাত্রা যুক্ত করেছে। সাতটি পদের কাঠামো বিশিষ্ট গীত সম্পর্কে জানতে দেখুন গীত ২৯ অধ্যায়ের ভূমিকা।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। তারযুক্ত যন্ত্রে। দায়ূদের মস্কীল। যখন সীফীয়েরা এসে শৌলকে বললো, 'দায়ূদ আমাদের মধ্যে লুকিয়ে আছেন' গীতটি সেই সময়কার।

[১] ঈশ্বর, তোমার নামে আমাকে নিস্তার কর,
তোমার পরাক্রমে আমার বিচার নিষ্পন্ন কর।
[২] হে ঈশ্বর, আমার প্রার্থনা শোন,
আমার মুখের কথায় কান দাও।
[৩] কেননা অপরিচিত লোকেরা আমার বিপক্ষে উঠেছে,
দুর্দান্ত লোকেরা আমার প্রাণের খোঁজ করেছে;
তারা ঈশ্বরকে সম্মুখে রাখে নি। [সেলা]
[৪] দেখ, ঈশ্বর আমার সাহায্যকারী;
প্রভু আমার প্রাণরক্ষকদের মধ্যবর্তী।
[৫] তিনি সকল অমঙ্গল আমার গুপ্ত শত্রুদের কাছে
ফিরিয়ে দেবেন;
তুমি তোমার বিশ্বস্ততায় তাদেরকে সংহার কর।

গীত ৫৪ : ক্রসরেফারেন্স

[৫৪:১] ১শমূ ২৩:১৯; ২৬:১
[৫৪:১] ১শমূ ২৪:১৫
[৫৪:১] গীত ২০:১
[৫৪:১] ২বংশা ২০:৬
[৫৪:২] গীত ৪:১; ৫:১; ৫৫:১
[৫৪:৩] গীত ৮৬:১৪
[৫৪:৩] গীত ১৮:৪৮; ১৪০:১, ৪, ১১
[৫৪:৩] ১শমূ ২০:১
[৫৪:৩] গীত ৩৬:১
[৫৪:৪] ১বংশা ৫:২০; গীত ২০:২
[৫৪:৪] গীত ১৮:৩৫
[৫৪:৫] দ্বি.বি. ৩২:৩৫; গীত ৯৪:২৩; হিতো ২৪:১২
[৫৪:৫] গীত ৮৯:৪৯; যিশা

৬ আমি তোমার উদ্দেশে স্ব-ইচ্ছার বলি উৎসর্গ করবো;
হে সদাপ্রভু, তোমার নামের স্তব করবো,
কেননা তা উত্তম।
৭ কারণ তিনি আমাকে সমস্ত সঙ্কট থেকে
উদ্ধার করেছেন,
এবং আমার চোখ আমার শত্রুদের দুর্দশা দেখেছে ।

৪২:৩
[৫৪:৬] লেবী ৭:১২, ১৬; ইষ্রা ১:৪; গীত ২৭:৬
[৫৪:৬] গীত ৪৪:৮; ৬৯:৩০; ১৩৮:২; ১৪২:৭; ১৪৫:১
[৫৪:৬] গীত ৫২:৯
[৫৪:৭] গীত ৩৪:৬
[৫৪:৭] গীত ৫৯:১০; ৯২:১১; ১১২:৮; ১১৮:৭

গীত ৫৪ এর নোটসমূহ

শিরোনাম প্রধান বাদ্যকরের জন্য: গীত ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **তারযুক্ত যন্ত্রে:** গীত ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **মস্কীল:** গীত ৩২ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **যখন:** উক্ত ঘটনার বর্ণনা জানতে **১ শমূ ২৩:১৯** পদ দেখুন; এর সাথে গীত ৩ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

৫৪:১-২ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার বিষয় নিয়ে বিনতি (গীত **১৭** অধ্যায় দেখুন)।

৫৪:১ নাম। ৬ অধ্যায় দেখুন; এর সাথে **৫:১১** অধ্যায়ের নোট দেখুন।

৫৪:৩ শত্রুদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের কাছে দায়ূদের বিনতি। **তারা ঈশ্বরকে সম্মুখে রাখে নি:** গীত ৫৩ অধ্যায়ের লোকদের মত।

৫৪:৪ প্রার্থনার কেন্দ্রে ঈশ্বরের প্রতি আত্মবিশ্বাসের বিশেষ স্বীকৃতি (৪২:৮ পদের নোট দেখুন)।

৫৪:৫ শত্রুদের শাস্তি দানের জন্য দায়ূদের প্রার্থনা (৫:১০ পদের নোট দেখুন)।

৫৪:৬ ঈশ্বরের প্রশংসা করার জন্য শপথ (৭:১৭ পদের নোট দেখুন)। **নাম: ১** পদ দেখুন ও নোট দেখুন।

৫৪:৭ ঈশ্বর যে দায়ূদের প্রার্থনা শুনেছেন তার নিশ্চয়তা (৩:৮ পদের নোট দেখুন)।

উপসংহার: সীফীয়রা দায়ূদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। সেই ঘটনা এই গীতটির জন্য একটি ঐতিহাসিক পটভূমি দেয়। এই গীতটি হল যিহূদী বিশ্বাসীদের মশীহের আসার পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণীর প্রার্থনা।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. আমার সাহায্যকারী কে? যেকোন রকম উদ্ধারের জন্য আমাদের কার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত?
২. আপনার নিজের লোকেরাই যখন আপনার বিরুদ্ধাচারণ করে তখন আপনার মনের অবস্থা কেমন হয়?
৩. আমাদের জীবনের জন্য সবচেয়ে উত্তম কাজ কি? সেই উত্তম কাজ যখন আমরা করি তখন কি ঘটে?
৪. যখন ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে থাকেন তখন আমাদের চোখ কি দেখতে পায়?

গীত ৫৫

বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে অভিযোগ

ভূমিকা: যিরূশালেম নগরীতে পুরাতন এক বন্ধুর নেতৃত্বে চালিত মারাত্মক ষড়যন্ত্রে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেওয়ার কারণে ঈশ্বরের প্রতি সাহায্য চেয়ে প্রার্থনা। (গীত ৫৯ অধ্যায়টিও ঈশ্বরের কাছে সাহায্য চেয়ে প্রার্থনা, যেখানে হুঙ্কারকারী শক্তিশালী শত্রুদের বিপক্ষে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে ৫৫:১০; ৫৯:৬, ১৪, যারা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যিরূশালেম নগরীর ক্ষতি সাধন করতে দ্বিধা বোধ করবে না এবং যাদের প্রধান অস্ত্র হচ্ছে তাদের মুখ; গীত ৫৪-৬০ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।) যে পরিস্থিতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতে করে ধারণা করা যায় যে, এটি হচ্ছে রাজা বিরুদ্ধে অবশালোমের ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের ঘটনা (২৫:১৫-১৭ পদ দেখুন)। নগরীতে বিশৃঙ্খলা চলছে, সবখানে বিপদ ওৎ পেতে আছে। কাউকে যেন বিশ্বাস করা যায় না। গুজব, মিথ্যা সংবাদ এবং কুৎসা রটনা যেন বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। এ ধরনের পরিস্থিতি থেকে রেহাই দায়ূদ কোন নীরব একটি স্থানে যেতে চাচ্ছেন (পদ ৬-৮ দেখুন)। সকলের প্রশ্নের আওতা থেকে বের হয়ে গিয়ে তিনি ঈশ্বরের সাথে একাকী সময় কাটাতে চাইছেন, একমাত্র যাঁকে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন। গীতটির কাঠামোতে আমরা দেখতে পাই, সাহায্য কামনা করে বিনতি (পদ ১) এবং "আমি তোমার উপরে নির্ভর করবো" এমন স্বীকৃতি দানের মধ্য দিয়ে (পদ ২৩) গীতটি শুরু ও শেষ করা হয়েছে। গীতটির কেন্দ্রে রয়েছে প্রার্থনার মূল বক্তব্য (পদ ১৫)। প্রার্থনার কেন্দ্রের উভয় পাশে ১২টি হিব্রু পঙক্তি রয়েছে যার প্রত্যেকটিই গীতের সূচনা ও সমাপ্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং এই ১২টি পঙক্তির দুটি অংশই এ ধরনের বিন্যাস দ্বারা সজ্জিত: পাঁচটি পঙক্তি, তিনটি পঙক্তি, চারটি পঙক্তি।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। তারযুক্ত যন্ত্রে। দায়ূদের মস্কীল।

১ হে ঈশ্বর, আমার প্রার্থনায় কান দাও,
আমার বিনতি থেকে তুমি নিজেকে লুকিয়ে রেখো না।
২ আমার প্রতি মনোযোগ দাও, আমাকে উত্তর দাও;
আমি ভাবনায় অস্থির হচ্ছি, কাতর আর্তনাদ করছি,
৩ শত্রুর হুঙ্কার হেতু, দুর্জনের দৌরাত্ম্য হেতু;
কেননা তারা আমাতে অধর্ম আরোপ করে,
ক্রোধে আমাকে তাড়না করে।
৪ আমার মধ্যে আমার হৃদয় বড়ই ব্যথিত হচ্ছে;
মৃত্যুর ত্রাস আমাকে আক্রমণ করেছে।
৫ ভয় ও কম্প আমাতে প্রবেশ করেছে,
আমি মহাত্রাসে আচ্ছন্ন হয়েছি।
৬ আমি বললাম, আহা! যদি কবুতরের মত আমার পাখা থাকত,

গীত ৫৫ : ক্রসরেফারেন্স

[৫৫:১] গীত ২৭:৯; বিলাপ ৩:৫৬
[৫৫:২] গীত ৪:১
[৫৫:২] ১শমূ ১:১৫-১৬; গীত ৭৭:৩; ৮৬:৬-৭; ১৪২:২
[৫৫:৩] ২শমূ ১৬:৬-৮; গীত ১৭:৯; ১৪৩:৩
[৫৫:৩] গীত ৪৪:১৬
[৫৫:৩] গীত ৭১:১১
[৫৫:৪] গীত ৬:৩
[৫৫:৪] ইয়োব ১৮:১১
[৫৫:৫] ইয়োব ৪:১৪; ২করি ৭:১৫
[৫৫:৫] দ্বি.বি. ২৮:৬৭; যিশা ২১:৪; যিরি ৪৬:৫; ৪৯:৫; যিহি ৭:১৮

তবে আমি উড়ে গিয়ে সুস্থির হতাম;
৭ দেখ, আমি ভ্রমণ করে দূরে যেতাম,
মরুভূমিতে প্রবাস করতাম; [সেলা]
৮ আমি তাড়াতাড়ি রক্ষা পাবার জন্য পালিয়ে যেতাম,
প্রচণ্ড বায়ু ও ঝটিকা থেকে পালিয়ে যেতাম।
৯ দুষ্টদের হতবুদ্ধি কর, হে প্রভু, ওদের পরিকল্পনা ধ্বংস কর;
কেননা আমি নগরে দৌরাত্ম্য ও কলহ দেখেছি।
১০ তারা দিনরাত প্রাচীরের উপর দিয়ে নগর প্রদক্ষিণ করে,
আর তার মধ্যে অধর্ম ও অন্যায় রয়েছে।
১১ তার মধ্যে রয়েছে ধ্বংসের কাজ;
দৌরাত্ম্য ও ছলনা তার নগর-চক ত্যাগ করে না।
১২ কোন শত্রু যে আমাকে তিরস্কার করেছে, তা নয়,
করলে আমি তা সইতে পারতাম;
বিদ্বেষীও আমার বিরুদ্ধে অহংকার করে নি,
করলে তা থেকে নিজেকে লুকাতাম।
১৩ কিন্তু, আমার সমকক্ষ মানুষ যে তুমি,
আমার বন্ধু ও আমার আত্মীয়, তুমিই তা করেছ।
১৪ আমরা একত্র হয়ে মধুর মন্ত্রণা করতাম,
আমরা সদলে ঈশ্বরের গৃহে গমন করতাম।
১৫ মৃত্যু তাদের উপরে হঠাৎ আসুক;
তারা জীবদ্দশায় পাতালে নামুক;
কারণ তাদের বাড়িতে এবং তাদের অন্তরে দুষ্টতা আছে।
১৬ আমি কিন্তু ঈশ্বরকে ডাকব,
তাতে সদাপ্রভু আমাকে নিস্তার করবেন।
১৭ সন্ধ্যায়, প্রাতে ও মধ্যাহ্নে আমি বিলাপ ও আর্তনাদ করি,
আর তিনি আমার স্বর শোনেন।
১৮ তিনি আমার প্রতিকূল যুদ্ধ থেকে আমার প্রাণ কুশলে মুক্ত করেছেন;
কারণ অনেকে আমার বিপক্ষ ছিল!
১৯ ঈশ্বর শুনবেন, তাদেরকে উত্তর দেবেন;
তিনি আদিকাল থেকে সিংহাসনে সমাসীন। [সেলা]
ওদের পরিবর্তন হয় নি,
আর ওরা ঈশ্বরকে ভয় করে না।
২০ ঐ ব্যক্তি তার বন্ধুদের বিরুদ্ধে হাত তুলেছে,
নিজের নিয়ম লঙ্ঘন করেছে।
২১ তার মুখ মাখনের মত কোমল,
কিন্তু তার অন্তঃকরণ যুদ্ধময়;
তার সমস্ত কথা তেলের চেয়েও মোলায়েম,

[৫৫:৭] ১শমূ ২৩:১৪
[৫৫:৮] গীত ৩১:২০
[৫৫:৮] গীত ৭৭:১৮; যিশা ৪:৬; ২৫:৪; ২৮:২; [২৯:৬; ৩২:২
[৫৫:৯] আদি ১১:৯; প্রেরিত ২:৪
[৫৫:৯] গীত ১১:৫; যিশা ৫৯:৬; যিরি ৬:৭; যিহি ৭:১১; হবক্ ১:৩
[৫৫:৯] আদি ৪:১৭
[৫৫:১০] ১পিতর ৫:৮
[৫৫:১১] গীত ৫:৯
[৫৫:১১] গীত ১০:৭
[৫৫:১৩] ২শমূ ১৫:১২
[৫৫:১৪] প্রেরিত ১:১৬-১৭
[৫৫:১৪] গীত ৪২:৪
[৫৫:১৫] গীত ৬৪:৭; হিতো ৬:১৫; যিশা [২৯:৫; ৪৭:৯, ১১; ১থিষ ৫:৩
[৫৫:১৫] গীত ৪৯:১৪
[৫৫:১৭] গীত ১৪১:২; প্রেরিত ৩:১; ১০:৩, ৩০
[৫৫:১৭] গীত ৫:৩; ৮৮:১৩; ৯২:২
[৫৫:১৭] প্রেরিত ১০:৯
[৫৫:১৯] যাত্রা ১৫:১৮; দ্বি.বি. ৩৩:২৭; গীত ২৯:১০
[৫৫:১৯] গীত ৭৮:৫৯
[৫৫:১৯] গীত ৩৬:১; ৬৪:৪
[৫৫:২০] গীত ৭:৪
[৫৫:২০] গীত ৪১:৯
[৫৫:২১] গীত ১২:২
[৫৫:২১] হিতো ৫:৩; ৬:২৪
[৫৫:২১] গীত ৫৭:৪; ৫৯:৭; ৬৪:৩; হিতো ১২:১৮; প্রকা ১:১৬

তবুও সেই সমস্ত খাপ থেকে বের করা খড়্গস্বরূপ।
২২ তুমি সদাপ্রভুর উপর নিজের ভার অর্পণ কর;
তিনিই তোমাকে ধরে রাখবেন,
কখনও ধার্মিককে বিচলিত হতে দেবেন না।
২৩ কিন্তু হে ঈশ্বর, তুমিই ওদেরকে
বিনাশের কূপে নামাবে;
রক্তপাতী ও ছলপ্রিয়েরা আয়ুর অর্ধকালও বাঁচবে না;
কিন্তু আমি তোমার উপরে নির্ভর করবো।

[৫৫:২২] গীত ১৮:৩৫; মথি ৬:২৫-৩৪; ১পিতর ৫:৭
[৫৫:২২] গীত ১৫:৫; ২১:৭; ৩৭:২৪; ১১২:৬
[৫৫:২৩] গীত ৯:১৫; ৩০:৩; ৭৩:১৮; ৯৪:১৩; যিশা ১৪:১৫; যিহি ২৮:৮; লূক ৮:৩১
[৫৫:২৩] গীত ৫:৬
[৫৫:২৩] ইয়োব ১৫:৩২
[৫৫:২৩] গীত ১১:১; ২৫:২; ৫৬:৩

গীত ৫৫ এর নোটসমূহ

শিরোনাম প্রধান বাদ্যকরের জন্য: গীত ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **তারযুক্ত যন্ত্রে:** গীত ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **মস্কীল:** গীত ৩২ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

৫৫:১-৩ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা শ্রবণ করার জন্য প্রারম্ভিক বিনতি।

৫৫:৪-৮ দায়ূদের অন্তরের ক্ষোভ ও কষ্টের বহিঃপ্রকাশ।

৫৫:৪-৫ সবখানে বিপদ ছড়িয়ে আছে (৩১:১৩ পদ দেখুন)। এই বিপদ এমনই যে, মৃত্যু স্বয়ং যেন দায়ূদকে গ্রাস করার জন্য ওৎ পেতে আছে (১৮:৪-৫; ১১৬:৩ পদ দেখুন)।

৫৫:৪ হৃদয়। ৪:৭ পদের নোট দেখুন। **মৃত্যুর ত্রাস: ১** শমূ ৫:১১; ১৫:৩২; ২৮:৫; ইয়োব ১৮:১৪ পদ দেখুন।

৫৫:৬-৮ দায়ূদ নীরবতা ও একাকীত্ব কামনা করছেন, যেখানে কোন বিশ্বাসঘাতক ও ষড়যন্ত্রকারী থাকবে না (প্রায় একই ধরনের কথা দেখুন যিরমিয় ৯:২-৬ পদে)।

৫৫:৯-১১ শত্রুদের দুরভিসন্ধি বিনষ্ট করে দেওয়ার জন্য ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনা।

৫৫:৯ হতবুদ্ধি কর ... পরিকল্পনা ধ্বংস কর। অর্থাৎ দ্বিধা ও কলহ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাদের সমস্ত দুরভিসন্ধি নষ্ট করে দাও, যেভাবে বাবিলের দুর্গে করেছিলে (আদিপুস্তক ১১:৫-৯; আরও দেখুন ২ শমূ ১৭:১-১৪)। **নগরে: ১১** পদ দেখুন; যিরূশালেম।

৫৫:১০ অধর্ম ও অন্যায়। নগরীর দেয়ালে উপরে পাহারায় রত প্রহরীদের মত (১২৭:১; ১৩০:৬; শলোমনের গীত ৫:৭)

৫৫:১১ দৌরাত্ম্য ও ছলনা। নগরীর গলিতে ও রাস্তায় পাহারায় রত প্রহরীদের মত (শলোমনের গীত ৩:৩ পদ দেখুন)।

৫৫:১২-১৪ শত্রুদের তিরস্কার ও ষড়যন্ত্র মেনে নেওয়া যায় – কিন্তু একজন বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা কি করে মানা যায়?

৫৫:১৩ আমার বন্ধু ও আমার আত্মীয়। ২০ পদ দেখুন; আরও দেখুন ৪১:৯ পদ ও নোট।

৫৫:১৪ ঈশ্বরের গৃহে। তাদের বন্ধুত্বের বন্ধন সদাপ্রভুর গৃহে আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপিত হয়েছিল এবং মন্দিরে সদাপ্রভুর উপস্থিতিতে ও অন্যান্য সমবেত উপাসনাকারীদের উপস্থিতিতে এই বন্ধন সীলমোহর করা হয়েছিল।

৫৫:১৫ প্রার্থনার কেন্দ্রস্থিত পদ (৬:৬ পদের নোট দেখুন) যেখানে প্রার্থনার মূল বক্তব্যটিকে নিয়ে আসা হয়েছে (৫:১০ পদের নোট দেখুন)। **মৃত্যু তাদের উপরে হঠাৎ**

আসুক: কারণ ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁর মৃত্যু কামনা করছিল। **তারা জীবদ্দশায় পাতালে নামুক:** অর্থাৎ তাদের জীবনের স্বাভাবিক গতিপথ অতিক্রম হওয়ার আগেই তারা কবরপ্রাপ্ত হোক (২৩ পদ দেখুন; এর সাথে গণনা ১৬:২৯-৩৩; হিতোপদেশ ১:১২; যিশাইয় ৫:১৪ পদ দেখুন)।

৫৫:১৬-১৯ ঈশ্বর যে দায়ূদের প্রার্থনা শুনছেন তার নিশ্চয়তা (৩:৮ পদের নোট দেখুন)।

৫৫:১৭ সন্ধ্যায়, প্রাতে ও মধ্যাহ্নে আমি বিলাপ ও আর্তনাদ করি। এর সাথে তুলনা করুন দানিয়েল ৬:১০ পদ।

৫৫:১৮ আমার প্রাণ কুশলে মুক্ত করেছেন। যিশাইয় ৫০:২; যিরমিয় ৩১:১১ পদের নোট দেখুন।

৫৫:১৯ যিনি অনন্তকালীন রাজা তিনি সেই সমস্ত লোকদেরকে শাস্তি দেবেন যারা কখনো পরিবর্তিত হবে না এবং কখনো ঈশ্বরের প্রতি ভয় প্রদর্শন করবে না (৩৬:১ পদের নোট দেখুন; এর সাথে গীত ১৪; ৫৩ অধ্যায় দেখুন)।

৫৫:২০-২১ প্রাক্তন বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতার জন্য দায়ূদের আরও বেশি ক্ষোভ ও কষ্টের বহিঃপ্রকাশ।

৫৫:২০ তার বন্ধুদের। আক্ষরিক অর্থে "যারা তাঁর সাথে শান্তি রক্ষা করে" (৭:৪ পদ দেখুন)।

৫৫:২১ ২৮:৩; হিতোপদেশ ৫:৩-৪ পদ দেখুন; ৫:৯ পদের নোট দেখুন। **অন্তঃকরণ:** ৪:৭ পদের নোট দেখুন।

৫৫:২২-২৩ আরও একবার ঈশ্বরের কাছে থেকে প্রার্থনা শ্রবণের নিশ্চয়তা দায়ূদ পেয়েছেন।

৫৫:২২ যারা মন্দিরে সমবেত হয়েছে তাদের প্রত্যেকের প্রতি প্রদত্ত সাক্ষ্য। ১ পিতর ৫:৭ পদে এই নিশ্চয়তার বাণী প্রতিধ্বনিত হয়েছে। **ধার্মিক:** ১:৫ পদের নোট দেখুন।

৫৫:২৩ বিনাশের কূপ। কবল (৩০:১ পদের নোট দেখুন)। **আয়ুর অর্ধকালও বাঁচবে না:** ১৫ পদের নোট দেখুন।

উপসংহার: অহীথোফল ছিল দায়ূদের একজন বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা। অহীথোফল দায়ূদকে ছেড়ে বিশ্বাসঘাতক অবশালোমের সঙ্গে যোগ দিল। এই কারণে দায়ূদ ভীষণ বিপদে পড়লেন এবং তিনি এই ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা পেতে চেষ্টা করলেন। যিরূশালেম শহরটি একটি সন্ত্রাস ও তর্ক-বিতর্কের শহরে পরিণত হয়েছে, এর কারণ ছিল অহীথোফলের বিশ্বাসঘাতকতা। যখন দায়ূদ ভীষণ কষ্টের মধ্যে ছিলেন তখন তিনি তাঁর নিশ্চয়তার কথা লিখেছেন যে, ঈশ্বর তাঁকে সাহায্য করবেন। ধার্মিক লোকদের জন্য সান্ত্বনা ও দুষ্ট লোকদের জন্য শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. এই শত্রুরা কারা? কেন তাদের কাজ গীতরচকের কাছে এত বেদনাদায়ক?
২. এই গীত থেকে আমরা কি শিখতে পারি যে, যারা আমাদেরকে আঘাত করে, তাদের

সঙ্গে আমরা কিভাবে আচরণ করব?

৩. এই গীত আপনাকে ঈশ্বরের সাথে কথা বলতে কিভাবে সাহায্য করে? বিশেষ করে ঈশ্বরের কাছে কাঁদতে?

৪. কার উপর আপনার নিজের বোঝা চাপানো উচিত?

গীত ৫৬

ভবিষ্যতের পরিত্রাণের জন্য প্রশংসা

ভূমিকা: শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পর এবং জীবন বিপন্ন হওয়ার পর ঈশ্বরের কাছে সাহায্য চেয়ে গীত রচয়িতার প্রার্থনা। এখানে সীমাহীন আতঙ্কের মাঝে ঈশ্বরের প্রতি অসীম নির্ভরতা প্রকাশ পেয়েছে। কাঠামোগত দিক থেকে প্রার্থনাটিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে যার উভয় ভাগে সাতটি করে পদ রয়েছে, যেমনটা দেখা যায় গীত ৫৭ অধ্যায়ে (উক্ত অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। দুটি অংশের কাঠামোগমত বিন্যাসই এক ধরনের (দুই লাইন, দুই লাইন, তিন লাইন)। দুটি অংশেরই মাঝে রয়েছে স্বগতোক্তিমূলক বক্তব্য (স্বগতোক্তির ব্যবহার জানতে দেখুন গীত ৪২-৪৩ অধ্যায়ের ভূমিকা)। পুরো গীতটির শুরুতে ও শেষে রয়েছে ঈশ্বরের প্রতি জরুরি বিনতি (পদ ১-২) এবং ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরতার স্বীকৃতি (পদ ১২-১৩)। ঈশ্বর প্রদত্ত সুরক্ষা ও উদ্ধারের প্রতি এই আস্থা ও নির্ভরতার বিপরীতে প্রকাশ পেয়েছে জাগতিক দুষ্ট শাসকদের ব্যর্থতা, যা গীত ৫৮ অধ্যায়ে দেখা যায়।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, যোনৎইলাম-রহোকীম। দায়ূদের। মিক্‌তাম। যখন পলেষ্টীয়েরা গাতে তাঁকে ধরলো, সেই সময়কার।

গীত ৫৬ : ক্রসরেফারেন্স

[১] হে ঈশ্বর, আমার প্রতি দয়া কর,
কেননা মানুষ আমাকে গ্রাস করতে চায়;
সে সমস্ত দিন যুদ্ধ করে আমার প্রতি দৌরাত্ম্য করে।
[২] আমার গুপ্ত শত্রুরা সমস্ত দিন আমাকে গ্রাস করতে চায়;
কেননা অনেকে সদর্পে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।
[৩] যখন আমি ভয় পাই,
তখন আমি তোমাতে নির্ভর করবো।
[৪] ঈশ্বরে, আমি তাঁর বাক্যের প্রশংসা করবো;
আমি ঈশ্বরে নির্ভর করেছি, ভয় করবো না;
মানুষ আমার কি করতে পারে?
[৫] তারা সমস্ত দিন আমার কথার ভিন্ন অর্থ করে;
তাদের সমস্ত সঙ্কল্প অনিষ্টের জন্য আমার বিরুদ্ধ।
[৬] তারা একত্র হয়, ঘাঁটি বসায়, আমার পদচিহ্ন লক্ষ্য করে,

[৫৬:১] গীত ৬:২
[৫৬:১] গীত ৫৭:১-৩
[৫৬:১] গীত ১৭:৯
[৫৬:২] গীত ৩৫:২৫; ১২৪:৩
[৫৬:২] গীত ৩৫:১
[৫৬:৩] গীত ৫৫:৪-৫
[৫৬:৩] গীত ৫৫:২৩
[৫৬:৪] পদ ১০
[৫৬:৪] গীত ২৭:১
[৫৬:৪] গীত ১১৮:৬; মথি ১০:২৮; ইব ১৩:৬
[৫৬:৫] গীত ৪১:৭; ২পিতর ৩:১৬
[৫৬:৬] গীত ৫৯:৩; ৯৪:২১; মার্ক ৩:৬

এভাবে তারা আমার প্রাণ নিপাতের অপেক্ষা করছে।
৭ অধর্মের দ্বারা তারা কি বাঁচবে?
হে ঈশ্বর, ক্রোধে জাতিদেরকে নিপাত কর।
৮ তুমি আমার অস্থিরতা গণনা করছো;
আমার নেত্রজল তোমার বোতলে রাখ;
তা কি তোমার পুস্তকে লেখা নেই?
৯ সেদিন আমার শত্রুরা ফিরে যাবে,
যেদিন আমি তোমাকে ডাকি,
আমি এটা জানি যে, ঈশ্বর আমার সপক্ষ।
১০ ঈশ্বরে আমি তাঁর বাক্যের প্রশংসা করবো;
সদাপ্রভুতে তাঁর বাক্যের স্তুতি করবো।
১১ আমি ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করেছি, ভয় করবো না;
মানুষ আমার কি করতে পারে?
১২ হে ঈশ্বর, আমি তোমার কাছে মানতে আবদ্ধ;
আমি তোমাকে ধন্যবাদের উপহার দেব।
১৩ তুমি তো মৃত্যু থেকে আমার প্রাণ উদ্ধার করেছ,
তুমি কি পতন থেকে আমার চরণ উদ্ধার কর নি,
যেন আমি জীবনের আলোতে
ঈশ্বরের সাক্ষাতে গমনাগমন করি?

[৫৬:৬] গীত ১৭:১১
[৫৬:৬] গীত ৭১:১০
[৫৬:৭] হিতো ১৯:৫; যিহি ১৭:১৫; রোমীয় ২:৩; ইব ১২:২৫
[৫৬:৭] গীত ৩৬:১২; ৫৫:২৩
[৫৬:৮] রাজা ২০:৫
[৫৬:৮] যিশা ৪:৩; দানি ৭:১০; ১২:১; মালা ৩:১৬
[৫৬:৯] গীত ৯:৩
[৫৬:৯] গীত ১০২:২
[৫৬:৯] গণনা ১৪:৮; দ্বি.বি. ৩১:৬; রোমীয় ৮:৩১
[৫৬:১২] গীত ৫০:১৪
[৫৬:১৩] গীত ৩০:৩; ৩৩:১৯; ৪৯:১৫; ৮৬:১৩; ১০৭:২০; ১১৬:৮
[৫৬:১৩] ইয়োব ৩৩:৩০

গীত ৫৬ এর নোটসমূহ

শিরোনাম প্রধান বাদ্যকরের জন্য: গীত ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **স্বর:** গীত ৯ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **মিক্‌তাম:** গীত ১৬ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **যখন:** গীত ৩ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। উক্ত ঘটনার বিবরণ জানতে দেখুন ১ শমূ ২১:১০-১৫; আরও দেখুন গীত ৩৪ অধ্যায়ের শিরোনাম এবং নোট। **তাঁকে ধরলো:** কিংবা বলা যায় "প্রায় ধরলো"।

৫৬:১-২ ঈশ্বররে কাছ থেকে সাহায্য লাভের জন্য প্রারম্ভিক বিনতি।

৫৬:২ সদর্পে। দায়ূদের শত্রুরা তাদের অবস্থান ও শক্তির জন্য নিজেদের প্রতি অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী এবং তারা ঈশ্বরকে গ্রাহ্য করে না (৩:২; ৫:৯; ১০:১১ পদের নোট দেখুন)।

৫৬:৩-৪ ১০-১১ পদ দেখুন; আতঙ্কের মাঝেও ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরতার ও আস্থার স্বীকৃতি।

৫৬:৪ বাক্য। ঈশ্বরের এই নিশ্চয়তা দানকারী শপথ যে, তিনি তাঁর মনোনীত জাতির লোকদের ঈশ্বর হবেন এবং যখন তারা তাঁর কাছে বিনতি করবে তখন তিনি তাদেরকে সাহায্য করবেন (৫০:১৫; ৯১:১৫ পদ দেখুন; আরও দেখুন ১১৯:৭৪, ৮১; ১৩০:৫ পদ)। **মানুষ:** অর্থাৎ মরণশীল মানুষ। আক্ষরিক অর্থে "রক্ত মাংসের মানুষ"। এখানে মানুষের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার সাথে ঈশ্বরের অসীম ক্ষমতা ও শক্তির তুলনা করা হয়েছে (১০:১৮ পদের নোট দেখুন)।

৫৬:৫-৭ অভিযোগ এবং পুনরায় ধার্মিক গণিত হওয়ার জন্য বিনতি (৫:৯-১০ পদের নোট

দেখুন)।

৫৬:৬ আমার কথার ভিন্ন অর্থ করে। ৩:২; ৫:৯; ১০:১১ পদের নোট দেখুন।

৫৬:৭ ৫:১০ পদের নোট দেখুন। **ক্রোধে:** ২:৫ পদের নোট দেখুন।

৫৬:৮-৯ গীত রচয়িতার সমস্যার বিষয়গুলো বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে শ্রবণ করার জন্য ঈশ্বরের কাছে বিশেষ আহ্বান।

৫৬:৮ গণনা করছো ... নেত্রজল তোমার বোতলে রাখ ... তোমার পুস্তকে লেখা নেই? অর্থাৎ আমার সমস্ত কষ্ট ও দুঃখের বিবরণ তুমি তোমার স্বর্গীয় বিবৃতিতে লিপিবদ্ধ রাখ যেন তা তোমার কার্যতালিকায় স্থান পাওয়ার জন্য বিবেচনায় আসে (৫১:১ পদের নোট দেখুন)।

৫৬:৯ যদি ঈশ্বর দায়ূদের চোখের জল এতটাই গুরুত্বের সাথে দেখে থাকেন যে তিনি সে বিষয়ে তাঁর পুস্তকে লিপিবদ্ধ করে রাখেন, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি দায়ূদের বিনতিতে সাড়া দেবেন।

৫৬:১০-১১ তীব্র ত্রাসের মাঝেও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ততা ও নির্ভরতার পুনঃস্বীকৃতি (৩-৪ পদ দেখুন)।

৫৬:১২-১৩ ঈশ্বর যে দায়ূদের প্রার্থনা শ্রবণ করেছেন তার নিশ্চয়তা (৩:৮ পদের নোট দেখুন)।

৫৬:১২ আমি তোমার কাছে মানতে আবদ্ধ। দায়ূদ এমনভাবে কথা বলছেন যেন তাঁর প্রার্থনা ইতোমধ্যে শ্রবণ করা হয়েছে। আর তাই দায়ূদ এখন স্বীকার করছেন যে তিনি সমস্যাগ্রস্ত থাকাকালে ঈশ্বরের কাছে যে বিষয়ে মানত করেছিলেন তা এখন অবশ্যই তাঁর পূরণ করতে হবে (৬৬:১৪ পদ দেখুন; ৭:১৭ পদের নোট দেখুন)।

৫৬:১৩ পতন। ৩৫:১৫ পদের নোট দেখুন। **ঈশ্বরের সাক্ষাতে:** ১১:৭ পদের নোট দেখুন। **জীবনের আলো:** জীবনের পূর্ণ আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ (৩৬:৯ পদের নোট দেখুন)।

উপসংহার: দায়ূদ দুই রকম শত্রু দ্বারা বেষ্টিত হয়েছিলেন– তাঁর নিজের লোক এবং পলেষ্টিয়দের দ্বারা। দায়ূদ তখন গাতে পলেষ্টিয়দের সঙ্গে বাস করছিলেন। দায়ূদের বিশ্বাস ও সান্ত্বনা তাঁকে নিশ্চয়তা দিয়েছিল যে তিনি উদ্ধার পাবেন।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. এই গীতে মূল কথাটি বার বার উল্লেখ করা হয়েছে সেটা কি?
২. "তোমার পুস্তক" বলতে কি বোঝেন? আজকে যে পবিত্র বাইবেল আমাদের হাতে আছে তা কি ঈশ্বরের পুস্তক বা তাঁর বাক্য বলে বিশ্বাস করেন?
৩. ৯ পদে উল্লেখিত "সেই দিন" বলতে কি বোঝায়?
৪. আপনার নিজের কথায় কি ১০ পদটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন?
৫. ঈশ্বরের সামনে জীবন-যাপন করার মানে কি? বর্তমানে আমরা কি ঈশ্বরকে সামনে রেখে জীবন-যাপন করতে পারি?

গীত ৫৭

হতাশার সময় পরিত্রাণ

ভূমিকা: ভয়ঙ্কর শত্রুদের হাতে আক্রান্ত হওয়ার পর মুক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা (গীত ৫৬ অধ্যায়ের সাথে এর প্রচুর সংযুক্তি রয়েছে)। গীতটি তে বিপদসঙ্কুল রাতের পরে মুক্তির আলোতে উদ্ভাসিত সকালের চিত্র ফুটে উঠেছে (পদ ৮: "আমি ঊষাকে জাগাব")। এ ধরনের সংযুক্তির আরও উদাহরণ দেখুন গীত ৩০:৫; ৪৬:৫; ৫৯:৬, ১৪, ১৬; ৬৩:১, ৬; ৯০:১৪ পদে। ৭-১১ পদ আবারও ১০৮:১-৫ পদে ব্যবহৃত হয়েছে। কাঠামোগত দিক থেকে এই গীতটি দুটি সমান অংশে বিভক্ত যার প্রত্যেকটিতে সাতটি করে হিব্রু পঙক্তি রয়েছে এবং দুটি অংশই তিনটি করে দুই পদ বিশিষ্ট ক্ষুদ্র অংশ এবং একটি স্বগতোক্তি মূলক পদ নিয়ে গঠিত (গীত ৫৬ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন; এর সাথে গীত ৫৪ অধ্যায়ের ভূমিকাও দেখুন)। গীতসংহিতার দ্বিতীয় খণ্ডে এই অধ্যায়টির অবস্থানের যৌক্তিকতা জানতে দেখুন গীত ৪২-৪৫ অধ্যায়ের ভূমিকা; আর দেখুন গীত ৫৪-৬০ অধ্যায়।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, নাশ করো না। দায়ূদের। মিক্‌তাম। যখন তিনি শৌলের সম্মুখ থেকে গুহায় পালিয়ে যান, সেই সময়কার।

[১] আমার প্রতি কৃপা কর,
হে ঈশ্বর, আমার প্রতি কৃপা কর,
কেননা আমার প্রাণ তোমাতে আশ্রয় গ্রহণ করে;
তোমার পাখার ছায়ায় আমি আশ্রয় নেব,
যে পর্যন্ত এসব দুর্দশা অতীত না হয়।
[২] আমি সর্বশক্তিমানকে ডাকব,
আমার জন্য কার্যসাধক ঈশ্বরকেই ডাকব।
[৩] তিনি স্বর্গ থেকে দূত প্রেরণ করে আমাকে নিস্তার করবেন,
আমার গ্রাসকারীদের তিনি তিরস্কার করবেন; [সেলা]
ঈশ্বর তাঁর অটল প্রেম ও বিশ্বস্ততা প্রেরণ করবেন।
[৪] আমার প্রাণ সিংহদের মধ্যবর্তী;
আগুনের শিখার মত লোকদের মধ্যে আমি শয়ন করি,
সেই মানুষগুলোর দাঁতগুলো যেন বর্শা ও তীর,
তাদের জিহ্বা ধারালো খড়্গ।
[৫] হে ঈশ্বর, স্বর্গের উপরে উন্নত হও,
সমস্ত ভূমণ্ডলে তোমার গৌরব হোক।
[৬] তারা আমার চরণের জন্য জাল পেতেছে,
আমার প্রাণ অবনত হয়েছে;
তারা আমার সম্মুখে খাত খনন করেছে,

গীত ৫৭ : ক্রসরেফারেন্স

[৫৭:১] ১শমূ ২২:১; ২৪:৩; গীত ১৪২ এরঃষব
[৫৭:১] গীত ২:১২; ৯:৯; ৩৪:২২
[৫৭:১] রূত ২:১২; মথি ২৩:৩৭
[৫৭:১] যিশা ২৬:২০
[৫৭:২] গীত ১৩৮:৮
[৫৭:৩] গীত ১৮:৯, ১৬; ৬৯:১৪; ১৪২:৬; ১৪৪:৫, ৭
[৫৭:৩] গীত ৫৬:১
[৫৭:৩] গীত ২৫:১০; ৪০:১১; ১১৫:১
[৫৭:৪] গীত ৩৫:১৭
[৫৭:৪] গীত ৫৫:২১; হিতো ৩০:১৪
[৫৭:৫] পদ ১১; গীত ১০৮:৫
[৫৭:৬] গীত ১০:৯; ৩১:৪; ১৪০:৫
[৫৭:৬] গীত ৩৮:৬; ১৪৫:১৪
[৫৭:৬] গীত ৯:১৫
[৫৭:৬] ইষ্টের ৬:১৩; গীত

তার মধ্যেই তারা পতিত হল। [সেলা]
৭ আমার অন্তর সুস্থির, হে ঈশ্বর, আমার অন্তর সুস্থির;
আমি গান গাইব, আমি স্তবগান করবো।
৮ হে আমার গৌরব, জাগ্রৎ হও;
নেবল ও বীণে, জাগ্রৎ হও;
আমি ঊষাকে জাগাব।
৯ হে প্রভু, আমি জাতিদের মধ্যে তোমার প্রশংসা করবো,
আমি লোকবৃন্দের মধ্যে তোমার প্রশংসা-গীত গাইব।
১০ কেননা তোমার অটল প্রেম আকাশমণ্ডল পর্যন্ত মহৎ,
তোমার বিশ্বস্ততা মেঘ পর্যন্ত ব্যাপ্ত।
১১ হে ঈশ্বর, স্বর্গের উপরে উন্নত হও,
সমস্ত পৃথিবীতে তোমার গৌরব হোক।

৭:১৫; হিতো ২৮:১০; উপ ১০:৮
[৫৭:৭] গীত ১১২:৭
[৫৭:৮] গীত ৩৩:২; ১৪৯:৩; ১৫০:৩
[৫৭:১০] গীত ৩৬:৫
[৫৭:১১] গীত ৮:১; ১১৩:৪
[৫৭:১১] পদ ৫

গীত ৫৭ এর নোটসমূহ

শিরোনাম গীত ৫৬ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **নাশ করো না:** গীত ৫৮; ৫৯; ৭৫ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। **যখন:** উক্ত ঘটনার বিবরণ জানতে দেখুন ১ শমূ ২৪:১-৩; আরও দেখুন গীত ১৪২ অধ্যায়ের শিরোনাম।

৫৭:১-৫ দায়ূদের মূল প্রার্থনা।

৫৭:১ ঈশ্বরের করুণা ও দয়া লাভের জন্য ক্রন্দন ও বিনতি। **তোমার পাখার ছায়ায়:** ১৭:৮ পদের নোট দেখুন।

৫৭:২-৩ ঈশ্বর যে তাঁর প্রার্থনা শুনেছেন সে ব্যাপারে গীত রচয়িতার বিশ্বাস।

৫৭:২ সর্বশক্তিমান। আদি ১৪:১৯ পদের নোট দেখুন। **আমার জন্য কার্যসাধক:** ১৩৮:৮ পদের নোট দেখুন। তবে এই কথাটির হিব্রু অর্থ অনেক সময় বুঝিয়ে থাকে "যে আমার কষ্ট দূর করে দেয়" (৭:৯ পদ দেখুন)।

৫৭:৩ প্রেরণ করে। ঈশ্বর তাঁর ভালবাসা ও বিশ্বস্ততাকে (এখানে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে) তাঁর দূত হিসেবে স্বর্গ থেকে প্রেরণ করে থাকেন (৪৩:৩ পদের নোট দেখুন)। **তাঁর অটল ভালবাসা ও বিশ্বস্ততা:** ২৬:৩ পদের নোট দেখুন। **ভালবাসা:** ৬:৪ পদের নোট দেখুন।

৫৭:৪ বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতি। যেন গীত রচয়িতাকে জোর পূর্বক দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ করা হয়েছে। একটি ভেড়া সিংহের দলের মধ্যে যে অবস্থায় থাকে তেমনই অবস্থা হয়েছে তাঁর। **আমার প্রাণ সিংহদের মধ্যবর্তী:** গীত রচয়িতা অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর শত্রুদেরকে হিংস্র পশুর সাথে তুলনা করেছেন (৭:২ পদের নোট দেখুন)। (তবে এখানে কথিত ভাষ্যর সাথে ২ শমূ ১:২৩ পদে বর্ণিত শৌল ও যোনাথনের ঘটনাবলীর কোন সংযোগ নেই।) **জিহ্বা:** ৫:৯ পদের নোট দেখুন।

৫৭:৫ ঈশ্বর যেন তাঁর দাসকে উদ্ধার করতে আসার মধ্য দিয়ে তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রকাশ ঘটান সেই প্রার্থনা (৭:৬-৭; ২১:১৩; ৪৬:১০; ৫৯:৫, ৮; ১১৩:৪-৯ পদ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন যাত্রা ১৪:৪; যিশাইয় ২৬:১৫; ৪৪:২৩; ৫৯:১৯; আর দেখুন গীত ৪৬:১০ পদের নোট)।

৫৭:৬-১১ ঈশ্বরের উদ্ধারকারী সহায়ের জন্য তাঁর প্রশংসা – আসন্ন উদ্ধানের জন্য অগ্রীম গৌরব ও প্রশংসার মধ্য দিয়ে স্বীকারোক্তি প্রকাশ। প্রার্থনা থেকে স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্যের এ ধরনের আকস্মিক পরিবর্তন সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন ৩:৮ পদের নোট।

৫৭:৬ গীত রচয়িতার প্রতি আসা বিপদ ও এর ফলাফল: শত্রুরা যে ফাঁদ পেতেছিল তাতে তারা নিজেরাই ধরা পড়বে ও কষ্ট ভোগ করবে। **জাল পেতেছে ... খাত খনন করেছে:** তারা এমনভাবে তাঁকে ধরতে চাচ্ছে যেন তিনি কোন বন্য পশু। কিন্তু "সিংহরা" (পদ ৪) নিজেরাই ধরা পড়ল (৭:১৫; ৯:১৫ পদের নোট দেখুন)।

৫৭:৭ আমার অন্তর সুস্থির। ভয়ের সমস্ত কারণ দূর হয়ে গেছে। **অন্তর:** ৪:৭ পদের নোট দেখুন। **সুস্থির:** অর্থাৎ তাঁর অন্তর এখন নিরাপদ বোধ করছে (১১২:৭ পদ দেখুন)।

৫৭:৮ জাগ্রৎ ... জাগ্রৎ। মুক্তির দিনের ভোরকে আনন্দের সাথে সম্ভাষণ জানানো হয়েছে (যিশাইয় ৫১:৯, ১৭; ৫২:১ পদ দেখুন)। **হে আমার গৌরব:** আক্ষরিক অর্থে এখানে "আত্মা" বোঝানো হয়েছে (৭:৫ পদের নোট দেখুন)। **নেবল ও বীণা:** বাদ্যযন্ত্র (এখানে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে) যা সাধারণত মন্দিরে উৎসব উদযাপনের সময় সদাপ্রভুর প্রশংসা ও গৌরবের গীত গাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হত (৭১:২২; ৮১:২ এবং গীত ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন)। **আমি উষাকে জাগাব:** ঈশ্বরের উদ্ধারকারী কাজের কথা আনন্দের সাথে ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে। এখানে উষা শব্দটিকেও ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে – কনানীয়রা ভোরকেও দেবতা হিসেবে পূজা করত।

৫৭:৯-১০ ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা করার মানত (৭:১৭; ৯:১ পদের নোট দেখুন)।

৫৭:১০ অটল ভালবাসা ... বিশ্বস্ততা। অর্থাৎ ভালবাসা এবং বিশ্বস্ততা (৩ পদ দেখুন; ৩৬:৫ পদের নোট দেখুন; এর সাথে ৩:৭ পদের নোটও দেখুন)। **ভালবাসা:** ৬:৪ পদের নোট দেখুন। **আকাশমণ্ডল পর্যন্ত মহৎ ... মেঘ পর্যন্ত ব্যাপ্ত:** ৩৬:৫ পদের নোট দেখুন।

৫৭:১১ স্বগতাক্তি (পদ ৫ দেখুন), কিন্তু এখন তা প্রশংসা আকারে এসেছে (১৮:৪৬ ৩০:১; ৩৪:৩; ৩৫:২৭; ৪০:১৬; ৭০:৪; ৯২:৮; ৯৭:৯; ৯৯:২; ১১৩:৪; ১৪৮:১৩ পদ দেখুন)।

উপসংহার: শত্রুর মধ্যে ও বিপদের মধ্যে থেকে দায়ূদ ঈশ্বরের কাছে কান্নাকাটি করলেন। অদুল্লমের গুহায় দায়ূদ তালুতের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। যখন দায়ূদের দৃষ্টি তাঁর বর্তমান পরিস্থিতি থেকে সরে গিয়েছিল তখন তাঁর অন্তর দয়াময় ও সত্য ঈশ্বরের উপর স্থির ছিল। এর ফলে দায়ূদ বিজয়ী হয়েছিলেন।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. গীতরচক কিভাবে ঈশ্বরকে তার কাছে চেয়েছেন? আপনি কিভাবে ঈশ্বরকে আপনার কাছে চান?
২. গীতরচক তাঁর চিত্ত বা হৃদয়ের বিষয়ে কি বলেছিলেন? আপনার হৃদয় কি ঈশ্বরের সামনে সুস্থির?
৩. দায়ূদের জীবনে ঈশ্বরের স্তব করা একটি প্রধান বিষয় ছিল। আমরা আমাদের জীবনের

কোন অংশে কতটুকু সময় ঈশ্বরের প্রশংসা করার জন্য দিয়ে থাকি বলে মনে করেন?

৪. তিনি ঈশ্বরকে কত উঁচুতে তুলে ধরতে চেয়েছেন? আপনার জীবনের যত লক্ষ্য ও পরিকল্পনা আছে তাতে ঈশ্বরের অবস্থান কোথায়?

গীত ৫৮

দুষ্ট লোকদের উপর বিচার

ভূমিকা: মহান বিচারকর্তা ও মানব জাতির নিয়তির নির্ধারক ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনা, যেন তিনি সেই সমস্ত দুষ্ট শাসকদের বিচার করেন যারা ধার্মিকদের উপরে অন্যায্য আচরণ করে এবং তাদেরকে নিষ্পেষণ করে। (প্রাথমিক খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী সেনহেড্রিনের সামনে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিচারকে এই গীতটির সাথে তুলনা করতো; মথি ২৬:৫৭-৫৮ পদ দেখুন)। যথোপযুক্ত শাসন ও ন্যায় বিচারের জন্য সমগ্র পুরাতন নিয়মের জন্য অত্যন্ত বহুল প্রচলিত একটি বিষয়বস্তু। প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যে ঈশ্বরের বিধানই ছিল অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে (সাধারণত ধনী ও ক্ষমতাশালী মানুষ) নির্দোষ মানুষের (সাধারণত দরিদ্র ও অসহায় মানুষ) ন্যায় বিচার লাভের একমাত্র সহায়। ভাববাদী শমূয়েলের সময় থেকে শুরু করে রাজবংশের শেষ সময় পর্যন্ত ইস্রায়েল জাতি শাসন ও বিচার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ন্যায় বিচার লাভের ক্ষেত্রে সব সময়ই বঞ্চিত হয়ে এসেছে (যেমন দেখুন ১ শমূ ৮:৩; যিশাইয় ১:২৩; ৫:২৩; ১০:১-২; ইষ্রা ২২:৬, ১২; আমোস ৫:৭, ১০-১৩; মীখা ৩:১-৩, ৯-১১; ৭:২ পদ)। এমন কি রাজা দায়ূদের আমলেও লোকেরা সব সময় সুবিচার পেত না (২ শমূ ১৫:১-৪ পদ দেখুন)। এই গীতটির কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানতে দেখুন গীত ৮২ অধ্যায়। গীতসংহিতায় এই অধ্যায়টি অবস্থানগত দিক থেকে গীত ৫৬ অধ্যায়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত (উক্ত অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। কাঠামোগত দিক থেকে এই গীতটি অসৎ বিচারকদের প্রতি উক্তিমূলক প্রশ্ন দ্বারা সজ্জিত (পদ ১-২) এবং শেষ রয়েছে ধার্মিকদের প্রতি নিশ্চয়তা বা আশ্বাসমূলক বক্তব্য (পদ ৯-১১)। এই কাঠামোতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, যারা ধার্মিকতার সাথে বিচার করে না (পদ ১) তারা ঈশ্বরের কাছে বিচারে দায়ী হবে (পদ ১১)। শুরুর ও শেষের পদের মধ্যে রয়েছে দুটি তিন পদ বিশিষ্ট অংশ যা মূল বিষয়বস্তুটিকে প্রকাশ করেছে: পদ ৩-৫ অসৎ শাসকদের কাজকে প্রকাশ করেছে এবং পদ ৬-৮ প্রকাশ করেছে তাদের ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত করা এবং শাস্তি দেওয়ার বর্ণনা।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, নাশ করো না। দায়ূদের। মিক্‌তাম।

গীত ৫৮ : ক্রসরেফারেন্স

[৫৮:১] গীত ৮২:২
[৫৮:২] মথি ১৫:১৯
[৫৮:২] গীত ৯৪:২০; যিশা ১০:১; লূক ৬:৩৮

১ বীরগণ! তোমরা কি সঠিক রায় উচ্চারণ কর?
তোমরা কি লোকদের জন্য ন্যায়বিচার করছো?
২ তোমরা অন্তরে দুষ্টতা সাধন করছো।
পৃথিবীতে নিজের হাতে উপদ্রব ঘটাচ্ছ।
৩ দুষ্টরা গর্ভ হতেই বিপথগামী,

তারা জন্ম হতেই মিথ্যা বলতে বলতে
ভুল পথে যাতায়াত করে।
৪ তাদের বিষ সাপের বিষের মত;
তারা বধির কালসাপের মত, যে কান বন্ধ করে রাখে,
৫ যে সাপুড়েদের স্বর শোনে না,
নিপুণ মন্ত্রপাঠকের স্বর শোনে না।
৬ হে ঈশ্বর, তাদের মুখে দাঁত ভেঙ্গে দাও;
সদাপ্রভু যুবসিংহদের বিষ দাঁত উৎপাটন কর।
৭ তারা প্রবহমান জলের মত বিলীন হয়ে যাক,
ছিন্নমূল ঘাসের মতই তারা শুকিয়ে যাক।
৮ দ্রবীভূত শামুকের মত তারা গলে যাক,
তারা গর্ভস্থ মৃত ভ্রূণের মত হোক, যা সূর্যের মুখ দেখে নি,
৯ তোমাদের পাত্র কাঁটার উত্তাপ টের না পেতে,
তিনি কাঁচা ও জ্বলন্ত সকলই ঝড়ে উড়িয়ে দেবেন।
১০ ধার্মিক লোক প্রতিফল দেখে আনন্দিত হবে,
সে দুর্জনের রক্ত দিয়ে তার পা ধোবে;
১১ তাতে মানুষেরা বলবে, ধার্মিক সত্যিই ফল পায়,
সত্যিই পৃথিবীতে বিচারসাধক ঈশ্বর আছেন।

[৫৮:৪] গণনা ২১:৬
[৫৮:৫] গীত ৮১:১১
[৫৮:৫] উপ ১০:১১; যিরি ৮:১৭
[৫৮:৬] গীত ৩:৭
[৫৮:৬] ইয়োব ৪:১০
[৫৮:৭] লেবী ২৬:৩৬; ইয়োব ১১:১৬
[৫৮:৭] গীত ১১:২; ৫৭:৪; ৬৪:৩
[৫৮:৮] যিশা ১৩:৭
[৫৮:৮] ইয়োব ৩:১৬
[৫৮:৯] গীত ১১৮:১২; উপ ৭:৬
[৫৮:৯] ইয়োব ৭:১০; ২১:১৮
[৫৮:১০] ইয়োব ২২:১৯
[৫৮:১০] দ্বি.বি. ৩২:৩৫; গীত ৭:৯; ৯১:৮; যিরি ১১:২০; রোমীয় ১২:১৭-২১
[৫৮:১০] গীত ৬৮:২৩
[৫৮:১১] আদি ১৫:১; গীত ১২৮:২; লূক ৬:২৩
[৫৮:১১] আদি ১৮:২৫

গীত ৫৮ এর নোটসমূহ

শিরোনাম প্রধান বাদ্যকরের জন্য: গীত ৪ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। **স্বর:** গীত ৯ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। নাশ কোরো না। গীত ৫৭; ৫৯; ৭৫ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। **মিক্‌তাম:** গীত ১৬ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

৫৮:১-৫ অসৎ বিচারকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ।

৫৮:১-২ অসৎ বিচারকদের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ: তাদের মুখ, অন্তর এবং হাত এক সাথে অন্যায় ও অবিচার করে থাকে।

৫৮:১ বীরগণ! আক্ষরিক অর্থে এই শব্দের অর্থ "দেবগণ" বা "বিচারকগণ" (গীত ৮২:১ পদের নোট দেখুন; আরও দেখুন গীত ৮২ অধ্যায়ের ভূমিকা)। এই উপাধি তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল যেহেতু তারা ছিলেন ঈশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত শাসক যারা ঈশ্বরের স্বর্গীয় সিংহাসন ও বিচারালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন (যাত্রা ২১:৬; ২২:৮-৯ পদ দেখুন; আর দেখুন দ্বি.বি. ১:১৭; ২ বংশা ১৯:৬ পদ এবং সেই সাথে গীত ৪৫:৬ পদের নোট)। **সঠিক রায় উচ্চারণ কর?** শাসকদের দায়িত্ব হচ্ছে সুবিচার করা।

৫৮:২ অন্তর। ৪:৭ পদের নোট দেখুন। **নিজের হাতে জুলুম ঘটাচ্ছ:** তাদের নিষ্ঠুর রায় বা বিচারের কারণে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে।

৫৮:৩-৫ এই সকল শাসকদের মন্দতা ও গোঁড়ামির গভীরতা।

৫৮:৩ গর্ভ হতেই ... জন্ম হতেই। তারা যে কেবল মাঝে মাঝে এ ধরনের দুর্নীতি করে থাকে তা নয়, তাদের স্বভাবেই এই আচরণগুলো রয়েছে (৫১:৫ পদ দেখুন)। এখানে

তাদেরকে সরাসরি "দুষ্ট" বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এখানে লেখক সাধারণ অর্থে সমস্ত মানুষকে বোঝান নি, যেমনটা বোঝানো হয়েছে আদি ৬:৫; ৮:২১; ইয়োব ১৪:৪; ১৫:১৪-১৬; ২৫:৪-৬ পদে। **দুষ্টরা:** খুব সম্ভবত এই উপাধির মধ্য দিয়ে শাসক ও বিচারকদের স্বভাব বোঝানো হয়েছে। সাধারণ অর্থে দুষ্টদের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরও জানতে গীত ১০ অধ্যায় দেখুন। **মিথ্যা বলতে বলতে ... যাতায়াত করে:** তারা কখনোই সত্য বলতে পছন্দ করে না (যোহন ৮:৪৪ পদ দেখুন)।

৫৮:৪ বিষ। তাদের মুখ থেকে যা নির্গত হয় তা সাপের বিষের মতই নিষ্ঠুর এবং ভয়ানক (১৪০:৩; মথি ২৩:৩৩; যাকোব ৩:৮ পদ দেখুন)। **যে কান বন্ধ করে রাখে:** তারা কোনভাবেই সংশোধনের যোগ্য নয়; বিনতি বা হুমকি কোন কিছুই তাদেরকে টলাতে পারবে না।

৫৮:৬-৮ দুষ্ট শাসকদের বিষমুক্ত করে তাঁর পবিত্র ভূমি থেকে শাস্তি দিয়ে বিতাড়িত করার আহ্বান। লেখক প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যের প্রচলিত অভিশাপর উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে তাদের সম্ভাব্য শাস্তির কথা বলছেন (৫:১০; আদি ১২:৩ পদের নোট দেখুন)।

৫৮:৬ **তাদের মুখের সমস্ত অস্ত্র ভেঙ্গে দিয়ে উপড়ে ফেলা হোক।** (৫৭:৪ পদ দেখুন)। **যুবসিংহ:** ৭:২ পদের নোট দেখুন।

৫৮:৭ প্রবাহমান জল। যে জল দ্রুত মাটি শুষে নেয়। **ছিন্নমূল ঘাসের মত:** ভয়ঙ্কর শাস্তির ঘোষণা (৫৭:৪ পদ দেখুন – তবে এখানে যে হিব্রু শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থ অস্পষ্ট)।

৫৮:৮ শামুক। উত্তপ্ত সূর্যের নিচে পাথরের উপর দিয়ে চলার সময় সেগুলো শুকিয়ে যায়।

৫৮:৯-১১ ঈশ্বর যে অবশ্যই তাদের বিচার করবেন তার নিশ্চয়তা (৩:৮ পদের নোট দেখুন)।

৫৮:৯ এই পদে সম্ভবত ঈশ্বরের বিচারের সময় এগিয়ে আসার বিষয়ে কথা বলা হয়েছে। আবার অন্যভাবে তাঁর বিচার যে এড়ানো সম্ভব নয় সে বিষয়েও কথা বলা হয়ে থাকতে পারে (৩৭:১০ পদের নোট দেখুন; এর সাথে লূক ১৮:৭-৮ পদও দেখুন)। **কাঁটা:** বুনো কাঁটাঝোপের ডালপালা দ্রুত পুড়িয়ে আগুন জ্বালানোর কাজে ব্যবহার করা হত (১১৮:১২; উপদেশক ৭:৬ পদ দেখুন)। **উড়িয়ে দেবেন:** ঝড়ে, অর্থাৎ ঈশ্বরের ঝড়ে উড়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে (ইয়োব ২৭:২১)।

৫৮:১০ ধার্মিক লোক। যারা সৎ মানুষ কিন্তু মিথ্যা অভিযোগ দোষী হিসেবে অভিযুক্ত তাদেরকে বোঝানো হয়েছে (১:৫ পদের নোট দেখুন)। **প্রতিফল দেখে:** যখন তাদের অবিশ্বাসের প্রতিশোধ নেওয়া হবে, যখন তাদের বিরুদ্ধে আনীত সমস্ত অভিযোগ তুলে নিয়ে তাদেরকে নির্দোষ ঘোষণা করা হবে। **সে দুর্জনের রক্ত দিয়ে তার পা ধোবে:** প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যে দোষ থেকে মুক্ত হওয়ার বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখা হত, যে কারণে এই রূপকের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে (৬৮:২৩ পদ দেখুন)। সাধারণত যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয় লাভের পর বিজয়ের সংবাদ অনেক সময় অতিরঞ্জিত করে দেওয়া হত।

৫৮:১১ নাটকীয় পট পরিবর্তন: যখন ঈশ্বর অন্যায্য বিচারকদের ন্যায্য বিচার করবেন (১ পদের নোট দেখুন), তখন সমস্ত লোক দেখতে পাবে কিভাবে ধার্মিক লোকেরা চূড়ান্তভাবেই মন্দ লোকদের উপরে ঈশ্বরের ন্যায় বিচারের মধ্য দিয়ে বিজয় লাভ করে

(৪৬:১০ পদের নোট দেখুন; আর দেখুন গীত ৯৩; ৯৬-৯৯ পদ)। মালাখি ৩:১৫ পদের মত আর কোন লোক দুর্দশাগ্রস্ত থাকবে না।

উপসংহার: দুষ্ট লোকদের উপর বিচার নেমে আসবে। দুষ্ট লোকেরা অবশ্যই শাস্তি ভোগ করবে। ৬-১১ পদে এ শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. এই গীতে দায়ূদ দেখিয়েছেন যে, দুষ্টেরা কত তাড়াতাড়ি বিপথে যায়। দুষ্ট ও বীরগণ এর মধ্যে আপনি কি সম্পর্ক দেখতে পান? কিভাবে তারা ধার্মিকদের জীবনে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়?
২. পুরাতন নিয়মের যুগে দায়ূদ যেভাবে দুষ্টদের প্রতি মনোভাব পোষণ করেছেন নতুন নিয়মের যুগে একই ভাবে কি তাদের প্রতি মনোভাব পোষণ করা যায়?
৩. প্রার্থনায় তাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে কি অনুরোধ করবেন? কেন করবেন?
৪. ঈশ্বর কার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন?

গীত ৫৯

দুষ্ট লোকেরা ধার্মিক লোকদের ঘৃণা করে

ভূমিকা: শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পর উদ্ধার পাওয়ার জন্য প্রার্থনা (গীত ৫৫ অধ্যায়ের সাথে এর সংযুক্তি সম্পর্কে জানার জন্য উক্ত গীতের ভূমিকা দেখুন; এর সাথে গীত ৫৪-৬০ অধ্যায়ের ভূমিকাও দেখুন)। যদি অধ্যায়ের শিরোনামে লেখা তথ্য অনুসারে রাজা দায়ূদ নিজেই গীতটি রচনা করে থাকেন, তাহলে সম্ভবত দায়ূদের বংশের কোন একজন রাজার ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য এই গীতটি পুনঃসম্পাদনা করা হয়েছে, বিশেষ করে যখন যিরূশালেম নগরী ভিন্ন কোন জাতির শত্রুবাহিনীর দ্বারা ঘেরাও অবস্থায় ছিল – যেমন রাজা হিষ্কিয়ের আমলে আশেরীয় বাহিনী যিরূশালেম নগরী ঘেরাও করেছিল (২ রাজা ১৮:১৯ পদ দেখুন)। অনেকে মনে করে থাকেন এই গীতটি নহিমিয়কে নিয়ে রচিত হয়েছে; এ প্রসঙ্গে নহিমিয় ৪ অধ্যায় দেখুন। এখানে শত্রুদের যে অস্ত্রটি সবচেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর হিসেবে বিবেচিত হয়েছে তা হল জিহ্বা, যা দিয়ে তিরস্কার করা হয় এবং অভিশাপ দেওয়া হয় (৫:৯ পদের নোট দেখুন) এই গীতের বিপদসঙ্কুল রাতের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে (পদ ৪, ১৪), যার পরে রয়েছে মুক্তির আলো ফোটা সকালের বর্ণনা (পদ ১৬; গীত ৫৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। এই কাঠামো অনুসারে গীতটিতে দুটি অংশ রয়েছে (পদ ১-৯, ১০-১৭) যা শেষ হয়েছে প্রায় একই ধরনের দুটি স্বগতোক্তিমূলক বাক্য দিয়ে (পদ ৯, ১৭), যার আগে রয়েছে শত্রুদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে এমন দুটি পদ (পদ ৬, ১৪)। গীতের প্রথমার্ধে রয়েছে প্রারম্ভিক প্রার্থনা, এবং দ্বিতীয়ার্ধে রয়েছে উদ্ধারের নিশ্চয়তা মূলক বক্তব্য। পুরো প্রার্থনাটিকে কাঠামোবদ্ধ করা হয়েছে গীত রচয়িতার "দুর্গ" হিসেবে ঈশ্বর যেন

আবির্ভূত হন সেই বিনতি (পদ ১) এবং সেই সাথে ঈশ্বর যে অবশ্যই তাঁর সুরক্ষার "দুর্গ" এই আশ্বাস বাণী দিয়ে (পদ ১৭)।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, নাশ করো না। দায়ূদের। মিক্‌তাম। যখন শৌলের পাঠানো লোকেরা দায়ূদকে হত্যা করার জন্য তাঁর বাড়ির কাছে ঘাঁটি বসিয়ে ছিল, সেই সময়কার।

গীত ৫৯ : ক্রসরেফারেন্স

১ হে আমার ঈশ্বর, আমার শত্রুদের হাত থেকে
আমাকে উদ্ধার কর,
আমার শত্রুদের থেকে আমাকে রক্ষা কর।
২ অধর্মচারীদের থেকে আমাকে উদ্ধার কর,
রক্তপাতী মানুষের থেকে আমাকে রক্ষা কর।
৩ কারণ দেখ, তারা আমার প্রাণের জন্য লুকিয়ে আছে
বলবানেরা আমার বিরুদ্ধে একত্র হচ্ছে,
হে সদাপ্রভু, আমার অধর্মের জন্য নয়,
আমার পাপের জন্য নয়।
৪ আমার বিনা অপরাধে তারা দৌড়ে এসে প্রস্তুত হচ্ছে;
তুমি আমাকে দেখা দেবার জন্য জাগ্রত হও, দৃষ্টিপাত কর।
৫ হে সদাপ্রভু, বাহিনীগণের ঈশ্বর,
ইস্রায়েলের ঈশ্বর, তুমি সমস্ত জাতিকে প্রতিফল দেবার জন্য উঠ,
তুমি কোন অধর্মী বিশ্বাসঘাতকের প্রতি কৃপা করো না। [সেলা]
৬ তারা সন্ধ্যাবেলা ফিরে আসে,
কুকুরের মত শব্দ করে,
নগরের চারদিকে ভ্রমণ করে।
৭ দেখ, তারা মুখে বক বক করছে,
তাদের ওষ্ঠের মধ্যে খড়্গ আছে;
কেননা তারা বলে, কে শুনতে পায়?
৮ কিন্তু হে সদাপ্রভু, তুমি তাদেরকে পরিহাস করবে,
তুমি সমস্ত জাতিকে বিদ্রূপ করবে।
৯ হে আমার বল, আমি তোমার অপেক্ষা করবো;
কেননা ঈশ্বর আমার উচ্চদুর্গ।
১০ আমার ঈশ্বর তাঁর অটল প্রেমে আমার সম্মুখবর্তী হবেন,
ঈশ্বর আমার গুপ্ত শত্রুদের দুর্দশা আমাকে দেখাবেন।
১১ তুমি তাদেরকে হত্যা করো না,
পাছে আমার লোকেরা ভুলে যায়;
হে প্রভু, আমাদের রক্ষাকারী ঢাল,
তোমার শক্তিতে তাদেরকে ছড়িয়ে নিচে ফেল।
১২ তাদের মুখের কথা মুখের পাপমাত্র;

[৫৯:১] ১শমূ ১৯:১১
[৫৯:১] গীত ১৪৩:৯
[৫৯:১] গীত ২০:১
[৫৯:২] গীত ১৪:৪; ৩৬:১২; ৫৩:৪; ৯২:৭; ৯৪:১৬
[৫৯:২] গীত ২৬:৯; ১৩৯:১৯; হিতো [২৯:১০
[৫৯:৩] গীত ৫৬:৬
[৫৯:৪] গীত ১১৯:৩
[৫৯:৪] মথি ৫:১১
[৫৯:৪] গীত ১৩:৩
[৫৯:৫] গীত ৬৯:৬; ৮০:৪; ৮৪:৮
[৫৯:৫] গীত ৪৪:২৩
[৫৯:৫] গীত ৯:৫; যিশা ১০:৩
[৫৯:৫] যিরি ১৮:২৩
[৫৯:৬] পদ ১৪; গীত ২২:১৬
[৫৯:৭] গীত ৯৪:৪; হিতো ১০:৩২; ১২:২৩; ১৫:২, ২৮
[৫৯:৭] গীত ৫৫:২১
[৫৯:৭] ইয়োব ২২:১৩
[৫৯:৮] গীত ৩৭:১৩; হিতো ১:২৬
[৫৯:৮] গীত ২:৪
[৫৯:৯] গীত ১৮:১
[৫৯:৯] গীত ৯:৯; ১৮:২; ৬২:২; ৭১:৩
[৫৯:১১] গীত ৩:৩; ৮৪:৯
[৫৯:১১] দ্বি.বি. ৪:৯; ৬:১২
[৫৯:১১] গীত ৮৯:১০; ১০৬:২৭; ১৪৪:৬; যিশা ৩৩:৩
[৫৯:১২] গীত ১০:৭
[৫৯:১২] গীত ৬৪:৮; হিতো ১০:১৪; ১২:১৩
[৫৯:১২] যিশা ২:১২; ৫:১৫; সফ ৩:১১

তাদের অভিশাপ ও মিথ্যা কথার জন্য
তারা নিজেদের অহঙ্কারে ধরা পড়ুক,
১৩ তুমি সংহার কর তাদেরকে, ক্রোধে সংহার কর,
যেন তারা আর না থাকে;
তারা জানুক, ঈশ্বর যাকোবের মধ্যে কর্তৃত্ব করেন,
পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত করেন। [সেলা]
১৪ তারা সন্ধ্যাবেলা ফিরে আসুক,
কুকুরের মত শব্দ করুক,
নগরের চারদিকে ভ্রমণ করুক।
১৫ তারা খাদ্যের চেষ্টায় ঘুরে বেড়াবে,
তৃপ্ত না হলে আর্তনাদ করবে।
১৬ কিন্তু আমি তোমার শক্তির ঘোষণা করবো,
তোমার অটল প্রেমের জন্য খুব ভোরে আনন্দধ্বনি করবো;
কেননা তুমি হয়েছ আমার পক্ষে উচ্চদুর্গ,
আমার সঙ্কটের দিনে সুদৃঢ় আশ্রয়।
১৭ হে আমার বল, আমি তোমার উদ্দেশে গান গাইব,
তোমার জন্য গাইব হে আমার ঈশ্বর, তুমি আমার উচ্চদুর্গ,
তিনি আমার ঈশ্বর যিনি আমার প্রতি অটল প্রেম প্রকাশ করেন।

[৫৯:১৩] গীত ১০৪:৩৫
[৫৯:১৩] গীত ৮৩:১৮
[৫৯:১৫] ইয়োব ১৫:২৩
[৫৯:১৬] গীত ১০৮:১
[৫৯:১৬] ১শমূ ২:১০
[৫৯:১৬] গীত ৫:৩; ৮৮:১৩
[৫৯:১৬] গীত ১০১:১
[৫৯:১৬] ২শমূ ২২:৩
[৫৯:১৬] দ্বি.বি. ৪:৩০
[৫৯:১৭] পদ ১০

গীত ৫৯ এর নোটসমূহ

শিরোনাম গীত ৫৬ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। **নাশ কোরো না:** গীত ৫৭; ৫৮; ৭৫ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। **যখন:** উক্ত ঘটনা সম্পর্কে জানার জন্য **১ শমূ ১৯:১১** পদ দেখুন।

৫৯:১-২ মুক্তি পাবার জন্য বিনতি।

৫৯:১ হে আমার ঈশ্বর ... রক্ষা কর। আক্ষরিক অর্থে "আমাকে উঁচু ও সুরক্ষিত কোন স্থানে রাখ।"

৫৯:২ অধর্মচারীদের ... রক্তপাতী মানুষের। যারা ক্রোধের বশে গীত রচয়িতার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায় তাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

৫৯:৩-৫ ভর্ৎসনা (পদ ১০) এবং মিথ্যা অভিযোগের (পদ ১২) মধ্য দিয়ে শত্রুরা তাদের আক্রমণকে সফল করার চেষ্টা করে, কিন্তু গীত রচয়িতা তাঁর নির্দোষিতা ঘোষণা করছেন এবং এর স্বপক্ষে ঈশ্বরের কাছে বিনতি করছেন যেন তাঁর শত্রুরা ব্যর্থ হয় (৫৮:১১ পদ দেখুন)।

৫৯:৩ আমার প্রাণের জন্য লুকিয়ে আছে। ১০:৮-৯ পদ দেখুন এবং ৭:২ পদের নোট দেখুন।

৫৯:৪ জাগ্রত হও। ৩:৭ পদের নোট দেখুন।

৫৯:৫ হে সদাপ্রভু, বাহিনীগণের ঈশ্বর। **১ শমূ ১:৩** পদের নোট দেখুন। **ইস্রায়েলের ঈশ্বর:** ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে এই বিনতি রাখা হচ্ছে যে, তাঁর মনোনীত জাতিকে যারা

আক্রমণ করেছে ও কষ্ট দিচ্ছে তারা যেন শাস্তি পায়। **প্রতিফল দেবার জন্য উঠঃ** ৭:৬ পদের নোট দেখুন। **প্রতিফল ... কৃপা কোরো নাঃ** ৫:১০ পদের নোট দেখুন। **বিশ্বাসাতকঃ** এই আক্রমণে ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে কেউ কেউ অংশ নিয়েছিল কি না সে বিষয়টি স্পষ্ট নয়। তবে হিব্রু অনুবাদে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, শত্রুরা ছিল বিশ্বাসঘাতক।

৫৯:৬-৮ নির্ভরতা ও আস্থা: নিশ্চয়ই ঈশ্বর এ ধরনের কুকুরের দলকে উচিত শাস্তি দেবেন (২২:১৬-১৭ পদ দেখুন)।

৫৯:৬ নগরের চারদিকে। রাতে কুকুরেরা যেভাবে নগরের চারপাশে খাবারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় সেভাবে শত্রুরাও নগরী ঘেরাও করে চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে (পদ ১৪-১৫ দেখুন)।

৫৯:৭ তাদের ওষ্ঠের মধ্যে তলোয়ার আছে। অর্থাৎ এখানে তাদের মুখের তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও মিথ্যা অভিযোগকে বোঝানো হয়েছে (পদ ১২ দেখুন)। এ সংক্রান্ত রূপক বর্ণনা দেখুন গীত ৫৭:৪ পদে; আরও দেখুন ৫:৯ পদের নোট। **তারা বলেঃ** ৩:২ পদের নোট দেখুন।

৫৯:৯ আমি তোমার অপেক্ষা করবো। হিব্রু শব্দ "শামের" (১৭ পদের নোট দেখুন)। এই ক্রিয়াপদটি একই ভাবে ৩১:৬; যোহন ২:৮ পদে ব্যবহার করা হয়েছে (অপেক্ষায় থাকা); এই শব্দটির মূল ভাবার্থ হচ্ছে সাহায্য লাভের জন্য ব্যাকুল আগ্রহে অপেক্ষা করা। গীত রচয়িতা ব্যাকুলভাবে সকাল বেলা উদ্ধার পাবার অপেক্ষা করছেন; ১৩০:৬ পদের নোট দেখুন।

৫৯:১০-১৩ প্রার্থনাটি পুনরায় রাখা হচ্ছে। গীত রচয়িতা এ ব্যাপারে নিশ্চিত ও আত্মবিশ্বাসী যে, সদাপ্রভু তাঁর প্রার্থনা শুনেছেন (পদ ১০) এবং তিনি অবশ্যই পরজাতিদেরকে শাস্তি দেবেন (পদ ৫)। তিনি আরও প্রার্থনা করছেন যেন ঈশ্বর তাদেরকে সহসা আঘাত দিয়ে ধ্বংস করে না দেন, বরং যেন তিনি তাদেরকে দীর্ঘকাল ধরে শাস্তি দেন, তাতে করে ইস্রায়েল জাতি ("আমার লোকেরা," পদ ১১) মনে রাখবে যে ঈশ্বর কিভাবে তাদেরকে উদ্ধার করেছেন, কারণ এর আগে তারা তা ভুলে গিয়েছিল (৭৮:১১; ১০৬:১৩ পদ দেখুন)। উপরন্তু গীত রচয়িতা ঈশ্বরের কাছে এই আবেদন করছেন যেন তার শত্রুরা তাদের পূর্ণাঙ্গ শাস্তি ভোগ না করা পর্যন্ত কোনভাবে রেহাই না পায় (পদ ১২-১৩ পদ)।

৫৯:১০ সম্মুখবর্তী হবেন। ৬:৪ পদের নোট দেখুন। **দুর্দশা আমাকে দেখাবেনঃ** ৫:৯ পদের নোট দেখুন।

৫৯:১১ রক্ষাকারী ঢাল। ৩:৩ পদের নোট দেখুন। **তাদেরকে ছড়িয়ে নিচে ফেলঃ** ভবঘুরে লোকদের মত, যাদের থাকার কোন স্থায়ী জায়গা নেই (আদিপুস্তক ৪:১২; ২ শমূ ১৫:২০; বিলাপ ৪:১৫ পদ দেখুন) এবং খাবার হিসেবে খাওয়ার জন্য কোন শিকার নেই (কুকুকের মত, পদ ১৫; আরও দেখুন ১০৯:১০; আমোস ৪:৮ পদ)।

৫৯:১২ ৭ পদের নোট দেখুন। **তারা নিজেদের অহঙ্কারে ধরা পড়ুকঃ** অর্থাৎ যে অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে তারা ঈশ্বরের দাসদের ও তাঁর নিজের মনোনীত জাতির লোকদের ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করেছে এবং ছলনা করে আক্রমণ করেছে তারা নিজেরাই যেন সেই ফাঁদে ধরা পড়ে। **অভিশাপ ও মিথ্যা কথার জন্যঃ** ১০:৭ পদ দেখুন; আদি ১২:৩ পদের নোট দেখুন।

৫৯:১৩ তারা জানুক। যখন ঈশ্বর এভাবে ইস্রায়েলের শত্রুদেরকে শেষ করে দেবেন, তখন

সকলেই জানতে পারবে যে, যিনি সমগ্র পৃথিবীর উপরে বিচারকর্তা (৫৮:১১ পদ দেখুন) তিনিই ইস্রায়েল জাতির সদাপ্রভু ঈশ্বর। **যাকোব:** ১৪:৭ পদের নোট দেখুন।

৫৯:১৪-১৬ ঈশ্বর যে দায়ূদের কথা শুনেছেন তার নিশ্চয়তা (৩:৮ পদের নোট দেখুন)। ঠিক যেভাবে ঈশ্বর তাঁর শত্রুদের দলকে শায়েস্তা করেছেন (৬-৮ পদ দেখুন) সেভাবে গীত রচয়িতা ঈশ্বরের বিজয় লাভের জন্য তাঁর প্রশংসা ও গৌরবের গীত গাইবেন।

৫৯:১৬ শক্তি ... অটল ভালবাসা ... সুদৃঢ় আশ্রয়। স্বগতোক্তি দেখুন (পদ ৯, ১৭)।

৫৯:১৭ ঈশ্বরের প্রশংসা করার জন্য দায়ূদের মানত (৭:১৭ পদের নোট দেখুন)। **গীত গাইব:** এর হিব্রু শব্দ হল "যামের" (৯ পদের নোট দেখুন)। স্বগতোক্তিতে এরকম শব্দ নিয়ে খেলা করা নির্দেশ করে ভিন্ন আঙ্গিকে ঈশ্বরের কাছে বিনতি জানানো হচ্ছে যেন ভোর বেলা গীত রচয়িতা এই সমূহ বিপদ থেকে উদ্ধার পান (এর সাথে তুলনা করুন ৫৭:৮ পদ এবং নোট; আরও দেখুন ৩০:৫ পদ)।

উপসংহার: দুষ্ট লোকেরা ধার্মিক লোকেদের ঘৃণা করে। দায়ূদেও বিলাপের মধ্যে হিংস্রতাপূর্ণ ঘৃণা দেখানো হয়েছে যখন রাজা শৌল দায়ূদকে তাঁর বাড়িতে ফাঁদের মধ্যে ফেলতে চেষ্টা করেছিলেন। এটা ছিল সেই সময় যখন দায়ূদ পাপীদের কাছ থেকে ঘৃণার অভিজ্ঞতা পেয়েছিলেন, যা সব বিশ্বাসীদের জীবনে হয়।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. দায়ূদ যখন এই গীতটি রচনা করেছেন তখন তিনি গভীর সমস্যায় নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর নিজের লোকেরাই তাঁকে হত্যা করার জন্য তাড়না করছে। এই সময়ে তাদের হাত থেকে মুক্তির জন্য ঈশ্বরের কাছে সাহায্য চেয়েছেন। আমাদের ব্যক্তি-জীবনেও এই রকম অবস্থা আসে যখন সাহায্য করার কেউ থাকে না। আপনি কি মনে করেন এই রকম সময়ে আমাদের সবার আগে ঈশ্বরের কাছে আসা উচিত? ঈশ্বর কি সত্যিই আমাদের উদ্ধার করতে সমর্থ? এরকম কোন সাক্ষ্য কি আপনার জীবনে আছে?

২. দায়ূদ ঈশ্বরকে বলেছেন, "হে আমার বল, আমি তোমার অপেক্ষা করবো; কেননা ঈশ্বর আমার উচ্চদুর্গ।" এর পরের পদটিতে তিনি কিসের আশা করছেন? আপনি কি মনে করেন তাঁর এই আশা সফল হয়েছিল?

৩. কে আমাদের পক্ষে উচ্চদুর্গ, আর সুদৃঢ় আশ্রয়? আপনার জীবনে কি এই কথা কখনও সত্যি হয়েছে বলে মনে করেন?

গীত ৬০

উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা

ভূমিকা: পরজাতির, সম্ভবত ইদোমের তীব্র আক্রমণের শিকার হওয়ার পর ঈশ্বরের মনোনীত জাতি কর্তৃক তার দুর্দশা ও কষ্ট কাটিয়ে ওঠার বিনতি জানিয়ে জাতিগত প্রার্থনা

(পদ ৯ দেখুন)। প্রার্থনার নেতৃত্ব দানকারী ব্যক্তি সম্ভবত রাজা নিজেই (৯ পদে "আমি" শব্দটি দেখুন), যেমনটা দেখা যায় ২ বংশা ২০ অধ্যায়ে। ঈশ্বর যে তাঁর লোকদেরকে "বাতিল করে দিয়েছেন" (পদ ১, ১০) এবং তিনি আর তাদের সৈন্যবাহিনীর সাথে উপস্থিত থাকেন না (পদ ১০) এই বিষয়ে তাদের বিলাপ সংযুক্ত হয়েছে গীত ৪৪ অধ্যায়ের সাথে (৪৪:৯ পদ দেখুন; গীত ৫৪-৬০ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। ৫-১২ পদ ১০৮:৬-১৩ পদে আবারও পুনরুক্তি করা হয়েছে। কাঠামোগত দিক থেকে এই গীতটি একটি প্রার্থনা যা প্রথমে শোক দিয়ে শুরু করা হলেও শেষ করা হয়েছে ঈশ্বরের প্রতি আত্মবিশ্বাসের স্বীকৃতি প্রদানের মধ্য দিয়ে। নিচের নোটগুলোতে গীতটির কাঠামোগত বিন্যাস দেখা যাবে।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, শূষণ-এদূৎ। দায়ূদের মিক্‌তাম। শিক্ষা দেবার জন্য। যখন অরাম-নহরয়িমের ও অরাম-সেবার সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়, আর যোয়াব ফিরে লবণ-উপত্যকায় ইদোমের বারো হাজার লোককে হত্যা করেন, সেই সময়কার।

গীত ৬০ : ক্রসরেফারেন্স

[৬০:১] ২শমূ ৮:১৩
[৬০:১] ২শমূ ৫:২০; গীত ৪৪:৯
[৬০:১] গীত ৭৯:৫
[৬০:১] গীত ৮০:৩
[৬০:২] গীত ১৮:৭
[৬০:২] ২বংশা ৭:১৪
[৬০:৩] গীত ৭১:২০
[৬০:৩] গীত ৭৫:৮; যিশা [২৯:৯; ৫১:১৭; ৬৩:৬; যিরি ২৫:১৬; সখ ১২:২; প্রকা ১৪:১০
[৬০:৪] যিশা ৫:২৬; ১১:১০, ১২; ১৮:৩
[৬০:৫] ইয়োব ৪০:১৪
[৬০:৫] দ্বি.বি. ৩৩:১২
[৬০:৬] আদি ১২:৬
[৬০:৬] আদি ৩৩:১৭
[৬০:৭] যিহো ১৩:৩১
[৬০:৭] আদি ৪১:৫২
[৬০:৭] গণনা ৩৪:১৯
[৬০:৭] আদি ৪৯:১০
[৬০:৮] ২শমূ ৮:১
[৬০:১০] যিহো ৭:১২

[১] হে ঈশ্বর, তুমি আমাদেরকে পরিত্যাগ করেছ,
আমাদেরকে ভগ্ন করেছ, তুমি ক্রুদ্ধ হয়েছ;
ফিরে আমাদেরকে পুনঃস্থাপন কর।
[২] তুমি দেশ প্রকম্পান্বিত করেছ, বিদীর্ণ করেছ;
দেশের ভঙ্গের প্রতিকার কর, কেননা দেশ টলিতেছে।
[৩] তুমি তোমার লোকদেরকে কষ্ট দেখিয়েছ,
তুমি আমাদেরকে অস্থিরতারূপ মদ পান করিয়েছ।
[৪] যারা তোমাকে ভয় করে, তুমি তাদেরকে একটি পতাকা দিয়েছ,
যেন তা সত্যের পক্ষে তুলে ধরা যায়। [সেলা]
[৫] তোমার প্রিয়েরা যেন উদ্ধার পায়,
সেজন্য তুমি নিজের ডান হাত দিয়ে রক্ষা কর,
আমাদের উত্তর দাও।
[৬] ঈশ্বর তাঁর পবিত্র স্থানে প্রতিজ্ঞা করে বলেছেন,
আমি উল্লাস করবো, আমি শিখিম বিভাগ করবো,
ও সুক্কোতের উপত্যকা পরিমাপ করবো।
[৭] গিলিয়দ আমার, মনঃশিও আমার;
আর ইফ্রয়িম আমার শিরস্ত্রাণ;
যিহূদা আমার বিচারদণ্ড;
[৮] মোয়াব দেশ আমার পা ধোয়ার পাত্র;
আমি ইদোমের উপরে আমার পায়ের জুতা নিক্ষেপ করবো;
হে পলেষ্টিয়া, তুমি আমার জন্য উচ্চধ্বনি কর।
[৯] কে আমাকে ঐ দৃঢ় নগরে নিয়ে যাবে?
কে ইদোম পর্যন্ত আমাকে পথ দেখাবে?
[১০] হে ঈশ্বর, তুমি কি আমাদেরকে ত্যাগ কর নি?

হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের বাহিনীদের সঙ্গে গমন কর না।
[১১] বিপক্ষের প্রতিকূলে আমাদের সাহায্য কর;
কেননা মানুষকৃত সাহায্য মিথ্যা।
[১২] ঈশ্বরের দ্বারা আমরা বীরের কাজ করবো;
তিনিই আমাদের বিপক্ষদেরকে পদদলিত করবেন।

[৬০:১১] গীত ১৪৬:৩; হিতো ৩:৫
[৬০:১২] ইয়োব ৪০:১২; গীত ৪৪:৫

গীত ৬০ এর নোটসমূহ

শিরোনাম গীত ৫৬ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **শূষণ-এদূৎ:** এই নামের অর্থ চুক্তির শোশন বা লিলি ফুল। গীত ৮০ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন এবং গীত ৪৫ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **শিক্ষা দেবার জন্য:** গীতসংহিতার অধ্যায়গুলোর শিরোনামের মধ্যে একমাত্র এই অধ্যায়ের শিরোনামেই এমন কথা দেখা যায়। অন্যান্য যে সকল গীত ইস্রায়েল জাতির শিক্ষা দানের জন্য রচিত হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন দ্বি.বি. ৩১:১৯, ২১; ২ শমূ ১:১৮। এই কথাটি বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই গীতটি রচনার উদ্দেশ্য বহুবিধ, বিশেষত জাতিগত বিপর্যয়ের সময়ে আত্মবিশ্বাস যোগানো, যা গীত ১০৮ অধ্যায়ে বিশেষভাবে রূপায়িত করা হয়েছে। **যখন:** উক্ত অংশের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে জানতে হলে দেখুন ২ শমূ ৮ অধ্যায়; ১ বংশা ১৮ অধ্যায় (সম্ভবত ২ শমূ ১০ অধ্যায়ও দেখা যেতে পারে)। যদি প্রচলিত ধারণা অনুসারে এই গীতটি এই ঘটনার উদ্দেশেই রচিত হয়ে থাকে, তাহলে আমরা এই ঘটনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য জানি না, যেহেতু এই ঘটনার বর্ণনায় ইদোমের নাম পাওয়া যায় না। এই সময়ে ইদোমের বিরুদ্ধে ইস্রায়েলের যুদ্ধ শুরু হয় সম্ভবত উত্তর সীমান্তে ইদোমীয় সেনাবাহিনীর আক্রমণ শুরু হওয়ার কারণে। অপরদিকে যিহূদার দক্ষিণ সীমান্তের সৈন্য ব্যারাকে আক্রমণ করে ইদোমীয় বাহিনী তা দখল করে নিয়েছিল।

৬০:১-৩ ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে গ্রহণ করতে প্রত্যাখ্যান করায় বিলাপ (৪৪:৯-১৬; ৮৯:৩৮-৪৫ পদ দেখুন) এবং তাদেরকে পুনরায় গ্রহণ করে নেওয়ার জন্য প্রার্থনা ও বিনতি।

৬০:১ তুমি আমাদেরকে পরিত্যাগ করেছ। অন্তত সাময়িকভাবে (৩০:৫ পদ দেখুন)। শত্রুদের কাছে পরাজয় বরণকে ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যান বা তাঁর ক্রোধ বলে বিবেচনা করা হত (যদিও এখানে ঈশ্বরের ক্রোধের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না এবং ইস্রায়েল জাতি ও ঈশ্বরের মধ্যকার সম্পর্কও ছিন্ন হয় নি)। **তুমি ক্রুদ্ধ হয়েছ:** আক্ষরিক অর্থে আকস্মিক বন্যার মত ভাসিয়ে দিয়েছ (২ শমূ ৫:২০ পদ দেখুন)।

৬০:২ দেশ প্রকম্পান্বিত করেছ। যেমনটা ভয়ানক ভূমিকম্পের কারণে হয়ে থাকে – যেমনটা মাঝে মাঝে প্রাচীন কনান দেশে হত।

৬০:৩ আমাদের অস্থিরতারূপ মদ্য পান করিয়েছ। ঈশ্বর তাদেরকে তাঁর আশীর্বাদ ও পরিত্রাণের পেয়ালা থেকে পান না করিয়ে তাঁর ক্রোধের পেয়ালা থেকে পান করিয়েছেন (১৬:৫ পদের নোট দেখুন)।

৬০:৪-৮ ঈশ্বরের কাছে সাহায্য প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা, যার কারণ ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরতা ও আস্থার মাঝে প্রকাশ পেয়েছে। এই আবেদনটির (পদ ৫) পরেই রয়েছে সদাপ্রভুর কাছ

থেকে পাওয়া নিশ্চয়তার আশ্বাসবাণী (পদ ৬-৮) – সম্ভবত এখানে বিজয়ের সময়কার কোন কথা বিশেষভাবে স্মরণ করা হয়েছে। যদি তাই হয় তাহলে এই কথাটি "সদাপ্রভুর যুদ্ধের বিবরণ" পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে (গণনা ২১:১৪)। যে কোন ক্ষেত্রেই সদাপ্রভুকে দেখানো হয়েছে ইস্রায়েলের যুদ্ধজয়ী বীর রাজা হিসেবে (যাত্রা ১৫:৩, ১৩-১৮ পদ দেখুন)।

৬০:৪ যারা তোমাকে ভয় করে। তোমার লোকেরা, যারা এই জাতির থেকে আলাদা (৬১:৫ পদ দেখুন; এর সাথে আদি ২০:১১ পদের নোটও দেখুন)। **নিশান:** সম্ভবত ৬-৮ পদে ঈশ্বর যে আশ্বাসবাণী দিয়েছেন তারই নিশ্চয়তা মূলক বক্তব্য (যাত্রা ১৭:১৫ পদ দেখুন)।

৬০:৫ তোমার প্রিয়েরা। অর্থাৎ যাদেরকে তুমি ভালবাস। এখানে যে হিব্রু শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা দিয়ে খুব প্রিয় বা কাছের মানুষ বোঝানো হয়, যেমনটা দেখা যায় ১২৭:২; ২ শমূ ১২:২৫; যিরমিয় ১১:১৫ পদে।

৬০:৬ আমি শিখিম বিভাগ করবো ... উপত্যকা পরিমাপ করবো। অর্থাৎ সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁর বিজয় লাভকারী এলাকাকে তাঁর দাসদের মধ্যে ভাগ করে দেবেন, যারা তাঁর সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে ছিল। **শিখিম ... সুক্কোৎ:** যর্দনের পশ্চিম ও পূর্ব দিক নির্দেশকারী নগরীসমূহ, যা সদাপ্রভু ও ইস্রায়েল জাতি অধিকার করে নিয়েছিল (আদিপুস্তক ৩৩:১৭-১৮; ১ রাজা ১২:২৫ পদ দেখুন)।

৬০:৭ ইস্রায়েল হচ্ছে সর্বশক্তিমান সদাপ্রভু ঈশ্বরের ভূখণ্ড, যে দেশ অধিকার করে তিনি তাঁর জাতির লোকদেরকে দিয়েছিলেন। **গিলিয়দ ... মনঃশি:** মনঃশির অর্ধেক বংশ গিলিয়দে বসতি স্থাপন করেছিল, যার অবস্থান ছিল যর্দনের পূর্ব পাশে। আর বাকি অর্ধেক বসতি স্থাপন করেছিল যর্দনের পশ্চিম পাশে, ইফ্রয়িমের ঠিক উত্তরে (যিহোশূয় ১৩:২৯-৩১; ১৭:৫-১১ পদ দেখুন)। এটি আবারও আমাদেরকে দেখায় যে, সদাপ্রভুর রাজ্যের সীমানার মধ্যে যর্দনের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অংশ রয়েছে। **ইফ্রয়িম ... যিহূদা:** ইস্রায়েল জাতির অন্যতম দুটি প্রধান বংশ, যার একটি উত্তরে রাহেল এর গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করছে (ইফ্রয়িম) এবং আরেকটি দক্ষিণে লেয়ার গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করছে (যিহূদা); দেখুন আদি ৪৮:১৩-২০; ৪৯:৮-১২; গণনা ২:৩, ১৮; যিহোশূয় ১৫-১৬ অধ্যায়। একত্রে এই গোষ্ঠীগুলো সমগ্র ইস্রায়েলকে নির্দেশ করে থাকে (যিশাইয় ১১:১৩; সখরিয় ৯:১৩)। **শিরস্ত্রাণ:** একটি শক্তিশালী ও দুঃসাহসিক গোষ্ঠী হিসেবে (দ্বি.বি. ৩৩:১৭; বিচারকর্তৃগণ ৭:২৪–৮:৩; ১২:১) ইফ্রয়িম গোষ্ঠীকে রূপকার্থে সদাপ্রভুর শিরস্ত্রাণ বলা হত। **বিচারদণ্ড:** এ ধরনের আখ্যা দেওয়ার কারণ হল, যিহূদার আগমন ঘটবে (আদিপুস্তক ৪৯:১০) এবং তা ইতোমধ্যে এসে গেছে (১ শমূ ১৬:১-১৩) – যাকে সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁর মনোনীত জাতির লোকদের উপরে জাগতিক শাসনকর্তা হিসেবে স্থাপন করেছেন (২ শমূ ৭ অধ্যায় দেখুন)।

৬০:৮ মোয়াব ... ইদোম ... পলেষ্টিয়া। ইস্রায়েলের যথাক্রমে পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের সীমান্তের চিরন্তন শত্রু রাষ্ট্র (যাত্রা ১৫:১৪ পদ দেখুন; আরও দেখুন যাত্রা ১৩:১৭; গণনা ২০:১৪-২১, ২২-২৪ পদ)। **আমার পা ধোয়ার পাত্র:** মোয়াবকে সামান্য গৃহস্থালি পাত্রের সমান স্থানে নিয়ে আসা হয়েছে (আদিপুস্তক ১৮:৪)। এখানে এই রূপক বক্তব্যটি মূলত

এই কারণে বলা হচ্ছে যে, মোয়াবের অবস্থান ছিল মৃত সাগরের পূর্ব তীর ঘেঁষে। **আমার পায়ের জুতা নিক্ষেপ করবো:** সম্ভবত এখানে একজন ব্যক্তির নিজ জমি দাবী করার প্রচলিত পদ্ধতি প্রয়োগ করার বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছে (এর সাথে তুলনা করুন রূত ৪:৭ পদ এবং নোট)।

৬০:৯-১২ সর্বশেষ পঙক্তি গুচ্ছ, যেখানে গীত রচয়িতার বিজয় সম্পর্কে তাঁর আত্মবিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে (৩:৮ পদের নোট দেখুন)।

৬০:৯ আমাকে ... আমাকে। সম্ভবত এখানে রাজার প্রতি বিশেষভাবে নির্দেশ করা হচ্ছে (ভূমিকা দেখুন), যদিও সমবেত প্রার্থনাকারী জনতা সামষ্টিক অর্থে নিজেদেরকেও বোঝাতে পারে (গীত ৩০ অধ্যায়ে শিরোনামের নোট দেখুন)। **আমাকে পথ দেখাবে?** যেভাবে ঈশ্বর তাঁর লোকদের সামনে থেকে প্রান্তরের সমস্ত যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন (যাত্রা ১৩:২১) এবং কনান দেশ দখলের সময় দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন (যাত্রা ২৩:২৭-২৮; ৩৩:২; দ্বি.বি. ৯:৩; ৩১:৮)।

৬০:১০ তুমি কি আমাদেরকে ত্যাগ কর নি? ১ পদ দেখুন।

৬০:১১ মানুষকৃত সাহায্য। ১০৮:১২-১৩; ১২১:১-২; যিশা্ইয় ৩০:১-৫। **সাহায্য:** আক্ষরিক অর্থে "পরিত্রাণ" (পদ ৫ দেখুন, "উদ্ধার")।

৬০:১২ আমরা বীরের কাজ করবো। আক্ষরিক অর্থে "আমরা বিজয় লাভ করবো।" ঈশ্বরের সাহায্যে ইস্রায়েল জাতি এমন বিজয় লাভ করবে যেভাবে ঈশ্বর তা লাভ করেন (১১৮:১৫-১৬ পদ দেখুন) এবং তারা ইদোমের উপরে জয় লাভ করবে (গণনা ২৪:১৮ পদ দেখুন; "শক্তিশালী হয়ে ওঠা")। **আমাদের বিপক্ষদেরকে পদদলিত করবেন:** বিজয়ী বীর যোদ্ধার মত করে (যিশাইয় ১৪:১৯, ২৫; যিরমিয় ১২:১০; সখরিয় ১০:৫ পদ দেখুন)।

উপসংহার: একটি জাতীয় শোক প্রকাশের গীত। এক সময় ইস্রায়েলীয়রা সিরীয় ও ইদোমীয়দের সঙ্গে যুদ্ধে ভাল ফল লাভ করে নি, এই কারণে দায়ূদ এই দুঃখের গীতটি লিখেছেন। এই দুঃখের গীতটি শেষকালে বেঁচে থাকা ইসরাইলরাও গাইবে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. কেন দায়ূদের এরূপ মনে হয়েছিল যে, ঈশ্বর তাদের ত্যাগ করেছেন? আপনার কি কখনও এমনটা মনে হয়েছে যে, ঈশ্বর আপনাকে ত্যাগ করেছেন? কেন ঈশ্বর আমাদের ত্যাগ করেন বলে মনে হয়?

২. কাকে একটি পতাকা দেওয়া হয়েছিল? সেটি কিসের প্রতিনিধিত্ব করে?

৩. আমাদের কেন মানুষের সাহায্যের উপর নির্ভর করা উচিত নয়? প্রকৃত সাহায্য কার কাছ থেকে আসে?

৪. আমরা ঈশ্বরের মাধ্যমে কি করতে পারি? ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে থাকলে আমাদের জীবনে কি আসে?

গীত ৬১

রাজার জন্য প্রার্থনা

ভূমিকা: ঈশ্বরের উপস্থিতি লাভ করার জন্য একটি প্রার্থনা। গীত ৪২-৪৪ অধ্যায়ে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ছিল এখানেও সেই একই অবস্থা বিরাজিত। যাহোক, এখানে রাজা নিজেই যুক্ত, এবং যদি এই গীতটির লেখক দায়ূদ হন তবে তিনি যখন অবশালোমের কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলেন তখন এই গীতটি লিখেছিলেন (দেখুন ২ শমূ ১৭:২১-২৯)। অন্যান্য সাম্ভাব্য কারণ দেখতে দেখুন ২ পদের নোট। কাঠামোগত ভাবে এটি ঈশ্বরের কাছে একটি কান্নার প্রার্থনা (১ পদ) এবং তাঁর প্রশংসা করার প্রতিজ্ঞা (৮ পদ)। গীতটির মূল অংশ তিনটি জোড়ায় বিভক্ত: ২-৩, ৪-৫, ৬-৭।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। তারযুক্ত যন্ত্রে। দায়ূদের।

[১] হে ঈশ্বর, আমার কাতরোক্তি শোন,
আমার প্রার্থনায় কান দাও।
[২] অন্তর অবসন্ন হলে আমি পৃথিবীর প্রান্ত থেকে
তোমাকে ডাকব;
আমার চেয়ে উঁচু শৈলে আমাকে নিয়ে যাও।
[৩] কেননা তুমি হয়েছ আমার আশ্রয়,
শত্রু থেকে রক্ষাকারী দৃঢ় উচ্চগৃহ।
[৪] আমি চিরকাল তোমার তাঁবুতে বাস করবো,
তোমার পক্ষযুগের অন্তরালে আশ্রয় নেব। [সেলা]
[৫] কেননা, হে ঈশ্বর, তুমিই আমার সমস্ত মানত শুনেছ,
যারা তোমার নাম ভয় করে,
তাদের অধিকার তাদেরকে দিয়েছ।
[৬] তুমি রাজার আয়ু বৃদ্ধি করবে,
তাঁর বছর পুরুষে পুরুষে থাকবে।
[৭] তিনি চিরকাল ঈশ্বরের সাক্ষাতে বসতি করবেন;
অটল প্রেম ও বিশ্বস্ততাকে তাঁর রক্ষার্থে নিযুক্ত কর।
[৮] তাতে আমি চিরকাল তোমার নামের প্রশংসা গাইব,
প্রতিদিন আমার মানত পূর্ণ করবো।

গীত ৬১ : ক্রসরেফারেন্স

[৬১:১] গীত ৬৪:১
[৬১:১] গীত ৪:১; ৮৬:৬
[৬১:২] গীত ৬:২
[৬১:২] গীত ১৮:২; ৩১:২; ৯৪:২২
[৬১:৩] গীত ৯:৯; ৪৬:১; ৬২:৭
[৬১:৩] গীত ৫৯:৯; হিতো ১৮:১০
[৬১:৪] গীত ১৫:১
[৬১:৪] দ্বি.বি. ৩২:১১; মথি ২৩:৩৭
[৬১:৫] গণনা ৩০:২; গীত ৫৬:১২
[৬১:৫] যাত্রা ৬:৩; দ্বি.বি. ৩৩:৯; যিহি ১:১১; গীত ১০২:১৫; যিশা ৫৯:১৯; মথি ৬:৯
[৬১:৬] ১রাজা ৩:১৪
[৬১:৬] গীত ২১:৪
[৬১:৭] গীত ৪১:১২; লূক ২২:৬৯; ইফি ১:২০; কল ৩:১
[৬১:৭] গীত ৪০:১১
[৬১:৮] যাত্রা ১৫:১; গীত ৭:১৭; ৩০:৪
[৬১:৮] গণনা ৩০:২; দ্বি.বি. ২৩:২১

গীত ৬১ এর নোটসমূহ

৬১:১ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা শ্রবণের আহ্বান জানিয়ে প্রারম্ভিক বিনতি।

৬১:২-৩ প্রার্থনার মূল অংশ।

৬১:২ পৃথিবীর প্রান্ত থেকে। আপাত দৃষ্টিতে কথাটির আক্ষরিক অর্থ তাই দাঁড়ায় (৪২:৬

পদ দেখুন)। সম্ভবত এখানে মূলত পরপার বা কবরের কথা বোঝানো হয়েছে (৬৩:৯ পদ দেখুন); কারণ গীত রচয়িতা নিজেকে মৃতদের সমতুল্য মনে করছিলেন। **অন্তর:** ৪:৭ পদের নোট দেখুন। **আমাকে নিয়ে যাও:** ২৩:২ পদ দেখুন। **উঁচু শৈল:** নিরাপদ স্থান (২৭:৫; ৪০:২ পদ দেখুন)। **আমার চেয়ে উঁচু:** অর্থাৎ যে স্থানের সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ নেই, কারণ একমাত্র ঈশ্বরই তাঁকে সেখানে নিয়ে যেতে পারেন। গীতসংহিতায় অনেক সময়ই গীত রচয়িতাগণ ঈশ্বরকে তাঁদের আশ্রয়স্থল বা নিরাপদ দুর্গ বলে আখ্যা দিয়েছেন (৩১:২; এর সাথে দেখুন ১৮:২; ৬২:২, ৬-৭; ৭১:৩; ৯৪:২২ পদ), সে কারণে হতে পারে এখানে স্বয়ং ঈশ্বরকেই উঁচু শৈল বলা হয়েছে (নিরাপদ আশ্রয়), যা গীত রচয়িতা কামনা করছেন (৩ পদ দেখুন)। কিংবা হতে পারে এখানে ঈশ্বরের মন্দিরের নিরাপদ আশ্রয় কামনা করা হয়েছে (পদ ৪ দেখুন; আরও দেখুন ২৭:৫)।

৬১:৩ যে কারণে গীত রচয়িতা ঈশ্বরের কাছে বিনতি করছেন: ঈশ্বর কখনো তাঁকে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা দান করতে ব্যর্থ হন নি। **শত্রু:** যদি মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে এই প্রার্থনাটি করা হয়ে থাকে, তাহলে মৃত্যুই এখানে শত্রু হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে (৬৮:২০; ১৪১:৮; ইয়োব ৩৩:২২; যিশাইয় ২৫:৮; ২৮:১৫; যিরমিয় ৯:২১; হোশেয় ১৩:১৪ পদ দেখুন; আরও দেখুন ১ করি ১৫:২৬ পদ)। ৪৯:১৪ পদের নোট দেখুন।

৬১:৪-৫ ঈশ্বরের পবিত্র মন্দিরে আশ্রয় লাভের জন্য বিনতি (২৭:৫ পদের নোট দেখুন)।

৬১:৪ বাস করবো। ১৫:১ পদের নোট দেখুন। **তাঁবু:** আবাসস্থল (২ শমূ ৬:১৭; ৭:২; ১ রাজা ১:৩৯; ২:২৮-৩০ পদ দেখুন)। **তোমার পক্ষযুগলের অন্তরাল:** ১৭:৮ পদের নোট দেখুন।

৬১:৫ এই বিনতির কারণ: হতে পারে (১) কারণ ঈশ্বর এর আগেও তাঁর বিনতিতে সাড়া দিয়েছেন অথবা (২) তাঁর মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস রয়েছে যে, ঈশ্বর নিশ্চয়ই তাঁর বিনতি শ্রবণ করবেন। **আমার সমস্ত মানত:** তিনি তাঁর প্রার্থনার সাথে যে সকল মানত করেছিলেন (৫০:১৪; ৬৬:১৪ পদ দেখুন; এর সাথে ৭:১৭ পদের নোট দেখুন)। **তাদের অধিকার:** প্রতিজ্ঞাত দেশে ঈশ্বরের মনোনীত জাতির লোকদের অবস্থান, যেখানে সদাপ্রভু তাদের সাথে চিরকাল বসবাস করার শপথ করেছেন (১৬:৬; ৩৭:১৮; ১৩৫:১২; ১৩৬:২১-২২ পদ দেখুন)। **যারা তোমার নাম ভয় করে:** ৬০:৪ পদের নোট দেখুন। **তোমার নাম:** ৫:১১ পদের নোট দেখুন।

৬১:৬-৭ রাজার দীর্ঘায়ু কামনা করে প্রার্থনা। এই প্রার্থনা রাজা নিজেও করে থাকতে পারেন। অবশ্য প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যের সাহিত্যে কথকের বক্তব্য থেকে তৃতীয় ব্যক্তির বক্তব্যে উপনীত হওয়ার রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। হতে পারে কোন পুরোহিত বা লেবীয় পরিচর্যাকারী এই বাণীটি উচ্চারণ করেছিলেন। পরবর্তীতে যিহূদীদের মত অনুসারে এই উক্তিটি খ্রীষ্টের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। এই উক্তি পরিপূর্ণতা পেয়েছে দায়ূদের বংশধর যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে।

৬১:৬ তুমি রাজার আয়ু বৃদ্ধি করবে (৪৫:৬ পদের নোট দেখুন)।

৬১:৭ ঈশ্বরের সাক্ষাতে বসতি করবেন। ৪১:১২ পদের নোট দেখুন। **অটল ভালবাসা ও বিশ্বস্ততা:** এখানে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে ব্যক্তিকরণ করে দেখানো হয়েছে (২৩:৬; ৪৩:৩ পদের নোট দেখুন; এর সাথে ২৬:৩ পদের নোটও দেখুন)।

৬১:৮ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ও প্রশংসা করার মানত (৭:১৭ পদের নোট দেখুন)।

উপসংহার: এটা দায়ূদের ব্যক্তিগত দুঃখের একটি গীত, হয়তো কোন দূরের যাত্রা পথে অথবা অবশালোমের বিদ্রোহের সময় এটা লেখা হয়েছে। এই গীতটিতে ইস্রায়েলের মধ্যে ঈশ্বরভক্ত লোকদের হৃদয়ের কান্না প্রকাশিত হয়েছে যারা মশীহের আসার জন্য ও তাঁর রাজ্য স্থাপন করবার জন্য অপেক্ষা করছিল। রাজার জন্য এই প্রার্থনা শুধু দায়ূদের প্রতি নির্দেশ করে না, কিন্তু রাজা-মশীহের প্রতিও নির্দেশ করে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. গীত রচকের অন্তর অবসন্ন হলে তাঁকে কোথায় নেওয়া হবে বলে তিনি চেয়েছিলেন?
২. কেন দায়ূদ ঈশ্বরের তাঁবুতে বাস করতে চেয়েছেন? কেন তিনি ঈশ্বরের পক্ষযুগের অন্তরালে আশ্রয় নিতে চেয়েছেন? আমাদের আসল বাসস্থান কোথায়? চিরকাল কার আশ্রয়ে থাকব বলে প্রতিশ্রুতি পেয়েছি?
৩. আমাদের জীবনে সদাপ্রভুর অটল প্রেমের অর্থ কি? কিভাবে আমরা এই প্রেম পেতে পারি?

গীত ৬২

পরিত্রাণের জন্য বিশ্বাসীদের অপেক্ষা ও বিশ্বাস

ভূমিকা: যে সমস্ত চক্রান্তকারী গীত রচয়িতাকে তাঁর "উচ্চ পদ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করছে" (পদ ৪), তাদের কাছ থেকে আক্রমণের আশঙ্কা থাকার কারণে তিনি ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করছেন। সম্ভবত এই গীতটির লেখক একজন রাজা। তিনি যদি দায়ূদ হয়ে থাকেন, তাহলে সম্ভবত তাঁর বিরুদ্ধে রাজা শৌলের পরিবারের লোকদের চক্রান্তের কারণে তিনি এই প্রার্থনা করেছেন। ৩ পদে বোঝা যায় যে, তাঁর দুর্বল সময় ও বৃদ্ধ বয়সের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। মূলত এই গীতটির উদ্দেশ্য ঈশ্বর যেন তাঁকে উচ্চীকৃত করেন এই বিনতি জানানো। ঈশ্বরের প্রতি সরল বিশ্বাস ও আস্থার এমন সুস্পষ্ট নিদর্শন আর কোন গীতে পাওয়া যায় না (গীত ৩১ অধ্যায় দেখুন এবং গীত ৬১ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। এই গীতটি তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত (পদ ৩-৪, ৫-৮, ৯-১০), যাকে কাঠামোবদ্ধ করা হয়েছে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরতা ও বিশ্রাম লাভের আশ্বাস নিয়ে (পদ ১-২) এবং সব শেষে রয়েছে এই বিশ্বাস ও নির্ভরতার যুক্তি (পদ ১১-১২)। মধ্যবর্তী মূল অংশে বিষয়বস্তুটিকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে: এই অংশের প্রথম দুটি পদ (পদ ৫-৬) প্রারম্ভিক বক্তব্যের প্রতিফলন ঘটিয়েছে, অপরদিকে শেষ দুটি পদ (পদ ৭-৮) সমাপনী বক্তব্যের পূর্বাভাস দিয়েছে। অন্য দুটি অংশ (পদ ৩-৪ এবং ৯-১০) শত্রুদের সম্পর্কে বর্ণনা করেছে।

২৩১

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। যিদুথনের প্রণালীতে। দায়ূদের সঙ্গীত।

গীত ৬২ : ক্রসরেফারেন্স

১ আমার প্রাণ নীরবে ঈশ্বরের অপেক্ষা করছে,
তিনিই আমার পরিত্রাণকর্তা।
২ কেবল তিনিই আমার শৈল ও আমার পরিত্রাণ;
তিনি আমার উচ্চদুর্গ, আমি কখনও বিচলিত হব না।
৩ তোমরা কতকাল এক জন মানুষকে আক্রমণ করবে,
সকলে তাকে জবাই করবে,
হেলে পড়া দেয়াল ও ভাঙ্গা বেড়ার মত?
৪ ওরা কেবল তার উচ্চপদ থেকে তাকে নিপাত করার
মন্ত্রণা করছে;
ওরা মিথ্যা কথায় আমোদ করে;
ওরা মুখে আশীর্বাদ করে, কিন্তু অন্তরে অভিশাপ দেয়। [সেলা]
৫ হে আমার প্রাণ, নীরবে ঈশ্বরেরই অপেক্ষা কর;
কেননা তাঁর মধ্য থেকেই আমার জন্য প্রত্যাশা আসে।
৬ কেবল তিনিই আমার শৈল ও আমার পরিত্রাণ;
তিনি আমার উচ্চদুর্গ, আমি বিচলিত হব না।
৭ আমার পরিত্রাণ ও আমার গৌরব
ঈশ্বরের উপর ভরসা করে আছে;
আমার বলের শৈল ও আমার আশ্রয় ঈশ্বরের উপরে বিদ্যমান।
৮ হে সমস্ত লোক, সতত তাঁর উপর নির্ভর কর,
তাঁরই সম্মুখে তোমাদের মনের কথা ভেঙ্গে বল;
ঈশ্বরই আমাদের আশ্রয়। [সেলা]
৯ সামান্য লোকেরা বাষ্পমাত্র,
মান্যবান লোকেরা মিথ্যা;
তাদেরকে ওজন করলে তারা উপরে উঠে;
তাদের সর্বস্ব বাষ্পের চেয়ে লঘু।
১০ তোমরা উপদ্রবে নির্ভর করো না,
অপহরণে গর্ব করো না;
প্রচুর ঐশ্বর্য হলে তাতে মন দিও না।
১১ ঈশ্বর একবার বলেছেন,
দু'বার আমি এই কথা শুনেছি;
পরাক্রম ঈশ্বরেরই।
১২ আর, হে প্রভু, অটল প্রেম তোমার,
কারণ তুমিই প্রত্যেককে তার কর্মানুরূপ ফল দিয়ে থাক।

[৬২:১] গীত ৫:৩
[৬২:১] পদ ৫
[৬২:২] গীত ১৮:৩১; ৮৯:২৬
[৬২:২] যাত্রা ১৫:২
[৬২:২] গীত ৫৯:৯
[৬২:২] ইয়োব [২৯:১৮
[৬২:৩] যিশা ৩০:১৩
[৬২:৪] গীত ২৮:৩; ৫৫:২১
[৬২:৫] পদ ১
[৬২:৭] গীত ৬১:৩
[৬২:৮] গীত ৩৭:৫; যিশা ২৬:৪
[৬২:৮] ১শমূ ১:১৫; গীত ৪২:৪; মথি ২৬:৩৬-৪৬
[৬২:৯] গীত ৪৯:২
[৬২:৯] ইয়োব ৭:৭
[৬২:৯] যিশা ৪০:১৫
[৬২:১০] গীত ১২:৫; ১তীম ৬:১৭
[৬২:১০] যিশা ৬১:৮; যিহি ২২:২৯; নহূম ৩:১
[৬২:১০] ইয়োব ৩১:২৫; মথি ১৯:২৩-২৪; ১তীম ৬:৬-১০
[৬২:১১] ১বংশা [২৯:১১; প্রকা ১৯:১
[৬২:১২] গীত ৮৬:৫; ১০৩:৮; ১৩০:৭
[৬২:১২] ইয়োব ২১:৩১; গীত ২৮:৪; মথি ১৬:২৭; রোমীয় ২:৬; ১করি ৩:৮; কল ৩:২৫

গীত ৬২ এর নোটসমূহ

শিরোনাম গীত ৩৯ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

৬২:১-২ ঈশ্বরের কাছে সুরক্ষা লাভের জন্য পরিপূর্ণ আস্থা ও নির্ভরতা।

৬২:১ আমার প্রাণ। ৬:৩ পদের নোট দেখুন। **নীরবে ঈশ্বরের অপেক্ষা করছে:** আক্ষরিক অর্থে "বিশ্রাম করছে," অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতিক্রিয়ার জন্য প্রত্যাশা করছে।

৬২:২ বিচলিত। ১০:৬ পদের নোট দেখুন।

৬২:৩ শত্রুদের প্রতি জিজ্ঞাসা: তোমরা কি কখনো ক্ষান্ত হবে না? হেলে পড়া দেয়াল ও ভাঙ্গা বেড়ার মত। গীত রচয়িতার ভগ্ন চূর্ণ অবস্থা বোঝানোর জন্য রূপক এই ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হতে পারে: (১) তাঁর মধ্যে নিজের আর কোন শক্তি অবশিষ্ট নেই, (২) তিনি যে দুর্বল অবস্থানে রয়েছেন তার স্বীকারোক্তি, অথবা, (৩) তাঁর শত্রুরা কিভাবে তাঁকে কোণঠাসা করে ফেলেছে তা জানিয়ে সদাপ্রভুর কাছে আকুতি।

৬২:৪ উচ্চপদ। সম্ভবত সিংহাসন। **মিথ্যা কথা:** ১০:৭ পদের নোট দেখুন। **আশীর্বাদ:** উদাহরণস্বরূপ, "রাজা দীর্ঘজীবী হোন" (১ শমূ ১০:২৪; ২ শমূ ১৬:১৬; এর সাথে দেখুন ১ রাজা ১:২৫, ৩৪, ৩৯)। **অভিশাপ:** রাজার যেন পতন ঘটে এমন অভিশাপ (আদিপুস্তক ১২:৩ পদের নোট দেখুন)।

৬২:৫-৮ ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরতা: নিজের প্রতি (পদ ৫) এবং লোকদের প্রতি (পদ ৮) উদ্দীপনামূলক বক্তব্য।

৬২:৫ ঈশ্বররই অপেক্ষা কর। ১ পদের নোট দেখুন; এখানে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের উপরে নির্ভর করতে বলা হচ্ছে (২৭:১৩-১৪; ৪২:৫, ১১; ৪৩:৫ পদ দেখুন)।

৬২:৮ ঈশ্বরের লোকদের প্রতি বিশেষ আহ্বান (৩১:২৩-২৪ পদ দেখুন)। **তোমাদের মনের কথা ভেঙ্গে বল:** একান্ত প্রার্থনার মধ্য দিয়ে (বিলাপ ২:১৯ পদ দেখুন)। **মন:** ৪:৭ পদের নোট দেখুন।

৬২:৯-১০ মানুষ কখনোই ঈশ্বরের লোকদের জন্য হুমকির কারণ হতে পারে না (১০:১৮ পদের নোট দেখুন)।

৬২:৯ সামান্য লোকেরা ... মান্যবান লোকেরা। সমাজের প্রত্যেক স্তরের মানুষেরা। **বাষ্পমাত্র ... মিথ্যা:** মানুষ তাদের প্রকৃত অবস্থার চাইতে নিজেদেরকে আরও বেশি বড় করে দেখায় (৩৭:২, ২০; ৩৯:৫ পদের নোট দেখুন), বিশেষ করে ধনী ও ক্ষমতাশালী লোকেরা।

৬২:১০ তাদের প্রতি বিশেষ সতর্কতা – যারা গীত রচয়িতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, যারা নিজেদের অভিসন্ধির উপরে নির্ভর করে এবং এর মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে থাকে; তারা ঈশ্বরের উপরে কোনভাবেই নির্ভর করে না – এই অংশটি গীত ৪৯ অধ্যায়ের সারাংশ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। **মন:** ৪:৭ পদের নোট দেখুন।

৬২:১১-১২ ক্রান্তিস্থল: ঈশ্বরের নিজ মনোনীত জাতির লোকদের প্রতি তাঁর আশ্বাসমূলক বক্তব্যের পুনরুল্লেখ। **পরাক্রম ... অটল ভালবাসা।** তিনি যে শপথ করেছেন তা সাধন করতে তিনি সমর্থ এবং তিনি অবশ্যই তাঁর লোকদের পরিত্রাণ দান করবেন ও আশীর্বাদযুক্ত করবেন।

৬২:১১ একবার ... দু'বার। আমোস ১:৩ পদের নোট দেখুন।

৬২:১২ অটল ভালবাসা। ৬:৪ পদের নোট দেখুন। **কর্মানুরূপ ফলঃ** যিরমিয় ১৭:১০; ৩২:১৯ পদের নোট দেখুন।

উপসংহারঃ উদ্ধারের জন্য বিশ্বাসীদের অপেক্ষা এবং বিশ্বাসের কথা প্রকাশ পেয়েছে। দায়ূদ বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে অপেক্ষা করেছেন, কারণ কেবলমাত্র ঈশ্বরের মধ্যেই তাঁর আশা, মানুষের অর্থহীনতার মধ্যে তাঁর কোন আশা নেই।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্নঃ

১. পবিত্র বাইবেল সব সময় আমাদেরকে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে বলে। আমরা কি প্রার্থনার মাধ্যমে আমাদের মনের কথা ঈশ্বরকে ভেঙ্গে বলতে পারি? আমাদের সব সময়ে কি করা উচিত?
২. ঈশ্বর কিভাবে মান্যবান বা সম্পদশালী লোককে এবং সামান্য বা দরিদ্র লোককে দেখেন? তিনি কার সঙ্গে তাদের তুলনা করেছেন?
৩. পবিত্র বাইবেল ধন-সম্পদ সম্পর্কে আমাদের কি জানায়? দিন শেষে আপনি কিসের উপর নির্ভর করেন? ঈশ্বরের উপর নাকি ধন-সম্পদের উপর?

গীত ৬৩

ঈশ্বর সদাপ্রভুর জন্য আকাঙ্খা

ভূমিকাঃ ঈশ্বরের প্রতি আকুল আকাঙ্ক্ষা এবং তাঁর উপস্থিতি লাভের প্রত্যাশার বহিঃপ্রকাশ, বিশেষ করে যখন শত্রুরা চারপাশ থেকে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতীকী অর্থে তৃষ্ণা (পদ ১) এবং ক্ষুধার (পদ ৫; দেখুন ৪২:১-২) মধ্য দিয়ে এই আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা প্রকাশ করা হয়েছে। গীত ৬২ অধ্যায়ের মত এই গীতটির পুরোটাই প্রার্থনা। এছাড়া শ্রবণ করা থেকে (৬২:১১) দর্শন করার এই পরিবর্তনটি ৬২ অধ্যায়ের মত এখানেও লক্ষ্য করা যায় (পদ ২; আরও দেখুন ৪৮:৮ পদের নোট)। রাতের অন্ধকারে ওৎ পেতে থাকা বিপদ (পদ ৬) এবং সকালের আলো ফোটার সাথে আসা মুক্তির চিত্র (১ পদের নোট দেখুন) আরও একবার আমরা দেখতে পাই। প্রাথমিক মণ্ডলীতে এই গীতটি দৈনন্দিন প্রার্থনার সময় ব্যবহৃত হত। কাঠামোগত দিক থেকে শুরুতে গীতটিতে দেখা যায় তীব্র আকাঙ্ক্ষা (পদ ১), যে কারণে তীব্র আনন্দের মধ্য দিয়ে গীতটি শেষ করার প্রয়াস সৃষ্টি হয়েছে (পদ ১১) – এটিই গীতটির প্রকৃত কাঠামো। ৬ পদে গীতের মূল ভাব প্রকাশ পেয়েছে, যা বিষয়বস্তুগত দিক থেকে পদ ১ ও ১১ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। প্রার্থনার দুটি বিশেষ অংশের মাঝে এই পদটির অবস্থান লক্ষ্যণীয় (পদ ২-৫, ৭-১০), যার প্রত্যেকটিতে চারটি করে পদ রয়েছে এবং দুটোতেই ২৭টি হিব্রু বর্ণ রয়েছে। গীত রচয়িতা রাতে ধ্যান করার মধ্য দিয়ে (পদ ৬) ঈশ্বরের প্রতি তাঁর আকাঙ্ক্ষাকে পুষে রেখেছেন (পদ ১; এর সাথে তুলনা করুন ১৪৩:৫-৬ পদ) এবং তাঁর প্রত্যাশাকে আরও জোরদার করেছেন (পদ ১১)। দুটি অংশের মধ্যে বিশেষ

বিষয়বস্তুগত সম্পর্ক নিয়ে আরও জানতে নিজের নোটগুলো দেখুন।

দায়ূদের সঙ্গীত। যিহূদার মরুভূমিতে তাঁর অবস্থিতিকালীন।

গীত ৬৩ : ক্রসরেফারেন্স

[৬৩:১] গীত ৪২:২; ৮৪:২
[৬৩:১] গীত ১৪৩:৬
[৬৩:২] গীত ১৫:১; ২৭:৪; ৬৮:২৪
[৬৩:২] যাত্রা ১৬:৭
[৬৩:৩] গীত ৩৬:৭; ৬৯:১৬; ১০৬:৪৫; ১০৯:২১
[৬৩:৪] গীত ১০৪:৩৩; ১৪৬:২; যিশা ৩৮:২০
[৬৩:৪] গীত ২৮:২; ১তীম ২:৮
[৬৩:৫] গীত ৩৬:৮; মথি ৫:৬
[৬৩:৬] দ্বি.বি. ৬:৪-৯; গীত ১৬:৭; ১১৯:১৪৮; মথি ১৪:২৫
[৬৩:৭] গীত ২৭:৯; ১১৮:৭
[৬৩:৭] রূত ২:১২
[৬৩:৮] গণনা ৩২:১২; হোশেয় ৬:৩
[৬৩:৮] গীত ৪১:১২
[৬৩:৯] গীত ৪০:১৪
[৬৩:৯] গীত ৫৫:১৫; ৭১:২০; ৯৫:৪; ১৩৯:১৫
[৬৩:১০] যিরি ১৮:২১; যিহি ৩৫:৫; আমোষ ১:১১
[৬৩:১০] বিলাপ ৫:১৮
[৬৩:১১] গীত ২১:১; যিশা ১৯:১৮; ৪৫:২৩; ৬৫:১৬
[৬৩:১১] ইয়োব ৫:১৬; রোমীয় ৩:১৯

১ হে ঈশ্বর, তুমি আমার ঈশ্বর;
আমি সযত্নে তোমার খোঁজ করবো;
আমার প্রাণ তোমার জন্য পিপাসিত,
আমার দেহ তোমার জন্য ব্যাকুল,
শুকনো ও ক্লান্তিকর দেশে, জলবিহীন দেশে।
২ এভাবে আমি পবিত্র স্থানে তোমার মুখ চেয়ে থাকতাম,
তোমার পরাক্রম ও তোমার গৌরব দেখবার জন্য।
৩ কারণ তোমার অটল প্রেম জীবন হতেও উত্তম;
আমার ওষ্ঠাধর তোমার প্রশংসা করবে।
৪ এভাবে আমি সারা জীবন তোমার ধন্যবাদ করবো,
আমি তোমার নামে অঞ্জলি উঠাবো।
৫ আমার প্রাণ তৃপ্ত হবে, যেমন সুখাদ্য আহার করলে হয়,
আমার মুখ আনন্দপূর্ণ ওষ্ঠাধরে তোমার প্রশংসা করবে।
৬ আমি বিছানার উপরে যখন তোমাকে স্মরণ করি,
তখন প্রহরে প্রহরে তোমার বিষয় ধ্যান করি।
৭ কেননা তুমি আমার সহায় হয়ে আসছ,
তোমার পক্ষযুগলের ছায়াতে আমি আনন্দধ্বনি করবো।
৮ আমার প্রাণ পদে পদে তোমার সঙ্গে সঙ্গে চলে;
তোমার ডান হাত আমাকে ধরে রাখে।
৯ কিন্তু ওরা আমার প্রাণ বিনাশ করার জন্য খোঁজ করে,
তারা পৃথিবীর অধঃস্থানে যাবে।
১০ তাদেরকে খড়্গের হাতে তুলে দেওয়া হবে,
তারা শিয়ালদের খাদ্য হবে।
১১ কিন্তু রাজা ঈশ্বরে আনন্দ করবেন;
যে কেউ তাঁতে শপথ করে, সে তাঁকে নিয়েই গর্ব করবে;
কারণ মিথ্যাবাদীদের মুখ রুদ্ধ হবে।

গীত ৬৩ এর নোটসমূহ

শিরোনাম গীত ৩ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। **যখন:** যদি এই তথ্যটি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে সম্ভবত এখানে ২ শমূয়েল ১৫:২৩-২৮; ১৬:২, ১৪; ১৭:১৬, ২৯ পদে বর্ণিত ঘটনার কথা বলা হয়েছে, যেহেতু গীত রচয়িতাকে এখানে রাজা বলে সম্বোধন করা হয়েছে (পদ ১১ দেখুন)।

৬৩:১ প্রয়োজনের মুহূর্তে ঈশ্বরের উপস্থিতি লাভের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা। **সযত্নে:** আক্ষরিক

অর্থে "ভোর বেলা," "সকাল বেলায়"। **আমার প্রাণ তোমার জন্য পিপাসিত:** ৪২:২ পদের নোট দেখুন। **শুকনো ও ক্লান্তিকর দেশে:** রূপকার্থে বলা হয়েছে (১৪৩:৬; যিশাইয় ৩২:২ পদ দেখুন), যার মধ্য দিয়ে তাঁর অবস্থার কথা বোঝানো হয়েছে। তিনি এমন দুর্দশাগ্রস্ত রয়েছেন বলেই সুখাদ্য আহার করেও তিনি কোন স্বাদ পাচ্ছেন না (পদ ৫)। তিনি ঈশ্বরের উপস্থিতির ধারক নদীর জলে বিধৌত হতে চান, যা ঈশ্বরের নগরীকে আনন্দে পূর্ণ করে তোলে (৪৬:৪ পদের নোট দেখুন)।

৬৩:২-৫ ঈশ্বর প্রদত্ত শান্তি ও সুখের প্রতিফলন যা তিনি তাঁর মন্দিরে লাভ করেছেন; এই শান্তি তাঁর প্রত্যাশার আনন্দকে পরিপূর্ণতা দান করেছে।

৬৩:২ ২৭:৪; ৪৮:৮ পদের নোট দেখুন।

৬৩:৩ ভালবাসা। ৬:৪ পদের নোট দেখুন।

৬৩:৪ তোমার নামে। ৫:১১ পদের নোট দেখুন। **আমি তোমার নামে অঞ্জলি উঠাবো:** ঈশ্বরের উদ্দেশে হাত তোলার অর্থ তাঁর প্রার্থনা করা, এছাড়া পবিত্র বাইবেলে এটি ঈশ্বরের প্রশংসা করার একটি বহিঃপ্রকাশ (১৩৪:২ পদ দেখুন)।

৬৩:৫ সুখাদ্য। আক্ষরিক অর্থে "চর্বি বা স্নেহজাতীয় খাবার" (এ ধরনের বিষয়বস্তু দেখুন যিশাইয় ২৫:৬ পদে)।

৬৩:৬ গীতটির কেন্দ্রীয় পদ (এই গীতটির ভূমিকা দেখুন): রাতে গীত রচয়িতা স্মরণ করছেন, যা তিনি সদাপ্রভুর মন্দিরে দেখেছেন (পদ ২)। **বিছানার উপরে:** রাতের বিশ্রামের সময়, যখন তিনি সকালে উদ্ধার লাভের প্রত্যাশায় প্রহর গুনছেন। **প্রহরে প্রহরে:** বিচারকর্তৃগণ ৭:১৯ পদের নোট দেখুন; এর সাথে ১১৯:১৪৮; বিলাপ ২:১৯ পদও দেখুন।

৬৩:৭-১০ "আমার" ও "তাদের" দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যকার চমৎকার এক বৈপরীত্য (পদ ৭-৮, ৯-১০)। এর আগেই বলা হয়েছে যে, এই চারটি পদের প্রত্যেকটিতেই একটি বিশেষ বিষয়বস্তুর ছায়া লক্ষ্য করা যায় যা এর আগের চারটি পদের সঙ্কলনে বিশেষভাবে দেখা যায়।

৬৩:৭ তোমার পক্ষযুগলের ছায়া। ১৭:৮ পদের নোট দেখুন। ঈশ্বরের উদ্ধারকারী সহায় গীত রচয়িতাকে আবারও তাঁর আবাসে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে (পদ ২), যা তাঁর মুখে প্রশংসার ধ্বনি জাগিয়ে তুলবে।

৬৩:৮ তিনি ঈশ্বরের "ভালবাসা" অনুভব করেছেন, যা "জীবন থেকেও উত্তম" (পদ ৩)।

৬৩:৯ তাঁর শত্রুরা তা-ই পাবে যা পাওয়া তাদের প্রাপ্য। গীত রচয়িতাকে হত্যা করতে চেষ্টা করার কারণে তারা নিজেদের নিয়তি নির্ধারণ করে ফেলেছে (আদিপুস্তক ৯:৫; যাত্রা ২১:২৩; দ্বি.বি. ১৯:২১ পদ দেখুন; এর সাথে গীত ৫:১০ পদের নোট দেখুন)। শত্রুদের শেষ পরিণতির বিপরীতে আমরা খুব স্পষ্টভাবে দেখতে পাই গীত রচয়িতার উত্থান, যা ৭-৮ পদে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে এবং ৪ পদের তিনি বলেছেন: "আমি তোমার প্রশংসা করবো." কিন্তু "তারা পৃথিবীর অধস্থঃস্থানে যাবে," যেখানে তাদের স্বর আর কেউ শুনতে পাবে না (পদ ১১ দেখুন)। **অধঃস্থান:** ৩০:১ পদের নোট দেখুন। **পৃথিবী:** এখানে জগৎ বলতে নরক বা কবর বোঝানো হয়েছে (৬১:২ পদের নোট দেখুন)।

৬৩:১০ শিয়ালদের খাদ্য। যেভাবে শত্রুদের মৃতদেহ কবরস্থ না করে যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলে রাখা

হত যেন তাদের প্রতি অবমাননা প্রকাশ পায় (৫৩:৫ পদের নোট দেখুন)। দুটি বিপরীত বিষয়ের চমৎকার সহাবস্থান লক্ষ্য করুন: "আমার প্রাণ তৃপ্ত হবে, যেমন সুখাদ্য আহার করলে হয়" (পদ ৫); "তাদের তলোয়ারের হাতে তুলে দেওয়া হবে, তারা শিয়ালদের খাদ্য হবে"।

৬৩:১১ সমাপনী পদ (এই অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন), যেখানে বক্তাকে অবশেষে একজন রাজা হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে। **যে কেউ তাঁতে শপথ করে:** যারা ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করে এবং তাঁর উপরে নির্ভর করে (দ্বি.বি. ৬:১৩)। **মিথ্যাবাদীদের মুখ:** যারা মিথ্যাকে আশ্রয় করে তাদের জীবন ধারণ করে (৫:৬; ৫৮:৩; ১০১:৭ পদ দেখুন এবং ৫:৯ পদের নোট দেখুন)।

উপসংহার: ঈশ্বরের জন্য বিশ্বাসীদের আকাঙ্খা প্রকাশ পেয়েছে। মরু এলাকায় তাঁর পরীক্ষা সত্ত্বেও দায়ূদ ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ-সম্বন্ধ রক্ষার জন্য গভীর আকাঙ্খা প্রকাশ করেছেন। প্রত্যেক সত্যিকারের বিশ্বাসী যখন বিপদে পড়েন তখন তার অন্তরের ইচ্ছার ভবিষ্যত ছবি হচ্ছে এই গীত। ভবিষ্যতে শাস্তির কথা কষ্টের সময় ঈশ্বরভক্তদের উৎসাহ দেয়।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. দায়ূদ ঈশ্বরের অনুসন্ধান করেছেন ও তাঁর খোঁজ করেছেন। কখন আমাদের ঈশ্বরের অনুসন্ধান করা উচিত?
২. ঈশ্বরের অটল প্রেম জীবন হতেও উত্তম, এই কথার মানে কি? জীবনের চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে?
৩. দায়ূদ কিভাবে ধ্যান করেছেন? আমরা কিভাবে ঘুমে রাত কাটাবো? ধ্যান আমাদের কি উপকার করে?
৪. কেন আমাদের গর্ব করলে শুধু ঈশ্বরকে নিয়েই গর্ব করা উচিত? নতুন নিয়ম এই বিষয়ে কি শিক্ষা দেয়?

গীত ৬৪

দুষ্ট লোকদের ধ্বংস

ভূমিকা: চক্রান্তের কারণে বিপদাপন্ন হয়েও ঈশ্বরের কাছে উদ্ধার লাভের জন্য বিশেষ আত্মবিশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনা (গীত ৬১-৬৪ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। এই অধ্যায়ের প্রেক্ষাপট অনেকটা গীত ৬২ অধ্যায়ের মতই (উক্ত অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন), কিন্তু এখানে রাজার দুর্বল অবস্থা নিয়ে কোন কথা বলা হয় নি এবং এটিও পরিষ্কার নয় যে, চক্রান্তকারী ইস্রায়েলের ভেতরের লোকেরা নাকি বাইরে থেকে আসা লোকেরা (২ পদের নোট দেখুন)। গীতসংহিতার অন্যান্য আরও অনেক গীতের মত এই গীতের শত্রুদের প্রধান অস্ত্র হচ্ছে তাদের জিহ্বা (৫:৯ পদের নোট দেখুন)। প্রার্থনাটিকে কাঠামোবদ্ধ করা হয়েছে একজন

শত্রুর কাছ থেকে উদ্ধার লাভের জন্য প্রারম্ভিক বিনতি (পদ ১) এবং ঈশ্বরে আনন্দ ও তাঁর প্রশংসা করার সমাপনী আহ্বানের মধ্য দিয়ে (পদ ১০)। দুটি সমান্তরাল পদ গুচ্ছের মধ্য দিয়ে দায়ূদের প্রার্থনা ও তাঁর শত্রুদের হুমকিকে প্রকাশ করা হয়েছে (পদ ২-৪) এবং আরেক দিকে প্রকাশ করা হয়েছে ঈশ্বরের পূর্ব ঘোষিত শপথ এবং তা বাস্তবে পূর্ণতা সাধনের নিশ্চয়তা (পদ ৭-৯)। এই দুটি অংশের পারস্পরিক বিষয়বস্তুগত সম্পর্ককে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে কয়েকটি বিশেষ শব্দের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে, যা হিব্রু সংস্করণে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়, যেমন: "অধর্মাচারী" (পদ ২), "জিহ্বা" (পদ ৩), "অকস্মাৎ ... তীর মারে" (পদ ৪), "অকস্মাৎ ... বাণে আহত হবে" (পদ ৭), "জিহ্বা" (পদ ৮), "ঈশ্বরের কাজ" (পদ ৯: হিব্রু সংস্করণে "কাজ করা" অর্থে ২ পদের একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে)। গীতটির কেন্দ্রে ৫-৬ পদে চক্রান্তকারীদের মিথ্যা আশা নিয়ে কথা বলা হয়েছে।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। দায়ূদের সঙ্গীত।

গীত ৬৪ : ক্রসরেফারেন্স

[৬৪:১] গীত ১৪২:২
[৬৪:১] গীত ১৪০:১
[৬৪:২] যাত্রা ১:১০
[৬৪:২] গীত ৫৬:৬; ৫৯:২
[৬৪:৩] গীত ৫৫:২১; যিশা ৪৯:২
[৬৪:৩] গীত ৭:১৩; ৫৮:৭
[৬৪:৪] ইয়োব ৯:২৩; গীত ১০:৮; ১১:২
[৬৪:৪] গীত ৫৫:১৯
[৬৪:৫] গীত ৯১:৩; ১১৯:১১০; ১৪০:৫; ১৪১:৯
[৬৪:৫] ইয়োব ২২:১৩
[৬৪:৮] গীত ৫৯:১২; হিতো ১৮:৭
[৬৪:৮] রাজা ১৯:২১; গীত ১০৯:২৫
[৬৪:৮] দ্বি.বি. ২৮:৩৭
[৬৪:৯] গীত ৪০:৩
[৬৪:৯] যিরি ৫১:১০
[৬৪:১০] ইয়োব ২২:১৯
[৬৪:১০] গীত ১১:১; ২৫:২০; ৩১:২
[৬৪:১০] গীত ৩২:১১

১ হে ঈশ্বর, আমার কাতরোক্তি শোন,
শত্রুদের ভয় থেকে আমার জীবন রক্ষা কর।
২ দুর্বৃত্তদের গূঢ় মন্ত্রণা থেকে,
অধর্মচারীদের জনতা থেকে,
আমাকে লুকিয়ে রাখ।
৩ তারা খড়্গের মত নিজ নিজ জিহ্বায় শান দিয়েছে;
তারা কটুবাক্যরূপ তীর ধনুকে লাগিয়ে রেখেছে,
৪ যেন গোপনে সিদ্ধ লোকের প্রতি তা নিক্ষেপ করে;
তারা অকস্মাৎ তাকে তীর মারে, ভয় করে না।
৫ তারা কুমন্ত্রণায় নিজেদের সবল করে,
গোপনে ফাঁদ পাতবার বিষয়ে কথাবার্তা বলে;
তারা বলে, কে আমাদেরকে দেখবে?
৬ তারা অপরাধের সন্ধান করে নেয়,
বলে, আমরা চতুরতার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে চিন্তা করে দেখেছি,
প্রত্যেকের সঙ্কল্প ও হৃদয় গভীর।
৭ কিন্তু ঈশ্বর তাদেরকে বাণবিদ্ধ করবেন,
অকস্মাৎ তারা বাণে আহত হবে।
৮ এভাবে তারা হোঁচট খাবে;
তাদের জিহ্বা তাদের বিপক্ষ হবে;
যত লোক তাদের দেখবে, সকলে উপহাস করবে।
৯ আর সমস্ত মানুষ ভয় পাবে,
তারা ঈশ্বরের কাজ প্রচার করবে,
আর তাঁর কাজ বিবেচনা করবে।

[১০] ধার্মিক লোক সদাপ্রভুতে আনন্দ করবে,
ও তাঁর মধ্যে আশ্রয় নেবে,
আর সরলচিত্ত সকলে গর্ব করবে।

গীত ৬৪ এর নোটসমূহ

শিরোনাম গীত ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

৬৪:১ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা শ্রবণের জন্য প্রারম্ভিক বিনতি।

৬৪:২-৪ ঈশ্বরের কাছে গীত রচয়িতার বিনতি এবং তাঁর বিরুদ্ধে কৃত চক্রান্ত।

৬৪:২ গূঢ় মন্ত্রণা। এই শব্দটির জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে ২:১ পদে ব্যবহৃত "কলহ" বা চক্রান্ত শব্দটি।

৬৪:৩ জিহ্বা। ৫:৯ পদের নোট দেখুন। **তলোয়ার ... কটুবাক্যরূপ তীর:** ৫৯:৭ পদের নোট দেখুন।

৬৪:৪ ভয় করে না। তারা নিজেদেরকে সমস্ত বিপদ ও শাস্তি থেকে মুক্ত বলে মনে করে।

৬৪:৫ গোপনে ফাঁদ পাতবার বিষয়ে কথাবার্তা বলে। (গীত ১০ অধ্যায় দেখুন এবং ১০:৬, ১১ পদের নোট দেখুন), তবে এ প্রসঙ্গে ৭-৮ পদ দেখুন।

৬৪:৫-৬ শত্রুদের নিজেদের উপরে তীব্র আত্মবিশ্বাস।

৯:১৫ পদের নোট দেখুন।

৬৪:৬ হৃদয়। ৪:৭ পদের নোট দেখুন। **গভীর:** আক্ষরিক অর্থে "চতুর" বোঝানো হয়েছে (হিতোপদেশ ১৮:৪; ২০:৫ পদ দেখুন)।

৬৪:৭-৯ ঈশ্বরের ধার্মিকতাযুক্ত বিচারের প্রতি আস্থা ও নির্ভরতার নিদর্শন – তারা দায়ূদের যে ক্ষতি করতে চেয়েছে তা ঈশ্বর তাদেরই প্রতি সাধন করবেন (পদ ৩-৪ দেখুন) – এবং যারা তা শুনেও চুপ করে থাকবে তাদের উপরেও এই শাস্তির প্রভাব এসে পড়বে। এই অংশটির সাথে ২-৪ পদের সম্পর্ক জানতে এই অধ্যায়টির ভূমিকা দেখুন।

৬৪:৭ বাণবিদ্ধ করবেন ... বাণে আহত হবে। আদি ৯:১৩ পদের নোট দেখুন।

৬৪:৮ সকলে উপহাস করবে। ৪৪:১৪ পদ দেখুন।

৬৪:৯ সমস্ত লোকেরা ঈশ্বরের "কাজ" দেখে ভয় পাবে, তাঁর কথা ঘোষণা করবে। তারা দেখবে কিভাবে ঈশ্বর দুষ্টদের চক্রান্ত বিনষ্ট করে দেন এবং তাদের বিচার করেন (পদ ২ দেখুন; ৪৬:১০ পদের নোট দেখুন; এর সাথে ৪০:৩; ৫৮:১১; ৬৫:৮ পদও দেখুন)।

৬৪:১০ গীতটির সমাপনী পদ (পদ ১ দেখুন): "ধার্মিক লোক মাবুদে আনন্দ করবে, ও তাঁর মধ্যে আশ্রয় নেবে" – ঈশ্বরের মধ্যে আশ্রয় নেবে এবং তাঁর প্রশংসা করবে। **ধার্মিক লোক:** ১:৫ পদেও নোট দেখুন।

উপসংহার: দুষ্ট লোকদের ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে। তাদের দুঃসাহসিক দুষ্টতার শাস্তি দেওয়া হবে, বেঁচে-থাকা ঈশ্বরভক্ত লোকেরা সদাপ্রভুকে নিয়ে আনন্দ করবে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. দায়ূদ নিজেকে কার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছেন? কেন চেয়েছেন?

২. এই গীতে কারা ঈশ্বরের কাজ প্রচার করবে? তাদের প্রচার করার পেছনে দায়ূদ কি কারণ দেখেছেন?
৩. ধার্মিকরা কি করবেন? সরল চিত্তের লোকেরা কি করবেন?
৪. ঈশ্বরের কাছে কাতরোক্তি আমাদের অন্তরে কি যোগায়? ঈশ্বর কি ধার্মিকদের ডাকে সাড়া দেন? তিনি কি কখনও আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছেন?

গীত ৬৫

ঈশ্বর সদাপ্রভুর জন্য আকাঙ্খা

ভূমিকা: গীত ৬৫-৬৮ এই চারটি গীতের মূল ভাব হচ্ছে ঈশ্বরের প্রশংসা এবং তার সাথে যুক্ত হয়েছে ঈশ্বরের "ভয়াবহ" কাজের প্রতি বিশেষ স্বীকৃতি, যা "পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত" ইস্রায়েলকে তাঁর প্রশংসা ও গৌরব করার জন্য আহ্বান জানায় (৪৬:১০ পদের নোট দেখুন)। এই চারটি গীতে এগুলোর বিশেষ উপলক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য যেমন ব্যক্ত হয়েছে তেমনি সার্বজনীন প্রশংসার বাণীও উচ্চারিত হয়েছে: (১) সমগ্র সৃষ্টিজগত নিয়ন্ত্রণ এবং তাকে মানুষের জন্য আশীর্বাদযুক্ত ও ফলপ্রসূ করে তোলায় সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রভাব, এবং (২) এই লোকদের জন্য ঈশ্বরের পরিত্রাণ দানকারী কাজ। দুটি বিষয়কেই এখানে এক সাথে নিয়ে আসা হয়েছে মূল আলোকপাতের বিষয়টিকে সামান্য পরিবর্তিত করে নিয়ে; গীত ৬৫ ও ৬৭ অধ্যায়ে প্রথম বিষয়টি নিয়ে কথা বলা হয়েছে এবং গীত ৬৬ ও ৬৮ অধ্যায়ে দ্বিতীয় বিষয়টি নিয়ে কথা বলা হয়েছে। এভাবেই মানুষের প্রতি ঈশ্বরের পরম ভালবাসা ও তাঁর কাজ সম্পর্কিত এই গীত সঙ্কলনটিতে সমগ্র মানব জাতিকে সদাপ্রভু ঈশ্বরের প্রশংসা করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

গীত ৬৫ অধ্যায়টি হল ঈশ্বরের নিজ লোকদের প্রতি তাঁর মঙ্গলময়তা ও দয়ার জন্য তাঁর প্রশংসা ও গৌরবের গীত। লোকদের প্রার্থনার উত্তর হিসেবে (১) ঈশ্বর তাদের পাপ ক্ষমা করে দেন যেন তারা পবিত্র মন্দিরে তাঁর সাথে সহভাগিতা রক্ষা করে এবং সমস্ত মঙ্গলজনক দ্রব্য উপভোগ করতে পারে (পদ ১-৪); (২) তিনি তাঁর সমগ্র সৃষ্ট জগতের মধ্যে শৃঙ্খলা বিধান করেন, সেই সাথে তিনি এই পৃথিবীর সমস্ত ঘটনাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন যেন জাতিসমূহের মধ্যকার বিরোধ ও বিবাদ নিষ্পত্তি হয় এবং তাঁর জাতি ইস্রায়েল শান্তিতে বসবাস করতে পারে (পদ ৫-৮); এবং (৩) তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞাত ইস্রায়েল দেশকে পরিণত করেন মোহনীয় এদোন উদ্যানে (পদ ৯-১৩)। এই সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে তিনি মানব জাতির জন্য আশার উদ্রেক ঘটান। তাঁর আশ্চর্য কাজ সকল তাদেরকে করে তোলে বিস্ময়াভিভূত এবং তারা গেয়ে ওঠে তাঁর প্রশংসার গান।

গীত ৬৫ : ক্রসরেফারেন্স

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। গান। দায়ূদের গীত।

[১] হে ঈশ্বর, সিয়োনে প্রশংসা তোমার অপেক্ষা করে,
তোমার উদ্দেশে মানত পূর্ণ করা যাবে।

[৬৫:১] গীত ২:৬
[৬৫:১] দ্বি.বি. ২৩:২১; গীত ১১৬:১৮
[৬৫:২] গীত ৮৬:৯; যিশা ৬৬:২৩

২ হে প্রার্থনা-শ্রবণকারী,
তোমারই কাছে সমস্ত মানুষ আসবে।
৩ অপরাধগুলো আমার থেকেও প্রবল,
তুমি আমাদের সমস্ত অধর্ম মার্জনা করবে।
৪ সুখী সেই, যাকে তুমি মনোনীত করে কাছে আন,
সে তোমার প্রাঙ্গণে বাস করবে;
আমরা পরিতৃপ্ত হব তোমার গৃহের উত্তম দ্রব্যে,
তোমার পবিত্র মন্দিরের উত্তম দ্রব্যে।
৫ হে আমাদের ত্রাণেশ্বর,
তুমি ধার্মিকতায় মহৎ কাজ দ্বারা আমাদেরকে উত্তর দেবে;
তুমি পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তের,
এবং দূরবর্তী সমুদ্রবাসীদের বিশ্বাস-ভূমি।
৬ তুমি নিজের শক্তিতে পর্বতমালার স্থাপনকর্তা;
তুমি পরাক্রমে বদ্ধকটি।
৭ তুমি সমুদ্রের গর্জন, তার তরঙ্গের গর্জন,
ও জাতিদের কোলাহল শান্ত করে থাক।
৮ আর দূরের নিবাসীরা তোমার সমস্ত চিহ্ন-কাজ দেখে ভয় পায়;
তুমি সকালবেলার ও সন্ধ্যাবেলার উদয়স্থানকে
আনন্দ-গীতিময় করে থাক।
৯ তুমি পৃথিবীর তত্ত্বাবধান করছো,
ওতে জল সেচন করছো,
তা অতিশয় উর্বর করছো;
ঈশ্বরের নদী জলে পরিপূর্ণ;
এভাবে ভূমি প্রস্তুত করে তুমি মানুষের জন্য
শস্য প্রস্তুত করে থাক।
১০ তুমি তার সমস্ত সীতা জলসিক্ত করে থাক,
তার সমস্ত আল সমান করে থাক,
তুমি বৃষ্টি দ্বারা তা কোমল করে থাক,
তার অঙ্কুরকে আশীর্বাদ করে থাক।
১১ তুমি তোমার উপচয় দিয়ে বছরকে মুকুট পরিয়ে থাক,
তোমার ঘোড়ার গাড়ি পুষ্টিকর দ্রব্যে উপচে পড়ে।
১২ তা মরুভূমিস্থ চরাণি-স্থান সকলেতে উপচে পড়ে;
এবং উপপর্বতগুলো হর্ষরূপ পরিচ্ছদ পায়।
১৩ সমস্ত মাঠ মেষের পালে ভূষিত হয়,
সমস্ত উপত্যকা শষ্যে আচ্ছাদিত হয়;
তারা আনন্দধ্বনি করে, তারা গান করে।

[৬৫:৩] গীত ৪০:১২
[৬৫:৩] গীত ৭৯:৯; রোমীয় ৩:২৫; ইব ৯:১৪
[৬৫:৪] গীত ৩৩:১২
[৬৫:৪] গণনা ১৬:৫
[৬৫:৪] গীত ৩৬:৮
[৬৫:৫] দ্বি.বি. ৪:৩৪; গীত ৪৫:৪; ১০৬:২২; যিশা ৬৪:৩
[৬৫:৫] গীত ১৮:৪৬; ৬৮:১৯; ৮৫:৪
[৬৫:৫] গীত ৪৮:১০
[৬৫:৫] গীত ১০৭:২৩
[৬৫:৬] আমোষ ৪:১৩
[৬৫:৬] গীত ১৮:১; ৯৩:১; যিশা ৫১:৯
[৬৫:৭] গীত ৮৯:৯; ৯৩:৩-৪; ১০৭:২৯; মথি ৮:২৬
[৬৫:৭] দ্বি.বি. ৩২:৪১; গীত ২:১; ৭৪:২৩; ১৩৯:২০; যিশা ১৭:১২-১৩
[৬৫:৮] গীত ১০০:২; ১০৭:২২; ১২৬:২; যিশা ২৪:১৬; ৫২:৯
[৬৫:৯] লেবী ২৬:৪
[৬৫:৯] গীত ১০৪:২৪
[৬৫:৯] আদি ২৭:২৮; দ্বি.বি. ৩২:১৪; গীত ১০৪:১৪
[৬৫:১০] দ্বি.বি. ৩২:২; ২শমূ ১:২১; ইয়োব ৩৬:২৮; প্রেরিত ১৪:১৭
[৬৫:১১] দ্বি.বি. ২৮:১২; গীত ১০৪:২৮; যোহন ১০:১০
[৬৫:১১] ইয়োব ৩৬:২৮; গীত ১৪৭:১৪; লূক ৬:৩৮
[৬৫:১২] ইয়োব ২৮:২৬; যোয়েল ২:২২
[৬৫:১২] গীত ৯৮:৮
[৬৫:১৩] গীত ১৪৪:১৩; যিশা ৩০:২৩; সখ ৮:১২
[৬৫:১৩] গীত ৭২:১৬
[৬৫:১৩] গীত ৯৮:৮; যিশা ১৪:৮; ৪৪:২৩; ৪৯:১৩; ৫৫:১২

গীত ৬৫ এর নোটসমূহ

শিরোনাম গীত ৪ ও ৩০ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

৬৫:১-২ ঈশ্বরের প্রশংসা ও গৌরব করার প্রতি প্রারম্ভিক প্রত্যয় প্রকাশ।

৬৫:১ তোমার অপেক্ষা করে। কিংবা বলা যায় "নীরবতা পালন করে" (৬২:১ পদের নোট দেখুন)। সম্ভবত এই অংশের অন্যতম লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে ঈশ্বরের প্রশংসাকে এখানে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে, যা ঈশ্বরের পবিত্র মন্দিরে বসবাস করে, যা ঈশ্বরের আগমনের অপেক্ষা করে, যাকে মানুষ জাগিয়ে তোলে যেন সে ঈশ্বরের উপস্থিতির জন্য সকলকে প্রস্তুত করে তুলতে পারে (৫৭:৮ পদ দেখুন)। **তোমার উদ্দেশে মানতঃ** প্রয়োজনের মুহূর্তে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে যে সকল প্রতিজ্ঞা লোকেরা করেছিল (৬৬:১৪ পদ দেখুন; এর সাথে ৭:১৭ পদের নোট দেখুন)।

৬৫:২ সমস্ত মানুষ। আক্ষরিক অর্থে "সমস্ত জীব", অর্থাৎ মূলত এখানে ঈশ্বরের লোকদেরই বোঝানো হয়েছে, যেমনটা যোয়েল ২:২৮ পদে বলা হয়েছে। ৫ ও ৮ পদের আলোকে অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারীই মনে করেন যে, এই উক্তিটি আরও সার্বজনীন অর্থে করা হয়েছে, যেমনটা দেখা যায় ৬৪:৯; ৬৬:১, ৪, ৮; ৬৭:৩-৫ এবং আরও অন্যান্য পদে। **তোমারই কাছে ... আসবেঃ** ঈশ্বরকে একমাত্র ঈশ্বর হিসেবে উপাসনা ও তাঁর প্রশংসা করার জন্য, যিনি তাদের প্রার্থনা শ্রবণ করেন এবং দয়া সহকারে উত্তর দেন।

৬৫:৩-৪ স্বর্গীয় দয়া ও করুণার অপরিহার্য কাজ যা পরবর্তী দুটি অংশে বর্ণিত অনুগ্রহ ও ভালবাসার ফল প্রকাশ করে।

৬৫:৩ আমাদের সমস্ত অধর্ম মার্জনা করবে। অর্থাৎ আমরা নিজেদের পাপের জন্য তোমার কাছে যে উৎসর্গ করেছি তা তুমি গ্রহণ করেছ, কাজেই তুমি আমাদের পাপের ক্ষমা করে দেবে (দেখুন ৩২:১-২; ৭৮:৩৮; ৭৯:৯ পদ দেখুন এবং লেবীয় ১৬:২০-২২; ১৭:১১; ইব্রীয় ২:১৭; ৯:৫, ৭ পদের নোট দেখুন)।

৬৫:৪ সুখী। ১:১ পদের নোট দেখুন। **যাকে তুমি মনোনীত করে কাছে আনঃ** যারা ঈশ্বরের মনোনীত জাতি ইস্রায়েলের লোক তারা প্রত্যেকে (উদাহরণস্বরূপ দেখুন ৩৩:১২; দ্বি.বি. ৪:৩৭ পদ) এবং যাদেরকে ঈশ্বর তাঁর মন্দিরে গ্রহণ করেছেন। **সে তোমার প্রাঙ্গণে বাস করবেঃ** ১৫:১ পদের নোট দেখুন; এর সাথে ২৩:৬ পদের নোটও দেখুন। **তোমার গৃহের উত্তম দ্রব্যেঃ** ঈশ্বরের উপস্থিতি থেকে যে সমস্ত আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ প্রবাহিত হয় (৩৬:৮ পদের নোট দেখুন)।

৬৫:৫-৮ ঈশ্বর, যিনি তাঁর সৃষ্টি জগতকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনি জাতিগণকেও শান্ত করে তোলেন এবং ইস্রায়েল জাতিকে তার প্রার্থনার উত্তর হিসেবে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা দান করেন।

৬৫:৫ ধার্মিকতায় মহৎ কাজ। ঈশ্বরের বিস্ময়কর কাজ, যেমন মিশর থেকে ইস্রায়েল জাতির উদ্ধার এবং তাদের কনান দেশ অধিকার লাভ, ইস্রায়েলের শত্রুদের সংহার করার মাধ্যমে প্রকাশিত ঈশ্বরের শক্তিমত্তার কাজ (৬৬:৩; আরও দেখুন ১০৬:২২; ১৪৫:৬; দ্বি.বি. ১০:২১; ২ শমূ ৭:২৩; যিশাইয় ৬৪:৩ পদ)। **উদ্ধারের ঈশ্বরঃ** ঈশ্বর তাঁর শপথ রক্ষা করার মধ্য দিয়ে তাঁর লোকদেরকে রক্ষা করেছেন (৪:১ পদের নোট দেখুন)।

পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তের ... বিশ্বাস-ভূমিঃ যদিও পৃথিবীর সকল জাতি তা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় নি।

৬৫:৬-৭ জগৎ সৃষ্টিকারী ঈশ্বর, যিনি তাঁর নিজ ক্ষমতায় এই পৃথিবীকে সৃষ্টির পূর্বের বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে মুক্ত করেছেন (আদিপুস্তক **১** অধ্যায় দেখুন), তিনিই আবার একই ভাবে তাঁর লোকদেরকে শান্তিপূর্ণ অবস্থানে নিয়ে এসেছেন এবং তাদেরকে উদ্ধার করেছেন (যিশাইয় ২:৪; ১১:৬-৯; মীখা ৪:৩-৪ পদ দেখুন) যেন ইস্রায়েল জাতি প্রতিজ্ঞাত দেশে বিশ্রাম পায় (গীত ৩৩; ৪৬ অধ্যায় দেখুন)। উদ্ধারের জন্য ঈশ্বরের বিশেষ এই কাজকে অনেক সময় পুরাতন নিয়মের সাহিত্যিকেরা তাঁর সৃষ্টিকর্মের সাথে তুলনা করেছেন (৭৪:১২-১৭; ৮৯:৯-১৮; যিশাইয় ২৭:১; ৪০:৬-১৪, ২১-৩১; ৫১:৯-১১ পদ দেখুন), যেহেতু সৃষ্টিকর্তা হিসেবে তাঁর ক্ষমতা নিশ্চিত করেছে একজন উদ্ধারকারী হিসেবে তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে। **পর্বতমালার স্থাপনকর্তা ... সমুদ্রের গর্জন ... শান্ত করে থাকঃ** তিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতকে নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব করে থাকেন (৯৫:৪-৫ পদ দেখুন)।

৬৫:৭ জাতিদের কোলাহল। ঈশ্বর জাতিগণের মধ্যকার অশান্তি ও গোলযোগ দূর করেন – যা অনেক ক্ষেত্রে ইস্রায়েলের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায় – যাকে তুলনা করা হয়েছে সৃষ্টির পূর্বের ঘন অন্ধকার জলধির সাথে (৩২:৬; ৩৩:৭ পদের নোট দেখুন)।

৬৫:৮ সমস্ত লোকেরা (অনিবার্যভাবে) ঈশ্বরের নিজ লোকদের প্রতি তাঁর উদ্ধারকারী কাজ দেখতে পাবে এবং তারা ভয়ে বিহ্বল হবে (৪৬:১০ পদের নোট দেখুন)। সেই সাথে সমস্ত সৃষ্টিজগত আনন্দ করবে (পদ **১৩** দেখুন)। **চিহ্ন কাজঃ** বা বলা যায় "আশ্চর্য বা অলৌকিক কাজ," যা ঈশ্বরের মহান উদ্ধারকারী কাজের কথা বোঝায়, যেমনটা তিনি ইস্রায়েল জাতিকে মিশর দেশ থেকে উদ্ধার করার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন (দ্বি.বি. ৪:৩৪ পদ দেখুন; এর সাথে দেখুন গীত ৭৮:৪৩; ১০৫:২৭; ১৩৫:৯ পদ)। চিহ্ন বলতে বোঝানো হয়েছে ঈশ্বর যুগে যুগে দেখিয়েছেন যে, তাঁর কাজের মাধ্যমে তিনি সব সময়ই তাদের সাথে উপস্থিত রয়েছেন।

৬৫:৯-১৩ ইস্রায়েল জাতির প্রার্থনার উত্তর হিসেবে ঈশ্বর তাদের প্রতিজ্ঞাত দেশকে সমস্ত উত্তম দ্রব্য দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলেন।

৬৫:৯ ঈশ্বরের নদী। ৩৬:৮ পদের নোট দেখুন।

৬৫:১১ তোমার উপচয়। আক্ষরিক অর্থে "মঙ্গলময়তা" (৬৮:১০ পদ দেখুন; এর সাথে ৩১:১৯ পদের নোট দেখুন)।

৬৫:১৩ তারা আনন্দধ্বনি করে, তারা গান করে। গীত রচয়িতার অন্যান্য গীতের ভাষ্য অনুসারে সমগ্র সৃষ্টিজগত, এর অন্তর্গত সমস্ত উপাদান এই মানবীয় প্রশংসা গানে অংশ নেয় এবং ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ম, তাঁর দয়া ও আশীর্বাদ এবং উদ্ধারের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত তাঁর মঙ্গলময়তার জন্য তাঁর গৌরব ও মহিমা প্রকাশ করে (৮৯:১২; ৯৬:১১-১৩; ৯৮:৮-৯; ১০৩:২২; ১৪৫:১০; ১৪৮:৩-৪, ৭-১০ পদ দেখুন; আরও দেখুন ইয়োব ৩৮:৭; যিশাইয় ৪৪:২৩; ৪৯:১৩; ৫৫:১২ পদও দেখুন)।

উপসংহারঃ মশীহের হাজার বছরের রাজত্বের সময় এই পৃথিবী পুনঃস্থাপন করা হবে। তখন আত্মিক ও জাগতিক আশীর্বাদসমূহ গ্রহণ করা হবে। ঈশ্বর যে সবকিছু আবার

পুনঃস্থাপন করবেন সেই সময়ের কথা বর্ণনা করা হয়েছে যা তিনি অনেক বছর আগেই পবিত্র নবীদের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. কে প্রার্থনা করবে? আর কে প্রার্থনা শ্রবণ করে থাকেন?
২. কি দিয়ে ঈশ্বর বছরকে মুকুট পড়িয়ে থাকনে?
৩. আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে কি স্মরণ রাখতে পারি?
৪. ঈশ্বর কি আমাদের পছন্দ করেন? আমরা কি ঈশ্বরকে পছন্দ করি?
৫. আমাদের আনন্দ কোথা থেকে আসে?
৬. কিভাবে ঈশ্বর প্রকৃতিকে পৃথিবীর জন্য ব্যবহার করে মানুষকে আশীর্বাদ করে থাকেন?

গীত ৬৬

ঈশ্বরের রাজ্যে উপাসনা ও প্রশংসা

ভূমিকা: প্রার্থনার প্রতি ঈশ্বরের সমস্ত উত্তরের জন্য তাঁর গৌরব ও প্রশংসার গীত। সম্ভবত গীত রচয়িতাকে সমস্ত শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য এই গীতে তাঁর প্রশংসা করা হয়েছে। যাত্রা করার সময়ে ইস্রায়েল জাতিকে ঈশ্বর যেভাবে রক্ষা করেছেন তার জন্য তিনি ঈশ্বরের প্রশংসা করেছেন। একইভাবে তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে রক্ষা করার জন্যও তিনি ঈশ্বরের উপাসনা ও প্রশংসা করেছেন। তাঁর মানত পরিপূর্ণ করার জন্য মন্দিরে তিনি এই প্রশংসা উৎসর্গ করেছেন (পদ ১৩-১৪; ৭:১৭ পদের নোট দেখুন)। এ ধরনের প্রশংসা গীতের ক্রান্তিলগ্নে অনেক সময় অন্যদেরকেও প্রশংসায় অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানানো হয় (৯:১ পদের নোট দেখুন)। এখানে গীত রচয়িতা অত্যন্ত উদ্দীপনার সাথে গীতের শুরুতেই অন্যদেরকে প্রশংসা করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন এবং তা গীতের মধ্যে মাঝে মাঝেই দেখা যায় (যেমন ৬৭:৩-৫; ৬৮:৩২; ৯৮:৪; ৯৯:১-৩; ১০০:১; ১১৭:১ পদ), যা পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছায়। এই গীতটি হচ্ছে চারটি গীতের একটি সঙ্কলনের মধ্যে দ্বিতীয় (গীত ৬৫-৬৮ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। এর শুরুতে রয়েছে ঈশ্বরের প্রতি প্রশংসা (পদ ১-২) এবং শেষে রয়েছে প্রার্থনার মূল প্রেক্ষাপট নিয়ে ঘোষণা (পদ ১৯-২০, হিব্রু সংস্করণে ব্যবহৃত শব্দ নিয়ে কিছুটা দ্বিধার বিষয় রয়েছে, কারণ সেখানে "প্রশংসা" ও "প্রার্থনা" শব্দ দুটি প্রায় একই রকম শোনায়)। প্রাথমিক অংশের পরে (পদ ১-৪) রয়েছে দুটি বিষয়বস্তু ভিত্তিক অংশ, যার কাঠামো প্রায় একই রকম। এটি হচ্ছে তিন পদ বিশিষ্ট গুচ্ছ (পদ ৫-৭, ১৩-১৫) যার পরে রয়েছে পাঁচ পদ বিশিষ্ট একটি অংশ (পদ ৮-১২, ১৬-২০)। প্রথম অংশের প্রথম পদটি (পদ ৫) শুরু হয়েছে "চল ... দেখ" বক্তব্যের মধ্য দিয়ে; দ্বিতীয় অংশের প্রথম পদটি (পদ ১৬) শুরু হয়েছে "এসে ... শোন" বক্তব্যের মধ্য দিয়ে।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। গীত। সঙ্গীত।

১ সমস্ত পৃথিবী! ঈশ্বরের উদ্দেশে আনন্দধ্বনি কর।
২ তাঁর নামের গৌরব ঘোষণা কর,
তাঁর প্রশংসা গৌরবান্বিত কর।
৩ ঈশ্বরকে বল, তোমার সমস্ত কাজ কি বিস্ময়কর!
তোমার পরাক্রমের মহত্ত্বে তোমার শত্রুরা
তোমার কর্তৃত্ব স্বীকার করবে।
৪ সমস্ত পৃথিবী তোমার কাছে প্রণিপাত করবে,
ও তোমার উদ্দেশে গান করবে;
তারা তোমার নাম ঘোষণা করবে। [সেলা]
৫ চল, ঈশ্বরের সমস্ত কাজ দেখ;
মানুষের বিষয়ে তিনি স্বকর্মে ভয়াবহ।
৬ তিনি সমুদ্রকে শুকনো ভূমিতে পরিণত করলেন;
লোকেরা নদীর মধ্য দিয়ে পায়ে হেঁটে গমন করলো,
তাঁতে সেই স্থানে আমরা আনন্দ করলাম।
৭ তিনি নিজের পরাক্রমে অনন্তকাল কর্তৃত্ব করেন;
তাঁর চোখ জাতিদেরকে নিরীক্ষণ করছে;
বিদ্রোহীরা নিজেদের উঁচু না করুক। [সেলা]
৮ হে জাতিরা, আমাদের ঈশ্বরের ধন্যবাদ কর,
তাঁর প্রশংসা-ধ্বনি যেন শোনা যায়।
৯ তিনিই আমাদের প্রাণ জীবিতদের সঙ্গে রাখেন,
আমাদের চরণ টলতে দেন না।
১০ কেননা, হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের পরীক্ষা করেছ,
রূপা পোড় দেবার মত করে আমাদেরকে পোড় দিয়েছ;
১১ তুমি আমাদের জালে ফেলেছ,
আমাদের কোমর ভারগ্রস্ত করেছ।
১২ তুমি আমাদের মাথার উপর দিয়ে ঘোড়সওয়ারদেরকে
চালিয়েছে;
আমরা আগুন ও জলের মধ্য দিয়ে গমন করেছি;
তবুও তুমি আমাদেরকে সমৃদ্ধি-স্থানে এনেছ।
১৩ আমি পোড়ানো-উৎসর্গ নিয়ে তোমার গৃহে প্রবেশ করবো,
তোমার উদ্দেশে আমার সেসব মানত পূর্ণ করবো,
১৪ যা আমার ওষ্ঠাধর উচ্চারণ করেছে,
যা সঙ্কটের সময়ে আমার মুখ বলেছে।
১৫ আমি তোমার উদ্দেশে মেদযুক্ত পোড়ানো-উৎসর্গ করবো,

গীত ৬৬ : ক্রসরেফারেন্স

[৬৬:১] গীত ৮১:১; ৮৪:৮; ৯৫:১; ৯৮:৪; ১০০:১
[৬৬:২] গীত ৭৯:৯; ৮৬:৯
[৬৬:২] যিশা ৪২:৮, ১২; ৪৩:২১
[৬৬:৩] দ্বি.বি. ৭:২১; ১০:২১; গীত ৬৫:৫; ১০৬:২২; ১১১:৬; ১৪৫:৬
[৬৬:৩] ২শমূ ২২:৪৫
[৬৬:৪] গীত ২২:২৭
[৬৬:৪] গীত ৭:১৭; ৬৭:৩
[৬৬:৫] পদ ৩; গীত ১০৬:২২
[৬৬:৬] আদি ৮:১; যাত্রা ১৪:২২
[৬৬:৬] ১করি ১০:১
[৬৬:৬] লেবী ২৩:৪০
[৬৬:৭] যাত্রা ১৫:১৮; গীত ১৪৫:১৩
[৬৬:৭] যাত্রা ৩:১৬; গীত ১১:৪
[৬৬:৭] গণনা ১৭:১০; গীত ১১২:১০; ১৪০:৮
[৬৬:৮] গীত ২২:২৩
[৬৬:৯] গীত ৩০:৩
[৬৬:৯] দ্বি.বি. ৩২:৩৫; ইয়োব ১২:৫
[৬৬:১০] যাত্রা ১৫:২৫
[৬৬:১০] ইয়োব ৬:২৯; ২৮:১; গীত ১২:৬
[৬৬:১১] গীত ১৪২:৭; ১৪৬:৭; যিশা ৪২:৭, ২২; ৬১:১
[৬৬:১১] আদি ৩:১৭; যাত্রা ১:১৪; গীত ৩৮:৪; যিশা ১০:২৭
[৬৬:১২] যিশা ৫১:২৩
[৬৬:১২] গীত ১৮:১৯
[৬৬:১৩] গীত ৫১:১৯
[৬৬:১৩] গীত ২২:২৫; ৫০:১৪; ১১৬:১৪; উপ ৫:৪; যোহন ২:৯
[৬৬:১৫] লেবী ১৬:৫; গীত ৫১:১৯

তার সঙ্গে মেঘরূপ ধূপ জ্বালাবো;
ছাগলগুলোর সঙ্গে ষাঁড়গুলোকেও উৎসর্গ করবো। [সেলা]
১৬ হে ঈশ্বর-ভীত লোকেরা, তোমরা এসে শোন,
আমার প্রাণের জন্য তিনি যা করেছেন, তা বর্ণনা করি।
১৭ আমি নিজের মুখে তাঁকে ডাকলাম,
তাঁর উচ্চপ্রশংসা আমার জিহ্বাগ্রে ছিল।
১৮ যদি চিত্তে অধর্মের প্রতি তাকাতাম,
তবে প্রভু শোনতেন না।
১৯ কিন্তু সত্যিই ঈশ্বর শুনেছেন;
তিনি আমার প্রার্থনায় সাড়া দিয়েছেন।
২০ ঈশ্বর ধন্য হোন,
যিনি আমার প্রার্থনা এবং আমার উপর থেকে নিজের অটল প্রেম,
দূর করেন নি।

[৬৬:১৬] গীত ৩৪:১১
[৬৬:১৬] গীত ৭১:১৫, ২৪
[৬৬:১৮] দ্বি.বি. ১:৪৫; ১শমূ ৮:১৮; যাকোব ৪:৩
[৬৬:১৯] গীত ১৮:৬
[৬৬:২০] গীত ২২:২৪

গীত ৬৬ এর নোটসমূহ

শিরোনাম। গীত ৪ এবং ৩০ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

৬৬:১-৪ সমস্ত পৃথিবীকে ঈশ্বরের উদ্দেশে আনন্দপূর্ণ জয়ধ্বনি করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে।

৬৬:১ সমস্ত পৃথিবী! ৬৫:২ পদের নোট দেখুন।

৬৬:২ নাম। ৫:১১ পদের নোট দেখুন।

৬৬:৩ বিস্ময়কর! পদ ৫ দেখুন; এর সাথে ৬৫:৫ পদের নোট দেখুন। **কর্তৃত্ব স্বীকার করবে:** ১৮:৪৪ পদ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন যিহোশূয় ৫:১; ২ বংশা ২০:২৯ পদ।

৬৬:৫-৭ জাতিগণের উপরে ঈশ্বরের কর্তৃত্বের চিহ্ন হিসেবে লোহিত সাগরে ইস্রায়েল জাতির উদ্ধারের ঘটনাটি পুনরায় বর্ণনা করা হয়েছে। গীত রচয়িতা লোহিত সাগরে ইস্রায়েল জাতিকে উদ্ধারের ঘটনা উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন যে, ঈশ্বর সব সময়ই তাঁর জাতির লোকদেরকে রক্ষা করার জন্য কাজ করে চলেছেন (ঈশ্বর তাঁর বিস্ময়কর সৃষ্টিকে কত না বিস্ময়কর উপায়ে রক্ষা করে থাকেন তা আরও জানতে দেখুন ৬৫:৫-৭ পদ)।

৬৬:৫ চল ... দেখ। এই গীতটির ভূমিকা দেখুন। পুরাতন দিনগুলোতে ঈশ্বর যেভাবে তাঁর লোকদেরকে রক্ষা করেছেন তা তাঁর মন্দিরে দেখা যায়, যেখানে ক্রমাগতভাবে তাঁর এই সকল বিস্ময়কর কাজের জন্য তাঁর গৌরব প্রশংসা করা হচ্ছে (৪৬:৮; ৪৮:৮-৯ পদের নোট দেখুন)। **মানুষের বিষয়ে:** বিশেষ করে তাঁর মনোনীত জাতির জন্য।

৬৬:৬ নদীর মধ্য দিয়ে। সম্ভবত যর্দন নদী, তবে এখানে "লোহিত সাগরকেই" খুব সম্ভব বোঝানো হয়েছে।

৬৬:৭ বিদ্রোহীরা। যে সকল জাতি ঈশ্বরের বিধান ও আদেশের বিপরীতে কাজ করে (৬৮:৬ পদ দেখুন)।

৬৬:৮-১২ ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে উদ্ধার করার জন্য তাঁর প্রশংসা।

৬৬:৮ হে জাতিরা। এখানে সম্ভবত ঈশ্বরের উপাসনা করার জন্য সমবেত প্রত্যেককেই সম্বোধন করা হয়েছে (২ বংশা ২০:২৭-২৮ পদ দেখুন)।
৬৬:৯ চরণ টলতে দেন না। ৩৮:১৬ পদের নোট দেখুন।
৬৬:১০ পরীক্ষা করেছ ... পোড় দিয়েছ। এক দিক থেকে দেখলে দুর্দশার সময়ে ঈশ্বরের লোকদের মধ্যে সত্যিকার অর্থেই ঈশ্বরের প্রতি আস্থা ও বিশ্বস্ততা রয়েছে কি না তা পরীক্ষা করা সম্ভব হয়। এখানে মূল্যবান ধাতুকে খাদ থেকে আলাদা করার প্রযুক্তিকে রূপকার্থে বর্ণনা করা হয়েছে। মূলত মূল্যবান ধাতুকে পুড়িয়ে বা গলিয়ে তার ভেতর থেকে সমস্ত অপদ্রব্য বা বর্জ্য দূর করা হত (১২:৬ পদের নোট দেখুন; ১৭:৩ পদ দেখুন)।
৬৬:১১-১২ তুমি ... তুমি। ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান; এমন কি শত্রুরা যখন ঈশ্বরের লোকদেরকে নির্যাতন করেন, তখনও ঈশ্বর সত্যিই চুপ করে বসে থাকেন না, কিন্তু সেখানেও তাঁর বিশেষ পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য রয়েছে (যিশাইয় ৪৫:৭; আমোস ৩:৬ পদ দেখুন)। **জালে ফেলেছ ... ভারগ্রস্ত করেছ ... ঘোড়সওয়ারদেরকে চালিয়েছেঃ** সম্ভবত এখানে মিসরীয় শাসকদের শোষণের কথা বোঝানো হয়েছে, যেখান থেকে ঈশ্বর যাত্রার মধ্য দিয়ে ইস্রায়েল জাতিকে উদ্ধার করেছেন।
৬৬:১২ আগুন ও জল। মারাত্মক শাস্তি সম্পর্কে রূপক বর্ণনা (যিশাইয় ৪৩:২ পদ দেখুন)। **সমৃদ্ধি-স্থানে এনেছঃ** আক্ষরিক অর্থে "অনুগ্রহে উপচে পড়া দেশ" (২৩:৫ পদ দেখুন)। ঈশ্বরের লোকদেরকে শোষণে পরিপূর্ণ দেশ থেকে উঠিয়ে এনে সমৃদ্ধিতে পূর্ণ একটি দেশে নিয়ে আসা হল: প্রতিজ্ঞাত কনান দেশ।
৬৬:১৩-১৫ মানত পরিপূর্ণ করার ঘোষণা: ঈশ্বরের উদ্দেশে এই অংশটি উচ্চারণ করা হয়েছে (৭:১৭ পদের নোট দেখুন; এর সাথে ৫০:১৪; ১১৬:১৭-১৯ পদও দেখুন)।
৬৬:১৩ আমি। অর্থাৎ স্বয়ং রাজা।
৬৬:১৬-২০ গীত রচয়িতার জন্য ঈশ্বর যা করেছেন তার ঘোষণা – ঈশ্বরের প্রতি প্রশংসা করা হয়েছে এবং সমস্ত সমবেত উপাসনাকারীদের উদ্দেশে তা বলা হয়েছে (এর সাথে তুলনা করুন ৩৪:১-৭ পদ)।
৬৬:১৬ তোমরা এসে শোন। এই অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। **ঈশ্বর-ভীত লোকেরাঃ** ১৫:৪; আদি ২০:১১; হিতোপদেশ ১:৭; লূক ১২:৫ পদের নোট দেখুন।
৬৬:১৭ তাঁর উচ্চপ্রশংসা। পুরাতন নিয়মে প্রশংসা ও প্রার্থনা ছিল অবিচ্ছেদ্য (ফিলিপীয় ৪:৬; ১ তীমথি ২:১ পদও দেখুন)।
৬৬:২০ ঈশ্বর ধন্য হোন। পদ ৮ দেখুন। **অটল ভালবাসাঃ** ৬:৪ পদের নোট দেখুন।

উপসংহারঃ ঈশ্বর যে তাঁর নিজের লোকদের উদ্ধার করবেন সেই কথা আবার বলা হয়েছে, যার ফলে তাঁর প্রতি ইস্রায়েল জাতির উপাসনা ও ভক্তি দেখা যাবে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্নঃ

১. সমস্ত পৃথিবীর কি করা উচিত? কেন করা উচিত?
২. ঈশ্বর কেন আমাদের পরীক্ষা করেন এবং কিভাবে করেন?

৩. কখন ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা শুনেন না?
৪. আপনি কিভাবে বুঝতে পারেন যে, ঈশ্বর আপনার উপর থেকে তাঁর অটল প্রেম দূর করেন নি? এর বাস্তব প্রমাণ কি আপনি কখনও আপনার জীবনে উপলব্ধি করেছেন?

গীত ৬৭

ঈশ্বরের রাজ্যে পরিপূর্ণ আনন্দ ও অনুগ্রহ

ভূমিকা: ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ লাভের জন্য সমবেত প্রার্থনা। এর বিষয়বস্তু, কাঠামো ও সংক্ষিপ্ত পরিসর বিশ্লেষণ করে বলা যেতে পারে যে, কোন উপাসনার শেষে প্রার্থনার সমাপনী হিসেবে উচ্চারণের জন্য লিটার্জি হিসেবে এই গীতটি ব্যবহার করা হত, হয়তো পুরোহিতের আশীর্বচনের ঠিক আগে তা উচ্চারণ করা হত (১ পদের নোট দেখুন)। ঈশ্বরের লোকদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ (সেই সাথে তাদের জীবন রক্ষার জন্য তাঁর বিস্ময়কর কাজ) অধিকাংশ জাতির কাছেও বিস্ময়ের বিষয় হয়ে উঠেছিল এবং তারাও তাঁর প্রশংসা করতে সমবেত হয়েছিল (৬৫:২ পদ দেখুন)। এই গীতটি হচ্ছে চারটি বিশেষ গীতের একটি সঙ্কলনের মধ্যে তৃতীয় গীত, যা বিষয়বস্তুর দিক থেকে গীত ৬৫ অধ্যায়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত (গীত ৬৫-৬৮ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। এর কাঠামো সম্পূর্ণ সমান্তরাল: শুরুতে দুটি পদে প্রার্থনা করা হয়েছে, অপর দিকে শেষে দুটি পদে প্রার্থনার প্রতি ঈশ্বরের জবাব সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে। ভেতরের অংশটির শুরু ও শেষে (পদ ৩ ও ৫) রয়েছে স্বগতোক্তিমূলক বক্তব্য। মূল অংশে প্রকাশ পেয়েছে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে ঈশ্বরের বিশ্বস্ত লোকদের জেগে ওঠার আহ্বান যেন তারা সকলে ঈশ্বরের প্রশংসা করে এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার জবাব লাভের জন্য বিনতি জানায়।

গীত ৬৭ : ক্রসরেফারেন্স

[৬৭:১] গণনা ৬:২৪-২৬
[৬৭:২] যিশা ৪০:৫; ৫২:১০; ৬২:১
[৬৭:২] গীত ৯৮:২; যিশা ৬২:২; প্রেরিত ১০:৩৫; তীত ২:১১
[৬৭:৩] পদ ৫
[৬৭:৪] গীত ১০০:১-২
[৬৭:৪] গীত ৯:৪; ৯৬:১০-১৩
[৬৭:৪] গীত ৬৮:৩২
[৬৭:৬] আদি ৮:২২; লেবী ২৬:৪; গীত ৮৫:১২; যিশা ৫৫:১০; যিহি ৩৪:২৭; সখ ৮:১২
[৬৭:৬] আদি ১২:২

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। তারযুক্ত যন্ত্রে। সঙ্গীত। গীত।

১ ঈশ্বর আমাদেরকে কৃপা করুন ও আশীর্বাদ করুন,
আমাদের প্রতি তাঁর মুখ উজ্জ্বল করুন। [সেলা]
২ এভাবে যেন পৃথিবীর সকলে তোমার পথ,
ও সমস্ত জাতির তোমার পরিত্রাণ জানতে পায়।
৩ হে ঈশ্বর, জাতিরা তোমার প্রশংসা করুক,
সমস্ত জাতি তোমার প্রশংসা করুক।
৪ লোকবৃন্দ আহ্লাদিত হয়ে আনন্দগান করুক;
যেহেতু তুমি ন্যায়ে জাতিদের বিচার করবে,
পৃথিবীতে মানব জাতিকে শাসন করবে। [সেলা]
৫ হে ঈশ্বর, জাতিরা তোমার প্রশংসা করুক,
সমস্ত জাতি তোমার প্রশংসা করুক।
৬ পৃথিবী নিজের ফল দিয়েছে;

ঈশ্বর, আমাদের ঈশ্বর, আমাদের আশীর্বাদ করবেন। [৬৭:৭] গীত ২:৮
[৬৭:৭] গীত ৩৩:৮
৭ ঈশ্বর আমাদেরকে আশীর্বাদ করবেন,
আর পৃথিবীর সমস্ত প্রান্ত তাঁকে ভয় করবে।

গীত ৬৭ এর নোটসমূহ

শিরোনাম। গীত ৪ ও ৩০ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

৬৭:১-২ মূল প্রার্থনাটি।

৬৭:১ প্রার্থনার প্রধান অংশ, যেখানে পুরোহিতের আশীর্বচনের প্রতিফলন ঘটেছে (গণনা ৬:২৪-২৬ পদের নোট দেখুন)। **আমাদের প্রতি তাঁর মুখ উজ্জ্বল করুন:** ৪:৬; ১৩:১ পদের নোট দেখুন।

৬৭:৩-৫ উৎসাহ প্রদান। ২ পদের উপরে গুরুত্ব দিয়ে সারা পৃথিবীর সমস্ত লোককে বলা হচ্ছে যেন তারা ঈশ্বরের প্রশংসা করে, কারণ তাতে করে ঈশ্বর আরও বেশি করে অনুগ্রহ তাঁর লোকদের উপরে ঢেলে দেবেন। এই প্রত্যাশার দুটি অংশ রয়েছে: (১) ঈশ্বর যেন প্রচুররূপে আশীর্বাদ দান করেন, যেন লোকেরা আরও বেশি করে তাঁর প্রশংসা করতে পারে, এবং (২) যেন অন্যান্য জাতিরাও ইস্রায়েল জাতির সাথে মিলে ঈশ্বরের প্রশংসা করে, যা উপাসনার লিটার্জির এই পর্যায়ের জন্য অত্যন্ত চমৎকার একটি বক্তব্য।

৬৭:৪ জাতিগণ যখন দেখবে সারা পৃথিবীতে সদাপ্রভু ঈশ্বর রাজত্ব করছেন তখন যেন তারা আনন্দ করে (৬৫:৭-৮; ৯৮:৪-৬; ১০০:১ পদ দেখুন)।

৬৭:৬-৭ লোকদের প্রতি ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও দয়ার প্রভাব।

৬৭:৬ প্রতিজ্ঞাত ভূমি তার সমস্ত গুণে ও ঐশ্বর্যে আরও সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠবে (৬৫:৯-১৩ পদ দেখুন)।

৬৭:৭ পৃথিবীর সমস্ত প্রান্ত। ৬৫:৮ পদের নোট দেখুন। **তাঁকে ভয় করবে:** ৬৬:১৬ পদের নোট দেখুন।

উপসংহার: ঈশ্বরের রাজ্যে পরিপূর্ণ আনন্দ ও আশীর্বাদের কথা প্রকাশ করা হয়েছে। জাতিরা ঈশ্বরকে জানবে এবং তাঁর প্রশংসা করবে। এরপর পৃথিবীর সকল লোকদের জন্য উন্নতি বা সৌভাগ্য আসবে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. কেবল ঈশ্বর কৃপা ও আশীর্বাদ করলেই পৃথিবীর সকলে তাঁর পথ, তাঁর দত্ত পরিত্রাণ জানতে পায়। আপনি কি মনে করেন যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে সেই কৃপা ও আশীর্বাদ পৃথিবীর জন্য নেমে এসেছে?
২. এই গীতে অন্তত দু'বার কি কথা পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে? (৩, ৫)
৩. ঈশ্বর যখন আমাদের আশীর্বাদ করেন, তখন কি হয়? তখন আমরা ঈশ্বরের জন্য কি করি?

গীত ৬৮

মুক্তির পরিপূর্ণতা

ভূমিকা: এই গীতে সিনাই পর্বত থেকে সিয়োন পর্বতে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের বিজয়ী পদযাত্রা উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এর সাথে যুক্ত রয়েছে একটি বিশেষ প্রার্থনা যেখানে বলা হয়েছে ঈশ্বরের শক্তি ও ক্ষমতা সেই সময় পর্যন্ত প্রকাশ পেতে থাকবে যে পর্যন্ত ঈশ্বরের লোকেরা সম্পূর্ণ মুক্ত ও সুরক্ষিত না হয় এবং পৃথিবীর সমস্ত রাজ্য ইস্রায়েলের ঈশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করে তাঁর কাছে নৈবেদ্য না আনে। এখানে যে কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে তা হচ্ছে উপাসনাকারী সমবেত লোকেরা এবং এই গীতটি সম্ভবত যিরূশালেম মন্দিরে আরোহণের জন্য পায়ে হেঁটে চলা তীর্থযাত্রীদের প্রার্থনার ও প্রশংসা গীতের সাথে ব্যবহৃত সম্পূরক গীত (গীত ২৪; ৪৭; ১১৮; ১৩২ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। গীতটির প্রথমার্ধে (পদ ১-১৮ পদে ১৯টি হিব্রু কবিতার পঙক্তি রয়েছে) সিনাই পর্বত থেকে (মোশির সময়কার) সিয়োন পর্বত পর্যন্ত (রাজা দায়ূদের সময়কার) বহু বিষয়ের স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। সিনাই পর্বতের ঘটনাবলী ইস্রায়েলের লোকদের মধ্যে ঈশ্বরের রাজ্যের সূচনা নির্দেশ করে; ব্যবস্থা সিন্দুক (পৃথিবীতে ঈশ্বরের পাদপীঠ) যিরূশালেমের মন্দিরে স্থাপন করা নির্দেশ করে পৃথিবীর সমস্ত জাতিগণের মধ্যে ঈশ্বরের পরিত্রাণদানকারী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, যার রাজধানী হবে যিরূশালেম। গীতটির দ্বিতীয়ার্ধে (১৯-৩৫ পদের ১৯টি হিব্রু কবিতার পঙক্তি রয়েছে) শুরুতে রয়েছে ঈশ্বরের প্রতি প্রশংসা জ্ঞাপন এবং শেষে রয়েছে ঈশ্বরের বিজয় লাভের প্রত্যাশা, যে পর্যন্ত না তাঁর জাতির লোকদের পরিত্রাণ সাধন সম্পূর্ণ না হয় এবং তাঁর রাজকীয় কর্তৃত্ব সার্বজনীনভাবে প্রশংসার বিষয় হয়ে না ওঠে। প্রাথমিক মণ্ডলীতে ইফিষীয় ৪:৮-১৩ পদের শিক্ষা গ্রহণ করা হযেছিল এবং তারা এই গীতটিকে খ্রীষ্টের পুনরুত্থান, স্বর্গারোহণ এবং বর্তমানের শাসন হিসেবে দেখেছিল এবং বিশৃঙ্খল ও শত্রুভাবাপন্ন এই পৃথিবীর উপরে ঈশ্বরের সর্বশেষ বিজয় হিসেবে ব্যাখ্যা করতেন। গীত ৬৮ অধ্যায় হচ্ছে চারটি গীতের সঙ্কলনের মধ্যে সর্ব শেষ অধ্যায়টি (গীত ৬৫-৬৮ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। গীতটি তৈরি করা হয়েছে নয়টি বিশেষ অংশের মাধ্যমে, যার শেষে একটি বিশেষ সমাপনী বাণী রয়েছে। প্রথম অংশটি (পদ ১-৩) একটি লিটার্জি ভিত্তিক পদযাত্রা নির্দেশ করে এবং শেষ অংশটি হচ্ছে (পদ ৩২-৩৫) উপসংহার যেখানে ঈশ্বরকে তাঁর সিংহাসনে আরোহণ করার জন্য প্রশংসিত করা হয়েছে। সপ্তম অংশটি (পদ ২৪-২৭) প্রকাশ করে পদযাত্রার শেষ মুহূর্ত এবং মন্দিরে প্রবেশের দৃশ্য। এই সুস্পষ্ট দৃশ্যগুলোর আলোকে তৃতীয় অংশটি (পদ ৭-১০) প্রকাশ করে সিনাই পর্বত থেকে শুরু করে প্রতিজ্ঞাত দেশ পর্যন্ত প্রান্তরে ভ্রমণের দিনগুলোর স্মৃতির কথা এবং পঞ্চম অংশ (পদ ১৫-১৮) প্রকাশ করে সেই ঘটনার কথা যখন সদাপ্রভু ঈশ্বর সিয়োন পর্বতে আরোহণ করবেন। অপরদিকে দ্বিতীয় অংশটি (পদ ৪-৬) ঈশ্বরের অটল ভালবাসার পূর্ণ শাসনের কথা প্রকাশ করে; ষষ্ঠ অংশটি (১৯-২৩ পদ) ঈশ্বরের ভবিষ্যৎ বিজয় লাভের ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রকাশ করে; এবং অষ্টম অংশটি (পদ ২৮-৩১) প্রকাশ করে এই প্রার্থনা যে, ঈশ্বর যেন তাঁর ক্ষমতা দিয়ে সমস্ত শত্রুদেরকে বিনষ্ট করে দেন যেভাবে তিনি এর আগেও করেছেন।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। দায়ূদের সঙ্গীত। গীত।

গীত ৬৮ : ক্রসরেফারেন্স

১ ঈশ্বর উঠুন, তাঁর শত্রুরা ছিন্নভিন্ন হোক,
তাঁর বিদ্বেষিরা তাঁর সম্মুখ থেকে পালিয়ে যাক।
২ বাতাসে যেমন ধোঁয়া উড়ে যায়,
তেমনি তুমি তাদেরকে উড়িয়ে নিয়ে যাও;
যেমন আগুনের সম্মুখে মোম গলে যায়,
তেমনি ঈশ্বরের সম্মুখে দুষ্টরা বিনষ্ট হোক।
৩ কিন্তু ধার্মিকেরা আনন্দ করুক,
ঈশ্বরের সাক্ষাতে উল্লাস করুক,
তারা আনন্দে আহ্লাদিত হোক।
৪ তোমরা ঈশ্বরের উদ্দেশে গান গাও,
তাঁর নামের ঘোষণা কর;
যিনি মরুভূমি দিয়ে বাহনে আসছেন,
তাঁর জন্য রাজপথ বাঁধ;
তাঁর নাম 'সদাপ্রভু' (যাঃ),
তাঁর সাক্ষাতে উল্লাস কর।
৫ ঈশ্বর তাঁর পবিত্র বাসস্থানে
অনাথদের পিতা ও বিধবাদের বিচারকর্তা।
৬ ঈশ্বর সঙ্গীহীনদেরকে পরিবারের মধ্যে বাস করান,
তিনি বন্দীদেরকে মুক্ত করে কুশলে রাখেন;
কিন্তু বিদ্রোহীরা দগ্ধ ভূমিতে বাস করে।
৭ হে ঈশ্বর, তুমি যখন নিজের লোকদের আগে আগে যাচ্ছিলে,
যখন শুকনো ভূমি দিয়ে গমন করছিলে, [সেলা]
৮ তখন পৃথিবী কেঁপে উঠলো, আকাশ বৃষ্টি ঢেলে দিল;
ঈশ্বরের সাক্ষাতে, ঐ সিনাই ঈশ্বরের সাক্ষাতে,
ঈশ্বরের সাক্ষাতে, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সাক্ষাতে।
৯ হে ঈশ্বর, তুমি জলের ধারা বর্ষালে,
তোমার অধিকার ক্লান্ত হলে তুমিই তা সুস্থির করলে।
১০ তোমার লোকবৃন্দ তার মধ্যে বাস করলো;
হে ঈশ্বর, তুমি তোমার মঙ্গলভাবে
দুঃখীর জন্য আয়োজন করলে।
১১ প্রভু বাক্য দেন,
শুভবার্তার প্রচারকেরা মহাবাহিনী।
১২ সৈন্যবাহিনীদের রাজারা, তারা পালিয়ে যায়, পালিয়ে যায়,
আর ঘরে থাকা স্ত্রীলোকেরা লুটদ্রব্য ভাগ করে নেয়।

[৬৮:১] গীত ১২:৫; ১৩২:৮
[৬৮:১] গীত ১৮:১৪; ৮৯:১০; ৯২:৯; ১৪৪:৬
[৬৮:১] গণনা ১০:৩৫; যিশা ১৭:১৩; ২১:১৫; ৩৩:৩
[৬৮:২] গীত ৩৭:২০
[৬৮:২] গীত ২২:১৪
[৬৮:২] গণনা ১০:৩৫; গীত ৯:৩; ৮০:১৬
[৬৮:৩] গীত ৬৪:১০; ৯৭:১২
[৬৮:৪] ২শমূ ২২:৫০; গীত ৭:১৭; ৩০:৪; ৬৬:২; ৯৬:২; ১০০:৪; ১৩৫:৩
[৬৮:৪] পদ ৩৩; যাত্রা ২০:২১; দ্বি.বি. ৩৩:২৬
[৬৮:৪] যাত্রা ৬:৩; গীত ৮৩:১৮
[৬৮:৫] গীত ১০:১৪
[৬৮:৫] যাত্রা ২২:২২; দ্বি.বি. ১০:১৮
[৬৮:৫] দ্বি.বি. ২৬:১৫; যিরি ২৫:৩০
[৬৮:৬] গীত ২৫:১৬
[৬৮:৬] গীত ১১৩:৯
[৬৮:৬] গীত ৭৯:১১; ১০২:২০; ১৪৬:৭; যিশা ৬১:১; লূক ৪:১৮
[৬৮:৬] যিশা ৩৫:৭; ৪৯:১০; ৫৮:১১
[৬৮:৭] যাত্রা ১৩:২১
[৬৮:৭] গীত ৭৮:৪০; ১০৬:১৪
[৬৮:৮] ২শমূ ২২:৮
[৬৮:৮] বিচার ৫:৪; ২শমূ ২১:১০; উপ ১১:৩
[৬৮:৮] দ্বি.বি. ৩৩:২
[৬৮:৮] বিচার ৫:৫
[৬৮:৯] দ্বি.বি. ৩২:২; ইয়োব ৩৬:২৮; যিহি ৩৪:২৬
[৬৮:১০] দ্বি.বি. ২৮:১২
[৬৮:১০] গীত ৬৫:৯
[৬৮:১১] লূক ২:১৩
[৬৮:১২] যিহো ১০:১৬
[৬৮:১২] বিচার ৫:৩০

১৩ তোমরা কি বাথানের মধ্যে শয়ন করবে,
রূপায় মোড়া কবুতরের পাখার মত হবে,
যার পালক উজ্জ্বল সোনায় মোড়ানো?
১৪ সর্বশক্তিমান যখন রাজাদেরকে দেশে ছিন্নভিন্ন করলেন,
তখন সল্‌মোন পর্বতে যেন তুষার পড়লো।
১৫ বাশন পর্বত ঈশ্বরের পর্বত;
বাশন পর্বত বহুশৃঙ্গ পর্বত।
১৬ হে বহুশৃঙ্গ পর্বতমালা,
ঈশ্বর তাঁর নিবাসের জন্য যে পর্বতে প্রীত হয়েছেন,
তার প্রতি তোমরা কেন কুটিল দৃষ্টি করছো?
অবশ্য সদাপ্রভু চিরকাল সেখানে বাস করবেন।
১৭ ঈশ্বরের রথ অযুত অযুত ও লক্ষ লক্ষ,
প্রভু সেই সবের মধ্যবর্তী;
যেমন সীনয়ে, তাঁর পবিত্র স্থানে।
১৮ তুমি ঊর্ধ্বে উঠেছ, বন্দীদেরকে বন্দীদশায় নিয়ে গিয়েছ,
মানুষের মধ্যে দান গ্রহণ করেছ;
এমন কি, বিদ্রোহীদের মধ্যেও গ্রহণ করেছ,
যেন সদাপ্রভু ঈশ্বর সেখানে বাস করেন।
১৯ সদাপ্রভু ধন্য হোন, যিনি দিন দিন আমাদের ভার বহন করেন;
ঈশ্বর হলেন আমাদের উদ্ধার। [সেলা]
২০ ঈশ্বর আমাদের পক্ষে উদ্ধারকারী ঈশ্বর;
মৃত্যু থেকে উত্তরণ প্রভু সদাপ্রভুরই অধীনে।
২১ ঈশ্বর অবশ্য তাঁর শত্রুদের মাথা
ও কুপথগামীর কেশযুক্ত-কপাল চূর্ণ করবেন।
২২ প্রভু বললেন, আমি বাশন থেকে পুনর্বার আনবো,
সমুদ্রের গভীর তল থেকে তাদেরকে পুনর্বার আনবো,
২৩ যেন তোমার চরণ রক্তে ডুবাতে পার,
যেন তোমার কুকুরদের জিহ্বা তোমার শত্রুদের থেকে
অংশ পায়।
২৪ হে ঈশ্বর, লোকে তোমার গমন দেখেছে;
পবিত্র স্থানে আমার ঈশ্বরের, আমার রাজার, গমন দেখেছে।
২৫ সম্মুখে গায়করা, পিছনে বাদ্যকররা চললো,
বাদ্যবাদিনী কুমারীদের মধ্যস্থানে।
২৬ জনসমাগমের মধ্যে ঈশ্বরের ধন্যবাদ কর;
তোমরা, যারা ইস্রায়েলরূপ ফোয়ারা থেকে উৎপন্ন,
তোমরা প্রভুর ধন্যবাদ কর।
২৭ সেখানে আছেন তাদের শাসক কনিষ্ঠ বিন্যামীন,

[৬৮:১৩] আদি ৪৯:১৪
[৬৮:১৪] ২শমূ ২২:১৫
[৬৮:১৪] বিচার ৯:৪৮
[৬৮:১৫] পদ ২২; গণনা ২১:৩৩; যিরি ২২:২০
[৬৮:১৫] গীত ৩৬:৬
[৬৮:১৬] দ্বি.বি. ১২:৫; গীত ২:৬; ১৩২:১৩
[৬৮:১৬] গীত ১৩২:১৪
[৬৮:১৭] রাজা ২:১১; যিশা ৬৬:১৫; হবক্ ৩:৮
[৬৮:১৭] দানি ৭:১০
[৬৮:১৮] গীত ৪৭:৫
[৬৮:১৮] গীত ৭:৭
[৬৮:১৮] বিচার ৫:১২
[৬৮:১৮] ইফি ৪:৮
[৬৮:১৮] গণনা ১৭:১০
[৬৮:১৯] গীত ৬৫:৫
[৬৮:১৯] গীত ৮১:৬
[৬৮:২০] ১শমূ ১০:১৯
[৬৮:২০] গীত ৫৬:১৩; যিরি ৪৫:৫; যিহি ৬:৮
[৬৮:২১] গীত ৭৪:১৪; ১১০:৫; হবক্ ৩:১৩
[৬৮:২২] ইয়োব ৩৬:৩০; মথি ১৮:৬
[৬৮:২৩] গীত ৫৮:১০
[৬৮:২৩] ১রাজা ২১:১৯; রাজা ৯:৩৬
[৬৮:২৪] গীত ৬৩:২
[৬৮:২৫] ১বংশা ১৫:১৬
[৬৮:২৫] ১বংশা ৬:৩১; ২বংশা ৫:১২; প্রকা ১৮:২২
[৬৮:২৫] আদি ৩১:২৭; যিশা ৫:১২
[৬৮:২৬] গীত ২২:২২; ইব ২:১২
[৬৮:২৬] লেবী ১৯:২
[৬৮:২৭] ১শমূ ৯:২১
[৬৮:২৭] গণনা ৩৪:২১
[৬৮:২৭] বিচার ৫:১৮

যিহূদার নেতৃবর্গ ও তাদের জনগণ,
সবূলূনের নেতৃবর্গ, নপ্তালির নেতৃবর্গ।
২৮ হে ঈশ্বর, তোমার পরাক্রমকে ডাক,
হে ঈশ্বর, তোমার শক্তি দেখাও,
যেমন তুমি আমাদের আগে সাধন করেছ,
২৯ যিরূশালেমে তোমার মন্দির আছে বলে,
রাজারা তোমার উদ্দেশে উপহার আনবেন।
৩০ তুমি নল-বনের বন্যপশুকে ভর্ৎসনা কর,
জাতিদের বাছুরগুলোকে ও ষাঁড়গুলোকে ভর্ৎসনা কর;
তারা প্রত্যেকে বিনীত হয়ে রূপার থান পায়ের তলায় রাখুক;
যেসব জাতি যুদ্ধ প্রেম করে,
তিনি তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করলেন।
৩১ মিশর থেকে প্রধান প্রধান লোক আসবে;
ইথিওপিয়া শীঘ্র ঈশ্বরের কাছে হাত বাড়াবে।
৩২ হে পৃথিবীর সমস্ত রাজ্য, ঈশ্বরের উদ্দেশে গান গাও;
সেই প্রভুর প্রশংসা গান কর। [সেলা]
৩৩ যিনি আদিকালীন স্বর্গের স্বর্গ দিয়ে
রথে আরোহণ করে গমন করেন;
শুন, তিনি তাঁর কণ্ঠস্বর, পরাক্রান্ত কণ্ঠস্বর পাঠান।
৩৪ ঈশ্বরের পরাক্রম ঘোষণা কর;
তাঁর মহিমা ইস্রায়েলের উপরে,
তাঁর পরাক্রম আকাশ জুড়ে রয়েছে।
৩৫ হে ঈশ্বর, তুমি তোমার পবিত্র স্থানে ভয়াবহ;
ইস্রায়েলের ঈশ্বর,
তিনিই তাঁর লোকদেরকে পরাক্রম ও শক্তি দেন।
ঈশ্বর ধন্য হোন।

[৬৮:২৮] যাত্রা ৯:১৬
[৬৮:২৮] গীত [২৯:১১
[৬৮:২৮] যিশা ২৬:১২; [২৯:২৩; ৪৫:১১; ৬০:২১; ৬৪:৮
[৬৮:২৯] ২বংশা ৯:২৪; ৩২:২৩
[৬৮:৩০] যিশা ২৭:১; ৫১:৯; যিহি [২৯:৩
[৬৮:৩০] ইয়োব ৪০:২১
[৬৮:৩০] গীত ২২:১২; যিশা ৩৪:৭; যিরি ৫০:২৭
[৬৮:৩০] গীত ১৮:১৪; ৮৯:১০
[৬৮:৩০] গীত ১২০:৭; ১৪০:২
[৬৮:৩১] যিশা ১৯:১৯; ৪৩:৩; ৪৫:১৪
[৬৮:৩১] যিশা ১১:১১; ১৮:১; সফ ৩:১০
[৬৮:৩২] গীত ৪৬:৬; ৬৭:৪
[৬৮:৩২] গীত ৭:১৭
[৬৮:৩৩] দ্বি.বি. ৩৩:২৬
[৬৮:৩৩] যাত্রা ৯:২৩; গীত [২৯:৩
[৬৮:৩৩] গীত [২৯:৪; যিশা ৩০:৩০; ৩৩:৩; ৬৬:৬
[৬৮:৩৪] পদ ২৮
[৬৮:৩৪] গীত ৪৫:৩
[৬৮:৩৫] দ্বি.বি. ৭:২১
[৬৮:৩৫] আদি ২৮:১৭
[৬৮:৩৫] গীত ১৮:১; যিশা ৪০:২৯; ৪১:১০; ৫০:২
[৬৮:৩৫] গীত [২৯:১১
[৬৮:৩৫] গীত ২৮:৬; ৬৬:২০; ২করি ১:৩

গীত ৬৮ এর নোটসমূহ

শিরোনাম গীত ৪ ও ৩০ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

৬৮:১-৩ পদযাত্রার সূচনা; লিটার্জির দিক থেকে সিনাই পর্বত থেকে ঈশ্বরের লোকদের সাথে সাথে তাঁর পদযাত্রার সূচনা (গণনা ১০:৩৩-৩৫ পদ দেখুন)।

৬৮:১ তাঁর শত্রুরা ছিন্নভিন্ন হোক। ৩০ পদের নোট দেখুন।

৬৮:৩ ধার্মিকেরা। ঈশ্বরের মনোনীত জাতির লোক হিসেবে ইস্রায়েল সব সময়ই তাদের থেকে আলাদা, যারা ঈশ্বরের রাজ্যের আগমনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় (২ পদে উল্লিখিত "দুষ্টরা"); ১:৫ পদের নোট দেখুন।

৬৮:৪-৬ ঈশ্বরের সুশাসনের জন্য তাঁর প্রশংসা করার আহ্বান।

৬৮:৪ তাঁর নাম। ৫:১১ পদের নোট দেখুন। **যিনি মরুভূমি দিয়ে বাহনে আসছেন:** কনানীয়

সাহিত্য থেকে বাল-দেবতার জন্য রচিত একটি কাব্য পঙক্তি থেকে পাওয়া যায় যে, বাল-দেবতা নয়, একমাত্র সদাপ্রভু ঈশ্বরই মরুভূমি এমনকি ঝড়ের জন্য সঞ্চিত মেঘমালার উপর দিয়ে রথে করে চলাচল করেন (পদ ৩৩; ১৮:৯; ১০৪:৩; দ্বি.বি. ৩৩:২৬; যিশাইয় ১৯:১; মথি ২৬:৬৪ পদ দেখুন)।

৬৮:৫-৬ ঈশ্বর শক্তিহীন মানুষের সহায় (১০:১৪; ১৪৬:৭-৯; ১৪৭:৬; দ্বি.বি. ১০:১৮ পদ দেখুন)।

৬৮:৬ সঙ্গীহীনদেরকে পরিবারের মধ্যে বাস করান। যাত্রা ১:২১; রূত ৪:১৪-১৭; ১ শমূ ২:৫ পদ দেখুন। **বন্দীদেরকে মুক্ত করে কুশলে রাখেন:** যেভাবে তিনি মিশর থেকে ইস্রায়েল জাতিকে মুক্ত করে সুরক্ষিত রেখেছিলেন (৬৯:৩৩; ১০৭:১০,১৪ পদ দেখুন)। **বিদ্রোহীরা:** ১৮ পদ; ৬৬:৭ পদের নোট দেখুন। **দগ্ধ ভূমি:** যে ভূমি একেবারেই অনুর্বর, চাষাবাদের অনুপযুক্ত (যিহি ২৬:৪, ১৪ পদ দেখুন)।

৬৮:৭-১০ সিনাই পর্বত থেকে প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রান্তরের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের যাত্রাপথের স্মরণিকা (বিচারকর্তৃগণ ৫:৪-৫; হবক্কুক ৩:৩-৬ পদ দেখুন)।

৬৮:৮ তখন জগৎ কেঁপে উঠলো। সিনাই পর্বত কেঁপে ওঠার কথা বলা হচ্ছে (যাত্রা ১৯:১৮)। **আকাশ বৃষ্টি ঢেলে দিল:** পঞ্চপুস্তকের বর্ণনা অনুসারে প্রান্তরে ভ্রমণের সময় বৃষ্টি হওয়ার কোন উল্লেখ নেই, কিন্তু এখানে (এবং বিচারকর্তৃগণ ৫:৪ পদে) ভূকম্পনের সাথে বৃষ্টি হওয়াকে এক করে দেখানো হয়েছে, যা সদাপ্রভু ঈশ্বরের পরাক্রম ও মহিমারই প্রকাশ। সম্ভবত সিনাই পর্বতের উপরে যখন বজ্র বিদ্যুৎ দেখা দিচ্ছিল এবং ঘন কালো মেঘ জমেছিল (যাত্রা ১৯:১৬) সে সময় সাথে বৃষ্টিও পড়ছিল। তবে এরই সাথে ৯ পদও দেখুন, যেখানে বলা হচ্ছে বৃষ্টি যাত্রাপথে লোকদেরকে স্বস্তি দিয়েছিল।

৬৮:৯ তোমার অধিকার। ইস্রায়েল জাতির লোকেরা (দ্বি.বি. ৯:২৯ পদ দেখুন)।

৬৮:১০ তার মধ্যে। সম্ভবত এখানে প্রতিজ্ঞাত দেশের কথা বলা হয়েছে। **তোমার মঙ্গলভাবে:** এখানে ঈশ্বর অনুগ্রহ তথা প্রতিজ্ঞাত দেশের সমৃদ্ধির কথা বোঝানো হয়েছে (৬৫:১১ পদের নোট দেখুন)। **আয়োজন করলে:** কনান দেশে উৎপাদিত দ্রব্য দ্বারা (যিহোশূয় ৫:১১-১২ পদ দেখুন)। **দুঃখীর জন্য:** ইস্রায়েল জাতির লোকেরা সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের উপরে নির্ভরশীল ছিল।

৬৮:১১-১৪ কনানের রাজাদের উপরে ঈশ্বরের বিজয় লাভের স্মৃতিচারণ।

৬৮:১১ প্রভু বাক্য দেন। ঈশ্বর আগেই ঘোষণা দিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি কনান দেশের রাজাদের উপরে বিজয় লাভ করবেন (যাত্রা ২৩:২২-২৩, ২৭-২৮, ৩১; দ্বি.বি. ৭:১০-২৪; ১১:২৩-২৫; যিহোশূয় ১:২-৬ পদ দেখুন)। **শুভবার্তার প্রচারকেরা মহাবাহিনী:** ঈশ্বরের মহা বিজয়ের ঘোষণা (যাত্রা ১৫:১-২১; ১ শমূ ১৮:৬-৭; ২ বংশা ২০:২৬-২৮ পদ দেখুন; আরও দেখুন ৪০:৯ পদের নোট)।

৬৮:১৩ বাথানের মধ্যে শয়ন করবে। শিবিরে বিশ্রাম নেওয়ার কথা বোঝানো হয়েছে (বিচারকর্তৃগণ ৫:১৬ পদ দেখুন)। **রূপায় মোড়া কবুতরের পাখার মত হবে:** ইস্রায়েল জাতি হচ্ছে ঈশ্বরের "কবুতর" (৭৪:১৯ পদের নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন হোশেয় ৭:১১ পদ), যাকে কনানীয় রাজাদের কাছ থেকে যুদ্ধের পর উদ্ধার করা রূপা ও সোনা দ্বারা সমৃদ্ধ করে তোলা হবে। এই কাব্যিক বক্তব্যটি এ কথাই প্রকাশ করে যে,

ইস্রায়েল জাতি কনানের রাজাদের বিপরীতে যুদ্ধে দাঁড়ানোর আগেই ঈশ্বর তাদের উপরে বিজয় লাভ করেছেন (যিহোশূয় ২:৮-১১; ৫:১; ৬:১৬ পদ দেখুন; আরও দেখুন ২ শমূ ৫:২৪; ২ রাজা ৭:৫-৭; ১৯:৩৫; ২ বংশা ২০:২২-৩০ পদ)।

৬৮:১৪ সর্বশক্তিমান। এর সাথে আদি ১৭:১ পদের নোট দেখুন। **সল্‌মোন পর্বতে যেন তুষার পড়লো:** শিখিমের নিকটবর্তী একটি পর্বত এই নামে নামকরণ করা হয়েছে (বিচারকর্তৃগণ ৯:৪৬-৪৮ আাত দেখুন), কিন্তু অনেকে মনে করেন এখানে যেবেল ড্রুজ (Jebel Druze) এর কথা বলা হয়েছে, যা বাশনের পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি ঘন কালো রংয়ের আগ্নেয় পর্বত। বস্তুত সল্‌মোন নামটির অর্থ হচ্ছে "কালো রংয়ের" – যা লেবানোন (অর্থাৎ "সাদা রংয়ের) নামক পর্বতশ্রেণীর থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত। বস্তু কালো রংয়ের পর্বত হওয়ার কারণেই সাদা ধবধবে তুষার পড়ার বিষয়টিকে রূপকার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। মূলত কনানের রাজাদের পালিয়ে যাওয়ার পর তাদের পড়ে থাকা অস্ত্রশস্ত্রের প্রতিফলিত আলোর কথাই এখানে বলা হয়েছে (২ রাজা ৭:১৫ পদ দেখুন)।

৬৮:১৫-১৮ সিয়োন পর্বতে ঈশ্বরের আরোহণের উদযাপন।

৬৮:১৫-১৬ বাশনের চার পাশে অবস্থিত পর্বতগুলো, এমন কি সুউচ্চ হর্মোন পর্বতকেও এখানে ঈর্ষান্বিত হিসেবে দেখানো হয়েছে, কারণ ঈশ্বর সিয়োন পর্বতকে তাঁর কর্তৃত্বের আসন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাকে "সর্বোচ্চ" পর্বতে পরিণত করেছেন (৪৮:২ পদের নোট দেখুন)।

৬৮:১৭ ঈশ্বরের রথ। ঈশ্বরের মহান স্বর্গীয় বাহন, যা এখানে এক বিশাল রথের বাহিনী হিসেবে দেখানো হয়েছে (২ রাজা ৬:১৭; হবক্কুক ৩:৮, ১৫ পদ দেখুন)। রোমীয় সাম্রাজ্যের আমলে প্রভু যীশু ঈশ্বরের বাহিনীকে "বাহিনীগণ" নামে আখ্যায়িত করেছিলেন (মথি ২৬:৫৩)।

৬৮:১৮ তুমি উর্ধ্বে উঠেছ। অর্থাৎ তুমি সিয়োন পর্বতে তোমার সিংহাসনে আরোহণ করেছে (৪৭:৫-৬ পদের নোট দেখুন; এর সাথে ৭:৭ পদও দেখুন)। **বন্দীদেরকে বন্দীদশায় নিয়ে গিয়েছ ... দান গ্রহণ করেছ:** যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয় লাভের পর বিজয় রাজার মত। **বিদ্রোহীদের মধ্যেও:** যারা ঈশ্বরের রাজ্যের বিরোধিতা করেছিল (পদ ৬ দেখুন; এর সাথে ৬৬:৭ পদের নোট দেখুন) তারা এখন তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করছে এবং তাঁর কাছে নৈবেদ্য নিয়ে এসেছে। **যেন সদাপ্রভু ... বাস করেন:** ব্যাকরণগত দিক থেকে অংশটি সম্পন্ন করেছে এই বাক্যাংশটিকে: "যখন তুমি উর্ধ্বে উঠেছ।" প্রেরিত পৌল এই পদটিকে (যা সেপ্টুয়াজিন্টে ব্যবহৃত হয়েছে; সেপ্টুয়াজিন্ট হচ্ছে খ্রীষ্টিয় ধর্ম প্রবর্তনের পূর্বে পুরাতন নিয়মের গ্রীক অনুবাদ) যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের ঘটনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন (ইফিষীয় ৪:৮-১৩ পদ দেখুন; ৪:৮-৯, ১১ পদের নোট দেখুন)। এ কারণে যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণ হচ্ছে ঈশ্বরের রাজকীয় নগরী যিরূশালেমে তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠারই ধারাবাহিকতায় এর পরিপূর্ণতা সাধন।

৬৮:১৯-২৩ ঈশ্বরের লোকদের পরিত্রাণ পরিপূর্ণতা অর্জন না করা পর্যন্ত যে ঈশ্বরের এই বিজয় অভিযান অব্যাহত থাকবে সে সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ।

৬৮:১৯ আমাদের ভার বহন করেন। তিনি আমাদেরকে সেই সমস্ত ভার থেকে মুক্ত করেন যা আমাদের শত্রুরা আমাদের উপরে ন্যস্ত করেছিল (৮১:৬; যিশাইয় ৯:৪; ১০:২৭ পদ

দেখুন)। কিন্তু অনেকে মনে করেন এই পদটি ৫৫:২২; যিশাইয় ৪৬:৪ পদের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

৬৮:২০ মৃত্যু থেকে উত্তরণ। অর্থাৎ আমাদের শত্রুদের হাত থেকে রেহাই, যেহেতু মৃত্যুও আমাদের অন্যতম আদিম শত্রু (দেখুন গীত ৬:৫; ১১:৭; ১৬:৯-১১; ১৭:১৫; ৪৯:১৪-১৫ পদের নোট)।

৬৮:২১ ঈশ্বর যেভাবে তাঁর নিজ লোকদের জীবন রক্ষা করে থাকেন (পদ ২০ দেখুন) সেভাবেই তিনি তাঁর বিরোধীদেরকে বিনষ্ট করবেন। **কেশযুক্ত-কপাল চূর্ণ করবেন:** গণনা ২৪:১৭; যিরমিয় ৪৮:৪৫-৪৬ পদের নোট দেখুন।

৬৮:২২ তাদেরকে। যে সমস্ত শত্রুরা ঈশ্বর ও তাঁর বাহিনীর বিজয় যাত্রা সামনে দেখে পালিয়ে গিয়েছিল (পদ ১২, ১৭ দেখুন)। **বাশন ... সমুদ্রের গভীর তল:** প্রথমটি অর্থাৎ বাশন হচ্ছে (পদ ১৫ দেখুন) যর্দনের সবচেয়ে উঁচু স্থান, দ্বিতীয়টি হচ্ছে ভূমধ্য সাগর – শত্রুরা কোথাও গিয়ে পালিয়ে বাঁচতে পারবে না (আমোস ৯:১-৪ পদ দেখুন)।

৬৮:২৩ ৫৮:১০ পদের নোট দেখুন।

৬৮:২৪-২৭ উপাসনা ও প্রশংসার মধ্য দিয়ে চলমান এই পদযাত্রাটি মন্দিরে এসে পৌঁছেছে (গীত ২৪, ২৭ অধ্যায় দেখুন)।

৬৮:২৫ বাদ্যবাদিনী কুমারীদের মধ্যস্থানে। যিরমিয় ৩১:৪ পদের নোট দেখুন।

৬৮:২৭ সমগ্র ইস্রায়েল জাতি উপস্থিত হয়েছে, ক্ষুদ্র বিন্যামীন গোষ্ঠী থেকে শুরু করে শক্তিশালী যিহূদা গোষ্ঠী এবং উত্তরের গোষ্ঠী থেকে শুরু করে দক্ষিণের গোষ্ঠী। তাদের শাসক কনিষ্ঠ বিন্ইয়ামীন। সম্ভবত এখানে এই বিষয়টিকে প্রকাশ করা হয়েছে যে, বিন্যামীন গোষ্ঠী থেকে ইস্রায়েল জাতির প্রথম রাজা এসেছিলেন (রাজা শৌল), যিনি ইস্রায়েলের শত্রুদের উপরে রাজকীয় বিজয় লাভ করতে শুরু করেছিলেন (১ শমূ ১১:১১; ১৪:২০-২৩ পদ দেখুন)।

৬৮:২৮-৩১ ঈশ্বর যেন তাঁর বিরোধীদের বিপক্ষে এই বিজয় যাত্রা অব্যাহত রাখেন সেই প্রার্থনা।

৬৮:২৮ তোমার পরাক্রমকে ডাক। কিংবা বলা যায়, "তোমার পরাক্রম ও শক্তি প্রকাশ কর।"

৬৮:২৯ যিরূশালেমে তোমার মন্দির আছে বলে। অর্থাৎ পৃথিবীতে তোমার রাজকীয় বাসগৃহ যিরূশালেমে স্থাপিত আছে বলে। **তোমার উদ্দেশে উপহার আনবেন:** অর্থাৎ তোমার কাছে উপহার আনার মধ্য দিয়ে তোমার বশ্যতা স্বীকার করবে, যেভাবে অধীনস্থ শাসকেরা বিজয়ী রাজাকে কর ও নৈবেদ্য উপহার দেয় (২ শমূ ৮:২, ৬, ১০; ২ রাজা ৩:৪ পদ দেখুন)।

৬৮:৩০ ভর্ৎসনা কর। ৭৬:৬ পদের নোট দেখুন। **নল-বনের বন্যপশু:** মিশরের ফেরাউন (ইষ্রা ২৯:৩)। **জাতিদের বাছুরগুলোকে ও ষাঁড়গুলো।** শক্তিশালী শাসকেরা ফেরাউনকে সমর্থন যুগিয়েছিল এবং অন্যান্য দুর্বল শাসকদেরকে সাহায্য করেছিল। মিসরকে এখানে ইস্রায়েলের বিরোধী রাজ্যগুলোর প্রতিনিধি হিসেবে এককভাবে প্রকাশ করা হয়েছে – কারণ এই বিশ্বশক্তির সাথে ইস্রায়েলের বহু পুরাতন শত্রুতা রয়েছে। সম্ভবত এই গীতটি যে সময় রচনা করা হচ্ছিল সে সময় মিশর ইস্রায়েলের সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী শত্রু হিসেবে অবস্থান নিয়েছিল। **তিনি তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করলেন:** ১ পদ দেখুন; যেন ইস্রায়েল জাতি

শান্তিতে বসবাস করতে পারে (৪৬:৯; ৪৮:৪-৭; ৬৫:৭; ৭৬:৩ পদ দেখুন)।
৬৮:৩২-৩৫ উপাসনা ও প্রশংসা সহকারে পদযাত্রার সমাপনী মুহূর্ত: সমস্ত জাতিদেরকে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের উদ্দেশে স্বর্গের শাসনকর্তা, একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও সদাপ্রভু হিসেবে গৌরব ও প্রশংসা জ্ঞাপনের আহ্বান, যিনি পৃথিবীতে যিরূশালেমের মন্দিরে তাঁর স্বর্গীয় সিংহাসন স্থাপন করেছেন (গীত ৪৭ অধ্যায় দেখুন)।
৬৮:৩৩ ৪ পদের নোট দেখুন। **পরাক্রান্ত কণ্ঠস্বর:** ২৯:৩-৯ পদের নোট দেখুন।
৬৮:৩৫ ভয়াবহ। ৪৫:৪ পদের নোট দেখুন। তিনিই তাঁর লোকদেরকে পরাক্রম ও শক্তি দেন। সমস্ত কিছুর সদাপ্রভু ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে তাঁর নিজের লোক বানিয়েছেন (তাঁর "রাজ্য"; যাত্রা ১৯:৫-৬ পদ দেখুন) এবং তাদের মধ্যে তাঁর শাসন তাদেরকে করে তুলেছে তাঁর বিজয়ী শক্তি ও ক্ষমতার অংশ (২৯:১০-১১ পদ দেখুন)।

উপসংহার: মুক্তির পরিপূর্ণতা প্রকাশ পেয়েছে। সদাপ্রভুর মহান উদ্ধারের ফল হল ঈশ্বরের রাজ্যে ইস্রায়েলীয়দের আনন্দ। এখানে মশীহের পুনরুত্থানের পর তাঁর স্বর্গে চলে যাবার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা ইস্রায়েলীয়দের একত্রিত করা হবে এবং তাদের শত্রুদের ধ্বংস করা হবে। তখন ঈশ্বরের রাজ্যে সম্পূর্ণ এবং সার্বজনীন আশীর্বাদ উদ্‌যাপন করা হবে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. ঈশ্বরের সামনে দুষ্টদের দশা কি হবে বলে গীতরচক আশা করেছেন?
২. ধার্মিকদের অবস্থা কি হবে? তাঁদের কি করতে আহ্বান করা হয়েছে?
৩. 'শুভবার্তার প্রচারকেরা মহাবাহিনী' বলতে কি বোঝানো হয়েছ? নতুন নিয়মের প্রচারকদের সঙ্গে কি এই কথার কোন যোগাযোগ আছে?
৪. এই গীতে ঈশ্বর কি এমন কোন ঘটনা বর্ণনা করেছেন যা আমরা কল্পনা করতে পারি?
৫. আমরা কি কোন অনাথকে যত্নে রাখতে পারি? আমরা কোন বিধবাকে কি সান্ত্বনা দিতে পারি? নতুন নিয়মের মণ্ডলীর কাজের সঙ্গে এর কি যোগাযোগ আছে?
৬. যারা একাকী থাকে তাদের সাথে কেমন আচরণ করা উচিত?
৭. এই গীতে কি কি শব্দ দিয়ে ঈশ্বরের পরাক্রম প্রকাশ করা হয়েছে? কোথায় এই পরাক্রম প্রকাশিত হয়েছে?

গীত ৬৯

প্রত্যাখ্যাত খ্রীষ্টের দুঃখ-কষ্ট

ভূমিকা: ৬৯-৭২ গীতগুলো গীতসংহিতার দ্বিতীয় খণ্ড শেষ হয়েছে তিনটি প্রার্থনার গুচ্ছ গীত এবং তার সাথে যুক্ত রাজার একটি গীতের মধ্য দিয়ে– যা খণ্ডটির সূচনার সাথে চমৎকার সামঞ্জস্য বজায় রেখেছে (গীত ৪২-৪৫ অধ্যায়ের নোট দেখুন)। এই তিনটি

প্রার্থনা হচ্ছে মূলত শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধার লাভের জন্য ইস্রায়েলের একজন রাজার বিনতি, যারা আপাত দৃষ্টিতে রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শত্রু এবং তারা রাজাকে উৎখাত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই অধ্যায়গুলোতে বেশ কিছু শব্দগুচ্ছ রয়েছে যা গীতসংহিতার দ্বিতীয় খণ্ডের শুধুমাত্র ৪২-৪৪ অধ্যায়ে এবং পুস্তকের মধ্যস্থলে অবস্থিত সাতটি অধ্যায়ে (গীত ৫৪-৬০ অধ্যায়) পাওয়া যায়। গীত ৬৯-৭১ এবং গীত ৪২-৪৪ অধ্যায়ের মধ্যে আরেকটি সংযুক্তি হচ্ছে এই উভয় গীত ত্রয়ীর মাঝেই একটি করে সংক্ষিপ্ত গীত রয়েছে। এই বিন্যাস থেকে বোঝা যায় গীতসংহিতা অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে সম্পাদনা করা হয়েছে। এর আগের গুচ্ছটিতে গীত ৪৩ অধ্যায়টিকে ইচ্ছাকৃতভাবে ৪২ অধ্যায় থেকে পৃথক করা হয়েছিল (গীত ৪২-৪৩ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন), অপরদিকে পরবর্তী গুচ্ছটিতে গীত ৭০ অধ্যায়ে গীত ৪:১৩-১৭ পদের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এবং সম্ভবত এর উদ্দেশ্য হচ্ছে গীত ৭১ অধ্যায়ের সূচনা হিসেবে ভূমিকা প্রদান করা। এর সাথে সংযুক্ত রাজার জন্য প্রার্থনাটির (গীত ৭২ অধ্যায়) সাথে গীত ৬৯-৭১ অধ্যায়ের সম্পৃক্ততা ঠিক তেমনই, যেমনটা গীত ৪৫ অধ্যায় গীত ৪২-৪৪ অধ্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত এবং তা গীতসংহিতার দ্বিতীয় খণ্ডের যবনিকা পত্তন করেছে। এভাবেই গীত ৪৫ অধ্যায়ের অবস্থানটি এ কথা নির্দেশ করে যে, গীতসংহিতার সম্পাদনাকারীগণ খ্রীষ্টিয় প্রতিরূপ গীতসংহিতায় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন (এর সাথে গীত ৭২ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। গীত ৬৫-৬৮ অধ্যায়ে সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে ঈশ্বরের প্রশংসা ও গৌরবের জন্য সমবেত জনতার সাথে সামিল করা হয়েছে (গীত ৬৫-৬৮ পদের নোট দেখুন)। এখানে গীত ৬৯ অধ্যায়ে সমগ্র সৃষ্টিজগতকে এই সমবেত সঙ্গীতে গলা মেলাতে আহ্বান জানানো হয়েছে (পদ ৩৪), অন্য দিকে গীত ৭২ অধ্যায়ে এই দর্শন প্রকাশ করা হয়েছে যে, সমস্ত জনসাধারণ এবং রাজা দায়ূদের পুত্রের কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করবে (পদ ৮-১১) এবং তারা তাঁর রাজত্বে আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ লাভ করবে (পদ ১৭)।

গীত ৬৯ অধ্যায়টি ঈশ্বরের কাছে আকুল আবেদন যেন তিনি গীত রচয়িতাকে দয়া দেখান এবং তাঁকে শত্রুর বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করেন: এই প্রার্থনাটি হচ্ছে একজন ঈশ্বরভক্ত রাজার, যিনি নিজ জীবনের কোন একটি পাপের কারণে (পদ ৫) ঈশ্বর কর্তৃক শাস্তি পাচ্ছিলেন (পদ ২৬ দেখুন) এমন সময় শত্রুরা তাঁর চারদিক থেকে চক্রান্তের জাল বিছাতে শুরু করে। প্রচলিত ধারণা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে এই গীতের মূল রচয়িতা স্বয়ং রাজা দায়ূদ (শিরোনাম দেখুন), যদিও এই ঘটনার প্রেক্ষাপট অজানা। গীতটিতে বর্তমান কাল ব্যবহার করে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, দায়ূদের একজন বংশধর যিহূদার দক্ষিণ রাজ্য শাসন করবেন (পদ ৩৫ দেখুন)। এই রাজা সম্ভবত হিষ্কিয় (২ রাজা ১৮-২০; ২ বংশা ২৯-৩২ অধ্যায়)। এই গীতটি শুরু হয়েছে শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধারের আবেদন নিয়ে করা তিনটি প্রার্থনা নিয়ে (গীত ৬৯-৭২ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। কাঠামোগত দিক থেকে গীতটি তৈরি হয়েছে দুটি পৃথক অংশ নিয়ে যার প্রত্যেকটিতে রয়েছে ২২টি করে হিব্রু পঙক্তি। প্রথম অংশটি (পদ ১-৫) শেষ হয়েছে একটি আবেদন দিয়ে যা শুরুর দিককার প্রার্থনাকেই প্রতিফলিত করে। এছাড়া এ বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, হিব্রু সংস্করণে ৫ পদটি হচ্ছে ১-১২ পদের কেন্দ্র এবং ২৯ পদটি হচ্ছে ২২-৩৬ পদের কেন্দ্র। এই দুটি পদকে কেন্দ্রস্থিত পদ করে তোলার কারণে বোঝা যায় যে,

বিষয়বস্তুগত দিক থেকে পদগুলো তাদের প্রেক্ষাপট থেকে কিছুটা হলেও ব্যতিক্রম (এই বিশেষ সাহিত্যগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন ৬:৬ পদের নোট; এই দুটি পদের মধ্যকার বিষয়বস্তুগত সম্পর্ক নিয়ে আরও জানতে নিচের নোটগুলো দেখুন)। নতুন নিয়মের রচয়িতাগণ একজন ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তির এই ক্রন্দনকে দেখেছেন খ্রীষ্টের দুঃখভোগের পূর্বাভাস হিসেবে; গীত ২২ অধ্যায় ব্যতীত গীতসংহিতার আর অন্য কোন গীতকে নতুন নিয়মে এতটা উদ্ধৃত করা হয় নি।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, শোশন্নীম। দায়ূদের।

গীত ৬৯ : ক্রসরেফারেন্স

[৬৯:১] গীত ৪২:৭
[৬৯:১] গীত ৩২:৬; যোহন ২:৫
[৬৯:২] ইয়োব ৩০:১৯
[৬৯:৩] গীত ৬:৬
[৬৯:৩] গীত ১১৯:৮২
[৬৯:৪] গীত ২৫:১৯
[৬৯:৪] যোহন ১৫:২৫
[৬৯:৪] গীত ৩৫:১৯; ৩৮:১৯
[৬৯:৪] গীত ৪০:১৪; ১১৯:৯৫; যিশা ৩২:৭
[৬৯:৫] গীত ৩৮:৫
[৬৯:৫] গীত ৪৪:২১
[৬৯:৭] গীত ৩৯:৮
[৬৯:৭] যিরি ১৫:১৫
[৬৯:৭] গীত ৪৪:১৫
[৬৯:৮] ইয়োব ১৯:১৩-১৫; গীত ৩১:১১; ৩৮:১১; যিশা ৫৩:৩; যোহন ৭:৫
[৬৯:৯] যোহন ২:১৭
[৬৯:৯] গীত ৮৯:৫০-৫১; রোমীয় ১৫:৩
[৬৯:১০] গীত ৩৫:১৩
[৬৯:১১] ২শমূ ৩:৩১; গীত ৩৫:১৩

১ হে ঈশ্বর, আমাকে নিস্তার কর,
কেননা আমার কণ্ঠনালী পর্যন্ত জল উঠেছে।
২ আমি অগাধ পঙ্কে ডুবেছি, দাঁড়াবার স্থান নেই;
গভীর জলে এসেছি, বন্যা আমার উপর দিয়ে যাচ্ছে।
৩ আমি ডেকে ডেকে ক্লান্ত হয়েছি, আমার কণ্ঠ শুকিয়ে গেছে;
আমার ঈশ্বরের অপেক্ষা করতে করতে
আমার নয়নযুগল নিস্তেজ হয়েছে।
৪ যারা অকারণে আমার বিদ্বেষী,
তারা আমার মাথার চুলের চেয়েও বেশি;
আমার ধ্বংসকারী মিথ্যাবাদী শত্রুরা বলবান;
আমি যা অপহরণ করি নি, তাও আমাকে ফিরিয়ে দিতে হল।
৫ হে ঈশ্বর, তুমি আমার মূঢ়তার বিষয় জান;
আমার সমস্ত দোষ তোমা থেকে গুপ্ত নয়।
৬ হে বাহিনীগণের ঈশ্বর প্রভু,
তোমার অপেক্ষাকারীরা আমার দ্বারা লজ্জিত না হোক;
হে ইস্রায়েলের ঈশ্বর,
তোমার অন্বেষণকারীরা আমার দ্বারা অপমানিত না হোক।
৭ কেননা তোমারই জন্য আমি তিরস্কার সহ্য করেছি,
আমার মুখ লজ্জায় আচ্ছাদিত হয়েছে।
৮ আমি আমার ভাইদের কাছে বিদেশী হয়েছি,
আমার সহোদরদের কাছে বিজাতীয় হয়েছি।
৯ কারণ তোমার গৃহবিষয়ক গভীর আগ্রহ আমাকে গ্রাস করেছে;
যারা তোমাকে তিরস্কার করে,
তাদের তিরস্কার আমার উপরে পড়েছে।
১০ যখন আমি কান্নাকাটি করলাম,
উপবাস দ্বারা প্রাণকে কষ্ট দিলাম,
তখন তা আমার দুর্নামের বিষয় হল।
১১ যখন আমি চট পরলাম,

তখন তাদের কাছে প্রবাদের বিষয় হলাম।
১২ যারা তোরণদ্বারে বসে, তারা আমার বিষয়ে আলোচনা করে;
মাতালেরা আমাকে নিয়ে গান রচনা করে।
১৩ কিন্তু, হে সদাপ্রভু, আমি তোমারই কাছে প্রসন্নতার সময়ে
প্রার্থনা করছি;
হে ঈশ্বর, তোমার প্রচুর অটল প্রেমের দরুন
আমাকে উত্তর দাও।
তোমার পরিত্রাণ করার বিশ্বস্ত সাহায্যে আমাকে উত্তর দাও।
১৪ পাঁক থেকে আমাকে উদ্ধার কর, ডুবে যেতে দিও না;
বিদ্বেষিরা থেকে ও অতল জলরাশি থেকে যেন উদ্ধার পাই।
১৫ জলের বন্যা আমার উপর ছাপিয়া না উঠুক,
অগাধ জল আমাকে গ্রাস না করুক;
আমার উপরে কূপ তার মুখ বন্ধ না করুক।
১৬ হে সদাপ্রভু, আমাকে উত্তর দাও,
কেননা তোমার অটল প্রেম উত্তম;
তোমার প্রচুর করুণার দরুন আমার প্রতি মুখ ফিরাও।
১৭ তোমার এই দাসের কাছ থেকে মুখ আচ্ছাদন করো না;
কারণ আমি সঙ্কটাপন্ন, ত্বরায় আমাকে উত্তর দাও।
১৮ কাছে এসে আমার প্রাণ মুক্ত কর;
আমার শত্রুদের থেকে আমাকে উদ্ধার কর।
১৯ তুমি আমার দুর্নাম, আমার লজ্জা ও
আমার সমস্ত অপমানের কথা জান;
আমার বিপক্ষেরা সকলে তোমার সম্মুখবর্তী।
২০ তিরস্কারে আমার মনোভঙ্গ হয়েছে, আমি অবসন্ন হলাম,
আমি সহানুভূতির অপেক্ষা করলাম, কিন্তু তা পেলাম না;
সান্ত্বনাকারীদের অপেক্ষা করলাম, কিন্তু কাউকেও পেলাম না।
২১ আবার লোকে আমার খাদ্যের জন্য বিষ দিল,
আমার পিপাসাকালে অম্লরস পান করাল।
২২ তাদের টেবিল তাদের সম্মুখে ফাঁদস্বরূপ হোক,
শান্তিকালে তাদের পাশস্বরূপ হোক।
২৩ তাদের চোখ অন্ধ হোক, যেন তারা দেখতে না পায়;
তুমি তাদের কোমর চির-কম্পনযুক্ত কর।
২৪ তাদের উপরে তোমার ক্রোধ ঢেলে দাও,
তোমার ক্রোধের আগুন তাদেরকে বিনষ্ট করুক।
২৫ তাদের নিবাস শূন্য হোক,
তাদের তাঁবুতে কেউ বাস না করুক।
২৬ কেননা তারা তাকেই তাড়না করে, যাকে তুমি প্রহার করেছ,

[৬৯:১২] আদি ১৮:১; ২৩:১০
[৬৯:১২] ইয়োব ৩০:৯
[৬৯:১৩] যিশা ৪৯:৮; ২করি ৬:২
[৬৯:১৩] গীত ১৭:৭; ৫১:১
[৬৯:১৪] পদ ২; গীত ১৪৪:৭
[৬৯:১৫] গীত ১২৪:৪-৫
[৬৯:১৫] গণনা ১৬:৩৩
[৬৯:১৫] গীত ২৮:১
[৬৯:১৬] গীত ৬৩:৩
[৬৯:১৭] গীত ২২:২৪
[৬৯:১৭] গীত ১৪৩:৭
[৬৯:১৭] গীত ৫০:১৫; ৬৬:১৪
[৬৯:১৮] গীত ৪৯:১৫
[৬৯:১৯] গীত ২২:৬
[৬৯:২০] ইয়োব ১৬:২
[৬৯:২০] গীত ১৪২:৪; যিশা ৬৩:৫
[৬৯:২১] গণনা ৬:৩; মথি ২৭:৪৮; মার্ক ১৫:৩৬; লূক ২৩:৩৬
[৬৯:২১] মথি ২৭:৩৪; মার্ক ১৫:২৩; যোহন ১৯:২৮-৩০
[৬৯:২২] ১শমূ ২৮:৯; ইয়োব ১৮:১০
[৬৯:২৩] রোমীয় ১১:৯-১০
[৬৯:২৪] গীত ৭৯:৬; যিরি ১০:২৫
[৬৯:২৫] লেবী ২৬:৪৩; মথি ২৩:৩৮
[৬৯:২৫] প্রেরিত ১:২০
[৬৯:২৬] ইয়োব ১৯:২২; সখ ১:১৫

তাদেরই ব্যথা বর্ণনা করে, যাদেরকে তুমি আঘাত করেছ।
[২৭] তাদের অপরাধের উপরে অপরাধ যোগ কর,
তারা তোমার ধর্মশীলতায় প্রবেশ না করুক।
[২৮] জীবন-পুস্তক থেকে তাদের নাম মুছে যাক,
ধার্মিকদের সঙ্গে তারা তালিকাভুক্ত না হোক।
[২৯] কিন্তু আমি দুঃখী ও ব্যথিত,
হে ঈশ্বর, তোমার পরিত্রাণ আমাকে রক্ষা করুক।
[৩০] আমি গীত দ্বারা ঈশ্বরের নামের প্রশংসা করবো,
স্তবগান দ্বারা তাঁর মহিমা স্বীকার করবো।
[৩১] তা-ই সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে তুষ্টিকর হবে,
গরুর চেয়ে, শিং ও খুরযুক্ত ষাঁড়ের চেয়ে বেশি তুষ্টিকর হবে।
[৩২] নম্র লোকেরা তা দেখে আনন্দ করবে;
ঈশ্বরের অন্বেষিগণ! তোমাদের হৃদয় সঞ্জীবিত হোক।
[৩৩] কেননা সদাপ্রভু দীনহীনদের কথা শোনেন,
তিনি তাঁর বন্দীদেরকে তুচ্ছ করেন না।
[৩৪] আকাশ ও পৃথিবী তাঁর প্রশংসা করুক,
সমুদ্র ও তার মধ্যেকার সমস্ত জলজ প্রাণী প্রশংসা করুক।
[৩৫] কেননা ঈশ্বর সিয়োনের পরিত্রাণ করবেন,
ও যিহূদার সমস্ত নগর গাঁথবেন;
লোকে সেখানে বাস করবে ও অধিকার পাবে।
[৩৬] তাঁর দাসদের বংশই তা ভোগ করবে;
যারা তাঁর নাম প্রেম করে, তারা সেখানে বাস করবে।

[৬৯:২৭] যিহি ৪:৫
[৬৯:২৭] গীত ১০৯:১৪
[৬৯:২৮] যাত্রা ৩২:৩২-৩৩; লূক ১০:২০
[৬৯:২৮] যিহি ১৩:৯
[৬৯:২৯] গীত ২০:১
[৬৯:৩০] গীত ২৮:৭
[৬৯:৩০] গীত ৩৪:৩
[৬৯:৩১] গীত ৫০:৯-১৩; ৫১:১৬
[৬৯:৩২] গীত ৩৪:২
[৬৯:৩২] গীত ২২:২৬
[৬৯:৩৩] গীত ১২:৫
[৬৯:৩৪] গীত ৯৬:১১; ৯৮:৭; যিশা ৪৪:২৩
[৬৯:৩৫] ঙন ১:১৭
[৬৯:৩৫] ইষ্রা ৯:৯; গীত ৫১:১৮
[৬৯:৩৬] গীত ২৫:১৩
[৬৯:৩৬] গীত ৩৭:২৯

গীত ৬৯ এর নোটসমূহ

শিরোনাম প্রধান বাদ্যকরের জন্য: গীত ৪ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। **স্বর:** গীত ৯ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **শোশন্নীম:** গীত ৪৫ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

৬৯:১-৪ সেই অনিবার্য দুর্যোগের বর্ণনা, যার কারণে গীত রচয়িতার এই প্রার্থনার সূত্রপাত।

৬৯:১-২ জল ... অগাধ পঙ্কে ... গভীর জলে ... বন্যা। মহা দুঃখ ও দুর্দশার কথা বোঝানোর জন্য বেশ প্রচলিত প্রকাশভঙ্গি (৩০:১; ৩২:৬ পদের নোট দেখুন) – এখানে আমরা ঈশ্বরের দেওয়া আঘাতের ফলাফল দেখতে পাই (পদ ২৬), তবে বিশেষভাবে তা শত্রুদের দেওয়া আঘাতও বোঝায় (পদ ১৪-১৫, ২৯ দেখুন)।

৬৯:৩ আমার কণ্ঠ শুকিয়ে গেছে। ২২:১৫ পদ দেখুন। **আমার নয়নযুগল নিস্তেজ হয়েছে:** ৬:৭ পদের নোট দেখুন।

৬৯:৪ অকারণে ... মিথ্যাবাদী। যাদের তিনি কোনভাবে ক্ষতি করেন নি তারাই তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনেছে (৩৫:১৯ পদের নোট দেখুন)। **আমার মাথার চুলের চেয়েও বেশি:** ৪০:১২ পদের নোট দেখুন। **তাও আমাকে ফিরিয়ে দিতে হল:** প্রতীকী

ভাষায় চিত্রায়িত করা হয়েছে যে, কিভাবে শত্রুরা চারদিকে তাঁর নামে মিথ্যা অপবাদ ছড়িয়ে দিয়েছে (৫:৯ পদের নোট দেখুন)।

৬৯:৫ ব্যক্তিগত পাপের স্বীকারোক্তি – যে পাপের কারণে সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁকে শাস্তি দিয়েছেন (পদ ২৬ দেখুন) এবং যে কারণে তিনি দুঃখী ও ব্যথিত (পদ ২৯)।

৬৯:৬-১২ ঈশ্বরের দাসের প্রতি তাঁর এই শাস্তির কারণে অন্য সকল ঈশ্বরভক্ত লোক যারা বিশ্বস্ততার সাথে ঈশ্বরের সাথে অবস্থান করে তারা যেন কোনভাবে অসম্মানিত না হন সেই প্রার্থনা। লেখক এ কথা স্বীকার করছেন যে, তাঁর জীবনের কিছু পাপের জন্যই ঈশ্বরের এই শাস্তি নেমে এসেছে (কিন্তু যারা এখন তাঁর শত্রুতে পরিণত হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে তিনি কোন পাপ করেন নি)। যেহেতু তিনি এখন দুঃখ ও কষ্ট ভোগ করছেন, তাই তাঁর শত্রুরা ঈশ্বরের প্রতি তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়কে উপহাস করছে (২২:৬-৮; ৪২:৩; ৭৯:১০; ১১৫:২; ইয়োব ২:৯ পদ দেখুন)। তিনি বিশেষভাবে এই প্রার্থনা করছেন যেন ঈশ্বর তাঁকে আবারও ওঠান এবং ঈশ্বরের উপর তিনি যে অটল বিশ্বাস ধারণ করেন তা যেন প্রমাণিত হয়।

৬৯:৮ এমনকি যারা তাঁর সবচেয়ে কাছের মানুষ ছিল তারাও তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গেছে (৩১:১১-১২ পদের নোট দেখুন)।

৬৯:৯ তোমার গৃহবিষয়ক গভীর আগ্রহ। এই কথাটি লেখকের সম্পর্কে যত না সত্য তার চেয়েও বেশি সত্য প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্ষেত্রে (যোহন ২:১৭ পদ দেখুন)। যারা তোমাকে তিরস্কার করে, তাদের তিরস্কার। যারা ঈশ্বরকে তিরস্কার করে তারা তাঁর বিশ্বস্ত দাসদেরও তিরস্কার করে (৭৪:১৭, ২২-২৩; ২ রাজা ১৮:৩১-৩৫ পদ দেখুন), যেমনটা যীশু খ্রীষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন (রোমীয় ১৫:৩ পদ দেখুন)।

৬৯:১০-১১ কান্নাকাটি ... উপবাস ... চট পরলাম। সদাপ্রভুর সামনে নিজেকে প্রার্থনায় নত করার প্রকাশভঙ্গি হিসেবে, যেন সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁকে দয়া করেন এবং তাঁর মর্যাদা পুনরুদ্ধার করেন (৩৫:১৩ পদের নোট দেখুন; এর সাথে আদি ৩৭:৩৪; ২ শমূ ১২:১৬-১৭; যোয়েল ১:১৩-৪; ২:১৫-১৭; যোহন ৩:৫ পদ দেখুন)।

৬৯:১২ যারা তোরণদ্বারে বসে ... মাতালেরা। নগরীর প্রত্যেকে, এমনকি প্রাচীনেরাও মদ্যপান করত।

৬৯:১৩-১৫ তারা আমাকে উপহাস করলেও আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি।

৬৯:১৩ তোমারই কাছে প্রসন্নতার সময়ে। যখন ঈশ্বর নিকটে থাকেন এবং রক্ষা করেন (৩২:৬ পদের নোট দেখুন; এর সাথে যিশাইয় ৪৯:৮; ৬১:২; ২ করিন্থীয় ৬:২ পদের নোট দেখুন)। **অটল ভালবাসা:** ৬:৪ পদের নোট দেখুন।

৬৯:১৪-১৫ পাঁক ... অতল জলরাশি ... জলের বন্যা ... অগাধ জল। ১-২ পদের নোট দেখুন। গীত রচয়িতাগণের মিনতিতে সাধারণত তাদের প্রার্থনার প্রারম্ভিক ভাবধারা পুরোটা জুড়েই বিদ্যমান থাকে। এখানে প্রার্থনার শুরুতে ও শেষে এই ধরনের আকুতি প্রকাশের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে বিনতি জানানো হয়েছে।

৬৯:১৫ আমাকে গ্রাস না করুক। ৪৯:১৪ পদের নোট দেখুন। **কূপ:** ৩০:১ পদের নোট দেখুন।

৬৯:১৬-১৮ ঈশ্বর যেন শ্রবণ করেন এই আবেদন – সাধারণত একটি গীতের প্রারম্ভিক প্রার্থনায় এ ধরনের কথা থাকে।

৬৯:১৬ অটল ভালবাসা। ৬:৪ পদের নোট দেখুন।

৬৯:১৭ মুখ আচ্ছাদন করো না। ১৩:১ পদের নোট দেখুন।

৬৯:১৯-২১ আমার কষ্টের সময় তারা আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার বদলে শুধুই যন্ত্রণা ও তিরস্কার করেছে (৩৫:১১-১৬ পদ দেখুন; আরও দেখুন ১২৪:৪; ইয়োব ১৩:৪; ১৬:২; ২১:৩৪ পদ)।

৬৯:২০ মনোভঙ্গ। ৪:৭ পদের নোট দেখুন।

৬৯:২১ খাদ্যের জন্য বিষ ... পিপাসাকালে অম্লরস। অর্থাৎ, তারা গীত রচয়িতাকে যে তিক্ত তিরস্কারে ও মিথ্যা অভিযোগে জর্জরিত করেছে তার চিত্রায়িত বিবরণ, যখন তাঁর প্রয়োজন ছিল সান্ত্বনা ও যত্নের। সুসমাচার রচয়িতাগণ, বিশেষ করে মথি বলেন যে, এই পদে ক্রুশের উপরে যীশু খ্রীষ্টের দুঃখভোগেরই প্রতিফলন প্রকাশিত হয়েছে (মথি ২৭:৩৪, ৪৮; মার্ক ১৫:২৩, ৩৬; লূক ২৩:৩৬; যোহন ১৯:২৯)।

৬৯:২২-২৮ ঈশ্বর যেন তাঁর সমস্ত ভুল মার্জনা করেন তার জন্য প্রার্থনা (৫:১০ পদের নোট দেখুন)।

৬৯:২২-২৩ এই পদের উপর ভিত্তি করে পৌল বর্ণনা করেছেন কিভাবে যিহূদীরা খ্রীষ্টকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, এ প্রসঙ্গে দেখুন রোমীয় ১১:৯-১০।

৬৯:২২ তারা তাঁর খাবারের টেবিল বিষ ও অম্লরস দিয়ে সাজিয়েছে (পদ ২১)। **তাদের টেবিল তাদের সম্মুখে:** এখানে সম্ভবত কোন ধরনের চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া উপলক্ষ্যে আয়োজিত ভোজের কথা বোঝানো হয়েছে (২৩:৫ পদের নোট দেখুন)। সেক্ষেত্রে এই পদটি শত্রুদেরকে একত্রিত করা এবং তাদের বিরুদ্ধে এক সাথে ঈশ্বরের শাস্তি নেমে আসার জন্য আবেদন করার বিষয়টি প্রকাশ পায়। **ফাঁদস্বরূপ হোক ... পাশস্বরূপ হোক:** এ ধরনের কাব্যিক ভাষা সাধারণত এ ধরনের পরিস্থিতে ব্যবহার করতে খুব কম দেখা যায় (৯:১৫ পদের নোট দেখুন)।

৬৯:২৩ তারা তাঁর আঘাতের জন্য তাঁকে উপহাস করেছিল (পদ ২৬); এখন তারাও নিজেদেরকে এমন আঘাতের সম্মুখবর্তী হতে দেখবে (পদ ৩ দেখুন এবং ৬:৭ পদের নোট দেখুন) এবং তাদের পিঠ চিরকালের জন্য বাঁকা হয়ে যাবে (দুর্বলতা ও ব্যথার কারণে; ৩৮:৫-৮ পদ দেখুন)। **তাদের কোমর চির-কম্পনযুক্ত কর:** অর্থাৎ তাদের পিঠ যেন কুঁজো হয়ে যায়, তারা যেন আর মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে, তারা যেন শক্তিহীন হয়ে পড়ে (৬৬:১১ পদ দেখুন; আরও দেখুন ইয়োব ৪০:১৬ পদ)।

৬৯:২৪ ক্রোধ ... ক্রোধের আগুন। ২:৫ পদের নোট দেখুন। **তাদেরকে বিনষ্ট করুক:** আকস্মিক বন্যার মত করে।

৬৯:২৫ তারা তাঁকে নিজ স্থান থেকে বিচ্যুত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল; কিন্তু তারাই যেন উৎখাত হয়ে যায়। এর সাথে তুলনা করুন যিহূদার বিচারের প্রেক্ষিতে প্রেরিত পিতরের ব্যাখ্যা (প্রেরিত ১:২০)।

৬৯:২৬ তাঁর বিরুদ্ধে তাঁর শত্রুদের কৃত পাপ, যার বিষয়ে এই অধ্যায়টিতে বার বারই উল্লেখ করা হয়েছে।

৬৯:২৭ তারা তাঁকে মিথ্যা অপরাধের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেছে (পদ ৪); সে কারণে তারা যেন তাদের সত্যিকার অপরাধের দোষে অভিযুক্ত হয়।

৬৯:২৮ তারা তাঁর মৃত্যু ঘটানোর জন্য ষড়যন্ত্র করছিল; কাজেই মৃত্যুই যেন তাদের পরিণতি হয়। **জীবন-পুস্তক:** ঈশ্বরের তলিকা, যেখানে তাঁর ধার্মিক লোকদের নাম লেখা রয়েছে, যাদেরকে তিনি তাঁর জীবন দ্বারা আশীর্বাদযুক্ত করেছেন (১:৩; ৭:৯; ১১:৭; ৩৪:১২; ৩৭:১৭, ২৯; ৫৫:২২; ৭৫:১০; ৯২:১২-১৪; ১৪০:১৩ পদ দেখুন)। ঈশ্বরের পুস্তকসমূহ সম্পর্কে অন্যান্য উল্লেখ জানার জন্য দেখুন ৯:৫; ৫১:১ পদের নোট। নতুন নিয়মে "জীবনের পুস্তক" বলতে বোঝানো হয়েছে অনন্ত জীবনের জন্য যাদের নাম নির্বাচিত হয়েছে তাদের তালিকা (ফিলিপীয় ৪:৩; প্রকাশিত বাক্য ৩:৫ পদের নোট দেখুন; ১৩:৮; ১৭:৮; ২০:১২, ১৫; ২১:২৭; এর সাধে তুলনা করুন লূক ১০:২০; ইব্রীয় ১২:২৩ পদের নোট)।

৬৯:২৯ ঈশ্বরের প্রশংসা করার ঠিক আগে প্রার্থনাটির সারসংক্ষেপ আরেকবার উপস্থাপন করা হল (৫ পদের নোট দেখুন)। **দুঃখী:** ২৬ পদের বক্তব্যের প্রতিফলন ঘটেছে। **তোমার উদ্ধার:** এর সাথে তুলনা করুন পদ ১৩, ২৭। **আমাকে রক্ষা করুক:** আক্ষরিক অর্থে "আমাকে কোন নিরাপদ স্থানে নিয়ে চল।"

৬৯:৩০-৩৩ ঈশ্বর প্রশংসা ও উপাসনা করার মানত (৭:১৭ পদের নোট দেখুন), কারণ গীত রচয়িতা বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর অবশ্যই তাঁর প্রার্থনা শুনবেন (৩:৮ পদের নোট দেখুন)।

৬৯:৩০ ঈশ্বরের নাম। ৩৬ পদ দেখুন এবং ৫:১১ পদের নোট দেখুন।

৬৯:৩২ নম্র লোকেরা। ৩৪:৬ পদের নোট দেখুন। **তা দেখে ... তোমাদের অন্তর সঞ্জীবিত হোক:** ২২:২৬ পদের নোট দেখুন। **অন্তর:** ৪:৭ পদের নোট দেখুন। **সঞ্জীবিত:** জীবনের আনন্দে পরিপূর্ণ, কারণ সদাপ্রভু ঈশ্বর প্রয়োজনের সময়ে তাঁর লোকদের প্রার্থনা শোনেন, যা কষ্টের সময় ভর্ৎসনাকারীদের ঠিক বিপরীত।

৬৯:৩৪-৩৬ সমস্ত সৃষ্টি জগতকে সদাপ্রভুর প্রশংসা করার জন্য আহ্বান (৯:১ পদের নোট দেখুন)। এই আহ্বানের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে আসার জন্য যিহূদার প্রত্যেককে আবারও জাগ্রত করার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে এবং তারা যে তাদের প্রতিজ্ঞাত দেশ পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারবে এই নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে।

৬৯:৩৪ ১৪৮:১-১৩; যিশাইয় ৪৯:১৩ পদ দেখুন।

৬৯:৩৫-৩৬ লোকে ... বংশ। ঈশ্বরের লোকেরা ও তাদের বংশধরেরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে, বিশেষ করে "যারা তাঁর নাম ভালবাসে"।

৬৯:৩৫ সিয়োন। ৯:১১ পদের নোট দেখুন।

উপসংহার: কোন কারণ ছাড়াই খ্রীষ্টকে ঘৃণা করা হয়। তিনি নিন্দা বহন করেন এবং তিনি প্রার্থনা করেন। তাঁর শত্রুদের উপর নেমে আসা শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। তিনি সম্মানিত ও মহিমান্বিত হবেন। ১৪-২০ পদ দেখায় মশীহের গেৎশিমানী বাগানে কি অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ২১ পদের মূল বিষয় হল ক্রুশ।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. এই গীতটির মধ্যে প্রত্যাখ্যাত মশীহের দুঃখ-কষ্টের কথা ফুটে উঠেছে। যীশুর সঙ্গে

এই গীতের বলা কথার মধ্যে আপনি কি কি মিল খুঁজে পান?

২. এই গীতে কি ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যা যীশু পূর্ণ করেছিলেন? (৯, যোহন ২: ১৭,২১, মথি ২৭:৩৪)

৩. কার নাম জীবন-পুস্তক থেকে মুছে যাবার কথা বলা হয়েছে? ধার্মিকদের নাম কি জীবন-পুস্তকে থাকবে? নতুন নিয়মের শিক্ষার সঙ্গে আপনি এর কি মিল দেখতে পান?

৪. হতাশা থেকে মানুষ কি শিক্ষা গ্রহণ করে?

গীত ৭০

পরিত্রাণের জন্য ইস্রায়েল-সন্তানদের প্রার্থনা

ভূমিকা: শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় ঈশ্বরের কাছে বিশেষ প্রার্থনা– যা অনেক ক্ষেত্রে ৪০:১৩-১৭ পদের পুনরাবৃত্তি বলে মনে হতে পারে (উক্ত পদের নোট দেখুন)। এই অধ্যায়টি হচ্ছে তিনটি পর্যায়ক্রমিক প্রার্থনার মধ্যে দ্বিতীয়টি; এ কারণে ভাষাগত দিক থেকে এই অধ্যায়ের সাথে গীত ৭১ অধ্যায়ের অনেক মিল রয়েছে। গীতসংহিতায় এই অধ্যায়টির অবস্থানের যৌক্তিকতা সম্পর্কে জানার জন্য গীত ৬৯-৭২ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। গীত ৭১ অধ্যায়ের সাথে এর বিশেষ সংযুক্তি সম্পর্কে জানার জন্য গীত ৭১ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। ঈশ্বরের কাছ থেকে দ্রুত সহায় লাভের জন্য বিশেষভাবে এই প্রার্থনাটি করা হয়েছে (পদ ১, ৫)। এছাড়া প্রার্থনায় রয়েছে ঈশ্বরের উদ্ধারকারী সহায়ের বিশেষ বিবরণ: (১) যারা "আমার জীবন কেড়ে নিতে চায়" (পদ ২-৩) এবং (২) যারা "তোমার অনুসন্ধান করে" (পদ ৪)।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। দায়ূদের। একটা স্মৃতি জাগানো সঙ্গীত।

[১] হে ঈশ্বর, আমার উদ্ধারার্থে,
হে সদাপ্রভু, আমার সাহায্য করতে ত্বরা কর।
[২] যারা আমার প্রাণের খোঁজ করে,
তারা লজ্জিত ও হতাশ হোক;
যারা আমার বিপদ দেখতে চায়,
তারা ফিরে যাক, অপমানিত হোক।
[৩] যারা বলে, আহা, আহা,
তারা নিজেদের লজ্জার দরুন ফিরে যাক।
[৪] যারা তোমার খোঁজ করে,
তারা সকলে তোমাতে আমোদ ও আনন্দ করুক;
যারা তোমার পরিত্রাণ ভালবাসে,
তারা সতত বলুক, ঈশ্বর মহিমান্বিত হোন।
[৫] কিন্তু আমি দুঃখী ও দরিদ্র;

গীত ৭০ : ক্রসরেফারেন্স

[৭০:১] গীত ২২:১৯; ৭১:১২
[৭০:২] গীত ৩৫:৪
[৭০:২] গীত ৬:১০; ৩৫:২৬; ৭১:১৩; ১০৯:২৯; ১[২৯:৫
[৭০:৩] গীত ৩৫:২১
[৭০:৪] গীত ৯:১০
[৭০:৪] গীত ৩১:৬-৭; ৩২:১১; ১১৮:২৪
[৭০:৪] গীত ৩৫:২৭
[৭০:৫] গীত ৮৬:১; ১০৯:২২
[৭০:৫] গীত ১৪১:১
[৭০:৫] গীত ৩০:১০; ৩৩:২০
[৭০:৫] গীত ১৮:২

হে ঈশ্বর, আমার পক্ষে ত্বরা কর; [৭০:৫] গীত ১১৯:৬০
তুমিই আমার সহায় ও আমার উদ্ধারকর্তা;
হে সদাপ্রভু, বিলম্ব করো না।

গীত ৭০ এর নোটসমূহ

শিরোনাম গীত ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **একটা স্মৃতি জাগানো গীত:** গীত ৩৮ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

৭০:৪ ঈশ্বর যখন তাঁর দাসকে উদ্ধার করেন তখন যারা তাঁর উপরে বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করেছিল তারা সকলে আনন্দ করেছিল, কারণ তারা এর মধ্য দিয়ে নিজেদের পরিত্রাণের নিশ্চয়তা লাভ করেছিল। **ঈশ্বর মহিমান্বিত হোন:** কারণ তিনি তাঁর দাসদের নিশ্চিতভাবে ও কার্যকরভাবে উদ্ধার করে থাকেন (এর সাথে ৩ পদের তুলনা করুন)।

৭০:৫ এই পদটি প্রায় ১ পদের সমস্ত বক্তব্যকেই প্রতিফলিত করে: "ঈশ্বর," "সদাপ্রভু," "ত্বরা কর," "বিলম্ব করো না"।

উপসংহার: উদ্ধারের জন্য ইস্রায়েলীয়দের প্রার্থনা গীত ৪০:১৩-১৭ পদের কথাগুলো আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় এবং আবার একই কথা প্রকাশ করে। বিপদের সময় দায়ূদের যে প্রার্থনা তা এই অংশে বলা হয়েছে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. যারা ঈশ্বরের দত্ত পরিত্রাণ ভালবাসে তারা সতত কি বলবে বলে বলা হয়েছে?
২. যারা ঈশ্বরের অনুসন্ধান করে তারা কি পুরস্কার পায়?
৩. ঈশ্বরের সামনে কেন নিজেকে ছোট করা উচিত?
৪. আমরা যখন ঈশ্বরের কাছে কিছু চাই তখন আমাদের কেমন মনোভাব থাকা উচিত বলে মনে করেন?

গীত ৭১

ইস্রায়েলের আশা ও প্রশংসার গান

ভূমিকা: বৃদ্ধ বয়সে ঈশ্বরের সাহায্য কামনা করে করা প্রার্থনা, যখন শত্রুরা রাজার শক্তি নিঃশেষ হয়ে পড়ছে দেখে চক্রান্ত করতে শুরু করেছে (৫:৯ পদের নোট দেখুন)। এই গীতটির কোন শিরোনাম নেই, কিন্তু হতে পারে এর কারণ গীত রচয়িতা ইচ্ছাকৃতভাবে গীত ৭০ অধ্যায়টিকে গীত ৭১ অধ্যায়ের ভূমিকা হিসেবে বিবেচনা করেছেন (১, ১২-১৩ পদের সাথে ৭০:১-২, ৫ পদের তুলনা করুন)। এক্ষেত্রে এই গীতটিকে দায়ূদের গীত হিসেবে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে (তাঁর বৃদ্ধ বয়সের গীত; ৯, ১৮ পদ দেখুন)। এই ধারণার পেছনে যুক্তি হচ্ছে গীত ৭২ অধ্যায়কে রাজা শলোমনের একটি গীত হিসেবে দেখা হয়েছে (উক্ত অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। এটি হচ্ছে তিনটি পর্যায়ক্রমিক প্রার্থনার সঙ্কলনের

মধ্যে তৃতীয় প্রার্থনা (গীত ৬৯-৭২ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন); যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে আশা (১৪ পদ দেখুন)। কাঠামোগত দিক থেকে গীতটি সমান্তরাল, যাতে ছয়টি অংশ রয়েছে। অংশগুলো পাঁচ-চার-পাঁচ, পাঁচ-চার-পাঁচ (হিব্রু সংস্করণে) পঙক্তি বিন্যাসে সাজানো হয়েছে: পদ ১-৪ (পাঁচ লাইন), পদ ৫-৮ (চার লাইন), পদ ৯-১৩ (পাঁচ লাইন), পদ ১৫-১৮ (পাঁচ লাইন), পদ ১৯-২১ (চার লাইন), পদ ২২-২৪ (পাঁচ লাইন)। এভাবে দুটি প্রধান অংশই ১৪টি লাইন নিয়ে তৈরি করা হয়েছে। কেন্দ্রে রয়েছে (পদ ১৪; ৬:৬ পদের নোট দেখুন) আশা সম্পর্কে বিশেষ আত্মবিশ্বাসমূলক স্বীকারোক্তি। এই পুরো গীতটির শুরু ও শেষে রয়েছে সাহায্য প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা (পদ ১-৪) এবং আসন্ন উদ্ধারের জন্য ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা (পদ ২২-২৪)। দ্বিতীয় ও পঞ্চম অংশ দুটি বিশেষভাবে সংযুক্ত যেহেতু সেখানে রাজার কষ্ট ও দুর্দশার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হয়েছে। একই ভাবে তৃতীয় ও চতুর্থ অংশ দুটিও সংযুক্ত যেহেতু সেখানে রাজার বৃদ্ধ বয়সের কথা বলা হয়েছে।

গীত ৭১ : ক্রসরেফারেন্স

[৭১:১] দ্বি.বি. ২৩:১৫; রূত ২:১২
[৭১:১] গীত ২২:৫
[৭১:২] রাজা ১৯:১৬
[৭১:৩] গীত ১৮:২
[৭১:৪] রাজা ১৯:১৯
[৭১:৪] গীত ১৪০:৪
[৭১:৪] আদি ৪৮:১৬
[৭১:৫] গীত ৯:১৮; ২৫:৫
[৭১:৫] ইয়োব ৪:৬; যিরি ১৭:৭
[৭১:৬] গীত ২২:১০
[৭১:৬] ইয়োব ৩:১৬; গীত ২২:৯
[৭১:৬] গীত ৯:১; ৩৪:১; ৫২:৯; ১১৯:১৬৪; ১৪৫:২
[৭১:৭] দ্বি.বি. ২৮:৪৬; যিশা ৮:১৮; ১করি ৪:৯
[৭১:৭] ২শমূ ২২:৩; গীত ৬১:৩
[৭১:৮] পদ ১৫; গীত ৫১:১৫; ৬৩:৫
[৭১:৮] গীত ৯৬:৬; ১০৪:১
[৭১:৯] গীত ৫১:১১
[৭১:৯] গীত ৯২:১৪; যিশা ৪৬:৪
[৭১:৯] দ্বি.বি. ৪:৩১; ৩১:৬
[৭১:১০] গীত ৩:৭
[৭১:১০] গীত ১০:৮; ৫৯:৩; হিতো ১:১৮
[৭১:১০] যাত্রা ১:১০; গীত ৩১:১৩; মথি ১২:১৪
[৭১:১১] গীত ৯:১০; যিশা ৪০:২৭; ৫৪:৭; বিলাপ ৫:২০; মথি ২৭:৪৬
[৭১:১১] গীত ৭:২
[৭১:১২] গীত ৩৮:২১

১ হে সদাপ্রভু, আমি তোমার আশ্রয় নিয়েছি;
আমাকে কখনও লজ্জিত হতে দিও না।
২ তোমার ধর্মশীলতায় আমাকে উদ্ধার কর, রক্ষা কর;
আমার দিকে কান দাও, আমাকে নিস্তার কর।
৩ তুমি আমার আশ্রয়স্থানের শৈল হও,
শক্তিশালি দুর্গ হও, আমাকে নিস্তার করার জন্য;
কেননা তুমিই আমার শৈল ও আমার আশ্রয়-দুর্গ।
৪ হে আমার ঈশ্বর, আমাকে উদ্ধার কর,
দুর্জনের হাত থেকে, অন্যায়কারী ও উপদ্রবীর হাত থেকে।
৫ কেননা, হে প্রভু সদাপ্রভু, তুমি আমার আশা;
তুমি বাল্যকাল থেকে আমার বিশ্বাস-ভূমি।
৬ মাতৃগর্ভ থেকে তোমার উপরেই আমার নির্ভর;
জননীর জঠর থেকে তুমিই আমার হিতৈষী;
আমি সতত তোমারই প্রশংসা করি।
৭ আমি অনেকের দৃষ্টিতে অদ্ভুত লক্ষণস্বরূপ;
কিন্তু তুমি আমার দৃঢ় আশ্রয়।
৮ আমার মুখ তোমার প্রশংসায় পরিপূর্ণ থাকবে,
সমস্ত দিন তোমার সৌন্দর্য বর্ণনা করবে।
৯ বৃদ্ধ বয়সে আমাকে পরিত্যাগ করো না,
আমার বল ক্ষয় পেলে আমাকে ছেড়ে যেও না।
১০ কারণ আমার শত্রুরা আমার বিষয়ে কথা বলে,
আমার প্রাণের উপরে যাদের চোখ, তারা একত্র মন্ত্রণা করে।
১১ তারা বলে, ঈশ্বর ওকে ত্যাগ করেছেন, দৌড়ে ওকে ধর,
কেননা উদ্ধারকারী কেউই নেই।
১২ হে ঈশ্বর, আমার কাছ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে থেকো না;

আমার ঈশ্বর, আমাকে সাহায্য করতে ত্বরা কর।
[১৩] তারা লজ্জিত ও উচ্ছিন্ন হোক,
যারা আমার প্রাণের বিপক্ষ;
তারা তিরস্কার ও অপমানে আচ্ছন্ন হোক,
যারা আমার অনিষ্ট চেষ্টা করে।
[১৪] কিন্তু আমি নিরন্তর প্রত্যাশা করবো,
এবং উত্তরোত্তর তোমার আরও প্রশংসা করবো।
[১৫] আমার মুখ তোমার ধর্মশীলতা বর্ণনা করবে,
তোমার উদ্ধার-কাজের কথা সমস্ত দিন বর্ণনা করবে,
কেননা আমি তার সংখ্যা জানি না।
[১৬] আমি আমার প্রভু সদাপ্রভুর পরাক্রমের সমস্ত কাজ নিয়ে
উপস্থিত হব;
আমি তোমার, কেবল তোমারই ধর্মশীলতা উল্লেখ করবো।
[১৭] হে ঈশ্বর, তুমি বাল্যকাল থেকে আমাকে শিক্ষা দিয়ে আসছ;
আর এই পর্যন্ত আমি তোমার আশ্চর্য সমস্ত কাজ প্রচার করছি।
[১৮] হে ঈশ্বর, বৃদ্ধ বয়স ও পক্ককেশের কাল পর্যন্তও
আমাকে পরিত্যাগ করো না,
যতদিন আমি পরের বংশধরদের কাছে তোমার বাহুবল,
এবং তোমার পরাক্রম জ্ঞাত না করি।
[১৯] হে ঈশ্বর, তোমার ধর্মশীলতা আকাশ পর্যন্ত ব্যাপ্ত;
তুমিই মহৎ মহৎ কাজ করেছ;
হে ঈশ্বর, তোমার মত আর কে আছে?
[২০] তুমি আমাদেরকে অনেক দারুণ সঙ্কট দেখিয়েছ,
তুমি ফিরে আমাদেরকে সঞ্জীবিত করবে,
পৃথিবীর অধঃস্থান থেকে পুনর্বার উঠাবে।
[২১] তুমি আমার মহত্ত্ব বৃদ্ধি কর,
এবং ফিরে আমাকে সান্ত্বনা দাও।
[২২] আবার আমি নেবল যন্ত্রে তোমার প্রশংসা করবো,
হে আমার ঈশ্বর, তোমার বিশ্বস্ততার স্তবগান করবো,
হে ইস্রায়েলের পবিত্রতম, বীণাতে তোমার উদ্দেশে গান
গাইব।
[২৩] তোমার উদ্দেশে গান গাইবার সময়ে আমার ওষ্ঠাধর
আনন্দগান করবে,
আমার প্রাণও তা করবে, যা তুমি মুক্ত করেছ।
[২৪] আমার জিহ্বাও সমস্ত দিন তোমার ধর্মশীলতার কথা বলবে,
কারণ তারা লজ্জিত হয়েছে, তারা হতাশ হয়েছে,
যারা আমার অনিষ্ট চেষ্টা করে।

[৭১:১২] গীত ২২:১৯; ৩৮:২২
[৭১:১৩] যিরি ১৮:১৯
[৭১:১৩] ইয়োব ৮:২২; গীত ২৫:৩
[৭১:১৩] গীত ৭০:২
[৭১:১৪] গীত ২৫:৩; ৪২:৫; ১৩০:৭; ১৩১:৩
[৭১:১৫] পদ ৮; গীত ৬৬:১৬
[৭১:১৫] গীত ৫১:১৪
[৭১:১৬] গীত ৯:১; ৭৭:১২; ১০৬:২; ১১৮:১৫; ১৪৫:৪
[৭১:১৭] দ্বি.বি. ৪:৫; যিরি ৭:১৩
[৭১:১৭] ইয়োব ৫:৯; গীত ২৬:৭; ৮৬:১০; ৯৬:৩
[৭১:১৮] যিশা ৪৬:৪
[৭১:১৮] যাত্রা ৯:১৬
[৭১:১৮] ইয়োব ৮:৮; গীত ২২:৩০, ৩১; ৭৮:৪; ১৪৫:৪; যোয়েল ১:৩
[৭১:১৯] গীত ৩৬:৫
[৭১:১৯] গীত ১২৬:২; লূক ১:৪৯
[৭১:১৯] গীত ৩৫:১০; ৭৭:১৩; ৮৯:৮
[৭১:২০] গীত ২৫:১৭
[৭১:২০] গীত ৮০:৩, ১৯; ৮৫:৪; হোশেয় ৬:২
[৭১:২০] গীত ৬৩:৯
[৭১:২১] গীত ১৮:৩৫
[৭১:২১] গীত ২৩:৪; ৮৬:১৭; যিশা ১২:১; ৪০:১-২; ৪৯:১৩; ৫৪:১০
[৭১:২২] গীত ৩৩:২
[৭১:২২] ইয়োব ২১:১২; গীত ৯২:৩; ১৪৪:৯
[৭১:২২] রাজা ১৯:২২
[৭১:২৩] গীত ২০:৫
[৭১:২৩] যাত্রা ১৫:১৩
[৭১:২৪] গীত ৩৫:২৮
[৭১:২৪] পদ ১৩
[৭১:২৪] ইষ্টের ৯:২

গীত ৭১ এর নোটসমূহ

৭১:১-৪ ঈশ্বরের সাহায্য কামনা করার জন্য প্রাথমিক আবেদন। ৩১:১-৩ পদ থেকে এই অধ্যায়ের ১-৩ পদ সামান্য কিছুটা আলাদা।

৭১:২ তোমার ধর্মশীলতা। ১৫-১৬, ১৯; ২৪ পদ দেখুন; এর সাথে ৪:১ পদের নোটও দেখুন।

৭১:৩ শক্তিশালি দুর্গ হও, আমাকে নিস্তার করার জন্য। হিব্রু ভাষায় এই অংশের ক্রিয়াপদের সাথে ৪৪:৪ পদের বেশ মিল রয়েছে ("যিনি তাঁর বিজয় ঘোষণা করেন")। পুরাতন নিয়মে শুধুমাত্র এই দুই স্থানে এই শব্দগুচ্ছের ব্যবহার দেখা যায়।

৭১:৫-৮ ঈশ্বর যে সব সময়ই বিশ্বাস জাগিয়ে থাকেন তার স্বীকারোক্তি (পদ ১৪, ১৯-২১ দেখুন)।

৭১:৫-৬ এর সাথে তুলনা করুন ২২:১০-১১ পদ।

৭১:৭ অনেকের দৃষ্টিতে অদ্ভুত লক্ষণস্বরূপ। তাঁর জীবনের সমস্যাগুলোকে (পদ ২০ দেখুন) অন্যান্যরা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করেছেন – বিশেষ করে যখন থেকে সদাপ্রভু ঈশ্বর সকলের জন্য "শক্তিশালী দুর্গ" হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন।

৭১:৮ আমার মুখ তোমার প্রশংসায় পরিপূর্ণ থাকবে ... তোমার সৌন্দর্য বর্ণনা করবে। সদাপ্রভুর বিশ্বস্ত পরিচর্যার কারণে গীত রচয়িতা তাঁর জীবনকে ঈশ্বরের পরিচর্যায় ও তাঁর লোকদেরকে অনুগ্রহের অংশীদার করে তোলার জন্য নিজেকে নিবেদিত করেছিলেন (যিরমিয় ১৩:১১; ৩৩:৯ পদ দেখুন)।

৭১:৯-১৩ গীত রচয়িতার জীবনের কষ্টকর দিনগুলোতে ঈশ্বরের নিরবিচ্ছিন্ন সহায়ের জন্য প্রার্থনা।

৭১:১০ আমার শত্রুরা আমার বিষয়ে কথা বলে। ৩:২; ৫:৯ পদের নোট দেখুন।

৭১:১২ আমার কাছ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে থেকো না। এর সাথে তুলনা করুন ২২:১১, ১৯; ৩৫:২২; ৩৮:২১। **আমাকে সাহায্য করতে ত্বরা কর:** এর সাথে তুলনা করুন ২২:১৯; ৩৮:২২; ৪০:১৩; ৭০:১; আরও দেখুন ৭০:৫; ১৪১:১ পদ।

৭১:১৩ শত্রুদের ক্ষতি সাধন করার জন্য প্রার্থনা (৫:১০)। গীতটির প্রথম অংশের সমাপনী এই পদে দ্বিতীয় অংশের শেষ পদের কথাই প্রতিফলিত হয়েছে। এ ধরনের বক্তব্য আরও দেখা যায় ৩৫:৪, ২৬; ৪০:১৪-১৫; ৭০:২-৩; ৮৩:১৭; ১০৯:২৮-২৯ পদে।

৭১:১৪ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে তা যে ব্যর্থ হবে না এই আশাবাদ – যা গীত ৪২-৪৩ অধ্যায়ের সাথে চমৎকারভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ (৪২:৮ পদের নোট দেখুন; এর সাথে ৬:৬ পদের নোটও দেখুন)।

৭১:১৫-১৮ ঈশ্বরের প্রশংসা করার মানত, যার সাথে রয়েছে তাঁর প্রার্থনার পুনরুল্লেখ (পদ ১৮); ৭:১৭ পদের নোট দেখুন।

৭১:১৫ আমার মুখ তোমার ধর্মশীলতা ... উদ্ধার-কাজের ... বর্ণনা করবে। এখানে "ধর্মশীলতার কাজের" একটি কাজ গীত রচয়িতা "বর্ণনা করার" জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন, অর্থাৎ তাঁর প্রার্থনার উত্তর হিসেবে ঈশ্বর যেভাবে তাঁকে উদ্ধার করেছেন তার বিবৃতি তিনি দেবেন (১৬-১৭; ৪:১ পদের নোট দেখুন)।

৭১:১৬-১৭ পরাক্রমের সমস্ত কাজ ... ধর্মশীলতা। নিজ লোকদের জন্য ঈশ্বরের পরিত্রাণ

দানকারী পরাক্রমের কাজ তাঁর ধর্মশীলতাকেই প্রকাশ করে; এর সাথে দেখুন তাঁর "ধর্মশীলতার কাজ" (পদ ২৪)।

৭১:১৬ উপস্থিত হব। মন্দির, যেখানে ঈশ্বরের লোকেরা উপাসনার জন্য একত্রিত হয়।

৭১:১৯-২১ ঈশ্বর যে এখনও সমস্ত বিপদের সম্মুখীন হয়েও তাঁর বিশ্বাসের পাত্র এমন স্বীকারোক্তি (পদ ৫-৮, ১৪ দেখুন)।

৭১:১৯ তোমার ধর্মশীলতা আকাশ পর্যন্ত ব্যাপ্ত। অর্থাৎ ঈশ্বরের ধর্মশীলতা আকাশ পর্যন্ত ব্যাপ্ত সমস্ত বায়ুমণ্ডলের পরিসীমার মত বিস্তৃত (৩৬:৫ পদের নোট দেখুন)। **হে ঈশ্বর, তোমার মত আর কে আছে?** মীখা ৭:১৮ পদের নোট দেখুন।

৭১:২০ তুমি আমাদেরকে অনেক দারুণ সঙ্কট দেখিয়েছ। এখানে যে "সঙ্কটের" কথা বলা হচ্ছে তা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয় নি। এই সঙ্কট সৃষ্টিতে ঈশ্বর কোনভাবে সম্পৃক্ত কি না সে বিষয়ে গীত রচয়িতা প্রশ্ন করছেন না। তিনি এই পরিপক্ক ও দৃঢ় বিশ্বাসকেই আরও ব্যক্ত করছেন যে, সর্বশক্তিমান সদাপ্রভু ঈশ্বরের হাতে সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে (দ্বি.বি. ৬:৪ পদের নোট দেখুন), যে ঈশ্বরের কাছেই তিনি প্রার্থনায় বারবার ফিরে আসেন (এর সাথে তুলনা করুন ১ শমূ ১৬:১১-১২; যিশাইয় ৪৫:৫-৭; আমোস ৩:৬)। **তুমি ফিরে আমাদেরকে সঞ্জীবিত করবে:** যিনি তাঁকে জীবন দান করেছেন (পদ ৬) তিনিই আবার তাঁর জীবন পুনরুজ্জীবিত করবেন। **পৃথিবীর অধঃস্থান:** মৃতদের আবাসস্থল, যার প্রবেশ দ্বার হচ্ছে কবর (৩০:১ পদের নোট দেখুন)।

৭১:২২-২৪ ঈশ্বরের উদ্ধারকারী সহায়ের প্রতি তীব্র আত্মবিশ্বাসের স্বীকারোক্তি (৩:৮; ৭:১৭ পদের নোট দেখুন)।

৭১:২২ নেবল যন্ত্রে ... বীণাতে। ৫৭:৮ পদের নোট দেখুন। **ইস্রায়েলের পবিত্রতম:** ৭৮:৪১; ৮৯:১৮ পদ দেখুন; এর সাথে ২ রাজা ১৯:২২ পদের নোট দেখুন।

৭১:২৪ ধর্মশীলতার কথা। ঈশ্বরের চুক্তির শপথ অনুসারে তাঁর লোকদের প্রতি তাঁর উদ্ধার দানকারী কাজ (৮৮:১২; বিচারকর্তৃগণ ৫:১১; ১ শমূ ১২:৭ পদের নোট দেখুন; এর সাথে দেখুন দানিয়েল ৯:১৬; মীখা ৬:৫; প্রকাশিত ১৫:৪ পদ)।

উপসংহার: এটি ইস্রায়েলের আশা ও প্রশংসার গীত। এই গীতের লেখক তাঁর বিশ্বাস ঘোষণা করেছেন। এর ফল হচ্ছে আত্মিক জাগরণ ও বিজয়।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. গীতরচকের কাছে ঈশ্বর কি ও কেমন ছিল? কি কি শব্দ প্রয়োগ করে গীতরচক তা প্রকাশ করেছেন? (৩,৫,৭)
২. গীতরচক যখন বৃদ্ধ ছিলেন এবং চুল পেকে গিয়েছিল তখন তিনি কি করতে চেয়েছিলেন? (১৮)
৩. আমাদের বুড়ো বয়সে কার জন্য অপেক্ষা করতে হবে? এই বয়েসে কিভাবে ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করবেন বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে?

গীত ৭২

মহান স্বর্গ-রাজ্যের গান

ভূমিকা: রাজার জন্য প্রার্থনা। এই রাজা হলেন দায়ূদের একজন বংশধর, যিনি দায়ূদের পরে ঈশ্বরের মনোনীত জাগতিক প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর লোকদের উপরে শাসন করেছেন। সম্ভবত রাজার অভিষেক অনুষ্ঠানের জন্য এই গীতটি তৈরি করা হয়েছিল (যেমনটা গীত ২; ১১০ অধ্যায়ে দেখা যায়)। এই গীতের পদগুলোতে প্রকাশ পায় রাজ্যের সাধারণ মানুষের এই প্রত্যাশা যেন রাজা ভালভাবে রাজত্ব করতে পারেন, তিনি যেন ঈশ্বরের কাছের লোক হন, তাঁর পরিচর্যাকারী হয়ে ওঠেন, যেন তিনি ন্যায় বিচার ও ধার্মিকতার ধ্বজ্জাধারী হন, রাজা হিসেবে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হন ও তা রক্ষা করতে পারেন। এই প্রার্থনাটি একজন রাজা অনুপম বৈশিষ্ট্যগুলোকে চিহ্নিত করে এবং তাঁর রাজ্যের গৌরবের কথা প্রকাশ করে। দায়ূদের বংশের শেষ কয়েকজন রাজা সম্পর্কে ভাববাদী যিরমিয়ের বিবৃতি দেখুন (উদাহরণস্বরূপ, যিরমিয় ২২:২-৩, ১৩-১৫) এবং সেই সাথে তিনি খ্রীষ্টের ন্যায় বিচার ও শাসনের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন (যিশাইয় ৯:৭; ১১:৪-৫; যিরমিয় ২৩:৫-৬; ৩৩:১৫-১৬; সখরিয় ৯:৯ পদ দেখুন)। পরবর্তীতে যিহূদী কৃষ্টি অনুসারে এই গীতটি খ্রীষ্টের জন্য রচিত হয়েছে বলে বিবেচনা করা হত, যা প্রাথমিক মণ্ডলীগুলোতেও পালন করা হত। শেষ তিনটি পদ এই প্রার্থনার অংশ নয় (উক্ত পদগুলোর নোট দেখুন)। গীতসংহিতার দ্বিতীয় খণ্ডে এই অধ্যায়টির অবস্থান সম্পর্কে জানতে দেখুন গীত ৬৯-৭২ অধ্যায়ের ভূমিকা।

রাজা শলোমনের।

[১] হে ঈশ্বর, তুমি রাজাকে তোমার শাসন,
রাজপুত্রকে তোমার ধর্মশীলতা প্রদান কর।
[২] তিনি ধার্মিকতায় তোমার লোকদের,
ন্যায়ে তোমার দুঃখীদের বিচার করবেন।
[৩] পর্বতমালা ও উপপর্বতমালা ধার্মিকতা দ্বারা
লোকদের জন্য শান্তিরূপ ফলে ফলবান হবে।
[৪] তিনি দুঃখী লোকদের বিচার করবেন,
তিনি দরিদ্রের সন্তানদেরকে উদ্ধার করবেন,
কিন্তু অত্যাচারীকে চূর্ণ করবেন।
[৫] যতদিন সূর্য থাকবে, লোকে তোমাকে ভয় করবে,
যতদিন চন্দ্র থাকবে, পুরুষানুক্রমেই করবে।
[৬] তৃণভূমির উপরে বর্ষার মত তিনি নেমে আসবেন,
সেই বৃষ্টিধারার মত যা ভূমিকে জলসিক্ত করে।
[৭] তাঁর সময়ে ধার্মিক লোক প্রফুল্ল হবে,

গীত ৭২ : ক্রসরেফারেন্স

[৭২:১] দ্বি.বি. ১:১৬; গীত ৯:৮
[৭২:২] যিশা ৯:৭; ১১:৪-৫; ১৬:৫; ৩২:১; ৫৯:১৭; ৬৩:১; যির্মি ২৩:৫; ৩৩:১৫
[৭২:৪] গীত ৯:১২; ৭৬:৯; যিশা ৪৯:১৩
[৭২:৪] পদ ১৩; যিশা ১১:৪; [২৯:১৯; ৩২:৭
[৭২:৪] গীত ২৭:১১
[৭২:৫] ১শমূ ১৩:১৩
[৭২:৫] গীত ৩৩:১১
[৭২:৬] দ্বি.বি. ৩২:২
[৭২:৭] গীত ৯২:১২; হিতো ১৪:১১

চন্দ্রের স্থিতিকাল পর্যন্ত প্রচুর শান্তি হবে।
৮ তিনি এক সমুদ্র থেকে অপর সমুদ্র পর্যন্ত,
ঐ নদী থেকে পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত কর্তৃত্ব করবেন।
৯ তাঁর সম্মুখে মরু-নিবাসীরা নত হবে,
তাঁর শত্রুরা ধূলা চাটবে।
১০ তর্শীশ ও দ্বীপগুলোর রাজারা নৈবেদ্য আনবেন;
শিবা ও সবা দেশের রাজারা উপহার দেবেন।
১১ হ্যাঁ, সমস্ত রাজা তাঁর কাছে মাথা নত করবেন;
সমস্ত জাতি তাঁর দাস হবে।
১২ কেননা তিনি আর্তনাদকারী দরিদ্রকে,
এবং দুঃখী ও নিঃসহায়কে উদ্ধার করবেন।
১৩ তিনি দীনহীন ও দরিদ্রের প্রতি দয়া করবেন,
তিনি দরিদ্রদের প্রাণ নিস্তার করবেন।
১৪ তিনি চাতুরী ও দৌরাত্ম্য থেকে তাদের প্রাণ মুক্ত করবেন,
তাঁর দৃষ্টিতে তাদের রক্ত বহুমূল্য হবে;
১৫ আর তারা জীবিত থাকবে ও তাঁকে শিবা দেশের সোনা
দান করা যাবে,
লোকে তাঁর জন্য নিরন্তর প্রার্থনা করবে,
সমস্ত দিন তাঁর ধন্যবাদ করবে।
১৬ দেশের মধ্যে পর্বত-শিখরে প্রচুর শস্য হবে,
তার ফল লেবাননের বনের মত দোলায়মান হবে;
এবং নগরবাসীরা ভূমির ঘাসের মত প্রফুল্ল হবে।
১৭ তাঁর নাম অনন্তকাল পর্যন্ত স্থায়ী হবে;
সূর্যের স্থিতি পর্যন্ত তাঁর নাম সতেজ থাকবে;
মানুষেরা তাঁতে আশীর্বাদ পাবে;
সমস্ত জাতি তাঁকে সুখী বলবে।
১৮ সদাপ্রভু ঈশ্বর ধন্য হোন, যিনি ইস্রায়েলের ঈশ্বর;
কেবল তিনিই আশ্চর্য কাজ করেন।
১৯ তাঁর গৌরবান্বিত নাম অনন্তকাল ধরে ধন্য হোন;
তাঁর গৌরবে সমস্ত পৃথিবী পরিপূর্ণ হোক।
আমেন, আমেন।
২০ যিশয়ের পুত্র দায়ূদের সমস্ত প্রার্থনা সমাপ্ত।

[৭২:৮] যাত্রা ২৩:৩১; ১রাজা ৪:২১
[৭২:৮] সখ ৯:১০
[৭২:১০] আদি ১০:৪
[৭২:১০] ইষ্টের ১০:১
[৭২:১০] আদি ১০:৭
[৭২:১০] ১রাজা ৯:১৬; ২বংশা ৯:২৪
[৭২:১১] আদি ২৭:২৯
[৭২:১১] ইষ্রা ১:২
[৭২:১৩] যিশা ৬০:১০; যোয়েল ২:১৮; লূক ১০:৩৩
[৭২:১৪] গীত ৬৯:১৮; যিহি ১৩:২৩; ৩৪:১০
[৭২:১৪] ১শমূ ২৬:২১
[৭২:১৫] আদি ১০:৭
[৭২:১৫] গীত ৩৫:২৮
[৭২:১৬] আদি ২৭:২৮; গীত ৪:৭
[৭২:১৬] যিশা ৪:২; ২৭:৬; যিহি ৩৪:২৭
[৭২:১৬] গীত ৯২:১২; ১০৪:১৬
[৭২:১৬] গণনা ২২:৪; যিশা ৪৪:৪; ৫৮:১১; ৬৬:১৪
[৭২:১৭] যাত্রা ৩:১৫
[৭২:১৭] গীত ৮৯:৩৬
[৭২:১৭] আদি ১২:৩; লূক ১:৪৮
[৭২:১৮] ১বংশা [২৯:১০; গীত ৪১:১৩; ১০৬:৪৮; লূক ১:৬৮
[৭২:১৮] ইয়োব ৫:৯
[৭২:১৯] ২শমূ ৭:২৬
[৭২:১৯] গণনা ১৪:২১
[৭২:১৯] গীত ৪১:১৩
[৭২:২০] রূত ৪:১৭

গীত ৭২ এর নোটসমূহ

শিরোনাম রাজা শলোমনের: গীতটি হয় তাঁর জন্য লেখা হয়েছে কিংবা তিনিই তা লিখেছেন। অবশ্য দুটোই সত্যি হতে পারে। এই গীতটি সম্ভবত ইস্রায়েল (যিহূদা) জাতি পরবর্তী সময়ে দায়ূদের বংশের রাজাদের জন্য ব্যবহার করতে শুরু করে।

৭২:১ মূল প্রার্থনা। **শাসন ... ধর্মশীলতা:** অর্থাৎ অভিষিক্ত রাজা যেন ন্যায় বিচার ও ধর্মশীলতায় পূর্ণ হন এবং তাঁর রাজ্য যেন ঈশ্বরের শাসন ও রাজত্বকেই প্রতিফলিত করে। রাজা শলোমন ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দাবী করেছিলেন যেন তিনি বুদ্ধিমত্তার সাথে তাঁর লোকদের শাসন করতে পারেন (১ রাজা ৩:৯, ১১-১২; এর সাথে হিতোপদেশ ১৬:১২ পদও দেখুন)। **ধর্মশীলতা:** ৪:১ পদের নোট দেখুন।

৭২:২-৭ তাঁর রাজত্বের গুণগান: যেন তা ধর্মশীল, সমৃদ্ধ ও চিরস্থায়ী হয়।

৭২:৩ তাঁর রাজ্যে ধর্মশীলতার অস্তিত্ব হবে ভূমির উপর বৃষ্টি বর্ষণের মত, কারণ সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে প্রচুর পরিমাণে দয়া ও আশীর্বাদ দান করবেন (পদ ৬-৭; ৫:১২; ৬৫:৯-১৩; ১৩৩:৩; লেবীয় ২৫:১৯; দ্বি.বি. ২৮:৮ পদ দেখুন)।

৭২:৫ যতদিন সূর্য থাকবে ... পুরুষানুক্রমেই করবে। ২১:৪ পদের নোট দেখুন।

৭২:৬ ৩ পদের নোট দেখুন; এর সাথে ৭ পদও দেখুন। রাজত্ব করার জন্য সদাপ্রভুর অভিষেকের তাৎপর্য সম্পর্কে আরও চিত্রায়িত বর্ণনা জানতে দেখুন বিলাপ ৪:২০ পদ।

৭২:৭ ধার্মিক লোক। ১:৫ পদের নোট দেখুন। **প্রফুল্ল হবে:** কারণ রাজা তাদেরকে সহায়তা দেন ও সুরক্ষা দেন কিন্তু সকল প্রকার মন্দতা থেকে তাদেরকে নিজ ক্ষমতায় রক্ষা করেন (গীত ১০১ অধ্যায় দেখুন)।

৭২:৮-১৪ তাঁর রাজত্বের বিস্তৃতি (পদ ৮-১১) যা তাঁর ধর্মশীল শাসনের জন্য সম্ভব হয়েছে (পদ ১২-১৪)।

৭২:৮ তাঁর রাজ্য এবং কর্তৃত্ব সমস্ত পৃথিবীতে যেন বিস্তৃত হয় (পদ ৯-১১ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ১১০:২ পদের নোট)। পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধিস্বরূপ শাসক হিসেবে তিনি ধারণ করেন সেই রাজকীয় কর্তৃত্ব যা পৃথিবীতে শুধুমাত্র ঈশ্বরই ধারণ করতে পারেন– আর এই ব্যতিক্রম আদর্শগতভাবে ধারণ করেন একমাত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্ট। সখরিয় ৯:১০ পদের নোট দেখুন।

৭২:৯ প্রাচ্যের আরব্য বেদুইনদের সমস্ত গোষ্ঠীরা যেন তাঁর কাছে নতি স্বীকার করে। **তাঁর শত্রুরা ধূলা চাটবে:** মীখা ৭:১৭ পদের নোট দেখুন।

৭২:১০ যে সকল রাজার দেশের সীমান্তরেখা ভূমধ্য সাগরের পশ্চিম তীরের সংলগ্ন ছিল যারা তাঁকে একজন প্রধান শাসক হিসেবে বিবেচনা করতো। একই সাথে যারা দক্ষিণে আরব শাসন করতো এবং পূর্ব আফ্রিকার উপকূলীয় এলাকা শাসন করতো তারাও তাঁকে সর্বাধিক শক্তিশালী শাসক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। **তর্শীশ:** ভূমধ্যসাগরের বহু দূরবর্তী একটি সমুদ্রবন্দর, যা খুব সম্ভবত বর্তমান আধুনিক স্পেন। **শিবা:** আদি ১০:২৭; ১ রাজাবলি ১০:১; যোয়েল ৩:৮ পদের নোট দেখুন। **সবা:** পুরাতন নিয়মের অন্যান্য স্থানে এটিকে কূশ বলা হয়েছে (আদিপুস্তক ১০:৭; যিশাইয় ৪৩:৩)। সম্ভবত এর দ্বারা মিশরের দক্ষিণে আধুনিক সুদানের কোন একটি স্থান বোঝানো হয়েছে।

৭২:১৫-১৭ সমাপনী বক্তব্য: রাজা যেন দীর্ঘায়ু হন, সমৃদ্ধশালী হন, সমগ্র পৃথিবীতে রাজ্য বিস্তার করতে পারেন – যেন তিনি সমস্ত দেশের উপরে বিজয় লাভ করে তা শাসন করতে পারেন।

৭২:১৭ সমুদয় জাতি। এই বক্তব্য অব্রাহামের প্রতি ঈশ্বরের ওয়াদাকে প্রতিফলন করে (আদিপুস্তক ১২:৩; ২২:১৮ পদ দেখুন) এবং এখানে এই নিশ্চয়তা দেওয়া হচ্ছে যে,

দায়ূদের রাজকীয় বংশের চূড়ান্ত বংশধর, অর্থাৎ খ্রীষ্টের মধ্য দিয়েই এই শপথ পরিপূর্ণতা লাভ করবে।

৭২:১৮-১৯ গীতসংহিতার দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ পর্যায়ে এই পদ দুটি বিশেষ প্রশংসার বাণী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে (৪১:১৩ পদের নোট দেখুন)। পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের মূল প্রতিপাদ্য ভাষ্যই যেন সমবেত জনতার "আমেন" ধ্বনির মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পেয়েছে (গীত ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন)।

৭২:১৯ তাঁর গৌরবে সমস্ত জগৎ পরিপূর্ণ হোক। ৮৫:৯ পদের নোট দেখুন।

৭২:২০ সম্পাদনার সুবিধার্থে এই লাইনটি যুক্ত করা হয়েছে। **দায়ূদের সমস্ত প্রার্থনা:** গীত ৮৬; ১৪২ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

উপসংহার: এটি মহান স্বর্গ-রাজ্যের গীত। রাজা তাঁর সিংহাসনে বসবেন। তাঁর রাজ্যের বৃদ্ধির কথা এবং তাঁর রাজ্যের আশীর্বাদের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। দায়ূদের সব প্রার্থনা মশীহের রাজ্যে পূর্ণতা লাভ করবে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. এই গীতটিকে কেন মহান স্বর্গ-রাজ্যের গীত বলা হয়েছে? স্বর্গ-রাজ্যের কেমন ছবি এতে অঙ্কিত হয়েছে?
২. বিশেষ করে কোন্ শ্রেণীর লোক রাজ পুত্রের জন্য উপকৃত হবে? (২,৪,১২,১৩)
৩. কে শুধুমাত্র আশ্চর্য কাজ করে থাকেন? (১৮-১৯)
৪. আমাদের ব্যক্তিজীবনকে কিভাবে ঈশ্বরের ধন্যবাদ ও প্রশংসায় নিয়োজিত রাখব?

গীতসংহিতা পুস্তকে 'ঈশ্বরের প্রশংসা করা'

বেশিরভাগ গীতই হচ্ছে প্রার্থনা, এবং বেশিরভাগ প্রার্থনার মধ্যে ঈশ্বরের প্রশংসা অর্ন্তভূক্ত। প্রশংসা প্রকাশ করে– শ্রদ্ধাবোধ, মূল্যায়ন এবং ধন্যবাদ। গীতসংহিতায় প্রায়ই ঈশ্বরকে প্রশংসা করা হয়েছে ও সেই প্রশংসা অন্যদের সাথে শেয়ার করা হয়েছে। ঈশ্বর আমাদের জন্য যা করেছেন এবং করেন তা বিবেচনায় রেখে আন্তরিক প্রশংসার বহিঃপ্রকাশের চেয়ে স্বাভাবিক আর কি বেশি হতে পারে?

যখন আপনি গীতসংহিতা পড়বেন তখন ঈশ্বরকে দেওয়া প্রশংসার দিকে লক্ষ্য করুন, সেগুলো শুধু তিনি কি করেন– যেমন তাঁর সৃষ্টি করা, তাঁর আশীর্বাদ করা, তাঁর ক্ষমা করা, এগুলোর জন্য নয় কিন্তু তিনি কি– ভালবাসাপূর্ণ, ন্যায়বান, বিশ্বস্ত, ক্ষমাশীল, ধৈর্যশীল, এগুলোর জন্য তাঁর প্রশংসা করা হয়েছে। সেই সময়গুলোতেও লক্ষ্য করুন যখন ঈশ্বরের প্রশংসা অন্যদের সাথে শেয়ার করা হয়েছে, এবং তারাও তাঁর প্রশংসা করতে উৎসাহিত হয়েছেন। সাম্প্রতিক সময়ে আপনি কি ঈশ্বরের প্রশংসা করেছেন? অথবা তিনি আপনার জন্য কি করেছেন তা অন্যদের বলেছেন?

এই বিষয়গুলোকে গুরুত্ব প্রদান করে এমন বাছাইকৃত গীতগুলো হচ্ছে: ৮; ১৯; ৩০; ৬৫; ৮৪; ৯৬; ১০০; ১৩৬; ১৪৫; ১৫০।

গীতসংহিতা পুস্তকের তৃতীয় খণ্ড (৭৩-৮৯)

গীত ৭৩

দুষ্টদের উন্নতিতে সমস্যা

ভূমিকা: গীত ৭৩-৭৮ অধ্যায় গীতসংহিতার তৃতীয় খণ্ডে তিন ধরনের গীতকে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, যেখানে একটি সামগ্রিক সমান্তরাল কাঠামো বিন্যাস রয়েছে; যেমন: ছয়টি গীত (৭৩-৭৪ অধ্যায়), পাঁচটি গীত (৭৯-৮৩ অধ্যায়), ছয়টি গীত (৮৪-৮৯ অধ্যায়) এবং এর কেন্দ্রস্থিত অধ্যায় (৮১ অধ্যায়)। এই বিন্যাসের মধ্য দিয়ে সদাপ্রভুর প্রতি বাধ্যতা ও আনুগত্যের এক চমৎকার নিদর্শন প্রকাশ পায় (গীত ৭৯-৮৩ অধ্যায়ের ভূমিকা, গীত ৮৪-৮৯ অধ্যায়ের ভূমিকা এবং গীত ৮১ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। প্রথম অংশটিকে নির্দেশনামূলক গীত হিসেবে কাঠামোবদ্ধ করা হয়েছে। গীত ৭৩ অধ্যায়ে প্রকাশ পেয়েছে ঈশ্বরীয় প্রজ্ঞার ভিত্তিতে একজন মানুষের জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, অপরদিকে গীত ৭৮ অধ্যায়ে এসেছে ঈশ্বরের সাথে দীর্ঘ পদচারণায় সমবেতভাবে সমগ্র ইস্রায়েল জাতির বিশেষ অভিজ্ঞতা। এই কাঠামোর মধ্যে গীত ৭৪ অধ্যায় (যা একটি সমবেত প্রার্থনা) গীত ২২ অধ্যায়ের সাথে (যা একটি একক প্রার্থনা) বিশেষভাবে সংযুক্ত, যেহেতু দুটো ক্ষেত্রেই ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রতাখ্যাত হওয়ার অভিজ্ঞতা লক্ষণীয় (৭৪:১; ৭৭:৭ পদ দেখুন) এবং মিশর দেশের বন্দীত্ব থেকে উদ্ধার করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তাদেরকে আবার কাছে টেনে নিয়েছেন (৭৪:১৩-১৫; ৭৭:১৬-১৯ পদ দেখুন)। কেন্দ্রে রয়েছে দুটি গীত (৭৫; ৭৬ অধ্যায়) যা অত্যন্ত আনন্দের সাথে এই সত্যকে প্রকাশ করে যে, ইস্রায়েলের ঈশ্বর (তাঁর "নাম নিকটবর্তী," ৭৫:১; "ইস্রায়েলে তাঁর নাম মহান," ৭৬:১) একগুঁয়ে দুষ্টদের বিচারে দাঁড় করিয়ে তাদের কাছ থেকে হিসাব নেন এবং তাদের দ্বারা আক্রান্ত মানুষদেরকে উদ্ধার করেন। তিনি "দুষ্টদের শিং" কেটে ফেলেন (৭৫:১০) এবং "শাসকদের আত্মবিশ্বাস" ভেঙ্গে দেন (৭৬:১২)।

গীত ৭৩ অধ্যায়টি ধার্মিকদের ও দুষ্টদের নিয়তি সম্পর্কে স্বর্গীয় প্রজ্ঞার বাণী (গীত ৭৩-৭৮ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। গীতসংহিতার তৃতীয় খণ্ডের একেবারে প্রারম্ভে স্থাপিত এই অধ্যায়টিতে ধ্বনিত হয়েছে বিশ্বাস, যা একাধারে স্বীকারোক্তি হিসেবে এসেছে (পদ ১), পরীক্ষিত হয়েছে (পদ ২-২৬) এবং পুনরায় নিশ্চিতকরণ করা হয়েছে (পদ ২৭-২৮) যেন পরবর্তী অধ্যায়গুলোর বিষয়বস্তুর অবতারণা চমৎকারভাবে হতে পারে। গীতসংহিতার প্রথম

খণ্ডে গীত ১-২ অধ্যায় যেভাবে ভূমিকা রেখেছিল, গীতসংহিতার তৃতীয় খণ্ডে এই অধ্যায়টি ঠিক একই ধরনের ভূমিকা রেখেছে (গীত ১-২ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। এখানে গীত রচয়িতা পুরাতন নিয়মের সময়কার ঈশ্বরের লোকদের সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলোর একটিকে নিয়ে কথা বলেছেন: কি করে দুষ্টেরা এত সুখে থাকছে ও সমৃদ্ধশালী হচ্ছে যেখানে ঈশ্বরের লোকদেরকে এত কষ্ট পেতে হচ্ছে? বিষয়বস্তুগত দিক থেকে গীতসংহিতার এই অধ্যায়টির সাথে ৪৯ অধ্যায়ের অনেক মিল রয়েছে (উক্ত অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন; এর সাথে গীত ৩৭ অধ্যায়ও দেখুন)। এর সময়কাল বন্দীদশার পরবর্তী যুগের। বিষয়বস্তুগত বিন্যাসের দিক থেকে গীতটির কাঠামোকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, যার প্রত্যেকটি ভাগে ১৪টি করে পদ রয়েছে। প্রথম পদের বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি ছাড়া (পদ ১) প্রথম অংশে দুটি যুক্ত পদ রয়েছে (পদ ২-৩, ১৩-১৪) যা গীত রচয়িতার বর্তমান অবস্থার উপরে আলোকপাত করেছে – যা দুষ্টদের অবস্থার বর্ণনার সম্পূর্ণ বিপরীত (পদ ৪-১২)। সামগ্রিকভাবে এই গীতটিকে পদ ১ এবং ২৭ পদের তীব্র বৈপরীত্যের মাঝে কাঠামোবদ্ধ করা হয়েছে।

আসফের সঙ্গীত।

গীত ৭৩ : ক্রসরেফারেন্স

১ ঈশ্বর সত্যিই মঙ্গলস্বরূপ, ইস্রায়েলের পক্ষে,
যারা শুদ্ধচিত্ত তাদের পক্ষে।
২ কিন্তু আমার চরণ প্রায় টলেছিল;
আমার পদক্ষেপ প্রায় স্খলিত হয়েছিল।
৩ কারণ যখন দুষ্টদের কল্যাণ দেখেছিলাম,
তখন গর্বিতদের প্রতি ঈর্ষা করেছিলাম।
৪ কেননা তারা মৃত্যুকালে যন্ত্রণা পায় না,
বরং তাদের কলেবর হৃষ্টপুষ্ট।
৫ মানুষের মত কষ্ট তাদের হয় না;
মানুষের মত তারা আহত হয় না।
৬ এজন্য অহঙ্কার তাদের কণ্ঠের হারের মত,
কাপড়ের মত দৌরাত্ম্য তাদেরকে আচ্ছাদন করে।
৭ মেদের ঠেলায় তাদের চোখ বেরিয়ে আসে,
তাদের মনের কুমতলব উপ্‌চে পড়ছে।
৮ তারা বিদ্রূপ করে ও দুষ্টতায় উপদ্রবের কথা বলে,
অহংকারের বশে তারা অত্যাচারের ভয় দেখায়।
৯ তারা আকাশে মুখ রেখেছে,
এবং তাদের জিহ্বা পৃথিবীতে রেখে ঘুরে বেড়ায়।
১০ এজন্য তাদের লোকেরা তাদের দিকে ফিরে,
তারা যা বলে তা জলের মত গিলে।
১১ আর তারা বলে, ঈশ্বর কিভাবে জানবেন?
সর্বশক্তিমানের কি জ্ঞান আছে?

[৭৩:১] গীত ২৪:৪; মথি ৫:৮
[৭৩:২] দ্বি.বি. ৩২:৩৫
[৭৩:২] গীত ৬৯:২; ইফি ৪:২৭
[৭৩:৩] হিতো ৩:৩১; ২৩:১৭; ২৪:১-২
[৭৩:৩] ইয়োব ৯:২৪; ২১:৭; যিরি ১২:১; মালা ৩:১৫
[৭৩:৫] পদ ১২; যিহি ২৩:৪২
[৭৩:৬] লেবী ২৬:১৯
[৭৩:৬] আদি ৪১:৪২; শলো ৪:৯; যিহি ১৬:১১
[৭৩:৬] আদি ৬:১১; হিতো ৪:১৭
[৭৩:৭] গীত ১৭:১০
[৭৩:৮] গীত ৪১:৫; যিহি ২৫:১৫; কল ৩:৮
[৭৩:৮] গীত ১৭:১০
[৭৩:৮] গীত ১০:৭; ১২:৫

১২ দেখ, এরাই দুর্জন,
এরা চিরকাল নির্বিঘ্নে থেকে ধন বৃদ্ধি করেছে।
১৩ নিশ্চয় আমি বৃথাই অন্তর পরিষ্কার করেছি,
আমার হাত মিথ্যাই নির্দোষ রেখেছি।
১৪ কেননা আমি সমস্ত দিন আহত হয়েছি,
প্রতি প্রভাতে শাস্তি পেয়েছি।
১৫ যদি আমি বলতাম, এরকম বর্ণনা করবো,
তবে দেখ, তোমার সন্তানদের বংশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক হতাম।
১৬ আমি তা বুঝবার জন্য চিন্তা করলাম,
কিন্তু তা আমার দৃষ্টিতে কষ্টকর হল,
১৭ যতদিন আমি ঈশ্বরের পবিত্র স্থানে প্রবেশ না করলাম,
ও তাদের শেষ ফল বিবেচনা না করলাম।
১৮ তুমি তাদেরকে পিচ্ছিল স্থানেই রাখছ,
তাদেরকে বিনাশে ফেলে দিচ্ছ।
১৯ তারা নিমিষকালের মধ্যে কেমন উচ্ছিন্ন হয়,
নানা ত্রাসে কেমন নিঃশেষে সংহার হয়।
২০ নিদ্রা ভঙ্গ হলে পর যেমন স্বপ্ন তুচ্ছ হয়,
তেমনি, হে প্রভু, তুমি জাগলে তাদের মূর্তিগুলোকে তুচ্ছ করবে।
২১ কারণ আমার অন্তর শোকাবিভূত হল,
আমার অন্তর বিদ্ধ হল;
২২ আমি মূর্খ ও অজ্ঞান,
তোমার কাছে পশুর মত ছিলাম।
২৩ কিন্তু আমি নিরন্তর তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি;
তুমি আমার ডান হাত ধরে রেখেছ।
২৪ তুমি নিজের মন্ত্রণায় আমাকে গমন করাবে,
শেষে সপ্রতাপে আমাকে গ্রহণ করবে।
২৫ স্বর্গে আমার কে আছে?
পৃথিবীতেও তোমাকে ছাড়া আর কিছুতে আমার সন্তোষ নেই।
২৬ আমার মাংস ও আমার অন্তর ক্ষয় পাচ্ছে,
তবুও ঈশ্বর চিরকাল আমার অন্তরের শৈল ও আমার উত্তরাধিকার।
২৭ কেননা দেখ, যারা তোমা থেকে দূরে থাকে, তারা বিনষ্ট হবে;
যেসব লোক তোমার প্রতি অবিশ্বস্ত হয়,
সে সকলকে তুমি উচ্ছিন্ন করেছ।
২৮ কিন্তু ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকা আমারই পক্ষে মঙ্গল;
আমি প্রভু সদাপ্রভুর আশ্রয় নিলাম,
যেন তোমার সমস্ত কাজ বর্ণনা করতে পারি।

[৭৩:১২] পদ ৫
[৭৩:১২] গীত ৪৯:৬
[৭৩:১৩] ইয়োব ৯:২৯-৩১; ২১:১৫
[৭৩:১৩] আদি ৪৪:১৬
[৭৩:১৪] পদ ৫
[৭৩:১৬] উপ ৮:১৭
[৭৩:১৭] যাত্রা ১৫:১৭; গীত ১৫:১
[৭৩:১৭] ইয়োব ৮:১৩; ফিলি ৩:১৯
[৭৩:১৮] দ্বি.বি. ৩২:৩৫; গীত ৩৫:৬
[৭৩:১৮] গীত ১৭:১৩
[৭৩:১৯] দ্বি.বি. ২৮:২০; হিতো ২৪:২২; যিশা ৪৭:১১
[৭৩:১৯] আদি ১৯:১৫
[৭৩:২০] ইয়োব ২০:৮
[৭৩:২০] গীত ৭৮:৬৫; যিশা [২৯:৮
[৭৩:২০] হিতো ১২:১১; ২৮:১৯
[৭৩:২২] গীত ৪৯:১০; ৯২:৬; ৯৪:৮
[৭৩:২২] গীত ৪৯:১২, ২০; উপ ৩:১৮; ৯:১২
[৭৩:২৩] আদি ৪৮:১৩
[৭৩:২৪] গীত ৪৮:১৪
[৭৩:২৪] ১রাজা ২২:৫
[৭৩:২৫] গীত ১৬:২
[৭৩:২৫] ফিলি ৩:৮
[৭৩:২৬] গীত ৮৪:২
[৭৩:২৬] গীত ৩১:১০; ৪০:১২
[৭৩:২৬] গীত ১৮:১
[৭৩:২৬] দ্বি.বি. ৩২:৯
[৭৩:২৭] গীত ৩৪:২১
[৭৩:২৭] লেবী ৬:২; যিরি ৫:১১; হোশেয় ৪:১২; ৯:১
[৭৩:২৮] সফ ৩:২; ইব ১০:২২; যাকোব ৪:৮
[৭৩:২৮] গীত ৯:৯
[৭৩:২৮] গীত ২৬:৭; ৪০:৫

গীত ৭৩ এর নোটসমূহ

শিরোনাম এই গীতটি আখ্যাত হয়েছে আসফের নামে, যিনি ছিলেন রাজা দায়ূদের তিন লেবীয় গীত গায়কদের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তির মধ্যে অন্যতম একজন (অন্য দুই জন নেতা ছিলেন হামন এবং যিদূথূন/এথন। এই তিন ব্যক্তি লেবীয় বংশের তিনটি গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করছেন; গীত ৩৯; ৪২; ৫০ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন)। এর মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে আসফের ১১টি গীতের সঙ্কলন (গীত ৭৩-৮৩ অধ্যায়), যার অংশ হিসেবে অনেকে গীত ৫০ অধ্যায়কেও মনে করে থাকেন। এই সঙ্কলনে সুস্পষ্টভাবে এমন কিছু প্রার্থনা রয়েছে যার সময়কাল বেশ পরবর্তী সময়কালের (অর্থাৎ গীত ৭৪; ৭৯; ৮৩ অধ্যায়)। সে কারণে ধরে নিতে হবে যে, আসফের গীত বলা হলেও এই গীতগুলো আসলে আসফের কোন বংশধর কর্তৃক রচিত হয়েছে যিনি আসফের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন (গীত ৫০ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন)। আসফের গীতগুলোর মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে ঈশ্বরের লোকদের উপরে ও তাঁর জাতির উপরে ঈশ্বরের শাসন ও কর্তৃত্ব। ভূমিকার বক্তব্যের বাইরেও (পদ ৭৩) এই সঙ্কলনে রয়েছে পরজাতীয় শত্রুদের অত্যাচার থেকে ঈশ্বরের লোকদেরকে উদ্ধার করার বিনতি জানিয়ে প্রার্থনা (গীত ৭৪; ৮৩ অধ্যায়)। বাদবাকি সমস্ত অংশ (গীত ৭৫-৮২) কয়েকটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিষয়বস্তুকে প্রতিফলিত করেছে: (১) যে ঈশ্বর দুষ্টদের বিনাশ সাধন করেন এবং ধার্মিকদের উচ্চীকৃত করেন (গীত ৭৫ অধ্যায়), তিনিই ইস্রায়েলের ঈশ্বর এবং তাদের পরিত্রাণদাতা (গীত ৭৬ অধ্যায়)। (২) ঈশ্বরের লোকদের পক্ষে তাঁর উদ্ধারকারী কাজের কথা স্মরণ করা হয়েছে (গীত ৭৭-৭৮ অধ্যায়)। (৩) ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে যেন তিনি ইস্রায়েলের শত্রুদের সমস্ত বিধ্বংসী আক্রমণ নিঃশেষে ব্যর্থ করে দেন (গীত ৭৯-৮০ অধ্যায়)। (৪) ঈশ্বরকে এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে যিনি তাঁর লোকদের উপরে বিচার সাধন করেন (গীত ৮১ অধ্যায়) এবং সমস্ত বিশ্ব শক্তির উপরে কর্তৃত্ব করেন (গীত ৮২ অধ্যায়)। এই বিষয়বস্তুগুলোই ঘুরে ফিরে আসফের অন্যান্য গীতগুলোতে প্রতিফলিত হয়েছে (গীত ৭৩-৭৮ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)।

৭৩:১-১৪ বিশ্বাসের অন্যতম গুরুতর একটি পরীক্ষা: অনেক সঙ্কটের মধ্যে একজন ঈশ্বরভক্ত ইস্রায়েলীয়ের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় একজন মন্দ ব্যক্তির সুখ ও সমৃদ্ধিতে।

৭৩:১ শুদ্ধচিত্ত। ১৩ পদ দেখুন; এর সাথে ২৪:৪ পদের নোটও দেখুন। **চিত্ত:** ৪:৭ পদের নোট দেখুন।

৭৩:২ আমার পাদবিক্ষেপ প্রায় স্খলিত হয়েছিল। ঈশ্বরীয় জীবন ও সত্যের পথ থেকে সওে যাচ্ছিল (৩৭:৩১ পদের নোট দেখুন)।

৭৩:৪-১২ দুষ্টদের সুখ ও সমৃদ্ধি এবং তাদের প্রচণ্ড আত্ম অহঙ্কারের বিবৃতি। মূলত এখানে দুর্দশাগ্রস্ত ধার্মিক ব্যক্তিদের দৃষ্টিকে কিছুটা ঈর্ষান্বিত দৃষ্টি হিসেবে দেখানো হয়েছে (১০:২-১১ পদে দুষ্টদের সম্পর্কে বর্ণনা দেখুন। ইয়োব ২১ অধ্যায়ে দুষ্টদের সুখ ও কল্যাণের কারণে আইউবের অসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছে)।

৭৩:৬ অহঙ্কার তাদের কণ্ঠের হারের মত। এর সাথে তুলনা করুন হিতোপদেশ ১:৯; ৩:৩, ২২ পদ। **দৌরাত্ম্য তাদেরকে আচ্ছাদন করে:** ১০৯:২৯ পদের নোট দেখুন।

৭৩:১১ তারা বলে। তাদের কথা (পদ ১১) এবং তাদের কাজ (পদ ১২) দেখায় যে, তারা

ঈশ্বরের কাছ থেকে অনেক দূরে বসবাস করে (পদ ২৭)। **ঈশ্বর ... সর্বশক্তিমান:** অর্থাৎ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর (৫৭:২ পদ দেখুন; আরও দেখুন ৩:৭ পদের নোট)। সর্বশক্তিমান। আদি ১৪:১৯ পদ দেখুন)।

৭৩:১৩-১৪ গীত রচয়িতাকে যে চিন্তাটি সবচেয়ে বেশি পীড়া দিচ্ছিল তা হল যখন তিনি দুষ্টদের অবস্থানের সাথে তাঁর নিজ পরিণতিকে মেলাচ্ছিলেন।

৭৩:১৩ অন্তর পরিষ্কার করেছি। ১ পদের নোট দেখুন।

৭৩:১৪ শাস্তি। যেভাবে সন্তানদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য পিতা মাতা তাদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকেন ও সংশোধন করে থাকেন (হিতোপদেশ ৩:১২; ২৩:১৩-১৪ পদ দেখুন)।

৭৩:১৫-২৮ বিশ্বাসের নতুনীকরণ: মন্দিরে যেখানে ঈশ্বরের পথ চর্চা করা হয় ও শিক্ষা করা হয়, সেখানেই দুষ্টদের নিয়তি ঈশ্বর স্থির করে রেখেছেন বলে গীত রচয়িতা দেখছেন (পদ ১৭ দেখুন)।

৭৩:১৫ যদি আমি বলতাম, এরকম বর্ণনা করবো। যদি গীত রচয়িতা প্রকাশ্যে মানুষের কাছে তাঁর মনের চিন্তাগুলোকে প্রকাশ করতেন সেই কথা তিনি ঈশ্বরকে প্রার্থনায় জানাচ্ছেন। এভাবেই তিনি তাঁর অসন্তোষকে ঈশ্বরের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছেন। তোমার সন্তানদের বংশের প্রতি। এরা এমন ব্যক্তি যারা ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ বাধ্যতা ও নম্রতার সাথে তাঁর উপর আস্থা ও আনুগত্য স্থাপন করে।

৭৩:১৭ যতদিন আমি ঈশ্বরের পবিত্র স্থানে প্রবেশ না করলাম। সবচেয়ে গুরুতর ক্রান্তিলগ্ন (১৫-২৮ পদের নোট দেখুন)।

৭৩:১৮-২০ যদিও দুষ্টদের দেখে মনে হতে পারে তাদের কেবল কল্যাণই ঘটছে, তথাপি ঈশ্বর তাদের অবস্থান পিচ্ছিল করে তুলছেন; কোন ধরনের সতর্কতা না পেয়েই তারা পিছলে যেতে পারে। গীত রচয়িতা তাদের মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে কোন কিছু বলেন নি, কিন্তু তিনি তাঁর শেষ কথা হিসেবে এটাই বলেছেন যে, দুষ্টরা চূড়ান্তভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে এবং তারা অবশ্যই তাদের সুখ ও সমৃদ্ধি থেকে বিচ্যুত হবে (গীত ৪৯ অধ্যায় দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ২৪ পদে বর্ণিত ধার্মিকদের অবস্থা)।

৭৩:২০ যখন ঈশ্বর নিজেকে নিদ্রা থেকে জাগ্রত করবেন (৭:৬ পদের নোট দেখুন) এবং দুষ্টদের বিচার করবেন, তখন তিনি তাদেরকে শাস্তি হিসেবে স্বপ্নের ধোঁয়াশা পূর্ণ মানুষের মত নিঃশেষে উড়িয়ে দেবেন।

৭৩:২১ অন্তর। ৪:৭ পদের নোট দেখুন। দ্বিতীয় অংশে ব্যবহৃত অন্তর শব্দটির জন্য যে মূল হিব্রু শব্দ রয়েছে তার বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে "কিডনি" বা "যকৃৎ" (৭:৯ পদের নোট দেখুন)।

৭৩:২২ পশুর মত ছিলাম। অর্থাৎ পশুর মত নির্বোধ ছিলাম (ইয়োব ১৮:৩ পদ দেখুন)।

৭৩:২৩-২৬ যদিও গীত রচয়িতা অনেকাংশে পশুর মত নির্বোধ আচরণ করেছেন এবং ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করেছেন বা তাঁকে দোষারোপ করেছেন, তথাপি ঈশ্বর কখনোই তাঁকে ত্যাগ করবেন না।

৭৩:২৪ ঈশ্বরের প্রজ্ঞা গীত রচয়িতার মূর্খতাকে প্রমাণ করেছে এবং তা তাঁকে জীবনের সমস্ত পতনের হাত থেকে রক্ষা করবে (১৬:৭; ৩২:৮; ১০৭:১১ পদ দেখুন)। **সপ্রতাপে**

আমাকে গ্রহণ করবে: এই পৃথিবীতে বিশ্বাসীদের যাত্রা শেষ হওয়ার পর (৪৯:১৫ পদের নোট দেখুন)।

৭৩:২৫ যদিও তিনি দুষ্টদের কল্যাণ দেখে ঈর্ষা করেছিলেন, কিন্তু এখন তিনি এ কথা স্বীকার করছেন যে, স্বর্গে বা পৃথিবীতে কোথাও ঈশ্বরের চেয়ে আকাঙ্ক্ষিত আর কেউ নেই।

৭৩:২৬ আমার মাংস ও আমার অন্তর। অর্থাৎ আমার সমস্ত সত্তা (৮৪:২ পদ দেখুন)। **অন্তর:** ৪:৭ পদের নোট দেখুন। **আমার উত্তরাধিকার:** যেহেতু গীত রচয়িতা লেবীয় বংশের একজন লোক ছিলেন, সে কারণে প্রতিজ্ঞাত দেশে স্বয়ং ঈশ্বরই ছিলেন তাঁর উত্তরাধিকার, কারণ ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রদত্ত লোকদের দশমাংশ ও দানের অর্থ দিয়েই লেবীয়রা জীবন ধারণ করতেন (গণনা ১৮:২১-২৪; দ্বি.বি. ১০:৯; ১৮:১-২ পদ দেখুন)। কিন্তু এখানে তিনি আরও স্বীকারোক্তি দিয়েছেন – যা প্রত্যেক ঈশ্বরভক্ত ইস্রায়েলীয়ের স্বীকার করা কর্তব্য: যারা সদাপ্রভু ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে তিনি তাদের জীবনের ধারক ও সংরক্ষণকারী (১৬:৫-৬ পদের নোট দেখুন)।

৭৩:২৭-২৮ ৩৪:২১-২২; ৩৭:১৮-২০; হিতোপদেশ ২৪:১৬ পদ দেখুন।

৭৩:২৭ যেসব লোক তোমার প্রতি অবিশ্বস্ত হয়। আক্ষরিক অর্থে "যারা আত্মিক ব্যভিচার করে থাকে" (এ প্রসঙ্গে যাত্রা ৩৪:১৫ পদের নোট দেখুন)। যদিও অন্য সকল স্থানে এই কথাটির মধ্য দিয়ে পৌত্তলিক মূর্তিপূজা করার কথা বোঝানো হয়েছে (যেমনটা দেখা যায় দ্বি.বি. ৩১:১৬; যিরমিয় ২:২০; হোশেয় ২:৫ পদে; উক্ত পদগুলোর নোট দেখুন)। কিংবা অনেক ক্ষেত্রে এই কথার মধ্য দিয়ে বোঝানো হয় নিরাপত্তার জন্য সদাপ্রভুর উপরে নির্ভর না করে জাগতিক পেশীশক্তির সাথে গাঁটছড়া বাঁধাকে (যেমনটা দেখা যায় যিহি ১৬:২৬-২৯ পদে)। আর এখানে বোঝানো হয়েছে দুষ্টরা নিজেদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির উপরে নির্ভর করে থাকে, যার কারণে তারা অপকর্ম ও অত্যাচারের মাধ্যমে অন্যদের সম্পদ হরণ করার চেষ্টায় রত থাকে (পদ ৬-১১)। যিশাইয় ১:২১ পদের নোট দেখুন।

৭৩:২৮ যেন তোমার সমস্ত কাজ বর্ণনা করতে পারি। সমাপনী এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সমস্ত দয়ার কথা তাঁর প্রশংসা ও গৌরবের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করার মানত করা হয়েছে (৭:১৭ পদের নোট দেখুন)।

উপসংহার: দুষ্টদের উন্নতিতে যে সমস্যার সৃষ্টি হয় তা এই গীতে প্রকাশ করা হয়েছে। এই একই রকম গোলমেলে প্রশ্ন ইয়োবের পুস্তকটিতেও করা হয়েছে: কেন দুষ্ট লোকেরা উন্নতি লাভ করে এবং কেন ধার্মিক লোকেরা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে? ঈশ্বরের ন্যায়বিচার এবং মন্দিরের পবিত্রতা এই গীতের লেখককে তাঁর উত্তর দিয়েছে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. আপনি এই গীতের লেখক আসফ সম্পর্কে কি বলতে পারেন? আপনি কি তাঁকে একজন ধার্মিক ব্যক্তি হিসেবে বর্ণনা করবেন? কেন অথবা কেন নয়?
২. আপনি কি অনেক দুষ্ট লোকের উন্নতির কারণে বিরক্ত? যদি তাই হয়, কেন তাদের

সমৃদ্ধি আপনাকে কষ্ট দেয়? যদি না হয়, কেন না?

৩. কীভাবে এই গীতের সাহায্যে আপনি দুষ্টদের বর্তমান সমৃদ্ধির উপর আপনার দৃষ্টি সরিয়ে রাখেন এবং ঈশ্বরের যে বড় পরিকল্পনা আছে তার দিকে দৃষ্টি রাখেন?

গীত ৭৪

শত্রু ঈশ্বরের গৃহকে অপবিত্র করে

ভূমিকা: ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা যেন তিনি তাঁর নিজ লোকদেরকে তাদের শত্রুদের তিরস্কার ও আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। ঈশ্বরের সাথে তাঁর লোকদের সম্পর্ক যেন একজন রাজার সাথে তার প্রজাদের সম্পর্কের মত করে প্রকাশ করা হয়েছে। এই গীতটি ব্যাবিলনের বন্দীদশার সময়ে রচনা করা হয়েছে, যখন ইস্রায়েল জাতি হিসেবে সম্পূর্ণ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল, তাদের প্রতিজ্ঞাত দেশ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং মন্দির পরিণত হয়েছিল ধ্বংসস্তুপে (গীত ৭৯; বিলাপ ২ অধ্যায় দেখুন)। ভাববাদী যিরমিয় এবং যিহিষ্কেলের পরিচর্যা কাজের সাথে এই গীতটির সম্পৃক্ততা বেশ অস্পষ্ট (৯ পদের নোট দেখুন)। বিষয়বস্তুগত দিক থেকে গীতটিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে যার প্রত্যেকটিতে ১১টি করে পদ রয়েছে, যেখানে ১২ পদে (কেন্দ্রস্থিত পদ; উক্ত পদের নোট দেখুন) প্রার্থনার মূল বা প্রাথমিক বিষয়বস্তুটি উপজীব্য হয়েছে, যা পুরো প্রার্থনাটিকে এক সূত্রে গেঁথে রেখেছে। ১-১১ পদে লোকদের অভিযোগের "কেন" ভাষাটি বারবার প্রকাশ পেয়েছে (পদ ১, ১১); পুরো গীতটির কাঠামো হিসেবে আমরা দেখতে পাই ঈশ্বর যেন স্মরণ করেন তার জন্য বিনতি করা হয়েছে (পদ ২, ২২)। এছাড়া আরও লক্ষ্য করুন যে, ৪-৮ পদের "তারা" কথাটির বিপরীতে ১৩-১৭ পদে "তুমি" কথাটি রয়েছে (হিব্রু ভাষায় সাতটি সর্বনাম পদের দ্বারা এই বক্তব্যকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে)। শত্রুদের ধ্বংসাত্মক আক্রমণ এবং তাদের গর্বিত ও উদ্ধত কাজের বিপক্ষে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কর্তৃত্ব প্রকাশের জন্য বিশেষভাবে বিনতি জানানো হয়েছে। গীতসংহিতায় এই অধ্যায়টির অবস্থান এবং এর পারিপার্শ্বিক অন্যান্য গীতের সাথে এর সম্পৃক্ততা সম্পর্কে জানতে গীত ৭৩-৭৮ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

গীত ৭৪ : ক্রসরেফারেন্স

আসফের মস্কীল।

[৭৪:১] গীত ৪৩:২
[৭৪:১] গীত ৪৪:২৩
[৭৪:১] গীত ৭৯:১৩; ৯৫:৭; ১০০:৩
[৭৪:২] যাত্রা ১৫:১৬; ১করি ৬:২০
[৭৪:২] দ্বি.বি. ৩২:৭
[৭৪:২] যাত্রা ৩৪:৯
[৭৪:২] যাত্রা ১৫:১৩; যিশা ৪৮:২০
[৭৪:২] গীত ২:৬
[৭৪:২] গীত ৪৩:৩; ৬৮:১৬; যিশা ৪৬:১৩; যোয়েল ৩:১৭, ২১; ঙন ১:১৭

১ হে ঈশ্বর, তুমি কেন আমাদের চিরতরে ত্যাগ করেছ?
তোমার চারণভূমির মেষদের বিরুদ্ধে
কেন তোমার ক্রোধের আগুন ধূমায়িত হচ্ছে?
২ তোমার মণ্ডলীকে স্মরণ কর,
যা তুমি পূর্বকালে ক্রয় করেছ,
যা তোমার অধিকারের বংশ হবার জন্য তুমি মুক্ত করেছ;
তোমার বাসস্থান সিয়োন পর্বতকে স্মরণ কর।

৩ চিরকালীন এই ধ্বংসস্তূপে পদার্পণ কর;
শত্রুরা পবিত্র স্থানের সকলই ছারখার করেছে।
৪ তোমার শত্রুরা তোমার সমাগম-স্থানের মধ্যে গর্জন করেছে;
চিহ্নের জন্য তারা নিজেদের চিহ্ন স্থাপন করেছে।
৫ তারা নিজেদের এমন লোকদের মত দেখাল,
যারা নিবিড় বনে কুঠার উঠায়।
৬ এখন তারা একেবারে সেই স্থানের
সমস্ত শিল্পকর্ম কুঠার ও হাতুড়ি দ্বারা ভেঙ্গে ফেলে।
৭ তারা তোমার পবিত্র স্থানে আগুন লাগিয়ে দিল,
তোমার নামের আবাস ভূমিসাৎ করে অশুচি করলো।
৮ তারা মনে মনে বললো, 'আমরা তাদের একেবারে সংহার করি,'
তারা দেশের মধ্যে ঈশ্বরের সমস্ত সমাগম-স্থান পুড়িয়ে দিয়েছে।
৯ আমরা আমাদের চিহ্নগুলো দেখতে পাই না,
কোন ভাববাদী আর নেই;
আমাদের কেউ জানে না, কত দিন এই ভাবে চলবে।
১০ হে ঈশ্বর, বিপক্ষ কতদিন তিরস্কার করবে?
শত্রু কি চিরকাল তোমার নাম তুচ্ছ করবে?
১১ তুমি তোমার হাত, তোমার ডান হাত, কেন সঙ্কুচিত করছো?
সেটি বক্ষঃস্থল থেকে বের কর, শত্রুদের শেষ করে দাও।
১২ তবুও ঈশ্বরই পূর্বকাল থেকে আমার রাজা,
পৃথিবীর মধ্যে পরিত্রাণের সাধনকর্তা।
১৩ তুমিই তোমার পরাক্রমে সমুদ্রকে বিভক্ত করেছিলে,
তুমিই জলে নাগদের মাথা চূর্ণ করেছিলে।
১৪ তুমিই লিবিয়াথনের মাথা চূর্ণ করেছিলে,
মরুভূমি-নিবাসী সকলকে খাদ্য হিসেবে তার দেহ দিয়েছিলে।
১৫ তুমিই ফোয়ারা ও বন্যার জন্য পথ করেছিলে,
তুমিই নিত্য প্রবাহিত নদী শুকিয়ে ফেলেছিলে।
১৬ দিন তোমার, রাতও তোমার;
তুমিই জ্যোতিষ্ক ও সূর্য রচনা করেছ।
১৭ তুমিই পৃথিবীর সমস্ত সীমা স্থাপন করেছ;
তুমিই গ্রীষ্মকাল ও শীতকাল স্থাপন করেছ।
১৮ হে সদাপ্রভু স্মরণ কর, কেমন করে শত্রু তিরস্কার করেছে,
মূঢ় জাতি তোমার নাম তুচ্ছ করেছে।
১৯ তোমার ঘুঘুর প্রাণ বন্য পশুকে দিও না;
তোমার দুঃখীদের জীবন চিরতরে ভুলে থেকো না।
২০ সেই নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখ;
কেননা পৃথিবীর অন্ধকারময় সমস্ত স্থান

[৭৪:৩] যিশা ৪৪:২৬; ৫২:৯
[৭৪:৪] বিলাপ ২:৭
[৭৪:৪] গণনা ২:২; যিরি ৪:৬
[৭৪:৫] যিরি ৪৬:২২
[৭৪:৬] ১রাজা ৬:১৮
[৭৪:৭] লেবী ২০:৩; প্রেরিত ২১:২৮
[৭৪:৭] লেবী ১৫:৩১
[৭৪:৭] গীত ৭৫:১
[৭৪:৮] গীত ৯৪:৫
[৭৪:৮] রাজা ২৫:৯; ২বংশা ৩৬:১৯; যিরি ২১:১০; ৩৪:২২; ৫২:১৩
[৭৪:৯] যাত্রা ৪:১৭; ১০:১
[৭৪:৯] ১শমূ ৩:১
[৭৪:১০] গীত ৬:৩; ৭৯:৫; ৮০:৪
[৭৪:১০] পদ ২২
[৭৪:১০] গীত ৪৪:১৬
[৭৪:১১] যাত্রা ১৫:৬
[৭৪:১১] যিহি ৫:১৩; যিহি ৫:৩
[৭৪:১২] গীত ২:৬; ২৪:৭; ৬৮:২৪
[৭৪:১২] গীত ২৭:১
[৭৪:১৩] যাত্রা ১৪:২১
[৭৪:১৩] যিশা ২৭:১; ৫১:৯; যিহি [২৯:৩; ৩২:২
[৭৪:১৪] ইয়োব ৩:৮
[৭৪:১৪] যিশা ১৩:২১; ২৩:১৩; ৩৪:১৪; যিরি ৫০:৩৯
[৭৪:১৫] যাত্রা ১৭:৬; গণনা ২০:১১
[৭৪:১৫] যাত্রা ১৪:২৯; যিহো ২:১০
[৭৪:১৬] আদি ১:১৬; গীত ১৩৬:৭-৯
[৭৪:১৭] দ্বি.বি. ৩২:৮; প্রেরিত ১৭:২৬
[৭৪:১৭] আদি ৮:২২
[৭৪:১৮] দ্বি.বি. ৩২:৬
[৭৪:১৯] আদি ৮:৮; যিশা ৫৯:১১
[৭৪:১৯] গীত ৯:১৮
[৭৪:২০] আদি ৬:১৮
[৭৪:২০] ইয়োব ৩৪:২২

অত্যাচারের বসতিতে পরিপূর্ণ।
২১ উৎপীড়িত ব্যক্তি যেন লজ্জিত হয়ে ফিরে না যায়;
দুঃখী ও দরিদ্র তোমার নামের প্রশংসা করুক।
২২ উঠ, হে ঈশ্বর, তোমার ঝগড়া নিষ্পন্ন কর;
স্মরণ কর, মূঢ় সমস্ত দিন তোমাকে কেমন তিরস্কার করে।
২৩ তোমার বিপক্ষদের কোলাহল ভুলে যেয়ো না;
তোমার প্রতিপক্ষদের কলহ নিয়ত উঠছে।

[৭৪:২১] গীত ৯:৯; ১০:১৮; ১০৩:৬; যিশা ৫৮:১০
[৭৪:২১] গীত ৩৫:১০
[৭৪:২২] গীত ১৭:১৩
[৭৪:২২] গীত ৫৩:১
[৭৪:২৩] যিশা ৩১:৪
[৭৪:২৩] গীত ৬৫:৭
[৭৪:২৩] গীত ৪৬:৬
[৭৪:২৩] গণনা ২৫:১৭

গীত ৭৪ এর নোটসমূহ

শিরোনাম মস্কীল: গীত ৩২ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **আসফ:** গীত ৭৩ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

৭৪:১-২ প্রারম্ভিক অভিযোগ ও বিনতি।

৭৪:১ কেন ... ? কেন ... ? এর সাথে তুলনা করুন "কত দিন ... ?" (পদ ১০) এবং "কেন ... ?" (পদ ১১)। ৬:৩ পদের নোট দেখুন। **চিরতরে:** আপাতদৃষ্টিতে তা-ই মনে হচ্ছিল, যেহেতু এই দুর্দশা থেকে যে উদ্ধার পাওয়া যাবে এমন কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। **ক্রোধের আগুন:** ২:৫ পদের নোট দেখুন। **চারণভূমির মেষ:** একজন রাজা যে তাঁর রাজ্যের পালক, এই ব্যাখাটিকে উপমার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে (২৩:১; ৯৫:৭ পদের নোট দেখুন; এর সাথে দেখুন ৭৯:১৩; ১০০:৩ পদ দেখুন)।

৭৪:২ ক্রয় করেছ। কিংবা "অর্জন করেছেন" বা "সৃষ্টি করেছেন" (যাত্রা ১৫:১৬ পদের নোট দেখুন)। **তোমার অধিকার:** দ্বি.বি. ৯:২৯ পদ দেখুন। **মুক্ত করেছ:** এখানে এবং আরও অন্যান্য স্থানে অনেক সময় এই শব্দটির মধ্য দিয়ে "উদ্ধার লাভ করা" বোঝানো হয়ে থাকে। **সিয়োন পর্বত:** ৯:১১ পদের নোট দেখুন। এই পদটিকে যাত্রা ১৫ অধ্যায়ের বিজয় গীত স্মরণ করা হয়েছে (বিশেষ করে ১৩-১৭ পদ দেখুন এবং এই গীতের কেন্দ্রস্থিত পদটির অর্থাৎ ১২ পদের সাথে তুলনা করুন গীতটির শেষ পদ, যাত্রা ১৫:১৮)। আর এভাবেই এই গীতের সাথে যাত্রার পরবর্তী অন্যান্য কাহিনীর সূত্রপাত ও সংযোগ সাধন করা হয়েছে। ব্যাবিলনীয়দের দ্বারা সিয়োনের ধ্বংস সাধন আপাতদৃষ্টিতে মিশর দেশ থেকে ইস্রায়েল জাতির উদ্ধারের মধ্য দিয়ে সাধিত ঈশ্বরের মহা বিজয়কে ম্রিয়মান করে তুলেছে।

৭৪:৩-৮ ব্যাবিলনীয় বাহিনী কর্তৃক সদাপ্রভুর মন্দিরের ভয়ঙ্করভাবে ধ্বংস সাধন।

৭৪:৩ চিরকালীন এই ধ্বংসস্তূপে পদার্পণ কর। অর্থাৎ দ্রুত এই ধ্বংসস্তূপকে পুনরুদ্ধার কর।

৭৪:৪ চিহ্ন। সম্ভবত ব্যাবিলনীয় সৈন্য বাহিনীর চিহ্ন (গণনা ১:৫২; যিশাইয় ৩১:৯; যিরমিয় ৪:২১)। **চিহ্নের জন্য:** অর্থাৎ তাদের বিজয় লাভের তাৎপর্য প্রকাশের জন্য।

৭৪:৬ সমস্ত শিল্পকর্ম। অর্থাৎ মন্দিরের কাঠের কারুকাজ করা দেয়াল ও অন্যান্য ফলক। ১ রাজা ৬:১৫ পদ দেখুন।

৭৪:৭ তোমার নাম। ৫:১১ পদের নোট দেখুন। কোন কোন অনুবাদে "নাম" শব্দটিকে যখন মন্দিরে ঈশ্বরের উপস্থিতি বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে, তখন তা বড় হরফে লেখা

হয়েছে (দ্বি.বি. ১২:৫ পদ দেখুন)।

৭৪:৮ তারা ... বললো। ১০:১১ পদের নোট দেখুন। **ঈশ্বরের সমস্ত সমাগম-স্থান:** আক্ষরিক অর্থে "যে সকল স্থানে ঈশ্বরের উপাসনা করা হয়" (পদ ৪ দেখুন)। ব্যাবিলনীয়দের আক্রমণের সময় যিহূদায় বেশ কিছু সংখ্যক অনুমোদিত ও অননুমোদিত স্থান ছিল যেখানে লোকেরা ঈশ্বরের উপাসনা করতো (১ রাজা ৩:২; ২ রাজা ১৮:৪ পদের নোট দেখুন)।

৭৪:৯-১১ অভিযোগ ও বিনতি নতুন করে উপস্থাপন করা হয়েছে (পদ ১-২ দেখুন)।

৭৪:৯ চিহ্নগুলো দেখতে পাই না। যেমনটা তারা যাত্রার সময়কালে দেখেছিলেন (১৩-১৫ পদ; ৭৮:৪৩ পদ দেখুন)।

৭৪:১০ তিরস্কার করবে ... তোমার নাম তুচ্ছ করবে? ১৮ পদ দেখুন; আরও দেখুন পদ ২২; ২ রাজা ১৮:৩২-৩৫; যিশাইয় ৩৭:৬, ২৩ পদ।

৭৪:১২ গীতের কেন্দ্রস্থিত পদ (হিব্রু সংস্করণে কেন্দ্রস্থিত পঙক্তি; ৬:৬ পদের নোট দেখুন)। পুরো অধ্যায়টি এই পদে বিধৃত সত্যকেই প্রতিফলিত করেছে: ঈশ্বরই হলেন ইস্রায়েলের রাজা, তার আশা ও তার উদ্ধারকর্তা; ইস্রায়েল হচ্ছে ঈশ্বরের জাতি (তথা রাজ্য)। এর মধ্য দিয়ে গীতের মধ্যস্থিত সমস্ত অভিযোগ ও বিনতিকে তুলে আনা হয়েছে এবং কেন ইস্রায়েল জাতির ধ্বংস সাধনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর নিজেও তিরস্কৃত ও অবজ্ঞাত হচ্ছেন তারও জবাব দেওয়া হয়েছে। **আমার:** একবচনে কথাটি বলা হলেও এখানে সামষ্টিগতভাবে সমগ্র ইস্রায়েল জাতিকে বোঝানো হয়েছে (গীত ৩০ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন)। **পূর্বকাল থেকে:** অর্থাৎ যাত্রার সময়কাল থেকে (যাত্রা ৩:৭; ১৯:৫-৬ পদ দেখুন)।

৭৪:১৩-১৭ সদাপ্রভু সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্তা ও উদ্ধারকর্তা (৬৫:৬-৭ পদের নোট দেখুন)।

৭৪:১৩-১৪ ঈশ্বরের মনোনীত জাতি ইস্রায়েলকে মিশর দেশ থেকে উদ্ধার করার সময় তিনি যে সকল মহা শক্তি ও পরাক্রমের কাজ করেছিলেন তার স্মরণিকা। প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যের পৌরাণিক কাহিনী এই পদ দুটির বক্তব্যকে অনেকাংশে প্রভাবিত করেছে, যেখানে প্রচণ্ড শক্তিশালী জলের স্রোত বা জলরশিকে তুলনা করা হয়েছে বহু মাথা বিশিষ্ট পশুর সাথে তুলনা করা হয়েছে যার উপরে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর বিজয় লাভ করেছেন এবং এরপর তিনি পৃথিবীতে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেছেন (৩২:৬ পদের নোট দেখুন)। গীত রচয়িতা এখানে সৃষ্টি ও পরিত্রাণের মূলভাবকে এই বিষয়টির মধ্য দিয়ে একীভূত করেছেন যে, ইস্রায়েলের ঈশ্বর তাঁর উদ্ধারকারী কাজের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন (তাঁর লোকদের জন্য "লোহিত সাগর" খুলে দেওয়া এবং মিসরীয় বাহিনীকে ধ্বংস করে দেওয়া) তিনি যে কোন শত্রু শক্তিকে প্রতিহত করতে এবং তাদের উপরে বিজয় লাভ করতে সক্ষম। তিনি তাঁর লোকদেরকে উদ্ধার করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। এই অংশকে সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে: (১) ঈশ্বরের সৃষ্টির বিন্যাস ও শৃঙ্খলা রক্ষা করেন, ৮৯:১০; ইয়োব ৯:১০; ২৬:১২-১৩ পদ দেখুন; (২) মিশর থেকে উদ্ধার লাভের বিজয় উদযাপন, যিশাইয় ৫১:৯; (৩) ইস্রায়েলের ভবিষ্যৎ উদ্ধার লাভের ঘোষণা। যিশাইয় ২৭:১ পদ দেখুন। মিশরের বিরুদ্ধে বিচার ঘোষণার সময়ও যিহিস্কেল

২৯:৩-৫; ৩২:২-৬ পদে একই ধরনের ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

৭৪:১৫ লোহিত সাগরে, মরুভূমিতে এবং যর্দন নদীতে জল নিয়ে ঈশ্বর যে সকল আশ্চর্য কাজ করেছিলেন তার পুনরুল্লেখ।

৭৪:১৬-১৭ ঈশ্বরই হলেন সেই ব্যক্তি যিনি সৃষ্টি জগতের মধ্যে শৃঙ্খলা ও বিন্যাস সাধন করেছেন; তিনিই একাকী এই পৃথিবীতে সমস্ত বিপক্ষ শক্তিকে উপেক্ষা করে নিজ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম।

৭৪:১৮-২৩ ঈশ্বর যেন তাঁর নিজ নামের গৌরব ও তাঁর জাতির মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারেন সেই জন্য প্রার্থনা।

৭৪:১৮ পদ ২, ১০ দেখুন। **মূঢ় জাতি:** ১০ পদে বর্ণিত শত্রুদেরকে ("শত্রু" বলতে এখানে কোন বিশেষ জাতি নয়, বরং ইস্রায়েল জাতির বিপক্ষ সমস্ত জাতিকেই বোঝানো হয়েছে) মূঢ় তথা বোকা বলা হয়েছে, কারণ তারা ঈশ্বরের বিরোধিতা করে এবং তাঁকে অবজ্ঞা করে (২২ পদ দেখুন; এর সাথে **১৪:১** পদের নোট দেখুন)।

৭৪:১৯ তোমার ঘুঘু। ইস্রায়েল জাতি; সম্ভবত ইস্রায়েল জাতি যে সদাপ্রভু ঈশ্বরের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র সেই বিষয়টিকেই এখানে বোঝানো হয়েছে (শলোমনের গীত ২:১৪; ৫:২; ৬:৯ পদ দেখুন; এর সাথে গীত ৬৮:১৩ পদের নোট দেখুন)। **বন্য পশু:** ৭:২ পদের নোট দেখুন।

৭৪:২০ সেই নিয়ম। সদাপ্রভু ঈশ্বর যে নিয়ম স্থাপনের মধ্য দিয়ে নিজেকে ইস্রায়েলের ঈশ্বর করার কথা ঘোষণা দিয়েছিলেন। তিনি এমন একজন ঈশ্বর হবেন যিনি তাঁর লোকদেরকে সুরক্ষিত রাখবেন এবং প্রতিজ্ঞাত দেশে নিয়ে অত্যন্ত সুখী ও সমৃদ্ধশালী জাতিতে পরিণত করবেন (যাত্রা ১৯:৫-৬; ২৩:২৭-৩১; ৩৪:১০-১১; লেবীয় ২৬:১১-১২, ৪২, ৪৪-৪৫; দ্বি.বি. ২৮:১-১৪ পদ দেখুন; আরও দেখুন গীত ১০৫:৮-১১; ১০৬:৪৫; ১১১:৫, ৯; যিশাইয় ৫৪:১০; যিরমিয় ১৪:২১; যিহিষ্কেল ১৬:৬০ পদ)।

৭৪:২১ দুঃখী ও দরিদ্র। ৩৪:৬ পদের নোট দেখুন। **তোমার নামের প্রশংসা করুক:** অর্থাৎ তারা এমন আশীর্বাদ ও আশীর্বাদ লাভ করুক যার কারণে তারা তোমার নামের প্রশংসা করবে।

৭৪:২২ উঠ। ৩:৭ পদের নোট দেখুন।

৭৪:২৩ কোলাহল ... কলহ। ৬৪:২ পদ দেখুন।

উপসংহার: মন্দিরে শত্রুদের দেখা যাওয়া শুধুমাত্র ৫৮৬ খ্রী: পূর্বাব্দে ব্যাবিলনীয়দের দ্বারা মন্দির ধ্বংস করা নির্দেশ করে না কিম্বা এন্টিয়কাস এপিফেনিস কর্তৃক অপবিত্র করার কথাও নির্দেশ করে না। এই পদগুলোর কথা শেষ সময়ে খ্রীষ্টারীর মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করবে। ঈশ্বরের সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. গীতসংহিতার লেখক বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বর তাঁর লোকদের প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আপনি কখন অনুভব করেন যে, ঈশ্বর আপনাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন?

২. ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে কি কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, আমাদের কঠিন সময়ে তিনি আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন না?

গীত ৭৫

মন্দিরের পক্ষে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ

ভূমিকা: যখন উদ্ধত ও অহঙ্কারী জাগতিক শক্তি ইস্রায়েলের নিরাপত্তায় আঘাত হানে, সেই মুহূর্তে ঈশ্বরের সুনিশ্চিত সুরক্ষার কথা বর্ণনা করে গাওয়া গীত। গীতটি রচনার সময়কাল সম্ভবত আশেরীয়দের সৃষ্টি করা বিশ্বব্যাপী আতঙ্ক ও গোলযোগের সময় (২ রাজা ১৮:১৩–১৯:৩৭ পদ দেখুন)। এর সাথে গীত ১১; ৭৬ অধ্যায়ও দেখুন। হান্নার প্রার্থনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিষয়বস্তু নিয়ে প্রচুর গীত রয়েছে (১ শমূ ২:১-১০ পদ দেখুন)। সমবেত উপাসনাকারী জনতা এখানে কথা বলছে (পদ ১), সম্ভবত তাদেরকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন আসফের কোন একজন বংশধর (পদ ৯)। গীতটির কাঠামো নির্দেশ করেছে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন (পদ ১) এবং তাঁর প্রশংসা ও গৌরব (পদ ৯-১০)। গীতের মূল অংশে রয়েছে চারটি পঙক্তি (হিব্রু সংস্করণে) বিশিষ্ট দুটি অংশ এবং প্রত্যেকটি অংশে দুটি করে জোড় পদ রয়েছে। প্রথম অংশে রয়েছে স্বর্গ থেকে ঘোষিত নিশ্চয়তা দানকারী বাণী; দ্বিতীয় অংশে রয়েছে জগৎ থেকে ঈশ্বরের বিজয়ের কথা ঘোষণা। এই অধ্যায়ের সাথে পারিপার্শ্বিক অধ্যায়গুলো, বিশেষ করে গীত ৭৬ অধ্যায়ের সম্পৃক্ততা সম্পর্কে জানতে গীত ৭৩-৭৮ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, নাশ করো না। আসফের সঙ্গীত। গীত।

[১] হে ঈশ্বর, আমরা তোমার ধন্যবাদ করছি, ধন্যবাদ করছি,
কেননা তোমার নাম নিকটবর্তী;
লোকে তোমার আশ্চর্য সমস্ত কাজ বর্ণনা করে।
[২] "আমি যখন নিরূপিত সময় উপস্থিত করবো,
তখন আমিই ন্যায্য বিচার করবো।
[৩] পৃথিবী ও অধিবাসীরা বিলীন হচ্ছে;
আমি তার সমস্ত স্তম্ভ স্থাপন করেছি। [সেলা]
[৪] আমি গর্বিত লোকদের বললাম, গর্ব করো না;
দুষ্ট লোকদের বললাম, শিং তুলো না।
[৫] তোমাদের শিং উঁচুতে তুলো না;
অবাধ্য হয়ে কথা বলো না।"
[৬] কেননা উদয় স্থান থেকে, বা পশ্চিম থেকে,
অথবা দক্ষিণ থেকে উন্নতি লাভ হয়, এমন নয়।
[৭] কিন্তু ঈশ্বরই বিচারকর্তা;

গীত ৭৫ : ক্রসরেফারেন্স

[৭৫:১] গীত ১৪৫:১৮
[৭৫:১] যিহো ৩:৫; গীত ৪৪:১; ৭১:১৬; ৭৭:১২; ১০৫:২; ১০৭:৮, ১৫; ১৪৫:৫, ১২
[৭৫:২] যাত্রা ১৩:১০
[৭৫:২] গীত ৭:১১
[৭৫:৩] যিশা ২৪:১৯
[৭৫:৩] ১শমূ ২:৮; ২শমূ ২২:৮
[৭৫:৪] গীত ৫:৫
[৭৫:৪] ১শমূ ২:৩
[৭৫:৪] সখ ১:২১
[৭৫:৫] ইয়োব ১৫:২৫
[৭৫:৭] আদি ১৬:৫; গীত ৫০:৬; ৫৮:১১; প্রকা ১৮:৮
[৭৫:৭] ১শমূ ২:৭; ইয়োব

তিনি কাউকে নত, কাউকে বা উন্নত করেন।
৮ কেননা সদাপ্রভুর হাতে একটি পানপাত্র আছে,
তার আঙ্গুর-রস মেতে উঠেছে,
তা মিশানো সুরায় পরিপূর্ণ, আর তিনি তা থেকে ঢালেন,
পৃথিবীর দুষ্ট সকলে তার তলানি পর্যন্ত চেটে খাবে।
৯ কিন্তু আমি চিরকাল প্রচার করবো,
যাকোবের ঈশ্বরের উদ্দেশে গান গাইব।
১০ আর আমি দুষ্টদের সমস্ত শিং কেটে ফেলবো,
কিন্তু ধার্মিকদের শিং উন্নত হবে।

৫:১১; গীত ১৪৭:৬; যিহি ২১:২৬; দানি ২:২১
[৭৫:৮] হিতো ২৩:৩০
[৭৫:৮] যিশা ৫১:১৭; যিরি ২৫:১৫; সখ ১২:২
[৭৫:৯] গীত ৪০:১০
[৭৫:৯] গীত ১০৮:১
[৭৫:৯] আদি ২৪:১২; গীত ৭৬:৬
[৭৫:১০] গীত ৮৯:১৭; ৯২:১০; ১১২:৯; ১৪৮:১৪

গীত ৭৫ এর নোটসমূহ

শিরোনাম প্রধান বাদ্যকরের জন্য: গীত ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **স্বর:** গীত ৯ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **নাশ করো না:** গীত ৫৭; ৫৮; ৫৯ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। **আসফ:** গীত ৭৩ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **গীত:** গীত ৩০ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

৭৫:১ সমবেত জনতা ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ভাষায় তাঁকে প্রশংসা ও গৌরব প্রদান করছে (৭:১৭; ২৮:৭; ৩০:১২; ৩৫:১৮ পদ দেখুন)। **তোমার নাম:** ৫:১১; ৭৪:৭ পদের নোট দেখুন। **আশ্চর্য সমস্ত কাজ:** ৯:১ পদের নোট দেখুন।

৭৫:২-৫ স্বর্গ থেকে আসা নিশ্চয়তা দানকারী বাণী: ঈশ্বর কখনোই এই সকল উদ্ধত ও অহঙ্কারী লোকদেরকে ছেড়ে দেবেন না।। তবে এটি স্পষ্ট নয় যে, ঈশ্বর নতুন কোন বাণী প্রদান করেছেন না কি ঈশ্বর এর আগে পবিত্র শাস্ত্রে ভাববাদীদের মধ্য দিয়ে যে সকল কথা বলেছেন সেগুলোকেই পুনরায় স্মরণ করা হয়েছে (যেমন ভাববাদী যিশাইয়র মধ্য দিয়ে ঈশ্বর যে সকল কথা বলেছেন, ২ রাজা ১৯:২১-৩৪ পদ দেখুন এবং উক্ত পদের নোট দেখুন)।

৭৫:২ আমিই ন্যায্য বিচার করবো। ঈশ্বর ন্যায্য বিচার করতে ব্যর্থ হবেন না (গীত ৯৬; ৯৮ অধ্যায় দেখুন এবং ৯৬:১৩; ৯৮:৯ পদের নোট দেখুন) – কিন্তু তিনি তাঁর নিজ নিরূপিত সময়ে তা করবেন।

৭৫:৩ মন্দ শক্তির উত্থানের কারণে যখন সমগ্র পৃথিবীতে নৈতিকতা ও আদর্শ চরমভাবে ব্যাহত হবে, যখন জগৎ হয়ে পড়বে ভগ্নপ্রায়, তখনও ঈশ্বর এই পৃথিবীকে ধরে রাখবেন বলে কথা দিচ্ছেন (১১:৩ পদের নোট দেখুন)। **স্তম্ভ:** এই প্রতীকী শব্দটির মধ্য দিয়ে সমগ্র বিশ্বে শৃঙ্খলা ও শান্তি রক্ষার কথা বোঝানো হয়েছে (২৪:২ পদের নোট দেখুন)।

৭৫:৪ গর্বিত ... দুষ্ট। গীত রচয়িতাদের কাছে দুষ্টেরা একাধারে উদ্ধত (বিশেষ করে গীত ১০ অধ্যায় দেখুন এবং ১০:২-১১; ৭৩:৪-১২ পদের নোট; ৯৪:৪ পদ দেখুন; সেই সাথে ৩১:২৩ পদের নোট দেখুন) এবং মূর্খ (গীত ১৬ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন এবং ১৪:১; ৭৪:১৮, ২২ পদ এবং ৭৪:১৮; ৯২:৬; ৯৪:৮ পদের নোট ও ৯৪:৮-১১ পদের নোট দেখুন)। **শিং উঁচু কোরো না:** আক্রমণকারী ষাঁড়ের উপমা অনুসারে উদ্ধত বিরোধিতাকারীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। "শিং" (১০ পদও দেখুন) পবিত্র বাইবেলে সাধারণভাবে শৌর্য

বীর্য ও ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে (১৮:২ পদের নোট দেখুন)।

৭৫:৫ অবাধ্য হয়ে কথা বলো না। আক্ষরিক অর্থে "ঘাড় শক্ত করে কথা বলো না," যা অবাধ্যতার প্রতীক হিসেবে বলা হয়ে থাকে।

৭৫:৬-৮ সমগ্র জগৎ থেকে আসা বিজয়ের জয়ধ্বনি: সম্ভভত ঈশ্বরের সান্ত্বনাদানকারী বাণীর প্রেক্ষিতে লেবীয় গীত গায়কেরা এই অংশটি গেয়ে থাকেন।

৭৫:৮ পানপাত্র। ১৬:৫ পদের নোট দেখুন। **তা মিশ্রিত সুরায় পরিপূর্ণ:** মিশ্রিত সুরায় বিভিন্ন মশলা বা নেশা জাতীয় দ্রব্য মেশানো থাকতো যা মাদকতা তৈরি করতো (হিতোপদেশ ৯:২, ৫ পদ দেখুন এবং ৯:২; ২৩:২৯-৩০ পদের নোট ও ২৩:৩০; শলোমনের গীত ৮:২; যিশাইয় ৬৫:১১ পদের নোট দেখুন)। **তলানি পর্যন্ত চেটে খাবে:** কারণ ঈশ্বর নিজে তা ঢালছেন এবং তাদের আর তা এড়ানোর কোন উপায় নেই।

৭৫:৯ চিরকাল ঈশ্বরের প্রশংসা ও গৌরব করার মানত প্রকাশ (৭:১৭ পদের নোট দেখুন), কারণ তিনি ধর্মশীলতায় বিচার করেন। **আমি:** সম্ভবত লেবীয় গীত গায়কদের নেতা সমগ্র সমবেত উপাসনাকারীদের পক্ষে প্রতিনিধি হিসেবে এই কথা উচ্চারণ করেছেন, কিন্তু এখানে যে সর্বনাম পদটি ব্যবহৃত হয়েছে তা সাধারণত একবচনে পুরো সমবেত জনতাকে বুঝিয়ে থাকে, যেমনটা ৭৪:১২ পদে দেখা যায় (গীত ৩০ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন)। **যাকোব:** ইস্রায়েল জাতির জন্য ব্যবহৃত সমার্থক নাম (আদিপুস্তক ৩২:২৮ পদের নোট)।

৭৫:১০ ধার্মিক। ১:৫ পদ; আদি ৭:১; দ্বি.বি. ৬:২৫; ২ শমূ ২২:২১, ২৫ পদের নোট দেখুন। **উন্নত হবে:** ৭ পদ দেখুন; আরও দেখুন ৪ পদের নোট।

উপসংহার: মন্দিরের পক্ষে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ প্রকাশ পেয়েছে। মশীহ হলেন ন্যায়বান বিচারক। তাঁর দ্বিতীয় আগমনের সময় তিনি তাঁর বিচার কার্য করবেন।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. গীতরচক সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করে ও তাঁর আশ্চর্য কাজের বর্ণনা করার বাসনা করেছেন। আমাদের জীবনে ও আমাদের সমাজে এমন কি কোন আশ্চর্য কাজ রয়েছে যার জন্য আমরা আমাদের মঙ্গলময় প্রভুর প্রশংসা করতে পরি? আমাদের ব্যক্তি-জীবনে কি এমন কোন আশ্চর্য বিষয় রয়েছে যার জন্য আমরা প্রভুর প্রশংসা করতে পারি?

২. সত্য উপাসনার কোন্ উপাদান এই গীত প্রকাশ করে?

৩. আপনি কি আজ এই সত্য উপাসনার উপাদানের কথা মনে রেখে প্রভুর উপাসনা করেছেন?

গীত ৭৬

ইস্রায়েল-সন্তানদের ঈশ্বর সমস্ত পৃথিবীর বিচার করেন

ভূমিকা: যিরূশালেমকে অর্থাৎ সদাপ্রভুর রাজকীয় রাজধানীকে রক্ষা করার জন্য তাঁর অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার প্রশংসা ও গৌরব। এই গীতটি বিষয়বস্তুগত দিক থেকে গীত ৪৬; ৪৮; ৮৭ অধ্যায়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত (গীত ৪৬ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। এক্ষেত্রে প্রাচীন ধারণাটি হয়তো সঠিক যে, সনহেরীবের সেনাবাহিনী যিরূশালেমের মন্দির ধ্বংস করে দেওয়ার হুমকি ঘোষণা করার পর সদাপ্রভু কর্তৃক সেই বাহিনীর সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধনের পরেই এই গীতটি রচনা করা হয়েছিল (২ রাজা ১৯:৩৫ পদ দেখুন)। কাঠামোগত দিক থেকে সূচনা (পদ ১-৩) এবং সমাপ্তি (পদ ১১-১২) অংশ দুটি মূল বিষয়বস্তু প্রকাশ করেছে। এর মধ্যবর্তী অংশে রয়েছে দুটি চার পঙক্তি বিশিষ্ট (হিব্রু সংস্করণে) অংশ যেখানে ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে প্রশংসা করা হয়েছে (পদ ৪-৬, ৭-১০) এবং তাঁর মহা বিচারের গৌরব করা হয়েছে। এই গীতটির সাথে পারিপার্শ্বিক অন্যান্য অধ্যায়, বিশেষ করে গীত ৭৫ অধ্যায়ের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করার জন্য গীত ৭৩-৭৮ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। তারযুক্ত যন্ত্রে। আসফের সঙ্গীত। গীত।

১ ঈশ্বর যিহূদার মধ্যে পরিচিত,
ইস্রায়েলের মধ্যে তাঁর নাম মহৎ।
২ আর শালেমে তাঁর আবাস,
সিয়োনে তাঁর বাসস্থান রয়েছে।
৩ সেখানে তিনি ধনুকের জ্বলন্ত সমস্ত তীর,
ঢাল, খড়্গ ও সমস্ত যুদ্ধাস্ত্র ধ্বংস করেছেন। [সেলা]
৪ মৃগয়ার পর্বতমালা থেকে তুমি তেজোময় ও মহিমান্বিত।
৫ সাহসী যোদ্ধাদের লুট করা হয়েছে ও তারা ঘুমে ঢলে পড়েছে,
কোন বীর তার হাত তুলতে পারে নি।
৬ হে যাকোবের ঈশ্বর,
তোমার ধমক খেয়ে রথ ও ঘোড়া গভীর ঘুমে ঢলে পড়েছে।
৭ তুমি, তুমিই ভয়াবহ;
তুমি একবার ক্রুদ্ধ হলে কে তোমার সাক্ষাতে দাঁড়াবে?
৮ তুমি স্বর্গ থেকে বিচারাজ্ঞা শুনালে,
পৃথিবী ভয় পেল, নিস্তব্ধ হল,
৯ যখন ঈশ্বর উঠলেন বিচার করার জন্য,
পৃথিবীর অত্যাচারিত লোকদের পরিত্রাণ করার জন্য। [সেলা]
১০ অবশ্য, মানুষের ক্রোধ তোমার প্রশংসা করবে;
তুমি ক্রোধের অবশেষ দ্বারা তোমার চারপাশ বাঁধবে।

গীত ৭৬ : ক্রসরেফারেন্স

[৭৬:১] গীত ৯৯:৩
[৭৬:২] আদি ১৪:১৮; ইব ৭:১
[৭৬:২] ২শমূ ৫:৭; গীত ২:৬
[৭৬:৩] যিহি ৩৯:৯
[৭৬:৩] গীত ৪৬:৯
[৭৬:৪] গীত ৩৬:৯
[৭৬:৫] বিচার ২০:৪৪
[৭৬:৫] গীত ১৩:৩; মথি ৯:২৪
[৭৬:৬] গীত ৫০:২১
[৭৬:৬] যাত্রা ১৫:১
[৭৬:৭] ১বংশা ১৬:২৫
[৭৬:৭] ইষ্রা ৯:১৫; প্রকা ৬:১৭
[৭৬:৭] গীত ২:৫; নহূম ১:৬
[৭৬:৮] ১বংশা ১৬:৩০; যিহি ৩৮:২০
[৭৬:৯] গীত ৯:৮; ৫৮:১১; ৭৪:২২; ৮২:৮; ৯৬:১৩
[৭৬:৯] গীত ৭২:৪
[৭৬:১০] যাত্রা ৯:১৬; রোমীয় ৯:১৭

১১ তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে শপথ কর ও তা পূর্ণ কর;
তাঁর চতুর্দিকের সকলে সেই ভয়াবহের কাছে
উপঢৌকন আনয়ন করুক।
১২ তিনি শাসনকর্তাদের সাহস খর্ব করেন;
পৃথিবীর রাজাদের পক্ষে তিনি ভয়াবহ।

[৭৬:১১] লেবী ২২:১৮; গীত ৫০:১৪; উপ ৫:৪-৫
[৭৬:১১] ২বংশা ৩২:২৩

গীত ৭৬ এর নোটসমূহ

শিরোনাম প্রধান বাদ্যকরের জন্য: গীত ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **তারযুক্ত যন্ত্রে:** গীত ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **আসফ:** গীত ৭৩ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **গীত:** গীত ৩০ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

৭৬:১-৩ সিয়োন নগরীকে রক্ষা করার জন্য এর শত্রুদেরকে ঈশ্বর কর্তৃক নিঃশেষে ধ্বংস সাধন।

৭৬:১ ঈশ্বর ... পরিচিত। এখন তিনি আরও বিশেষভাবে পরিচিত তাঁর অলৌকিক ও আশ্চর্য কাজের কারণে। **ইস্রায়েল:** সম্ভবত এখানে সামগ্রিকভাবে ঈশ্বরের নিয়মে আবদ্ধ তাঁর মনোনীত জাতিকে বোঝানো হয়েছে। আশেরীয়দের আক্রমণের কারণে বহু ইস্রায়েলীয় উত্তরের রাজ্য থেকে পালিয়ে এসে যিহূদায় বসবাস করতে শুরু করে (গীত ৮০ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন এবং নহিমিয় ৩:৮ অধ্যায়ের নোট দেখুন)।

৭৬:২ আবাস ... বাসস্থান। যেহেতু এই দুটি শব্দের জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দ দিয়ে প্রায়শই সিংহের গুহা, গর্ত বা ডেরা বোঝানো হয়েছে (১০:৯; ১০৪:২২; ইয়োব ৩৮:৪০; যিরমিয় ২৫:৩৮; আমোস ৩:৪), সেহেতু হতে পারে গীত রচয়িতা এখানে ইস্রায়েলের ঈশ্বরকে শিকারী সিংহের মত করে দেখিয়েছেন, যে তার শিকারকে বশে নিয়ে আসে। সেক্ষেত্রে ৪ পদের আরেক ধরনের ব্যাখ্যা প্রয়োজন (উক্ত পদের নোট দেখুন)। **শালেম:** যিরূশালেম, যা সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে (আদিপুস্তক ১৪:১৮ পদের নোট দেখুন)। **সিয়োন:** ৯:১১ পদের নোট দেখুন।

৭৬:৪-১০ ঈশ্বরের অভাবনীয় ও ভয়াবহ শক্তির প্রশংসা, যাঁর কর্তৃত্বপূর্ণ ন্যায় বিচারের মধ্য দিয়ে ভক্তিপূর্ণ ভয়ে প্রত্যেকে পূর্ণ হয় (ভূমিকা দেখুন)।

৭৬:৪ মৃগয়ার পর্বতমালা ... তেজোময় ও মহিমান্বিত। ২ পদের বিশেষ্য পদটি যদি সিংহের গর্ত বুঝিয়ে থাকে (উক্ত পদের নোট দেখুন), তাহলে এই পঙক্তিটির অর্থ হবে এমন: "সিংহের অগণিত মৃগয়ার পর্বতমালা থেকেও তুমি তেজোময় ও মহিমান্বিত।"

৭৬:৫-৬ সম্ভবত এর মধ্য দিয়ে লোহিত সাগরে মিসরীয়দের উপরে ঈশ্বরের বিজয় সাধনের ঘটনাকেও বোঝানো হতে পারে (যাত্রা ১৪:২৮, ৩০; ১৫:৪-৫, ১০ পদ দেখুন)।

৭৬:৬ ধমক। এই শব্দটি যখন ঈশ্বরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তখন সাধারণত কয়েকটি বিষয় বোঝানো হতে পারে: (১) তাঁর ভয়াবহ কর্তৃত্ব প্রকাশকারী বজ্র, যার মধ্য দিয়ে তিনি এই সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠা করে থাকেন (১৮:১৫; ১০৪:৭; ১০৬:৯; ইয়োব ২৬:১১; যিশাইয় ৫০:২; গণনা ১:৪ পদ দেখুন) বা তাঁর শত্রুদের প্রতিহত করে থাকেন (এই পদে; এর সাথে দেখুন ৯:৫; ৬৮:৩০; যিশাইয় ১৭:১৩ পদ); কিংবা (২) তাঁর ক্রোধের বজ্রধ্বনি (৮০:১৬; যিশাইয় ৫১:২০; ৫৪:৯; ৬৬:১৫; মালাখি ২:৩ পদ দেখুন)।

যাকোবের ঈশ্বরঃ এর সাথে গীত ৭৫ অধ্যায়টি সংযুক্ত (৭৫:৯ পদের নোট দেখুন)।
৭৬:৭ তুমি, তুমিই ভয়াবহ। চার পঙক্তি বিশিষ্ট দ্বিতীয় এই অংশটির প্রথম পঙক্তিতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে "তুমিই" কথাটি বলা হয়েছে যার মধ্য দিয়ে প্রথম চার পঙক্তি বিশিষ্ট অংশটি শুরু হয়েছিল (পদ ৪)।
৭৬:৮ স্বর্গ থেকে। যদিও ঈশ্বর সিয়োনে উপস্থিত রয়েছেন (পদ ২ দেখুন), তিনি স্বর্গে নিজ কর্তৃত্বে সমগ্র জগৎ শাসন করছেন।
৭৬:১০ ক্রোধ। ২:৫ পদের নোট দেখুন। **তোমার প্রশংসা করবেঃ** যখন তাঁর বিচার লোকদের জন্য উদ্ধার নিয়ে আসবে, তখন উদ্ধার প্রাপ্তরা তাঁর প্রশংসা করবে। বিভিন্ন ভার্সনে ভিন্নভিন্ন ভাবে অনুবাদ করা হয়েছে এই অংশটিকে, যেখানে "মানুষের ক্রোধ তোমার প্রশংসা করবে" কথাটির মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, যখন মানুষ ঈশ্বরের রাজ্যের চারপাশে উঠে দাঁড়াবে, তখন তিনি তাদেরকে মহা ক্রোধে বিনষ্ট করবেন, যেন বিজয়ী ও উদ্ধারকারী হিসেবে তিনি একমাত্র প্রশংসিত হতে পারেন। আর "ক্রোধের অবশেষ" বলতে সম্ভবত বোঝানো হয়েছে সেই বিশেষ বিচারের কথা যা তাঁর ক্রোধকে বাড়িয়ে তোলে না। এই অবশিষ্ট ক্রোধ দ্বারা অন্যান্য শত্রু শক্তিকে বিনষ্ট করা হবে।
৭৬:১১-১২ ইস্রায়েল জাতি জানুক যে, ঈশ্বর মানুষের কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা গ্রহণ করেন; জাতিগণ তাঁর চিরন্তন ও সার্বজনীন কর্তৃত্ব স্বীকার করুক ও আনুগত্য প্রকাশ করুক।
৭৬:১১ সদাপ্রভুর কাছে শপথ কর ... পূর্ণ কর। ৫০:১৪ পদের নোট দেখুন।
৭৬:১২ শাসনকর্তাদের সাহস। তাদের দুঃসাহসিক বিদ্রোহ।

উপসংহারঃ ঈশ্বরের শাসনকার্য স্থাপন করা হবে। সদাপ্রভু সিয়োনে রাজত্ব করবেন। দুষ্টদের উপর শাস্তির ফলে তিনি এই রাজত্ব করবেন।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্নঃ

১. ইস্রায়েলের ইতিহাসে কোন ঘটনাটি এই গীতে প্রকাশিত হয়েছে?
২. আধুনিক ইতিহাসে ঈশ্বর কি ভূমিকা পালন করছেন বলে আপনি মনে করেন?
৩. কিভাবে আপনি ঈশ্বরের শক্তি এবং আজকের ক্ষমতাধরদের মধ্যে শক্তির পার্থক্য করবেন?
৪. পৃথিবীর শাসকদের উপর ঈশ্বরকে সার্বভৌম জেনে আপনার জীবনের জন্য কিভাবে তাঁর উপর নির্ভর করবেন?

গীত ৭৭

মহান ঈশ্বরের মহান কাজ স্মরণ করা

ভূমিকাঃ মহা দুর্দশা ও কষ্টভোগের সময় সান্ত্বনার প্রতিফলন। গীত ৭৪ অধ্যায়ের সাথে এই অধ্যায়ের সম্পর্ক জানতে গীত ৭৩-৭৮ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। ১-৬ পদে ক্রিয়াপদের

বিভিন্ন রূপের ব্যবহারের কারণে এ বিষয়টি অনিশ্চিত যে, এই গীতটি আসলে প্রার্থনা (প্রার্থনা হলে এই অধ্যায়ের ব্যবহৃত ক্রিয়াপদগুলো হত বর্তমান কালের) কিংবা অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্কলন। ২ পদের "সঙ্কট" শব্দটি দিয়ে যত না জাতীয় সঙ্কট বোঝানো হয়েছে তার চেয়ে বেশি ব্যক্তিগত সঙ্কটের কথা বোঝানো হয়েছে। হবক্কুক ৩:৮-১০ পদের সাথে ১৬-১৯ পদের তুলনা করলে এ বিষয়টি মনে করা যেতে পারে যে, দায়ূদের রাজবংশের শেষ দিকে এই ঘটনা ঘটেছিল, যদিও এর তেমন কোন প্রমাণ নেই। কাব্যিক ভাষায় প্রথমে প্রকাশ পেয়েছে অসন্তোষ ও উদ্বেগ (পদ ১-৯) এবং তার পরে প্রকাশ পেয়েছে অতীতের সান্ত্বনা ও সমৃদ্ধির অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ (পদ ১০-২০)। অত্যন্ত নাটকীয় ও চমৎকার একটি বিষয় হচ্ছে একটি চার পদ বিশিষ্ট পঙক্তির বিশেষ সংযোজন (পদ ১৬-১৯) যা দেখা যায় আরেকটি চার পদ বিশিষ্ট পঙক্তির তৃতীয় ও চতুর্থ পদের মধ্যে (পদ ১৩-১৫,২০)।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। যিদুথূনের প্রণালীতে। আসফের সঙ্গীত।

গীত ৭৭ : ক্রসরেফারেন্স

[৭৭:১] ১রাজা ৮:৫২
[৭৭:২] আদি ৩২:৭; ২শমূ ২২:৭; গীত ১১৮:৫
[৭৭:২] গীত ৬:৬; ২২:২; ৮৮:১
[৭৭:২] যাত্রা ৯:২৯; ইয়োব ১১:১৩
[৭৭:২] আদি ৩৭:৩৫; মথি ২:১৮
[৭৭:৩] গীত ৭৮:৩৫
[৭৭:৩] যাত্রা ২:২৩; গীত ৬:৬; যিরি ৪৫:৩
[৭৭:৩] গীত ৬:২
[৭৭:৪] গীত ৩৯:২
[৭৭:৫] দ্বি.বি. ৩২:৭; গীত ৪৪:১; ১৪৩:৫; উপ ৭:১০
[৭৭:৭] ১বংশা ২৮:৯
[৭৭:৭] গীত ৮৫:১; ১০২:১৩; ১০৬:৪
[৭৭:৮] গীত ৬:৪; ৯০:১৪
[৭৭:৮] ২পিতর ৩:৯
[৭৭:৯] গীত ২৫:৬; ৪০:১১; ৫১:১
[৭৭:৯] যিশা ৪৯:১৫
[৭৭:১০] যাত্রা ১৫:৬

[১] আমি চিৎকার করে ঈশ্বরের কাছে কান্নাকাটি করবো;
চিৎকার করে ঈশ্বরের কাছে কান্নাকাটি করবো,
তিনি আমার কান্না শুনে উত্তর দেবেন।
[২] সঙ্কটের দিনে আমি প্রভুর খোঁজ করলাম;
রাতের বেলায় আমার হাত দু'টি বাড়ানোই থাকলো,
সঙ্কুচিত হল না;
আমার প্রাণ প্রবোধ মানল না।
[৩] আমি ঈশ্বরকে স্মরণ করে কাতর আর্তনাদ করছি;
ভাবনা করতে করতে আমার আত্মা মূর্চ্ছিত হচ্ছে। [সেলা]
[৪] তুমি আমার চোখের পাতা খোলা রাখছ;
আমি এত উদ্বিগ্ন যে, কথা বলতে পারি না।
[৫] আমি আলোচনা করলাম পূর্বকালের সমস্ত দিন,
পুরাকালের সমস্ত বছর।
[৬] আমি আমার রাত্রিকালীন গান স্মরণ করি,
আমি মনে মনে ধ্যান করি;
আমার আত্মা অনুসন্ধান করলো।
[৭] প্রভু কি চিরকালের জন্য ত্যাগ করবেন?
তিনি কি আর সুপ্রসন্ন হবেন না?
[৮] তাঁর অটল প্রেম কি চিরতরে শেষ হয়েছে?
তাঁর প্রতিজ্ঞা কি পুরুষানুক্রমে বিফল থাকবে?
[৯] ঈশ্বর কি প্রসন্ন থাকতে ভুলে গেছেন?
তিনি ক্রোধে কি তাঁর করুণা রুদ্ধ করেছেন? [সেলা]
[১০] পরে আমি বললাম, এটাই আমার দুঃখ যে,

সর্বশক্তিমানের ডান হাতখানা বদলে গেছে।
১১ আমি সদাপ্রভুর সমস্ত কাজ উল্লেখ করবো;
তোমার পূর্বকালীন আশ্চর্য সমস্ত কাজ স্মরণ করবো।
১২ আমি তোমার সমস্ত কাজ ধ্যানও করবো,
তোমার সমস্ত কাজ আলোচনা করবো।
১৩ হে ঈশ্বর, পবিত্রতায় তোমার পথ;
ঈশ্বরের মত মহান ঈশ্বর কে?
১৪ তুমিই সেই ঈশ্বর যিনি আশ্চর্য কাজ করে থাকেন,
তুমি জাতিদের মধ্যে তোমার পরাক্রম প্রকাশ করেছ।
১৫ তুমি বাহুবল দ্বারা তোমার লোকদের,
যাকোবের ও যোষেফের সন্তানদেরকে, মুক্ত করেছ। [সেলা]
১৬ হে ঈশ্বর, জলরাশি তোমাকে দেখলো;
জলরাশি তোমাকে দেখে কেঁপে উঠলো,
সমস্ত জলধিও বিচলিত হল।
১৭ মেঘমালা জলের ধারা বর্ষণ করলো,
আকাশ গর্জন করলো,
তোমার তীরগুলো চারদিকে চমকাতে লাগল।
১৮ ঘূর্ণিবাতাসে তোমার বজ্রের ধ্বনি হল,
বিদ্যুৎ জগৎকে দেদীপ্যমান করলো,
পৃথিবী কেঁপে উঠলো ও দুলতে লাগল।
১৯ সমুদ্রের মধ্যে তোমার পথ ছিল,
বহু জলরাশির মধ্যে তোমার পথ ছিল,
তোমার পদচিহ্ন জানা গেল না।
২০ তুমি নিজের লোকদেরকে মেষের পালের মত
মোশি ও হারোণের হাত দিয়ে চালিয়েছিলে।

[৭৭:১১] যিহি ৯:১৭
[৭৭:১২] আদি ২৪:৬৩
[৭৭:১২] গীত ১৪৩:৫
[৭৭:১৩] যাত্রা ১৫:১১; গীত ৭১:১৯; ৮৬:৮
[৭৭:১৪] যাত্রা ৩:২০; ৩৪:১০
[৭৭:১৫] যাত্রা ৬:৬
[৭৭:১৬] যাত্রা ১৪:২১, ২৮; যিশা ৫০:২; হবক্ ৩:৮
[৭৭:১৬] গীত ১১৪:৪; হবক্ ৩:১০
[৭৭:১৭] বিচার ৫:৪
[৭৭:১৭] যাত্রা ৯:২৩; গীত [২৯:৩
[৭৭:১৭] দ্বি.বি. ৩২:২৩
[৭৭:১৮] গীত ৫৫:৮
[৭৭:১৮] ২শমূ ২২:১৩
[৭৭:১৮] বিচার ৫:৪
[৭৭:১৯] যাত্রা ১৪:২২
[৭৭:১৯] ইয়োব ৯:৮
[৭৭:২০] যাত্রা ১৩:২১
[৭৭:২০] গীত ৭৮:৫২; যিশা ৬৩:১১
[৭৭:২০] যাত্রা ৪:১৬; গণনা ৩৩:১

গীত ৭৭ এর নোটসমূহ

শিরোনাম প্রধান বাদ্যকরের জন্য: গীত ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **যিদূথূন:** গীত ৩৯ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **আসফ:** গীত ৭৩ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

৭৭:১-৯ আপাতদৃষ্টিতে ঈশ্বরের নিষ্ক্রিয়তার জন্য অসন্তোষ প্রকাশ, যখন তিনি অবিরত জরুরি প্রার্থনার পরেও তার কোন উত্তর দিচ্ছেন না।

৭৭:৩-৬ ঈশ্বরের অতীত দয়া ও করুণার কথা স্মরণ করার কারণে বর্তমানের এই দুঃখ ও দুর্দশা আরও বেশি করে অনুভূত হচ্ছে (যা ২২:১-১১ পদের দেখা যায়)। ঈশ্বর যে এখন প্রার্থনার জবাব দিতে দেরি করছেন তার জন্য গীত রচয়িতা ঘুমোতে পারছেন না (এর সাথে তুলনা করুন ৩:৫; ৪:৮) এবং তিনি কথাও বলতে পারছেন না (কিন্তু পদ ১০-২০ দেখুন)।

৭৭:৬ মনে মনে। ৪:৭ পদের নোট দেখুন।

৭৭:৭-৯ যদিও মুখে কোন কথা নির্গত হচ্ছে না (পদ ৪), তথাপি দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ মন থেকে যাচ্ছে না।

৭৭:৮ অটল ভালবাসা। ৬:৪ পদের নোট দেখুন।

৭৭:৯ ক্রোধ। ২:৫ পদের নোট দেখুন।

৭৭:১০-২০ যাত্রার সময়কালে ইস্রায়েল জাতির জন্য ঈশ্বরের কৃত সমস্ত অলৌকিক কাজ স্মরণ করে তাঁর উপরে বিশ্বাসের নিশ্চয়তা প্রকাশ করা হচ্ছে।

৭৭:১০-১২ ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকার কারণে গীত রচয়িতা এই বর্তমান সঙ্কটকে ছাপিয়ে পেছনে ফিরে তাকাচ্ছেন এবং ঈশ্বরের সমস্ত আশ্চর্য কাজের কথা স্মরণ করছেন, যা তাঁকে অতীতে ঈশ্বরের সমস্ত উদ্ধারকারী কাজের কথা মনে করিয়ে দিয়ে নতুন আশা যোগাবে।

৭৭:১০ সর্বশক্তিমান। আদি ১৪:১৯ পদের নোট দেখুন।

৭৭:১১,১৪ আশ্চর্য কাজ। ৯:১ পদের নোট দেখুন ("আশ্চর্য কাজ")।

৭৭:১৩-২০ যাত্রার সময়কালে ঈশ্বরের কৃত সমস্ত আশ্চর্য কাজ এখানে স্মরণ করা হয়েছে।

৭৭:১৩ আপাতদৃষ্টিতে এই কথাটি যাত্রা ১৫:১১ পদকে প্রতিফলিত করছে। **পবিত্রতায় তোমার পথ:** কিংবা বলা যায় "তোমার পবিত্রতা যা তোমার মন্দিরে দেখা যায়" (এর সাথে তুলনা করুন ৬৩:২ পদ)।

৭৭:১৫ মুক্ত করেছ। এখানে ও বেশ কিছু স্থানে প্রায়শই শব্দটি "উদ্ধার" শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে (৭১:২৩ পদের নোট দেখুন)। **যোষেফ:** পুরাতন নিয়মের লেখকেরা মাঝে মাঝে উত্তরের রাজ্যকে "যোষেফ" (বা "ইফ্রয়িম," যোষেফের পুত্র) বলে আখ্যা দিয়েছেন, যেন তা দক্ষিণের যিহূদা রাজ্য থেকে আলাদা করা যায় (৭৮:৬৭; ২ শমূ ১৯:২০; ১ রাজা ১১:২৮; যিহিষ্কেল ৩৭:১৬,১৯; আমোস ৫:৬, ১৫; ৬:৬; সখরিয় ১০:৬ পদ দেখুন)। তবে এখানে এবং অন্যান্য স্থানে (৮০:১; ৮১:৫; ওবদিয় ১৮ অধ্যায় দেখুন) যোষেফ, যিনি কনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও প্রথমজাত সন্তানের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল (এর সাথে দেখুন আদি ৪৮:৫ পদের নোট; যিহোশূয় ১৬:১-৪; ১ বংশা ৫:২; যিহিষ্কেল ৪৭:১৩ পদ)। এ কারণে তাঁকেই তাঁর প্রজন্মের এবং যাকোবের সকল বংশধরদের প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

৭৭:১৬-১৯ ঈশ্বরের কর্তৃক লোহিত সাগর উন্মোচিত হওয়ার দৃশ্যপটকে ঈশ্বরের শক্তিমত্তা ও কর্তৃত্বের বিশেষ প্রকাশ হিসেবে দেখানো হয়েছে (৭৪:১৩-১৫ পদ দেখুন)। ১৬ ও ১৯ পদে বিশেষভাবে এই ঘটনার কথা বলা হয়েছে। মধ্যবর্তী পদগুলোতে (পদ ১৭-১৮) বজ্রপাত ও ভূমিকম্পের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাওয়া ঈশ্বরের বিশেষ পরাক্রমের কথা বলা হয়েছে। যাত্রা ১৪:১৯ পদে শুধুমাত্র ঈশ্বরের উপস্থিতির মেঘের কথা বলা হয়েছে, কোন বজ্রপাত বা ভূমিকম্পের কথা বলা হয় নি। কিন্তু ইব্রীয় কবিরা অনেক সময় সদাপ্রভুর আগমনের সাথে বিচার বা উদ্ধারের বিষয়টিকে যুক্ত করে থাকেন – কারণ এটিই ছিল তাদের কাছে সবচেয়ে শক্তিশালী ক্ষমতার ও কর্তৃত্বের আত্মপ্রকাশ (১৮:১২-১৪; ৬৮:৮; বিচারকর্তৃগণ ৫:৪-৫; হবক্কুক ৩:৬, ১০ পদ দেখুন)। খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের কাছে ঈশ্বরের লোকদের জন্য তাঁর ক্ষমতার প্রকাশের মধ্যে যুক্ত রয়েছে যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু থেকে জীবন

লাভ (মথি ২৮:২; এর সাথে তুলনা করুন ইফি ১:১৮-২৩ পদ এবং ১:১৯ পদের নোট দেখুন)।
৭৭:১৭ তীর। অর্থাৎ বজ্র বিদ্যুৎ (আদিপুস্তক ৯:১৩ পদ)।
৭৭:২০ ১৫ পদের চিন্তাটি এই পদে এসে প্রস্ফুটিত হয়েছে (ভূমিকা দেখুন)। **নিজের লোকদেরকে ... চালিয়েছিলেঃ** সিনাই মরুভূমির মধ্য দিয়ে। **ভেড়ার পালের মতঃ** ২৩:১; ৭৪:১ পদেও নোট দেখুন।

উপসংহারঃ বিপদগ্রস্ত বিশ্বাসী এই কথা স্মরণ করে সান্ত্বনা পায় যে, অতীতে ঈশ্বর তাকে উদ্ধার করেছেন।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্নঃ

১. যিরূশালেমের ধ্বংস হওয়া এবং ইস্রায়েলের বন্দিদশার কারণে তিনি ঘুমাতে পারতেন না, আর আসফ প্রভুর কাছে তা তুলে ধরেছিলেন। নানা রকম সমস্যা এবং প্রভুর কাছ থেকে উত্তর না পাওয়া কি তাঁকে ঘুম থেকে জাগিয়ে রেখেছিল? প্রভুর কাছে সেই বিষয়গুলো তুলে ধরবার জন্য এই গীত কিভাবে আপনাকে উৎসাহিত করতে পারে?
২. এই গীতের "আমি" এবং "আমার" শব্দগুলোর জায়গায় যদি আপনার নিজের জন্য "আমি" ব্যবহার করেন তা কতটুকু উপযুক্ত হবে বলে মনে করেন?

গীত ৭৮

ঈশ্বর ও তাঁর লোকেরা

ভূমিকাঃ পরিত্রাণের ইতিহাস সম্বলিত একটি গীত, যার মধ্য দিয়ে ইস্রায়েল জাতিকে এই সাবধান বাণী প্রদান করা হচ্ছে যেন তারা তাদের অতীতের পাপগুলো আর না করে বরং ঈশ্বরের উদ্ধারকারী ও পরিত্রাণদানকারী কাজ ও তাঁর মহান উপস্থিতির কথা স্মরণ করে নিজেদেরকে বিশ্বাসে ও তাঁর নিয়মের প্রতি আনুগত্যে স্থির রাখে। এই অধ্যায়ে এবং পুরাতন নিয়মের আরও কয়েকটি স্থানে আমরা দেখি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, আনুগত্য ও নির্ভরতা হচ্ছে ঈশ্বরের লোকদের তরফ থেকে নিয়মে প্রতি বিশ্বস্ত থাকার বিশেষ নিদর্শন। ঈশ্বরের নিয়মের প্রতি এই বিশ্বস্ততার সূত্রপাত কোন বিমূর্ত নীতি থেকে হয় নি। ঈশ্বরের সাথে মানুষের সম্পর্ক কোন আনুষ্ঠানিকতায় আবদ্ধ সম্পর্ক নয়, বরং তা অত্যন্ত আন্তরিক ও ভালবাসাপূর্ণ সম্পর্ক। মানুষের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি থেকে ঈশ্বরের প্রতি তার ভালবাসা জাগ্রত হয় না, বরং ঈশ্বরের উদ্ধারকারী কাজের মধ্য দিয়ে এই ভালবাসার সূচনা ঘটে, যা জন্ম দেয় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের। এই কারণে বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হওয়া ঈশ্বরের কাছে সবচেয়ে অপছন্দনীয় বিষয়, যেহেতু তা ঈশ্বরের লোকদের জন্য কৃত তাঁর সমস্ত আশ্চর্য কাজকে অবজ্ঞাত করে তোলে (গীত ১০৫-১০৬ অধ্যায় দেখুন)। সম্ভবত এই গীতটি রচনা করা হয়েছিল ইস্রায়েল রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পর এবং খুব সম্ভব ভাববাদী

হোশেয়ের পরিচর্যার সময়কালে। উল্লেখ্য যে, ভাববাদী হোশেয় এবং ভাববাদী যিশাইয়র দুজনেই উত্তরের রাজ্যকে বারবার ইফ্রয়িম বলে সম্বোধন করেছেন, যেহেতু তা ছিল উত্তরের রাজ্যের সবচেয়ে শক্তিশালী গোষ্ঠী। ইফ্রয়িমের পাপের সমস্ত বর্ণনার মধ্য দিয়ে ইস্রায়েলের অবিশ্বস্ততাকে এখানে প্রকাশ করা হয়েছে (পদ ৯); গীতটি শেষ করা হয়েছে "ইস্রায়েল" এর প্রত্যাখ্যানের কথা (পদ ৫৯) এবং শীলোহের পরিত্যাগের কথা (পদ ৬০), তবে সেই সাথে যিহূদা ও সিয়োন পর্বতের মনোনয়নের কথা (পদ ৬৮)। আসফের বংশের কোন একজন ব্যক্তি কর্তৃক এই গীতটি রচিত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়, সেক্ষেত্রে গীতটি অবশ্যই রচিত হয়েছিল যিরূশালেমে বসবাসকারী উপাসনাকারীদের সতর্ক করে দেওয়ার জন্য, যেন তারা উত্তর নিবাসী ইস্রায়েলীয়দের মত আচরণ না করে। এই গীতটিকে গীত ৭৭ অধ্যায়ের পরে স্থান দেওয়ার মধ্য দিয়ে গীতসংহিতার সম্পাদনাকারীগণ দায়ূদকে মোশি ও হারোণের পরে সদাপ্রভুর লোকদের উপরে তাঁর নেতৃত্বদানকারী পালক হিসেবে স্থান দিয়েছেন (অধ্যায় ৭০-৭২; ৭৭:২০ পদ দেখুন)। কারণ রাজা দায়ূদ প্রতিজ্ঞাত দেশের পরিপূর্ণ বিজয় সাধনের মধ্য দিয়ে যাত্রার উদ্দেশ্য পূর্ণ করেছেন, যে দৃষ্টিভঙ্গি আমরা এই গীত থেকে পেয়ে থাকি। গীতটি রচিত হয়েছে হিব্রু ৭৭টি পঙক্তি দিয়ে (৭২টি পদ), যা ভাগ করা হয়েছে সাতটি অংশে, সেই সাথে রয়েছে ১১ লাইনের একটি ভূমিকা। ভূমিকার পরে বিভক্ত অংশগুলোর কাঠামো বেশ সমান্তরাল: ৮ পঙক্তি, ১৬ পঙক্তি, ৯ পঙক্তি, ১৬ পঙক্তি, ৮ পঙক্তি। ১৬ পঙক্তি ও ৯ পঙক্তির অংশগুলো মূল বিষয়বস্তুকে ক্রমাগতভাবে প্রকাশ করেছে, অপরদিকে ৮ পঙক্তির অংশগুলো মূল বিষয়বস্তুর প্রেক্ষাপটে ইস্রায়েল জাতির পাপ ("ইফ্রয়িম", পদ ৯-১৬) এবং ঈশ্বরের লোকদের প্রতি তাঁর অটল ভালবাসা ও দয়া। শত্রুদের উপরে তাঁর বিজয় লাভ এবং সিয়োন (যিহূদা) এবং দায়ূদকে মনোনয়নের মধ্য দিয়ে (পদ ৫৬-৭২) তাঁর এই ভালবাসা মূর্ত হয়ে উঠেছে। গীতসংহিতায় ৭৩ অধ্যায়ের সাথে এই গীতটির সম্পর্ক আরও ভালভাবে জানতে দেখুন গীত ৭৩-৭৮ অধ্যায়ের ভূমিকা।

গীত ৭৮ : ক্রসরেফারেন্স

[৭৮:১] যিশা ৫১:৪; ৫৫:৩
[৭৮:২] গীত ৪৯:৪; মথি ১৩:৩৫
[৭৮:৩] বিচার ৬:১৩
[৭৮:৪] দ্বি.বি. ১১:১৯
[৭৮:৪] দ্বি.বি. ৩২:৭; গীত ৭১:১৮
[৭৮:৪] গীত ২৬:৭; ৭১:১৭
[৭৮:৪] ইয়োব ৫:৯
[৭৮:৫] গীত ১৯:৭; ৮১:৫
[৭৮:৫] গীত ১৪৭:১৯

আসফের মস্কীল।

১ হে আমার স্বজাতি, আমার উপদেশ শোন,
আমার মুখের কথায় কান দাও।
২ আমি দৃষ্টান্তকথায় আমার মুখ খুলব,
আমি পুরাকালের গুপ্ত বিষয়গুলো ব্যক্ত করবো;
৩ সেসব আমরা শুনেছি, আর জেনেছি,
আমাদের পূর্বপুরুষেরা আমাদের বলেছেন,
৪ আমরা সেগুলো তাদের সন্তানদের কাছে গুপ্ত রাখবো না,
পরবর্তী বংশের কাছে সদাপ্রভুর প্রশংসা বর্ণনা করবো,
তাঁর পরাক্রম ও তাঁর কৃত আশ্চর্য সমস্ত কাজ বর্ণনা করবো।
৫ তিনি যাকোবের মধ্যে সাক্ষ্য দাঁড় করিয়েছেন,
ইস্রায়েলের মধ্যে ব্যবস্থা স্থাপন করেছেন;

যা তিনি আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন,
যেন তাঁরা নিজ নিজ সন্তানদের তা জানান;
৬ যেন উত্তরকালীন বংশ তা জানতে পারে,
এবং উঠে নিজ নিজ সন্তানদের কাছে তা বর্ণনা করতে পারে।
৭ যেন তারা ঈশ্বরের উপরে প্রত্যাশা রাখে,
এবং ঈশ্বরের সমস্ত কাজ ভুলে না যায়,
কিন্তু তাঁর সমস্ত আদেশ পালন করে;
৮ যেন তাদের পূর্বপুরুষদের মত না হয়,
যারা অবাধ্য ও বিদ্রোহী বংশ ছিল;
সেই বংশ নিজেদের অন্তর স্থির করে নি,
তাদের আত্মা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল না।
৯ ইফ্রয়িমের সন্তানেরা যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত ও ধনুকধারী ছিল,
সংগ্রামের দিনে তারা পিছু হটে গেল।
১০ তারা ঈশ্বরের নিয়ম পালন করলো না,
তাঁর ব্যবস্থার পথে চলতে অস্বীকার করলো।
১১ তারা তাঁর সমস্ত কাজ ভুলে গেল,
সেসব আশ্চর্য কাজ, যা তিনি তাদেরকে দেখিয়েছিলেন।
১২ তিনি তাদের পূর্বপুরুষদের সাক্ষাতে নানা আশ্চর্য কাজ
করেছিলেন।
মিশর দেশে, সোয়নের মাঠে করেছিলেন।
১৩ তিনি সমুদ্রকে বিভক্ত করে তাদেরকে পার করিয়েছিলেন,
জলকে স্তূপাকারে দাঁড় করিয়েছিলেন।
১৪ তিনি তাদেরকে পথ দেখাতেন, দিনে মেঘ দ্বারা,
এবং সমস্ত রাত আগুনের আলো দ্বারা।
১৫ তিনি মরুভূমির মধ্যে শৈল বিদীর্ণ করলেন,
তাদেরকে যেন জলধি থেকে প্রচুর জল পান করালেন।
১৬ তিনি শৈল থেকে স্রোত বের করলেন,
নদীর মত জল বহালেন।
১৭ তখনও তারা বারে বারে তাঁর বিরুদ্ধে পাপ করলো,
মরুভূমিতে সর্বশক্তিমানের বিদ্রোহী হল;
১৮ তারা মনে মনে ঈশ্বরের পরীক্ষা করলো,
নিজেদের অভিলাষ পূরণ করার জন্য খাদ্য চাইল।
১৯ আর তারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কথা বললো,
বললো, ঈশ্বর কি মরুভূমিতে টেবিল সাজিয়ে দিতে পারেন?
২০ দেখ, তিনি শৈলকে আঘাত করলে জলের স্রোত বইল,
স্রোতধারা প্রবাহিত হল;
তিনি কি অন্নও দিতে পারেন?

[৭৮:৬] গীত ২২:৩১
[৭৮:৭] দ্বি.বি. ৬:১২
[৭৮:৭] দ্বি.বি. ৫:২৯
[৭৮:৮] ২বংশা ৩০:৭
[৭৮:৮] যাত্রা ৩২:৯
[৭৮:৮] যাত্রা ২৩:২১; দ্বি.বি. ২১:১৮; যিশা ৩০:৯; ৬৫:২
[৭৮:৯] পদ ৫৭; ১বংশা ১২:২; হোশেয় ৭:১৬
[৭৮:৯] বিচার ২০:৩৯
[৭৮:১০] যিহো ৭:১১; রাজা ১৭:১৫
[৭৮:১০] যাত্রা ১৬:২৮; যিরি ১১:৮
[৭৮:১১] গীত ১০৬:১৩
[৭৮:১২] যিহি ৯:১৭; গীত ১০৬:২২
[৭৮:১২] যাত্রা ১১:৯
[৭৮:১২] গণনা ১৩:২২
[৭৮:১৩] যাত্রা ১৪:২১; গীত ৬৬:৬; ১৩৬:১৩
[৭৮:১৩] যাত্রা ১৪:২২; ১৫:৮
[৭৮:১৪] যাত্রা ১৩:২১; গীত ১০৫:৩৯
[৭৮:১৫] গণনা ২০:১১; ১করি ১০:৪
[৭৮:১৭] পদ ৩২, ৪০; দ্বি.বি. ৯:২২; যিশা ৩০:১; ৬৩:১০; ইব ৩:১৬
[৭৮:১৮] যাত্রা ১৭:২; ১করি ১০:৯
[৭৮:১৮] যাত্রা ১৫:২৪; গণনা ১১:৪
[৭৮:১৯] গণনা ২১:৫
[৭৮:২০] গণনা ২০:১১; যিশা ৩৫:৬
[৭৮:২০] গণনা ১১:১৮

তাঁর লোকদের জন্য কি মাংস যোগাবেন?
২১ অতএব সদাপ্রভু তা শুনে ক্রুদ্ধ হলেন;
যাকোবের বিরুদ্ধে আগুন প্রজ্বলিত হল,
ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে তাঁর ক্রোধ জেগে উঠল;
২২ কেননা ঈশ্বরের উপরে তাদের বিশ্বাস ছিল না,
তাঁর পরিত্রাণের শক্তিতে নির্ভর করতো না।
২৩ তবু তিনি উপরিস্থ মেঘমালাকে আদেশ দিলেন,
আকাশের সমস্ত দরজা খুলে দিলেন।
২৪ তিনি খাদ্যের জন্য তাদের উপরে মান্না বর্ষণ করলেন,
তাদেরকে স্বর্গের শস্য দিলেন।
২৫ মানুষ স্বর্গদূতদের খাদ্য ভোজন করলো;
তিনি তাদের তৃপ্তি পর্যন্ত খাদ্য পাঠালেন।
২৬ তিনি আকাশে পূর্বীয় বায়ু বহালেন,
নিজের পরাক্রমে দক্ষিণা বায়ু চালালেন।
২৭ তিনি তাদের উপরে মাংসকে ধূলিকণার মত,
পাখাওয়ালা পাখিগুলো সমুদ্রের বালির মত বর্ষণ করলেন।
২৮ তিনি তা তাদের শিবিরের মধ্যে,
তাদের আবাসগুলোর চারপাশে, পড়তে দিলেন।
২৯ তখন তারা ভোজন করে পরিতৃপ্ত হল;
তিনি তাদের অভীষ্ট বস্তু তাদেরকে দিলেন;
৩০ তারা নিজেদের অভীষ্ট দ্রব্য ছাড়ে নি,
তাদের খাদ্য তাদের মুখেই ছিল,
৩১ তখন তাদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ক্রোধ উঠলো,
তা তাদের হৃষ্টপুষ্টদেরকে সংহার করলো,
ইস্রায়েলের যুবকদেরকে সংহার করলো।
৩২ এসব হলেও তারা পুনর্বার পাপ করলো,
ও তাঁর আশ্চর্য কাজে বিশ্বাস করলো না।
৩৩ অতএব তিনি তাদের আয়ু অসারতায়,
তাদের সমস্ত বছর বিহ্বলতায় শেষ করলেন।
৩৪ তিনি লোকদেরকে হত্যা করলে তারা তাঁর অনুসন্ধান করলো,
ফিরে সযত্নে ঈশ্বরের খোঁজ করলো;
৩৫ তাদের স্মরণ হল, ঈশ্বর তাদের শৈল,
সর্বশক্তিমান তাদের মুক্তিদাতা।
৩৬ কিন্তু তারা মুখে তাঁর তোষামোদ করলো,
জিহ্বাতে তাঁর কাছে মিথ্যা বললো;
৩৭ কারণ তাদের হৃদয় তাঁর প্রতি স্থির ছিল না,
তারা তাঁর নিয়মেও বিশ্বস্ত ছিল না।

[৭৮:২১] গণনা ১১:১
[৭৮:২২] দ্বি.বি. ১:৩২; ইব ৩:১৯
[৭৮:২৩] আদি ৭:১১; রাজা ৭:২
[৭৮:২৪] যাত্রা ১৬:৪; যোহন ৬:৩১
[৭৮:২৬] গণনা ১১:৩১
[৭৮:২৭] যাত্রা ১৬:১৩; গণনা ১১:৩১
[৭৮:২৯] গণনা ১১:২০
[৭৮:৩০] গণনা ১১:৩৩
[৭৮:৩১] যিশা ১০:১৬
[৭৮:৩২] পদ ১৭
[৭৮:৩২] পদ ১১
[৭৮:৩২] পদ ২২
[৭৮:৩৩] গণনা ১৪:২৯, ৩৫
[৭৮:৩৪] দ্বি.বি. ৪:২৯; হোশেয় ৫:১৫
[৭৮:৩৫] আদি ৪৯:২৪
[৭৮:৩৫] দ্বি.বি. ৯:২৬
[৭৮:৩৬] যিহি ৩৩:৩১
[৭৮:৩৭] পদ ৮; প্রেরিত ৮:২১
[৭৮:৩৮] যাত্রা ৩৪:৬
[৭৮:৩৮] যিশা ১:২৫; ২৭:৯; ৪৮:১০; দানি ১১:৩৫
[৭৮:৩৮] গীত ২৫:১১; ৮৫:২
[৭৮:৩৮] ইয়োব ৯:১৩; যিশা ৩০:১৮

৩৮ কিন্তু তিনি স্নেহময়, তাই অপরাধ ক্ষমা করলেন, ধ্বংস করলেন না,
অনেকবার তাঁর ক্রোধ সম্বরণ করলেন,
তাঁর সমস্ত ক্রোধ উদ্দীপিত করলেন না।
৩৯ তিনি স্মরণ করলেন যে, তারা মাংসমাত্র, বায়ুস্বরূপ,
যা বয়ে গেলে আর ফিরে আসে না।
৪০ তারা মরুভূমিতে কতবার তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো,
মরুভূমিতে কতবার তাঁকে দুঃখ দিল।
৪১ তারা ফিরে ঈশ্বরের পরীক্ষা করলো,
ইস্রায়েলের পবিত্রতমকে অসন্তুষ্ট করলো।
৪২ তারা তাঁর ক্ষমতার কথা স্মরণ করলো না,
সেই দিনকে স্মরণ করলো না, যেদিন তিনি তাদের
বিপক্ষের হাত থেকে মুক্ত করেছিলেন।
৪৩ তিনি মিশরে তাঁর সমস্ত চিহ্ন-কাজ,
সোয়নের মাঠে তাঁর অদ্ভুত সমস্ত লক্ষণ, স্থাপন করলেন।
৪৪ তিনি রক্তে পরিণত করলেন তাদের সমস্ত নদী, তাদের প্রবাহগুলো,
তাই তারা জল পান করতে পারল না।
৪৫ তিনি তাদের মধ্যে গ্রাসকারী ডাঁশ মাছি,
ও বিনাশকারী ব্যাঙের দল প্রেরণ করলেন।
৪৬ তিনি গুটিপোকাকে তাদের ভূমির দ্রব্য,
পঙ্গপালকে তাদের শ্রমফল দিলেন।
৪৭ তিনি শিলা দ্বারা তাদের আঙ্গুরলতা,
তুষারপাতে তাদের ডুমুর গাছ বিনষ্ট করলেন।
৪৮ তিনি তাদের পশুগুলোকে শিলাতে,
পালগুলোকে বজ্রের আঘাতের হাতে তুলে দিলেন।
৪৯ তিনি তাদের বিরুদ্ধে পাঠালেন
তাঁর প্রচণ্ড ক্রোধ, কোপ ও রোষ ও সঙ্কট,
অমঙ্গলের এই স্বর্গদূতের দল।
৫০ তিনি নিজের ক্রোধের জন্য পথ করলেন,
মৃত্যু থেকে তাদের প্রাণ রক্ষা করেন নি;
কিন্তু তাদের জীবন মহামারীর হাতে দিলেন।
৫১ তিনি আঘাত করলেন মিশরে সমস্ত প্রথমজাতকে,
হামের তাঁবুগুলোতে তাদের শক্তির প্রথম ফলকে;
৫২ কিন্তু তাঁর লোকদের মেষের মত চালালেন,
পালের মত মরুভূমি দিয়ে নিয়ে আসলেন।
৫৩ তিনি তাদেরকে নিরাপদে নিয়ে আসলেন, তারা ভয় পেল না,
কিন্তু সমুদ্র তাদের শত্রুদেরকে আচ্ছাদন করলো।
৫৪ আর তিনি তাদেরকে আনলেন, তাঁর পবিত্র সীমায়,

[৭৮:৩৯] আদি ৬:৩; যিশা [২৯:৫
[৭৮:৩৯] ইয়োব ৭:৭; যাকোব ৪:১৪
[৭৮:৪০] যাত্রা ২৩:২১
[৭৮:৪০] গীত ৯৫:৮; ১০৬:১৪
[৭৮:৪০] ইফি ৪:৩০
[৭৮:৪১] যাত্রা ১৭:২
[৭৮:৪১] রাজা ১৯:২২; গীত ৭১:২২; ৮৯:১৮
[৭৮:৪২] বিচার ৩:৭; যিহি ৯:১৭
[৭৮:৪২] গীত ২৭:১১
[৭৮:৪৩] যাত্রা ১০:১
[৭৮:৪৩] যাত্রা ৩:২০
[৭৮:৪৪] যাত্রা ৭:২০-২১; গীত ১০৫:২৯
[৭৮:৪৫] যাত্রা ৮:২৪; গীত ১০৫:৩১
[৭৮:৪৫] যাত্রা ৮:২, ৬
[৭৮:৪৬] নহূম ৩:১৫
[৭৮:৪৬] যাত্রা ১০:১৩
[৭৮:৪৭] যাত্রা ৯:২৩; গীত ১০৫:৩২; ১৪৭:১৭
[৭৮:৪৮] যাত্রা ৯:২৫
[৭৮:৪৯] যাত্রা ১৫:৭
[৭৮:৪৯] আদি ১৯:১৩; ১করি ১০:১০
[৭৮:৫১] যাত্রা ১২:১২; গীত ১৩৫:৮
[৭৮:৫১] গীত ১০৫:২৩; ১০৬:২২
[৭৮:৫২] ইয়োব ২১:১১; গীত ২৮:৯; ৭৭:২০
[৭৮:৫৩] যাত্রা ১৪:২৮
[৭৮:৫৩] যাত্রা ১৫:৭; গীত ১০৬:১০
[৭৮:৫৪] গীত ৪৪:৩

তাঁর ডান হাত দিয়ে জয় করা এই পর্বতে।
৫৫ তিনি তাদের সম্মুখ থেকে জাতিদেরকে দূর করলেন,
মানরজ্জু দিয়ে অধিকার ভাগ করে তাদের দিলেন,
ইস্রায়েলের বংশদের ওদের তাঁবুতে বাস করালেন।
৫৬ তবুও তারা সর্বশক্তিমানের পরীক্ষা করলো,
তাঁর বিদ্রোহী হল, তাঁর সমস্ত নির্দেশ পালন করলো না।
৫৭ তারা সরে গেল, তাদের পূর্বপুরুষদের মত বিশ্বাসঘাতকতা করলো;
তারা বেয়াড়া ধনুকের মত বেঁকে রইল।
৫৮ কারণ তারা নিজেদের উচ্চস্থলীগুলোর দ্বারা তাঁকে অসন্তুষ্ট করলো,
নিজেদের খোদাই-করা মূর্তিগুলো দ্বারা তাঁর অন্তর্জ্বালা জন্মাল।
৫৯ ঈশ্বর তা শুনে ক্রুদ্ধ হলেন,
ইস্রায়েলকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করলেন।
৬০ তিনি শীলোস্থিত আবাস ত্যাগ করলেন,
সেই তাঁবু, যা তিনি মানুষের মধ্যে স্থাপন করেছিলেন।
৬১ তিনি তাঁর বল বন্দীদশায়,
তাঁর শোভা বিপক্ষের হাতে দিলেন।
৬২ তিনি তাঁর লোকদেরকে খড়্গের হস্তগত করলেন,
তাঁর অধিকারের উপর উপর ক্রোধ উপস্থিত হল।
৬৩ আগুন তাদের যুবকদেরকে গ্রাস করলো,
তাদের কন্যাদের পরিণয়-সঙ্গীত হল না।
৬৪ তাদের পুরোহিতেরা খড়্গের আঘাতে মারা পড়লো,
তাদের বিধবারা কান্নাকাটি করলো না।
৬৫ তখন প্রভু জাগলেন, ঘুম থেকে জেগে উঠবার মত,
আঙ্গুর-রসের কারণে আনন্দে চিৎকার করা বীরের মত।
৬৬ তিনি তাঁর বিপক্ষ লোকদেরকে মেরে ফিরিয়ে দিলেন,
তাদেরকে চিরকালীন তিরস্কারের পাত্র করলেন।
৬৭ আর তিনি যোষেফের তাঁবু অগ্রাহ্য করলেন,
ইফ্রয়িমের বংশকে মনোনীত করলেন না;
৬৮ কিন্তু মনোনীত করলেন যিহূদার বংশকে,
ও তাঁর প্রিয় সিয়োন পর্বতকে।
৬৯ তিনি তাঁর মন্দির নির্মাণ করলেন,
উঁচু আকাশের মত, পৃথিবীর মত,
যা তিনি চিরতরে স্থাপন করেছেন।
৭০ তিনি তাঁর দাস দায়ূদকে মনোনীত করলেন,
তাঁকে মেষের খোঁয়াড় থেকে গ্রহণ করলেন;
৭১ তিনি দুধ দেওয়া মেষীগুলোর পিছন থেকে তাঁকে আনলেন,
তাঁর লোক যাকোবকে ও তাঁর অধিকার ইস্রায়েলকে চরাতে দিলেন।

[৭৮:৫৫] গীত ৪৪:২
[৭৮:৫৫] দ্বি.বি. ১:৩৮; যিহো ১৩:৭; প্রেরিত ১৩:১৯
[৭৮:৫৭] ২বংশা ৩০:৭; যিহি ২০:২৭
[৭৮:৫৭] পদ ৯
[৭৮:৫৮] বিচার ২:১২
[৭৮:৫৮] লেবী ২৬:৩০
[৭৮:৫৮] যাত্রা ২০:৪; দ্বি.বি. ৫:৮; ৩২:২১
[৭৮:৫৯] গীত ৫৫:১৯
[৭৮:৫৯] লেবী ২৬:২৮; গণনা ৩২:১৪
[৭৮:৫৯] দ্বি.বি. ৩২:১৯
[৭৮:৬০] যিহো ১৮:১
[৭৮:৬০] যিহি ৮:৬
[৭৮:৬১] গীত ১৩২:৮
[৭৮:৬১] ১শমূ ৪:১৭
[৭৮:৬২] দ্বি.বি. ২৮:২৫
[৭৮:৬২] ১শমূ ১০:১
[৭৮:৬৩] গণনা ১১:১
[৭৮:৬৩] ১রাজা ৪:৩২; যিরি ৭:৩৪; ১৬:৯; ২৫:১০
[৭৮:৬৪] ১শমূ ৪:১৭
[৭৮:৬৫] গীত ৪৪:২৩
[৭৮:৬৬] ১শমূ ৫:৬
[৭৮:৬৭] যিরি ৭:১৫; হোশেয় ৯:১৩; ১২:১
[৭৮:৬৮] গণনা ১:৭; গীত ১০৮:৮
[৭৮:৬৮] যাত্রা ১৫:১৭; গীত ৬৮:১৬
[৭৮:৬৯] গীত ১৫:১
[৭৮:৭০] ১শমূ ১৬:১
[৭৮:৭১] আদি ৩৭:২
[৭৮:৭১] গীত ২৮:৯
[৭৮:৭২] আদি ১৭:১

৭২ আর উনি হৃদয়ের সিদ্ধতানুসারে তাদের চরালেন,
তাঁর দক্ষ হাতে তাদেরকে চালালেন।

গীত ৭৮ এর নোটসমূহ

শিরোনাম মস্কীল: গীত ৩২ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **আসফ:** গীত ৭৩ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

৭৮:১-৮ আমাদের পিতারা আমাদেরকে যা বলেছেন তা আমাদের সন্তানদের অবশ্যই শোনা প্রয়োজন, যেন তারা সদাপ্রভুর প্রতি আরও বিশ্বস্ত হতে পারে।

৭৮:১-২ এই ভূমিকা লেখা হয়েছে অনেকটা হিতোপদেশ পুস্তকের লেখকের ভঙ্গিতে (গীত ৪৯:১-৪ পদ দেখুন)।

৭৮:২ দৃষ্টান্তকথায় ... গুপ্ত বিষয়গুলো। দুটো শব্দেরই বিশেষ ব্যবহার রয়েছে, কিন্তু এখানে তা আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হযেছে (৪৯:১৪ পদের নোট দেখুন)। মথি ১৩:৩৫ পদে এই পদটিকে ব্যবহার করা হয়েছে যীশু খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত কথার মধ্য দিয়ে প্রদত্ত শিক্ষার ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে। মথি এই পদ থেকে এক মহান নবীর কণ্ঠ ঘোষণা করার উপকরণ খুঁজে পেয়েছেন। তবে গীতসংহিতার এই "দৃষ্টান্ত" বস্তুত যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষার চেয়ে অনেকটা প্রেরিত ৭ অধ্যায়ের স্তিফানের শিক্ষার মত।

৭৮:৪-৫ সদাপ্রভুর উদ্ধারকারী কাজ এবং তাঁর চুক্তির অবস্থান – দুটোই মানুষের কাছে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। দুটোই সব সময় এক সাথে সম্পর্কযুক্ত, কারণ এক সাথে তা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষের বিশ্বাস ও বাধ্যতার মূল কেন্দ্রস্থল হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে (পদ ৭-৮ দেখুন)।

৭৮:৪ গুপ্ত রাখবো না। ইয়োব ১৫:১৮ পদ দেখুন।

৭৮:৫ নিজ নিজ সন্তানদের তা জানান। যেমন যাত্রা ১০:২; ১২:২৬-২৭; ১৩:৮, ১৪; দ্বি.বি. ৪:৯; ৬:৭, ২০-২১ পদ দেখুন।

৭৮:৮ অবাধ্য ও বিদ্রোহী। অবাধ্য সন্তানের মত (দ্বি.বি. ৯:৬-৭, ২৪; ৩১:২৭ পদ দেখুন)। **বংশ:** অর্থাৎ প্রজন্ম। এখানে এমন লোকদের কথা বোঝানো হয়েছে যাদের বৈশিষ্ট্য একই ধরনের (২৪:৬; দ্বি.বি. ৩২:৫, ২০ পদ দেখুন)। সে কারণে এখানে শুধুমাত্র যাত্রার সময়কার প্রজন্মকে বোঝানো হয় নি (পদ ৯-১১, ৫৬-৬৪ পদ দেখুন)। **অন্তর:** ৪:৭ পদের নোট দেখুন।

৭৮:৯-১৬ উত্তরের রাজ্য ঈশ্বরের চুক্তি ভঙ্গ করেছে, তাঁর উদ্ধারকারী কাজের কথা স্মরণ করে নি (যে বিষয়ে ভাববাদী আমোস ও হোশেয় বিশেষভাবে লোকদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন)। ইস্রায়েলের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্কের বড় একটি অংশ জুড়েই রয়েছে বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা (পদ ৭-১৬, ৩২-৩৯, ৫৬-৬৪ পদ দেখুন), যা শুরু হয়েছে প্রান্তরে যাত্রার সময় থেকেই (পদ ১৭-৩১, ৪০-৫৫ পদ দেখুন)।

৭৮:৯ ইফ্রয়িমের সন্তানেরা। উত্তরের রাজ্য, যার সবচেয়ে প্রভাবশালী গোষ্ঠী ছিল ইফ্রয়িম (ভূমিকা দেখুন)। **পিছু হটে গেল:** ইফ্রয়িম গোষ্ঠী কিংবা উত্তরের রাজ্য কারোরই কাপুরুষতা বা যুদ্ধের সময় নিষ্ক্রিয় থাকার কোন দুর্নাম ছিল না (উদাহরণস্বরূপ দেখুন দ্বি.বি. ৩৩:১৭)। কাজেই এই পদটিকে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন এভাবে যে, ইস্রায়েল জাতি ঈশ্বরের সাথে

সম্পাদিত চুক্তির নিয়ম ভঙ্গ করেছে (পদ ১০ দেখুন), যা বেয়াড়া ধনুকের উপমাটির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ (পদ ৫৭)।

৭৮:১২-১৬ মিশরের মহামারী এবং লোহিত সাগরে ও মরুভূমিতে জল দ্বারা সাধিত অলৌকিক কাজের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ। এর পরবর্তী দুটি অংশে (পদ ১৭-৩৯, ৪০-৬৪) বিষয়টিকে আরও পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।

৭৮:১২ যাত্রা ৭-১২ অধ্যায় দেখুন। **সোয়ন:** মিশরের উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত নীল নদ বিধৌত একটি নগরী (পদ ৪৩ দেখুন; এর সাথে গণনা ১৩:২২ পদের নোট দেখুন)।

৭৮:১৩ যাত্রা ১৪:১–১৫:২১ পদের নোট দেখুন।

৭৮:১৫-১৬ পদ ২০ দেখুন; যাত্রা ১৭:৬; গণনা ২০:৭, ১০-১১ পদ দেখুন।

৭৮:১৭-৩১ মরুভূমিতে ইস্রায়েল জাতির বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা; খাবার দানের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের যত্ন ও কর্তৃত্বের প্রকাশ এবং তাঁর ক্রোধ।

৭৮:১৭ বারে বারে। যদিও মরুভূমিতে তারা কি পাপ করেছিল তা এখনও বলা হয় নি, তথাপি গীত রচয়িতা হয়তো চেয়েছেন যেন তাঁর পাঠকেরা নিজেরাই তা স্মরণ করে (জল নিয়ে ঈশ্বরের যে বিশেষ আশ্চর্য কাজের কথা এই মাত্র স্মরণ করা হয়েছে তার সাথে সঙ্গতি রেখে) যে, মারা নামক স্থানে লোকেরা জলের অভাবে কিভাবে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিল (যাত্রা ১৫:২৪ পদ দেখুন)। **সর্বশক্তিমান:** ৩৫, ৫৬ পদ দেখুন; এর সাথে আদি ১৪:১৯ পদের নোট দেখুন।

৭৮:১৮ যাত্রা ১৬:২-৩ পদ দেখুন। **ঈশ্বরের পরীক্ষা করলো:** ৪১, ৫৬ পদ দেখুন; এর সাথে যাত্রা ১৭:২ পদের নোটও দেখুন।

৭৮:১৯ ঈশ্বর কি ... টেবিল সাজিয়ে দিতে পারেন? প্রায় একই ধরনের কিন্তু কিছুটা ভিন্ন শব্দ চয়ন দেখুন ২৩:৫ পদে।

৭৮:২০ অন্ন ... মাংস। গীত রচয়িতা সম্ভবত দুটি পৃথক ঘটনাকে একই স্থানে এনে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন (যাত্রা ১৬:২-৩; গণনা ১১:৪ পদ দেখুন)।

৭৮:২১ ক্রোধ। ৩১, ৪৯-৫০, ৫৮-৫৯, ৬২ পদ দেখুন; এর সাথে ২:৫ পদের নোটও দেখুন।

৭৮:২৩ আকাশের সমস্ত দরজা খুলে দিলেন। এই উপমাটি সম্পর্কে আরও দেখুন আদি ৭:১১; ২ রাজা ৭:২; মালাখি ৩:১০।

৭৮:২৫ স্বর্গদূতদের খাদ্য। যেহেতু সেই খাবার স্বর্গ থেকে এসেছে তাই তা এই নামে অভিহিত করা হয়েছে। **দূত:** আক্ষরিক অর্থে "শক্তিমান"। হিব্রু এই শব্দটি এখানে শুধুমাত্র স্বর্গদূতদের বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে, তবে সাধারণত শব্দটি দিয়ে স্বর্গীয় সত্তা বোঝানো হয়ে থাকে (১০৩:২০ পদ দেখুন)।

৭৮:২৬-২৮ যাত্রা ১৬:১৩; গণনা ১১:৩১ পদ দেখুন।

৭৮:২৬ পূর্বীয় বায়ু ... দক্ষিণা বায়ু। যেহেতু পাখিগুলো সে সময় মিশর থেকে উড়ে অন্য স্থানে যাচ্ছিল, সে কারণে সম্ভবত দক্ষিণা বায়ু তাদেরকে উড়িয়ে উত্তরে নিয়ে এসেছিল এবং পূর্বীয় বায়ু তাদেরকে উড়িয়ে মরুভূমিতে যেখানে ইস্রায়েলীয়রা ছিল সেখানে নিয়ে এসে ফেলেছিল (গণনা পুস্তকে বাতাসের দিক সম্পর্কে কোন নির্দেশনা দেওয়া হয় নি)।

৭৮:২৭ ধূলিকণার মত ... সমুদ্রের বালির মত। অর্থাৎ প্রচুর সংখ্যক বোঝানো হয়েছে

(আদিপুস্তক ১৩:১৬ পদের নোট দেখুন)।

৭৮:৩০-৩১ গণনা ১১:৩৩ পদ দেখুন।

৭৮:৩২-৩৯ ইস্রায়েল জাতির জীবনে যে বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা এখন খুব প্রকটভাবে প্রতীয়মান, তা তাদের জাতিগত জীবনের শুরুতে মরুভূমিতে যাত্রার সময় প্রথম দেখা দিয়েছিল (পদ ১৭-৩১) এবং পরবর্তীতে পুরো যাত্রার সময় ধরেই তা দৃশ্যমান ছিল।

৭৮:৩২ বিশ্বাস করলো না। তারা এ কথা বিশ্বাস করলো না যে, ঈশ্বর তাদেরকে কনানীয়দের উপরে বিজয় দান করতে পারেন (গণনা ১৪:১১ পদ দেখুন)।

৭৮:৩৪-৩৭ এই ঘটনাপ্রবাহটি বিচারকর্তৃকগণের সময় জুড়ে বারবার চক্রাকারে আবর্তিত হয়েছে (বিচারকর্তৃগণ ২:৬–৩:৬ পদ দেখুন)।

৭৮:৩৫ শৈল। ১৮:২ পদের নোট দেখুন। **মুক্তিদাতা:** উদ্ধারকারী (৭১:২৩ পদের নোট দেখুন)।

৭৮:৩৬ যিশাইয় ২৯:১৩ পদ দেখুন।

৭৮:৩৭ হৃদয়। ৪:৭ পদের নোট দেখুন।

৭৮:৩৮ যাত্রা ৩২:১৪; গণনা ১৪:২০ পদ দেখুন। **অপরাধ ক্ষমা করলেন:** ৬৫:৩ পদের নোট দেখুন।

৭৮:৩৯ ১০৩:১৪ পদ দেখুন; এর সাথে ৩৯:৫; ৬২:৯; ১৪৪:৪ পদের নোট দেখুন।

৭৮:৪০-৬৪ দ্বিতীয় চক্রটি (প্রথম চক্রটি হচ্ছে পদ ১৭-৩৯)।

৭৮:৪০-৫৫ ইস্রায়েল জাতির বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল মরুভূমির প্রান্তরে। ইস্রায়েল জাতি স্মরণ করে নি যে, মিশরের অত্যাচারের কবল থেকে ঈশ্বর কিভাবে তাদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছেন (১২ পদ দেখুন)। তথাপি তিনি সমুদ্র ও মরুভূমির মধ্য দিয়ে তাঁর লোকদেরকে নিয়ে এসেছেন এবং তাদেরকে প্রতিজ্ঞাত দেশে স্থান করে দিয়েছেন।

৭৮:৪১ ইস্রায়েলের পবিত্রতম। ৭১:২২; ৮৯:১৮ পদ দেখুন; ২ রাজা ১৯:২২ পদের নোট দেখুন।

৭৮:৪৪-৫১ মিশরের উপরে ঈশ্বরের আঘাত (যাত্রা ৭-১২ অধ্যায় দেখুন): যাত্রা পুস্তকে বর্ণিত আঘাতগুলোর ধারাবাহিকতা অনুসারে এখানে কেবল প্রথম ও শেষ আঘাতটির ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়েছে, অপরদিকে তৃতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও নবম আঘাতের কথা উল্লেখই করা হয় নি।

৭৮:৫২ পালের মত। ৭৭:২০ পদের নোট দেখুন।

৭৮:৫৩ সমুদ্র। লোহিত সাগর (যাত্রা ১৫:১-২১ পদের নোট দেখুন)।

৭৮:৫৪ পবিত্র সীমা। সখরিয় ২:১২ পদের নোট দেখুন।

৭৮:৫৫ যিহোশূয় পুস্তকে বর্ণিত কাহিনীর সার-সংক্ষেপ।

৭৮:৫৬-৬৪ প্রতিজ্ঞাত দেশে ইস্রায়েল জাতির জীবনে ঈশ্বরের প্রতি বিদ্রোহ এবং অবাধ্যতা যেন এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠল (বিচারকর্তৃকগণ পুস্তকে বিষয়টি প্রায়শই উঠে এসেছে; এর সাথে ১ শমূ ২:১২–৭:২ পদও দেখুন); সে কারণে ঈশ্বর ইস্রায়েলকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন (পদ ৫৯; এর সাথে দেখুন যিরমিয় ৭:১৫)।

৭৮:৫৭ বেয়াড়া ধনুক। ৯ পদের নোট দেখুন।

৭৮:৫৮ উচ্চস্থলী। ১ শমূ ৯:১২ পদের নোট দেখুন। **অন্তর্জ্বালা:** ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বস্ততার

কারণে তাঁর অন্তরে অন্তঃস্থল থেকে আসা প্রতিক্রিয়া (যাত্রা ২০:৫ পদের নোট দেখুন)।

৭৮:৫৯ ইস্রায়েলকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করলেন। অর্থাৎ ইস্রায়েল জাতিকে তাঁর শত্রুদের কাছে সমর্পণ করলেন। গীত রচয়িতা এখানে বলেন নি যে, ইস্রায়েল জাতিকে চিরকালের জন্য ঈশ্বর ত্যাগ করেছেন, এমন কি উত্তরের দশ গোষ্ঠীর একটিকেও তিনি চিরকালের জন্য ত্যাগ করেন নি (রোমীয় ৯:১–১১:৩৬ পদের নোট দেখুন)।

৭৮:৬০ শীলো। যিহোশূয়র সময়কাল থেকে এই স্থানটি উপাসনার কেন্দ্রস্থল হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে (যিহোশূয় ১৮:১, ৮; ২১:১-২; বিচারকর্তৃগণ ১৮:৩১; ১ শমূ ১:৩; যিরমিয় ৭:১২), যার অবস্থান ছিল ইফ্রয়িম গোষ্ঠীর অধিভুক্ত অঞ্চলে বেথেল এবং শিখিমের মাঝামাঝি স্থানে (বিচারকর্তৃগণ ২১:১৯ পদ দেখুন)। সম্ভবত পলেষ্টিয়রা সাক্ষ্য-সিন্দুক লুট করে নিয়ে যাওয়ার সময় বা এর খুব কাছাকাছি সময়ে স্থানটি ধ্বংস করে ফেলা হয় (যিরমিয় ৭:১২ পদের নোট দেখুন)।

৭৮:৬১ তাঁর বল ... তাঁর শোভা। সাক্ষ্য-সিন্দুকটিকে এখানে এভাবেই আখ্যা দেওয়া হয়েছে, কারণ তা ছিল ইস্রায়েলের উপরে ঈশ্বরের রাজত্বের চিহ্ন এবং তাঁর শক্তি ও মহিমা প্রদর্শনের কেন্দ্রস্থল (২৬:৮; ৬৩:২; ১ শমূ ৪:৩, ২১-২২ পদ দেখুন)।

৭৮:৬২,৭১ তাঁর অধিকার। দ্বি.বি. ৯:২৯ পদ দেখুন।

৭৮:৬৩ আগুন। অনেক সময় এই শব্দটির সাথে যুক্ত করা হয় তলোয়ার (পদ ৬২, ৬৪ দেখুন), কারণ দুটোই প্রাচীন কালের যুদ্ধ বিগ্রহের সময় ধ্বংস সাধনের প্রধান উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হত। **পরিণয়-সঙ্গীত হল না:** সেই ধ্বংস এমনই ভয়ঙ্কর ছিল যে, কন্যাদের বিয়ের গান এবং বিধবাদের বিলাপ (৬৪ পদ দেখুন) দুটোর একটাও সেই দেশে আর শোনা গেল না।

৭৮:৬৪ পুরোহিতেরা তলোয়ারের আঘাতে মারা পড়লো। ১ শমূ ৪:১১ পদ দেখুন।

৭৮:৬৫-৭২ সদাপ্রভু ইফ্রয়িমের বদলে যিহূদাকে ইস্রায়েলের নেতৃত্ব দানকারী গোষ্ঠী হিসেবে নির্বাচন করলেন। এ সম্পর্কে যাকোব তাঁর দুই পুত্রকে মৃত্যুশয্যায় আশীর্বাদ করার সময়ই ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছিলেন (আদিপুস্তক ৪৯:৮-১২)। শীলোহের বদলে সিয়োন পর্বত হবে তাঁর উপাসনার ও উপস্থিতির কেন্দ্রস্থল এবং রাজা দায়ূদ ও তাঁর বংশধরেরা ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর লোকদেরকে পরিচালনা দান করবেন।

৭৮:৬৫ ঘুম থেকে জেগে উঠবার মত। দায়ূদের সময় ঈশ্বর যেভাবে তাঁর লোকদের সঙ্কটে সাড়া দান করেছেন এবং এর আগে ইস্রায়েল জাতির নানা সমস্যা ও প্রতিকূলতার সময়েও তিনি যেভাবে নিশ্চুপ ছিলেন তার মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে গীত রচয়িতা এই ভাষা ব্যবহার করেছেন (৭:৬ পদের নোট দেখুন)।

৭৮:৬৬-৭২ ঈশ্বর কর্তৃক উদ্ধারের ঘটনাগুলোর দুটি মূল বিবেচ্য বিষয় রয়েছে: (১) শত্রুদের উপরে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ বিজয় লাভ, এর মধ্য দিয়ে তাঁর রাজ্যের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং সিয়োনকে তাঁর রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা দান; এবং (২) দায়ূদকে তাঁর লোকদের উপরে পালক হিসেবে অভিষেক দান।

৭৮:৬৭ যোষেফের তাম্বু। ইফ্রয়িম গোষ্ঠীকে বোঝানোর জন্য এই ভাষাটি ব্যবহার করা হয়েছে ("তাম্বু" শব্দটির প্রতীকী ব্যবহার সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন পদ ৫১; আরও দেখুন ৬৯:২৫; ৮৩:৬; ৮৪:১০; ১২০:৫; আদি ৯:২৭; দ্বি.বি. ৩৩:১৮; ১ রাজা ১২:১৬;

ইয়োব ৮:২২; ১২:৬; হবক্কুক ৩:৭; মালাখি ২:১২ পদ)।

৭৮:৬৮,৭০ মনোনীত করলেন যিহূদার বংশকে ... সিয়োন পর্বতকে ... তাঁর দাস দায়ূদকে মনোনীত করলেন। গীত ১৩২ অধ্যায় দেখুন।

৭৮:৬৯ উঁচু আকাশের ... পৃথিবীর মত। এই পদটির দুটি ব্যাখ্যা রয়েছে: (১) সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁর পবিত্র স্থান তৈরি করেছেন দুর্গ পর্বতের মত অপ্রতিরোধ করে এবং পুরাকালের প্রাচীন পৃথিবীর মত অনড় ও স্থায়ী করে। কিংবা (২) সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁর পবিত্র স্থানকে স্বর্গ ও পৃথিবীর মত নিরাপদ ও দীর্ঘস্থায়ী করে নির্মাণ করেছেন (২৪:২ পদের নোট দেখুন) এবং সেখানে তিনি নিজেকে গৌরবের সদাপ্রভু হিসেবে প্রকাশ করেছেন (২৪:৭-১০; ২৬:৮; ৬৩:২; ৯৬:৬ পদ দেখুন)। এমন কি তিনি তাঁর সৃষ্টিজগতকেও একইভাবে সৃষ্টি করেছেন (১৯:১; ২৯:৯; ৭৯:৬ পদ দেখুন)।

৭৮:৭০-৭১ ১ শমূ ১৬:১১-১৩; ২ শমূ ৭:৮ পদ দেখুন।

৭৮:৭০ তাঁর দাস। এখানে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়ূদকে ঈশ্বরের রাজকীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার একজন সদস্য হিসেবে দেখানো হয়েছে (যাত্রা ১৪:৩১; গীত ১৮ অধ্যায়ের শিরোনাম; যিশাইয় ৪১:৮-৯; ৪২:১ পদের নোট দেখুন)। রাজা দায়ূদকে ঈশ্বরের দাস হিসেবে আখ্যা দেওয়ার অন্যান্য নিদর্শন সম্পর্কে জানতে দেখুন ৮৯:৩, ২০, ৩৯; ১৩২:১০; ১৪৪:২০ পদ)।

৭৮:৭১ চরাতে দিলেন। ৭২ পদ দেখুন; এর সাথে ২৩:১ পদের নোট দেখুন।

৭৮:৭২ দায়ূদের গৃহ থেকে আসা সদাপ্রভুর রাজকীয় পালকের তত্ত্বাবধানে ছিল ইস্রায়েল জাতি, যার পূর্বাভাস দিয়েছিলেন আরও পুরাতন ভাববাদীগণ (যিহি ৩৪:২৩; ৩৭:২৪; মীখা ৫:৪ – এর পর তা যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পেয়েছে, মথি ২:৬; যোহন ১০:১১; প্রকা ৭:১৭ পদ)। **চরালেন:** ২৩:১ পদের নোট দেখুন।

উপসংহার: ইস্রায়েলের ইতিহাসে ঈশ্বরের কাজ দেখা যায়, যদিও তাঁর লোকেরা তাঁকে বারবার রাগিয়ে তোলে তথাপি দায়ূদের উপর ঈশ্বরের দয়া প্রকাশিত হয়েছে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. এটি একটি ইতিহাস ভিত্তিক গীত। আপনি কেন একমত হবেন নাকি অসম্মত হবেন যে, সমস্ত ইতিহাস ঈশ্বরের কাহিনী?
২. কিভাবে বিশ্বাসীরা নিশ্চিত হতে পারে যে, পরের প্রজন্ম ঈশ্বরের বিস্ময়কর কাজগুলো স্মরণ করবে এবং তাঁর অপরিবর্তনীয় চরিত্রকে উপলব্ধি করবে?

গীত ৭৯

যিরূশালেমের শত্রুদের শাস্তির জন্য প্রার্থনা

ভূমিকা: গীত ৭৯-৮৩ গীতগুলো গীতসংহিতার তৃতীয় খণ্ডের কেন্দ্রস্থিত পাঁচটি গীতের

একটি বিশেষ খণ্ড, যাকে কাঠামোবদ্ধ করেছে জাতিগত দুটি বিশেষ জরুরী প্রার্থনা, যা শক্তিশালী শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার পর উপস্থাপন করা হয়েছে (এর সাথে সংযুক্ত অন্যান্য ঘটনা সম্পর্কে জানতে দেখুন গীত ৭৯; ৮৩ অধ্যায়ের শিরোনাম)। এই বিশেষ অংশটির কেন্দ্রে (গীত ৮১ অধ্যায়), অর্থাৎ গীতসংহিতার তৃতীয় খণ্ডের কেন্দ্রে রয়েছে ইস্রায়েলের জন্য বিশেষ সতর্ক বার্তা, যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের লোকদেরকে মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, তারা যদি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে, যিনি তাদেরকে মিশরের বন্দীত্ব থেকে বের করে নিয়ে এসেছেন, তাহলে তিনি তাদেরকে যে কোন শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবেন এবং নিরাপত্তা দান করবেন। এই কেন্দ্রস্থিত অধ্যায়ের এক পাশে রয়েছে ঈশ্বরের কাছে তাঁর "পাল" রক্ষা করার জন্য এবং তাঁর অভিষিক্ত আঙ্গুর লতাকে রক্ষা করার জন্য বিশেষ প্রার্থনা, যা তাদের শত্রুদের আক্রমণে ধ্বংসপ্রায় অবস্থায় রয়েছে (গীত ৮০ অধ্যায়)। অপরদিকে রয়েছে ঈশ্বরের কাছে একটি বিশেষ প্রার্থনা যেন তিনি তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো পৃথিবীর অন্য সমস্ত জাতি ও তাদের রাজাদেরকে পরাজিত করেন এবং তাদের বিচার সাধন করেন (গীত ৮২ অধ্যায়)।

গীত ৭৯ অধ্যায়টি হল ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা ও সাহায্য লাভ এবং যে জাতিরা তার উপরে নিষ্ঠুর অত্যাচার করেছে তাদের বিচার করার জন্য সদাপ্রভুর কাছে বিনতি, যেন ইস্রায়েল জাতি তার হারানো গৌরব ফিরে পায়। গীত ৮০-৮৩ অধ্যায়ের সাথে এই গীতটির সম্পর্ক এবং গীতসংহিতায় এই গীতের অবস্থান সম্পর্কে আরও ভাল করে জানতে গীত ৭৯-৮৩ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। গীত ৭৪ অধ্যায়ের মত গীত ৭৯ অধ্যায়টিও বন্দীদশার পরবর্তী কোন এক সময়ে রচিত হয়েছে এবং দুটো গীতের মধ্যে বেশ মিল রয়েছে। গীত ৭৭ অধ্যায়ের (যেখানে মোশির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের মুক্তি সাধনের কাজ বর্ণিত হয়েছে) এবং গীত ৭৮ অধ্যায়ে (যেখানে রাজা দায়ূদের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের মুক্তি সাধনের কাজ বর্ণিত হয়েছে) একটি বিশেষ ভাব ব্যক্ত করা হয়েছে, যা একত্রে তাৎপর্যপূর্ণভাবে মেষপালক মুক্তিদাতার প্রতিরূপকে প্রকাশ করে এবং সেই সাথে এর সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য বিষয়বস্তুগত উপাদানও প্রকাশ করে। ইস্রায়েল জাতি খুব ভাল করেই জানতো যে, সদাপ্রভু ঈশ্বর অন্যান্য জাতিদেরকে ব্যবহার করে তার নিজ পাপের অপরাধের জন্য শাস্তি দিচ্ছেন, যে কারণে সে ঈশ্বরের কাছে পাপের ক্ষমা চেয়েছিল। কিন্তু সেই সাথে ইস্রায়েল জাতি এ কথাও খুব ভাল করে জানতো যে, অন্যান্য জাতিগণ ইস্রায়েলের প্রতি শত্রুভাব দেখানোর ক্ষেত্রে তাদের সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল। সে কারণে ইস্রায়েল জাতি ঈশ্বরের কাছে এই বিনতি রেখেছে যেন তিনি সেই সব জাতির বিচার করেন (যিশাইয় ১০:৫-১১; ৪৭:৬-৭ পদ দেখুন)। ভাববাদী দানিয়েলের প্রার্থনায় (দানি ৯:৪-১৯) যে বিনতি ছিল তার সাথে এই প্রার্থনার পাপ স্বীকারের অংশটি প্রায় মিলে যায়।

আসফের সঙ্গীত।

গীত ৭৯ : ক্রসরেফারেন্স

[৭৯:১] যাত্রা ৩৪:৯
[৭৯:১] লেবী ২০:৩
[৭৯:১] রাজা ২৫:৯; যিহি ৪:২; যিশা ৬:১১

১ হে ঈশ্বর, জাতিরা তোমার অধিকারে প্রবেশ করেছে,
তারা তোমার পবিত্র মন্দির অশুচি করেছে,
যিরূশালেমকে ধ্বংসস্তূপ করেছে।

২ তারা তোমার দাসদের শব আকাশের পাখীদেরকে ভোজন করতে দিয়েছে,
তোমার সাধুদের মাংস পৃথিবীর পশুদেরকে দিয়েছে।
৩ তারা যিরূশালেমের চারদিকে জলের মত ওদের রক্ত ঢেলেছে;
ওদের কবর দেবার কেউ ছিল না।
৪ আমরা প্রতিবেশীদের কাছে তিরস্কারের বিষয় হয়েছি,
চারদিকে লোকদের কাছে হাসির ও বিদ্রূপের পাত্র হয়েছি।
৫ হে সদাপ্রভু, আর কতকাল তুমি নিরন্তর ক্রুদ্ধ থাকবে?
তোমার অন্তর্জ্বালা কি আগুনের মত জ্বলবে?
৬ ঢেলে দাও তোমার ক্রোধ সেই জাতিদের উপরে,
যারা তোমাকে জানে না, সেই রাজ্যগুলোর উপরে,
যারা তোমার নামে ডাকে না।
৭ কেননা তারা যাকোবকে গ্রাস করেছে,
তার বাসস্থান শূন্য করেছে।
৮ পূর্বপুরুষদের অপরাধগুলো আমাদের বিরুদ্ধে স্মরণ করো না;
তোমার বিবিধ করুণা ত্বরায় আমাদের কাছে আসুক,
কেননা আমরা অতিশয় হীনবল হয়েছি।
৯ হে আমাদের ত্রাণেশ্বর, তোমার নামের গৌরবার্থে
আমাদের সাহায্য কর, তোমার নামের অনুরোধে
আমাদের উদ্ধার কর, আমাদের সকল পাপ মার্জনা কর।
১০ জাতিরা কেন বলবে, ওদের ঈশ্বর কোথায়?
আমাদের দৃষ্টিগোচরে তুমি জানিয়ে দাও যে,
তোমার দাসদের রক্তপাতের প্রতিফল তুমি নেবেই।
১১ বন্দীর হাহাকার তোমার সম্মুখে উপস্থিত হোক,
তুমি তোমার বাহুর মহত্ত্বানুসারে মৃত্যুর সন্তানদের বাঁচাও।
১২ আর, হে প্রভু, আমাদের প্রতিবেশীরা
যে তিরস্কারে তোমাকে তিরস্কার করেছে,
তার সাত গুণ প্রতিশোধ তাদের কোলে ফিরিয়ে দাও।
১৩ তাতে তোমার লোক ও তোমার চরাণির মেষ যে আমরা,
আমরা চিরকাল তোমার প্রশংসা করবো,
পুরুষানুক্রমে তোমার প্রশংসা প্রচার করবো।

[৭৯:২] প্রকা ১৯:১৭-১৮
[৭৯:২] দ্বি.বি. ২৮:২৬; যিরি ৭:৩৩
[৭৯:৩] যিরি ২৫:৩৩; প্রকা ১১:৯
[৭৯:৩] যিরি ১৬:৪
[৭৯:৪] গীত ৩৯:৮; যিহি ৫:১৪
[৭৯:৪] গীত ৪৪:১৩; ৮০:৬
[৭৯:৫] গীত ৭৪:১০
[৭৯:৫] গীত ৭৪:১; ৮৫:৫
[৭৯:৫] দ্বি.বি. [২৯:২০; গীত ৮৯:৪৬; সফ ৩:৮
[৭৯:৬] গীত ২:৫; ৬৯:২৪; ১১০:৫; প্রকা ১৬:১
[৭৯:৬] গীত ১৪৭:২০; যিরি ১০:২৫
[৭৯:৬] গীত ১৪:৪
[৭৯:৭] যিশা ৯:১২; যিরি ১০:২৫
[৭৯:৮] আদি ৯:২৫; যিরি ৪৪:২১
[৭৯:৮] গীত ১১৬:৬; ১৪২:৬
[৭৯:৯] ২বংশা ১৪:১১
[৭৯:৯] গীত ২৫:১১; ৩১:৩; যিরি ১৪:৭
[৭৯:১০] গীত ৪২:৩
[৭৯:১০] গীত ৯৪:১; প্রকা ৬:১০
[৭৯:১০] পদ ৩
[৭৯:১২] যিশা ৬৫:৬; যিরি ৩২:১৮
[৭৯:১২] আদি ৪:১৫
[৭৯:১৩] গীত ৭৪:১
[৭৯:১৩] গীত ৪৪:৮

গীত ৭৯ এর নোটসমূহ

শিরোনাম আসফ: গীত ৭৩ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

৭৯:১-৪ অন্যান্য জাতিরা যা করেছে: তারা ঈশ্বরের বিশেষ অধিকারকে আক্রমণ করেছে, তাঁর মন্দিরের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছে, তাঁর রাজকীয় নগরীকে ধ্বংস করেছে, তাঁর লোকদেরকে হত্যা করেছে, মৃত্যুর পরও তাদের সম্মান হানি করেছে (অর্থাৎ তাদেরকে যথাযোগ্যভাবে

কবর দিতে দেয় নি – ৫৩:৫ পদের নোট দেখুন – এবং তাদের দেহ খোলা আকাশের নিচে ফেলে রেখেছে যেন তা শকুন ও হিংস্র পশুর খাবার হয়) এবং তাদেরকে সারা পৃথিবীর সামনে তামাশার পাত্র করে তুলেছে।

৭৯:১ তোমার অধিকারে। এর সাথে তুলনা করুন ৭৮:৬৩, ৭১ পদ। এখানে ঈশ্বরের অধিকার বলতে ইস্রায়েলের মাতৃভূমিকে বোঝানো হয়েছে (২:৮ পদের নোট দেখুন; এর সাথে ১১৪:২ পদের তুলনা করুন ও নোট দেখুন)। **পবিত্র মন্দিরঃ** ৭৮:৬৯ পদের নোট দেখুন।

৭৯:২ তোমার দাস। যদিও তারা তাদের অমার্জনীয় পাপের জন্য তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত ও নির্বাসিত হয়েছিল, তথাপি এতে করে ঈশ্বরের সাথে তাদের বিশেষ নিয়মের সম্পর্ক ছিন্ন হয় নি (লক্ষ্য করুন, এখানে "তোমার দাস," "তোমার সাধু" এবং ১৩ পদে "তোমার লোক ও তোমার চরাণির মেষ যে আমরা" কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে)। তোমার সাধুদের। ৪:৩ পদের নোট দেখুন।

৭৯:৩ যিরূশালেমের চারদিকে ... রক্ত ঢেলেছে। এর সাথে তুলনা করুন ২ রাজা ২১:১৬ পদ।

৭৯:৫-৮ যে সকল জাতি ঈশ্বরকে স্বীকার করে না তাদের প্রতি কঠোর হওয়ার জন্য ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনা।

৭৯:৫ আর কতকাল ... ? ৬:৩ পদের নোট দেখুন। **ক্রুদ্ধঃ** পদ ৬ দেখুন ("ক্রোধ"); এর সাথে ২:৫ পদের নোটও দেখুন। **অন্তর্জ্বালাঃ** ৭৮:৫৮ পদের নোট দেখুন। **আগুনের মত জ্বলবেঃ** দ্বি.বি. ৪:২৪; ৬:১৫; সফনিয় ১:১৮; ৩:৮ পদ দেখুন।

৭৯:৬-৭ যিরমিয় ১০:২৫ পদের নোট দেখুন। সম্ভবত গীত রচয়িতা এখানে ভাববাদী যিরমিয়ের পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি নিয়েছেন।

৭৯:৬ ঢেলে দাও তোমার ক্রোধ। যেভাবে তারা তোমার লোকদের রক্ত ঢেলে দিয়েছে (পদ ৩)। বন্দীদশায় অবস্থানরত ইস্রায়েলীয়রা তাদের বিরুদ্ধে কৃত শত্রুদের সমস্ত অন্যায় অবিচারের জন্য ঈশ্বরের কাছে বিনতি জানাচ্ছে (৫:১০ পদের নোট দেখুন)।

৭৯:৭ গ্রাস করেছে। বন্য পশুর মত (৪৪:১১; ৭৪:১৯ পদ দেখুন এবং ৭:২ পদের নোট দেখুন)। **যাকোবঃ** ইস্রায়েল নামটির সমার্থক নাম (আদিপুস্তক ৩২:২৮ পদ দেখুন)।

৭৯:৮ পূর্বপুরুষদের অপরাধঃ জাতিগতভাবে ইস্রায়েলের সমস্ত পাপের জন্য তারা বন্দীদশায় কষ্ট ভোগ করেছে (২ রাজা ১৭:৭-২৩; ২৩:২৬-২৭; ২৪:৩-৪; দানিয়েল ৯:৪-১৪ পদ দেখুন)। বস্তুত বিচারে পতিত হওয়ার আগ পর্যন্ত ইস্রায়েল তার পাপের জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চায় নি। বন্দীদশায় কাতর ইস্রায়েলীয়রা এখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে যেন ঈশ্বর তাদের মন পরিবর্তন ও অনুশোচনায় পূর্ণ প্রার্থনা শ্রবণ করেন এবং তাদের পূর্বপুরুষেরা যে সমস্ত পাপ করে গেছেন তাদের সেই সকল পাপ ধরে যেন তাদেরকে আর শাস্তি না দেন। **করুণাঃ** এখানে ঈশ্বরের করুণাকে ব্যক্তিকরণ করে ঈশ্বরের দূত হিসেবে দেখা হয়েছে, যিনি স্বয়ং মানুষের কাছে এসে শান্তি দান করেন (২৩:৬; ৪৩:৩ পদের নোট দেখুন)।

৭৯:৯-১১ ঈশ্বর যেন তাঁর লোকদেরকে সাহায্য করেন ও ক্ষমা করেন এবং এই কষ্ট ও দুর্দশা থেকে উঠিয়ে নিয়ে এসে তাদের শত্রুদের সহিংস কাজের জন্য তাদের বিচার করেন

সে বিষয়ে প্রার্থনা।

৭৯:৯ তোমার নামের গৌরবার্থে। যেহেতু ঈশ্বরের লোকদের দুর্দশা ও কষ্ট তাঁর নামের অবমাননা করে (পদ ১০ দেখুন), সে কারণে তাদের মুক্তি ও সম্মান ফিরিয়ে আনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর নিজেও গৌরবান্বিত হবেন (২৩:৩ পদের নোট দেখুন)। **পাপ মার্জনা করঃ** ৬৫:৩ পদের নোট দেখুন।

৭৯:১০ ওদের ঈশ্বর কোথায়? ৩:২ পদের নোট দেখুন। **তার প্রতিফলঃ** অর্থাৎ প্রতিশোধ (দ্বি.বি. ৩২:৩৫, ৪৩ পদ দেখুন)।

৭৯:১১ বন্দী ... মৃত্যুর সন্তান। যে সকল বন্দীরা ব্যাবিলনের সম্রাটের অধীনে কারাবদ্ধ ছিল (পদ ১০২:২০ দেখুন) তারা শুধু যে বন্দী অবস্থায় ছিল তা নয়, নিজেদের দেশে ফিরে যেতে চাইলে বা এর জন্য চেষ্টা চালালে তাদেরকে হত্যা করা হত।

৭৯:১২-১৩ সমাপনী প্রার্থনা এবং ঈশ্বরের প্রশংসা ও গৌরব করার জন্য মানত ঘোষণা।

৭৯:১২ তাদের কোলে ফিরিয়ে দাও। যিরমিয় ৩২:১৮ পদের নোট দেখুন। **সাত গুণঃ** অর্থাৎ পূর্ণ পরিমাণে; সাত সংখ্যাটি সাধারণত পরিপূর্ণতা বা সম্পূর্ণতা বোঝায়। তোমাকে তিরস্কার করেছে। ইস্রায়েলের প্রতি শত্রুদের নিষ্ঠুর আচরণ ও নির্যাতন মূলত ঈশ্বরের প্রতি সে সমস্ত জাতির বিপক্ষতা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করে (পদ ১, ১০ দেখুন; ২ রাজা ১৯:১০-১২, ২২-২৩; যিশাইয় ৫২:৫ পদ দেখুন)।

৭৯:১৩ তোমার চরাণির ভেড়া। ২৩:২; ৭৪:১ পদ ও নোট দেখুন; আরও দেখুন ৭৭:২০; ৭৮:৭২; ৮০:১ পদ। **আমরা চিরকাল তোমার প্রশংসা করবোঃ** ৭:১৭ পদের নোট দেখুন। **পুরুষানুক্রমেঃ** অর্থাৎ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। ৭৮:৪ পদ দেখুন।

উপসংহারঃ যিরূশালেমের শত্রুদের উপর শাস্তির জন্য প্রার্থনা জানানো হয়েছে। এই শোক ইস্রায়েল জাতির মহাকষ্টের সময়ের প্রতি ইংগিত করে, যেমন– ব্যাবিলনীয়রা বা শীশক কর্তৃক যিরূশালেম শহরে আক্রমণ কিংবা এন্টিয়কাস এপিফেনিস কর্তৃক শহরের পতনের নির্দেশ করে। কিন্তু এই গীতের কথা ভবিষ্যতের অর্থ পূর্ণ হবে যখন যিরূশালেম শহরে ভণ্ড মশীহ এন্টিয়কাস এপিফেনিসের মত নির্যাতন চালাবে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্নঃ

১. কোন্ নিষ্ঠুর জাতির কথা ১-৪ পদে বর্ণিত হয়েছে? কেন ঈশ্বর তাঁর লোকদের এই শত্রুদের হাতে অত্যাচার ভোগ করতে দিলেন?

২. কোন্ পরিস্থিতিতে ঈশ্বর আমাদের শত্রুকে আমাদের জাতির ক্ষতি করতে দেবেন? যদি এই ধরনের একটি ট্র্যাজেডি ঘটে, তাহলে এটা কি উদ্দেশ্য সম্পাদন করতে পারে?

৩. কেন ঈশ্বরের ইচ্ছার পরিপূর্ণতা সর্বদা সর্বোত্তম জিনিস হয়ে থাকে যা আমাদের জীবনে ঘটতে পারে?

গীত ৮০

পুনঃস্থাপনের জন্য অনুরোধ

ভূমিকা: বিদেশী পরাশক্তির কাছে পরাজিত ও দুর্দশাগ্রস্ত হওয়ার পর ইস্রায়েলের হারানো অবস্থান ও সম্মান ফিরে পাওয়ার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা। এই গীতটির সাথে এর সংলগ্ন অন্যান্য গীতগুলোর সম্পর্ক জানতে গীত ৭৯-৮৩ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। খুব সম্ভবত এই অধ্যায়ে উল্লিখিত "ইফ্রয়িম, বিন্যামীন ও মনঃশি" (পদ ২) নামগুলোর মধ্য দিয়ে উত্তরের রাজ্যকে বোঝানো হয়েছে। সম্প্রতি পবিত্র যিরূশালেম নগরী সহ ইস্রায়েল ও প্যালেষ্টাইনের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্য চালিয়ে দেখা গেছে সে সময় যিরূশালেম নগরী ও এর সংলগ্ন শহরতলী এলাকাগুলোতে জনসংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সেই সময় আশেরীয় হানাদার বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে উত্তরের রাজ্য থেকে পালিয়ে এসে লোকেরা এই অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিল। সম্ভবত এ কারণেই সে সময় "ইফ্রয়িম, বিন্যামীন ও মনঃশি" যিরূশালেমের পবিত্র মন্দিরে অবস্থান করছিল এবং তারা এক সাথে জাতিগতভাবে সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যকার ব্যবধান ও বৈষম্য ভুলে এই বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনায় সমবেত হয়েছিল (নিচের নোটগুলো দেখুন)। প্রার্থনাটি তৈরি হয়েছে চার লাইন বিশিষ্ট মোট পাঁচটি পঙক্তি দিয়ে। প্রথম, দ্বিতীয় ও সর্বশেষ পঙক্তির ক্রান্তিলগ্নে রয়েছে মূল বিনতিটি (এছাড়া আরও গুরুত্বপূর্ণ স্বগতোক্তি বা অন্যান্য অংশগুলো সম্পর্কে জানতে দেখুন গীত ৪২-৪৩ অধ্যায়)। প্রতিটি পঙক্তিতে ক্রমান্বয়ে বিনতির আকুতি আরও যেন বৃদ্ধি পেয়েছে: "ঈশ্বর" (পদ ৩); "বাহিনীগণের ঈশ্বর" (পদ ৭); "সদাপ্রভু, বাহিনীগণের ঈশ্বর" (পদ ১৯)।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, শোশন্নীম্ এদূৎ। আসফের সঙ্গীত।

গীত ৮০ : ক্রসরেফারেন্স

[৮০:১] গীত ৭৭:২০
[৮০:১] যাত্রা ২৫:২২
[৮০:২] গণনা ২:১৮-২৪
[৮০:২] গীত ৩৫:২৩
[৮০:২] গীত ৫৪:১; ৬৯:১; ৭১:২; ১০৯:২৬; ১১৬:৪; ১১৯:৯৪
[৮০:৩] গীত ৭১:২০; ৮৫:৪; যিরি ৩১:১৮; বিলাপ ৫:২১
[৮০:৩] গণনা ৬:২৫
[৮০:৩] পদ ৭, ১৯
[৮০:৪] গীত ৭৪:১০
[৮০:৪] দ্বি.বি. [২৯:২০
[৮০:৫] ইয়োব ৩:২৪
[৮০:৫] যিশা ৩০:২০
[৮০:৬] গীত ৭৯:৪

১ হে ইস্রায়েলের পালক, কান দাও,
যোষেফকে মেষের পালের মত চালাও যে তুমি,
করূবদ্বয়ে আসীন যে তুমি, তুমি দেদীপ্যমান হও।
২ ইফ্রয়িম, বিন্যামীন ও মনঃশির সম্মুখে নিজের পরাক্রম
সতেজ কর,
আমাদের উদ্ধার করতে আগমন কর।
৩ হে ঈশ্বর, আমাদেরকে ফিরাও,
তোমার মুখ উজ্জ্বল কর, তাতে আমরা উদ্ধার পাব।
৪ হে সদাপ্রভু, বাহিনীগণের ঈশ্বর,
তুমি নিজের লোকদের প্রার্থনার বিরুদ্ধে কতকাল ক্রুদ্ধ থাকবে?
৫ তুমি খাবার হিসেবে তাদেরকে চোখের জল দিয়েছ,
বহুল পরিমাণে চোখের জল পান করিয়েছ।
৬ তুমি প্রতিবেশীদের মধ্যে আমাদেরকে বিবাদের পাত্র করছো,

আমাদের শত্রুরা একযোগে পরিহাস করে।
৭ হে বাহিনীগণের ঈশ্বর, আমাদেরকে ফিরাও,
তোমার মুখ উজ্জ্বল কর, তাতে আমরা নিস্তার পাব।
৮ তুমি মিশর থেকে একটি আঙ্গুরলতা এনেছিলে,
জাতিদের দূর করে তা রোপণ করেছিলে।
৯ তুমি তার জন্য ভূমি পরিষ্কার করেছিলে,
তা বদ্ধমূল হয়ে দেশময় ব্যাপ্ত হল।
১০ তার ছায়ায় পর্বতমালা ঢাকা পড়ে গেল,
তার সমস্ত শাখা শক্তিশালী এরস গাছগুলোকে ঢেকে ফেললো।
১১ তা সমুদ্র পর্যন্ত নিজের তরুশাখা,
নদী পর্যন্ত নিজের শিকড় বিস্তার করলো।
১২ তুমি কেন তার বেড়া ভেঙ্গে ফেললে?
যে সব পথিক তার পাশ দিয়ে যায় তারাই যে তার ফল ছেঁড়ে।
১৩ বন থেকে শূকর এসে তা ছারখার করে,
মাঠের পশু তা মুড়িয়ে খেয়ে ফেলে।
১৪ বিনয় করি, আবার ফির, হে বাহিনীগণের ঈশ্বর,
স্বর্গ থেকে চেয়ে দেখ, এই আঙ্গুরলতার খোঁজ কর;
১৫ তোমার ডান হাত দিয়ে যে চারা রোপন করেছ, সেই চারার খোঁজ কর।
১৬ তা আগুনে পুড়ে গেছে, তা কেটে ফেলা হয়েছে;
তোমার মুখের ভর্ৎসনায় লোক বিনষ্ট হচ্ছে।
১৭ তোমার হাতখানা তোমার ডান হাতের মানুষের উপরে,
তোমার কাজের জন্য যাকে সবল করেছ, তার উপরে থাকুক।
১৮ তাতে আমরা তোমা থেকে ফিরে যাব না;
তুমি আমাদের সঞ্জীবিত কর, আমরা তোমার নামে ডাকব।
১৯ হে সদাপ্রভু, বাহিনীগণের ঈশ্বর, আমাদের ফিরাও;
তোমার মুখ উজ্জ্বল কর, তাতে আমরা উদ্ধার পাব।

[৮০:৭] পদ ৩
[৮০:৮] যিশা ৫:১-২; যিরি ২:২১; মথি ২১:৩৩-৪১
[৮০:৮] যাত্রা ২৩:২৮-৩০; যিহো ১৩:৬; প্রেরিত ৭:৪৫
[৮০:৮] যাত্রা ১৫:১৭
[৮০:১১] গীত ৭২:৮
[৮০:১২] গীত ৮৯:৪০; যিশা ৫:৫; ৩০:১৩; যিরি ৩৯:৮
[৮০:১৩] যিরি ৫:৬
[৮০:১৪] দ্বি.বি. ২৬:১৫
[৮০:১৬] গীত ৭৯:১
[৮০:১৬] দ্বি.বি. ২৮:২০
[৮০:১৭] ইয়োব ২৫:৬
[৮০:১৮] গীত ৮৫:৬; যিশা ৫৭:১৫; হোশেয় ৬:২

গীত ৮০ এর নোটসমূহ

শিরোনাম প্রধান বাদ্যকরের জন্য: গীত ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **স্বর:** গীত ৯ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **শোশন্নীম:** গীত ৪৫ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **আসফ:** গীত ৭৩ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

৮০:১-৩ ঈশ্বরের কাছে বিশেষ প্রার্থনা যেন তিনি নিজেকে জাগ্রত করেন এবং তাঁর নিজ লোকদের গৌরব ফিরিয়ে আনেন, যেভাবে তিনি মরুভূমিতে তাঁর লোকদেরকে প্রতিপালন করে তাদের সম্মান দান করেছিলেন।

৮০:১ ৭৪:১; ৭৭:২০; ৭৮:৫২, ৭১-৭২; ৭৯:১৩ পদে মেষপালক ও মেষপাল নিয়ে যে উপমাগুলো দেওয়া হয়েছে তা দেখুন; এর সাথে ২৩:১-২ পদের নোটও দেখুন। **যোষেফ:** ৭৭:১৫ পদের নোট দেখুন। **করূবদ্বয়ে আসীন:** যাত্রা ২৫:১৮ পদের নোট দেখুন। **তুমি**

দেদীপ্যমান হও: অর্থাৎ তোমার গৌরব ও মহিমা আবারও দৃশ্যমান হোক, যেভাবে তুমি মরুভূমির মধ্য দিয়ে ইস্রায়েলের যাত্রার সময় প্রকাশ করেছিলে (যাত্রা ২৪:১৬-১৭; ৪০:৩৪ -৩৫), কিন্তু এখন বিশেষভাবে তুমি আবারও তোমার মুক্তি সাধনকারী কাজের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ কর (১০২:১৫-১৬; যাত্রা ১৪:৪, ১৭-১৮; গণনা ১৪:২২; যিশাইয় ৪০:৫; ৪৪:২৩; ৬০:১-২ পদ দেখুন)।

৮০:২ ইফ্রয়িম, বিন্যামীন ও মনঃশির সম্মুখে। অর্থাৎ জাতিগণের বিরুদ্ধে যাত্রা শুরু কর, যেভাবে তুমি সিনাই পর্বত থেকে প্রতিজ্ঞাত দেশে শত্রু রাষ্ট্রের সৈন্য বাহিনীর মধ্য দিয়ে যাত্রা করেছিলে (এই যাত্রায় এই তিনটি গোষ্ঠীর সামনে সাক্ষ্য-সিন্দুক নিয়ে বিশেষ বহর অবস্থান করছিল; গণনা ১০:২১-২৪ পদ দেখুন; এর সাথে গীত ৬৮ অধ্যায়ের ভূমিকাও দেখুন)। **পরাক্রম সতেজ কর:** ৭:৬ পদের নোট দেখুন।

৮০:৩ তোমার মুখ উজ্জ্বল কর। ৭, ১৯ পদ দেখুন; পুরোহিতের আশীর্বচন প্রতিফলিত হয়েছে (গণনা ৬:২৫ পদ দেখুন; আরও দেখুন ৪:৬; ১৩:১ পদের নোট)।

৮০:৪-৭ ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে ভয়ঙ্কর শাস্তি দেওয়ার কারণে দুঃখ ও শোক প্রকাশ।

৮০:৪ কতকাল ... ? ৬:৩ পদের নোট দেখুন। সদাপ্রভু, বাহিনীগণের ঈশ্বর। ৭, ১৪, ১৯ পদ দেখুন; আরও দেখুন ১ শমূ ১:৩ পদের নোট। **ক্রুদ্ধ:** ২:৫ পদের নোট।

৮০:৫ এখন ঈশ্বর তাদেরকে "স্বর্গদূতদের খাবার" এবং পাথর থেকে জল দেওয়ার পরিবর্তে খাবার ও পানীয় হিসেবে শুধুই চোখের জল দিয়েছেন (৭৮:২০, ২৫ পদ দেখুন)।

৮০:৮-১৬ আঙ্গুর ও আঙ্গুর ক্ষেত সম্পর্কে এই রূপকগুলোর ব্যবহার (এখানে এর মধ্য দিয়ে ইস্রায়েলের পরিবর্তিত অবস্থা বোঝানো হয়েছে) ভাববাদীদের পুস্তকের পাওয়া যায় (যিশাইয় ৩:১৪; ৫:১-৭; ২৭:২; যিরমিয় ২:২১; ১২:১০; যিহিষ্কেল ১৭:৬-৮; ১৯:১০-১৪; হোশেয় ১০:১; ১৪:৭; মীখা ৭:১; আরও দেখুন আদি ৪৯:২২; মথি ২০:১-১৬; মার্ক ১২:১-৯; লূক ২০:৯-১৬; যোহন ১৫:১-৫)।

৮০:৮-১১ এক সময় ইস্রায়েল ছিল ঈশ্বরের সুপুষ্ট ও বিস্তার সাধনকারী আঙ্গুর লতা।

৮০:৮ মিশর থেকে একটি আঙ্গুরলতা এনেছিলে। ৭৮:৫২ পদ দেখুন। **জাতিদের দূর করে তা রোপণ করেছিলে:** ৪৪:২ পদ দেখুন।

৮০:৯ ভূমি পরিষ্কার করেছিলে। যিশাইয় ৫:২ পদ দেখুন।

৮০:১০ শক্তিশালী এরস গাছ। আক্ষরিক অর্থে "ঈশ্বরের এরস গাছ" (হিব্রু ভাষায় "ঈশ্বর" নামটিকে বোঝাতে অনেক সময় "শক্তিশালী" শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে; এর সাথে ২৯:১ পদের নোট দেখুন)।

৮০:১১ সমুদ্র ... নদী। দেখুন যাত্রা ২৩:৩১ পদের নোট।

৮০:১২-১৫ ঈশ্বর যেন তাঁর বিনষ্ট আঙ্গুর ক্ষেত আবার পুনর্গঠন করেন তার জন্য প্রার্থনা।

৮০:১২ কেন ... ? ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর ইস্রায়েল জাতির তীব্র অষন্তোষ ও দুঃখবোধ এখানে প্রকাশ পেয়েছে (৬:৩ পদের নোট দেখুন)। তার বেড়া ভেঙ্গে ফেললে? অর্থাৎ তার সমস্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে।

৮০:১৪ স্বর্গ থেকে চেয়ে দেখ। যাত্রা ৩:১৬ পদ দেখুন। তবে এই কথাটির জন্য যে হিব্রু শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তার মূল বুৎপত্তিগত অর্থটি যথার্থভাবে পাওয়া যায় রূত ১:৬ পদে: "তত্ত্বাবধান করা"।

৮০:১৫ চারা। আক্ষরিক অর্থে "সন্তান"। এখানে ইস্রায়েল জাতিকে বোঝানো হয়েছে (যাত্রা ৪:২২-২৩; হোশেয় ১১:১ পদ দেখুন)। কিন্তু "চারা" বা "সন্তান" শব্দটি দিয়ে অনেক সময় আঙ্গুর লতাও বোঝানো হয়ে থাকে। এখানেও চারা রোপণ করার কথা বলার মধ্য দিয়ে মূলত আঙ্গুর লতা রোপণ করার বিশেষ রূপকটি ব্যবহার করা হয়েছে (ইয়োব ১৮:১৬; ২৯:১৯; যিহিষ্কেল ১৭:৭; মালাখি ৪:১ পদ দেখুন; এর সাথে দেখুন যিশাইয় ৫:২৪; ২৭:৬; ৩৭:৩১; যিহিষ্কেল ১৭:৯; ৩১:৭; হোশেয় ৯:১৬; আমোস ২:৯; রোমীয় ১১:১৬)। **তত্ত্ব করঃ** ১৭ পদ দেখুন; আক্ষরিক অর্থে "সুপুষ্ট করে তুলেছ"।
৮০:১৬-১৯ ঈশ্বর কর্তৃক উদ্ধার লাভের আশাবাদ ব্যক্ত করে করা সমাপনী প্রার্থনা।
৮০:১৬ তোমার মুখের ভর্ৎসনা। ৯:৫ পদ দেখুন এবং ৭৬:৬ পদের নোট দেখুন।
৮০:১৭ তোমার হাতখানা ... তার উপরে থাকুক। অর্থাৎ তোমার আনুকূল্য প্রকাশ কর (ইষ্রা ৭:৬, ৯, ২৮; ৮:১৮, ২২, ৩১; নহিমিয় ২:৮, ১৮)। **তোমার ডান হাতেরঃ** এখানে সম্ভবত দায়ূদের বংশের রাজাদেরকে ঈশ্বরের কর্তৃক অভিষিক্ত রূপে নির্দেশ করা হচ্ছে, যাঁরা ঈশ্বরের উপস্থিতিতে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত থাকেন (১১০:১ পদ দেখুন) এবং যাঁদের উপরে সমগ্র জাতির আশা ও ভরসা ন্যাস্ত থাকে (২:৭-৯; ৭২:৮-১১; ৮৯:২১-২৫ পদ দেখুন)। কিন্তু ১৫ পদে খুব জোরালোভাবে এই কথার আরেক ধরনের অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে: এখানে "মানুষ" বলতে যাকোব তথা ইস্রায়েলকে বোঝানো হয়েছে এবং তাঁকে ঈশ্বরের ডান পাশে স্থাপিত বা প্রতিষ্ঠিত হিসেবে দেখানো হয়েছে।
৮০:১৮ ঈশ্বরের প্রতি অনুগত হওয়া এবং শুধুমাত্র তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য প্রতিজ্ঞা। এমন একটি স্থানে এই প্রতিজ্ঞাটি ব্যক্ত করা হয়েছে সাধারণত যেখানে এ ধরনের প্রতিজ্ঞা ও প্রতিজ্ঞাগুলো প্রকাশ করা হয়ে থাকে (৭:১৭ পদের নোট দেখুন)।

উপসংহারঃ সদাপ্রভু অর্থাৎ ইস্রায়েলের রাখালকে তিনি অনুরোধ করেছেন যেন শাস্তিপ্রাপ্ত ও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইস্রায়েল জাতিকে পুনঃস্থাপন করেন। লেখক এই গীতটিতে আঙ্গুর-লতাকে ছবি হিসেবে ব্যবহার করে মিশর থেকে তাদের জাতির মুক্তির কথা বর্ণনা করেছেন। সেই মুক্তি হল ইস্রায়েলের পুনঃস্থাপনের প্রার্থনার ভিত্তি। পুনঃস্থাপন মশীহের রাজ্য স্থাপন করার আগে তাঁর মধ্য দিয়ে হবে যাকে বলা হয়েছে 'তোমার বেছে নেওয়া লোক'। তাদের পুনঃস্থাপনের জন্য মশীহ তাঁর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মেষদের খুঁজবেন।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্নঃ

১. উত্তরের রাজ্যের জন্য তাঁর প্রার্থনার উপর ভিত্তি করে, আসফের চরিত্র সম্পর্কে আপনি কি মতামত দেবেন? বিশ্বাসীদের কি তাদের শত্রুদের জন্য প্রার্থনা করা উচিত? যদি তাই হয়, তবে প্রার্থনায় তারা কি চাইতে পারে?
২. "আঙ্গুরলতা" এই গীতে কি প্রতিনিধিত্ব করে?
৩. যোহন ১৫ অধ্যায়ে যীশু কিভাবে লতা ও তার শাখার চিত্রাবলী ব্যবহার করেছিলেন?

গীত ৮১

একগুয়ে ইস্রায়েলদের প্রতি সদাপ্রভু ঈশ্বরের আহ্বান

ভূমিকা: এটি একটি উৎসবের গীত। সম্ভবত এই গীতটি রচনা করা হয়েছিল নতুন বছরের উৎসবে (মাসের প্রথম দিন, "নতুন চাঁদের উৎসব") এবং সাক্ষ্য-তাম্বুর পর্বের শুরুতে (মাসের ১৫ তারিখ, পূর্ণিমা) উদ্‌যাপন করার জন্য। ঈশ্বরের মুক্তি সাধনকারী কাজগুলোর স্মরণীয় দিন হিসেবে ইস্রায়েল জাতি তাদের বার্ষিক ধর্মীয় উৎসবের দিনে এই গীত গাইতো, যেখানে ঈশ্বরের দয়ার কথা স্মরণ করার পাশাপাশি নিজেদেরকে নতুন করে বাধ্যতা ও বিশ্বাসের প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করা হত (গীত ৯৫ অধ্যায় দেখুন)। গীতটিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে: পদ ১-৫ এবং পদ ৬-১৬।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, গিত্তীৎ। আসফের।

গীত ৮১ : ক্রসরেফারেন্স

১ তোমরা আমাদের বলস্বরূপ ঈশ্বরের উদ্দেশে আনন্দধ্বনি কর,
যাকোবের ঈশ্বরের উদ্দেশে জয়ধ্বনি কর।
২ শুরু কর সঙ্গীত, বাজাও তম্বুরা
বাজাও নেবল সহকারে মনোহর বীণা।
৩ বাজাও তূরী অমাবস্যায়, বাজাও পূর্ণিমায়,
আমাদের উৎসব দিনে।
৪ কেননা তা ইস্রায়েলের বিধি,
যাকোবের ঈশ্বরের শাসন।
৫ তিনি যোষেফের মধ্যে এই সাক্ষ্য স্থাপন করলেন,
যখন তিনি মিশর দেশের বিরুদ্ধে বের হন;
আমি একটি বাণী শুনলাম, যা জানতাম না।
৬ 'আমি ওর স্কন্ধকে ভারমুক্ত করলাম,
ওর হাত ঝুড়ি থেকে নিষ্কৃতি পেল।
৭ তুমি সঙ্কটে ডাকলে আমি তোমাকে উদ্ধার করলাম;
আমি বজ্রের অন্তরালে তোমাকে উত্তর দিলাম,
মরীবার জলের কাছে তোমার পরীক্ষা করলাম। [সেলা]
৮ হে আমার লোকবৃন্দ, শোন, আমি তোমার কাছে সাক্ষ্য দেব;
হে ইস্রায়েল, তুমি যদি আমার কথা শোন!
৯ তোমার মধ্যে বিদেশী কোন দেবতা থাকবে না।
তুমি কোন বিজাতীয় দেবতার কাছে প্রণিপাত করবে না।
১০ আমিই সদাপ্রভু তোমার ঈশ্বর,
আমি তোমাকে মিশর দেশ থেকে উঠিয়ে এনেছি,
তোমার মুখ খুলে হ্যাঁ কর, আমি তা পূর্ণ করবো।

[৮১:১] গীত ৬৬:১
[৮১:২] যাত্রা ১৫:২০
[৮১:২] গীত ৯২:৩
[৮১:২] ইয়োব ২১:১২
[৮১:৩] যাত্রা ১৯:১৩
[৮১:৩] যিহি ১০:৩৩
[৮১:৪] পদ ১
[৮১:৫] যাত্রা ১১:৪
[৮১:৫] গীত ১১৪:১
[৮১:৬] যাত্রা ১:১৪
[৮১:৬] যিশা ৯:৪; ৫২:২
[৮১:৭] যাত্রা ২:২৩
[৮১:৭] যাত্রা ১৯:১৯
[৮১:৭] যাত্রা ১৭:৭; দ্বি.বি. ৩৩:৮
[৮১:৮] গীত ৫০:৭; ৭৮:১
[৮১:৯] যাত্রা ২০:৩
[৮১:১০] যাত্রা ৬:৬; ১৩:৩; [২৯:৪৬
[৮১:১০] যিহি ২:৮
[৮১:১০] গীত ১০৭:৯

১১ কিন্তু আমার লোকেরা আমার কথা শুনলো না,
ইস্রায়েল আমাকে চাইল না।
১২ তাই আমি তাদেরকে তাদের হৃদয়ের কঠিনতায় ছেড়ে দিলাম;
তারা নিজেদের মন্ত্রণায় চললো।
১৩ আহা, যদি আমার লোকেরা আমার কথা শুনতো,
যদি ইস্রায়েল আমার পথে চলতো!
১৪ তা হলে আমি তাদের শত্রুদেরকে ত্বরায় দমন করবো,
তাদের বিপক্ষদের প্রতিকূলে নিজের হাত ফিরাব।
১৫ সদাপ্রভুর বিদ্বেষিরা তাঁর কর্তৃত্ব স্বীকার করবে;
কিন্তু এদের শাস্তি চিরকাল থাকবে।
১৬ তিনি এদেরকে উৎকৃষ্ট গম ভোজন করাবেন;
আমি শৈলস্থ মধু দ্বারা তোমাকে তৃপ্ত করব।'

[৮১:১১] যাত্রা ৩২:১-৬
[৮১:১২] যিহি ২০:২৫; প্রেরিত ৭:৪২; রোমীয় ১:২৪
[৮১:১৩] দ্বি.বি. ৫:২৯
[৮১:১৪] গীত ৪৭:৩
[৮১:১৪] আমোষ ১:৮
[৮১:১৫] ২শমূ ২২:৪৫
[৮১:১৬] দ্বি.বি. ৩২:১৪

গীত ৮১ এর নোটসমূহ

শিরোনাম প্রধান বাদ্যকরের জন্য: গীত ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **স্বর:** গীত ৬ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **গিত্তীৎ:** গীত ৮ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **আসফ:** গীত ৭৩ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

৮১:১-৫ পবিত্র পর্ব উদ্‌যাপনের জন্য সর্বসাধারণকে আহ্বান।

৮১:১ যাকোব। ইস্রায়েল নামটির সমার্থক নাম (আদিপুস্তক ৩২:২৮ পদ দেখুন)।

৮১:২ তম্বুরা। যিরমিয় ৩১:৪ পদের নোট দেখুন। **নেবল ... বীণা:** ৫৭:৮ পদের নোট দেখুন।

৮১:৩ তূরী। ভেড়ার শিং দিয়ে তৈরি করা বাদ্যযন্ত্র (যাত্রা ১৯:১৩)। **আমাদের উৎসব দিন:** সম্ভবত সাক্ষ্য-তাম্বুর পর্ব (যাত্রা ২৩:১৬; যিহিষ্কেল ১৪:১৬ পদের নোট দেখুন), যা অনেক সময় স্রেফ "আমাদের উৎসব" বলা হত (১ রাজা ৮:২, ৬৫ পদ দেখুন)।

৮১:৪-৫ বিধি ... শাসন ... সাক্ষ্য। ৩ পদের নোটে যে সকল পদের উল্লেখ রয়েছে সেগুলো দেখুন।

৮১:৫ যখন তিনি মিশর দেশের বিরুদ্ধে বের হন। অনেকে মনে করেন এর মধ্য দিয়ে নিস্তার-পর্ব এবং খামিহীন রুটির পর্বের কথা বলা হয়েছে (যাত্রা ১২:১৪, ৪২ পদ দেখুন)। খুব সম্ভব এখানে সমগ্র যাত্রা কালের ঘটনাবলীর বিষয়ে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে এবং নিজ লোকদেরকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করার মধ্য দিয়ে মিশরের উপরে ঈশ্বরের বিজয় লাভের বিষয়টিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে (৬-৭ পদ দেখুন)। **যোষেফ:** ৭৭:১৫ পদের নোট দেখুন। একটি বাণী শুনলাম, যা জানতাম না। এখানে যে কণ্ঠ বাণীটি উচ্চারণ করেছে তা মিশরের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের বিচারের বজ্রধ্বনি (পদ ৭ দেখুন)। ইস্রায়েলীয়রা যখন প্রার্থনায় ও উপাসনায় সমবেত হত, তখন লেবীয় ও পুরোহিতেরা এভাবে ঈশ্বরের বিচারের কথা উপস্থাপন করতেন (পদ ৬-১৬)।

৮১:৬-১০ ঈশ্বর তাঁর লোকদের কথা শুনেছেন ও তাদেরকে উদ্ধার করেছেন এবং এখন তিনি তাদেরকে তাঁর প্রতি অনুগত ও বাধ্য হতে বলছেন।

৮১:৬ ভার ... হাতের ঝুড়ি। ইস্রায়েল জাতি মিশর দেশে জোরপূর্বক যে দাসত্বে নিয়োজিত ছিল তা এখানে বোঝা বা ভার হিসেবে বোঝানো হয়েছে (যাত্রা ১:১১-১৪ পদ দেখুন)।
৮১:৭ তুমি সঙ্কটে ডাকলে আমি তোমাকে উদ্ধার করলাম। যাত্রা ৩:৭-১০ পদ দেখুন। **বজ্রের অন্তরালে:** ১০৬:৯; যাত্রা ১৪:২১, ২৪; ১৫:৮, ১০ পদ দেখুন; এর সাথে ৭৬:৬ পদের নোটও দেখুন। **তোমার পরীক্ষা করলাম:** যাত্রা ১৭:১-৭ পদ দেখুন।
৮১:৮-১০ ঈশ্বর লোকদের দুর্দশার সময় তাদের কথা শোনেন (পদ ৬-৭); কাজেই এখন তাদের অবশ্যই তাঁর কথা শোনা প্রয়োজন।
৮১:৯-১০ যাত্রা ১৯:৪-৫; ২০:২-৪; দ্বি.বি. ৪:১৫-২০ পদ দেখুন।
৮১:১০ তোমার মুখ খুলে হাঁ কর। অর্থাৎ জীবনের সকল প্রকার প্রয়োজনের জন্য ঈশ্বর সদাপ্রভুর উপরে নির্ভর কর। **আমি তা পূর্ণ করবো:** ১৬ পদ দেখুন; যেভাবে তিনি মরুভূমিতে যাত্রার সময় তা করেছিলেন (৭৮:২৩-২৯; সেই সাথে ৩৭:৩-৪; দ্বি.বি. ১১:১৩-১৫; ২৮:১-৪ পদ দেখুন)।
৮১:১১-১৬ ইস্রায়েল জাতি ঈশ্বরের কথা শোনে নি। যদি শুনতো, তাহলে তারা ঈশ্বরের অপার অনুগ্রহ লাভ করতো। যিহিষ্কেল ১৮:২৩, ৩২; ৩৩:১১ পদ দেখুন।
৮১:১১ ৭৮:১০, ১৭, ৩২, ৪০, ৫৬; দ্বি.বি. ৯:৭, ২৪; যিরমিয় ৭:২৪-২৬।
৮১:১২ দ্বি.বি. ৩০:৬ পদ অনুসারে স্বয়ং ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ের তক্‌ছেদ করেন, পরিশুদ্ধ করেন (এর সাথে ১ রাজা ৮:৫৮; যিরমিয় ৩১:৩৩; যিহিষ্কেল ১১:১৯; ৩৬:২৬ পদ দেখুন)। এভাবেই যখন ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে ছেড়ে চলে যান তখন তা তাদের জন্য সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হয়ে দাঁড়ায় (৭৮:২৯; যিশাইয় ৬:৯-১০; ২৯:১০; ৬৩:১৭ পদ দেখুন; এর সাথে আরও তুলনা করুন রোমীয় ১:২৪, ২৬, ২৮ পদ)।
৮১:১৩-১৬ আইন-কানুনের নিয়মে যে সকল আশীর্বাদ ও দয়ার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো দেখুন: যাত্রা ২৩:২২-২৭; লেবীয় ২৬:৩-১৩; দ্বি.বি. ৭:১২-২৬; ২৮:১-১৪।
৮১:১৩ আমার পথে। ২৫:৪ পদের নোট দেখুন।
৮১:১৬ শৈলস্থ মধু। দ্বি.বি. ৩২:১৩ পদের নোট দেখুন।

উপসংহার: ইস্রায়েলীয়দের আবার একসঙ্গে জড়ো করা হবে। শিংগা বাজানো হল যুগের শেষে ইস্রায়েল জাতির একসঙ্গে জড়ো হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণীর ছবি। ৮০ গীতের ৩,৭,১৯ পদে যে, প্রার্থনা করা হয়েছে এটা হল তার উত্তর। তাদের এই পুনঃস্থাপনের সঙ্গে মিশর থেকে উদ্ধারের কথা এবং উদ্ধারের পরে তাদের অবাধ্যতা ও শাস্তির কথা তুলনা করা হয়েছে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. যিহূদী ক্যালেন্ডার অনুসারে কোন উৎসবের নাম আপনি দিতে পারেন? একটি ভোজ দিনের কি আসল বিষয় প্রকাশ করে?
২. গীতরচক ঈশ্বরের লোকেদের "আনন্দে গান করতে" আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কোন্

কোন্ কারণের জন্য বিশ্বাসীরা আনন্দ-গান করবে?

৩. ইস্রায়েলের অবাধ্যতার কি দাম দিতে হয়েছিল? আজ ঈশ্বরের অবাধ্যতার কি রকম দাম দিতে হয়?

গীত ৮২

ন্যায়বিচারের জন্য আবেদন

ভূমিকা: অন্যায়কারী শাসক ও বিচারকদের বিরুদ্ধে বিচারের ও শাস্তির কথা। এই অধ্যায়টির রচয়িতা লেবীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঈশ্বরকে স্বর্গীয় সিংহাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় প্রকাশ করেছেন – যা ভাববাদীদের অভিজ্ঞতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ (১ রাজা ২২:১৯-২২; যিশাইয় ৬:১-৭; যিরমিয় ২৩:১৮, ২২ পদ দেখুন; এর সাথে ইয়োব ১৫:৮ পদ দেখুন)। মহান রাজা (গীত ৪৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন) এবং সমগ্র পৃথিবীর বিচারকর্তা (৯৪:২; আদি ১৮:২৫; ১ শমূ ২:১০ পদ দেখুন) যিনি "ন্যায় বিচার ভালবাসেন" (৯৯:৪) এবং ধার্মিকতায় জাতিগণের বিচার করেন (৯:৮; ৯৬:১৩; ৯৮:৯ পদ দেখুন) তিনি বিশেষভাবে তাদেরকে জবাবদিহি করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন যারা এই পৃথিবীতে শোষিত ও নিপীড়িতদের রক্ষা করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। প্রাচীন রব্বি ভিত্তিক একটি ব্যাখ্যা অনুসারে (যোহন ১০:৩৪-৩৫ পদ দেখুন) দেবতা বলতে (পদ ১, ৬) মূলত বোঝানো হয়েছে ইস্রায়েলের অন্যায়কারী ও মন্দ রাজাদের, যারা সংখ্যায় অনেকে ছিলেন (১ শমূ ৮:৩; যিশাইয় ১:১৬-১৭; ৩:১৩-১৫; যিরমিয় ২১:১২; ২২:৩; যিহিষ্কেল ৩৪:৪, ২১; মীখা ৩:১ -৩; ৭:৩)। আজ অনেকেই এই "দেবতা" বলতে মনে করেন ইস্রায়েলের প্রতিবেশী দেশগুলোর শাসকদেরকে, যারা লোকদের মধ্যে এই ধারণা সৃষ্টি করেছিল যে, তারা প্রকৃতপক্ষে মানুষ নন বরং স্বর্গীয় সত্তা, যারা পৃথিবীতে মানুষের উপরে স্বর্গীয় কর্তৃত্ব নিয়ে শাসন করতে এসেছেন। অন্যান্যরা মনে করেন এখানে "দেবতা" বলতে স্বর্গীয় সত্তা বোঝানো হয়েছে যাদের নামে সেই রাজা বা শাসকেরা রাজত্ব করতেন বলে দাবী করতেন (৯৫:৩ পদ দেখুন)। প্রকৃত অর্থ যাই হোক না কেন, শাসক ও বিচারকদের এখানে প্রকৃত স্বর্গীয় রাজা এবং বিচারকের সামনে জবাবদিহির জন্য আনা হয়েছে (গীত ৫৮ অধ্যায় দেখুন)। কাঠামোগত দিক থেকে লেবীয় বাণী (পদ ১, ৬) ঈশ্বরের বাণীকে একটি ছকে আবদ্ধ করেছে। একেবারে কেন্দ্রে (৫ পদের নোট দেখুন) সকলের জন্য সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিচারের ও শাস্তির কথা বলা হয়েছে। গীতসংহিতার তৃতীয় খণ্ডে এই অধ্যায়টির অবস্থানের যথাযোগ্যতা নিরূপন করতে গীত ৭৯-৮৩ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

আসফের সঙ্গীত।

গীত ৮২ : ক্রসরেফারেন্স

[৮২:১] গীত ৭:৮; ৫৮:১১; যিশা ৩:১৩; ৬৬:১৬; যোয়েল ৩:১২
[৮২:১] ইয়োব ২১:২২
[৮২:২] দ্বি.বি. ১:১৭

[১] ঈশ্বর স্বর্গীয় সভায় তাঁর স্থান গ্রহণ করেছেন,
তিনি দেবতাদের মধ্যে বিচার করেন।
[২] তোমরা কতকাল অন্যায় বিচার করবে,

ও দুষ্টলোকদের পক্ষপাতিত্ব করবে? [সেলা]
৩ দীনহীন ও অনাথ লোকদের বিচার কর;
দুঃখী ও নিপীড়িতদের প্রতি মত ব্যবহার কর।
৪ দীনহীন ও দরিদ্রকে নিস্তার কর;
দুষ্ট লোকদের হাত থেকে তাদেরকে উদ্ধার কর।
৫ ওরা জানে না, বোঝে না, ওরা অন্ধকারে বিচরণ করে;
পৃথিবীর সমস্ত ভিত্তিমূল টলটলায়মান হচ্ছে।
৬ আমিই বলেছি, তোমরা দেবতা,
তোমরা সকলে সর্বশক্তিমানের সন্তান;
৭ কিন্তু তোমরা মানুষের মত মরবে,
অন্যান্য শাসনকর্তাদের মতই তোমাদের পতন হবে।
৮ হে ঈশ্বর, উঠ, পৃথিবীর বিচার কর;
কারণ তুমিই সব জাতিকে অধিকার করবে।

[৮২:২] গীত ৫৮:১-২; হিতো ১৮:৫
[৮২:৩] দ্বি.বি. ২৪:১৭
[৮২:৩] গীত ১৪০:১২; যিরি ৫:২৮; ২২:১৬
[৮২:৫] গীত ১৪:৪; ৫৩:২
[৮২:৫] ইয়োব ৩০:২৬; যিশা ৫:৩০; ৮:২১-২২; ৯:২; ৫৯:৯; ৬০:২; যিরি ১৩:১৬; ২৩:১২; বিলাপ ৩:২
[৮২:৫] বিচার ৫:৪; গীত ১১:৩
[৮২:৬] যোহন ১০:৩৪
[৮২:৭] গীত ৪৯:১২; যিহি ৩১:১৪
[৮২:৮] গীত ১২:৫
[৮২:৮] গীত ৭৬:৯
[৮২:৮] গীত ২:৮

গীত ৮২ এর নোটসমূহ

শিরোনাম গীত ৭৩ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

৮২:১ স্বর্গীয় সভা। ঈশ্বরের মহান আদালতের সভাকক্ষে এই সমাবেশ হয়েছে (এর সাথে তুলনা করুন ১ রাজা ৭:৭ পদ), যা স্বর্গে অবস্থিত (৮৯:৫; ১ রাজা ২২:১৯; ইয়োব ১:৬; ২:১; যিশাইয় ৬:১-৪ পদ দেখুন)। যেভাবে মানুষ দর্শন দেখে, সেভাবেই যেন গীত রচয়িতা দেখছেন কিভাবে পৃথিবীর শাসকেরা ও বিচারকেরা মহান রাজা ও বিচারকের সামনে তাদের কাজের হিসাব দেওয়ার জন্য একত্রিত হয়েছে। **দেবতাদের:** ৬ পদ দেখুন। পুরাতন নিয়মের ভাষার ব্যবহার অনুসারে এবং প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যের সময়কার পৃথিবীর প্রেক্ষাপট অনুসারে এখানে স্বর্গীয় রাজার প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত শাসক ও বিচারকদের বোঝানো হয়েছে এবং তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রতীক হিসেবে "দেবতা" শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে (৪৫:৬ পদের নোট দেখুন; এর সাথে যাত্রাপুস্তক ২১:৬; ২২:৮ পদের নোট দেখুন) কিংবা অনেক সময় তাদেরকে "ঈশ্বরের সন্তান" নামেও অভিহিত করা হত (২:৭ পদের নোট দেখুন)।

৮২:৩-৪ পুরাতন নিয়মে রাজা ও বিচারকদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ছিল ক্ষমতাহীন ও নিঃস্ব অসহায় লোকদেরকে উৎপীড়ক ও শোষণকারীদের হাত থেকে রক্ষা করা (৭২:২, ৪, ১২-১৪; হিতোপদেশ ৩১:৮-৯; যিশাইয় ১১:৪; যিরমিয় ২২:৩, ১৬ পদ দেখুন)।

৮২:৫ ওরা জানে না। অর্থাৎ পৃথিবীর শাসকেরা, তথা দেবতারা জানে না। এই পদটি এই গীতের কেন্দ্রস্থিত পদ (৬:৬ পদের নোট দেখুন)। তাদের উচিত ছিল ঈশ্বরের প্রজ্ঞা ও জ্ঞান আহরণ করা (১ রাজা ৩:৯; হিতোপদেশ ৮:১৪-১৬; যিশাইয় ১১:২ পদ দেখুন), কিন্তু তারা ঈশ্বরের জ্ঞান আহরণ না করে ও তাঁর বিধানের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে জাগতিক ভোগ বিলাসে মন দিয়েছে (যিশাইয় ৪৪:১৮; যিরমিয় ৩:১৫; ৯:২৪)। **সমস্ত ভিত্তিমূল টলটলায়মান হচ্ছে:** যখন এ ধরনের লোকেরা বিচারকর্তা হয়ে পড়ে, তখন জগৎ সত্যিকার অর্থেই বিশৃঙ্খল ও ভগ্নপ্রায় হয়ে যায় (১১:৩; ৭৫:৩ পদের নোট দেখুন)।

৮২:৬ যোহন ১০:৩৪ পদে এই উক্তিটি আংশিক উদ্ধৃত হয়েছে (উক্ত পদের নোট দেখুন)। **আমিই বলেছি:** যারা শাসন করে বা বিচার করে, তারা ঈশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত হয়েই তা করে (২:৭; যিশাইয় ৪৪:২৮ পদ দেখুন) আর এভাবেই তারা হলেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি – তারা তাঁকে স্বীকার করুক আর না করুক (যাত্রা ৯:১৬; যিরমিয় ২৭:৬; দানি ২:২১; ৪:১৭, ৩২; ৫:১৮; যোহন ১৯:১১; রোমীয় ১৩:১ পদ দেখুন)। **দেবতা ... সর্বশক্তিমানের সন্তান:** ১ পদের নোট দেখুন। **সর্বশক্তিমান:** আদি ১৪:১৯ পদের নোট দেখুন।

৮২:৭ তাদের অবস্থান যতই উপরে ওঠানো হোক না কেন, এই মন্দ দেবতাদেরকে অন্যান্য মানুষের মতই বিচারে শাস্তি দিয়ে নামিয়ে নিয়ে আসা হবে। **পতন:** ১৩:৪ পদের নোট দেখুন।

৮২:৮ মূল বিষয়কে সামনে রেখে গীত রচয়িতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন যেন তিনি দ্রুত এই পৃথিবীতে তাঁর নিজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে নিজেই নেমে আসেন। **উঠ:** ৩:৭ পদের নোট দেখুন। **অধিকার:** অর্থাৎ নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করবেন (৭৯:১ পদের নোট দেখুন)।

উপসংহার: প্রধান ও ধার্মিক বিচারক হিসেবে সদাপ্রভু ঈশ্বরকে বিচার সভায় দেখা যায়। ঈশ্বর জাতিদের বিচার করবেন এবং তিনি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন। অন্যায় বিচারকদের থেকে ঈশ্বরের ন্যায়বিচার অনেক ভিন্ন হবে। ঈশ্বরের বিচার করার ক্ষমতা আছে, কারণ তিনি যখন তাঁর রাজত্ব কায়েম করবেন তখন সমস্ত জাতি তাঁর অধিকারে আসবে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. আসফ প্রার্থনা করেছিলেন যে, ঈশ্বর পৃথিবীতে ন্যায়বিচার আনবেন। আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, আসফের প্রার্থনার উত্তর দেয়া হয়েছে? যদি তাই হয়, কখন এবং কিভাবে?

২. কোন জাতির নেতারা যদি ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে তার সাম্ভব্য ফল কি হতে পারে? খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা কি তাদের জাতীয় নেতাদেরকে ঈশ্বরকে সম্মান করার জন্য উৎসাহিত করতে পারে?

গীত ৮৩

ইস্রায়েল-সন্তানদের শত্রুরা পরাজিত হয়

ভূমিকা: ঈশ্বরের প্রতি ইস্রায়েল জাতির প্রার্থনা, যেন তিনি তার শত্রুদেরকে প্রতিহত করেন, যখন সমগ্র জগৎ তাঁর লোকদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। এই অধ্যায়টির সাথে পারিপার্শ্বিক অন্যান্য অধ্যায়গুলোর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতেন গীত ৭৯-৮৩ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। এখানে যে ঘটনার কথা বলা হচ্ছে তা সম্ভবত ২ বংশা ২০ অধ্যায়ে উল্লিখিত ঘটনা, যখন মোয়াব, অম্মোন, ইদোম এবং তাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো এক জোট হয়ে যিহূদা আক্রমণ করছিল। যে ঘটনাই হোক না কেন এই গীতটি রচনা করা হয়েছে

রাজা শলোমনের রাজত্ব শেষ হওয়ার কিছু দিন পরে এবং রাজা মনহেমের সময়ে আশেরিয়ার উত্থানের প্রাক্কালে (২ রাজা ১৫:১৯)। দুটি মূল অংশের প্রত্যেকটি (পদ ১-৮, ৯-১৮) গঠিত হয়েছে দুটি চার পদ বিশিষ্ট পঙক্তি নিয়ে, যার মধ্যে শেষেরটি আবার দুটি পৃথক পদ দ্বারা সংযুক্ত, যেখানে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে অধ্যায়টি নাটকীয়ভাবে শেষ করা হয়েছে।

গীত। আসফের সঙ্গীত।

গীত ৮৩ : ক্রসরেফারেন্স

[৮৩:১] গীত ২৮:১; ৩৫:২২; যিশা ৪২:১৪; ৫৭:১১; ৬২:১; ৬৪:১২
[৮৩:২] গীত ২:১; যিশা ১৭:১২
[৮৩:২] বিচার ৮:২৮
[৮৩:৩] যাত্রা ১:১০; গীত ৩১:১৩
[৮৩:৩] গীত ১৭:১৪
[৮৩:৪] ইষ্টের ৩:৬
[৮৩:৪] যিরি ৩৩:২৪
[৮৩:৪] যিরি ১১:১৯
[৮৩:৫] গীত ২:২
[৮৩:৬] গীত ১৩৭:৭; যিশা ৩৪:৫; যিরি ৪৯:৭; আমোষ ১:১১
[৮৩:৬] ২বংশা ২০:১
[৮৩:৬] আদি ২৫:১৬
[৮৩:৭] যিহো ১৩:৫
[৮৩:৭] আদি ১৯:৩৮
[৮৩:৭] আদি ১৪:৭; যাত্রা ১৭:১৪
[৮৩:৭] যাত্রা ১৫:১৪
[৮৩:৭] যিশা ২৩:৩; যিহি ২৭:৩
[৮৩:৮] আদি ১০:১১
[৮৩:৮] দ্বি.বি. ২:৯
[৮৩:৯] আদি ২৫:২; বিচার ৭:১-২৩
[৮৩:৯] বিচার ৪:২
[৮৩:৯] যিহো ১১:১
[৮৩:৯] বিচার ৪:২৩-২৪
[৮৩:১০] ১শমূ ২৮:৭
[৮৩:১০] রাজা ৯:৩৭; যিশা ৫:২৫; যিরি ৮:২; ৯:২২; ১৬:৪; ২৫:৩৩; সফ ১:১৭
[৮৩:১১] বিচার ৭:২৫
[৮৩:১১] বিচার ৮:৫
[৮৩:১২] ২বংশা ২০:১১; যিহি ৩৫:১০

[১] হে ঈশ্বর, মৌন থেকো না;
হে ঈশ্বর, নীরব ও নিস্তব্ধ হয়ো না।
[২] কেননা, দেখ, তোমার শত্রুরা গর্জন করছে,
তোমার বিদ্বেষিরা মাথা তুলেছে।
[৩] তারা তোমার লোকদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে,
তোমার সুরক্ষিতদের বিরুদ্ধে পরস্পর মন্ত্রণা করছে।
[৪] তারা বলেছে, এসো, আমরা ওদেরকে উচ্ছিন্ন করি,
আর জাতি থাকতে না দিই,
যেন ইস্রায়েলের নাম আর স্মরণে না থাকে।
[৫] কারণ তারা একচিত্তে মন্ত্রণা করেছে;
তারা তোমার বিরুদ্ধে নিয়ম স্থাপন করে।
[৬] ইদোমের সমস্ত তাঁবু ও ইশ্মায়েলীয়রা,
মোয়াবীয়রা ও হাগারীয়েরা,
[৭] গবাল, অম্মোন ও আমালেক,
সোর-বাসীদের সঙ্গে পলেষ্টীয়েরা;
[৮] আসিরিয়রাও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে,
তারা লোট-সন্তানদের বাহু হয়েছে। [সেলা]
[৯] এদের প্রতি তদ্রূপ কর,
যেরূপ মিদিয়নের প্রতি করেছিলে,
কীশোন নদীতে যেরূপ সীষরার ও যাবীনের প্রতি
করেছিলে;
[১০] তারা ঐন্‌দোরে বিনষ্ট হল,
ভূমির উপরে সারস্বরূপ হল।
[১১] তুমি এদের প্রধানবর্গকে ওরেব ও সেবের সমান কর,
এদের অধিপতি সকলকে সেবহ ও সল্‌মুন্নের
সমান কর।
[১২] এরা বলেছে, এসো,
আমরা নিজেদের জন্য ঈশ্বরের নিবাসগুলো
অধিকার করে নেই।

১৩ হে আমার ঈশ্বর, তুমি এদেরকে ঘূর্ণায়মান ধূলিকণার মত কর,
বাতাসের সম্মুখস্থ শুকনো ঘাসের মত কর।
১৪ যেমন দাবানল বন দগ্ধ করে,
যেমন আগুনের শিখা পর্বতরাজি লেহন করে;
১৫ তদ্রূপ তুমি এদেরকে তোমার ঝটিকায় তাড়না কর,
তোমার প্রচণ্ড ঝড় দিয়ে ভীষণ ভয় দেখাও।
১৬ তুমি এদের মুখ লজ্জায় পরিপূর্ণ কর,
যাতে হে সদাপ্রভু, এরা তোমার নামের খোঁজ করে।
১৭ এরা চিরতরে লজ্জিত হোক ও ভীষণ ভয় পাক,
এরা হতাশ ও বিনষ্ট হোক;
১৮ আর জানুক যে তুমি, যাঁর নাম সদাপ্রভু,
একা তুমি সমস্ত পৃথিবীর উপরে সর্বশক্তিমান।

[৮৩:১৩] ইয়োব ১৩:২৫
[৮৩:১৪] দ্বি.বি. ৩২:২২; যিশা ৯:১৮
[৮৩:১৫] গীত ৫০:৩
[৮৩:১৫] ইয়োব ৯:১৭
[৮৩:১৬] গীত ৩৪:৫; ১০৯:২৯; ১৩২:১৮
[৮৩:১৭] রাজা ১৯:২৬
[৮৩:১৭] গীত ৩৫:৪
[৮৩:১৮] গীত ৬৮:৪
[৮৩:১৮] গীত ৭:৮; ১৮:১৩
[৮৩:১৮] ইয়োব ৩৪:২৯

গীত ৮৩ এর নোটসমূহ

শিরোনাম গীত: গীত ৩০ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **আসফ:** গীত ৭৩ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

৮৩:১-৪ ইস্রায়েলের সামনে উপস্থিত ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা।

৮৩:১ মৌন থেকো না। অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় হয়ে থেকো না (৩৫:২২; ১০৯:১ পদ দেখুন)।

৮৩:২ গর্জন করছে। হিব্রু ভাষায় "চিৎকার করা" বোঝাতে (৪৬:৬ পদ দেখুন) এবং "শব্দ করা" বোঝাতে (৫৯:৬, ১৪ পদ দেখুন) এই একই শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৮৩:৪ তারা বলেছে। ৩:২ পদের নোট দেখুন। **এসো, আমরা ওদেরকে উচ্ছিন্ন করি:** ইস্রায়েলের অস্তিত্ব এখন হুমকির মুখে (১২ পদ দেখুন)।

৮৩:৫-৮ ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে সমস্ত জাতিরা একত্রিত হয়েছে – সব দিক থেকে ইস্রায়েল এখন হুমকির সম্মুখীন।

৮৩:৬ হাগারীয়রা। হতে পারে ইশ্মায়েলীয় (অর্থাৎ হাগারের বংশধরেরা) জাতি বা আর্মেনীয় মিত্রপক্ষের কোন বিশেষ গোষ্ঠী, যারা আশেরীয় বাহিনীর অন্তর্গত ছিল (১ বংশা ৫:১০, ১৮-২২; ২৭:৩১ পদ দেখুন)।

৮৩:৭ গবাল। ১ রাজা ৫:১৮; যিহিষ্কেল ২৭:৯ পদ দেখুন; একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফৈণীকীয় নগর। **আমালেক:** আদি ১৪:৭ পদের নোট দেখুন।

৮৩:৮ আসিরিয়া। যেহেতু কেবল মোয়াব ও আম্মোনের সাথে মিত্রপক্ষ হিসেবে এই জাতিকে দেখানো হয়েছে (লোটের বংশধর; আদি ১৯:৩৬-৩৮ পদের নোট দেখুন), সেহেতু এই অঞ্চল থেকে আসিরিয়া তথা আশেরিয়ার দূরত্ব অনেক বেশি হওয়ায় তখনও আশেরিয়া ইস্রায়েলের জন্য অনেক বড় হুমকির কারণ হয়ে ওঠে নি।

৮৩:৯-১২ ঈশ্বরের কাছে বিনতি যেন তিনি তাঁর সকল শত্রুদেরকে ধ্বংস করে দেন যেভাবে তিনি বিচারকর্তৃগণের সময়ে করেছিলেন। যারা নিজেদেরকে ঈশ্বরের রাজ্যের বিরুদ্ধে দাঁড় করায় এবং তা পৃথিবীর বুক থেকে উচ্ছিন্ন করে ফেলতে চায়, যারা পৃথিবীতে

শয়তানের রাজত্ব কায়েম করে এই পৃথিবীকে নিজেদের মত করে চালাতে চায়, তারা অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে যখন সদাপ্রভু ঈশ্বর এই পৃথিবীতে তাঁর ন্যায় বিচার, ধার্মিকতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য আসবেন (৫:১০ পদের নোট দেখুন)।

৮৩:৯ যেরূপ মিদিয়নের প্রতি করেছিলে। গিদিয়োনের মহা বিজয়ের মধ্য দিয়ে (বিচারকর্তৃগণ ৭ অধ্যায় দেখুন)। যেরূপ সীষরার ও যাবীনের প্রতি করেছিলে। কনানীয়দের সাথে সংঘর্ষে বারূকের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে (বিচারকর্তৃগণ ৪ অধ্যায় দেখুন)।

৮৩:১০ ঐন্‌দোর। যিহোশূয় ১৭:১১ পদের নোট দেখুন; এই অঞ্চলের উত্তর পূর্ব দিকে মূল যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল – সম্ভবত অধিকাংশ পলাতক সৈন্যকে এখানেই তাড়া করে ধরে ফেলা হয় এবং নিঃশেষ করা হয়।

৮৩:১১ ওরেব ও সেব ... সেবহ ও সল্‌মুন্ন। গিদিয়োন কর্তৃক পরাজিত মিদিয়নীয় বাহিনীর নেতারা (বিচারকর্তৃগণ ৭:২৫–৮:২১ পদ দেখুন)।

৮৩:১২ ৪ পদ দেখুন।

৮৩:১৩-১৬ নতুন করে আবারও বিনতিটি ঈশ্বরের কাছে রাখা হচ্ছে, যেখানে পলাতক সৈন্য বাহিনী এবং ঈশ্বরের ভয়ানক শক্তির বিশেষ চিত্র রূপক আকারে প্রকাশ পেয়েছে।

৮৩:১৫ স্বর্গীয় যোদ্ধা বজ্রবিদ্যুতের মধ্য থেকে ঈশ্বরের শত্রুদেরকে আঘাত করছে এমন প্রতীকী চিত্র। দেখুন ১৮:৭-১৫; ৬৮:৩৩; ৭৭:১৭-১৮; যাত্রা ১৫:৭-১০; যিহোশূয় ১০:১১; বিচারকর্তৃগণ ৫:৪, ২০-২১; ১ শমূ ২:১০; ৭:১০; যিশাইয় ২৯:৫-৬; ৩৩:৩ পদ। ঈশ্বরের বাহন হিসেবে ঝড়ের মেঘ সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন ৬৮:৪ পদের নোট।

৮৩:১৬ খোঁজ করে। ১৮ পদের নোট দেখুন। **তোমার নামের:** ৫:১১ পদের নোট দেখুন।

৮৩:১৭-১৮ প্রার্থনার নাটকীয় পরিসমাপ্তি।

৮৩:১৮ ঈশ্বরের যুদ্ধের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য নেহায়েত ইস্রায়েলের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং ইস্রায়েলের তথা ঈশ্বরের শত্রুদের ধ্বংস করা নয়, বরং সেই সাথে সমগ্র পৃথিবীকে সত্য ও একমাত্র ঈশ্বরের নাম জ্ঞাত করা এবং তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠা করাও বটে, যেন লোকেরা তাঁর কাছে আসে ও তাঁর খোঁজ করে (পদ ১৬ দেখুন; আরও দেখুন ৪০:৯; ৪৭:৯; ৫৮:১১; ৫৯:১৩ পদের নোট)। **সর্বশক্তিমান:** আদি ১৪:১৯ পদের নোট দেখুন।

উপসংহার: ইস্রায়েলের শত্রুরা পরাজিত হবে। এই গীতটি লেখার সময়কার ইস্রায়েলের শত্রুরা হল জাতিগুলোর চূড়ান্ত ঐক্য এবং একীভূত দলের সম্পূর্ণ ধ্বংসের ভবিষ্যত ছবি।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সেরা অস্ত্র কি?
২. আপনি কিভাবে এই অস্ত্র বার বার ব্যবহার করতে পারেন?
৩. আমরা যখন কোন বিপদের সম্মুখীন হই তখন কি কোন স্বর্গীয় যোদ্ধা আমাদের পক্ষে কাজ করেন?

গীত ৮৪

ঈশ্বরের রাজ্যে আত্মিক সজীবতা

ভূমিকা: প্রথম যে ছয়টি গীত দিয়ে গীতসংহিতার তৃতীয় খণ্ডটি তৈরি হয়েছে (গীত ৭৩-৭৮ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন) সেখানে ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতা রক্ষার জন্য আকুতি প্রকাশ পেয়েছে, যিনি সিয়োনে তাঁর মন্দিরে বাস করেন এবং সেখান থেকেই মানব জাতির সমস্ত সুরক্ষা ও আশীর্বাদ উৎসারিত হয়। এখানে ঈশ্বরকে বলা হয়েছে সর্বশক্তিমান প্রভু এবং প্রার্থনা করা হয়েছে "আমাদের বর্ম", সদাপ্রভুর "অভিষিক্ত জনের" জন্য, যা পূর্ববর্তী অংশের সাথে এই অংশের বিশেষ সংযোগ সাধন করেছে (পূর্ববর্তী অংশটি আরও ভালভাবে জানার জন্য ৮৪:১, ৩, ৮, ১২ এবং ৮৯:৮ পদ দেখুন; পরবর্তী অংশটি আরও ভালভাবে জানার জন্য ৮৪:৯ এবং ৮৯:১৮, ৩৮, ৫১ পদ দেখুন)। এভাবেই এই পাঁচটি পদ চারটি বিশেষ বিশেষ বিনতিকে সামনে নিয়ে এসেছে এবং একটি কেন্দ্রীয় গীতকে ঘিরে (গীত ৮৭ অধ্যায়) আবর্তিত হয়েছে, যেখানে সিয়োনের প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ ভালবাসা এবং এর অধিবাসীদের জন্য তাঁর বিশেষ আশীর্বাদের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। অন্য চারটি গীতের মধ্যে প্রথমটি (গীত ৮৫ অধ্যায়) এবং শেষের অধ্যায়টি (গীত ৮৯ অধ্যায়) হচ্ছে সমবেত প্রার্থনা এবং বাকি দুটো গীত (গীত ৮৬ এবং ৮৮ অধ্যায়) হচ্ছে ব্যক্তিগত প্রার্থনা। দুই ধরনের প্রার্থনাই ঈশ্বরের "ভালবাসা ও বিশ্বস্ততা" ব্যক্ত করে (৮৫:৭, ১০-১১; ৮৬:৫, ১৩, ১৫; ৮৮:১১; ৮৯:১-২, ৫, ৮, ১৪, ২৪, ২৮, ৩৩, ৪৯ পদ দেখুন) এবং তাঁর "পরিত্রাণ দানকারী" সহায়তার কথা বলে (৮৫:৪, ৭, ৯; ৮৬:২, ১৬; ৮৮:১; ৮৯:২৬ পদ দেখুন)। শেষ দুটি প্রার্থনার (গীত ৮৮; ৮৯ অধ্যায়) দুটোই এই আত্মবিশ্বাস ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে যে, ঈশ্বর এই প্রার্থনা শুনবেন এবং সে অনুসারে কাজ করবেন (৩:৮ পদের নোট দেখুন)। তবে তৃতীয় খণ্ডের রচয়িতাগণ এই গীতগুলোকে অনেকটা প্রচ্ছন্নভাবে গীত ৮৭ অধ্যায়ের ছায়াতে রেখেছেন, যা গীত ৮৪ অধ্যায়ের দূরবর্তী ছায়া হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং তা গীত ৮২ অধ্যায়ের ভাবধারা থেকে আরও দূরবর্তী। এই গীতগুলো থেকে তা কোনমতেই পৃথক করে ভাবা উচিত হবে না।

গীত ৮৪ অধ্যায়টি হল ঈশ্বরের গৃহের জন্য বিনতি জানিয়ে প্রার্থনা। এই গীতটির রচয়িতা সম্ভবত এমন একজন লেবীয় যিনি নিয়মিত মন্দিরে সেবা কাজে নিয়োজিত থাকতেন। কিন্তু তিনি আর ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করতে পারছেন না (সম্ভবত রাজা সনহেরীব কর্তৃক যিহূদা আক্রান্ত হওয়ার কারণে; ২ রাজা ১৮:১৩-১৬ পদ দেখুন)। তিনি সদাপ্রভুর মন্দিরে উপস্থিত হয়ে ঈশ্বরের উপস্থিতির যে অনুগ্রহ অনুভব করেছিলেন তা এই গীতে প্রকাশ করেছেন। ঈশ্বর ও তাঁর মন্দির এবং তাঁর আশীর্বাদের কথা বলা হয়েছে (পদ ৪-৫, ১২ দেখুন) যা এই প্রার্থনার পুরোটা জুড়ে রয়েছে এবং সেই সাথে তা এই গীতের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুও বটে। গীতসংহিতার এই অংশে গীতটির অবস্থানের সার্থকতা নিরূপণ করতে গীত ৮৪-৮৯ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। এর উৎস যাই হোক না কেন, গীতটিতে এখন রয়েছে ঈশ্বরের প্রতি পরম নির্ভরতা ও বিশ্বাস যা এই অংশের অন্যান্য গীতের প্রার্থনাকেও প্রতিফলিত করে। গীতটির মূল তিনটি অংশ রয়েছে এবং একটি উপসংহার রয়েছে (পদ

১২)। হিব্রু টেক্সট অনুসারে এতে রয়েছে ছয়টি লাইনের একটি অংশ (পদ ১-৪) এবং আরেকটি ছয় লাইনের অংশ (পদ ৮-১১) যার মাঝে রয়েছে তিন লাইন বিশিষ্ট বিশেষ প্রতিফলন বা মূল বক্তব্য (পদ ৫-৭) যেখানে সিয়োনে তীর্থযাত্রীদের প্রাপ্ত আশীর্বাদ ও অনুগ্রহের কথা বলা হয়েছে। ছয় লাইন বিশিষ্ট অংশের প্রত্যেকটিতেই তিন বার "সদাপ্রভু" কথাটি রয়েছে, যেখানে উপসংহারে এসে সপ্তম বারের মত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যা সম্পূর্ণতা নির্দেশ করে।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, গিত্তীৎ। কোরহ-সন্তানদের সঙ্গীত।

গীত ৮৪ : ক্রসরেফারেন্স

[৮৪:১] দ্বি.বি. ৩৩:২৭; গীত ২৭:৪; ৪৩:৩; ৯০:১; ১৩২:৫
[৮৪:২] ইয়োব ১৯:২৭
[৮৪:২] যিহো ৩:১০
[৮৪:৩] গীত ৪৩:৪
[৮৪:৩] যিরি ৪৪:১১
[৮৪:৩] গীত ২:৬
[৮৪:৩] গীত ৫:২
[৮৪:৫] গীত ৮১:১
[৮৪:৫] যিরি ৩১:৬
[৮৪:৬] ইয়োব ৩৮:২৬
[৮৪:৬] যোয়েল ২:২৩
[৮৪:৭] ইয়োব ১৭:৯
[৮৪:৭] দ্বি.বি. ১৬:১৬
[৮৪:৭] ১রাজা ৮:১
[৮৪:৮] গীত ৪:১
[৮৪:৯] গীত ৫৯:১১
[৮৪:৯] ১শমূ ১৬:৬; গীত ২:২; ১৮:৫০; ১৩২:১৭
[৮৪:১০] ১বংশা ২৩:৫
[৮৪:১১] যিশা ৬০:১৯; যিরি ৪৩:১৩; প্রকা ২১:২৩
[৮৪:১১] আদি ১৫:১

১ হে বাহিনীগণের সদাপ্রভু,
তোমার আবাস কেমন প্রিয়!
২ আমার প্রাণ সদাপ্রভুর প্রাঙ্গণের জন্য আকাঙ্খা করে,
এমন কি, মূর্চ্ছিত হয়,
আমার হৃদয় ও আমার মাংস জীবন্ত ঈশ্বরের উদ্দেশে
উচ্চধ্বনি করে।
৩ সত্যি, চটকপাখি একটি বাসা পেয়েছে,
খঞ্জনপাখি নিজের বাচ্চা রাখার একটি আশ্রয় পেয়েছে;
তোমার বেদিই সেই স্থান,
হে বাহিনীগণের সদাপ্রভু, আমার রাজা, আমার ঈশ্বর।
৪ সুখী তারা, যারা তোমার বাড়িতে বাস করে,
তারা সতত তোমার প্রশংসা করবে। [সেলা]
৫ সুখী সেই ব্যক্তি, যার বল তোমাতে,
সিয়োনগামী রাজপথ যার হৃদয়ে রয়েছে।
৬ তারা বাকা-উপত্যকা দিয়ে গমন করে,
তারা তা ফোয়ারায় পরিণত করে;
প্রথম বৃষ্টি তা বিবিধ মঙ্গলে ভূষিত করে।
৭ তারা উত্তরোত্তর বলবান হয়ে অগ্রসর হয়,
প্রত্যেকে সিয়োনে ঈশ্বরের কাছে দেখা দেয়।
৮ হে সদাপ্রভু, বাহিনীগণের ঈশ্বর, আমার প্রার্থনা শোন;
হে যাকোবের ঈশ্বর, কান দাও। [সেলা]
৯ দেখ, হে ঈশ্বর, আমাদের ঢাল,
দৃষ্টিপাত কর তোমার অভিষিক্ত লোকের মুখের প্রতি।
১০ কেননা তোমার প্রাঙ্গণে একদিনও হাজার দিনের চেয়ে উত্তম;
বরং আমার ঈশ্বরের গৃহের গোবরাটে দাঁড়িয়ে থাকা
আমার বাঞ্ছনীয়,
তবু দুষ্টতার তাঁবুতে বাস করা বাঞ্ছনীয় নয়।
১১ কারণ সদাপ্রভু ঈশ্বর সূর্য ও ঢাল;

সদাপ্রভু অনুগ্রহ ও মহিমা প্রদান করেন;
যারা সৎ পথে চলে,
তিনি তাদের মঙ্গল করতে অস্বীকার করবেন না।
[৮৪:১১] গীত ৩৪:১০
[৮৪:১২] গীত ২:১২
১২ হে বাহিনীগণের সদাপ্রভু, সুখী সেই ব্যক্তি,
যে তোমার উপরে নির্ভর করে।

গীত ৮৪ এর নোটসমূহ

শিরোনাম প্রধান বাদ্যকরের জন্য: গীত ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **স্বর:** গীত ৬ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **গিত্তীৎ:** গীত ৮ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **কোরহের-সন্তানদের গীত:** গীত ৪২ অধ্যায়ের নোট দেখুন।

৮৪:১-৪ সদাপ্রভুর গৃহের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষার স্বীকারোক্তি।

৮৪:১ প্রিয়! এখানে ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটির আক্ষরিক বা বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে "সুন্দর"। **বাহিনীগণের সদাপ্রভু:** পদ ৩, ৮, ১২ দেখুন; এর সাথে **১ শমূ ১:৩** পদও দেখুন।

৮৪:২ আমার প্রাণ সদাপ্রভুর ... আকাঙ্খা করে। অর্থাৎ আমি আকাঙ্ক্ষা করি (৬:৩ পদের নোট দেখুন)। **প্রাঙ্গন:** মন্দিরের প্রাঙ্গন (পদ ১০ দেখুন; এর সাথে ২ রাজা ২১:৫; ২৩:১১-১২ পদও দেখুন)। **আমার হৃদয় ... মাংস:** অর্থাৎ আমার সমস্ত সত্তা (৭৩:২৬ পদ দেখুন)। **হৃদয়:** ৪:৭ পদের নোট দেখুন। **জীবন্ত ঈশ্বর:** দ্বি.বি. ৫:২৬ পদ দেখুন।

৮৪:৩ গীত রচয়িতা এমন ছোট পাখিদেরকে ঈর্ষা করছেন যা এখন মন্দিরে ও বেদীতে নির্বিঘ্নে প্রবেশ করতে পারে। এমন কি তারা তাদের ছোট ছানাদের জন্য সেখানে বাসাও তৈরি করতে পারে – যে স্থানে এক সময় ইস্রায়েল জাতি ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতায় মিলিত হত।

৮৪:৪-৫, ১২ সুখী। ১:১ পদের নোট দেখুন।

৮৪:৪ যারা তোমার বাড়িতে বাস করে। ১৫:১ পদের নোট দেখুন।

৮৪:৫-৭ যারা সিয়োনে তীর্থযাত্রা করে তাদের জন্য আনন্দপূর্ণ আশীর্বাদের অভিজ্ঞতা – যার জন্য গীত রচয়িতা এখন ঈর্ষান্বিত হচ্ছেন।

৮৪:৫ যার বল তোমাতে। যারা জেনেছে যে, সদাপ্রভু তাদের উদ্ধারকর্তা এবং তাদের জীবনের ধারক। **সিয়োনগামী রাজপথ যার হৃদয়ে রয়েছে:** অর্থাৎ যারা অন্তরে সিয়োনের প্রতি তীর্থযাত্রার লক্ষ্য স্থির করেছে। এখানে মূলত বোঝানো হয়েছে সেই রাজপথের কথা যা ইস্রায়েলীয়রা পদের সময়ে যিরূশালেমে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করতো (সিয়োন, পদ ৭ দেখুন)। **হৃদয়:** ৪:৭ পদের নোট দেখুন।

৮৪:৬ তারা ... গমন করে। অর্থাৎ যিরূশালেমের মন্দিরের দিকে গমন করে। **বাকা উপত্যকা:** বাকা শব্দটির অর্থ হচ্ছে "কাঁদুনে" কিংবা "বালসম গাছ" যা সাধারণত অনুর্বর ও শুষ্ক মরুভূমিতে দেখা যায়। **ফোয়ারায় পরিণত করে:** তীর্থযাত্রীদের আনন্দপূর্ণ প্রত্যাশা কঠিন পরিস্থিতিকেও পরিণত করে শান্তিপূর্ণ বিশ্রাম স্থলে। **প্রথম বৃষ্টি:** যাকোব ৫:৭ পদের নোট দেখুন। এই বৃষ্টির কথা উল্লেখ করায় বোঝা যায় যে, গীত রচয়িতার দৃষ্টি ছিল তীর্থযাত্রীদের উদ্ধার-পর্ব উদযাপন করার উপরে। **বিবিধ মঙ্গল:** এই কথাটির জন্য যে হিব্রু শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে "জলাশয়" বা "পুষ্করিণী"। তীর্থযাত্রীদের

জন্য ঈশ্বরের অসীম করুণার নিদর্শন হিসেবে কান্নার উপত্যকা তথা বাকা উপত্যকা পরিণত হয়েছে মঙ্গলে পূর্ণ ভূমিতে এবং প্রশংসার উপত্যকায় (২ বংশা ২০:২৬ পদ দেখুন)।

৮৪:৭ উত্তরোত্তর বলবান হয়ে। তাদের যতই কষ্ট হোক না কেন তারা এই যাত্রায় ক্রমাগতভাবে এগিয়ে চলতে থাকে (যিশাইয় ৪০:৩১ পদ দেখুন)। **সিয়োন:** ৯:১১ পদের নোট দেখুন।

৮৪:৮-১১ রাজার জন্য প্রার্থনা ও উৎসাহ জ্ঞাপন: যেহেতু একমাত্র ইস্রায়েলের রাজাকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই দয়া ও আশীর্বাদ করতে পারেন সে কারণে গীত রচয়িতা আবারও সদাপ্রভুর মন্দিরে প্রবেশ করার জন্য প্রত্যাশা জ্ঞাপন করছেন যেন তিনি রাজার জন্য প্রার্থনা করতে পারেন (ভূমিকা দেখুন)।

৮৪:৮ হে সদাপ্রভু, বাহিনীগণের ঈশ্বর ... হে যাকোবের ঈশ্বর। অর্থাৎ "হে বাহিনীগণের ঈশ্বর, যাকোবের ঈশ্বর" (৫৯:৫ পদ দেখুন; এর সাথে ৩:৭ পদের নোট দেখুন)। **যাকোব:** ইস্রায়েল নামটির সমার্থক নাম (আদিপুস্তক ৩২:২৮ পদ দেখুন)।

৮৪:৯ আমাদের ঢাল। যিরূশালেমে অবস্থানকারী রাজা। **অভিষিক্ত লোক:** নিজ লোকদের উপরে ঈশ্বরের জাগতিক শাসনকর্তা (রাজা দায়ূদের বংশধরেরা; সম্ভবত হিষ্কিয়, এই অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন); ২:২ পদের নোট দেখুন।

৮৪:১০ ঈশ্বরের গৃহের গোবরাটে দাঁড়িয়ে থাকা। অর্থাৎ দ্বাররক্ষকের কাজ করা। সম্ভবত গীত রচয়িতা সদাপ্রভুর মন্দিরে এই দায়িত্বেই নিয়োজিত ছিলেন (২ রাজা ২২:৪ পদ দেখুন)। **দুষ্টতার তাঁবুতে বাস করা।** যারা সিয়োনের ঈশ্বরকে সম্মান করে না তাদের সাথে জীবন কাটানো। সম্ভবত এখানে রাজা দ্বিতীয় সার্গোন কর্তৃক অভিবাসনকৃত লোকদের কথা বলা হয়েছে (২ রাজা ১৭:২৪-৩৩ পদ দেখুন), যাদের সাথে সম্ভবত গীত রচয়িতাকে বলপূর্বক বসবাস করতে বাধ্য করা হয়েছিল।

৮৪:১১ সূর্য। জীবনের আলোর মহিমামণ্ডিত উৎসস্থল (২৭:১ পদের নোট দেখুন)। ঢাল। ৩:৩ পদের নোট দেখুন। **যারা সৎ পথে চলে:** অর্থাৎ যারা নিষ্পাপ। ১৫:২ পদ দেখুন; এর সাথে আদি ১৭:১ পদের নোট দেখুন।

৮৪:১২ পুরো অধ্যায়টির মূল বক্তব্য এই পদে সার সংক্ষেপ হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে (৪০:৪ পদ দেখুন)।

উপসংহার: ঈশ্বর যাঁকে অভিষিক্ত করেছেন সেই প্রভুর উপস্থিতিতে, উপাসনা আবার জীবন্ত হবে, বিশ্বাস, সেবা-কাজ আবার পরিপূর্ণ হবে। তিনি হলেন ইস্রায়েলের সূর্য এবং ঢাল।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. গীতরচক "সদাপ্রভুর প্রাঙ্গণ" (১২ পদ) এর জন্য আশা করছিলেন। আপনি যদি একটি লম্বা সময়ের জন্য মণ্ডলীতে অনুপস্থিত থাকেন তবে আপনি সবচেয়ে কি মিস করবেন? কেন করবেন?

২. ঈশ্বরের লোকেরা মাঝে মাঝে বেদনাদায়ক অবস্থা অতিক্রম করে। কিভাবে সেই

অভিজ্ঞতা তাদের আশীর্বাদে পরিণত হয়? তা কিভাবে অন্যদের জন্যও আশীর্বাদ বয়ে আনে?

৩. গীতরচক ঈশ্বরের গৃহের এক দিনকে অন্য কোথাও "হাজার হাজার দিনের" চেয়ে বেশি মূল্যবান বলে গণ্য করেছিলেন। দুষ্টদের সঙ্গে অংশীদারিত্বে সমৃদ্ধ জীবনের চেয়ে বিশ্বাসীদের এক সঙ্গে উপাসনা ও সহভাগিতা কেন বেশি মূল্যবান হওয়া উচিত?

গীত ৮৫

জাতীয় মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা

ভূমিকা: ঈশ্বরের লোকেরা যখন প্রচণ্ড দুর্বিসহ জীবন যাপন করছে ও দুর্দশার মধ্যে রয়েছে, তখন আরও একবার ঈশ্বরের করুণা ও দয়া লাভের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা। ১২ পদ থেকে জানা যায় যে, একটি দুর্ভিক্ষ পুরো দেশটিকে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে এবং সম্ভবত এই দুর্ভিক্ষের মধ্য দিয়েই ঈশ্বর ভাববাদী হগয়ের সময়ে তাঁর লোকদেরকে শাস্তি দিয়েছেন (হগয় ১:৫-১১ পদ দেখুন)। গীতসংহিতায় এই প্রার্থনাটির অবস্থানের যৌক্তিকতা সম্পর্কে আরও ভাল করে জানার জন্য গীত ৮৪-৮৯ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। অনেক সময় লিটার্জি ভিত্তিক ব্যবহারের জন্য এই গীতটি বড়দিনের প্রাক্কালে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গীতটির মূল দুটি অংশ রয়েছে যার প্রত্যেকটিতে সাতটি করে (হিব্রু) পঙক্তি রয়েছে: (১) মূল প্রার্থনা (পদ ১-৭); (২) নিশ্চয়তা দানকারী বক্তব্য (পদ ৮-১৩)। প্রত্যেকটি ভাগে তিন লাইন বিশিষ্ট একেকটি অংশ রয়েছে যার পরেই রয়েছে চার লাইন বিশিষ্ট আরেকটি অংশ। প্রথম অংশটিতে একটি প্রশ্ন করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় অংশটিতে যেন তার উত্তর দেওয়া হয়েছে। ১-৩ পদে ঈশ্বরের প্রদত্ত করুণার কথা বলা হয়েছে, আবার ৮-৯ পদে আসন্ন যে করুণা প্রদত্ত হবে তার কথা বলা হয়েছে। ৪-৭ পদে প্রার্থনাটি উচ্চারণ করা হয়েছে, আবার ১০-১৩ পদে এই আশীর্বাদযুক্ত নিশ্চয়তা জ্ঞাপন করা হয়েছে যে, প্রার্থনাটি অবশ্যই শ্রবণ করা হবে।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। কোরহ-সন্তানদের সঙ্গীত।

[১] হে সদাপ্রভু, তুমি তোমার দেশের প্রতি খুশি হয়েছ,
তুমি যাকোবের বন্দীদশা ফিরিয়েছ।
[২] তুমি নিজের লোকদের অপরাধ ক্ষমা করেছ,
তুমি তাদের সমস্ত পাপ আচ্ছাদন করেছ। [সেলা]
[৩] তুমি তোমার সমস্ত ক্রোধ সম্বরণ করেছ,
তুমি নিজের কোপের প্রচণ্ডতা থেকে ফিরিয়েছ।
[৪] হে আমাদের ত্রাণেশ্বর, আমাদেরকে ফিরাও,
আমাদের প্রতি তোমার অসন্তোষ নিবৃত্ত কর।
[৫] আমাদের উপরে কি চিরকাল ক্রুদ্ধ থাকবে?

গীত ৮৫ : ক্রসরেফারেন্স

[৮৫:১] দ্বি.বি. ৩০:৩; গীত ১৪:৭
[৮৫:২] গণনা ১৪:১৯
[৮৫:২] যাত্রা ৩২:৩০; গীত ৭৮:৩৮
[৮৫:৩] গীত ১০৬:২৩; দানি ৯:১৬
[৮৫:৩] যাত্রা ৩২:১২; দ্বি.বি. ১৩:১৭; গীত ৭৮:৩৮; যোহন ৩:৯
[৮৫:৪] গীত ৭১:২০
[৮৫:৪] গীত ৬৫:৫
[৮৫:৫] গীত ৫০:২১

তুমি কি বংশ পরম্পরায় ক্রোধ রাখবে?
৬ তুমিই কি আবার আমাদের সঞ্জীবিত করবে না,
যেন তোমার লোকেরা তোমাতে আনন্দ করে?
৭ হে সদাপ্রভু, তোমার অটল প্রেম আমাদেরকে দেখাও,
আর তোমার পরিত্রাণ আমাদের প্রদান কর।
৮ ঈশ্বর সদাপ্রভু যা বলবেন, আমি তা শোনব;
কেননা তিনি তাঁর লোকদের,
তাঁর বিশ্বস্ত লোকদের কাছে শান্তির কথা বলবেন;
কিন্তু তারা যেন পুনর্বার মূর্খতায় ফিরে না যায়।
৯ সত্যিই তাঁর পরিত্রাণ তাদেরই নিকটবর্তী,
যারা তাঁকে ভক্তিপূর্ণ ভয় করে,
যেন আমাদের দেশে গৌরব বাস করতে পায়।
১০ অটল প্রেম ও বিশ্বস্ততা পরস্পর মিলিত হল,
ধার্মিকতা ও শান্তি পরস্পর চুম্বন করলো।
১১ ভূমি থেকে সত্যের অঙ্কুর উঠে,
স্বর্গ থেকে ধার্মিকতা হেঁট হয়ে দৃষ্টিপাত করেছে।
১২ নিশ্চয় সদাপ্রভু মঙ্গল প্রদান করবেন,
আর আমাদের দেশ ফল প্রদান করবে।
১৩ ধার্মিকতা তাঁর আগে আগে চলবে,
তাঁর পদক্ষেপের জন্য পথ প্রস্তুত করবে।

[৮৫:৬] গীত ৮০:১৮
[৮৫:৬] ফিলি ৩:১
[৮৫:৭] গীত ৬:৪
[৮৫:৭] গীত ২৭:১
[৮৫:৮] লেবী ২৬:৬; যিশা ৬০:১৭; যোহন ১৪:২৭; ২করি ৩:১৬
[৮৫:৮] হিতো ২৬:১১; ২৭:২২
[৮৫:৯] গীত ২৭:১; যিশা ৪৩:৩; ৪৫:৮; ৪৬:১৩; ৫১:৫; ৫৬:১; ৬২:১১
[৮৫:৯] যাত্রা [২৯:৪৩; যিশা ৬০:১৯; হগয় ২:৯; সখ ২:৫
[৮৫:১০] গীত ৮৯:১৪; ১১৫:১; হিতো ৩:৩
[৮৫:১০] গীত ৭২:২-৩; যিশা ৩২:১৭
[৮৫:১১] যিশা ৪৫:৮
[৮৫:১২] গীত ৮৪:১১; যাকোব ১:১৭
[৮৫:১২] লেবী ২৬:৪; গীত ৬৭:৬; সখ ৮:১২

গীত ৮৫ এর নোটসমূহ

শিরোনাম প্রধান বাদ্যকরের জন্য: গীত ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **কোরহ-সন্তানদের গীত:** গীত ৪২ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

৮৫:১-৭ ঈশ্বর যেন আবারও তাঁর লোকদের উপরে আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ ফিরিয়ে নিয়ে আসেন সে জন্য প্রার্থনা।

৮৫:১-৩ ঈশ্বরের কৃত অতীতের সমস্ত অনুগ্রহ ও দয়ার কথা স্মরণ করে তা পুনরুল্লেখ করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে ইস্রায়েল তার প্রার্থনা জ্ঞাপন করছে। তিনি কিভাবে তাঁর লোকদেরকে ক্ষমা করেছিলেন এবং উদ্ধার করেছিলেন তার কথা স্মরণ করা হয়েছে (সম্ভবত এখানে বন্দীদশা থেকে উদ্ধার পাবার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে)।

৮৫:১ তুমি যাকোবের বন্দীদশা ফিরিয়েছ। কিংবা বলা যায় "যাকোবের ভাগ্য পরিবর্তন করেছ" (যিরমিয় ২৯:১৪ পদ দেখুন)। **যাকোব:** ইস্রায়েল নামটির সমার্থক শব্দ (আদিপুস্তক ৩২:২৮ পদ দেখুন)।

৮৫:৩ ক্রোধ ... কোপ। ৫ পদ দেখুন; এর সাথে ২:৫ পদের নোটও দেখুন।

৮৫:৪-৭ প্রার্থনায় স্বীকার করা হয়েছে যে, বর্তমানে যে সকল প্রতিকূলতা দেখা দিচ্ছে তার সবই ঈশ্বরের অসন্তোষ প্রকাশ করে। এখানে কোন পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হয় নি, কিন্তু ৩ পদের আলোকে (এবং সম্ভবত ৮ পদের আলোকেও, নিচে দেখুন) বলা যেতে পারে

যে, বিষয়টি উহ্যভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

৮৫:৭ অটল ভালবাসা। ১০ পদ দেখুন; এর সাথে ৬:৪ পদের নোট দেখুন।

৮৫:৮-১৩ প্রার্থনার প্রতি ঈশ্বরের নিশ্চয়তা দানকারী উত্তর, যা একজন পুরোহিত বা লেবীয়ের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে; সম্ভবত তিনি কোরহ-বংশের কেউ ছিলেন (১২:৫-৬ পদের নোট দেখুন; এর সাথে ২ বংশা ২০:১৪ পদও দেখুন)।

৮৫:৮-৯ ঈশ্বর যে আবারও তাঁর লোকদেরকে আশীর্বাদ করবেন তার নিশ্চয়তা।

৮৫:৮ আমি তা শুনবো। বক্তা ঈশ্বরের কাছ থেকে তাঁর বক্তব্য শোনার জন্য অপেক্ষা করছেন। **শান্তির কথা বলবেন:** সম্ভবত সদাপ্রভুর বাণীটি নেওয়া হয়েছে পুরোহিতের আশীর্বচন থেকে (গণনা ৬:২২-২৬ পদ দেখুন)। **বিশ্বস্ত লোক:** ৪:৩ পদের নোট দেখুন। তারা যেন পুনর্বার মূর্খতায় ফিরে না যায়। অর্থাৎ যেন এই কাজের মধ্য দিয়ে আবারও ঈশ্বরের ক্রোধ জাগ্রত হয়ে না ওঠে। কিন্তু এই অংশটিকে এভাবেও দেখা যেতে পারে: "এবং যারা মূর্খতা থেকে মন ফিরায়।" **মূর্খতা: ১৪:১** পদের নোট দেখুন।

৮৫:৯ গৌরব। যেখানেই ঈশ্বরের উদ্ধারকারী শক্তি প্রকাশ পায় সেখানেই তাঁর গৌরবের উপস্থিতি দেখা দেয় (৫৭:৫ পদের নোট দেখুন; ৭২:১৮-১৯; যাত্রা ১৪:৪, ১৭-১৮; গণনা ১৪:২২; যিশাইয় ৬:৩ পদের নোট দেখুন; ৪০:৫ পদের নোট দেখুন; ৪৪:২৩; ৬৬:১৯; যিহিষ্কেল ৩৯:২১ পদ দেখুন)।

৮৫:১০-১৩ ঈশ্বরের আইন-কানুনের নিয়ম ও তাঁর অটল ভালবাসার কারণেই তিনি নিশ্চিতভাবে তাঁর লোকদের প্রতি দয়া ও করুণা দেখাবেন। এতে করে তাঁর বিশ্বস্ততা ও ধার্মিকতা প্রকাশ পাবে এবং এতে তিনি তাঁর লোকদের মঙ্গল ও শান্তি নিশ্চিত করবেন। এর সাথে তুলনা করুন ৪০:৯-১০ পদ।

৮৫:১০ অটল ভালবাসা ও বিশ্বস্ততা ... ধার্মিকতা ও শান্তি। ঈশ্বরের নিজ লোকদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহের বিষয়গুলোকে এখানে ব্যক্তিকরণ করে প্রকাশ করা হয়েছে (২৩:৬ পদের নোট দেখুন) এবং তাদের মিলিত হওয়ার এবং চুম্বন করার বর্ণনার মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে ঈশ্বরের নিয়মে আবদ্ধ লোকদের প্রতি তাঁর মহা দয়া ও অনুগ্রহের প্রকৃত চিত্র। **ধার্মিকতা: ১১, ১৩** পদ দেখুন; এর সাথে ৪:১ পদের নোট দেখুন। **শান্তি:** গণনা ৬:২৬; যিহিষ্কেল ৩৪:২৫; লূক ২:১৪; রোমীয় ১:৭ পদের নোট দেখুন।

৮৫:১১ ভূমি থেকে সত্যের অঙ্কুর উঠে। ঈশ্বর সত্য যখন পৃথিবীতে অঙ্কুরিত হওয়ার সুযোগ পায় তখন তা প্রত্যেককে অপরিমেয়ভাবে আশীর্বাদ যুক্ত করে। **ধার্মিকতা হেঁট হয়ে দৃষ্টিপাত করেছে:** অর্থাৎ পৃথিবীতে ধার্মিকতা প্রচুর পরিমাণে তার দীপ্তি বিকিরণ করছে (হিব্রু ভাষায় "নিচে তাকানো" বা "হেঁট হওয়া" সাধারণত নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে; যিরমিয় ৬:১, "উঁকি মারছে")। স্বর্গ ও জগৎ থেকে একযোগে আশীর্বাদ ও আশীর্বাদ উৎসারিত হচ্ছে, যা ইস্রায়েলের পেয়ালা পরিপূর্ণ করে তুলবে।

৮৫:১২ নিশ্চয় সদাপ্রভু মঙ্গল প্রদান করবেন। ৪:৬ পদের নোট দেখুন। **আমাদের দেশ ফল প্রদান করবে:** ৬৭:৬ পদেও নোট দেখুন।

৮৫:১৩ ধার্মিকতা তাঁর আগে আগে চলবে। আবারও গীত রচয়িতা ঈশ্বরীয় চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলোকে ব্যক্তিকরণ করেছেন। বার্তাবাহক দূত বা পথ নির্দেশক হিসেবে ধার্মিকতা এগিয়ে নিয়ে চলে এবং ঈশ্বর তাঁর লোকদের কাছে যেভাবে নিজেকে প্রকাশ করেন তা

নির্দেশ করেন। ধার্মিকতা হচ্ছে ঈশ্বরের আইন-কানুনের চুক্তিবদ্ধ প্রতিজ্ঞার প্রতি পূর্ণ বিশ্বস্ততা (৪:১ পদের নোট দেখুন)।

উপসংহার: ঈশ্বরের রাজ্যে প্রতিজ্ঞা-করা আশীর্বাদের কথা বলা হয়েছে। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আসা ভাল ফলগুলো হল মশীহের হাজার বছরের রাজত্বের সময় ধার্মিকতা ও শান্তি।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. ৬ পদটি উদ্দীপনা এবং আনন্দের বিষয়টি সংযুক্ত করে। আপনি কি মনে করেন যে, পুনর্জাগরণ বা আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণ সবসময় আনন্দ নিয়ে আসে? ব্যাখ্যা করুন।
২. যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্ব ও কাজের কোন্ চিত্রটি আপনি এখানে দেখতে পান (১০ পদ)? "প্রেম ও বিশ্বস্ততা একত্রে মিলিত হয়; ধার্মিকতা এবং শান্তি একে অপরের চুম্বন করে"- এ থেকে আপনি কি বোঝেন?
৩. "সদাপ্রভু যা ভাল তা দেবেন" কিভাবে এই বাক্য আপনাকে ভবিষ্যৎকে আলিঙ্গন করতে আপনাকে সাহায্য করে?

গীত ৮৬

সাহায্যের জন্য প্রার্থনা

ভূমিকা: শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পর একজন ব্যক্তির ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা। রাজা দায়ূদ এই গীতটির রচয়িতা কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না (ভূমিকা: লেখকত্ব ও শিরোনাম দেখুন। গীতটির রচয়িতা নিজেকে ঈশ্বরের "দাস" বলে চিহ্নিত করেছেন (পদ ২), যার মধ্য দিয়ে বোঝা যায় তিনি রাজকীয় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং সদাপ্রভু ঈশ্বরের সাথে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক ছিল (২ শমূ ৭:৫, ৮ পদ দেখুন এবং গীত ১৮ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন)। গীতসংহিতায় এই গীতটির অবস্থানের যৌক্তিকতা সম্পর্কে আরও জানতে গীত ৮৪-৮৯ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। সতর্কতার সাথে পরিকল্পনাকৃত এই কাব্যটি পাঁচটি অংশ নিয়ে তৈরি করা হয়েছে, যেখানে শত্রুদের আঘাত থেকে ঈশ্বর কর্তৃক উদ্ধার লাভ এবং তাঁর করুণা প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশটি (পদ ৫-৭) বর্ণনা করেছে ব্যক্তিগত নির্ভরতার স্বীকৃতি; চতুর্থ অংশটি (পদ ১১-১৩) প্রকাশ করেছে ঈশ্বরের প্রশংসা করার দৃঢ় প্রত্যয়। এই অংশগুলো ঈশ্বরের "ভালবাসার" সাথে সম্পর্কযুক্ত (৬:৪ পদের নোট দেখুন) যা ৫, ১৩ পদে দেখতে পাওয়া যায়। মধ্যবর্তী অংশটি (পদ ৮-১০) ঈশ্বরকে অতুলনীয় রূপে প্রশংসিত করেছে, কারণ তিনি একমাত্র ঈশ্বর, যাঁর অধীনে সমস্ত জাতিগণ তাঁর উপাসনা করে। পদ ৯ হচ্ছে এই গীতের কেন্দ্রীয় পদ (৬:৬ পদের নোট দেখুন)।

দায়ূদের প্রার্থনা।

১ হে সদাপ্রভু, আমার প্রার্থনায় কান দাও,
আমাকে উত্তর দাও, কেননা আমি দুঃখী ও দরিদ্র।
২ আমার প্রাণ রক্ষা কর, কেননা আমি তোমার ভক্ত;
হে আমার ঈশ্বর, তোমাতে নির্ভরকারী তোমার দাসকে
তুমিই পরিত্রাণ কর।
৩ হে প্রভু, আমার প্রতি দয়া কর,
কেননা আমি সমস্ত দিন তোমাকে ডাকি।
৪ নিজের দাসের প্রাণ আনন্দিত কর,
কেননা, হে প্রভু, আমি তোমার উদ্দেশে
আমার প্রাণ উৎসর্গ করি।
৫ কারণ, হে প্রভু, তুমি মঙ্গলময় ও ক্ষমাবান,
এবং যারা তোমাকে ডাকে,
তুমি সেই সবের পক্ষে অটল প্রেমে মহান।
৬ হে সদাপ্রভু, আমার প্রার্থনায় কান দাও,
আমার বিনতি শোন।
৭ সঙ্কটের দিনে আমি তোমাকে আহ্বান করবো,
কেননা তুমি আমাকে উত্তর দেবে।
৮ হে প্রভু, দেবতাদের মধ্যে তোমার মত কেউই নেই,
তোমার কাজের সঙ্গে অন্য কিছুর তুলনা হয় না।
৯ হে প্রভু, তোমার সৃষ্ট সর্বজাতি এসে তোমার সম্মুখে
প্রণিপাত করবে,
তারা তোমার নামের গৌরব করবে।
১০ কারণ তুমি মহান এবং আশ্চর্য কাজ সম্পাদনকারী;
তুমিই একমাত্র ঈশ্বর।
১১ হে সদাপ্রভু, তোমার পথ আমাকে শিক্ষা দাও,
আমি তোমার সত্যে চলবো;
তোমার নামে ভয় করতে আমার চিত্তকে একাগ্র কর।
১২ হে প্রভু, আমার ঈশ্বর,
আমি সর্বান্তঃকরণে তোমার প্রশংসা করবো,
আমি চিরকাল তোমার নামের গৌরব করবো।
১৩ কেননা আমার পক্ষে তোমার অটল প্রেম মহৎ,
এবং তুমি অধঃস্থ পাতাল থেকে আমার প্রাণ উদ্ধার করেছ।
১৪ হে ঈশ্বর, অহঙ্কারীরা আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে,
দুর্দান্ত লোকদের মণ্ডলী আমার প্রাণের খোঁজ করছে,
তারা তোমাকে নিজেদের সম্মুখে রাখে নি।

গীত ৮৬ : ক্রসরেফারেন্স

[
৮৬:১] গীত ১৭:৬
[৮৬:২] গীত ২৫:২; ৩১:১৪
[৮৬:৩] গীত ৪:১; ৯:১৩; ৫৭:১
[৮৬:৩] গীত ৮৮:৯
[৮৬:৪] গীত ৪৬:৫; ১৪৩:৮
[৮৬:৫] যাত্রা ৩৪:৬; যিহি ৯:১৭; গীত ১০৩:৮; ১৪৫:৮; যোয়েল ২:১৩; যোহন ৪:২
[৮৬:৬] গীত ৫:২; ১৭:১
[৮৬:৭] গীত ২৭:৫; ৫০:১৫; ৯৪:১৩; হবক্ ৩:১৬
[৮৬:৭] ইয়োব ২২:২৭; গীত ৪:৩; ৮০:১৮; ৯১:১৫; যিশা ৩০:১৯; ৫৮:৯; ৬৫:২৪; সখ ১৩:৯
[৮৬:৭] গীত ৩:৪
[৮৬:৮] যাত্রা ৮:১০; ইয়োব ২১:২২
[৮৬:৮] গীত ১৮:৩১
[৮৬:৯] গীত ৬৫:২
[৮৬:৯] গীত ৬৬:৪; যিশা ১৯:২১; ২৭:১৩; ৪৯:৭; সখ ৮:২০-২২; ১৪:১৬; প্রকা ১৫:৪
[৮৬:৯] যিশা ৪৩:৭; ৪৪:২৩
[৮৬:১০] ২শমূ ৭:২২; গীত ৪৮:১
[৮৬:১০] যাত্রা ৩:২০; গীত ৭১:১৭; ৭২:১৮
[৮৬:১০] দ্বি.বি. ৬:৪; যিশা ৪৩:১০; মার্ক ১২:২৯; ১করি ৮:৪
[৮৬:১১] যাত্রা ৩৩:১৩; ১শমূ ১২:২৩; গীত ২৫:৫
[৮৬:১১] গীত ২৬:৩
[৮৬:১১] যিরি ২৪:৭; ৩২:৩৯; যিহি ১১:১৯; ১করি ৭:৩৫
[৮৬:১১] দ্বি.বি. ৬:২৪
[৮৬:১২] গীত ৯:১
[৮৬:১৩] গীত ৩৪:৪; ৪৯:১৫; ১১৬:৮
[৮৬:১৩] গীত ১৬:১০; ৫৬:১৩
[৮৬:১৪] গীত ৫৪:৩

১৫ কিন্তু, হে প্রভু, তুমি স্নেহশীল ও কৃপাময় ঈশ্বর,
ক্রোধে ধীর এবং অটল প্রেম ও বিশ্বস্ততায় মহান।
১৬ আমার প্রতি দৃষ্টি দাও এবং আমাকে দয়া কর,
তোমার দাসকে তোমার শক্তি দাও,
তোমার দাসীর পুত্রকে পরিত্রাণ কর।
১৭ আমার জন্য মঙ্গলের কোন চিহ্ন-কাজ সাধন কর,
যেন আমার বিদ্বেষিরা তা দেখে লজ্জা পায়,
কেননা, হে সদাপ্রভু, তুমিই আমার সাহায্য করেছ,
ও আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছ।

[৮৬:১৫] গীত ৫১:১; ১০৩:৮; ১১১:৪; ১১৬:৫; ১৪৫:৮
[৮৬:১৫] গণনা ১৪:১৮
[৮৬:১৫] পদ ৫
[৮৬:১৫] যাত্রা ৩৪:৬; যিহি ৯:১৭; যোয়েল ২:১৩
[৮৬:১৬] গীত ৬:৪
[৮৬:১৬] গীত ৯:১৩
[৮৬:১৬] গীত ১৮:১
[৮৬:১৬] গীত ১১৬:১৬
[৮৬:১৭] যাত্রা ৩:১২; মথি ২৪:৩; যোহন ২:১১

গীত ৮৬ এর নোটসমূহ

শিরোনাম সাহায্যের জন্য প্রার্থনা: গীত ১৭ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। **দায়ূদের প্রার্থনা:** গীতসংহিতার তৃতীয় খণ্ডের এই অংশে (গীত ৭৩-৮৯ অধ্যায়) এটিই একমাত্র গীত যা রাজা দায়ূদ কর্তৃক রচিত। সম্ভবত কোরহ বা কোরহ-বংশধরদের এই গীতগুলোর মাঝে এই অধ্যায়টিকে স্থান দেওয়ার কারণ হল, পদ ৯ এবং ৮৭:৪ পদের মধ্যে বিষয়বস্তুগত মিলের কারণে মূলভাব বজায় রাখতে এই অধ্যায়টি এখানে সংযোজন করা হয়েছে।

৮৬:১-৪ ঈশ্বরের কাছে প্রারম্ভিক প্রার্থনা যেন তিনি তাঁর দাসের প্রতি করুণা করেন এবং তার জীবন রক্ষা করেন।

৮৬:১ দুঃখী ও দরিদ্র। ৩৫:১০ পদ দেখুন; এর সাথে ৩৪:৬ পদের নোট দেখুন।

৮৬:২ আমি তোমার ভক্ত। এই "ভক্ত" শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দ হচ্ছে "আসিদ" (৪:৩ পদের নোট দেখুন)। **তোমার দাস:** পদ ৪, ১৬ দেখুন; ভূমিকা দেখুন। **হে আমার ঈশ্বর:** এমন নয় যে দায়ূদ তাকে নির্বাচিত করেছেন, বরং তিনিই দায়ূদকে তাঁর দাস হিসেবে নির্বাচন করেছেন (১ শমূ ১৩:১৪; ১৫:২৮; ১৬:১২; ২ শমূ ৭:৮ পদ দেখুন)। ঈশ্বরের প্রতি ও তাঁর প্রতিজ্ঞার প্রতি দায়ূদের বিশ্বস্ততাকে এখানে সর্বোতভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

৮৬:৫-৭ রাজা দায়ূদ প্রয়োজনের সময় সদাপ্রভুর কাছে আসবেন, কারণ তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, দয়া ও ভালবাসা প্রকাশের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর প্রার্থনার উত্তর দেন।

৮৬:৫ ভালবাসা । পদ ১৩, ১৫ দেখুন; এর সাথে ৬:৪ পদের নোট দেখুন।

৮৬:৭ তোমাকে আহ্বান করবো ... তুমি আমাকে উত্তর দেবে। ১১৮:৫ পদের নোট দেখুন।

৮৬:৮-১০ প্রার্থনার কেন্দ্রস্থলে দায়ূদ তাঁর মৌলিক বিশ্বাসটি তুলে ধরেছেন (এছাড়াও ১১৫:৩-৭; ১৩৫:১৩-১৭ পদ ও নোট দেখুন) এবং পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, কেন তিনি গীতটির অন্যান্য অংশে যিহোবার কাছে আবেদন করেছেন।

৮৬:৯ সর্বজাতি। ৪৬:১০ পদের নোট দেখুন। এটিই প্রার্থনার কেন্দ্রস্থিত পদ (৬:৬ পদের নোট দেখুন) এবং এখানে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব ও সমগ্র জগৎ জুড়ে তাঁর শাসনের প্রতি বিশ্বাসের এক অপূর্ব স্বীকারোক্তি প্রকাশ পেয়েছে যা গীতসংহিতার অন্য কোথাও এতটা আবেদন সৃষ্টি করতে পারে না। **তারা তোমার নামের গৌরব করবে:** যেভাবে রাজা দায়ূদ

করেছিলেন (পদ ১২)। **তোমার নাম:** ১১-১২ পদ দেখুন; সেই সাথে ৫:১১ পদের নোট দেখুন।

৮৬:১০ অলৌকিক কাজ। ৯:১ পদের নোট দেখুন।

৮৬:১১-১৩ ঈশ্বরের উপস্থিতি লাভের জন্য প্রার্থনা এবং তাঁর প্রতি প্রশংসা জ্ঞাপনের মানত।

৭৬:১১ শিক্ষা দাও ... একাগ্র কর। কি লাভ হবে যদি ঈশ্বর দায়ূদকে তাঁর শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধার করেন কিন্তু তাকে পথভ্রষ্ট অবস্থায় ছেড়ে চলে যান? দায়ূদ ঈশ্বরের উপরে পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করেন এবং সে কারণে তাঁর প্রত্যাশা হল – বাইরের শত্রু এবং একই সাথে নিজের বিশৃঙ্খলতা ও পথভ্রষ্টতা থেকেও যেন ঈশ্বর তাঁকে উদ্ধার করেন (২৫:৫; ৫১:৭, ১০ পদের নোট দেখুন)। যে ব্যক্তি এভাবে সর্বোত উপায়ে ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করে, সেই শুধুমাত্র ঈশ্বরের কাছে সাহায্য চাইতে পারে এবং তার আশা পূর্ণও হয় (পদ ১২)। **চিত্তকে একাগ্র কর:** যিহিষ্কেল ১১:১৯ পদের নোট দেখুন; এর সাথে ১ বংশা ১২:৩৩; ১ করি ৭:৩৫ পদ দেখুন। **চিত্ত:** ৪:৭ পদের নোট দেখুন।

৮৬:১২ ঈশ্বরের প্রশংসা করার জন্য মানত (৭:১৭ পদের নোট দেখুন)।

৮৬:১৩ রাজা দায়ূদ তাঁর প্রার্থনার জন্য ঈশ্বরের কাছ থেকে কি উত্তর আসতে পারে তা পূর্বেই অনুমান করছেন (৩:৮ পদের নোট দেখুন)। **অধঃস্থ পাতাল:** ৩০:১ পদের নোট দেখুন।

৮৬:১৪-১৭ প্রার্থনাটি পুনরায় ব্যক্ত করা হয়েছে।

৮৬:১৪ দুর্দান্ত। এই শব্দটির জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে বর্বর। **তারা তোমাকে নিজেদের সম্মুখে রাখে নি:** তাদের অন্তরে এতটাই বেশি অহঙ্কার যে, তারা রাজা দায়ূদের সুরক্ষাকারী সদাপ্রভু ঈশ্বরকেও অবজ্ঞা করে (১০:১১ পদের নোট দেখুন; এর সাথে যিরমিয় ২০:১১ পদ দেখুন)।

৮৬:১৫ এই পদে ৫ পদের বক্তব্য পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, কিন্তু তা যাত্রা ৩৪:৬ পদের সাথে আরও বেশি সঙ্গতিপূর্ণ (যাত্রা ৩৪:৬-৭ পদের নোট দেখুন)।

৮৬:১৬ তোমার শক্তি দাও। অর্থাৎ আমার পক্ষে তোমার শক্তি প্রকাশ কর। **তোমার দাসীর পুত্র:** অর্থাৎ রাজা দায়ূদের মা যেভাবে ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত প্রাণ ছিলেন, দায়ূদও সেভাবে একাগ্রভাবে ঈশ্বরের সেবা কাজ করছেন। ১১৬:১৬ পদ দেখুন।

৮৬:১৭ মঙ্গল। অর্থাৎ ঈশ্বরের আইন-কানুনের নিয়মের আনুকূল্য (২৭:১৩ পদের নোট দেখুন)। **যেন ... তা দেখে লজ্জা পায়:** অর্থাৎ তারা যেন দেখে যে, তুমি আমার সাথে রয়েছ এবং আমাকে সাহায্য করছ (৩১:১৯ পদের নোট দেখুন)।

উপসংহার: একটি প্রার্থনা, একটি প্রশংসা ঈশ্বরের রাজত্বকালে পূর্ণ হবে। ৯ পদ এই বিষয়টি প্রকাশ করে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. এই গীতটি দায়ূদকে যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত নয় বলে প্রকাশ করে। আমরা যখন জীবনযাত্রার মুখোমুখি হই, তখন অনেক সময় অপর্যাপ্ততা বা সমস্যার জন্য কি

অনুভূতি হয়? ব্যাখ্যা করুন।

২. এই গীতে উদ্ধৃত ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য কি যা আপনার বিশ্বাসকে জোরদার করে?

৩. "হে প্রভু, তোমার মত আর কেউ নেই" কেন তা জানা ভাল?

৪. দায়ূদ ঈশ্বরকে শক্তি দান করার জন্য ঈশ্বরকে বলেছিলেন (১৬ পদ)। কোন্ নির্দিষ্ট কাজ বা পরীক্ষার জন্য ঈশ্বরের শক্তি প্রয়োজন?

গীত ৮৭

সিয়োনে বাস করার আনন্দ

ভূমিকা: "ঈশ্বরের নগরী" হিসেবে সিয়োনের অভিষেক উদ্‌যাপন (পদ ৩), যা ঈশ্বরের বিশেষ ভালবাসার পাত্র এবং ঈশ্বরের রাজ্যের রাজধানী (গীত ৪৬; ৪৮; ৭৬ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। যিহূদী ও খ্রীষ্টিয় ধর্মমতের প্রাচীন ও সমকালীন মতধারা অনুসারে এই গীতটি গীতসংহিতায় এমন একটি অবস্থানে রয়েছে যার কারণে এটিকে খুব নিঃসঙ্গ বলে মনে হয় (তবে এক্ষেত্রে ৪৭:৯ পদের নোট দেখুন)। এখানে ভবিষ্যতে অন্যান্য রাজ্যের অধিবাসীদের সিয়োনে একত্রিত হওয়ার বিষয়টি দর্শন আকারে তুলে ধরা হয়েছে, যেন তারা এক সাথে ঈশ্বরের রাজ্যের স্বর্গীয় রাজধানীর অধিবাসী হয়ে উঠতে পারে। এ ধরনের আরও কিছু ঈশ্বরীয় দর্শন ও ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে জানতে দেখুন যিশাইয় ২:২-৪; ১৯:১৯-২৫; ২৫:৬; ৪৫: ১৪, ২২-২৪; ৫৬:৬-৮; ৬০:৩; ৬৬:২৩; দানিয়েল ৭:১৪; মীখা ৪:১-৩; সখরিয় ৮:২৩; ১৪:১৬ পদ। এভাবে ব্যাখ্যা করলে এই গীতটির সাথে অন্যান্য গীতসংহিতার অন্যান্য সিয়োন সঙ্গীতের পার্থক্য বেশ দৃশ্যনীয় (গীত ৪৬; ৪৮; ৭৬; ১২৫; ১২৯; ১৩৭ পদ দেখুন)। এই অধ্যায়ের মূল বক্তব্যটি পাওয়া যায় ৪ পদে। অধ্যায়টি দুই পাশে মোট ৪টি প্রার্থনা রয়েছে, যার মাঝে ফুটে উঠেছে এক তীব্র আকুতি। এই প্রার্থনাগুলোর মধ্যে দুটি হচ্ছে একক (গীত ৮৬; ৮৮ অধ্যায়) এবং দুটি হচ্ছে সমষ্টিগত বা সমবেত (গীত ৮৫:৮৯ অধ্যায়)। এখানে এই নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে যে, ঈশ্বর অবশ্যই এ ধরনের প্রার্থনার উত্তর দেবেন (গীত ৮৪-৮৯ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)।

কোরহ-সন্তানদের সঙ্গীত। গীত।

[১] তাঁর ভিত্তিমূল পবিত্র পর্বত-শ্রেণীতে অবস্থিত।
[২] সদাপ্রভু সিয়োনের তোরণদ্বারগুলো প্রেম করেন,
যাকোবের সমস্ত আবাসের চেয়ে বেশি প্রেম করেন।
[৩] হে ঈশ্বরের পুরি,
তোমার বিষয়ে বিবিধ গৌরবের কথা বলা হয়ে থাকে। [সেলা]
[৪] যারা আমাকে জানে,
তাদের মধ্যে আমি রহবের ও বাবিলের কথা উল্লেখ করবো;
দেখ, পলেষ্টিয়া, সোর ও ইথিওপিয়া;

গীত ৮৭ : ক্রসরেফারেন্স

[৮৭:১] গীত ৪৮:১
[৮৭:২] গীত ২:৬
[৮৭:৩] গীত ৪৬:৪
[৮৭:৪] ইয়োব ৯:১৩
[৮৭:৪] ২শমূ ৮:১; গীত ৮৩:৭
[৮৭:৪] গীত ৪৫:১২; যোয়েল ৩:৪
[৮৭:৪] যিশা ১৯:২৫

এই ব্যক্তি সেখানে জন্মগ্রহণ করলো।
৫ আর সিয়োনের বিষয়ে বলা যাবে,
এই ব্যক্তি এবং ঐ ব্যক্তি ওর মধ্যে জন্মগ্রহণ করলো,
এবং সর্বশক্তিমান নিজেই সেটি অটল করবেন।
৬ সদাপ্রভু যখন জাতিদের নাম লেখেন, তখন গণনা করলেন,
এই ব্যক্তি সেখানে জন্মগ্রহণ করলো। [সেলা]
৭ গায়কেরা ও নর্তকেরা বলবে,
আমার সমস্ত ফোয়ারা তোমার মধ্যে।

[৮৭:৬] যাত্রা ৩২:৩২; গীত ৬৯:২৮; যিশা ৪:৩; মালা ৩:১৬
[৮৭:৭] গীত ১৪৯:৩
[৮৭:৭] গীত ৩৬:৯

গীত ৮৭ এর নোটসমূহ

শিরোনাম কোরহ-সন্তানদের গীত: গীত ৪২ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। **গীত:** গীত ৩০ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

৮৭:১ তাঁর ভিত্তিমূল পবিত্র পর্বত-শ্রেণীতে অবস্থিত। সদাপ্রভু স্বয়ং সিয়োন নগরীর ভিত্তি স্থাপন করে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন (যিশাইয় ১৪:৩২ পদ দেখুন) এবং সেই সাথে পবিত্র মন্দিরকে তাঁর রাজকীয় বাসগৃহ করে নির্মাণ করেছেন। **পর্বত:** এই শব্দটির জন্য হিব্রু শব্দটি বহুবচনে এসেছে, যার মধ্য দিয়ে সদাপ্রভুর পবিত্র পর্বতের গৌরব ও মহিমা প্রকাশ পেয়েছে, যেখানে সদাপ্রভুর সিংহাসন স্থাপিত (৪৮:২; ১২১:১ পদের নোট দেখুন)।

৮৭:২ ভালবাসেন ... বেশি ভালবাসেন। সদাপ্রভুর স্থাপিত এই নগরী হচ্ছে তাঁর পছন্দের আসন, যেখানে বসে তিনি তাঁর লোকদেরকে শাসন করতে ভালবাসেন। সিয়োন তাঁর সবচেয়ে আদরণীয় নগরী, যা ইস্রায়েলের অন্য যে কোন নগরের চেয়ে তাঁর কাছে বেশি প্রিয় (৯:১১ পদের নোট দেখুন; ৭৮:৬৮; ১৩২:১৩-১৪ পদ দেখুন)। **যাকোব:** ইস্রায়েল নামটির সমার্থক শব্দ (আদিপুস্তক ৩২:২৮ পদের নোট দেখুন)।

৮৭:৪ উল্লেখ করবো ... এই ব্যক্তি সেখানে জন্মগ্রহণ করলো। ঈশ্বর তাঁর রাজকীয় তালিকায় তাদের নাম লিপিবদ্ধ করবেন (৯:৫; ৫১:১; ৬৯:২৮ পদের নোট দেখুন), কারণ যারা জন্মগতভাবে তাঁর রাজধানীর অধিবাসী, তারা সেখানকার নাগরিকত্বের সমস্ত সুবিধা ও আনন্দ ভোগ করবে। **রহব:** অন্য সকল স্থানে এই নামটি দিয়ে পাতালে বাসকারী একটি পৌরাণিক দানবের কথা বোঝানো হয়েছে (৮৯:১০ পদ দেখুন; এর সাথে ৩২:৬; ইয়োব ৯:১৩ পদের নোট দেখুন), কিন্তু এখানে মূলত এই নামের মধ্য দিয়ে মিশরের কথা বোঝানো হয়েছে, যেমনটা ৩০:৭ পদে দেখা যায় (উক্ত পদের নোট দেখুন) এবং ৫১:৯ পদের দেখা যায়। এখানে যে সকল জাতির নাম উল্লেখ করা হয়েছে তারা সকলেই অযিহূদী তথা পৌত্তলিক জাতি। সহজভাবে ব্যাখ্যা করলে এই গীতটিতে সকল জাতি থেকে লোকেরা ঈশ্বরের প্রতি মন ফিরিয়ে তাঁর বিশ্বাসী হওয়ার বিষয়ে বলা হয়েছে, যারা অনেক আগে থেকেই ঈশ্বরের প্রতি এবং ঈশ্বরের রাজ্য ইস্রায়েলের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন ছিল (যিশাইয় ১৯:২১; ২৬:১৮ পদের নোট দেখুন)। **পলেষ্টিয়া:** সখরিয় ৯:৭ পদের নোট দেখুন।

৮৭:৫ এই ব্যক্তি এবং ঐ ব্যক্তি। সম্ভবত তারা বিভিন্ন জাতির মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল। **সর্বশক্তিমান:** আদি ১৪:১৯ পদের নোট দেখুন।

৮৭:৭ আমার সমস্ত ফোয়ারা। এই ফোয়ারা সকল যাতে পরিপূর্ণ হয় তার উৎস হচ্ছে ঈশ্বরের নগরী, যা ঈশ্বরের "আনন্দ নদী" হওয়ার সম্ভাবনা বেশ প্রবল (৩৬:৮), "যার সমস্ত স্রোত ঈশ্বরের নগরকে, সর্বশক্তিমানের সাক্ষ্য-তাঁবুর পবিত্র স্থানকে আনন্দিত করে" (৪৬:৪); উক্ত অংশগুলোর নোট দেখুন। অন্য ভাবে দেখলে "ফোয়ারা" শব্দটি হয়তো এখানে উৎসের জন্য রূপকার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে এই পঙক্তিটির অর্থ দাঁড়াবে: আমরা তোমার মধ্য থেকে উৎসারিত হব। **আমার:** এখানে একবচনের শব্দটি দিয়ে মূলত বহুবচন, অর্থাৎ সমবেত জনতা বোঝানো হয়েছে (গীত ৩০ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন)।

উপসংহার: ঈশ্বরের রাজ্যে সিয়োন মহিমান্বিত হবে। সিয়োন (যিরূশালেম) সমস্ত শহরের উপরে সম্মানিত হবে। আশীর্বাদের উৎস হিসেবে সিয়োন সম্মানিত হবে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. কেন যিহূদী জাতি যিরূশালেম বা সিয়োনকে নিয়ে এত উদ্বিগ্ন? যিরূশালেম এবং তার বাসিন্দারা ভবিষ্যতে কি ভোগ করবে?
২. যীশু তাঁর অনুসারীদের জন্য জীবন্ত পানি সরবরাহ করেন। যীশুর মধ্যে অবস্থান করে আপনি কি সন্তুষ্ট? কেন?
৩. অবিশ্বাসীরা যে আত্মিক তৃষ্ণা অনুভব করে সেই অভিজ্ঞতার বিষয়টি কি আপনার অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা করেছেন?

গীত ৮৮

সাহায্য চেয়ে অন্তরের প্রার্থনা

ভূমিকা: পাতাল থেকে আসা কান্না, মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে জীবনের জন্য আকুতি। পুরো জীবন অতিবাহিত হয়েছে এবং এখন মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত এমন ব্যক্তির প্রার্থনা (গীত ৯০ অধ্যায় দেখুন)। সারা জীবন এই ব্যক্তি এমনই দুর্দশাগ্রস্ত দিন কাটিয়েছে যে, সে কোন সময়ই ঈশ্বরের মুখ দর্শন করে নি (অর্থাৎ ঈশ্বরের ক্রোধ সব সময় তার উপরে অবস্থান করেছে, পদ ৭)। এমন কি যারা তার খুব কাছের মানুষ ছিল তারাও তার কাছ থেকে ঘৃণাভরে দূরে সরে গেছে, সম্ভবত কোন কঠিন রোগের কারণে (পদ ৮ দেখুন)। কোন ধরনের আশার বাণী বা প্রত্যাশা (যা গীতসংহিতার অন্যান্য গীতে দেখা যায়; তবে এক্ষেত্রে ৪৪; ৮৯ অধ্যায় দেখুন) এই কাতর ঠোঁট থেকে নির্গত হয় নি। শেষ কথায় অন্ধকারকে সে বলেছে তার "ঘনিষ্ঠ সঙ্গী"। আর তথাপি তার মুখে এই প্রার্থনা প্রকাশিত হয়েছে, "হে সদাপ্রভু, আমার উদ্ধারের ঈশ্বর।" গীতটিতে এ কথা স্মরণ করা হয়েছে যে, যদিও বা কোন কোন সময় ঈশ্বরভক্ত মানুষেরা দুর্দশা ও কষ্টের মধ্যে দিন কাটান (৭৩:১৪ পদ দেখুন) তথাপি তারা এই আশা সব সময় বুকে ধারণ করেন যে, ঈশ্বর এখনো তাদের

উদ্ধারকর্তা (গীত ৮৭ অধ্যায় দেখুন এবং এর সাথে গীত ৮৪-৮৯ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। প্রাথমিক মণ্ডলীর অনেক নেতৃবৃন্দই এই গীতটিকে খ্রীষ্টের মহা দুঃখভোগের প্রার্থনা বলে ব্যাখ্যা দিয়েছেন (যেমনটা অনেকে গীত ২২ অধ্যায়ের ক্ষেত্রে বলে থাকেন)। সে কারণে এই গীতটি অনেক সময় পূণ্য শুক্রবারের উপাসনা ও প্রার্থনার অংশ হিসেবে লিটার্জিতে অন্তর্ভুক্ত হয়। কাঠামোগত দিক থেকে গীতটির যেভাবে শুরু হয়েছে (পদ ১-৫) ঠিক সেভাবেই শেষ হয়েছে (পদ ১৩-১৮)। এর মাঝে দুটি হিব্রু কাব্য রয়েছে যেখানে গীত রচয়িতা দুর্দশার বর্ণনা পাওয়া যায় (পদ ৩-৫, ১৫-১৮)। গীতের শুরু ও শেষের অংশের মধ্যে রয়েছে দুটি অংশ যার প্রত্যেকটিতে চারটি করে পঙক্তি রয়েছে (পদ ৬-৯ক এবং ৯খ-১২)। এর মধ্যে প্রথম অংশটিতে গীত রচয়িতা এ কথা ব্যক্ত করেছেন যে, তাঁর প্রতি যা কিছু ঘটছে তা ঈশ্বরই ঘটাচ্ছেন। দ্বিতীয় অংশটিতে তিনি ঈশ্বরের কাছে এই আবেদন রেখেছেন যেন তিনি মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার পান।

গীত। কোরহ-সন্তানদের সঙ্গীত। প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, মহলৎ-লিয়ান্নোৎ। ইষ্রাহীয় হেমনের মস্কীল।

১ হে সদাপ্রভু, আমার ত্রাণেশ্বর,
আমি দিনে ও রাতে তোমার সম্মুখে কান্নাকাটি করেছি।
২ আমার প্রার্থনা তোমার সাক্ষাতে উপস্থিত হোক;
আমার কাতরোক্তিতে কান দাও।
৩ কেননা আমার প্রাণ দুঃখে পরিপূর্ণ,
আমার জীবন পাতালের নিকটবর্তী।
৪ যারা কবরে নেমে যায় আমি তাদের সঙ্গে গণিত,
আমি শক্তিহীন মানুষের সমান হয়েছি।
৫ আমি মৃতদের মধ্যে পরিত্যক্ত,
আমি কবরে শায়িত নিহতদের মত,
যাদেরকে তুমি আর স্মরণ কর না;
তারা তোমার হাত থেকে বিচ্ছিন্ন রয়েছে।
৬ তুমি আমাকে নিম্নতম গর্তে রেখেছ,
অন্ধকারে ও গভীর স্থানে রেখেছ।
৭ আমার উপরে তোমার ক্রোধ চেপে আছে,
তুমি তোমার সমস্ত তরঙ্গ দ্বারা আমাকে দুঃখার্ত করেছ। [সেলা]
৮ তুমি আমার আত্মীয়দের আমা থেকে দূরে রেখেছ,
তাদের কাছে আমাকে নিতান্ত ঘৃণার পাত্র করেছ;
আমি অবরুদ্ধ, বাইরে আসতে পারি না।
৯ আমার চোখ দুঃখে নিস্তেজ হয়েছে,
আমি প্রতিদিন তোমাকে ডেকেছি,
হে সদাপ্রভু, তোমার দিকে অঞ্জলি প্রসারণ করেছি।

গীত ৮৮ : ক্রসরেফারেন্স

[৮৮:১] গীত ৫১:১৪
[৮৮:১] গীত ৩:৪; ২২:২; লূক ১৮:৭
[৮৮:৩] গীত ৬:৩; ২৫:১৭
[৮৮:৩] ইয়োব ৩৩:২২
[৮৮:৪] গীত ৩১:১২
[৮৮:৪] গীত ১৮:১
[৮৮:৫] গীত ৩১:২২
[৮৮:৬] গীত ৩০:১; ৬৯:১৫; বিলাপ ৩:৫৫; যোহন ২:৩
[৮৮:৭] গীত ৭:১১
[৮৮:৭] গীত ৪২:৭
[৮৮:৮] ইয়োব ১৯:১৩; গীত ৩১:১১
[৮৮:৮] যিরি ৩২:২; ৩৩:১
[৮৮:৮] ইয়োব ৩:২৩
[৮৮:৯] গীত ৩৮:১০
[৮৮:৯] গীত ৫:২
[৮৮:৯] ইয়োব ১১:১৩; গীত ১৪৩:৬

১০ তুমি কি মৃতদের পক্ষে আশ্চর্য কাজ করবে?
মৃতরা কি উঠে তোমার প্রশংসা গান করবে? [সেলা]
১১ কবরের মধ্যে কি তোমার অটল প্রেম,
বিনাশস্থানে কি তোমার বিশ্বস্ততা প্রচারিত হবে?
১২ অন্ধকারে কি তোমার আশ্চর্য কাজ,
বিস্মৃতির দেশে কি তোমার ধর্মশীলতা জানা যাবে?
১৩ কিন্তু, হে সদাপ্রভু, আমি তোমার উদ্দেশে আর্তনাদ করেছি,
প্রাতে আমার প্রার্থনা তোমার সম্মুখবর্তী হবে।
১৪ হে সদাপ্রভু, তুমি কেন আমার প্রাণকে পরিত্যাগ করছো?
আমা থেকে কেন তোমার মুখ আড়াল কর?
১৫ বাল্যকাল থেকে আমি দুঃখী ও মৃতকল্প;
আমি তোমার ত্রাসের ভারে সঙ্কুচিত।
১৬ তোমার ক্রোধের আগুন আমার উপর দিয়ে গেছে;
তোমার ত্রাস আমাকে উচ্ছেদ করেছে।
১৭ তা সমস্ত দিন জলের মত আমাকে ঘিরে রেখেছে;
তা একসঙ্গে আমাকে বেষ্টন করেছে।
১৮ তুমি প্রেমিক ও সুহৃৎকে আমা থেকে দূর করেছ;
অন্ধকারই আমার ঘনিষ্ঠ সঙ্গী।

[৮৮:১০] গীত ৬:৫
[৮৮:১১] গীত ৩০:৯
[৮৮:১৩] গীত ৩০:২
[৮৮:১৩] গীত ৫:৩; ৫৫:১৭
[৮৮:১৩] গীত ১১৯:১৪৭
[৮৮:১৪] গীত ৪৩:২
[৮৮:১৪] গীত ১৩:১
[৮৮:১৫] গীত ১[২৯:১; যিরি ২২:২১; যিহি ১৬:২২; হোশেয় ২:১৫
[৮৮:১৫] গীত ৯:১২
[৮৮:১৫] ইয়োব ৬:৪; ১৮:১১
[৮৮:১৫] ২করি ৪:৮
[৮৮:১৬] গীত ৭:১১
[৮৮:১৬] ইয়োব ৬:৪
[৮৮:১৭] গীত ১২৪:৪
[৮৮:১৮] পদ ৮; গীত ৩৮:১১

গীত ৮৮ এর নোটসমূহ

শিরোনাম গীতটির দ্বৈত শিরোনাম রয়েছে, সম্ভবত এর মধ্য দিয়ে গীতটি গাওয়ার জন্য দুটি ভিন্ন ধরনের ভঙ্গিমার কথা প্রকাশ করা হয়েছে। **গীত:** গীত ৩০ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **কোরহ-সন্তানদের গীত:** গীত ৪২ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **প্রধান বাদ্যকরের জন্য:** গীত ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **স্বর:** গীত ৬ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **মস্কীল:** গীত ৩২ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **হেমন:** গীত ৩৯ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **ইস্রাহীয়:** এখানে সম্ভবত সেরহের কথা বলা হয়েছে, যিনি যিহূদার একজন পুত্র। এই যিহূদার সন্তানদের একজন ছিলেন হেমন এবং একজন এথন (গীত ৮৯ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন; ১ বংশা ২:৬ পদ দেখুন)। যদি ইনিই সেই ব্যক্তি হন, সেক্ষেত্রে এখানে উল্লিখিত শিরোনামটি ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় কিছুটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করছে, কারণ যিহূদা বংশের এই দুই ব্যক্তি নামের সাথে কোরহ বংশের দুই বিখ্যাত গীত গায়ক হেমন এবং এথনের নামের মিল পাওয়া যায় (যিদূথূন; গীত ৩৯ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন)।

৮৮:১-২ প্রারম্ভিক বিনতি, যেখানে ঈশ্বরকে "আমার ত্রাণেশ্বর" বলে সম্বোধন করা হয়েছে। **৮৮:৩-৫ আমার জীবন পাতালের নিকটবর্তী।** সম্ভবত এই গীতসংহিতার রচয়িতা শারীরিকভাবে মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হয়েছিলেন কিংবা তিনি এমন কোন দুর্দশা বা কষ্টের মধ্যে দিন যাপন করছিলেন যা এখানে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয় নি।

৮৮:৪ কবর। ২৮:১; ৩০:৩, ৯; ১৪৩:৭ পদ দেখুন।

৮৮:৫ তুমি আর স্মরণ কর না। এই জীবনের দৃষ্টিকোণ থেকে মৃত্যু আমাদেরকে ঈশ্বরের সাথে সমস্ত সম্পর্ক থেকে ছিন্ন করে। এ কারণে মৃত্যুর পর ওপারে যারা কষ্টভোগ করে ও যন্ত্রণা পায় তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য ঈশ্বর আর তাদেরকে স্মরণ করেন না (২৫:৭; ৭৪:২; ১০৬:৪ পদ দেখুন)। অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যে লেখক যেন মৃত্যুর নীল আবহ এখানে ছড়িয়ে দিয়েছেন (৬:৫ পদের নোট দেখুন; এর সাথে ইয়োবের অভিজ্ঞতার কথা তুলনা করুন)।

৮৮:৬-৯ হে ঈশ্বর, তুমিই এ সমস্ত কিছু করেছ! গীত রচয়িতা জানেন না এ সব কষ্ট ও দুর্দশার কারণে কি (পদ ১৪ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন গীত ৪৪ অধ্যায়), কিন্তু তিনি জানেন এতে ঈশ্বরের হাত রয়েছে (রূত ১:২০-২১; আমোস ৩:৬ পদ দেখুন)। তাঁর উদ্ধারাকরী ঈশ্বর নিজের শাস্তি ও ক্রোধ প্রকাশ করার কারণে যেন তাঁর অস্থিরতা ও অসহায়ত্ব আরও বেশি বেড়ে গেছে। কিন্তু তিনি নিজে তাঁর এই অন্ধকার সময় কাটিয়ে ওঠার জন্য কোন চেষ্টা করছেন না: তিনি কেবল এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য প্রার্থনা করছেন – আর একমাত্র উদ্ধারকারী সদাপ্রভু ঈশ্বরের কাছেই তিনি এ বিষয়ে প্রার্থনা করতে পারেন (পদ ১ দেখুন)।

৮৮:৬ নিম্নতম গর্ত ... অন্ধকার ও গভীর স্থান। ৩০:১ পদের নোট দেখুন।

৮৮:৭ ক্রোধ। ১৬ পদ দেখুন; এর সাথে ২:৫ পদের নোট দেখুন। **তোমার সমস্ত তরঙ্গ:** ৩২:৬ পদের নোট দেখুন।

৮৮:৮ আমার আত্মীয়। পদ ১৮ দেখুন এবং ৩১:১১-১২ পদের নোট দেখুন।

৮৮:৯ আমার চোখ দুঃখে নিস্তেজ হয়েছে। ৬:৭ পদের নোট দেখুন।

৮৮:৯-১২ ঈশ্বরের কাছে গীত রচয়িতা বিনতি জানাচ্ছেন যেন অন্ধকার অতলে ডুবে যাবার আগেই ঈশ্বর তাঁকে উদ্ধার করেন (৫ পদের নোট দেখুন)।

৮৮:১০, ১২ আশ্চর্য কাজ। ঈশ্বর তাঁর লোকদের জন্য যে সকল আশ্চর্য কাজ করে থাকেন (৯:১ পদের নোট দেখুন)।

৮৮:১০ উঠে। মৃতদের স্থানে (পুনরুত্থিত হয়ে নয়); যিশাইয় ১৪:৯ পদ দেখুন। **প্রশংসা গান করবে?** ৬:৫; ৩০:৯; ১১৫:১৭ পদের নোট দেখুন।

৮৮:১১ অটল ভালবাসা ... বিশ্বস্ততা। অর্থাৎ ঈশ্বরের অটল ভালবাসা এবং বিশ্বস্ততা (৩৬:৫ পদের নোট দেখুন; এর সাথে ৩:৭ পদের নোটও দেখুন)। **ভালবাসা:** ৬:৪ পদের নোট দেখুন।

৮৮:১২ ধর্মশীলতা। ৭১:২৪ পদের নোট দেখুন।

৮৮:১৩-১৪ সমাপনী প্রার্থনা – যা ১-২ পদের প্রারম্ভিক বিনতিকে প্রতিফলিত করে।

৮৮:১৩ প্রাতে। ১০১:৮ পদের নোট দেখুন।

৮৮:১৪ কেন ... ? ৬:৩ পদের নোট দেখুন। **তোমার মুখ আড়াল কর:** ১৩:১ পদের নোট দেখুন।

৮৮:১৫-১৮ কষ্ট ও দুর্দশা গীত রচয়িতার কাছে নতুন কিছু নয়; সারা জীবন তিনি ঈশ্বরের দেওয়া কষ্ট সহ্য করে এসেছেন (এর সাথে গীত ৯০ অধ্যায় তুলনা করুন)।

৮৮:১৭ জলের মত। অর্থাৎ বন্যার মত। পদ ৭ দেখুন; এর সাথে ৩২:৬ পদের নোট দেখুন।

উপসংহার: অন্তর থেকে দুঃখের কান্না। এই অন্তরের কান্নার কোন পরিষ্কার উত্তর নেই। এটা ইস্রায়েলের ঈশ্বরভক্ত লোকদের খারাপ অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. গীতরচক হেমন, ব্যথা ও কষ্ট সহ্য করেছিলেন, তবুও তিনি প্রার্থনা করতে থাকলেন। কিভাবে আপনি ব্যাখ্যা করবেন কিছু বিশ্বাসী তাদের প্রার্থনা সত্ত্বেও দুঃখ ও কষ্ট পেতেই থাকেন?
২. প্রভু কি আমাদের একটি সহজ রাস্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন? তিনি কি প্রতিজ্ঞা করেছেন? (দেখুন মথি ২৮:২০)।
৩. হেমন সদাপ্রভুর ন্যায্যতা নিয়ে প্রশ্ন করেছেন (১৪ পদ)। কেন আপনি একমত বা একমত নন যে, ঈশ্বরের ন্যায্যতা নিয়ে প্রশ্ন করার অধিকার আপনার আছে?

গীত ৮৯

জাতীয় বিপদের সময়কার একটি গান

ভূমিকা: দায়ূদের রাজবংশের পতনের জন্য শোক প্রকাশ এবং তা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রার্থনা। এই ঘটনার তিক্ত অভিজ্ঞতা (যা ৩৮ পদের আকস্মিক পট পরিবর্তনে প্রতিফলিত হয়েছে) একেবারেই অসহনীয় – মহান ঈশ্বর, যিনি বিশ্বস্ত ও সর্বশক্তিমান, তিনি আপাতদৃষ্টিতে তাঁর অভিষিক্ত জনকে পরিত্যাগ করেছেন এবং তাকে জাতিগণের কাছে হাসির পাত্র হিসেবে তুলে ধরেছেন, যা দায়ূদের সাথে ঈশ্বরের স্থাপিত নিয়মের স্পষ্ট লঙ্ঘন। এ কারণেই গীত রচয়িতা শোক প্রকাশ করতে গিয়েও যেন প্রতিবাদী হয়ে উঠেছেন। এখানে যে ঘটনার কথা বলা হয়েছে তা সম্ভবত ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রাজা নবূখদ্‌নিৎসর কর্তৃক যিরূশালেম নগরী ধ্বংস করার ঘটনা (৩৮-৪৫ পদ দেখুন)। গীত ৪৪ অধ্যায়ের মত (উক্ত গীতের ভূমিকা দেখুন) প্রার্থনাটির জন্য একটি সুবিশাল ভূমিকা রাখা হয়েছে যার মধ্য দিয়ে গীতটি এগিয়ে গেছে। ভূমিকাতে (পদ ১-৪) ঈশ্বরের ভালবাসা ও বিশ্বস্ততা (পদ ১-২) এবং দায়ূদের সাথে তাঁর চুক্তির কথা ব্যক্ত হয়েছে (পদ ৩-৪)। এর পর এই দুটি বিষয়বস্তু অত্যন্ত আনন্দ সহকারে আরও বিস্তারিত করে বর্ণনা করা হয়েছে; পদ ৫-১৮, ঈশ্বরের ভালবাসা ও বিশ্বস্ততা; পদ ১৯-৩৭, রাজা দায়ূদের সাথে তাঁর চুক্তি। হঠাৎ করেই আনন্দঘন বক্তব্য পরিণত হয়েছে শোক ও মাতমে। এখানে এসে গীত রচয়িতা স্মরণ করছেন কিভাবে ঈশ্বর তাঁর নিজ অভিষিক্ত ব্যক্তিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন (পদ ৩৮-৪৫)। এভাবেই তিনি অসহিষ্ণু ও অস্থির হৃদয় নিয়ে প্রার্থনা করেছেন যেন ঈশ্বর আরও একবার দায়ূদের সাথে কৃত তাঁর স্থাপিত নিয়মের কথা স্মরণ করেন (পদ ৪৬-৫১)। (৫২ পদটি এই গীত নয়, বরং গীতসংহিতার তৃতীয় খণ্ডের সমাপ্তি ঘোষণা করেছে।)

ইষ্রাহীয় এথনের মস্কীল।

গীত ৮৯ : ক্রসরেফারেন্স

১ হে সদাপ্রভু, আমি চিরকাল তোমার অটল প্রেমের গান গাইব,
আমি নিজের মুখে তোমার বিশ্বস্ততা পুরুষপরম্পরায়
ব্যক্ত করবো।
২ আমি ঘোষণা করি, তোমার অটল প্রেম চিরতরে সংস্থাপিত হবে,
তোমার বিশ্বস্ততাকে স্বর্গেই তুমি সংস্থাপন করেছ।
৩ তুমি বলেছ, 'আমি নিজের মনোনীত লোকের সঙ্গে নিয়ম করেছি,
নিজের দাস দায়ূদের কাছে এই শপথ করেছি;
৪ আমি তোমার বংশকে চিরতরে সংস্থাপিত করবো,
বংশ পরম্পরায় তোমার সিংহাসন গাঁথব।' [সেলা]
৫ হে সদাপ্রভু, স্বর্গ তোমার আশ্চর্য কাজের,
পবিত্রগণের সমাজ তোমার বিশ্বস্ততারও প্রশংসা করবে।
৬ কেননা আকাশে সদাপ্রভুর সঙ্গে কে তুলনীয় হতে পারে?
বাহিনীগণের মধ্যেই বা কে সদাপ্রভুর মত?
৭ ঈশ্বর পবিত্রগণের সভাতে প্রবল পরাক্রমশালী,
আপনার চতুর্দিক্স্থ সকলের উপরে ভয়াবহ।
৮ হে সদাপ্রভু, বাহিনীগণের ঈশ্বর!
হে সদাপ্রভু, তোমার মত বিক্রমী কে?
আর তোমার বিশ্বস্ততা তোমার চারদিকে বিদ্যমান।
৯ তুমিই সাগর-গর্জনের উপরে কর্তৃত্ব করছো,
তার তরঙ্গমালা উঠলে তুমি তা শান্ত করে থাক।
১০ তুমিই রহবকে চূর্ণ করে হত ব্যক্তির সমান করেছ,
তুমি নিজের বলবান বাহু দ্বারা তোমার শত্রুদেরকে
ছিন্নভিন্ন করেছ।
১১ আকাশ তোমার, পৃথিবীও তোমার;
জগৎ ও তার সমস্ত বস্তু তোমারই হাতে স্থাপিত।
১২ তুমিই উত্তর ও দক্ষিণ দিকের সৃষ্টি করেছ;
তাবোর ও হর্মোণ তোমার নামে আনন্দধ্বনি করে।
১৩ তোমার বাহু পরাক্রম-বিশিষ্ট,
তোমার হাত শক্তিমান, তোমার ডান হাত সুউচ্চ।
১৪ ধর্মশীলতা ও ন্যায়বিচার তোমার সিংহাসনের ভিত্তিমূল;
অটল প্রেম ও বিশ্বস্ততা তোমার অগ্রগামী।
১৫ সুখী সেই লোকেরা, যারা সেই আনন্দধ্বনি জানে,
হে সদাপ্রভু, তারা তোমার উপস্থিতির আলোতে
গমনাগমন করে।
১৬ তারা সমস্ত দিন তোমার নামে উল্লাস করে,

[৮৯:১] গীত ৫৯:১৬
[৮৯:১] গীত ৩৬:৫; ৪০:১০
[৮৯:২] গীত ৩৬:৫
[৮৯:৪] ২শমূ ৭:১২-১৬; ১রাজা ৮:১৬; গীত ১৩২:১১-১২; যিশা ৯:৭; যিহি ৩৭:২৪-২৫; মথি ১:১; লূক ১:৩৩
[৮৯:৫] গীত ১৯:১
[৮৯:৫] গীত ১:৫
[৮৯:৬] আদি ১:২৬; যাত্রা ৯:১৪; গীত ১৮:৩১; ১১৩:৫
[৮৯:৭] গীত ১১১:১
[৮৯:৭] ইয়োব ৫:১
[৮৯:৭] গীত ৪৭:২
[৮৯:৮] গীত ৭১:১৯
[৮৯:৮] যিশা ৬:৩
[৮৯:৯] গীত ৬৫:৭
[৮৯:১০] ইয়োব ৯:১৩
[৮৯:১০] গীত ৫৯:১১; ৬৮:১; ৯২:৯
[৮৯:১১] দ্বি.বি. ১০:১৪; গীত ১১৫:১৬
[৮৯:১১] ১বংশা [২৯:১১; গীত ২৪:১
[৮৯:১১] আদি ১:১
[৮৯:১২] যিহো ১৯:২২
[৮৯:১২] দ্বি.বি. ৩:৮; ৪:৪৮
[৮৯:১২] গীত ৯৮:৮
[৮৯:১৩] যিহো ৪:২৪
[৮৯:১৪] গীত ৯৭:২
[৮৯:১৪] গীত ৮৫:১০-১১
[৮৯:১৫] গীত ১:১
[৮৯:১৫] গীত ৪৪:৩
[৮৯:১৬] গীত ৩০:৪; ১০৫:৩

তারা তোমার ধর্মশীলতায় উন্নত হয়;
[১৭] যেহেতু তুমিই তাদের ক্ষমতার শোভা,
আর তোমার অনুগ্রহে আমাদের মাথা উন্নত হবে।
[১৮] কেননা আমাদের ঢাল সদাপ্রভু,
আমাদের রাজা ইস্রায়েলে পবিত্রতম।
[১৯] একবার তুমি নিজের বিশ্বস্ত এক জন দাসকে
দর্শন দিয়ে কথা বলেছিলে,
বলেছিলে, আমি সাহায্য করার ভার এক জন বীরের হাতে
তুলে দিয়েছি,
আমি লোকদের মধ্যে মনোনীত এক জনকে উন্নত করেছি।
[২০] আমার দাস দায়ূদকেই পেয়েছি,
আমার পবিত্র তেলে তাকে অভিষিক্ত করেছি।
[২১] আমার হাত তার দৃঢ় সহায় হবে,
আমার বাহু তাকে বলবান করবে।
[২২] শত্রু তার প্রতি দৌরাত্ম্য করতে পারবে না,
দুষ্টতার সন্তান তাকে দুঃখ দিতে পারবে না।
[২৩] আমি তার শত্রুদেরকে তার সম্মুখে চূর্ণ করবো,
তার বিদ্বেষিদেরকে আঘাত করবো।
[২৪] কিন্তু আমার বিশ্বস্ততা ও অটল প্রেম তার সঙ্গে থাকবে,
আমার নামে তার মাথা উন্নত হবে।
[২৫] আর আমি স্থাপন করবো তার হাত সমুদ্রের উপরে,
তার ডান হাত নদ-নদীর উপরে।
[২৬] সে আমাকে ডেকে বলবে, তুমি আমার পিতা,
আমার ঈশ্বর ও আমার পরিত্রাণের শৈল।
[২৭] আবার আমি তাকে প্রথমজাত করবো,
পৃথিবীর রাজাদের থেকে সর্বোচ্চ করে নিযুক্ত করবো।
[২৮] আমি তার পক্ষে আমার অটল প্রেম চিরকাল রক্ষা করবো,
আমার নিয়ম তার পক্ষে স্থির থাকবে।
[২৯] আমি তার বংশকে নিত্যস্থায়ী করবো,
তার সিংহাসন আকাশের আয়ুর মত করবো।
[৩০] তার সন্তানেরা যদি আমার ব্যবস্থা ত্যাগ করে,
ও আমার অনুশাসন অনুসারে না চলে;
[৩১] যদি আমার সমস্ত বিধি লঙ্ঘন করে,
ও আমার সমস্ত আদেশ পালন না করে;
[৩২] তবে আমি অপরাধের জন্য দণ্ড দ্বারা তাদের শাস্তি দেব,
অধর্মের জন্য নানা ভাবে আঘাত করবো;
[৩৩] তবুও তা থেকে আমার অটল প্রেম হরণ করবো না,

[৮৯:১৭] গীত ১৮:১
[৮৯:১৭] পদ ২৪; গীত ৭৫:১০; ৯২:১০; ১১২:৯; ১৪৮:১৪
[৮৯:১৮] গীত ১৮:২
[৮৯:১৮] গীত ৪৭:৯; যিশা ১৬:৫; ৩৩:১৭, ২২
[৮৯:২০] প্রেরিত ১৩:২২
[৮৯:২০] গীত ৭৮:৭০
[৮৯:২০] যাত্রা [২৯:৭; ১রাজা ১:৩৯
[৮৯:২০] ১শমূ ২:৩৫; ২শমূ ২২:৫১
[৮৯:২১] পদ ১৩; গীত ১৮:৩৫
[৮৯:২২] বিচার ৩:১৫
[৮৯:২২] ২শমূ ৭:১০
[৮৯:২৩] গীত ১৮:৪০
[৮৯:২৩] ২শমূ ৭:৯
[৮৯:২৪] ২শমূ ৭:১৫
[৮৯:২৫] গীত ৭২:৮
[৮৯:২৬] ২শমূ ৭:১৪; যিরি ৩:৪; ইব ১:৫
[৮৯:২৬] গীত ৬২:২
[৮৯:২৬] ২শমূ ২২:৪৭
[৮৯:২৭] কল ১:১৮
[৮৯:২৭] গণনা ২৪:৭
[৮৯:২৭] গীত ২:৬; প্রকা ১:৫; ১৯:১৬
[৮৯:২৮] পদ ৩৩-৩৪; যিশা ৫৫:৩
[৮৯:২৯] পদ ৪, ৩৬
[৮৯:৩২] ২শমূ ৭:১৪
[৮৯:৩৩] ২শমূ ৭:১৫

আমার বিশ্বস্ততায় মিথ্যা বলবো না।
৩৪ আমি আমার নিয়ম ব্যর্থ করবো না,
আমার মুখনির্গত বাক্য অন্যথা করবো না।
৩৫ আমি আমার পবিত্রতায় একবার শপথ করেছি,
দায়ূদের কাছে কখনও মিথ্যা বলবো না।
৩৬ তার বংশ চিরকাল থাকবে,
তার সিংহাসন আমার সাক্ষাতে সূর্যের মত হবে।
৩৭ তা চাঁদের মত চিরকাল অটল থাকবে;
আকাশের বিশ্বস্ত সাক্ষীর মত থাকবে। [সেলা]
৩৮ কিন্তু তুমিই পরিত্যাগ ও অগ্রাহ্য করেছ,
তোমার অভিষিক্ত লোকের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছ।
৩৯ তুমি নিজের দাসের নিয়ম ঘৃণা করেছ,
তাঁর মুকুট ভূমিতে ফেলে অশুচি করেছ।
৪০ তুমি তাঁর সমস্ত বেড়া ভেঙ্গে ফেলেছ,
তাঁর সমস্ত দুর্গ ধ্বংস করেছ।
৪১ পথিকেরা সকলে তাঁর দ্রব্য লুট করে;
তিনি প্রতিবেশীদের তিরস্কারের পাত্র হয়েছেন।
৪২ তুমি তাঁর বিপক্ষদের ডান হাত উচ্চে তুলে ধরেছ,
তাঁর সমস্ত শত্রুকে আনন্দিত করেছ।
৪৩ হ্যাঁ, তুমি তাঁর খড়্গের ধার অকার্যকর করেছ,
যুদ্ধে তাঁকে দাঁড়াতে দাও নি।
৪৪ তুমি তাঁকে তেজোহীন করেছ,
তাঁর সিংহাসন ভূমিতে নিক্ষেপ করেছ।
৪৫ তুমি তাঁর যৌবনকাল সংক্ষিপ্ত করেছ।
লজ্জায় তাঁকে আচ্ছন্ন করেছ। [সেলা]
৪৬ হে সদাপ্রভু, কত কাল নিত্য লুকিয়ে থাকবে?
কত কাল তোমার ক্রোধ আগুনের মত জ্বলবে?
৪৭ স্মরণ কর, আমি কেমন ক্ষণস্থায়ী;
তুমি মানুষকে কেমন অসারতার জন্য সৃষ্টি করেছ!
৪৮ কোন্ মানুষ জীবিত থাকবে, মৃত্যু দেখবে না,
কে পাতালের হাত থেকে নিজের প্রাণ মুক্ত করবে? [সেলা]
৪৯ হে প্রভু, তোমার সেই পূর্বকালীন অটল প্রেম কোথায়?
তুমি তো তোমার বিশ্বস্ততায় দায়ূদের পক্ষে শপথ করেছিলে।
৫০ হে প্রভু, তোমার দাসদের প্রতি কৃত তিরস্কার স্মরণ কর,
আমি বলবান জাতিগুলোর তিরস্কার নিজের বক্ষঃস্থলে
বহন করি।
৫১ হে সদাপ্রভু, তোমার শত্রুরা তিরস্কার করেছে,

[৮৯:৩৪] গণনা ২৩:১৯
[৮৯:৩৬] পদ ৪
[৮৯:৩৭] যিরি ৩৩:২০-২১
[৮৯:৩৮] ১বংশা ২৮:৯; গীত ৪৪:৯; ৭৮:৫৯
[৮৯:৩৯] বিলাপ ৫:১৬
[৮৯:৪০] গীত ৮০:১২
[৮৯:৪০] যিশা ২২:৫; বিলাপ ২:২
[৮৯:৪১] বিচার ২:১৪
[৮৯:৪১] গীত ৪৪:১৩
[৮৯:৪২] গীত ১৩:২; ৮০:৬
[৮৯:৪৩] গীত ৪৪:১০
[৮৯:৪৫] গীত ৩৯:৫
[৮৯:৪৫] গীত ৪৪:১৫; ১০৯:২৯
[৮৯:৪৬] গীত ৭৯:৫
[৮৯:৪৭] আদি ৪৭:৯; ইয়োব ৭:৭; গীত ৩৯:৫; ১পিতর ১:২৪
[৮৯:৪৮] আদি ৫:২৪; গীত ২২:২৯
[৮৯:৫০] গীত ৬৯:১৯
[৮৯:৫১] গীত ৭৪:১০

তোমার অভিষিক্ত লোকের পদচিহ্নকে তিরস্কার করেছে।
৫২ সদাপ্রভু ধন্য হোন, চিরকালের জন্য!
আমেন, আমেন।

[৮৯:৫২] গীত ৪১:১৩; ৭২:১৯

গীত ৮৯ এর নোটসমূহ

শিরোনাম মস্কীল: গীত ৩২ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **এখন:** যিদূথূন (গীত ৩৯ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন)। নিঃসন্দেহে এই গীতের রচয়িতা একজন লেবীয় ছিলেন (সম্ভবত যিদূথূনের বংশধর ছিলেন), যিনি সমগ্র জাতির মুখস্বরূপ হয়ে ঈশ্বরের কাছে এই কাতর প্রার্থনা উপস্থাপন করেছিলেন। **ইষ্রাহীয়:** গীত ৮৮ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

৮৯:১-২ ঈশ্বরের ভালবাসা এবং বিশ্বস্ততার জন্য তাঁর গৌরব ও প্রশংসা করা হয়েছে।

৮৯:১ অটল ভালবাসা ... বিশ্বস্ততা। পদ ২, ৩৩, ৪৯ দেখুন; অর্থাৎ ঈশ্বরের অটল ভালবাসা ও বিশ্বস্ততা (১৪ পদ দেখুন); ৩৬:৫ পদের নোট দেখুন। **ভালবাসা:** পদ ২, ১৪, ২৪, ২৮, ৩৩, ৪৯ দেখুন; এর সাথে ৬:৪ পদের নোট দেখুন। এখানে মূলত এ কথা বোঝানো হচ্ছে যে, দায়ূদের রাজবংশকে ঈশ্বরের প্রত্যাখ্যানের কারণে তাঁর অটল ভালবাসা ও বিশ্বস্ততা ব্যর্থ হয়েছে (পদ ৩৮-৪৫ দেখুন)। গীত রচয়িতা এই শব্দগুলোর প্রত্যেকটিকে সাত বার করে পুনরাবৃত্তি করেছেন (১৪ পদে "বিশ্বস্ততা" শব্দটির জন্য যে হিব্রু শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা কিছুটা আলাদা হলেও সমার্থক)।

৮৯:২ স্বর্গেই তুমি সংস্থাপন করেছ। ঈশ্বরের ভালবাসা এবং তাঁর বিশ্বস্ততা সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েছে (পদ ৫-৮ দেখুন)।

৮৯:৩-৪ দায়ূদের সাথে ঈশ্বরের স্থাপিত নিয়মের জন্য গৌরব প্রকাশ করা হয়েছে (২ শমূ ৭:৮-১৬ পদ দেখুন)।

৮৯:৩ দাস। ২০, ২৯, ৫০ পদ দেখুন; এখানে একটি আনুষ্ঠানিক উক্তি হিসেবে কথাটি বলা হয়েছে (৭৮:৭০ পদের নোট দেখুন)।

৮৯:৫-৮ ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা এবং সর্বশক্তিমত্তা তাঁকে স্বর্গীয় রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের উপরে স্থান দিয়েছে এবং তারা প্রত্যেকে তাঁর গৌরব ও সম্মান ঘোষণা করে।

৮৯:৫ স্বর্গ। স্বর্গের ঈশ্বরীয় রাজত্বের সকল জীবন্ত সত্তা। **আশ্চর্য কাজ।** সৃষ্টি ও পরিত্রাণের মধ্য দিয়ে সাধিত ঈশ্বরের আশ্চর্য কাজ (৯:১ পদের নোট দেখুন)। **পবিত্রগণের সমাজ:** স্বর্গের ঈশ্বরীয় রাজসভা (পদ ৭ দেখুন; এর সাথে ৮২:১ পদের নোট দেখুন)।

৮৯:৬ বীর-পুত্র। এই শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে "স্বর্গীয় সত্তা" (২৯:১ পদের নোট দেখুন)।

৮৯:৮ হে সদাপ্রভু, বাহিনীগণের ঈশ্বর! ১ শমূ ১:৩ পদের নোট দেখুন। **তোমার বিশ্বস্ততা তোমার চারদিকে বিদ্যমান:** এই অংশটি ঘিরেও এই একই বিষয়বস্তু দেখা যাচ্ছে (পদ ৫ দেখুন)।

৮৯:৯-১০ প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যের সৃষ্টির বিবরণ সংক্রান্ত পৌরাণিক কাহিনী থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে কিছু কাব্যিক বর্ণনা প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে সৃষ্টি পূর্বের বিশৃঙ্খল ও অতল জলরাশির উপরে ঈশ্বরের সর্বশক্তিমান কর্তৃত্বের কথা স্মরণ করা হয়েছে যা সৃষ্টিকর্ম শুরু

করার জন্য ভিত্তি স্থাপন করেছিল (আদিপুস্তক ১:৬-১০ পদ দেখুন; এর সাথে ৬৫:৬-৭; ৭৪:১৩-১৪ পদের নোট দেখুন)।

৮৯:১০ রহব। পৌরাণিক দানব, যা পাতালে বাস করে (৩২:৪; ৮৭:৪ পদের নোট দেখুন)। সম্ভবত এটি লিবিয়াথনের আরেকটি নাম (৭৪:১৪; ১০৪:২৬ পদ দেখুন)। এই পদের বাকি অংশটুকু সম্ভবত লূক ১:৫১ পদে প্রতিফলিত হয়েছে।

৮৯:১২ এই তুলনাধর্মী বক্তব্য প্রকাশ করে যে, এখানে উত্তর দিকের হর্মোণ পর্বত (দ্বি.বি. ৩:৮ পদের নোট দেখুন) এবং দক্ষিণের তাবোর পর্বতের কথা বোঝানো হয়েছে (বিচারকর্তৃগণ ৪:৬ পদের নোট দেখুন)। **আনন্দধ্বনি করে:** ৬৫:১৩ পদের নোট দেখুন। **নাম:** পদ ১৬, ২৪ দেখুন; এর সাথে ৫:১১ পদের নোটও দেখুন।

৮৯:১৪-১৮ সদাপ্রভুর ধার্মিকতা ও বিশ্বস্ততা, যা লোকদের উপরে তাঁর শাসন ও কর্তৃত্বের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। সেই সাথে লোকদের আনন্দের কথার প্রকাশিত হয়েছে।

৮৯:১৪ ধর্মশীলতা ও ন্যায় বিচার হচ্ছে ঈশ্বরের সিংহাসনের ভিত্তি প্রস্তর (৯৭:২ পদের নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন হিতোপদেশ ১৬:১২; ২৫:৫; ২৯:১৪ পদ)। ভালবাসা এবং বিশ্বস্ততাকে এখানে ঈশ্বরের সিংহাসনের পাশে দণ্ডায়মান ব্যক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে, যারা তাঁর রাজকীয় আগমন ও নির্গমন ঘোষণা করে (২৩:৬ পদের নোট দেখুন)। **ধর্মশীলতা:** ১৬ পদ দেখুন; ৪:১ পদের নোট দেখুন।

৮৯:১৭ তুমিই তাদের ক্ষমতার শোভা। রাজা (এর সাথে ১৮ পদও দেখুন)।

৮৯:১৮ আমাদের রাজা ইস্রায়েলে পবিত্রতম। ৭১:২২; ৭৮:৪১; ২ রাজা ১৯:২২ পদের নোট দেখুন।

৮৯:১৯-২৯ সদাপ্রভু ঈশ্বর দায়ূদকে তাঁর লোকদের উপরে প্রতিনিধি শাসক হিসেবে নিযুক্ত করেছেন এবং তাঁর সাথে অনন্তকালীন চুক্তি স্থাপন করেছেন। কয়েকটি পদের মধ্য দিয়ে এই চিন্তার প্রসার ঘটেছে: (১) ভূমিকা (পদ ১৯); (২) আমি আমার দাস দায়ূদকে অভিষিক্ত করেছি এবং আমি তার দৃঢ় সহায় হব (পদ ২০-২১); (৩) আমি তার শত্রুদেরকে তার সম্মুখে চূর্ণ করবো (পদ ২২-২৩); (৪) আমি তার রাজ্য প্রসারিত করবো (পদ ২৪-২৫); (৫) আমি তাকে রাজাদের মধ্যে প্রথমজাত করবো (পদ ২৬-২৭); (৬) আমি তার বংশকে নিত্যস্থায়ী করবো (পদ ২৮-২৯) – যীশু খ্রীষ্টের অনন্তকালীন রাজত্বের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণকৃত শপথ (যোহন ১২:৩৪ পদ দেখুন)।

৮৯:১৯ দর্শন। এখানে শমূয়েলের দর্শনের কথা বলা হয়েছে (১ শমূ ১৬:১২ পদ দেখুন) কিংবা নাথনের দর্শনের কথা বলা হয়েছে (২ শমূ ৭:৪-১৬ পদ দেখুন)। **বিশ্বস্ত এক জন:** ৪:৩ পদের নোট দেখুন।

৮৯:২৫ সমুদ্র ... নদ-নদী। দায়ূদের শাসন ও কর্তৃত্ব ভূমধ্য সাগর থেকে ইউফ্রেটিস নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হবে (৭২:৪; ৮০:১১ পদ দেখুন এবং যাত্রা ২৩:৩১ পদের নোট দেখুন)। কিন্তু লেখক এখানে যে রূপক চিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছেন তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় যে, সদাপ্রভু ঈশ্বরের রাজকীয় সন্তান (পদ ২৬ দেখুন) এবং রাজ প্রতিনিধি হিসেব দায়ূদের রাজত্ব হবে তাঁরই প্রতিফলন (৯-১০ পদের নোট দেখুন; এছাড়া ২৩ পদের সাথে ১০ পদের তুলনা করুন)।

৮৯:২৭ প্রথমজাত। ঈশ্বরের রাজ্যে সর্বোচ্চ অধিকার ও সম্মান লাভকারী রাজকীয় বংশধর

(২:৭-১২; ৪৫:৬-৯; ৭২:৮-১১; ১০০ দেখুন)। এ কারণে তাঁকে বলা হয়েছে পৃথিবীর রাজাদের থেকে সর্বোচ্চ (প্রকা ১:৫ পদ দেখুন)। সে কারণে এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সার্বজনীন রীতি প্রকাশ পেয়েছে যা পরিপূর্ণতা লাভ করবে খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে।

৮৯:২৯ তার সিংহাসন আকাশের আয়ুর মত করবো। ৩৬-৩৭ পদ দেখুন।

৮৯:৩০-৩৭ রাজা দায়ূদ ও তাঁর বংশের সাথে ঈশ্বরের নিয়ম (২ শমূ ৭:১-২৯ পদের নোট দেখুন) ছিল চিরস্থায়ী (২৮-২৯ পদ দেখুন) এবং নিঃশর্ত – যদিও কোন একক রাজকীয় বংশধর ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বস্ত হলে সে একাকী ঈশ্বরের বিচার ও শাস্তি ভোগ করবে (যেন অবশিষ্ট জাতি রক্ষা পায়)।

৮৯:৩৮-৪৫ এখন যেভাবে ঈশ্বর দায়ূদের বর্তমান বংশধরকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং এর ভয়াবহ পরিণাম – যে সকল শপথ ও নিয়ম ঈশ্বর স্থাপন করেছিলেন তা এখন বাতিল বলে গণ্য হতে চলেছে (বিশেষ করে ১৯-২৯ পদ দেখুন)। এই শোকের গভীরতা আরও বেশি উপলব্ধি করতে দেখুন গীত ১৮ অধ্যায়।

৮৯:৪৬-৫১ অন্য কিছু নয়, শুধুমাত্র দায়ূদের সাথে সাধিত নিয়মের প্রতি ঈশ্বরের বিশ্বস্ততার প্রতি প্রার্থনা ও বিনতি। এই অন্ধকার সময়ে এটিই গীত রচয়িতার একমাত্র আশা।

৮৯:৪৬ কত কাল ... ? ৬:৩ পদের নোট দেখুন। **ক্রোধঃ** ২:৫ পদের নোট দেখুন।

৮৯:৪৭ আমি কেমন ক্ষণস্থায়ী। ৩৭:২০; ৩৯:৪-৬ পদের নোট দেখুন। মানব জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব এই প্রার্থনাটিকে আরও স্পর্শকাতর করে তুলেছে। **অসারতাঃ** যেহেতু মানুষের ক্ষমতা সীমিত এবং সে মৃত্যুর অধীন, সে কারণে মানুষ সব সময়ই এই পৃথিবীতে জীবন যাপনের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের উপরে সর্বাংশে নির্ভর করে থাকে (৬০:১১; ৯০:৫-৬ পদের নোট দেখুন; ১০৮:১২; ১২৭:১-২; আরও দেখুন ইয়োব ৭:১-৩; উপদেশক ১:২ পদের নোট)।

৮৯:৪৯ পূর্বকালীন অটল ভালবাসা। যে ভালবাসার কথা ১ পদে বলা হয়েছে।

৮৯:৫০ স্মরণ কর। ৪৭ পদ দেখুন।

৮৯:৫২ সংক্ষিপ্ত আশীর্বচন, যার মধ্য দিয়ে গীতসংহিতার তৃতীয় খণ্ডের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে (৪১:১৩ পদের নোট দেখুন)।

উপসংহারঃ ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা প্রকাশ করা হবে যখন দায়ূদের জন্য যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা পরিপূর্ণতা লাভ করবে। এই চুক্তির পূর্ণতা শুধুমাত্র ইম্মানূয়েলের প্রতি নির্দেশ করতে পারে। দায়ূদের বংশধরদের প্রতি শাস্তি যেন শেষ হয় সেইজন্য ঈশ্বরভক্ত বেঁচে-থাকা লোকদের প্রার্থনা বা অনুরোধ।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্নঃ

১. কিভাবে প্রকৃতি সদাপ্রভুর প্রশংসা করে?
২. কিভাবে আপনার কথা দিয়ে প্রভুকে মহিমান্বিত করতে পারেন?
৩. কিভাবে আপনার জীবন দিয়ে সদাপ্রভুর প্রশংসা করতে পারেন?

গীতসংহিতা পুস্তকের চতুর্থ খণ্ড (৯০-১০৬)

গীত ৯০

ঈশ্বর সদাপ্রভুর অসীমতা ও মানুষের সসীমতা

ভূমিকা: গীত ৯০-১০০ অধ্যায়ের ১১টি গীতের একটি বিশেষ খণ্ড, যা শুরু হয়েছে "হে প্রভু, তুমিই আমাদের বাসস্থান হয়ে আসছ, পুরুষানুক্রমে হয়ে আসছ" (৯০:১) কথাটির মধ্য দিয়ে এবং শেষ হয়েছে "তাঁর বিশ্বস্ততা পুরুষানুক্রমে স্থায়ী" (১০০:৫) এই কথাটির মধ্য দিয়ে। খণ্ডটি শুরু হয়েছে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে এবং শেষ হয়ে প্রশংসা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে। এদের মধ্যে প্রথম দুটি গীত (অধ্যায় ৯০-৯১) বিষয়বস্তুর দিক থেকে পরস্পর সংযুক্ত; পরবর্তী তিনটি গীত (অধ্যায় ৯২-৯৪) তিনটি শিক্ষা তৈরি করেছে যা শেষ বিষয়বস্তুগত গুচ্ছের ভূমিকা হিসেবে কাজ করেছে (অধ্যায় ৯৫-৯৯)। মাঝখানে গীত ৯৫ অধ্যায়টিতে পরবর্তী চারটি গীতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে এবং যিহোবার রাজত্বে আনন্দকারীদের জন্য একটি সতর্কবার্তা রাখা হয়েছে যা দ্বি.বি. ৬:১৩-১৮ পদের মোশির বলা সতর্কবাণীর প্রতিফলন ঘটায়। বস্তুত গীতসংহিতার সম্পাদনাকারীগণ চেয়েছেন যেন গীতসংহিতার এই অংশের পাঠকগণ মোশির বক্তব্যগুলোকে মধ্যস্থতা (গীত ৯০ অধ্যায়) এবং তিরস্কার (৯৫:৮-১১ পদ) হিসেবে শুনতে পান। যৌথভাবে হারোণ ও শমূয়েলের পরিচর্যা কাজের এই সংমিশ্রণ ও প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে ইস্রায়েল জাতি মহান রাজা যিহোবার রাজত্বের অধীনে থেকে আশীর্বাদযুক্ত হবে (৯৯:৬-৮ পদ দেখুন)।

গীত ৯০ অধ্যায়টি হল চিরন্তন সদাপ্রভু ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনা যেন তিনি তাঁর দাসদের প্রতি আরও সহনশীল হন, যারা যুগে যুগে তাঁকে নিজেদের নিরাপদ আশ্রয়ভূমি হিসেবে জেনে এসেছে (পদ ১; এর সাথে ৯১:৯ পদও দেখুন), কিন্তু একই সাথে তারা তাঁর যন্ত্রণাদায়ক ক্রোধেরও শিকার হয়েছে এবং মৃত্যুর শাস্তি এসে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। তারাই এই প্রার্থনা রাখছে যেন ঈশ্বরের এই অসন্তোষ এবং শাস্তির মধ্য দিয়ে তারা প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে পারে (১২ পদের নোট দেখুন)। প্রার্থনা করা হয়েছে যেন তারা এখন ঈশ্বরের অটল ভালবাসার স্বাদ গ্রহণ করতে পারে এবং তাঁর আনন্দ যেন তাদেরকে ও তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ করে তোলে। এই গীতটির সাথে গীত ৩৯ অধ্যায়ের অনেক মিল ও সংযোগ রয়েছে। এ কারণে মানব জাতির দুর্দশার যে চিত্র এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নয়। বস্তুত পরবর্তী অধ্যায়টিকে বিশ্বাসীদের সুখ ও শান্তির কথা

বর্ণিত হয়েছে এবং যারা "সর্বশক্তিমানের অন্তরালে থাকে" (৯১:১) এবং "সর্বশক্তিমানকে তার বাসস্থান করেছে" (৯১:৯; এর সাথে ৯২:১৩ পদ দেখুন) তাদের অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এ কারণে পরবর্তী অধ্যায়ের সাথে (৯১ অধ্যায়) এই অধ্যায়টির তুলনা বিচারে ৯০ অধ্যায়টি এই স্থানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এখান থেকে ৯০ অধ্যায়টিকে সরিয়ে ফেলা হলে তা পুরো গীতসংহিতার বিন্যাসকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতো। গীত ১০৩ অধ্যায়ও দেখুন। ঈশ্বরের রাগ ও ক্রোধের কারণে মানব জাতির দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা নিয়ে দুটি অংশকে (পদ ৩-৬ এবং ৭-১০) কাঠামোবদ্ধ করা হয়েছে দুটি করে পদ দিয়ে (পদ ১-২ এবং ১১-১২)। এদের বৈপরীত্যের ভিত্তিতে অংশ দুটি থেকে মূল বক্তব্য আহরণ করা যায়: (১) সদাপ্রভু ঈশ্বর, যিনি আমাদের বাসস্থান (পদ ১), তিনি তাঁর ক্রোধ ও শক্তিমত্তা আমাদেরকে দেখিয়েছেন (পদ ৭)। (২) ঈশ্বর চিরস্থায়ী ও চিরন্তন (পদ ২), কিন্তু আমাদের আয়ু অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত (পদ ১২)। এই প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে প্রার্থনায় প্রবেশ করা হয়েছে যা গীতটির সমাপ্তি ঘটিয়েছে (পদ ১৩-১৭)।

ঈশ্বরের লোক মোশির প্রার্থনা।

গীত ৯০ : ক্রসরেফারেন্স

[৯০:১] দ্বি.বি. ৩৩:২৭; ইফি ২:২২; প্রকা ২১:৩
[৯০:২] ইয়োব ১৫:৭
[৯০:২] যিশা ৯:৬; ৫৭:১৫
[৯০:২] আদি ২১:৩৩; ইয়োব ১০:৫; গীত ১০২:২৪-২৭; হিতো ৮:২৩-২৬
[৯০:৩] আদি ২:৭; ইয়োব ৭:২১; ৩৪:১৫; ১করি ১৫:৪৭
[৯০:৪] ইয়োব ১০:৫; ২পিতর ৩:৮
[৯০:৫] আদি ১৯:১৫
[৯০:৬] যিশা ৪০:৬-৮; মথি ৬:৩০; যাকোব ১:১০
[৯০:৮] গীত ১৯:১২; ২করি ৪:২; ইফি ৫:১২
[৯০:৮] ইব ৪:১৩
[৯০:৯] গীত ৭৮:৩৩
[৯০:১০] যিশা ২৩:১৫, ১৭; যিরি ২৫:১১
[৯০:১০] ২শমূ ১৯:৩৫
[৯০:১০] ইয়োব ৫:৭
[৯০:১০] ইয়োব ২০:৮;

১ হে প্রভু, তুমিই আমাদের বাসস্থান হয়ে আসছ,
পুরুষানুক্রমে হয়ে আসছ।
২ পর্বতমালার জন্ম হবার আগে,
তুমি পৃথিবী ও জগৎকে জন্ম দেবার আগে,
এমন কি, অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল তুমিই ঈশ্বর।
৩ তুমি মানুষকে ধূলিতে ফিরিয়ে থাক,
বলে থাক, মানুষের সন্তানেরা, ফিরে যাও।
৪ কেননা হাজার বছর তোমার দৃষ্টিতে যেন গতকাল,
তা তো চলে গেছে, আর যেন রাতের এক প্রহর মাত্র।
৫ তুমি তাদেরকে যেন বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছ, তারা স্বপ্নের মত;
খুব ভোরে তারা ঘাসের মত বেড়ে উঠে।
৬ খুব ভোরে ঘাস গজিয়ে উঠে ও বেড়ে উঠে,
সন্ধ্যাবেলা তা কেটে ফেলে ও তা শুকিয়ে যায়।
৭ কেননা তোমার ক্রোধে আমরা ক্ষয় পাই,
তোমার কোপে আমরা ভীষণ ভয় পাই।
৮ তুমি রেখেছ আমাদের অপরাধগুলো তোমার সাক্ষাতে,
আমাদের গুপ্ত বিষয়গুলো তোমার উপস্থিতির আলোতে।
৯ কেননা তোমার ক্রোধে আমাদের সকল দিন বয়ে যায়,
আমরা নিজ নিজ বছর নিশ্বাসের মত শেষ করি।
১০ আমাদের আয়ুর পরিমাণ সত্তর বছর;
বলযুক্ত হলে আশী বছর হতে পারে;

তবুও তাতে থাকে কেবল কষ্ট ও দুঃখমাত্র,
কেননা তা বেগে পালিয়ে যায় এবং আমরা উড়ে যাই।
১১ তোমার ক্রোধের পরিণতি কে বোঝে?
যারা তোমাকে ভয় করে তাদের মত তোমার ভয়াবহতা
কে বুঝতে পারে?
১২ এভাবে আমাদের দিন গণনা করতে শিক্ষা দাও,
যেন আমরা প্রজ্ঞার চিত্ত লাভ করি।
১৩ হে সদাপ্রভু, ফির, আর কত কাল?
এখন তোমার দাসদের প্রতি সদয় হও।
১৪ খুব ভোরে আমাদেরকে তোমার অটল প্রেমে তৃপ্ত কর,
যেন আমরা সারা জীবন আনন্দ ও আহ্লাদ করি।
১৫ যত দিন তুমি আমাদের দুঃখ দিয়েছ,
যত বছর আমরা বিপদ দেখেছি,
সেই অনুসারে আমাদের আনন্দিত কর।
১৬ তোমার দাসদের কাছে তোমার কাজ,
তাদের সন্তানদের উপরে তোমার মহিমা দৃষ্ট হোক।
১৭ আর আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রসন্নভাব
আমাদের উপরে বর্তুক;
আর তুমি আমাদের পক্ষে আমাদের হাতের কাজ স্থায়ী কর,
আমাদের হাতের কাজ তুমি স্থায়ী কর।

৩৪:১৫
[৯০:১১] গীত ৭:১১
[৯০:১১] গীত ৭৬:৭
[৯০:১২] গীত ৩৯:৪; ১৩৯:১৬; হিতো ১৬:৯; ২০:২৪
[৯০:১২] দ্বি.বি. ৩২:২৯
[৯০:১৩] গীত ৬:৩
[৯০:১৩] দ্বি.বি. ৩২:৩৬
[৯০:১৪] গীত ১০৩:৫; ১০৭:৯; ১৪৫:১৬, ১৯
[৯০:১৪] গীত ৭৭:৮; ১৪৩:৮
[৯০:১৪] গীত ৫:১১
[৯০:১৪] গীত ৩১:৭
[৯০:১৬] গীত ৪৪:১; হবক্ ৩:২
[৯০:১৭] যিশা ২৬:১২

গীত ৯০ এর নোটসমূহ

শিরোনাম প্রার্থনা: গীত ৭১ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। **মোশি:** প্রথা অনুসারে এই গীতটি মোশি রচনা করেছেন। সম্ভবত এই ধারণার কারণ হচ্ছে: (১) এখানে দ্বি.বি. ৩২-৩৩ অধ্যায়ের মত একই ধরনের বক্তব্য বা ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে; (২) মধ্যস্থতামূলক প্রার্থনা হিসেবে এই গীতটি মোশির মুখেই ভাল মানায়, যিনি ইস্রায়েল জাতির জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ মধ্যস্থতাকারী (যাত্রা ৩২:১১-১৩; ৩৪:৯; গণনা ১৪:১৩-১৯; দ্বি.বি. ৯:২৫-২৯; গীত ১০৬:২৩; যিরমিয় ১৫:১ পদ দেখুন; এর সাথে গীত ৯৯:৬ পদও দেখুন); এবং (৩) অন্যান্য সকল স্থানে একমাত্র মোশিই সরাসরি ঈশ্বরকে ইস্রায়েলের প্রতি তাঁর ক্রোধ নিবৃত্ত করতে বলেছেন (পদ ১৩; এর সাথে যাত্রা ৩২:১২ পদ দেখুন)। **ঈশ্বরের লোক:** এ ধরনের কথা সাধারণত পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে (১ শমূ ২:২৭ পদের নোট দেখুন), যা মোশির ক্ষেত্রেও এর আগে বলা হয়েছে (যেমন যিহোশূয় ১৪:৬ পদ)।

৯০:১ বাসস্থান। ৯১:৯ পদ দেখুন। ৭১:৩ পদে এই হিব্রু শব্দটিকে "আশ্রয়" হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে এবং ৯১:৯ পদে শব্দটিকে "বসতি" বা "নিরাপদ স্বর্গ" হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে।

৯০:৩-৬ মানব জাতি ঈশ্বরের প্রদত্ত মৃত্যুর দণ্ডের অধীনে সব সময় বাস করে – ধূলি থেকে ধুলিতে (আদিপুস্তক ৩:১৯)।

৯০:৪-৫ যদিও ঈশ্বরের কাছে এক হাজার বছর রাতের এক প্রহরের (তিন থেকে চার ঘণ্টা) মত, তথাপি তিনি মানব জীবনকে নতুন গজানো ঘাসের মত সংক্ষিপ্ত করেছেন, যা ভোরের আলো ফোটার সময় মুখ তোলে কিন্তু সন্ধ্যে নামার আগেই সূর্যের প্রখর তাপে শুকিয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়।

৯০:৪ হাজার বছর ... যেন গতকাল। এর সাথে তুলনা করুন ২ পিতর ৩:৮ পদের নোট।

রাতের এক প্রহর মাত্র: বিচারকর্তৃগণ ৭:১৯ পদের নোট দেখুন।

৯০:৫-৬ মানব জীবনের সংক্ষিপ্ততা প্রায়শই পবিত্র বাইবেলের রচয়িতাগণকে ভাবিয়ে তুলেছে (৩৭:২, ২০, ৩৬; ৩৯:৫, ১১; ৬২:৯; ৭৮:৩৯; ৮৯:৪৭; ১০২:৩, ১১; ১০৩:১৫ -১৬; ১০৯:২৩; ১৪৪:৪; ইয়োব ৮:৯; ১৪:১-২; উপদেশক ৬:১২; যিশাইয় ৪০:৬-৮; যাকোব ১:১০-১১; ১ পিতর ১:২৪-২৫ পদ দেখুন)।

৯০:৭-১০ মানব জীবনের এই সংক্ষিপ্ত সময়কালও অত্যন্ত সমস্যাবহুল ও জটিল, কারণ ঈশ্বর প্রত্যেকটি মানুষের পাপ এক একটি করে চিহ্নিত করেন এবং প্রত্যেকটি পাপের জন্যই তিনি বিচার করেন ও শাস্তি দেন।

৯০:৭ ক্রোধ ... কোপ। ৯, ১১ পদ দেখুন; এর সাথে ২:৫ পদের নোটও দেখুন।

৯০:৮ তোমার উপস্থিতির আলো। ঈশ্বরের পবিত্র জ্যোতি যা আমাদের অন্তরের প্রত্যেকটি লুকোনো কোণ প্রজ্জ্বলিত করে এবং আমাদের কালো অন্ধকার গোপন বিষয়গুলোকে প্রকাশ করে।

৯০:১০ আশি বছর। হিব্রু কাব্যিক ঢংয়ে ৭০ বছর বলার পর পর্যায়ক্রমিক তুলনা প্রকাশে ৮০ বছর বলা হয়েছে (আমোস ১:৩ পদের নোট দেখুন)। **বলযুক্ত হলে:** অর্থাৎ যদি ঈশ্বর আমাদেরকে তত দিন বেঁচে থাকার জন্য শক্তি দেন। এখানে বোঝানো হচ্ছে মানুষ যত বছরই বাঁচুক না কেন, সারা জীবনই তাদেরকে দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়।

৯০:১১-১২ কে বোঝে ... শিক্ষা দাও। ঈশ্বরের ক্রোধের মাত্রা কেউ উপলব্ধি করতে পারে না। কিন্তু প্রত্যেকেরই তাদের নিজ নিজ জীবন সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হবে নতুবা তারা মূর্খতার পর্যবসিত হবে এবং তাদের এই নশ্বর জীবন ঈশ্বরের ক্রোধে পতিত হবে (গীত ১০ অধ্যায়; ৩০:৬; ৪৯; ৭৩:৪-১২ পদ দেখুন; দ্বি.বি. ৮ অধ্যায়ও দেখুন)।

৯০:১১ যারা তোমাকে ভয় করে তাদের মত। ১৫:৪ পদের নোট দেখুন।

৯০:১২ যেন আমরা প্রজ্ঞার চিত্ত লাভ করি। ঈশ্বরের জ্ঞান শিক্ষা উদ্ধত পাপীদের অন্তর নম্র করে ও তাদেরকে প্রকৃত প্রজ্ঞা শেখায় (৩৯; ৯৪:১২; হিতোপদেশ ৩:১-১২; হবক্কুক ১২:৭ -১১ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন গীত ৯২:৬-৭; ৯৪:৮-১০)।

৯০:১৩-১৭ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা যেন তিনি দয়াশীল হন এবং তাদের জীবনের আনন্দ ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। যে উত্তম আশা নিয়ে এই প্রার্থনা ব্যক্ত করা হয়েছে তা গীত ৯১; ৯২ অধ্যায়ে প্রকাশ পেয়েছে; এর সাথে ৯৪:১২-১৪ পদ দেখুন।

৯০:১৩ ফির। আক্ষরিক অর্থে "অনুতাপ কর" (তুলনা করুন পদ ৩)। **আর কত কাল?** ৬:৩ পদের নোট দেখুন।

৯০:১৪ খুব ভোরে। তোমার ক্রোধের এই দীর্ঘ ও অন্ধকার রাত কেটে গিয়ে যেন তোমার ভালবাসার নতুন ভোর আমাদের জন্য দেখা দেয় (গীত ৫৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে এই প্রার্থনার সর্বশেষ উত্তর পাওয়া যায় (রোমীয় ৫:২-৫;

৮:১৮; ২ করি ৪:১৬-১৮)। **অটল ভালবাসা:** ৬:৪ পদের নোট দেখুন।
৯০:১৬ তোমার কাজ ... তোমার মহিমা। অর্থাৎ তোমার মহৎ কাজ ও মহিমা (১১১:৩ পদ দেখুন; এর সাথে ৩:৭ পদের নোট দেখুন)। এ ধরনের কাজের একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা পেতে পুরো গীত ১১১ অধ্যায়টি দেখুন। **তাদের সন্তানদের উপরে:** যেমনটা বিগত প্রজন্মের উপরে ছিল (পদ ১)।
৯০:১৭ প্রসন্নভাব। ২৭:৪ পদের নোট দেখুন। **স্থায়ী কর:** যেভাবে তুমিই কেবল এই পৃথিবীতে আমাদের সুরক্ষা হয়ে আছ (পদ ১), সেভাবে তুমিই আমাদের হাতের সমস্ত কাজকে কার্যকরী ও স্থায়ী করে তোল – যদিও বা আমরা নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী মানুষ।

উপসংহার: মানুষের পাপে পতিত অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে। পাপের কারণে মানুষের দুর্বলতা ও মৃত্যু সম্বন্ধে মোশি ধ্যান করেছেন। পাপী মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ কামনা করে তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. মোশির সঙ্গে এই গীতটি কোন্ কোন্ বিষয়গুলো যুক্ত করে বলে আপনি মনে করেন?
২. আপনি যে কোনও জায়গায় বাস করেন না কেন তা কোন বিষয় নয়, ঈশ্বর আপনার "বাসস্থান" এই কথা জানার পর আপনার কি অনুভূতি হয়? কেন?
৩. এই গীত জীবনের ক্ষুদ্রতা এবং মূল্যবোধ সম্পর্কে কথা বলে। আপনি কিভাবে আপনার জীবন এমনিই কাটানোর পরিবর্তে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করতে পারেন?
৪. এই গীতটি কাদেশ-বর্ণয়েতে একটি দুঃখজনক সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া হতে পারে। আজ যা আপনি এমন কোন বড় সিদ্ধান্ত নেন যার সঙ্গে আপনার বিশ্বাসের বৈপরিত্য তৈরি করে? কিভাবে আপনি যে সিদ্ধান্ত নেন তাতে প্রভুকে যুক্ত করতে পারেন?

গীত ৯১

পরিত্রাণ পাওয়া লোকদের ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা

ভূমিকা: যারা ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করে তাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার এক প্রত্যুজ্জ্বল সাক্ষ্য– গীত ৯০ অধ্যায়ের সাথে পাশাপাশি অবস্থিত হওয়ার কারণে এখানে মানব জাতির প্রত্যাশার সাথে প্রাপ্তির এক অপূর্ব মেলবন্ধন তৈরি হয়েছে (উক্ত গীতের ভূমিকা দেখুন)। সম্ভবত মন্দিরের কোন একজন কর্মকর্তা (একজন পুরোহিত বা লেবীয়) এই গীতটি লিখেছিলেন ঈশ্বরভক্ত উপাসনাকারীদের প্রতি নিশ্চয়তা দানের গীত হিসেবে। যেহেতু ৩-১৩ পদের "তুমি" কথাটি দিয়ে বোঝানো হয়েছে এমন কাউকে যিনি "সর্বশক্তিমানকে তাঁর বাসস্থান করেন" (পদ ৯; ৯০:১ পদ দেখুন), সে কারণে শয়তান ১১-১২ পদটি যীশু খ্রীষ্টের উপরে প্রয়োগ করেছিল (মথি ৪:৬; লূক ৪:১০-১১ পদ দেখুন)। কাঠামোগত দিক

থেকে এই গীতটি দুই ভাগে বিভক্ত যার প্রত্যেকটিতে আটটি করে পদ রয়েছে। দ্বিতীয় অংশের শুরুতে দুটি পদ (পদ ৯-১০) ১-২ পদের বিষয়বস্তুকে প্রতিফলিত করেছে। প্রথমার্ধে চারটি বিপদের বিপরীতে ঈশ্বরের সুরক্ষার কথা নিশ্চিত করা হয়েছে (পদ ৫-৬) যদিও হাজার হাজার মানুষের পতনের কথা বলা হয়েছে (পদ ৭)। দ্বিতীয়ার্ধে চারটি দানবাকৃতি পশুর উপরে বিজয় লাভের নিশ্চয়তা জ্ঞাপন করা হয়েছে (পদ ১৩)। ১৪-১৬ পদে দীর্ঘায়ু ও সমৃদ্ধি লাভের নিশ্চয়তা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

১ যে ব্যক্তি সর্বশক্তিমানের অন্তরালে থাকে,
সে সর্বশক্তিমানের ছায়াতে বসতি করে।
২ আমি সদাপ্রভুর বিষয়ে বলবো,
'তিনি আমার আশ্রয়, আমার দুর্গ,
আমার ঈশ্বর, আমি তাঁতে নির্ভর করবো'।
৩ হ্যাঁ, তিনিই তোমাকে ব্যাধের ফাঁদ থেকে,
ও সর্বনাশক মহামারী থেকে রক্ষা করবেন।
৪ তিনি তাঁর পালখে তোমাকে আবৃত করবেন,
তাঁর পাখার নিচে তুমি আশ্রয় পাবে;
তাঁর বিশ্বস্ততা হল ঢাল ও রক্ষাকারী প্রাচীরস্বরূপ।
৫ তুমি ভয় পাবে না– রাতের ত্রাস থেকে,
দিনে উড়্ডীয়মান তীর থেকে,
৬ অন্ধকারে বিচরণকারী মহামারী থেকে,
মধ্যাহ্নের সাংঘাতিক ব্যাধি থেকে।
৭ পড়বে তোমার পাশে হাজার জন,
তোমার ডান পাশে দশ হাজার জন,
কিন্তু সেটি তোমার কাছে আসবে না।
৮ তুমি কেবল স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করবে,
দুষ্টদের প্রতিফল দেখবে।
৯ 'হাঁ, সদাপ্রভু, তুমিই আমার আশ্রয়'।
তুমি সর্বশক্তিমানকে তোমার বাসস্থান করেছ;
১০ তোমার কোন বিপদ ঘটবে না,
কোন উৎপাত তোমার তাঁবুর কাছে আসবে না।
১১ কারণ তিনি তাঁর দূতদেরকে তোমার বিষয়ে আদেশ দেবেন,
যেন তাঁরা তোমার সমস্ত পথে তোমাকে রক্ষা করেন।
১২ তাঁরা তোমাকে হাতে করে তুলে নেবেন,
যেন তোমার চরণে পাথরের আঘাত না লাগে।
১৩ তুমি সিংহ ও সাপের উপর পা দেবে,
তুমি যুবসিংহ ও নাগকে পদতলে দলবে।
১৪ 'সে আমাতে আসক্ত, সেজন্য আমি তাকে বাঁচাব;

গীত ৯১ : ক্রসরেফারেন্স

[৯১:১] যাত্রা ৩৩:২২
[৯১:১] গীত ৬৩:৭; যিশা ৪৯:২; বিলাপ ৪:২০
[৯১:২] পদ ৯; ২শমূ ২২:৩; গীত ৯:৯
[৯১:২] ২শমূ ২২:২
[৯১:৩] গীত ১২৪:৭; হিতো ৬:৫
[৯১:৩] ১রাজা ৮:৩৭
[৯১:৪] রূত ২:১২; গীত ১৭:৮
[৯১:৪] দ্বি.বি. ৩২:১০; গীত ৩৫:২; যিশা ২৭:৩; ৩১:৫; সখ ১২:৮
[৯১:৫] ইয়োব ৫:২১
[৯১:৮] গীত ৩৭:৩৪; ৫৮:১০
[৯১:১০] হিতো ১২:২১
[৯১:১১] আদি ৩২:১; ইব ১:১৪
[৯১:১১] গীত ৩৪:৭
[৯১:১২] মথি ৪:৬; লূক ৪:১০-১১
[৯১:১৩] দানি ৬:২২; লূক ১০:১৯

আমি তাকে উচ্চে স্থাপন করবো,
কারণ সে আমার নাম জ্ঞাত হয়েছে।
১৫ সে আমাকে ডাকবে, আমি তাকে উত্তর দেব;
আমি সঙ্কটে তার সঙ্গে থাকব;
আমি তাকে উদ্ধার করবো, গৌরবান্বিতও করবো।
১৬ আমি দীর্ঘ আয়ু দিয়ে তাকে তৃপ্ত করবো,
আমার পরিত্রাণ তাকে দেখাব।'

[৯১:১৫] ১শমূ ২:৩০; যোহন ১২:২৬
[৯১:১৬] দ্বি.বি. ৬:২; গীত ২১:৪
[৯১:১৬] গীত ৫০:২৩

গীত ৯১ এর নোটসমূহ

৯১:১ অন্তরাল। সদাপ্রভুর মন্দির (যেমনটা দেখা যায় ২৭:৫; ৩১:২০ পদে; এর সাথে ২৩:৬; ২৭:৪ পদও দেখুন), যেখানে ঈশ্বরভক্ত মানুষেরা সদাপ্রভুর রক্ষাকারী পাখার নিচে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকে (পদ ৪; ৬১:৪)। **সর্বশক্তিমান:** ৯ পদ দেখুন; এর সাথে আদি ১৪:১৯ পদ দেখুন। **ছায়া:** ১৭:৮ পদ দেখুন।

৯১:৩ ব্যাধের ফাঁদ। মানব শত্রুদের বিপদ সম্পর্কিত উপমা (১২৪:৭ পদ দেখুন; এর সাথে ৯:১৫ পদের নোটও দেখুন)। **মহামারী:** রোগের কারণে জীবনের উপরে যে সমস্ত ঝুঁকি দেখা দেয়। এই দুটি ঝুঁকি বা বিপদকে ৫-৬ পদে আরও বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে।

৯১:৪ তাঁর পালকে ... তাঁর পাখার নিচে। ১৭:৮ পদের নোট দেখুন।

৯১:৫ ভয়। যেমনটা রয়েছে ৬৪:১ পদে ("হুমকি"), এখানে শত্রুদের আক্রমণের কথা বলা হয়েছে; এভাবে "তীর" শব্দটির সাথে একে সংযুক্ত করা হয়েছে। যুদ্ধ সংক্রান্ত এই দুটি বিপদকে "মহামারী" ও "ব্যাধী" (পদ ৬) শব্দ দুটির পাশাপাশি রাখা হয়েছে, যা মরণঘাতী রোগকে জাতিগত ধ্বংসের পর্যায়ে নিয়ে যায়। **রাতে ... দিনে:** অর্থাৎ দিনে বা রাতে যে সময়েই এই বিপদ আসুক না কেন, তুমি নিরাপদে থাকবে। এখানে সময়ের উল্লেখ পরবর্তী অংশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় (পদ ৬ দেখুন)।

৯১:৭ দশ হাজার। হিব্রু কাব্যিক ভাষার রীতি অনুসারে ১০,০০০ মানুষ বলতে অনেক সময় ১,০০০ মানুষ বোঝানো হয়ে থাকে (৯০:১০; ১ শমূ ১৮:৭; আমোস ১:৩ পদের নোট দেখুন)।

৯১:৯ বাসস্থান। ৯০:১ পদের নোট দেখুন।

৯১:১১-১২ মথি ৪:৬; লুক ৪:১০-১১ পদে শয়তান এই পদ দুটি উদ্ধৃত করেছে।

৯১:১১ তাঁর দূতদেরকে। ৩৪:৭ পদের নোট দেখুন।

৯১:১২ পাথরের আঘাত। কনান দেশের পাথুরে অর্থাৎ প্রতিবন্ধকতায় পূর্ণ পথ (হিতোপদেশ ৩:২৩ পদ দেখুন)।

৯১:১৩ সিংহ ... সাপ ... যুবসিংহ ... নাগ। সিংহ ও বিষধর সাপের এই দ্বৈত উল্লেখের মধ্য দিয়ে ৫-৬ পদের রূপকার্থক উপমাগুলোর সাথে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং মানুষের জীবনের উপরে যে সকল ঝুঁকি রয়েছে সেগুলো সংক্রান্ত উপমার বর্ণনা সম্পন্ন করা হয়েছে (আমোস ৫:১৯ পদ দেখুন)।

৯১:১৪-১৬ একজন নবীর ভবিষ্যদ্বাণীর মত করে গীত রচয়িতা (ভূমিকা দেখুন) ঈশ্বরভক্ত সকল মানুষকে এই আশ্বাসবাণী দিচ্ছেন যে, যারা ঈশ্বরকে সত্যিকার অর্থে ভালবাসা করে

এবং তাঁর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের প্রত্যেকের জীবনে তিনি তাঁর শপথ রক্ষা করবেন।

৯১:১৪ আমি তাকে উচ্চে স্থাপন করবো। আক্ষরিক অর্থে "আমি তাকে সুরক্ষা দান করবো"। **সে আমার নাম জ্ঞাত হয়েছে:** ৯:১০ পদ দেখুন ("তোমার নাম") এবং নোট দেখুন। **আমার নাম:** ৫:১১ পদের নোট দেখুন।

৯১:১৫ সে আমাকে ডাকবে, আমি তাকে উত্তর দেব। ১১৮:৫ পদের নোট দেখুন।

৯১:১৬ দীর্ঘ আয়ু দিয়ে। গীত ৯০ অধ্যায়ের মূল বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত বক্তব্য ও নাটকীয় পট পরিবর্তন।

উপসংহার: উদ্ধারপ্রাপ্ত লোক ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে। সে মানুষের মাঝে জীবন-যাপন করলেও "মহান ঈশ্বরের আশ্রয়ে যে বাস করে সে সর্বশক্তিমানের ছায়ায় থাকে"। ঈশ্বরের উপর এই নির্ভরতার কারণে ঈশ্বরই তার রক্ষাকারী হন। আর তার জীবনে বিজয় আসে এবং সে সম্মানিত হয়। শয়তান উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, এই গীতটিতে যীশু খ্রীষ্ট সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. গীতরচকের কোন্ দুটি ঠিকানা আছে (পদ ১, ৯, ১০)? কোন্টি চিরস্থায়ী? আপনার কিভাবে বসবাস করা উচিত? কোনটি আপনার চিরস্থায়ী ঠিকানা?
২. আপনি কি একমত হবেন বা ভিন্নমত পোষণ করবেন যে, একজনকে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে প্রাচুর্যের ঘরে বাস করার চেয়ে যুদ্ধের জায়গায় বাস করা নিরাপদ? ব্যাখ্যা করুন।
৩. এই গীত অনুসারে আপনি কিভাবে "জীবনের উচ্চ গুণমানকে" সংজ্ঞায়িত করবেন? ভাল জীবন কি?

গীত ৯২

শেষ সময়ে বিশ্রামবারের স্তবগান

ভূমিকা: ঈশ্বরের ধার্মিকতাপূর্ণ শাসনের জন্য আনন্দ সহকারে তাঁর গৌরব ঘোষণা। এখানে ধার্মিকদের সমৃদ্ধির কথা ঘোষণা করা হয়েছে, যারা "সদাপ্রভুর গৃহে রোপিত" (পদ ১৩)। এর সাথে বিষয়বস্তুগত দিক থেকে গীত ৯১ অধ্যায়ের সংযুক্তি স্থাপন করা হয়েছে (উক্ত গীতের ভূমিকা দেখুন)। এই অধ্যায়ে ঈশ্বরের ধর্মশীল শাসনের জন্য ধার্মিকদের অন্তরে যে আনন্দ, তার সাথে পরবর্তী অধ্যায়গুলোর সংযোগ সাধন করা হয়েছে (গীত ৯৩-১০০ অধ্যায়; বিশেষ করে ৯৪ অধ্যায় দেখুন)। বস্তুত এ কথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, গীতসংহিতার সম্পাদনাকারীগণ গীত ৯২-৯৪ অধ্যায়কে এক সাথে করে একটি ট্রিলজিতে রূপ দান করেছেন, যা ৯০-৯১ এবং ৯৫-৯৯ অধ্যায়ের মধ্যে সংযোগ সাধনকারী

সেতু হিসেবে কাজ করেছে (গীত ৯৩ ও ৯৪ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। উল্লেখ্য যে, ঈশ্বরের যিহোবা (অর্থাৎ "সদাপ্রভু") নামটি এই অধ্যায়ে সাত বার উল্লেখ করা হয়েছে। ১০-১১ পদে বোঝানো হয়েছে যে, এই গীতটির রচয়িতা সম্ভবত ইস্রায়েলের রাজাদের মধ্যে কোন একজন। ভূমিকায় ঈশ্বরের প্রশংসার পরে (পদ ১-৩) ৪-৫ পদে প্রশংসা জ্ঞাপনের জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে ("তুমি," "আমি"), যা ১০-১১ পদে আবারও দেখা যায় ("আমার," "আমি," "আমার," "আমার," "আমার," "আমার")। ৬-৯ পদে মন্দ কর্ম সাধনকারীদের মূর্খতা এবং তাদের নিয়তি সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেখানে ১২-১৫ পদে ধার্মিকদের সমৃদ্ধির কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। এছাড়া ৭ ও ১৩ পদের মধ্যে সংযোগ লক্ষ্য করুন।

গান। বিশ্রামবার-বিষয়ক গীত।

গীত ৯২ : ক্রসরেফারেন্স

[৯২:১] গীত ২৭:৬
[৯২:১] গীত ৯:২; ১৪৭:১
[৯২:১] গীত ১৩৫:৩
[৯২:২] গীত ৫৫:১৭
[৯২:৩] গীত ৭১:২২
[৯২:৩] ১শমূ ১০:৫; যিহি ১২:২৭; গীত ৩৩:২; ৮১:২
[৯২:৪] গীত ৫:১১; ২৭:৬
[৯২:৪] গীত ৮:৬; ১১১:৭; ১৪৩:৫
[৯২:৫] ইয়োব ৩৬:২৪; প্রকা ১৫:৩
[৯২:৫] গীত ৪০:৫; ১৩৯:১৭; যিশা ২৮:২৯; ৩১:২; রোমীয় ১১:৩৩
[৯২:৬] গীত ৭৩:২২
[৯২:৭] গীত ৩৭:২
[৯২:৯] গীত ৪৫:৫
[৯২:৯] গীত ৬৮:১; ৮৯:১০
[৯২:১০] গীত ৮৯:১৭
[৯২:১০] গীত [২৯:৬
[৯২:১০] গীত ২৩:৫
[৯২:১১] গীত ৫৪:৭; ৯১:৮
[৯২:১২] গীত ৭২:৭
[৯২:১২] গীত ১:৩; ৫২:৮; যিরি ১৭:৮; হোশেয় ১৪:৬

১ সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করা;
হে সর্বশক্তিমান, তোমার নামের উদ্দেশে গান করা উত্তম;
২ খুব ভোরে তোমার অটল প্রেম,
ও প্রতিরাতে তোমার বিশ্বস্ততা প্রচার করা উত্তম,
৩ দশতন্ত্রী ও নেবলযন্ত্র সহকারে,
গম্ভীর বীণা-ধ্বনি সহকারে।
৪ কেননা, হে সদাপ্রভু, তুমি তোমার কাজ দ্বারা আমাকে আহ্লাদিত করেছ;
আমি তোমার হস্তকৃত সমস্ত কাজে জয়ধ্বনি করবো।
৫ হে সদাপ্রভু, তোমার সমস্ত কাজ কেমন মহৎ।
তোমার সমস্ত সঙ্কল্প অতি গভীর।
৬ নরপশু জানে না, নির্বোধ তা বোঝে না।
৭ দুর্বৃত্তরা যখন ঘাসের মত অঙ্কুরিত হয়,
অধর্মচারী সকলে যখন উন্নতি লাভ করে,
তখন তা তাদের হয়ে থাকে চির-বিনাশের জন্য।
৮ কিন্তু হে সদাপ্রভু, তুমি অনন্তকাল ঊর্ধ্ববাসী।
৯ কেননা, দেখ, তোমার শত্রুরা,
হে সদাপ্রভু, দেখ, তোমার শত্রুরা বিনষ্ট হবে;
দুর্বৃত্তরা সকলে ছিন্নভিন্ন হবে।
১০ কিন্তু তুমি আমার মাথা বন্য ষাঁড়ের শিংগুলোর মত উন্নত করেছ;
আমি নব তেলে অভিষিক্ত হয়েছি।
১১ আর আমার চোখ আমার শত্রুদের পরিণতি নিরীক্ষণ করেছে;
আমার কান আমার বিরোধী দুরাচারদের পরিণতির কথা শুনতে পেয়েছে।
১২ ধার্মিক লোক তালতরুর মত উৎফুল্ল হবে,

সে লেবাননের এরস গাছের মত বাড়বে।
[১৩] যারা সদাপ্রভুর গৃহে রোপিত,
তারা আমাদের ঈশ্বরের প্রাঙ্গণে উৎফুল্ল হবে।
[১৪] তারা বৃদ্ধ বয়সেও ফল উৎপন্ন করবে,
তারা সরস ও তেজস্বী হবে;
[১৫] এর দ্বারা প্রচারিত হবে যে, সদাপ্রভু সরল;
তিনি আমার শৈল এবং তাঁতে কোন অন্যায় নেই।

[৯২:১৩] গীত ১৩৫:২
[৯২:১৪] গীত ১:৩; যোহন ১৫:২
[৯২:১৫] ইয়োব ৩৪:১০

গীত ৯২ এর নোটসমূহ

শিরোনাম গীত: গীত ৩০ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **বিশ্রামবারের:** বন্দীদশার পরবর্তী কালে মন্দিরের উপাসনার লিটার্জিতে এই গীতটি সাধারণত বিশ্রামবারের সকাল বেলায় উৎসর্গের সময় গাওয়া হত। সপ্তাহের বাকি দিনগুলোর সূচী ছিল এমন: প্রথম দিন, গীত ২৪ অধ্যায়; দ্বিতীয় দিন, গীত ৪৮ অধ্যায়; তৃতীয় দিন, গীত ৮২ অধ্যায়; চতুর্থ অধ্যায়, গীত ৯৪ অধ্যায়; পঞ্চম দিন, গীত ৮১ অধ্যায়; ষষ্ঠ দিন, গীত ৯৩ অধ্যায়)।

৯২:১-৩ প্রশংসা ও গৌরব জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে গীতটি শুরু করা হয়েছে।

৯২:১ সদাপ্রভু ... সর্বশক্তিমান। অর্থাৎ "সর্বশক্তিমান সদাপ্রভু" (৭:১৭ পদ দেখুন; এর সাথে ৩:৭ পদের নোট দেখুন)। **তোমার নামের:** ৫:১১ পদের নোট দেখুন। **সর্বশক্তিমান:** গীত ৯১ অধ্যায়ের সাথে সংযোগ রয়েছে (উক্ত অধ্যায়ের ১, ৯ পদ দেখুন)। শিরোনাম সম্পর্কে আরও জানার জন্য আদি ১৪:১৯ পদ দেখুন।

৯২:২ অটল ভালবাসা ... বিশ্বস্ততা। অর্থাৎ ভালবাসা ও বিশ্বস্ততা (৩৬:৫ পদের নোট দেখুন; এর সাথে ৩:৭ পদের নোটও দেখুন)। **ভালবাসা:** ৬:৪ পদের নোট দেখুন। **খুব ভোরে ... প্রতি রাত্রে:** অর্থাৎ অবিরতভাবে।

৯২:৩ দশতন্ত্রী ... নেবল। ৫৭:৮ পদের নোট দেখুন। **বীণা:** আদি ৩১:২৭ পদের নোট দেখুন।

৯২:৪-৫ ঈশ্বরের উদ্ধারকারী কাজের জন্য আনন্দ প্রকাশ (১০-১১ পদ দেখুন)।

৯২:৫ অতি গভীর। আক্ষরিক অর্থে "নিগূঢ়"। **তোমার সমস্ত সঙ্কল্প:** যা তোমার কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

৯২:৬-৯ দুষ্টদের মারাত্মক মূখ্যতা (এর সাথে তুলনা করুন পদ ১২-১৫)।

৯২:৬ নরপশু ... নির্বোধ। ১৪:১ পদের নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ৪৯:১০ পদ এবং বিশেষ করে ৯৪:৮-১১ পদের নোট। তারা জানে না যে, সদাপ্রভু ঈশ্বর ধার্মিকতা সহকারে শাসন করেন। তারা দুষ্টদেরকে দ্রুত বেগে উঠতে দেখে কিন্তু সদাপ্রভু ঈশ্বর জানেন তাদের জন্য কি নিয়তি রয়েছে। এভাবেই লেখক তাঁর বিরোধী দুরাচারদের (পদ ১১) বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করেছেন, যাদের নিয়তি স্বয়ং সদাপ্রভু নির্ধারণ করে রেখেছেন।

৯২:৭ একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য, যা গীত ৭৩ অধ্যায়ে আরও পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করা হয়েছে (এর সাথে ৩৭:২; ৬২:৯; ৯০:৫-৬ পদের নোট দেখুন)।

৯২:৮ তুমি অনন্তকাল ঊর্ধ্ববাসী। ঈশ্বরের অনন্তকালীন এই ঊর্ধ্ববাস তাঁর শত্রুদের পতন ও ধ্বংস আরও সুনিশ্চিত করে।

৯২:৯ শত্রুরা। এখানে দুরাচারদের কথা বলা হয়েছে, যাদের কথা ৭ পদের দেখা যায়।
৯২:১০-১১ ঈশ্বরের প্রসন্নতার জন্য আনন্দ প্রকাশ (পদ ৪-৫ দেখুন): ঈশ্বর তাঁকে বিজয়ী করেছেন (৮৯:২৪ পদ দেখুন) এবং তাঁকে আনন্দ তেলে অভিষিক্ত করেছেন (৪৫:৭; এর সাথে ২৩:৫ পদ দেখুন)। তিনি তাঁকে তাঁর সমস্ত শত্রুদের উপরে বিজয় দান করেছেন।
৯২:১২-১৫ ধার্মিকদের সুনিশ্চিত সম্মান ও সমৃদ্ধি। যদিও দুষ্টেরা "ঘাসের মত" দ্রুত বড় হয়ে ওঠে, তাদের ধ্বংস সুনিশ্চিত (পদ ৭)। কিন্তু ধার্মিকদেরকে রোপণ করা হয়েছে এক সুরক্ষিত স্থানে (গীত ৯১ অধ্যায় দেখুন)। তারা পরিণত বয়সেও থাকবেন যৌবনের প্রাণ চাঞ্চল্যে পূর্ণ এবং তারা সদাপ্রভু ঈশ্বরের এই ন্যায্য বিচারে আনন্দ উল্লাস করবেন (পদ ১৫ দেখুন)। **ঈশ্বরের প্রাঙ্গণে:** অর্থাৎ মন্দিরে (৮৪:২, ১০; ২ রাজা ২১:৫; ২৩:১১-১২ পদ দেখুন)।
৯২:১৫ সরল ... শৈল ... তাঁতে কোন অন্যায় নেই। দ্বি.বি. ৩২:৪ পদের নোট দেখুন।

উপসংহার: এটি একটি শেষ সময়ে বিশ্রাবারের জন্য প্রশংসা-গীত। এটা হল ঈশ্বরের উদ্ধার করার, তাঁর লোকদের শত্রুদের পরাজিত করার এবং তাঁর লোকদের আশীর্বাদ করার ফল। এই গীতটি সব সময় সব লোকদের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে, কিন্তু মশীহের হাজার বছরের রাজত্বের সময়ে সত্যিকারের পূর্ণতা লাভ করবে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. এই গীতের প্রধান বিষয় কি? কিভাবে এর মূল বিষয়টি আপনার জীবনের মূল বিষয় হয়ে উঠতে পারে?
২. গীতরচক দুষ্টদের ঘাসের সঙ্গে এবং ধার্মিকদের খেজুর গাছের সাথে তুলনা করেছিলেন। কেন এই তুলনা উপযুক্ত বলে মনে করেন?

গীত ৯৩

সদাপ্রভু ঈশ্বরের রাজত্ব

ভূমিকা: সদাপ্রভুর অনন্তকালীন, সার্বজনীন ও অপ্রতিরোধ্য রাজত্বের প্রশংসা সূচক গীত, যার বিষয়বস্তুর সাথে গীত ৪৭; ৯৫-৯৯ অধ্যায় সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই গীতগুলো এক সাথে পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপনের জন্য মানুষের অন্তরে আশা ও নির্ভরতা সঞ্চার করে। সম্ভবত মন্দিরের কোন পুরোহিত বা লেবীয় এই গীত রচনা করেছেন এবং উপাসনার সময় লিটার্জির অংশ হিসেবে এই গীত গাওয়া হত। গীত ৯৩ অধ্যায়টি যিহোবার মহাজাগতিক শাসনের প্রশংসা ও গৌরব প্রকাশ করে, যা মানবীয় জীবন ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্ত কিছুর উপরে তাঁর ধার্মিকতা ও ন্যায্যতার প্রতিফলনকে সুস্পষ্ট করে তোলে। আর এ কারণেই যারা ধার্মিক এবং ন্যায়শীল আচরণ করে, যারা সদাপ্রভুর উপরে নির্ভর করে ও তাঁকে ভালবাসে, কিন্তু একই সাথে ঈশ্বরবিহীন মূর্খ লোকদের কারণে যারা পৃথিবীতে

কষ্টভোগ করে থাকেন তাদের জন্য যে আনন্দ (গীত ৯২ অধ্যায়) এবং আশা (গীত ৯৪ অধ্যায়) রয়েছে তার নিশ্চয়তা এই অধ্যায়ে খুঁজে পাওয়া যায়। কাঠামোগত দিক থেকে এই গীতের দুটি সংক্ষিপ্ত অংশ রয়েছে (পদ ১-২, ৩-৪) এবং একটি উপসংহার রয়েছে (পদ ৫)।

[১] সদাপ্রভু রাজত্ব করেন;
তিনি মহিমাতে সজ্জিত;
সদাপ্রভু সজ্জিত, তিনি পরাক্রমে বদ্ধকটি;
আর জগৎও অটল, তা বিচলিত হবে না।
[২] তোমার সিংহাসন পূর্বকাল থেকে অটল;
অনাদিকাল থেকে তুমি বিদ্যমান।
[৩] হে সদাপ্রভু, বন্যার জলে গর্জন উঠেছে,
সমস্ত নদী নিজ নিজ ধ্বনি উঠিয়েছে,
সমস্ত নদী নিজ নিজ তরঙ্গ উঠাচ্ছে।
[৪] শক্তিশালী জলের কল্লোল-ধ্বনির চেয়ে,
সমুদ্রের প্রবল তরঙ্গমালার চেয়ে,
ঊর্ধ্বস্থ সদাপ্রভু বলবান।
[৫] হে সদাপ্রভু, তোমার সমস্ত নির্দেশ
অতি বিশ্বাসযোগ্য,
চিরদিনের জন্য পবিত্রতা তোমার গৃহের শোভা।

গীত ৯৩ : ক্রসরেফারেন্স

[৯৩:১] ১বংশা ১৬:৩১; গীত ৯৭:১
[৯৩:১] ইয়োব ৪০:১০; গীত ২১:৫
[৯৩:১] গীত ৬৫:৬
[৯৩:১] গীত ২৪:২; ৭৮:৬৯; ১১৯:৯০
[৯৩:১] ১বংশা ১৬:৩০; গীত ৯৬:১০
[৯৩:২] ২শমূ ৭:১৬
[৯৩:২] আদি ২১:৩৩
[৯৩:৩] গীত ৯৬:১১; ৯৮:৭; যিশা ৫:৩০; ১৭:১২-১৩; যিরি ৬:২৩
[৯৩:৩] গীত ৪৬:৩
[৯৩:৩] ইয়োব ৯:৮; গীত ১০৭:২৫, ২৯; যিশা ৫১:১৫; যিরি ৩১:৩৫; হবক্ ৩:১০
[৯৩:৪] গীত ৬৫:৭; যিরি ৬:২৩
[৯৩:৪] গীত ১৮:৪; যোহন ১:১৫
[৯৩:৪] যিহি ৯:৩২; ইয়োব ৯:৪
[৯৩:৫] গীত [২৯:২; ৯৬:৯
[৯৩:৫] গীত ৫:৭; ২৩:৬

গীত ৯৩ এর নোটসমূহ

৯৩:১-২ সদাপ্রভুর রাজত্ব, যার মধ্য দিয়ে তাঁর সৃষ্ট জগৎ শৃঙ্খলাবদ্ধ রয়েছে এবং যুগে যুগে চিরকাল এমনই থাকবে (আদিপুস্তক **১:১** পদ দেখুন)। যদিও জাতি হিসেবে ইস্রায়েল অনেক পরে তার অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছে, তথাপি ঈশ্বর সৃষ্টির অনাদিকাল থেকেই তার রাজা হিসেবে রাজত্ব করছেন।

৯৩:১ সদাপ্রভু রাজত্ব করেন। ইস্রায়েল জাতির বিধিকল্পের চূড়ান্ত সত্য এবং সর্ব প্রথম বিধান (৯৬:১০; ৯৭:১; ৯৯:১ পদ দেখুন; এর সাথে সখরিয় **১৪:৯** পদের নোটও দেখুন)।

৯৩:৩-৪ সদাপ্রভু ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টির সময় এবং তার পর থেকেই নিজেকে অন্য যে কোন মহাজাগতিক শক্তির চেয়ে বেশি ক্ষমতাবান হিসেবে প্রকাশ করেছেন, যারা তাঁর সৃষ্ট পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে পারে।

৯৩:৩ সমস্ত নদী। এখানে সৃষ্টির আগের অবস্থায় পৃথিবীতে যে ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন ও বিশৃঙ্খল জলের অবস্থান ছিল তার কথা বোঝানো হয়েছে (৩৩:৭; ১০৪:৭-৯; আদি **১:৬-১০**; ইয়োব ৩৮:৮-**১১** পদ দেখুন)। বস্তুত এর মধ্য দিয়ে প্রতীকী অর্থে সে সবের কথা বোঝানো হয়েছে যা কিছু সদাপ্রভুর রাজ্যের আগমনে বাধা দান করতে পারে (৬৫:৬-৭; ৭৪:১৩-১৪ পদের নোট দেখুন)।

৯৩:৪ জগৎ সৃষ্টির পূর্বের জলরাশির গর্জনকে সদাপ্রভু ঈশ্বরের আদেশের বলশালী কণ্ঠের সাথে কোনভাবেই তুলনা করা যায় না (১০৪:৭ পদ দেখুন)।
৯৩:৫ অতি বিশ্বাসযোগ্য। যাঁর অব্যর্থ শাসন সমগ্র পৃথিবীকে তাঁর নিজ লোকদের জীবন ধারণের জন্য নিরাপদ ও সুরক্ষিত স্থান হিসেবে গড়ে তোলে (১৯:৭ পদ), তাঁকে অবশ্যই যথাযোগ্য সম্মানে ভূষিত করা প্রয়োজন (৯৫:৮-১১ পদ দেখুন)। **তোমার গৃহঃ** অর্থাৎ সদাপ্রভু ঈশ্বরের জাগতিক এবং একই সাথে স্বর্গীয় মন্দির। **চিরদিনের জন্যঃ** পদের দুটো অংশের জন্যই এ কথা প্রযোজ্য।

উপসংহারঃ প্রভুর হাজার বছরের রাজত্বের কথা প্রকাশ করা হয়েছে। প্রভু পবিত্রতায় সমস্ত পৃথিবীর উপর রাজত্ব করবেন।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্নঃ

১. কিভাবে জাতিগণ সমুদ্রের মত গর্জন করে ও প্রচণ্ড ঢেউয়ের মত উথাল-পাতাল করে? আপনি এই বিপদজনক সময়ে স্থিতিশীলতা কোথায় পাবেন?
২. প্রভুর এই "অশান্ত ঝড়ের মধ্যে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা"-র মধ্যে আপনি কি ব্যবহারিক সুবিধাগুলো দেখেন?
৩. কেন ঈশ্বরকে শক্তিশালী ও মহৎ বলে মনে করা উচিত, শুধু সঙ্গী হিসাবে নয়?

গীত ৯৪

সদাপ্রভু ঈশ্বর সকলের বিচারকর্তা

ভূমিকাঃ "পৃথিবীর বিচারকর্তা" (পদ ২) হিসেবে ঈশ্বরের কাছে বিনতি, যেন তিনি দুর্বল মানুষদের বিপক্ষে দুষ্ট ও অহঙ্কারী শাসকদের সকল মন্দ কাজ প্রতিহত করেন এবং তাদেরকে শাস্তি দেন। এই গীতের সাথে গীত ৯২ অধ্যায়ের সংযোগ রয়েছে (গীত ৯২; ৯৩ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। তবে এখানে মূলত ইস্রায়েলের অভ্যন্তরে যারা অত্যাচারের শিকার হচ্ছে তাদের কথা বলা হয়েছে। তারা ঈশ্বরের সিংহাসনের কাছে এসে তাদের প্রতি কৃত সমস্ত অবিচারের জন্য বিনতি জানাচ্ছে এবং তারা জাতির শাসনকর্তাদের মধ্যে থেকে সমস্ত মূর্খ ও অন্যায্য শাসনকর্তাদের দূর করার দাবী জানাচ্ছে।
গীত ৯০-১০০ অধ্যায়ের এই বিশেষ খণ্ডটিতে এই গীতটির অবস্থান বেশ উল্লেখযোগ্য এবং তা এখানে গীতসংহিতার প্রথম থেকে তৃতীয় খণ্ড পর্যন্ত অত্যাচারিত ও নিপীড়িতদের কান্নাকে প্রতিনিধিত্ব করছে। প্রথমে রয়েছে তিন পদ বিশিষ্ট একটি ভূমিকা এবং এর পরে রয়েছে চার পদ বিশিষ্ট পাঁচটি অংশের মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে পুরো ভাবধারাটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করা হয়েছে, যার মূল বিষয়বস্তুতগত বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে ১২ পদে।

১ হে সদাপ্রভু, তুমি প্রতিফলদাতা ঈশ্বর,
হে প্রতিফলদাতা ঈশ্বর, দেদীপ্যমান হও।
২ উঠ, হে পৃথিবীর বিচারকর্তা,
অহঙ্কারী লোকদেরকে অপকারের প্রতিফল দাও।
৩ দুষ্টরা কত কাল, হে সদাপ্রভু,
দুষ্টরা কত কাল উল্লাস করবে?
৪ তারা অনর্থক কথা বলছে, সগর্বে কথা বলছে,
দুর্বৃত্তরা সকলে নিজের বিষয়ে গর্ব করছে।
৫ হে সদাপ্রভু, তোমার লোকদেরকেই তারা চূর্ণ করছে,
তোমার অধিকারকে দুঃখ দিচ্ছে।
৬ তারা বিধবা ও প্রবাসীকে হত্যা করছে;
অনাথদেরকে মেরে ফেলছে।
৭ তারা বলছে, সদাপ্রভু দেখবেন না,
যাকোবের ঈশ্বর বিবেচনা করবেন না।
৮ হে লোকদের মধ্যবর্তী নরপশুরা, বিবেচনা কর;
হে নির্বোধেরা, কবে তোমাদের সুবুদ্ধি হবে?
৯ যিনি কান সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি শোনবেন না?
যিনি চোখ গঠন করেছেন, তিনি কি দেখবেন না?
১০ যিনি জাতিগুলোর শিক্ষাদাতা, তিনি কি ভর্ৎসনা করবেন না?
তিনিই তো মানবজাতিকে জ্ঞান শিক্ষা দেন।
১১ সদাপ্রভু মানুষের কল্পনাগুলো জানেন,
সেই সকল তো শ্বাসমাত্র।
১২ সুখী সেই ব্যক্তি, যাকে তুমি শাসন কর,
হে সদাপ্রভু, যাকে তুমি তোমার ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা দাও,
১৩ যেন তুমি তাকে বিপদ কাল থেকে বিশ্রাম দাও,
দুষ্টের জন্য যতদিন কূপ খনন করা না হয়।
১৪ কারণ সদাপ্রভু তাঁর লোকদেরকে দূর করবেন না,
তাঁর অধিকার পরিত্যাগ করবেন না।
১৫ রাজশাসন ফিরে ধার্মিকতার কাছে আসবে;
সরলচিত্ত সকলে তার অনুগামী হবে।
১৬ কে আমার পক্ষে হয়ে দুরাচারদের বিরুদ্ধে উঠবে?
কে আমার পক্ষে দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে?
১৭ সদাপ্রভু যদি আমার সাহায্য না করতেন,
আমার প্রাণ শীঘ্র নিঃশব্দ-স্থানে বসতি করতো।
১৮ যখন আমি বলতাম, আমার চরণ বিচলিত হল,
তখন, হে সদাপ্রভু, তোমার অটল প্রেম আমাকে সুস্থির রাখত।
১৯ আমার আন্তরিক ভাবনার বৃদ্ধিকালে

গীত ৯৪ : ক্রসরেফারেন্স

[৯৪:১] আদি ৪:২৪; রোমীয় ১২:১৯
[৯৪:১] দ্বি.বি. ৩৩:২; গীত ৮০:১
[৯৪:২] গণনা ১০:৩৫
[৯৪:২] আদি ১৮:২৫; ইব ১২:২৩; যাকোব ৫:৯
[৯৪:২] গীত ৩১:২৩
[৯৪:৩] গীত ১৩:২
[৯৪:৪] যিরি ৪৩:২
[৯৪:৪] গীত ৫২:১
[৯৪:৫] গীত ৪৪:২; ৭৪:৮; যিশা ৩:১৫; যিরি ৮:২১
[৯৪:৫] গীত ২৮:৯
[৯৪:৬] দ্বি.বি. ১০:১৮; যিশা ১:১৭
[৯৪:৬] দ্বি.বি. ২৪:১৯
[৯৪:৭] ইয়োব ২২:১৪
[৯৪:৭] আদি ২৪:১২
[৯৪:৮] দ্বি.বি. ৩২:৬; গীত ৭৩:২২
[৯৪:৯] যাত্রা ৪:১১; হিতো ২০:১২
[৯৪:১০] গীত ৩৯:১১
[৯৪:১০] যাত্রা ৩৫:৩৪; ইয়োব ৩৫:১১; যিশা ২৮:২৬
[৯৪:১১] গীত ১৩৯:২; হিতো ১৫:২৬; মথি ৯:৪
[৯৪:১১] ১করি ৩:২০
[৯৪:১২] ইয়োব ৫:১৭; ১করি ১১:৩২; ইব ১২:৫
[৯৪:১২] দ্বি.বি. ৮:৩; ১শমূ ১২:২৩
[৯৪:১৩] গীত ৮৬:৭
[৯৪:১৩] গীত ৭:১৫; ৫৫:২৩
[৯৪:১৪] দ্বি.বি. ৩১:৬; গীত ৩৭:২৮; রোমীয় ১১:২
[৯৪:১৫] গীত ৯৭:২
[৯৪:১৫] গীত ৭:১০; ১১:২; ৩৬:১০
[৯৪:১৬] গণনা ১০:৩৫; গীত ১৭:১৩; যিশা ১৪:২২
[৯৪:১৬] গীত ৫৯:২
[৯৪:১৭] গীত ১২৪:২
[৯৪:১৭] গীত ৩১:১৭
[৯৪:১৮] দ্বি.বি. ৩২:৩৫; ইয়োব ১২:৫
[৯৪:১৯] উপ ১১:১০
[৯৪:১৯] ইয়োব ৬:১০

তোমার দেওয়া সান্ত্বনা আমার প্রাণকে আহ্লাদিত করে।
২০ দুষ্টতার সিংহাসন কি তোমার সখা হতে পারে,
যা আইন দ্বারা দৌরাত্ম্য রচনা করে?
২১ তারা ধার্মিকের প্রাণের বিরুদ্ধে দল বাঁধে,
নির্দোষের রক্তকে দোষী করে।
২২ কিন্তু সদাপ্রভু আমার উঁচু দুর্গ হয়েছেন,
আমার ঈশ্বর আমার আশ্রয়-শৈল হয়েছেন।
২৩ তিনি তাদের অধর্ম তাদেরই উপরে বর্তিয়েছেন,
তাদের দুষ্টতায় তাদেরকে উচ্ছিন্ন করবেন;
সদাপ্রভু, আমাদের ঈশ্বর, তাদেরকে উচ্ছিন্ন করবেন।

[৯৪:২০] যিরি ২২:৩০; ৩৬:৩০
[৯৪:২০] গীত ৫৮:২
[৯৪:২১] গীত ৫৬:৬
[৯৪:২১] গীত ১০৬:৩৮; হিতো ১৭:১৫, ২৬; ২৮:২১; যিশা ৫:২০, ২৩; মথি ২৭:৪
[৯৪:২১] আদি ১৮:২৩
[৯৪:২২] গীত ৬১:২
[৯৪:২২] ২শমূ ২২:৩; গীত ১৮:২
[৯৪:২৩] যাত্রা ৩২:৩৪; গীত ৫৪:৫
[৯৪:২৩] গীত ৯:৫; ৩৭:৩৮; ১৪৫:২০

গীত ৯৪ এর নোটসমূহ

৯৪:১-৩ মহান বিচারকর্তা সদাপ্রভু ঈশ্বরের কাছে প্রারম্ভিক আবেদন।

৯৪:১ প্রতিফলদাতা ঈশ্বর। তিনি দুষ্টদের সকল মন্দ কাজের জন্য তাদেরকে শাস্তি দেন (৫:১০ পদের নোট দেখুন; এর সাথে দ্বি.বি. ৩২:৩৫, ৪১ পদের নোট দেখুন)। একটি রাজ্যের শাসনকর্তা হিসেবে তাঁর অধীনস্থ সকলের বিচার করা ও প্রতিফল দান করার অধিকার ঈশ্বরের রয়েছে। এভাবেই গীতটির সাথে গীত ৪৭; ৯৩; ৯৫-৯৯ অধ্যায়ের একটি ভাবধারাগত সংযোগ সাধন করা হয়েছে। **দেদীপ্যমান হও:** ৫০:২; ৮০:১ পদের নোট দেখুন।

৯৪:২ অহঙ্কারী। এদের সম্পর্কে বর্ণনা দেখুন ৪-৭ পদে।

৯৪:৩ কত কাল ... ? ৬:৩ পদের নোট দেখুন।

৯৪:৪-৭ দুষ্টদের মূর্খতাপূর্ণ গর্ব।

৯৪:৪ অনর্থক কথা ... গর্ব করছে। দুষ্টদের এ ধরনের গর্ব ও অহঙ্কারের বিষয়ে জানতে ১০:২-১১ পদের নোট দেখুন।

৯৪:৫ তোমার লোকদেরকেই ... তোমার অধিকারকে। তাদের মধ্যে যারা বিপদগ্রস্ত ও অত্যাচারিত (৬ পদ দেখুন)।

৯৪:৭ তারা বলছে। ৩:২ পদের নোট দেখুন। **যাকোব:** ইস্রায়েল নামটির সমার্থক শব্দ (আদিপুস্তক ৩২:২৮ পদ দেখুন)।

৯৪:৮-১১ দুষ্টদের প্রতি সতর্ক বাণী – যারা "নরপশু ... নির্বোধ" (৯২:৬-৯ পদ দেখুন)।

৯৪:১০ ভর্ৎসনা। ঈশ্বর তাদেরকে শাস্তি দান করার মধ্য দিয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখেন (লেবীয় ২৬:১৮; যিরমিয় ৩১:১৮ পদ দেখুন)। **শিক্ষা দেন:** সৃষ্ট জগতের বিধিকল্প সম্পর্কে ঈশ্বর মানব জাতিকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন (যিশাইয় ২৮:২৬ পদ দেখুন)।

৯৪:১১ সদাপ্রভু মানুষের কল্পনাগুলো জানেন। তারা মূর্খের মত যে সকল ধারণা পোষণ করে থাকে সেসবের কথা বলা হচ্ছে (পদ ৭ দেখুন)।

৯৪:১২-১৫ এখানে দুষ্টদের অহঙ্কার, ঔদ্ধত্য ও মূর্খতা থেকে সরে গিয়ে মূল আলোচ্য বিষয়বস্তু স্থাপিত হয়েছে তাদের আনন্দময় জীবন ও সুখাবস্থার প্রতি, যাদেরকে সদাপ্রভুর নিজের লোক বলা হয় এবং যারা তাঁর শাসনের অধীনে জীবন ধারণ করে এবং তাঁর

রাজকীয় নিরাপত্তা ও সুরক্ষার উপরে নির্ভর করে।

৯৪:১২ সুখী। ১:১ পদের নোট দেখুন। **শাসন কর ... শিক্ষা দাও:** ১০ পদের নোট দেখুন। এখানে লেখক ঈশ্বরের সংশোধনমূলক শাসন ও শিক্ষার কথা বলছেন, যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে তাঁর বিধিকল্প শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

৯৪:১৪ তাঁর লোকদেরকে ... তাঁর অধিকার। পদ ৫ দেখুন। সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে মধ্যে থেকে দুর্বল ও শক্তিহীনদেরকে ত্যাগ করবেন না এবং তাদেরকে অত্যাচারী ও দুষ্টদের হাতে ছেড়ে দেবেন না। সম্ভবত প্রেরিত পৌল এই পদটিকেই রোমীয় ১১:১-২ পদে প্রতিফলিত করেছেন।

৯৪:১৫ এই পদটি অনুবাদ করা যতই কঠিন হোক না কেন, এখানে লেখক সম্ভবত এটাই বলতে চেয়েছেন যে, ঈশ্বরের ধার্মিকতার শাসন তাদের জন্য ন্যায় বিচার ফিরিয়ে আনবে যারা নির্দোষ ও নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও তাদের সাথে অন্যায্য আচরণ করা হয়েছে। তাদেরকে এখানে "সরলচিত্ত" বলা হয়েছে (২১ পদও দেখুন)। **সরলচিত্ত:** ৪:৭ পদের নোট দেখুন।

৯৪:১৬-১৯ সদাপ্রভু ঈশ্বরই আমাদের বিনতি ও প্রার্থনার একমাত্র নিশ্চিত শ্রবণকারী ও উত্তর দানকারী।

৯৪:১৭ নিঃশব্দ-স্থান। ৩০:১ পদের নোট দেখুন। ঈশ্বরের সাহায্য না থাকলে দুষ্টরা গীত রচয়িতা কবরেই চিরতরে নিঃশেষ করে দিত, কিন্তু এখন বরং দুষ্টদের জন্যই কবর খোড়া হচ্ছে (১৩ পদ দেখুন)।

৯৪:১৮ যখন আমি বলতাম। অর্থাৎ দুষ্টদের হাতে আক্রান্ত হওয়ার অভিজ্ঞতার কথা (৩৮:১৬ পদের নোট দেখুন)। **অটল ভালবাসা:** ৬:৪ পদের নোট দেখুন।

৯৪:২০-২৩ সদাপ্রভুর ন্যায় বিচার যে অনন্তকাল স্থায়ী সে বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস ও নিশ্চয়তা। এর সাথে তুলনা করুন ৮৯:১৪; সখরিয় ৮:১৬ পদের নোট।

৯৪:২০ দুষ্টতার সিংহাসন। কর্তৃত্বপূর্ণ আসন, যার অধিকারী ব্যক্তি অন্যায় করে থাকেন। লেখক এখানে ক্ষমতার কেন্দ্রস্থলে সাধিত অন্যায় ও অবিচারের কথা বলছেন (এর সাথে তুলনা করুন নহিমিয় ৫:৬; সখরিয় ৮:১৬ পদের নোট)।

৯৪:২১ ধার্মিক। এখানে তাদের কথা বলা হচ্ছে যারা কারও প্রতি অন্যায় করে নি – অর্থাৎ "সরলচিত্ত" বা নির্দোষ ব্যক্তিরা (১৫ পদের নোট দেখুন)। এ বিষয়ে মৌলিক ধারণা লাভ করতে ১:৫ পদের নোট দেখুন।

উপসংহার: দুষ্টদের উপর বিচার নেমে আসার কথা প্রকাশ করা হয়েছে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে যেন দুষ্ট লোকদের শাস্তি হয়। যখন ধার্মিকদের শত্রু ও ঈশ্বরের শত্রুরা ধ্বংস হবে তখন ধার্মিকেরা সান্ত্বনা পাবে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. ইস্রায়েলের অসাধু নেতারা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। প্রভুকে অবহেলা করার সঙ্গে কিভাবে অবিচার যুক্ত বলে মনে করেন?

২. অন্যদের সঙ্গে প্রতারণা এবং অপব্যবহার থেকে কি আপনাকে দূরে রাখে?
৩. কেন প্রভু অসাধু নেতাদের তাদের ক্ষমতা বজায় রাখতে অনুমতি দেন?
৪. ধার্মিকগণ কখন প্রশংসিত হবেন?

গীত ৯৫

প্রশংসা ও আরাধনার মাধ্যমে ঈশ্বর সদাপ্রভুর উপাসনা করা

ভূমিকা: সদাপ্রভুর উপাসনা করার জন্য আহ্বান। ইস্রায়েলীয়দেরকে মন্দিরে ঈশ্বরের উপাসনার জন্য সমবেত হতে কোন পুরোহিত বা লেবীয় এই আহ্বান জানাচ্ছেন। (গীত ৯৩ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।) গীতটির অবস্থান হচ্ছে গীত ৯০-১০০ অধ্যায়ের বিশেষ খণ্ডটির একেবারে কেন্দ্রে এবং ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সার্বজনীন রাজত্বের গৌরব ও প্রশংসা জ্ঞাপনকারী অংশটির প্রারম্ভে (গীত ৯৫-৯৯ অধ্যায়)। গীত ৯৫ অধ্যায়টিতে রয়েছে ইস্রায়েল জাতির জন্য বিশেষ নির্দেশনা যেন তারা যিহোবার শাসনের অধীনে নিজেদেরকে সুরক্ষিত বোধ করে। এই সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বোধ থেকেই উদ্ভুত হয় তার প্রার্থনা (যেমনটা রয়েছে গীত ৯০; ৯৪ অধ্যায়ে) এবং তার সমস্ত প্রশংসা (যেমনটা রয়েছে গীত ৯১-৯৩; ৯৫-১০০ অধ্যায়ে), যার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় যে, ইস্রায়েল জাতি যিহোবার বাধ্য এবং অনুগত দাস। বস্তুত এর বিষয়বস্তুত অনেকটা গীত ৮১ অধ্যায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (গীত ৭৯-৮৩ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। গীতটি দুই ভাগে বিভক্ত: (১) সমগ্র পৃথিবীর সদাপ্রভুর প্রশংসা করার জন্য আহ্বান (পদ ১-৫); (২) বাধ্য ও অনুগত আচরণ প্রকাশের মধ্য দিয়ে লোকদের উপরে সদাপ্রভু ঈশ্বরের রাজকীয় কর্তৃত্বের প্রতি স্বীকারোক্তি (পদ ৬-১১)। প্রত্যেকটি অংশের দুটি করে আলাদা অংশ রয়েছে। প্রত্যেকটির দ্বিতীয় অংশে এসে মূল বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে। এর সাথে গীত ৯৬ অধ্যায়ের কাঠামোর তুলনা করুন।

[১] এসো, আমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে আনন্দগান করি,
আমাদের ত্রাণ-শৈলের উদ্দেশে জয়ধ্বনি করি।
[২] আমরা স্তবগান সহ তাঁর সম্মুখে গমন করি,
গান দ্বারা তাঁর উদ্দেশে জয়ধ্বনি করি।
[৩] কেননা সদাপ্রভু মহান ঈশ্বর,
তিনি সমস্ত দেবতার উপরে মহান রাজা।
[৪] পৃথিবীর গভীর স্থানগুলো তাঁর হস্তগত,
পর্বতমালার চূড়াগুলোও তাঁরই।
[৫] সমুদ্র তাঁর, তিনিই তা নির্মাণ করেছেন,
তাঁরই হাত শুকনো ভূমি গঠন করেছে।
[৬] এসো, আমরা প্রণিপাত করি, প্রণত হই,
আমাদের নির্মাতা সদাপ্রভুর সাক্ষাতে জানু পাতি।
[৭] কেননা তিনিই আমাদের ঈশ্বর,

গীত ৯৫ : ক্রসরেফারেন্স

[৯৫:১] গীত ৩৪:১১; ৮০:২
[৯৫:১] গীত ৮১:১; যিশা ৪৪:২৩; সফ ৩:১৪
[৯৫:১] ২শমূ ২২:৪৭
[৯৫:২] গীত ১০০:২; মীখা ৬:৬
[৯৫:২] গীত ৪২:৪
[৯৫:২] গীত ৮১:২; ইফি ৫:১৯
[৯৫:৩] গীত ৪৮:১; ৮৬:১০; ১৪৫:৩; ১৪৭:৫
[৯৫:৩] গীত ৪৭:২
[৯৫:৩] গীত ৯৬:৪; ৯৭:৯
[৯৫:৪] গীত ৬৩:৯
[৯৫:৫] আদি ১:৯; গীত ১৪৬:৬
[৯৫:৬] ২শমূ ১২:১৬; ফিলি ২:১০
[৯৫:৬] গীত ২২:২৯
[৯৫:৬] ২বংশা ৬:১৩
[৯৫:৬] গীত ১০০:৩; ১৪৯:২; যিশা ১৭:৭; ৫৪:৫; দানি ৬:১০-১১; হোশেয় ৮:১৪
[৯৫:৭] গীত ৭৪:১

আমরা তাঁর চরাণির প্রজা ও তাঁর হাতের মেষ।
আহা! আজই তোমরা তাঁর কণ্ঠস্বর শোন!
৮ নিজ নিজ অন্তর কঠিন করো না, যেমন মরীবায়,
যেমন মরুভূমির মধ্যে মঃসার দিনে করেছিলে।
৯ তখন তোমাদের পূর্বপুরুষেরা আমার পরীক্ষা করলো,
আমার বিচার করলো, আমার কর্মও দেখল।
১০ চল্লিশ বছর পর্যন্ত আমি সেই জাতির প্রতি
অসন্তুষ্ট ছিলাম,
আমি বলেছিলাম, এরা ভ্রান্ত অন্তরের লোক;
এরা আমার পথ জানল না।
১১ অতএব আমি আমার ক্রোধে শপথ করলাম,
এরা আমার বিশ্রামস্থানে প্রবেশ করবে না।

[৯৫:৮] মার্ক ১০:৫; ইব ৩:৮
[৯৫:৮] যাত্রা ১৭:৭; দ্বি.বি. ৩৩:৮; ইব ৩:১৫; ৪:৭
[৯৫:৮] গীত ৭৮:৪০
[৯৫:৯] গণনা ১৪:২২; ১করি ১০:৯
[৯৫:১০] যাত্রা ১৬:৩৫; গণনা ১৪:৩৪; প্রেরিত ৭:৩৬; ইব ৩:১৭
[৯৫:১০] গীত ৫৮:৩; ১১৯:৬৭,১৭৬; হিতো ১২:২৬; ১৬:২৯; যিশা ৫৩:৬; যিরি ৩১:১৯; ৫০:৬; যিহি ৩৪:৬
[৯৫:১০] দ্বি.বি. ৮:৬
[৯৫:১১] গণনা ১৪:২৩
[৯৫:১১] দ্বি.বি. ১:৩৫; ইব ৩:৭-১১; ৪:৩

গীত ৯৫ এর নোটসমূহ

৯৫:১-২ সদাপ্রভুর প্রশংসা গীত করার আহ্বান।

৯৫:১ আমাদের উদ্ধারের শৈল। ১৮:২ পদের নোট দেখুন।

৯৫:৩-৫ কেন ইস্রায়েল জাতি ঈশ্বরের প্রশংসা গৌরব করবে? কারণ তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এবং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন স্থান নেই যা তাঁর নিয়ন্ত্রণের অধীনে নেই। প্রাচীন পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ভৌগলিক অঞ্চল, বিভিন্ন মহাজাগতিক অঞ্চল (পৃথিবী, স্বর্গ, পরকাল) এবং জীবনের বিভিন্ন সময় ও বিষয়ের জন্য (যেমন যুদ্ধ, উর্বরতা, শিল্প, ইত্যাদি) ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে মান্য করা হত।

৯৫:৪-৫ পৃথিবীর গভীর স্থান ... পর্বতমালার চূড়া ... সমুদ্র ... শুকনো ভূমি। সমগ্র জগৎ–এর সমস্ত দুর্গম স্থান থেকে শুরু করে মনোরম সমস্ত স্থান এবং এর মধ্যবর্তী সমস্ত অংশের কথা এখানে বোঝানো হয়েছে।

৯৫:৬-১১ বাধ্যতার অন্তর নিয়ে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করার জন্য আহ্বান–শুধুমাত্র তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে নত হওয়াই যথেষ্ট নয়। এই পদটিকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আলোকে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য দেখুন হবক্কুক ৩:৭–৪:১৩ পদ।

৯৫:৬-৭ সদাপ্রভু ঈশ্বরের সামনে হাঁটু গেড়ে নত হওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার আহ্বান।

৯৫:৬ আমাদের নির্মাতা। সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা (আদিপুস্তক ১ অধ্যায় দেখুন) এবং ইস্রায়েল জাতির উদ্ধারকর্তা হিসেবে তিনি তাদেরকে আজ এই অবস্থানে এনেছেন: তারা পৃথিবীতে ঈশ্বরের জাতি হিসেবে পরিণত হয়েছে (যিশাইয় ৪৫:৯-১৩; ৫১:১২-১৬ পদ দেখুন)।

৯৫:৭ তাঁর চরাণির লোক। ১০০:৩; যিরমিয় ২৩:১; যিহিষ্কেল ৩৪:১৭-২৩ পদ দেখুন। যেহেতু রাজাদেরকে সাধারণত তাদের অধীনস্থ জাতির লোকদের পালনকর্তা বলা হত (২৩:১; ৭৪:১ পদের নোট দেখুন), সে কারণে তাদের রাজত্ব বা রাজ্যকে অনেক সময় চারণভূমি হিসেবে আখ্যা দেওয়া হত (২৩:২; যিরমিয় ২৫:৩৬; ৪৯:২০; ৫০:৪৫ পদ

দেখুন)। **আজই তোমরা তাঁর কণ্ঠস্বর শোন!** ধর্মীয় অনুষ্ঠানের লিটার্জির ক্ষেত্রে অনেক সময় গীত ৪০ এবং হয়তোবা ৭৮ অধ্যায়ের রীতি অনুসরণ করা হত। এর পরবর্তী অংশে যে কথামালা রয়েছে তা দ্বি.বি. ৬:১৬-১৯ পদে বলা মোশির কথাকে প্রতিফলিত করে।

৯৫:৮ মরীবা ... মঃসা। এই লিটার্জির মূল বক্তা ইস্রায়েল জাতিকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন মরুভূমিতে তার বিদ্রোহের সময়কার কথা (যাত্রা ১৭:৭; গণনা ২০:১৩ পদ দেখুন)।

৯৫:৯ আমার। সদাপ্রভু ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপ ব্যক্তি; তিনি যখন নিজের সম্পর্কে কথা বলতেন তখন অনেক সময়ই নিজেকে একজন ব্যক্তি হিসেবে প্রকাশ করেছেন (৫০:৬, ৭-১৫ পদ দেখুন; এর সাথে দেখুন আদি ১৬:৭ পদ)। **আমার কর্মও দেখল:** মিশর দেশে এবং লোহিত সাগরে – এবং মরুভূমিতে ইস্রায়েল জাতির জন্য খাবার যোগান দানের মধ্য দিয়ে (যাত্রা ১৬ অধ্যায় দেখুন; এর সাথে গণনা ১৪:১১ পদও দেখুন)।

৯৫:১০ চল্লিশ বছর। ইস্রায়েল জাতি এতটাই বিদ্রোহী মনোভাব ধারণ করেছিল যে, ঈশ্বর তাদেরকে কনান দেশ অধিকার করতে দিলেও তারা তা গ্রহণ করতে চায় নি এবং তারা আবারও মিশর দেশে ফিরে যাওয়ার কথা চিন্তা করছিল (গণনা ১৪:১-৪ পদ দেখুন)। তখন ঈশ্বর তাদেরকে শাস্তি দিলেন এবং চল্লিশ বছর তাদেরকে মরুভূমিতে অবস্থান করালেন (গণনা ১৪:৩৪ পদ দেখুন)। **অসন্তুষ্ট:** ২:৫ পদের নোট দেখুন। **সেই জাতি:** অর্থাৎ ইস্রায়েল বয়োজ্যেষ্ঠ প্রজন্ম, যারা মিশর দেশ থেকে বের হয়ে এসেছিল এবং সিনাই পর্বতে ঈশ্বরের সাথে নিয়মে আবদ্ধ হয়েছিল (গণনা ৩২:১৩ পদ দেখুন)। **এরা ভ্রান্ত ... আমার পথ জানল না:** গণনা ১৪:১১ পদে ঈশ্বর যে কথা বলেছিলেন তারই পুনরাবৃত্তি। **অন্তর:** ৪:৭ পদের নোট দেখুন। **আমার পথ:** ২৫:৪ পদ এবং নোট দেখুন।

৯৫:১১ ক্রোধে। গণনা ১৪:২৮; দ্বি.বি. ১:৩৪-৩৫ পদ দেখুন। **আমার বিশ্রামস্থানে প্রবেশ করবে না:** গণনা ১৪:৩০ পদের ভাষা অনুসারে "সেই দেশে তোমরা প্রবেশ করবে না"। কিন্তু যেহেতু প্রতিজ্ঞাত দেশকে বলা হত এমন একটি স্থান হিসেবে যেখানে ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে বিশ্রাম দেবেন (যিহোশূয় ১:১৩, ১৫; আরও দেখুন যাত্রা ৩৩:১৪; দ্বি.বি. ১২:১০; ২৫:১৯ পদ), সে কারণে দুটি বক্তব্যই সমান গুরুত্বপূর্ণ ও সত্য। **বিশ্রামস্থান:** এই কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যার মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে ইস্রায়েল জাতিকে ঈশ্বর এই পৃথিবীতে এমন একটি স্থান দান করেছেন যা সমস্ত বহিরাগত ঝুঁকি এবং আভ্যন্তরীণ গোলযোগ থেকে মুক্ত থাকবে (দ্বি.বি. ৩:২০; ১ রাজা ৫:৪ পদেও নোট দেখুন)।

উপসংহার: ইস্রায়েলীয়দের উদ্ধারকর্তা রাজা আসার আকাঙ্খায় তাঁর লোকদের উপাসনা ও আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে। উদ্ধারকর্তা-রাজার শাসন করার ক্ষমতা থাকবে, কারণ তিনি পৃথিবীর মালিক। এছাড়া তিনি মানুষের মালিক, কারণ তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন এবং উদ্ধার করেছেন। যারা কনান দেশে অবাধ্যতার জন্য বিশ্রামের সুযোগ হারিয়েছিল তাদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা পেয়ে, যারা স্বর্গ-রাজ্যে বিশ্রাম পেতে যাচ্ছে তাদের সতর্ক হওয়া উচিত।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. প্রকৃত উপাসনার বিষয়ে আপনার ধারণা কি? আমাদের গীত, প্রশংসা-গান ও

কোরাসের মানদণ্ড কেমন হওয়া উচিত?

২. কোন্ কোন্ সময় উপাসনা 'রুটিন মাফিক' ও 'অর্থহীন' হয়ে যেতে পারে। কিভাবে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত এবং মাণ্ডলীক উপাসনায় প্রভুর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে পারি এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি?

৩. আমরা যখন "আমাদের সৃষ্টিকর্তা সদাপ্রভুর সম্মুখে হাঁটু পাতি" তখন আমাদের মনোভাব কেমন হওয়া উচিত? কেন?

গীত ৯৬

সদাপ্রভু ঈশ্বর মহান রাজা

ভূমিকা: সমস্ত জাতির কাছে সদাপ্রভুর প্রশংসা করার আহ্বান, যিনি একমাত্র ঈশ্বর এবং যাঁর গৌরব ও মহিমা সারা পৃথিবীতে তাঁর গৌরবের রাজত্ব জুড়ে ব্যাপৃত– এই ভাবধারাটি পুরাতন নিয়মে নতুন নিয়ম তথা নতুন নিয়মে ঈশ্বরের লোকদের মিশনের ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করা হয়েছে (মথি ২৮:১৬-২০ পদ দেখুন)। গীত ৯৩; ৯৫ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। এই গীতটি ১ বংশা ১৬:২৩-৩৩ পদের তুলনায় কিছুটা ভিন্নভাবে এখানে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এখানে এই গীতটি গীত ৯৮ অধ্যায়ের সাথে সংযুক্ত, যার সাথে কাঠামো, ভাষা ও বিষয়বস্তুর যথেষ্ট মিল রয়েছে (বিশেষ করে সূচনা ও সমাপনী অংশগুলো তুলনা করুন)। এর প্রত্যেকটিই পরিণত হয়েছে বিশেষ গীতে যা যিহোবার রাজত্বের গৌরব প্রশংসা করে (এর সাথে তুলনা করুন ৯৭:১; ৯৯:১ পদ) এবং ইস্রায়েল জাতির জন্য বিশেষ দয়ার কথা প্রকাশ করে (এর সাথে তুলনা করুন ৯৭:৮-১২; ৯৯:৪-৯ পদ)। এই অধ্যায়ের বিন্যাস এ কথা প্রকাশ করে যে, গীত ৯৭ অধ্যায়টি গীত ৯৬ অধ্যায়ের সাথে সংযুক্ত এবং গীত ৯৯ অধ্যায়টি ৯৮ অধ্যায়ের সাথে সংযুক্ত, যা এদেরকে একেকটি বিষয়বস্তুগত দ্বৈত গীত হিসেবে প্রকাশ করেছে, যা শুরু হয়েছে গীত ৯৫ অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে। গীতটি দুটি ভাগে তৈরি হয়েছে: (১) প্রথমে সমস্ত জাতিদেরকে "সদাপ্রভু ঈশ্বরের গীত" গাওয়ার এবং তাঁর নামের প্রশংসা করার জন্য তিন স্তর বিশিষ্ট আহ্বান জানানো হয়েছে (পদ ১-৬ দেখুন); (২) দ্বিতীয় ভাগে সমস্ত জাতিদেরকে "সদাপ্রভুর শক্তি ও গৌরব ঘোষণা করা এবং তাঁর নামের গৌরব" ঘোষণা করার জন্য তিনটি স্তরে আহ্বান জানানো হয়েছে (পদ ৭-১৩ দেখুন)। উভয় অংশেরই দুটি ভাগ রয়েছে, যাদের মধ্যে শেষেরটিতে পুরো গীতটির মূল বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে। এর সাথে গীত ৯৫ অধ্যায়ের কাঠামো তুলনা করুন।

১ তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে নতুন গান গাও;
সমস্ত পৃথিবী! সদাপ্রভুর উদ্দেশে গান গাও।
২ সদাপ্রভুর উদ্দেশে গান গাও,
তাঁর নামের ধন্যবাদ কর,
প্রতিদিন তাঁর পরিত্রাণ ঘোষণা কর।
৩ প্রচার কর জাতিদের মধ্যে তাঁর গৌরব,

গীত ৯৬ : ক্রসরেফারেন্স

[৯৬:১] গীত ৩০:৪
[৯৬:১] গীত ৩৩:৩; ৪০:৩; ৯৮:১; ১৪৪:৯; ১৪৯:১; যিশা ৪২:১০; প্রকা ৫:৯
[৯৬:২] গীত ৬৮:৪
[৯৬:২] গীত ২৭:১; ৭১:১৫
[৯৬:৩] গীত ৮:১

সমস্ত লোক-সমাজে তাঁর আশ্চর্য কর্মগুলো।
৪ কেননা সদাপ্রভু মহান ও অতি প্রশংসনীয়,
তিনি সমস্ত দেবতার চেয়ে ভয়াবহ।
৫ কেননা জাতিদের সমস্ত দেবতা মূর্তিমাত্র,
কিন্তু সদাপ্রভু আকাশের নির্মাতা;
৬ গৌরব ও মহিমা তাঁর অগ্রবর্তী;
শক্তি ও শোভা তাঁর পবিত্র স্থানে বিদ্যমান।
৭ হে জাতিদের গোষ্ঠীগুলো, সদাপ্রভুর ঘোষণা কর,
সদাপ্রভুর গৌরব ও শক্তি ঘোষণা কর।
৮ সদাপ্রভুর নামের গৌরব ঘোষণা কর,
নৈবেদ্য সঙ্গে নিয়ে তাঁর প্রাঙ্গণে এসো।
৯ পবিত্র শোভায় সদাপ্রভুকে প্রণিপাত কর;
সমস্ত পৃথিবী! তাঁর সাক্ষাতে কেঁপে ওঠো।
১০ জাতিদের মধ্যে বল, সদাপ্রভু রাজত্ব করেন;
জগৎও অটল, তা বিচলিত হবে না;
তিনি ন্যায়ে জাতিদের বিচার করবেন।
১১ আকাশ আনন্দ করুক, পৃথিবী উল্লসিত হোক;
সমুদ্র ও তার মধ্যেকার সকলই গর্জন করুক;
১২ ক্ষেত ও সেই স্থানের সকলই উল্লসিত হোক;
তখন বনের সমস্ত গাছ আনন্দে গান করবে;
১৩ সদাপ্রভুর সাক্ষাতেই করবে,
কেননা তিনি আসছেন,
তিনি জগতের বিচার করতে আসছেন;
তিনি ধর্মশীলতায় পৃথিবীর বিচার করবেন,
তাঁর বিশ্বস্ততায় জাতিদের বিচার করবেন।

[৯৬:৩] গীত ৭১:১৭; প্রকা ১৫:৩
[৯৬:৪] গীত ৪৮:১
[৯৬:৪] দ্বি.বি. ২৮:৫৮; ১বংশা ১৬:২৫; গীত ৮৯:৭
[৯৬:৪] গীত ৯৫:৩
[৯৬:৫] লেবী ১৯:৪
[৯৬:৫] আদি ১:১; ২বংশা ২:১২
[৯৬:৬] গীত ২১:৫
[৯৬:৬] গীত [২৯:১; ৮৯:১৭
[৯৬:৭] গীত [২৯:১
[৯৬:৭] গীত ২২:২৭
[৯৬:৮] গীত ৪৫:১২; ৫১:১৯; ৭২:১০
[৯৬:৮] গীত ৬৫:৪; ৮৪:১০; ৯২:১৩; ১০০:৪
[৯৬:৯] যাত্রা ২৩:২৫; যোহন ১:৯
[৯৬:৯] গীত ৯৩:৫
[৯৬:৯] যাত্রা ১৫:১৪; গীত ১১৪:৭
[৯৬:৯] গীত ৩৩:৮
[৯৬:১০] গীত ৯৭:১
[৯৬:১০] গীত ২৪:২; ৭৮:৬৯; ১১৯:৯০
[৯৬:১০] গীত ৯৩:১
[৯৬:১০] গীত ৫৮:১১
[৯৬:১০] গীত ৬৭:৪; ৯৮:৯
[৯৬:১১] প্রকা ১২:১২
[৯৬:১১] গীত ৯৭:১; যিশা ৪৯:১৩
[৯৬:১২] যিশা ৪৪:২৩; ৫৫:১২; যিহি ১৭:২৪
[৯৬:১২] গীত ৬৫:১৩
[৯৬:১৩] প্রকা ১৯:১১
[৯৬:১৩] গীত ৭:১১; প্রেরিত ১৭:৩১
[৯৬:১৩] গীত ৮৬:১১

গীত ৯৬ এর নোটসমূহ

৯৬:১-৩ পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে সদাপ্রভুর প্রশংসা ঘোষণা করার জন্য আহ্বান। তিনবার এই একই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে ("গীত গাও ... গীত গাও ... গীত গাও") যা পুরাতন নিয়মের উপাসনামূলক লিটার্জিগুলোতে বিধৃত আহ্বানের একটি বিশেষ সাধারণ বৈশিষ্ট্য (৭-৯ পদের নোট দেখুন; এর সাথে **১০৩:২০-২২; ১১৮:২-৪; ১৩৫:১; ১৩৬:১-৩** পদও দেখুন)।

৯৬:১ নতুন গীত। ৩৩:৩ পদের নোট দেখুন। **সমস্ত পৃথিবী!** ৯ পদ দেখুন; কিংবা "সমস্ত দেশ", যা দ্বারা মূলত সমগ্র ইস্রায়েল জাতিকে বোঝানো হয়েছে। তবে এই গীতটিকে বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে (বিশেষ করে ৭ পদ) বোঝা যায় যে, গীত রচয়িতা আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গীতটি রচনা করেছেন (**৯৭:১; ১০০:১** পদের নোট দেখুন; **১১৭:১** পদ দেখুন; এর সাথে **৯:১** পদের নোট দেখুন)।

৯৬:২ তাঁর নাম। ৮ পদ দেখুন; এর সাথে ৫:১১ পদের নোটও দেখুন। **তাঁর উদ্ধার ঘোষণা করঃ** অর্থাৎ সুখবর হিসেবে ঘোষণা কর (৪০:৯ পদের নোট দেখুন)। ইস্রায়েল জাতি ঈশ্বরের দ্বারা তাদের প্রতি কৃত সমস্ত উদ্ধারকারী কাজের কথা ব্যক্ত করবে (৩:৮ পদ দেখুন; এর সাথে ৮৫:৯ পদও দেখুন)।

৯৬:৩ তাঁর গৌরব। ৮৫:৯ পদের নোট দেখুন। **তাঁর আশ্চর্য কর্মগুলো।** ৭১:১৬-১৭ পদের নোট দেখুন।

৯৬:৪-৬ কেন "সমস্ত পৃথিবী" (পদ ১) সদাপ্রভু ঈশ্বরের গৌরব করবে: তিনিই একমাত্র ঈশ্বর (গীত ১১৫ অধ্যায় দেখুন)।

৯৬:৪ ভয়াবহ। ১৫:৪ পদের নোট দেখুন।

৯৫:৫ সদাপ্রভু আকাশমণ্ডলের নির্মাতা। স্বর্গীয় রাজ্যের নির্মাতা হিসেবে সদাপ্রভু ঈশ্বর অন্য সকল দেবতাদের চেয়ে মহান ও শক্তিশালী (৯৭:৭ পদ দেখুন)। পৌত্তলিকেরা স্বর্গ বা আকাশকে বলত দেবতাদের বাসস্থান।

৯৬:৬ গৌরব ও মহিমা ... শক্তি ও শোভা। মোট চারটি স্বর্গীয় বৈশিষ্ট্যকে সিংহাসনের পাশে দণ্ডায়মান ব্যক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে যারা সদাপ্রভু ঈশ্বরের সামনে সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর সদাপ্রভুর গৌরব ঘোষণা করে। এ ধরনের ব্যক্তিকরণের আরও উদাহরণ দেখুন ২৩:৬ পদে। **শোভাঃ** এই শব্দের জন্য এখানে যে হিব্রু শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা দিয়ে অপরিমেয় সৌন্দর্য বোঝানো হয়ে থাকে।

৯৬:৭-৯ সমস্ত জাতিদেরকে সদাপ্রভুর উপাসনা করার জন্য আহ্বান (২৯:১-২ পদের নোট দেখুন)। ২৯:২ পদের দুটি অর্ধ বাক্যাংশ এই গীতে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

৯৬:৮ তাঁর প্রাঙ্গণে। সদাপ্রভুর মন্দিরের প্রাঙ্গণ (৮৪:২, ১০; ২ রাজা ২১:৫; ২৩:১১-১২ পদ দেখুন)।

৯৬:৯ পবিত্র শোভা। ২৯:২ পদের নোট দেখুন। **কেঁপে ওঠোঃ** শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয়ে, যা এখানে "ভয়াবহ" হিসেবে বোঝানো হয়েছে (পদ ৪ দেখুন)।

৯৬:১০-১৩ সমস্ত জাতিদেরকে সদাপ্রভু ঈশ্বরের ধার্মিকতার রাজত্বের কথা ঘোষণা করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

৯৬:১০ সদাপ্রভু রাজত্ব করেন। ৯৩:১ পদের নোট দেখুন। তিনি ন্যায়ে জাতিদের বিচার করবেন। পুরাতন নিয়মের দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র পৃথিবীকে এক করে দেখা হয়েছে এবং এর বস্তুগত ও নৈতিক সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে এক্ষেত্রে বিবেচনায় আনা হয়েছে যা ঈশ্বর তাঁর একক রাজ্য প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে স্থাপন করেছেন এবং দুটো বিষয়ই তাঁর রাজত্বকে সমুন্নত রাখে। এ কারণে সৃষ্টিজগত এবং মানবীয় সমস্ত বিষয়ের উপরে ঈশ্বরের রাজত্বকে (এবং সেই সাথে তাঁর সৃষ্টি ও পরিত্রাণ দানের কাজকে) অনেক ক্ষেত্রে এক করে দেখানো হয় এবং দুটো ক্ষেত্রেই তাঁর ধার্মিকতা, বিশ্বস্ততা এবং ভালবাসা সমানভাবে প্রয়োগযোগ্য। যেহেতু ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ম মঙ্গলময় এবং দীর্ঘস্থায়ী (আদিপুস্তক ১ অধ্যায় দেখুন), সে কারণে তা অনেক সময় পুরাতন নিয়মের গীতগুলোতে প্রকাশ পায় (যেমনটা এখানে প্রকাশ পেয়েছে) এবং তা প্রকাশ করে যে, মানবীয় সমস্ত বিষয়ের উপরে ঈশ্বরের রাজত্বে সুনিশ্চিতভাবে স্থান পাবে ন্যায় বিচার, ধার্মিকতা ও বিশ্বস্ততা (পদ ১৩ দেখুন; আরও দেখুন ৯:৭-৮; ১১:৩; ৩৩:৪-১১; ৩৬:৫-৯; ৫৭:১০; ৫৮:১১; ৬৫:৬-৭; ৭১:১৯; ৭৪:১৩-১৪,

১৬-১৭; ৭৫:২; ৮২:৫; ৯৩:৩-৪; ৯৮:৯; ৯৯:৪; ১১৯:৮৯-৯১ পদের নোট দেখুন)। **বিচার করবেন:** ১৩ পদের নোট দেখুন।

৯৬:১১-১২ যেহেতু ঈশ্বরের রাজ্য এক (১০ পদের নোট দেখুন), সে কারণে সমস্ত সৃষ্টি তাঁর নামের গৌরব প্রশংসা করবে, যখন ঈশ্বর তাঁর পূর্ণ মহিমা ও শোভায় মানব জাতির উপরে শাসন প্রতিষ্ঠা করবেন এবং তাঁর মহাজাগতিক রাজ্যের পূর্ণতা সাধন করবেন (৬৫:১৩ পদের নোট দেখুন; এর সাথে ৯৭:৭-৯ পদও দেখুন)। সমগ্র সৃষ্টি জগত এখন যেভাবে মুক্তি সাধনের মধ্য দিয়ে তার পূর্ণতা প্রাপ্তির অপেক্ষায় রয়েছে তা সম্পর্কে আরও জানতে রোমীয় ৮:২১-২২ পদের নোট দেখুন।

৯৬:১৩ আসছেন ... আসছেন ... বিচার করবেন। ঈশ্বর সমস্ত বস্তুর উপরে আজত্ব করেন এবং তিনি ইতিহাস সৃষ্টিকারী সদাপ্রভু ঈশ্বর। সে কারণে ইস্রায়েল জাতি ভাববাদীগণের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশের জন্য প্রত্যাশা সহকারে জীবন ধারণ করছে। এই আত্মপ্রকাশ হচ্ছে ঈশ্বরের ভবিষ্যতের উদ্ধারকারী কাজ, যার মধ্য দিয়ে তিনি এই পৃথিবীর তথা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত মন্দতাকে পরাজিত করবেন এবং তাঁর ধার্মিকতা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন। **ধর্মশীলতা:** ৪:১ পদেও নোট দেখুন।

উপসংহার: দ্বিতীয় আগমনের কথা বলা হয়েছে। সদাপ্রভু মহান। সমস্ত সৃষ্টি তাঁর গুণকীর্তন করবে। মুক্তির কাজ শেষ হওয়ার জন্য এবং মানুষ ও পৃথিবীর উপর আশীর্বাদ বর্ষণের জন্য তাঁর উদ্দেশ্যে 'নতুন গীত' গাওয়া হবে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. এই গীত তার পাঠকদেরকে প্রভুর প্রশংসা গান গাইতে আহ্বান করে। প্রভুর জন্য আপনি কি গান গাইতে সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেন? কেন আপনি সেই সব গান গাইতে পছন্দ করেন?
২. আমাদের প্রভু কেন প্রশংসার যোগ্য?
৩. সমস্ত পৃথিবীর উপর যখন প্রভু রাজত্ব করবেন তখন আপনি প্রকৃতির কোন্ পরিবর্তনগুলো দেখতে আগ্রহী হবেন?

গীত ৯৭

ঈশ্বরের রাজত্বে ঈশ্বরের মহিমা

ভূমিকা: সমগ্র পৃথিবীর উপরে ঈশ্বরের ধর্মশীল রাজত্বের জন্য আনন্দপূর্ণ গৌরব ও প্রশংসা ঘোষণা (গীত ৯৩; ৯৫ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন), যার পাশাপাশি বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে সদাপ্রভুর রাজত্বের সুফলের কথা যা ইস্রায়েল জাতি ভোগ করছে (গীত ৯৬ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। গীতটির মূল দুটি ভাগ (পদ ১-৬, ৮-১২ বেশ নিবিড়ভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয়েছে, যার প্রথমটিতে ৪২টি এবং দ্বিতীয়টিতে ৪৩টি হিব্রু শব্দ

রয়েছে) একটি কেন্দ্রীয় পদের মধ্য দিয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে (পদ ৭; ৬:৬ পদের নোট দেখুন), যা মূল বিষয়বস্তুর সম্পূরক বক্তব্য হিসেবে কাজ করেছে। দুটি প্রধান অংশের প্রথম পদ বিষয়বস্তুগত দিক থেকে এক সাথে সংযুক্ত: পদ ১, "উল্লসিত হোক ... আনন্দ করুক" এবং পদ ৮, "আনন্দিত হল ... উল্লসিত হল" – দ্বিতীয় অংশে অর্থাৎ ৮ পদে প্রথম পদের বক্তব্যকে উল্টোভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যা পুরাতন নিয়মের কবিতাগুলোর একটি বিশেষ ধরন বা বৈশিষ্ট্য। প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিভক্তিটিকে চিহ্নিত করা যায় "পৃথিবী" (পদ ১) ও "স্বর্গ" (পদ ৬) এর উল্লেখের মধ্য দিয়ে এবং দ্বিতীয়টি "সিয়োন ... যিহূদার কন্যারা" (পদ ৮) এবং "ধার্মিকেরা" (পদ ১২) কথাগুলোর মধ্য দিয়ে।

গীত ৫১ : ক্রসরেফারেন্স

[৯৭:১] যাত্রা ১৫:১৮; গীত ৯৩:১; ৯৬:১০; ৯৯:১; যিশা ২৪:২৩; ৫২:৭
[৯৭:১] গীত ৯৬:১১
[৯৭:১] ইষ্টের ১০:১
[৯৭:২] ইয়োব ২২:১৪
[৯৭:২] যাত্রা ১৯:৯
[৯৭:২] গীত ৮৯:১৪
[৯৭:৩] যিশা ৯:১৯; দানি ৭:১০; যোয়েল ১:১৯; ২:৩
[৯৭:৩] হবক্ ৩:৫
[৯৭:৩] ২শমূ ২২:৯
[৯৭:৪] ইয়োব ৩৬:৩০
[৯৭:৪] ২শমূ ২২:৮
[৯৭:৪] গীত ১৮:৭; ১০৪:৩২; প্রকা ৬:১২
[৯৭:৫] গীত ৪৬:২, ৬
[৯৭:৫] গীত ২২:১৪
[৯৭:৫] যিহো ৩:১১
[৯৭:৬] গীত ৫০:৬; ৯৮:২
[৯৭:৬] গীত ১৯:১
[৯৭:৭] লেবী ২৬:১
[৯৭:৭] যিশা ৪২:১৭; যিরি ১০:১৪
[৯৭:৭] দ্বি.বি. ৫:৮
[৯৭:৭] যাত্রা ১২:১২; গীত ১৬:৪
[৯৭:৮] গীত ৯:২
[৯৭:৯] গীত ৭:৮
[৯৭:৯] ইয়োব ৩৪:২৯
[৯৭:১০] ইয়োব ২৮:২৮; আমোষ ৫:১৫; রোমীয় ১২:৯
[৯৭:১০] গীত ৩১:২৩; ৩৭:২৮; হিতো ২:৮
[৯৭:১০] গীত ৩৪:৭; দানি ৩:২৮; ৬:১৬
[৯৭:১০] গীত ৩৭:৪০; যিরি ১৫:২১; ২০:১৩
[৯৭:১১] ইয়োব ২২:২৮
[৯৭:১১] গীত ১১:৫

১ সদাপ্রভু রাজত্ব করেন! পৃথিবী উল্লসিত হোক,
দ্বীপগুলো আনন্দ করুক;
২ মেঘ ও অন্ধকার তাঁর চারদিকে বিদ্যমান,
ধর্মশীলতা ও ন্যায়বিচার তাঁর সিংহাসনের ভিত্তিমূল।
৩ আগুন তাঁর অগ্রভাগে গমন করে,
চারদিকে তাঁর শত্রুদেরকে পুড়িয়ে ফেলে।
৪ তাঁর বিদ্যুৎ জগৎকে দেদীপ্যমান করলো;
পৃথিবী তা দেখলো, কেঁপে উঠলো।
৫ পর্বতগুলো মোমের মত গলে গেল,
সদাপ্রভুর সাক্ষাতে, সমস্ত পৃথিবীর প্রভুর সাক্ষাতে।
৬ স্বর্গ তাঁর ধর্মশীলতা প্রচার করেছে,
এবং সমস্ত জাতি তাঁর গৌরব দেখেছে।
৭ লজ্জিত হোক সেই সকলে,
যারা খোদাই-করা মূর্তির সেবা করে,
যারা মূল্যহীন মূর্তির গর্ব করে;
হে দেবতারা! সকলে তাঁকে প্রণিপাত কর।
৮ সিয়োন শুনে আনন্দিত হল,
যিহূদার কন্যারা উল্লসিত হল,
হে সদাপ্রভু, তোমার বিচারগুলোর জন্য।
৯ কেননা, হে সদাপ্রভু, তুমি সমস্ত পৃথিবীর
উপরে সর্বশক্তিমান,
তুমি সমস্ত দেবতা থেকে অতিশয় উন্নত।
১০ সদাপ্রভুর তাদের প্রেম করেন যারা
দুষ্টতাকে ঘৃণা করে;
তিনি তাঁর ভক্তদের প্রাণ রক্ষা করেন,
দুষ্টদের হাত থেকে তাদেরকে
পরিত্রাণ করেন।
১১ আলো বর্ষণ করা হয়েছে ধার্মিকের জন্য,

আর সরলচিত্তদের জন্য আনন্দ।
১২ হে ধার্মিকেরা, সদাপ্রভুতে আনন্দ কর,
তাঁর পবিত্র নামের ধন্যবাদ কর।

[৯৭:১১] গীত ৭:১০
[৯৭:১২] ইয়োব ২২:১৯; গীত ১০৪:৩৪; যিশা ৪১:১৬; ফিলি ৪:৪
[৯৭:১২] যাত্রা ৩:১৫; গীত ৯৯:৩

গীত ৯৭ এর নোটসমূহ

৯৭:১-৬ জাতিগণের কাছে সাক্ষ্য – তারাও ঈশ্বরের গৌরব ও মহিমার নিদর্শন দেখেছে (পদ ২-৬) এবং তাদেরও উচিত ইস্রায়েল জাতির সাথে সদাপ্রভু ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠত্ব, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার জন্য গৌরব ও প্রশংসা করা।

৯৭:১ সদাপ্রভু রাজত্ব করেন! ৯৩:১ পদের নোট দেখুন। **পৃথিবী:** ৯৬:১; ৯৯:১; ১১৭:১ পদ দেখুন; এর সাথে ৯:১ পদের নোট দেখুন। **দ্বীপগুলো:** আক্ষরিক অর্থে দূরবর্তী উপকূল; যেখানে বড় বড় জাহাজ নিয়ে প্রচুর সময় ব্যয় করে ভ্রমণ করতে হয় এমন দূরবর্তী প্রত্যন্ত অঞ্চল (১ রাজা ৯:২৬-২৮; ১০:২২; যিশাইয় ৬০:৯; যোনা ১:৩ পদ দেখুন)।

৯৭:২-৬ আকাশের চমৎকার দৃশ্যের মধ্য দিয়ে, বিশেষ করে বজ্রপাতের মধ্য দিয়ে সদাপ্রভুর রাজকীয় গৌরব প্রকাশ পেয়েছে (১৮:৭-১৫ পদের নোট দেখুন; এর সাথে গীত ২৯ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)।

৯৭:২ মেঘ ও অন্ধকার। ঘন অন্ধকার ঝড় সূর্যকে ঢেকে দেয় এবং সমস্ত আকাশ যেন এক পর্দা দিয়ে ঢেকে দেয়। এই নাটকীয় দৃশ্য ঈশ্বরের মহিমার স্বরূপ প্রকাশ করে, যার ভয়ঙ্কর উত্তাপ ও জ্যোতি সৃষ্ট জীবের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখা হয় (যাত্রা ১৯:৯; ১ রাজা ৮:১২ পদ দেখুন)। এ কারণেই পবিত্র ব্যবস্থা তাঁবু ও মন্দিরের একটি কক্ষ অর্থাৎ মহাপবিত্র স্থানকে সব সময় আড়াল করে রাখা হত (যাত্রা ২৬:৩৩; ২ বংশা ৩:১৪ পদ দেখুন), অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রাখা হত। **ধর্মশীলতা:** ৬ পদ দেখুন; এর সাথে ৪:১ পদের নোটও দেখুন। **তাঁর সিংহাসনের ভিত্তিমূল:** ঈশ্বর তাঁর নিজ ক্ষমতায় শাসন করেন (৬৬:৭ পদ দেখুন), কিন্তু তাঁর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ধার্মিকতা ও ন্যায় বিচারের উপরে, যা স্বর্গ ঘোষণা করে (৬ পদের নোট দেখুন)। ইস্রায়েল জাতির জীবনে ধার্মিকতা ও ন্যায় বিচারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সিংহাসন কথাটি অনেকটা প্রবাদ বাক্যের মত ছিল (হিতোপদেশ ১৬:৩২; ২৫:৫; ২৯:১৪; এর সাথে তুলনা করুন গীত ৯:৭-৮; ১০৩:৬, ১৯ পদের নোট)।

৯৭:৩ আগুন। যা ঝড়ের সময় বজ্রপাতের মধ্য দিয়ে দেখা যায় (৪ পদ দেখুন), অনেক সময় আগুন ঈশ্বরের ন্যায় বিচারের ক্রোধকে প্রকাশ করে (উদাহরণ হিসেবে দেখুন ২১:৯; ৫০:৩; ৮৩:১৪; দ্বি.বি. ৪:২৪; ৯:৩; ৩২:২২; ১ রাজা ১৯:১২; যিশাইয় ১০:১৭; ৩০:২৭, ৩০; এর সাথে বিলাপ ১:১৩ পদের নোটও দেখুন।

৯৭:৪ জগৎ তা দেখলো। এখানে ঈশ্বরের রাজত্বের অধীনস্থ ভূমিকে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে।

৯৭:৬ তাঁর ধর্মশীলতা প্রচার করেছে। চিরস্থায়ী ও অটল স্বর্গ, যা স্বয়ং সদাপ্রভুর আবাসস্থল তা তাঁর গৌরব ও তাঁর ধর্মশীলতার কথা বলছে, ঘোষণা করছে (১৯:১-৪ পদ দেখুন)। এর মধ্য দিয়ে বস্তুত এ কথা ঘোষণা করা হচ্ছে যে, ঈশ্বরের রাজত্বে জগৎ ও স্বর্গ সমানভাবে তাঁর কর্তৃত্ব স্বীকার করে ও তাঁকে ধারণ করে (৯৬:১০ পদের নোট দেখুন)। **সমস্ত জাতি তাঁর গৌরব দেখেছে:** ২-৬ পদে সাধারণ বা সার্বজনীন প্রত্যাদেশের কথা বলা

হয়েছে (এর সাথে তুলনা করুন **১৯:১**-৬ পদ)।

৯৭:৭ এই গীতের কেন্দ্রীয় পদ (৬:৬ পদের নোট দেখুন) এবং মূল বক্তব্য: যারা সদাপ্রভুকে জানে তারা সকলে আনন্দিত হোক; কিন্তু যারা মিথ্যা দেবতাদের উপরে নির্ভর করে ও তাদের পূজা করে তারা সকলে লজ্জিত ও ভর্ৎসিত হোক। প্রহসনের মধ্য দিয়ে এই গীতে সেই সমস্ত দেবতাদের কথা বলা হয়েছে যাদের উপরে লোকেরা বোকার মত নির্ভর করে ও তাদের পূজা করে, যাদের কি না একমাত্র সদাপ্রভু ঈশ্বরের কাছে উপাসনা করা উচিত (৯ পদ দেখুন; এর সাথে **২৯:১** পদের নোট দেখুন)।

৯৭:৮-১২ ঈশ্বরের রাজত্বের কারণে সিয়োনের আনন্দের ঘোষণা (পদ ৮-৯) এবং সেই সাথে এখানে মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, যারা মন্দতাকে ঘৃণা করে কেবল তারাই ঈশ্বরের ধর্মশীলতার রাজ্যে আনন্দ গৌরব করতে পারে (পদ ১০-১২ দেখুন)।

৯৭:৮ সিয়োন শুনে আনন্দিত হল। "সদাপ্রভু রাজত্ব করেন" (পদ **১**) তাঁর "ধর্মশীলতায়" (পদ ৬) – এ কথা শোনার কারণে। **বিচারগুলো:** রাজত্বকারী সদাপ্রভু ঈশ্বরের বিচার ও শাসনের কাজ (পদ **১**) যা তিনি মানবীয় কার্যকলাপের জন্য করে থাকেন (১০৫:৭; যিশাইয় ২৬:৯ পদ দেখুন), বিশেষ করে ইস্রায়েল জাতিকে উদ্ধার দান (৪৮:১১; ১০৫:৫; দ্বি.বি. ৩৩:২১ পদ দেখুন)।

৯৭:৯ সর্বশক্তিমান। আদি ১৪:১৯ পদের নোট দেখুন।

৯৭:১০ তাঁর ভক্ত। ৪:৩ পদের নোট দেখুন।

৯৭:১১ আলো। ২৭:১ পদের নোট দেখুন; এর সাথে ৩৬:৯ পদও দেখুন। **ধার্মিক:** **১২** পদ দেখুন; এর সাথে **১:৫** পদের নোট দেখুন। **সরলচিত্ত:** ৪:৭ পদের নোট দেখুন।

৯৭:১২ তাঁর পবিত্র নাম। ৩০:৪ পদের নোট দেখুন।

উপসংহার: রাজার রাজত্বের কথা বলা হয়েছে। রাজার রাজত্বের ফলাফল ৬-১২ পদে বলা হয়েছে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. কোন্ মিথ্যা দেব-দেবতাদের লোকেরা উপাসনা করে?
২. মিথ্যা দেবতা থেকে মহান ঈশ্বর কোন্ দিক থেকে আলাদা?
৩. ১০ পদ বলে যে, "যারা সদাপ্রভুকে ভালবাসে তারা মন্দকে ঘৃণা করে।" মন্দতার কোন্ অভিব্যক্তি আপনি সবচেয়ে বেশি আক্রমণাত্মক বলে মনে করেন?

গীত ৯৮

এই পৃথিবীর শাসনকর্তা সদাপ্রভু ঈশ্বর

ভূমিকা: আনন্দের সাথে সদাপ্রভুর ধর্মশীলতাপূর্ণ রাজত্বের কথা ঘোষণা করার আহ্বান (গীত ৯৩; ৯৫ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। এই গীতটির শুরু ও শেষের অংশ গীত ৯৬

অধ্যায়ের বক্তব্যকে প্রতিফলন করে, যার সাথে এই অধ্যায়টি সংযুক্ত রয়েছে (গীত ৯৬ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। তিনটি অংশ ক্রমান্বয়ে এই আহ্বানকে আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত পরিসরে নিয়ে গেছে: (১) মন্দিরে সমবেত সমস্ত উপাসনাকারী জন সাধারণ (পদ ১-৩); (২) সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত মানুষ (পদ ৪-৬); (৩) সমগ্র সৃষ্ট জগৎ (পদ ৭-৯)। প্রথম অংশটিতে অতীতে ঈশ্বরের ধর্মশীলতায় তাঁর কৃত সমস্ত প্রত্যাদেশের কথা স্মরণ করা হয়েছে (পদ ২); শেষ অংশটিতে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাস নিয়ে সদাপ্রভু ঈশ্বরের আসন্ন রাজত্বের কথা ঘোষণা করা হয়েছে (পদ ৯); মাঝের অংশটিতে রয়েছে আনন্দের সাথে চিৎকার করে সদাপ্রভুর গৌরব ঘোষণা করার আহ্বান (পদ ৪, ৬)।

সঙ্গীত।

গীত ৫১ : ক্রসরেফারেন্স

১ তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে নতুন গান গাও,
কেননা তিনি অনেক আশ্চর্য কাজ করেছেন;
তাঁর ডান হাত ও তাঁর পবিত্র বাহু তাঁর পক্ষে
বিজয় সাধন করেছে।
২ সদাপ্রভু তাঁর বিজয়ের কথা জানিয়েছেন,
তিনি জাতিদের দৃষ্টিগোচরে তাঁর ধর্মশীলতা
প্রকাশ করেছেন।
৩ তিনি ইস্রায়েল-কুলের পক্ষে তাঁর অটল প্রেম ও
বিশ্বস্ততা স্মরণ করেছেন;
পৃথিবীর সমস্ত প্রান্ত আমাদের ঈশ্বরের বিজয়
দেখেছে।
৪ সমস্ত পৃথিবী! সদাপ্রভুর উদ্দেশে জয়ধ্বনি কর;
উচ্চধ্বনি কর, আনন্দগান কর, প্রশংসা গাও।
৫ গান কর সদাপ্রভুর উদ্দেশে বীণা সহকারে,
বীণা সহকারে ও গানের রবে।
৬ তূরী ও ভেরিবাদ্য সহকারে
রাজা সদাপ্রভুর সম্মুখে জয়ধ্বনি কর।
৭ সমুদ্র ও তার মধ্যেকার সকলই গর্জন করুক,
পৃথিবী ও পৃথিবীবাসীরাও করুক;
৮ নদ নদীরা করতালি দিক;,
পর্বতমালা একসঙ্গে আনন্দগান করুক;
৯ সদাপ্রভুর সাক্ষাতেই করুক,
কেননা তিনি পৃথিবীর বিচার করতে আসছেন;
তিনি ধর্মশীলতায় জগতের বিচার করবেন,
ও ন্যায়ে জাতিদের বিচার করবেন।

[৯৮:১] গীত ৩০:৪
[৯৮:১] গীত ৯৬:১
[৯৮:১] যাত্রা ১৫:১; গীত ৯৬:৩; যিশা ১২:৫; লূক ১:৫১
[৯৮:১] যাত্রা ১৫:৬
[৯৮:১] যিহো ৪:২৪; ইয়োব ৪০:৯; যিশা ৫১:৯; ৫২:১০; ৫৩:১; ৬৩:৫
[৯৮:১] গীত ৪৪:৩; যিশা ৫৯:১৬
[৯৮:২] যিশা ৫২:১০; লূক ৩:৬
[৯৮:২] গীত ৯৭:৬
[৯৮:২] গীত ৬৭:২
[৯৮:৩] ১বংশা ১৬:১৫
[৯৮:৩] আদি ৪৯:১০; গীত ৪৮:১০
[৯৮:৩] গীত ৫০:২৩
[৯৮:৪] গীত ২০:৫; যিশা ১২:৬; ৪৪:২৩; ৫২:৯; ৫৪:১; ৫৫:১২
[৯৮:৫] গীত ৩৩:২; ৯২:৩; ১৪৭:৭
[৯৮:৫] যিশা ৫১:৩
[৯৮:৬] গণনা ১০:২; ২শমূ ৬:১৫
[৯৮:৬] যাত্রা ১৯:১৩
[৯৮:৬] গীত ২০:৫; ১০০:১; যিশা ১২:৬
[৯৮:৬] গীত ২:৬; ৪৭:৭
[৯৮:৭] গীত ৯৩:৩
[৯৮:৭] গীত ২৪:১
[৯৮:৮] রাজা ১১:১২
[৯৮:৮] গীত ১৪৮:৯; যিশা ৪৪:২৩; ৫৫:১২
[৯৮:৯] গীত ৯৬:১০

গীত ৯৮ এর নোটসমূহ

৯৮:১-৩ গীতের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের লোকদের জন্য তাঁর উদ্ধারকারী সমস্ত কাজের জন্য আনন্দ ও উল্লাস করার আহ্বান।

৯৮:১ নতুন গীত। ৩৩:৩ পদের নোট দেখুন। **আশ্চর্য কাজঃ** ৯:১ পদের নোট দেখুন (আশ্চর্য কাজ)।

৯৮:২ জানিয়েছেন ... জাতিদের দৃষ্টিগোচরে ... প্রকাশ করেছেন। ঈশ্বরের জাতির জন্য তাঁর উদ্ধারকারী কাজ জাতিগণের কাছে তাঁর নাম প্রকাশ করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ঈশ্বর স্বয়ং তাঁর নাম ও তাঁর কাজের প্রচারকারী (৭৭:১৪ পদ দেখুন ও ৪৬:১০ পদের নোট দেখুন; এর সাথে যিশাইয় ৫২:১০ পদ দেখুন)। **বিজয় ... ধর্মশীলতাঃ** ঈশ্বরের উদ্ধারকারী তথা বিজয়ের কাজ তাঁর ধর্মশীলতাকেই প্রকাশ করে (৪:১; ৭১:২৪ পদের নোট দেখুন)।

৯৮:৩ অটল ভালবাসা ... বিশ্বস্ততা। অর্থাৎ ঈশ্বরের অটল ভালবাসা ও বিশ্বস্ততা (৩৬:৫ পদের নোট দেখুন; এর সাথে ৩:৭ পদের নোটও দেখুন)। এই মিশ্র প্রকাশভঙ্গিটি দিয়ে অনেক সময় ঈশ্বরের লোকদের প্রতি তাঁর নিয়মের প্রতিজ্ঞার কথা বোঝানো হয়ে থাকে (৬:৪ পদের নোট দেখুন)।

৯৮:৪-৬ ঈশ্বরের গৌরব ও মহিমা উদযাপনের জন্য সমগ্র পৃথিবীর প্রতি আহ্বান।

৯৮:৪ ১০০:১ পদ দেখুন। **সমস্ত পৃথিবী!** পৃথিবীর সকল মানুষ (৯৪:১ পদের নোট দেখুন; এর সাথে ৯৯:১ পদ দেখুন)।

৯৮:৫ বীণা। আদি ৩১:২৭ পদের নোট দেখুন।

৯৮:৬ তূরী। বিশেষ ধরনের লম্বা ও সোজা আকৃতির বাদ্যযন্ত্র যা মন্দিরে ব্যবহৃত হত (গীতসংহিতায় কেবল মাত্র এই স্থানে বাদ্যযন্ত্রটির নাম দেখা যায়; গণনা ১০:২-৩, ১০ পদের নোট দেখুন)। **ভেরিবাদ্যঃ** ভেড়ার শিং থেকে তৈরি এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র। এই বাদ্যযন্ত্রটি তুলনামূলকভাবে বেশি প্রচলিত ছিল (৪৭:৫; ৮১:৩; ১৫০:৩ পদের এর উল্লেখ পাওয়া যায়; এর সাথে যোয়েল ২:১ পদের নোট দেখুন)।

৯৮:৭-৯ সমগ্র সৃষ্ট জগতকে আনন্দ ও উল্লাস করার আহ্বান জানানো হচ্ছে (৯৬:১১-১২ পদ দেখুন)।

৯৮:৭ সমুদ্র ... পৃথিবী। জীবন্ত প্রাণীতে সমৃদ্ধ সম্পূর্ণ ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দুটো স্থান।

৯৮:৮ নদ নদী ... পর্বতমালা। নদ নদী থেকে শুরু করে পর্বতমালা, পৃথিবীর সমস্ত বৈচিত্র্যই এক সাথে হাতে তালি দিক এবং আনন্দ সহকারে এক সাথে গান করুক (৬৫:১৩ পদের নোট দেখুন)।

৯৮:৯ তিনি পৃথিবীর বিচার করতে আসছেন। ৯৬:১৩ পদের নোট দেখুন। ইস্রায়েল জাতি ঈশ্বরের অতীত (পদ ১-৩) ও ভবিষ্যতের উদ্ধারকারী কাজের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরতা স্থাপনের মধ্য দিয়ে জীবন ধারণ করে আসছে। **ধর্মশীলতা ... ন্যায়ঃ** ৯৬:১০ পদেও নোট দেখুন।

উপসংহারঃ এটি বিজয়ের নতুন গীত। এই পৃথিবীতে সদাপ্রভুর রাজত্ব স্থাপিত হয়েছে, সেজন্য সমস্ত সৃষ্টিকে তাঁর গুণকীর্তন করার জন্য ডাকা হয়েছে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. এই গীত এবং বড়দিনের ক্যারোলের মধ্যে আপনি কোন্ কোন্ সংযোগ দেখতে পান?
২. কেন খ্রীষ্টান জীবন এমন আনন্দদায়ক জীবন হওয়া উচিত?
৩. কিভাবে আপনি আপনার আনন্দময় জীবন দিয়ে অন্যদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন?

গীত ৯৯

পৃথিবীতে সদাপ্রভুর রাজত্ব

ভূমিকা: সদাপ্রভু ঈশ্বরের প্রশংসা-সূচক গীত, যিনি সিয়োনের মহান ও পবিত্র রাজা। এর পাশাপাশি গীতটিতে ইস্রায়েলের উপর ঈশ্বরের শাসন ও কর্তৃত্বের বিভিন্ন সুফল বর্ণিত হয়েছে, যা গীত ৯৭ অধ্যায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (গীত ৯৬ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। গীতটির রচয়িতা বিষয়বস্তু গঠন করতে গিয়ে সাত সংখ্যাটির প্রতীকী তাৎপর্য অর্থাৎ পরিপূর্ণতা খুব চমৎকারভাবে ব্যবহার করেছেন: তিনি সাত বার "সদাপ্রভু" কথাটি উল্লেখ করেছেন এবং সাত বার বিভিন্ন ব্যক্তি সর্বনাম ব্যবহার করে তাঁকে সম্বোধন করেছেন (হিব্রু ভাষায়)। গীত ৯৩ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। গীতটির কাঠামো সমান্তরাল, যার চারটি অংশ রয়েছে এবং প্রত্যেকটি অংশে তিনটি করে হিব্রু পঙক্তি রয়েছে এবং দুটি মূল বিভক্তি রয়েছে যা খুব নিবিড়ভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে, প্রথমটিতে ৪২টি এবং দ্বিতীয়টিতে ৪১টি হিব্রু শব্দ রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে গীত ৯৭ অধ্যায়ের সাথে এর মিল রয়েছে (উক্ত গীতের ভূমিকা দেখুন)। "তিনি পবিত্র" কথাটি প্রায়ই একেকটি বক্তব্যের শেষে ব্যবহৃত হয়েছে (পদ ৩, ৫; ৯ পদে তা আরও ব্যাপকভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে), যা সম্ভবত ঐতিহ্য অনুসারে তিন বার উল্লেখ করা হয়েছে (যিশাইয় ৬:৩; প্রকাশিত বাক্য ৪:৮; এর সাথে গীত ৯৬:১-৩, ৭-৯ পদের নোট দেখুন, যেখানে একটি বিশেষ বাক্য বা বাক্যাংশ তিন বার উল্লেখ করার তাৎপর্য সম্পর্কে আরও ধারণা পাওয়া যেতে পারে)। গীতের দ্বিতীয় অংশে যে বিষয়বস্তুর উদ্ভব ঘটেছে তা গীতের মূল দ্বিতীয় খণ্ডে এসে বিস্তারিতভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।

[১] সদাপ্রভু রাজত্ব করেন, জাতিরা কাঁপছে;
তিনি করূবদ্বয়ে আসীন, পৃথিবী টলছে।
[২] সদাপ্রভু সিয়োনে মহান,
তিনি সমস্ত জাতির উপরে উন্নত।
[৩] তারা তোমার মহৎ ও ভক্তিপূর্ণ ভয় জাগানো
নামের স্তব করুক;
তিনি পবিত্র।
[৪] রাজা শক্তিধর, তিনি বিচার প্রেম করেন;

গীত ৯৯ : ক্রসরেফারেন্স

[৯৯:১] ১বংশা ১৬:৩১; গীত ৯৭:১
[৯৯:১] যাত্রা ১৫:১৪; ১বংশা ১৬:৩০
[৯৯:১] ২শমূ ৬:২; যাত্রা ২৫:২২
[৯৯:২] গীত ৪৮:১; গীত ২:৬
[৯৯:২] যাত্রা ১৫:১; গীত ৪৬:১০; ৯৭:৯; ১১৩:৪; ১৪৮:১৩
[৯৯:৩] গীত ৩০:৪; ৩৩:২১; ৯৭:১২; ১০৩:১; ১০৬:৪৭; ১১১:৯; ১৪৫:২১; ১৪৮:৫; গীত ৭৬:১
[৯৯:৩] যাত্রা ১৫:১১; লেবী ১১:৪৪; প্রকা ৪:৮
[৯৯:৪] গীত ২:৬

তুমি ন্যায়বিধি অটল করেছ,
তুমি যাকোবের মধ্যে বিচার ও ধার্মিকতা সাধন করেছ।
৫ তোমরা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতিষ্ঠা কর,
তাঁর পাদপীঠের অভিমুখে প্রণিপাত কর;
তিনি পবিত্র।
৬ তাঁর পুরোহিতদের মধ্যবর্তী মোশি ও হারোণ,
যাঁরা তাঁর নামে ডাকেন, তাঁদের মধ্যবর্তী শমূয়েল;
তাঁরা সদাপ্রভুকে ডাকতেন এবং তিনি উত্তর দিতেন।
৭ তিনি মেঘস্তম্ভে থেকে তাঁদের কাছে কথা বলতেন;
তাঁরা তাঁর সমস্ত নির্দেশ ও তাঁর দেওয়া বিধি পালন করতেন।
৮ হে সদাপ্রভু, আমাদের ঈশ্বর,
তুমিই তাঁদেরকে উত্তর দিয়েছিলে,
তুমি তাঁদের পক্ষে ক্ষমাশীল ঈশ্বর হয়েছিলে,
তবুও তাঁদের কাজের প্রতিফল দিয়েছিলে।
৯ তোমরা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উচ্চপ্রশংসা কর,
তাঁর পবিত্র পর্বতের অভিমুখে প্রণিপাত কর;
কেননা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু পবিত্র।

[৯৯:৪] ১রাজা ১০:৯
[৯৯:৪] গীত ৯৮:৯
[৯৯:৪] আদি ১৮:১৯; প্রকা ১৫:৩
[৯৯:৫] যাত্রা ১৫:২
[৯৯:৬] যাত্রা ২৪:৬
[৯৯:৬] যাত্রা ২৮:১
[৯৯:৬] ১শমূ ৭:৫
[৯৯:৬] গীত ৪:৩; ৯১:১৫
[৯৯:৭] যাত্রা ১৩:২১; ১৯:৯; গণনা ১১:২৫
[৯৯:৮] যাত্রা ২২:২৭; গণনা ১৪:২০
[৯৯:৮] লেবী ২৬:১৮

গীত ৯৯ এর নোটসমূহ

৯৯:১-৩ সিয়োনে সিংহাসনে স্থাপিত ঈশ্বর সমস্ত জাতিগণের উপরে শাসনকারী ঈশ্বর– প্রত্যেকে তাঁকে স্বীকার করুক।

৯৯:১ ৯৩:১ পদের নোট দেখুন। **কাঁপছে ... টলছে:** ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিপূর্ণ ভয়ে। **করূব:** ৮০:১ পদ দেখুন; এর সাথে যাত্রা ২৫:১৮; যিহিষ্কেল ১:৫ পদের নোট দেখুন।

৯৯:৩ তারা ... প্রশংসা- গীত করুক। মহান রাজা হিসেবে ঈশ্বরের প্রতি তাঁর প্রাপ্য সম্মান ও আনুগত্য দেখানোর কথা বলা হয়েছে। **নাম:** পদ ৬ দেখুন; এর সাথে ৫:১১ পদের নোট দেখুন। **তিনি পবিত্র:** পদ ৫, ৯ দেখুন; এর সাথে লেবীয় পুস্তকের ভূমিকা: ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়বস্তুসমূহ এবং লেবীয় ১১:৪৪ পদের নোট দেখুন।

৯৯:৪-৫ সদাপ্রভু ঈশ্বর ইস্রায়েলের জন্য যা করেছেন তার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর শাসন ও কর্তৃত্ব প্রকাশ করেছেন।

৯৯:৪ রাজা শক্তিধর ... বিচার ভালবাসেন। ঈশ্বরের রাজত্বের অন্যতম প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য। **ন্যায়বিধি অটল করেছ:** অর্থাৎ ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট পৃথিবীতে ন্যায় বিচার ও শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছেন, বিশেষ ইস্রায়েল জাতির জন্য (৯৬:১০ পদের নোট দেখুন)। **যাকোব:** ইস্রায়েল নামটির সমার্থক শব্দ (আদিপুস্তক ৩২:২৮ পদ দেখুন)। **বিচার ও ধার্মিকতা:** অর্থাৎ ন্যায় বিচার ও ধর্মশীলতা, যেমনটা ৯৭:২ পদে দেখা যায় (এর সাথে তুলনা করুন ১১৯:১২১ পদ; যিহিষ্কেল ১৮:৫ পদের নোট দেখুন)। যদিও স্বর্গ ঈশ্বরের ধর্মশীলতার কথা ঘোষণা করে (৯৭:৬ পদের নোট দেখুন), তথাপি ইস্রায়েল জাতির জন্য ও তাদের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কৃত উদ্ধারকারী কাজ এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে (৯৮:২ পদের নোট

দেখুন)।

৯৯:৫ পদ ৯ দেখুন। গীতসংহিতায় অন্যান্য বহুল ব্যবহৃত বাক্যাংশ সম্পর্কে জানতে গীত ৪২-৪৩ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। **পাদপীঠঃ** ঈশ্বরের পা রাখার রাজকীয় স্থান (২ বংশা ৯:১৮ পদ দেখুন)। এখানে একটি রূপক শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে ঈশ্বরের স্বর্গীয় সিংহাসনের কথা বোঝানো হয়েছে। যখন ঈশ্বর স্বর্গীয় সিংহাসনে উপবিষ্ট হন, তখন এই পৃথিবীতে তাঁর সিংহাসন হয়ে দাঁড়ায় তাঁর পা রাখার স্থান (এখানে "তাঁর পবিত্র পর্বত" বোঝানো হয়েছে, পদ ৯; এর সাথে দেখুন ১৩২:৭; ১ বংশা ২৮:২; বিলাপ ২:১ পদ)।

৯৯:৬-৭ ইস্রায়েল জাতির মধ্য দিয়ে সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁর মধ্যস্থতাকারী যাজকদেরকে দিয়েছেন, যারা (১) ঈশ্বরের লোকদের মধ্যে যারা পাপী তাদের সাথে ঈশ্বরের মধ্যস্থতা বা সংযোগ সাধন করেন (পদ ৬) এবং (২) যাদেরকে ঈশ্বর তাঁর নিজ ইচ্ছা জানতে দিয়েছেন যেন তারা ইস্রায়েল জাতিকে নির্দেশনা প্রদান করতে পারেন (পদ ৭)।

৯৯:৬ মোশি ... হারোণ ... শমূয়েল। এই তিনজন নিঃসন্দেহে এখানে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের প্রতিনিধি হিসেবে এসেছেন যাদেরকে ঈশ্বর তাঁর জাতির বিভিন্ন সঙ্কটের সময়ে তাঁর মধ্যস্থতাকারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। **পুরোহিতদের মধ্যবর্তী ... যাঁরা তাঁর নামে ডাকেনঃ** এখানে পুরোহিতদের মধ্যস্থতামূলক কাজকে মূল গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে (যাত্রা ১৭:১১ পদের নোট দেখুন; এর সাথে ৩২:১১-১৩, ৩১-৩২; গণনা ১৪:১৩-১৯; ২১:৭; ১ শমূ ৭:৫, ৮-৯; ১২:১৯, ২৩; যিরমিয় ১৫:১ পদ দেখুন)। **তাঁরা সদাপ্রভুকে ডাকতেন ... উত্তর দিতেনঃ** ১১৮:৫ পদের নোট দেখুন। **তিনি উত্তর দিতেনঃ** পদ ৮ দেখুন; এর সাথে ৬-৭ পদের নোটে দেখুন মধ্যস্থতার কারণে সদাপ্রভু ঈশ্বর কিভাবে লোকদের প্রতি উত্তর দিতেন।

৯৯:৭ তিনি মেঘস্তম্ভে থেকে তাঁদের কাছে কথা বলতেন। যদিও এখানে সম্ভবত সমগ্র ইস্রায়েল জাতির কথা বলা হয়েছে (তাদের), তথাপি খুব সম্ভব এখানে ঈশ্বরের সাথে মোশির (যাত্রা ৩৩:৯) এবং হারোণের (গণনা ১২:৫-৬) কথোপকথনকে স্মরণ করা হয়েছে। তবে মরুভূমিতে ঈশ্বর যেভাবে ইস্রায়েল জাতিকে দর্শন দিতেন তার পাশাপাশি সম্ভবত এখানে ভাববাদী শমূয়েলের প্রতি ঈশ্বরের দর্শনকেও বোঝানো হয়েছে, যাঁকে মন্দিরে ভাববাদী হিসেবে পরিচর্যা কাজ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল, "যেখানে ঈশ্বরের ব্যবস্থা সিন্দুক ছিল" (১ শমূ ৩:৩; এর সাথে ১ শমূ ১২:২৩ পদও দেখুন)। **পালন করতেনঃ** কিছুটা ভিন্নভাবে, ইস্রায়েলে ঈশ্বরের ধার্মিকতার বিধান ও আজ্ঞাসকল পালিত হত, কারণ একমাত্র ইস্রায়েলের কাছেই তিনি তা ব্যক্ত করেছিলেন (১৪৭:১৯-২০; দ্বি.বি. ৪:৫-৮ পদ দেখুন)।

৯৯:৮-৯ ইস্রায়েল জাতির মধ্যে ঈশ্বরের ন্যায় বিচার ও ধার্মিকতার শাসন (পদ ৪) এমনভাবে প্রকাশ পেয়েছে যেভাবে তিনি জাতিগণের পাপের শাসন করতেন (যাত্রা ৩৪:৬-৭ পদ দেখুন; এর সাথে ৪:১ পদের নোট দেখুন)।

৯৯:৯ পবিত্র পর্বত। ৫ পদের নোট দেখুন। **আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু পবিত্রঃ** দ্বিতীয় অংশটির নাটকীয় ব্যাপ্তি প্রকাশ।

উপসংহারঃ এই গীতে পৃথিবীতে সদাপ্রভুর রাজত্বের কথা বলা হয়েছে। সদাপ্রভু এই পৃথিবী

শাসন করেছেন। 'তিনি পবিত্র' এই শব্দটি দু'বার বলা হয়েছে। তাঁর শাসনকালে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে; তিনি বিশ্বস্ততা সহকারে কাজ করবেন।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. "প্রভু রাজত্ব করেন" এই কথা জানার পর তা কিভাবে আপনার পারিবারিক জীবন, আপনার কাজ, এবং আপনার সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে?
২. সদাপ্রভু তাঁর সিংহাসনে বসে রাজত্ব করছেন এই কথা জানার পর আপনার কি রকম অনুভূতি হয় তা বর্ণনা করুন।
৩. কেন আপনি ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে "আত্মবিশ্বাসের সাথে" এগিয়ে যেতে পারেন (ইব্রীয় ৪:৬)?

গীত ১০০

সমস্ত পৃথিবীকে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করার আহ্বান

ভূমিকা: সদাপ্রভু ঈশ্বরের প্রশংসা ও গৌরব করার আহ্বান। এই গীতটির মধ্য দিয়ে শেষ হল গীত ৯০ অধ্যায় থেকে শুরু হওয়া গীত সঙ্কলনটি। এর সাথে ৯৫:১-২, ৬-৭ পদের বিশেষ সংযোগ রয়েছে; এর সাথে গীত ১১৭ অধ্যায় দেখুন (গীত ৯৩ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। দ্বিতীয় প্রধান অংশটি (পদ ৪-৫) প্রথম অংশের কাঠামোকেই পুনরাবৃত্তি করেছে (পদ ১-৩)। বস্তুত এখানে সদাপ্রভু কেন প্রশংসা ও গৌরবের যোগ তা ব্যাখ্যা করার আগে তাঁর প্রশংসা করার জন্য সকলকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

ধন্যবাদ-সঙ্গীত।

[১] সমস্ত পৃথিবী! সদাপ্রভুর উদ্দেশে জয়ধ্বনি কর;
[২] সানন্দে সদাপ্রভুর সেবা কর;
আনন্দগানসহ তাঁর সম্মুখে এসো।
[৩] তোমরা জেনো, সদাপ্রভুই ঈশ্বর,
তিনিই আমাদের নির্মাণ করেছেন, আমরা তাঁরই;
আমরা তাঁর লোক ও তাঁর চারণির মেষ।
[৪] তোমরা স্তবগান সহকারে তাঁর দ্বারে প্রবেশ কর,
প্রশংসা সহকারে তাঁর প্রাঙ্গণে প্রবেশ কর;
তাঁর ধন্যবাদ কর, তাঁর নামের প্রশংসা কর।
[৫] কেননা সদাপ্রভু মঙ্গলময়;
তাঁর অটল প্রেম অনন্তকালস্থায়ী;
তাঁর বিশ্বস্ততা পুরুষানুক্রমে স্থায়ী।

গীত ১০০: ক্রসরেফারেন্স

[১০০:১] গীত ৯৮:৬
[১০০:২] দ্বি.বি. ১০:১২
[১০০:২] গীত ৯৫:২
[১০০:৩] ১রাজা ১৮:২১; গীত ৪৬:১০
[১০০:৩] ইয়োব ১০:৩
[১০০:৩] গীত ৭৯:১৩; যিশা ১৯:২৫; ৬৩:৮, ১৭-১৯; ৬৪:৯
[১০০:৩] ২শমূ ২৪:১৭; গীত ৭৪:১
[১০০:৪] গীত ৪২:৪
[১০০:৪] গীত ৯৬:৮
[১০০:৪] গীত ১১৬:১৭
[১০০:৫] ১বংশা ১৬:৩৪
[১০০:৫] ইষ্রা ৩:১১; গীত ১০৬:১
[১০০:৫] গীত ১০৮:৪; ১১৯:৯০

গীত ১০০ এর নোটসমূহ

শিরোনাম ধন্যবাদ-সংগীত: ৪ পদ দেখুন; এর সাথে ৭৫:১ পদের নোট দেখুন। সম্ভবত এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, ধন্যবাদ জ্ঞাপনের উৎসর্গের সাথে এই গীতটি গাওয়া হত (৭:১৭ পদের নোট দেখুন; এর সাথে লেবীয় ৭:১২ পদ দেখুন)।

১০০:১ সমস্ত পৃথিবী! যদিও ৩, ৫ পদে স্পষ্টভাবে ইস্রায়েলের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্কের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে, তাঁর উপাসনা করার আহ্বান জানানো হয়েছে সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষকে, যেন সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁর লোকদের জন্য যা কিছু করেছেন তা প্রত্যেকটি জীবন্ত মানুষ স্বীকার করে এবং তাঁর গৌরব ও প্রশংসা করে (গীত ৯৮-৯৯, ১১৭ অধ্যায় দেখুন)।

১০০:৩ তোমরা জেনো। অর্থাৎ তোমরা স্বীকার কর। **আমাদের নির্মাণ করেছেন:** ৯৫:৬ পদের নোট দেখুন। **তাঁর চারণভূমির মেষ:** ৯৫:৭ পদের নোট দেখুন; এর সাথে ২৩:১ পদের নোটও দেখুন।

১০০:৪ তাঁর দ্বার। অর্থাৎ পবিত্র মন্দিরের দ্বার (২৪:৭ পদের নোট দেখুন)। **তাঁর প্রাঙ্গণ:** মন্দিরের প্রাঙ্গণ (৮৪:২, ১০; ২ রাজা ২১:৫; ২৩:১১-১২ পদ দেখুন)।

১০০:৫ সদাপ্রভু মঙ্গলময়। সদাপ্রভু ঈশ্বর মঙ্গলময় ও বিশ্বস্ত (৩৬:৫ পদের নোট দেখুন) এবং তাঁর অটল ভালবাসা যুগে যুগে অনন্তকাল স্থায়ী (৯৮:৩ পদের নোট দেখুন)। **ভালবাসা:** ৬:৪ পদের নোট দেখুন।

উপসংহার: ঈশ্বরের রাজ্যে ইস্রায়েলীয়রা ঈশ্বরের প্রশংসা করবে। যেহেতু রাজা ঈশ্বর নিজেই এবং তিনি তাঁর লোকদের উদ্ধার করেছেন, সেইজন্য তাঁর লোকেরা তাঁর প্রশংসা করবে এবং সেবা করবে। তারা সদাপ্রভুর সততা, তাঁর ব্যবস্থা ও দয়ার জন্য তাঁর সেবা করবে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. প্রভু কিভাবে আপনাকে তাঁর মঙ্গল দেখিয়েছেন?
২. কোন্ নির্দিষ্ট উপায়ে আপনি তাঁর কৃত মঙ্গলের জন্য সাড়া দিতে পারেন?
৩. কেন আমাদের সদাপ্রভুর সেবা করা উচিত?

গীত ১০১

ন্যায়বান রাজা ও তাঁর রাজত্ব

ভূমিকা: ১০১-১১০ হল দশটি গীতের একটি সঙ্কলন, যা আরও দুটি সঙ্কলনের মাঝখানে স্থান পেয়েছে (গীত ৯০-১০০ এবং ১১১-১১৯ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। সঙ্কলনটির কাঠামো নির্দেশ করেছে বিশেষ দুটি অধ্যায় যা বিশেষভাবে রাজার প্রতি উদ্দেশ্য করে রচিত হয়েছে। প্রথমটিতে অর্থাৎ ১০১ অধ্যায়ে রাজার প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে যেন তিনি ঈশ্বরের ধার্মিকতাপূর্ণ শাসনের অনুকরণে তাঁর রাজ্য পরিচালনা করেন। শেষের অধ্যায়টিতে, অর্থাৎ ১১০ অধ্যায়ে ঈশ্বর শপথ করছেন যে, তিনি তাঁর অভিষিক্ত রাজাকে সকল শত্রুর উপরে বিজয়ী হতে শক্তি যোগাবেন। এই সঙ্কলনের গীতগুলো কেন্দ্রীভূত পদ্ধতিতে বিন্যাস করা হয়েছে। কাঠামোর ভেতরে গীত ১০২ এবং ১০৯ অধ্যায় দুটি হচ্ছে সঙ্কটের সময়ে ঈশ্বরের কাছে ব্যক্তিগত প্রার্থনা; গীত ১০৩ ও ১০৮ অধ্যায় হচ্ছে ঈশ্বর মহান ও অটল ভালবাসার জন্য তাঁর প্রশংসা, যার ব্যাপ্তি আকাশ ছোঁয়া (১০৩:১১; ১০৮:৪); গীত ১০৪ ও ১০৭ অধ্যায় দুটি হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতি বিশেষ প্রশংসা জ্ঞাপন, যেখানে ১০৪ অধ্যায়ে সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কৃত প্রজ্ঞাপূর্ণ ও ভালবাসাপূর্ণ কাজের নিদর্শন বর্ণিত হয়েছে এবং ১০৭ অধ্যায়ে সৃষ্ট জগতের উপরে মানুষকে কর্তৃত্ব দানের জন্য এবং ঈশ্বর তাঁর লোকদের জন্য যে "আশ্চর্য কাজ" করেছেন তার জন্য প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে (পদ ৮, ১৫, ২১, ২৪, ৩১)। অবশিষ্ট দুটি অধ্যায়েও ঈশ্বরের প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে, যেখানে ১০৫ অধ্যায়ে ইস্রায়েল জাতির উদ্ধার লাভের ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এবং গীত ১০৬ অধ্যায়ে সেই একই ইতিহাসকে ইস্রায়েল জাতির অবাধ্যতার ইতিহাস হিসেবে ব্যক্ত করা হয়েছে। এই ক্ষুদ্র সঙ্কলনটিতে গীতসংহিতার বাকি অংশে পাওয়া যায় এমন অধিকাংশ বিষয়বস্তু ও মূলভাব খুঁজে পাওয়া যায়। কাঠামো চিহ্নিতকারী দুটি অধ্যায় ইস্রায়েলের অভিষিক্ত রাজার উদ্দেশে রচিত হয়েছে এবং মধ্যবর্তী দুটি অধ্যায় ইস্রায়েল জাতির সাথে ঈশ্বরের সম্পর্কের ইতিহাস বর্ণনা করে। মধ্যবর্তী অধ্যায়গুলোতে সৃষ্টির সময় থেকে শুরু করে অব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোবের সাথে ঈশ্বরের অনন্তকালীন সম্পর্ক ও নিয়ম স্থাপন, মিসর দেশের দাসী থেকে ইস্রায়েলের মুক্তি ও কনান দেশে প্রবেশ, ইস্রায়েলের বন্দীদশা এবং উদ্ধার লাভ এবং সব শেষে সদাপ্রভুর অভিষিক্ত জনের চূড়ান্ত বিজয় লাভ – ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়বস্তু একে একে উঠে এসেছে। সম্ভবত বর্তমানে আমরা গীত ১০৭ অধ্যায়ে গীতসংহিতার চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডের যে বিভক্তি দেখতে পাই তা পরবর্তী সময়ে সম্পাদনাকারীগণ করেছেন, যার কারণে গীত ১০১-১১০ অধ্যায়ের এই বিশেষ ও চমৎকার সঙ্কলনটি দুটি ভিন্ন খণ্ডে বিন্যস্ত হয়েছে।

গীত ১০১ অধ্যায়টি হল ঈশ্বরের নির্দেশিত বিধান অনুসারে রাজ্য শাসন করার জন্য একজন রাজার শপথনামা (২ রাজাবলি ২৩:৩ পদ দেখুন)। এই অধ্যায়ের সাথে গীত ১১০ অধ্যায়ের সম্পর্ক জানার জন্য গীত ১০১-১১০ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। যদি পুস্তকটি রাজা দায়ূদ রচনা করে থাকেন (গীতটির শিরোনাম দেখুন), তাহলে সম্ভবত ঈশ্বরের ব্যবস্থা-সিন্দুক সফলভাবে যিরূশালেমে নিয়ে আসার আগে তা রচনা করা হয়েছে (২ পদের নোট

দেখুন; এর সাথে ২ শমূয়েল ৬ অধ্যায়ও দেখুন)। কেবল মাত্র যীশু খ্রীষ্ট, রাজা দায়ূদের মহান বংশধর এই প্রতিজ্ঞার কথাগুলো পরিপূর্ণভাবে পূরণ করতে সক্ষম। হিব্রুতে সাতটি জোড় পঙক্তি নিয়ে গীতটি রচিত হয়েছে (সাত সংখ্যা পূর্ণতা নির্দেশ করে)। গীতটি শুরু করা হয়েছে দুই স্তর বিশিষ্ট ভূমিকা দিয়ে (পদ ১-৩ক), যার পরে রয়েছে পাঁচ পঙক্তি বিশিষ্ট একটি অংশ (পদ ৩খ-৮) যেখানে দ্বিতীয় পঙক্তির মূল ভাবকে বিধৃত করা হয়েছে। এই পাঁচটি পঙক্তির মধ্যে মাঝেরটিতে (পদ ৬) "বিশ্বস্ত" ও "নির্দোষদের" প্রতি রাজার শপথ প্রকাশ করা হয়েছে। অপরদিকে অন্য চারটি পঙক্তি (পদ ৩খ-৪, ৫, ৭, ৮) দেশের সকল "অবিশ্বস্ত" ও "পাপীদের" প্রতি তাঁর ক্রোধের কথা প্রকাশ করা হয়েছে। (ষষ্ঠ ও সপ্তম পঙক্তির সাথে তৃতীয় ও চতুর্থ পঙক্তির সামঞ্জস্যতা নিরূপণের জন্য নিচের নোটগুলো দেখুন।) মাঝের পঙক্তির সাথে প্রথম ও দ্বিতীয় পঙক্তিটি "সিদ্ধ" শব্দটি দ্বারা বিশেষভাবে সংযুক্ত। (গীতসংহিতার গীতগুলোর মধ্যবর্তী পদের বিশেষত্ব জানতে ৬:৬ পদের নোট দেখুন।) পুরো গীতটিকে কাঠামোবদ্ধ করা হয়েছে প্রথম ও শেষ পদে "সদাপ্রভু" সম্বোধন করার মধ্য দিয়ে (পদ ১ ও ৮ দেখুন)। শেষ থেকে উল্টোদিকে দ্বিতীয় পঙক্তি এবং প্রথম থেকে দ্বিতীয় পঙক্তিটি দুটি বিশেষ শব্দগুচ্ছ প্রতিফলিত করেছে। "আমার গৃহমধ্যে (পদ ২, ৭) এবং "আমার চক্ষুর সম্মুখে" (পদ ৭) – দুটোই হিব্রু ভাষায় অনুমোদন বা মেনে নেওয়া অর্থে বোঝানো হয়েছে (পদ ৩)। এভাবে মূল কাঠামোর ভেতরে আরেকটি কাঠামো সৃষ্টি করা হয়েছে। অন্যান্য দ্বৈত বৈশিষ্ট্য জানার জন্য নিচের নোটগুলো দেখুন।

দায়ূদের সঙ্গীত।

গীত ১০১: ক্রসরেফারেন্স

[১০১:১] গীত ৩৩:১; ৫১:১৪; ৮৯:১; ১৪৫:৭
[১০১:২] আদি ১৭:১; ফিলি ১:১০
[১০১:২] ১রাজা ৩:১৪
[১০১:৩] যিরি ১৬:১৮; যিহি ১১:২১; হোশেয় ৯:১০
[১০১:৩] গীত ৫:৫
[১০১:৪] হিতো ৩:৩২; ৬:১৬-১৯; ১১:২০
[১০১:৫] যাত্রা ২০:১৬; লেবী ১৯:১৬
[১০১:৫] গীত ১০:৫
[১০১:৬] পদ ২; গীত ১১৯:১

১ আমি দয়া ও ন্যায়বিচারের বিষয় গাইব;
হে সদাপ্রভু, তোমারই প্রশংসা গান করবো।
২ আমি বিবেচনাপূর্বক সিদ্ধপথে গমন করবো;
তুমি কবে আমার কাছে আসবে?
আমার গৃহমধ্যে আমি হৃদয়ের সিদ্ধতায় চলবো।
৩ আমি কোন জঘন্য পদার্থ চক্ষুর সম্মুখে রাখবো না,
আমি বিপথগামীদের কাজ ঘৃণা করি,
তা আমাতে লিপ্ত হবে না।
৪ কুটিল অন্তঃকরণ আমা থেকে দূরে থাকবে;
দুষ্টতার সঙ্গে আমার পরিচয় হবে না।
৫ যে জন গোপনে প্রতিবেশীর অপবাদ দেয়,
তাকে আমি উচ্ছেদ করবো;
যার অহংকারী দৃষ্টি ও গর্বিত হৃদয়, তাকে সহ্য করবো না।
৬ দেশের বিশ্বস্ত লোকদের প্রতি আমার দৃষ্টি থাকবে;
তারা আমার সঙ্গে বাস করবে;
যে সিদ্ধ পথে চলে, সেই আমার পরিচারক হবে;

৭ প্রতারণাকারী আমার গৃহমধ্যে বাস করবে না;
মিথ্যাবাদী আমার চক্ষুর সম্মুখে স্থির থাকবে না।
৮ প্রতি প্রভাতে আমি দেশস্থ সকল দুষ্টকে বিনষ্ট করবো;
যেন সমস্ত দুর্বৃত্তকে সদাপ্রভুর নগর থেকে উচ্ছিন্ন করি।

[১০১:৮] গীত ৫:৩; যির ২১:১২
[১০১:৮] গীত ৭৫:১০
[১০১:৮] ২শমূ ৩:৩৯; গীত ১১৮:১০-১২
[১০১:৮] গীত ৪৬:৪

গীত ১০১ এর নোটসমূহ

১০১:১-২ ঈশ্বরের রাজত্বের বিশেষত্বে প্রশংসা, যা রাজা তাঁর নিজ রাজত্বের জন্য অনুসরণ করে থাকেন।

১০১:১ দয়া ও ন্যায় বিচার। ঈশ্বরের রাজত্বের অন্যতম প্রধান দুটি গুণাবলী (৬:৪; ৯৯:৪ পদ ও নোট দেখুন)। এই বিশেষ শব্দ দুটির এক সাথে প্রয়োগ আরও দেখুন হোশেয় ১২:৬; মীখা ৬:৮ পদে: এর সাথে তুলনা করুন সখরিয় ৭:৯ পদ। এখানে যে শব্দগুচ্ছটি ব্যবহৃত হয়েছে তা সম্ভবত "ভালবাসা ও বিশ্বস্ততা" এবং "ধর্মশীলতা ও ন্যায় বিচার" শব্দগুচ্ছের একত্রিত ও সংক্ষেপিত রূপ (যেমনটা দেখা যায় ৮৯:১৪ পদে: এর সাথে তুলনা করুন ৩৩:৫; ৩৬:৫-৬; ৪৮:৮-১১; যিশাইয় ১৬:৫; হোশেয় ২:১৯ পদ)।

১০১:২ক সিদ্ধপথ। পদ ২খ, ৬ দেখুন; আদিপুস্তক ১৭:১ পদের নোট দেখুন। **কবে ... ?** সম্ভবত এখানে রাজা দায়ূদ তাঁর রাজধানীতে ঈশ্বরের পবিত্র ব্যবস্থা-সিন্দুক নিয়ে আসার জন্য অপেক্ষার কথা প্রকাশ করেছেন। ব্যবস্থা-সিন্দুক রাজধানীতে থাকার অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরের উপস্থিতি তাঁর সাথে থাকা এবং তাঁর রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী হওয়া (২ শমূয়েল ৬ অধ্যায় দেখুন এবং ৬:২ পদের নোট দেখুন)। পরবর্তী রাজাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে এই প্রশ্নের অর্থ হচ্ছে ১-২ পদে যে শপথ ও প্রশংসা করা হয়েছে তার সাথে সম্পর্কিত স্বর্গীয় দয়া ও আশীর্বাদ লাভের প্রত্যাশা (এর সাথে তুলনা করুন গীত ৭২ অধ্যায়; ১ রাজাবলি ৩:৭-৯ পদ)।

১০১:২খ-৩ক অপরিহার্য শপথ। **হৃদয়ের সিদ্ধতায় ... চক্ষুর সম্মুখে:** পুরাতন নিয়মের ব্যাখ্যা অনুসারে একজন মানুষ তার মন যা বলে তা করে – যা তার সবচেয়ে অন্তঃস্থিত সত্ত্বা (৪:৭ পদের নোট দেখুন) এবং চোখের বা দৃষ্টির দ্বারা আকৃষ্ট হয় – বাহ্যিক প্রভাব (১১৯:৩৭; বিচারকর্তৃগণ ১৪:১-২; ২ শমূয়েল ১১:২; ২ রাজাবলি ১৬:১০; ইয়োব ৩১:১; হিতোপদেশ ৪:২৫; ১৭:২৪)। হৃদয় ও চোখের এই সংমিশ্রণ সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন পদ ৫; গণনা ১৫:৩৯; ইয়োব ৩১:৭; হিতোপদেশ ২১:৪; উপদেশক ২:১০; যিরমিয় ২২:১৭ পদ।

১০১:২খ গৃহ। রাজার প্রশাসনিক ভবন, তথা রাজসভা (৭ পদ দেখুন)।

১০১:৩ক জঘন্য পদার্থ। "বিলিয়াল" (২ করি ৬:১৫) শব্দটি এই শব্দের হিব্রু প্রতিশব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে (দ্বি.বি. ১৩:১৩ পদের নোট দেখুন)।

১০১:৩খ-৪ মন্দ কাজ এবং যারা তা করে থাকে তাদের প্রতি ভর্ৎসনা (পদ ৭ দেখুন)।

১০১:৩খ বিপথগামী। যারা সত্য ও সুন্দরের বিরুদ্ধে সমস্ত কাজ করে থাকে (হোশেয় ৫:২ দেখুন, "বিপক্ষ")।

১০১:৪ কুটিল অন্তঃকরণ। "নির্দোষ" শব্দটির বিপরীত (১৮:২৬ পদ দেখুন, "চতুর"; এর সাথে হিতোপদেশ ১১:২০; ১৯:১; ২৮:৬ পদ দেখুন)। কুটিল অন্তর এবং প্রবঞ্চক জিহ্বা

হচ্ছে (পদ ৭ দেখুন) শিকড় এবং ফল (হিতোপদেশ ১৭:২০ পদ দেখুন)।

১০১:৫ রাজা তাঁর সামনে থেকে সমস্ত অপবাদকারী ও অহঙ্কারী লোকদের সরিয়ে দেওয়ার জন্য আবেদন করছেন (পদ ৮)। **তাকে আমি উচ্ছেদ করবো:** অর্থাৎ তাকে ধ্বংস করবো (৫৪:৫; ৯৪:২৩ পদ দেখুন)। পদ ৮ দেখুন। **অহংকারী দৃষ্টি ও গর্বিত হৃদয়:** পদ ২খ-৩ক নোট দেখুন। হিতোপদেশ ২১:৪ পদ অনুসারে এগুলো "দুষ্টদের প্রদীপ"; এর সাথে তুলনা করুন গীত ১৩১:১; যিশাইয় ১০:১২ পদ। অহঙ্কারীরা সাধারণত উদ্ধত হয় (যিশাইয় ১০:১২ পদ দেখুন) এবং তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকে মানে না (৩১:২৩ পদের নোট দেখুন)।

১০১:৬ রাজা প্রার্থনা করছেন যেন তিনি বিশ্বস্ত ও সিদ্ধ লোকদের সাহচার্যে থাকতে পারেন। **আমার দৃষ্টি থাকবে:** অর্থাৎ আমি সব সময় তাদের প্রতি অনুকূল ও সদয় আচরণ করব (৩৩:১৮; ৩৪:১৫ পদ দেখুন)। **যে সিদ্ধ পথে চলে:** যারা নৈতিক শুদ্ধতা থেকে বিচ্যুত হয় না। **আমার পরিচারক হবে:** অর্থাৎ আমার সহচর (যাত্রা ২৪:১৩), পরিচর্যাকারী (আদিপুস্তক ৩৯:৪; ১ রাজাবলি ১৯:২১ পদ দেখুন), ব্যক্তিগত পরিচারক (২ রাজাবলি ৪:৪৩), নেতৃবর্গ ও রাজকর্মচারী হবে (১ বংশাবলি ২৭:১; ২ বংশাবলি ১৭:১৯; হিতোপদেশ ২৯:১২ পদ দেখুন)।

১০১:৭ যারা প্রতারণা ও ছলনা করে তাদের প্রতি ভর্ৎসনা (পদ ৩খ-৪ দেখুন)।

১০১:৮ ঈশ্বরের রাজ্য থেকে সমস্ত দুষ্ট ও মন্দ লোকদেরকে উচ্ছেদ করার আহ্বান (পদ ৫ দেখুন)। **প্রতি প্রভাতে:** অর্থাৎ অধ্যবসায় ও একাগ্রতার সাথে (যিরমিয় ২১:১২; সফনিয় ৩:৫ পদ দেখুন)। সাধারণত রাজাগণ সকাল বেলায় বিচারের সমস্ত শুনানি নিতেন – যখন মন ও চিন্তা পরিষ্কার থাকতো এবং আবহাওয়া ঠাণ্ডা থাকতো। এ সময়েই নিপীড়িতেরা তাদের উপরে অত্যাচারীদের কাছ থেকে মুক্তি কামনা করতো (এর সাথে তুলনা করুন ৮৮:১৩; ১৪৩:৮; যিশাইয় ৩৩:২ পদ)। **সদাপ্রভুর নগর:** গীত ৪৬; ৪৮; ৮৭ অধ্যায় দেখুন; এর সাথে ৩:৪ পদের নোটও দেখুন।

উপসংহার: ন্যায়বান রাজা ও তাঁর রাজত্বের কথা প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে দায়ূদ সত্যিকারের রাজার চরিত্রের বর্ণনা করেছেন (১-৩) এবং তাঁর রাজত্বে তাঁর ন্যায়বিচার বা ধার্মিকতার কথা বলেছেন (৪-৮)।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. দায়ূদ একটি নির্দোষ জীবন যাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আপনি একটি নির্দোষ জীবন ও নিখুঁত জীবনের মধ্যে কি পার্থক্য দেখতে পান?

২. এমন কি কি বই-পুস্তক আপনার কাছে আছে যা আপনাকে আপনার নিখুঁত উপাসনার জীবন সৃষ্টিতে সাহায্য করতে পারে?

৩. আপনি কি উপযুক্ত লক্ষ্য অর্জন করতে চান? সেজন্য কি কি পদক্ষেপ আপনি গ্রহণ করেছেন? ঈশ্বরের কাছ থেকে কি রকম সাহায্য আপনার দরকার?

গীত ১০২

চিরকালীন রাজার কাছে সাহায্যের জন্য অনুরোধ

ভূমিকা: গীতটির মধ্যে তীব্র সঙ্কটের সময় ঈশ্বরের কাছে ব্যক্তিগত প্রার্থনা প্রকাশ পেয়েছে। গীতসংহিতার এই সঙ্কলনে গীত ১০৯ অধ্যায়ের সাথে এই গীতটির সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে গীত ১০১-১১০ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। প্রাথমিক মণ্ডলীর উপাসনার সময় এই গীতটি সাধারণত পাপ-স্বীকার ও মন পরিবর্তনের প্রতীক হিসেবে গাওয়া হত (গীত ৬ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন), যদিও এখানে সরাসরি কোন কথার মধ্য দিয়ে পাপ স্বীকার করা হয় নি। এই গীতের মূল অংশটি (পদ ১-২২) চারটি পঙক্তিতে গঠিত হয়েছে। প্রথমে রয়েছে প্রার্থনা শ্রবণের জন্য ঈশ্বরের কাছে আবেদন (পদ ১-২; সঙ্কট ও দুর্দশার বর্ণনা, পদ ৩-১১; ঈশ্বর অবশ্যই প্রার্থনা শ্রবণ করবেন এমন নিশ্চয়তা ও আত্মবিশ্বাস প্রকাশ, পদ ১২-১৭; সদাপ্রভুর বিশেষ উদ্ধার সাধনের জন্য আবেদন যা চিরকাল তাঁর প্রশংসা ধ্বনিত করে তোলে, পদ ১৮-২২। সব শেষে রয়েছে সমাপনী প্রশংসামূলক বক্তব্য (পদ ২৩-২৮)।

এক জন দুঃখীর প্রার্থনা; যখন সে অবসন্ন হয়ে সদাপ্রভুর কাছে তার খেদের কথা ভেঙ্গে বলে, সেই সময়কার।

[১] হে সদাপ্রভু, আমার প্রার্থনা শোন,
আমার আর্তনাদ তোমার কাছে উপস্থিত হোক।
[২] সঙ্কটের দিনে আমা থেকে মুখ লুকাবে না,
আমার প্রতি কান দাও;
যেদিন আমি ডাকি, ত্বরায় আমাকে উত্তর দিও।
[৩] কেননা আমার সমস্ত দিন ধোঁয়ার মত বিলীন হয়েছে,
আমার সমস্ত অস্থি জ্বলন্ত কাঠের মত পুড়ে গেছে;
[৪] আমার হৃদয় আঘাত পেয়ে ঘাসের মত শুকিয়ে গেছে;
আমি আহার করতে ভুলে যাই।
[৫] আমার জোরে জোরে কোঁকানোর দরুন
আমার অস্থিগুলো চামড়ার সঙ্গে লেগে গেছে।
[৬] আমি মরুভূমিস্থ মরু-পেঁচার মত হয়েছি,
উৎসন্ন স্থানের ক্ষুদ্র পেঁচার সমান হয়েছি।
[৭] আমি সজাগ থাকি এবং এমন হয়েছি,
যেন ছাদের উপরে চটক পাখি একাকী রয়েছে।
[৮] শত্রুরা সমস্ত দিন আমাকে তিরস্কার করে,
যারা আমার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত,
তারা আমার নাম নিয়ে অভিশাপ দেয়।
[৯] বস্তুতঃ আমি খাবারের মত ভস্ম খেয়েছি,

গীত ১০২ : ক্রসরেফারেন্স

[১০২:১] গীত ৪:১
[১০২:১] যাত্রা ২:২৩
[১০২:২] গীত ২২:২৪
[১০২:২] রাজা ১৯:১৬; গীত ৩১:২; ৮৮:২
[১০২:৩] গীত ৩৭:২০; যাকোব ৪:১৪
[১০২:৩] বিলাপ ১:১৩
[১০২:৪] গীত ৩৭:২; ৯০:৫-৬
[১০২:৪] ১শমূ ১:৭; ইষ্রা ১০:৬; ইয়োব ৩৩:২০
[১০২:৫] গীত ৬:৬
[১০২:৬] দ্বি.বি. ১৪:১৫-১৭; ইয়োব ৩০:২৯; যিশা ৩৪:১১; সফ ২:১৪
[১০২:৭] গীত ৭৭:৪
[১০২:৭] গীত ৩৮:১১
[১০২:৮] গীত ৩১:১১
[১০২:৮] গীত ৪২:১০; লূক ২২:৬৩-৬৫; ২৩:৩৫-৩৭
[১০২:৮] যাত্রা ২২:২৮; যিশা ৬৫:১৫; যিরি ২৪:৯; ২৫:১৮; ৪২:১৮; ৪৪:১২; যিহি ১৪:৮; সখ ৮:১৩
[১০২:৯] যিশা ৪৪:২০
[১০২:৯] গীত ৬:৬; ৪২:৩;

আমার পানীয় দ্রব্যের সঙ্গে নেত্রজল মিশিয়েছি।
১০ এর কারণ তোমার ক্রোধ ও তোমার রোষ;
কেননা তুমি আমাকে তুলে আছাড় মেরেছ।
১১ আমার দিন হেলে পড়া ছায়ার মত,
আমি ঘাসের মত শুকিয়ে যাচ্ছি।
১২ কিন্তু, হে সদাপ্রভু, তুমি অনন্তকাল সমাসীন থাকবে,
তোমার নাম পুরুষানুক্রমে স্থায়ী।
১৩ তুমি উঠবে, সিয়োনের প্রতি করুণা করবে;
কারণ এখন তার প্রতি কৃপা করার সময়,
কেননা নির্ধারিত কাল উপস্থিত হল।
১৪ যেহেতু তোমার দাসেরা এর প্রস্তরে প্রীত,
এর ধূলিকণার প্রতি কৃপা করছে।
১৫ এতে জাতিরা সদাপ্রভুর নাম ভয় করবে,
পৃথিবীর সমস্ত রাজা তোমার প্রতাপ দেখে ভয় পাবে।
১৬ কেননা সদাপ্রভু সিয়োনকে গেঁথেছেন,
তিনি নিজের মহিমায় দর্শন দিয়েছেন;
১৭ তিনি দীনহীনদের প্রার্থনামুখী করেছেন,
তাদের প্রার্থনা তুচ্ছ করেন নি।
১৮ একথা ভাবী বংশের জন্য লেখা থাকবে;
যাতে যে জাতি সৃষ্ট হবে, তারা সদাপ্রভুর প্রশংসা করতে পারে।
১৯ কেননা তিনি তাঁর উঁচু পবিত্র স্থান থেকে অবলোকন করলেন;
সদাপ্রভু স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে দৃষ্টিপাত করলেন;
২০ বন্দীর হাহাকার শুনবার জন্য,
মৃত্যুর সন্তানদেরকে মুক্ত করার জন্য;
২১ যেন প্রচারিত হয় সিয়োনে সদাপ্রভুর নাম,
ও যিরূশালেমে তাঁর প্রশংসা।
২২ যখন বিভিন্ন জাতি একত্র হবে,
ও সমস্ত রাজ্য একত্র হবে সদাপ্রভুর উপাসনা করার জন্য।
২৩ তিনি আমার জীবনকালে আমার বল হ্রাস করেছেন,
তিনি আমার আয়ু সংক্ষেপ করেছেন।
২৪ আমি বললাম, হে আমার ঈশ্বর,
আয়ুর মধ্যভাগে আমাকে তুলে নিও না;
তোমার সমস্ত বছর পুরুষানুক্রমে স্থায়ী।
২৫ তুমি পুরাকালে পৃথিবীর মূল স্থাপন করেছ,
আকাশমণ্ডলও তোমার হাতের রচনা।
২৬ সেগুলো বিনষ্ট হবে, কিন্তু তুমি স্থির থাকবে;
সে সমস্ত কাপড়ের মত নষ্ট হয়ে যাবে,

৮০:৫
[১০২:১০] গীত ৭:১১; ৩৮:৩
[১০২:১১] ১বংশা [২৯:১৫; ইয়োব ১৪:২; গীত ৩৯:৬
[১০২:১১] ইয়োব ৮:১২; যাকোব ১:১০
[১০২:১২] যাত্রা ১৫:১৮
[১০২:১২] গীত ১৩৫:১৩; যিশা ৫৫:১৩; ৬৩:১২
[১০২:১২] যাত্রা ৩:১৫
[১০২:১৩] গীত ৪৪:২৬
[১০২:১৩] দ্বি.বি. ৩২:৩৬; ১রাজা ৩:২৬; যিশা ৫৪:৮; ৬০:১০; সখ ১০:৬
[১০২:১৩] গীত ১১৯:১২৬
[১০২:১৩] গীত ৭৭:৭
[১০২:১৩] যাত্রা ১৩:১০; দানি ৮:১৯; প্রেরিত ১:৭
[১০২:১৫] ১রাজা ৮:৪৩; গীত ৬৭:৭; যিশা ২:২
[১০২:১৫] গীত ৭৬:১২; ১৩৮:৪; ১৪৮:১১
[১০২:১৬] গীত ৫১:১৮
[১০২:১৬] গীত ৮:১; যিশা ৬০:১-২
[১০২:১৭] ১রাজা ৮:২৯; গীত ৪:১; ৬:৯
[১০২:১৮] রোমীয় ৪:২৪
[১০২:১৮] গীত ২২:৩১
[১০২:১৯] গীত ৫৩:২
[১০২:২০] গীত ৬৮:৬; লূক ৪:১৯
[১০২:২১] গীত ২২:২২
[১০২:২১] গীত ৯:১৪
[১০২:২২] গীত ২২:২৭; যিশা ৪৯:২২-২৩; সখ ৮:২০-২৩
[১০২:২৩] গীত ৩৯:৫
[১০২:২৪] আদি ২১:৩৩; ইয়োব ৩৬:২৬; গীত ৯০:২
[১০২:২৫] আদি ১:১; ইব ১:১০-১২
[১০২:২৫] ২বংশা ২:১২
[১০২:২৫] গীত ৮:৩
[১০২:২৬] যিশা ১৩:১০, ১৩; ৩৪:৪; ৫১:৬; যিহি ৩২:৮; যোয়েল ২:১০; মথি ২৪:৩৫; ২পিতর ৩:৭-১০; প্রকা ২০:১১

তুমি পরিচ্ছদের মতোই তাদের খুলে ফেলবে,
ও তাদের পরিবর্তন হবে।
[২৭] কিন্তু তুমি যে আছ সেই আছ,
তোমার সমস্ত বছর কখনও শেষ হবে না।
[২৮] তোমার দাসদের সন্তানেরা বসতি করবে,
তাদের বংশ তোমার সাক্ষাতে অটল হবে।

[১০২:২৭] গণনা ২৩:১৯; ইব ১৩:৮; যাকোব ১:১৭
[১০২:২৭] গীত ৯:৭
[১০২:২৮] গীত ৬৯:৩৬
[১০২:২৮] গীত ২৫:১৩; ৮৯:৪

গীত ১০২ এর নোটসমূহ

শিরোনাম: গীতসংহিতায় এই গীতটির শিরোনাম অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। এতে কোন লেখকের নাম বা কোন বিশেষ সুরের নাম বা কোন ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ নেই। বরং শিরোনামে বলা হয়েছে জীবনের ঠিক কোন সময়ে এই গীতটি গাওয়া উপযুক্ত সে কথা। পদ ১-১১, ২৩-২৪ পদ দেখলে বোঝা যায় যে, এই গীতটি একটি একক বা ব্যক্তিগত গীত। এর সাথে পদ ১২-২২ ও ২৮ পরিষ্কারভাবে সঙ্কটের সময় জাতিগত সম্পৃক্ততা নির্দেশ করে। **প্রার্থনা:** ১, ১৭ পদ দেখুন। **অবসন্ন:** অর্থাৎ দুর্বল; ৬১:২; ৭৭:৩; ১৪২৩; ১৪৩:৪ পদ দেখুন; এর সাথে ১০৭:৫; যোনা ২:৭ পদ দেখুন। **খেদের কথা ভেঙে বলে:** অর্থাৎ একজন দুঃখী ব্যক্তির শোক প্রকাশ। এখানে যে হিব্রু শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা ৬৪:১; ১৪২:২; ইয়োব ৭:১৩; ৯:২৭; ১০:১; ২১:৪ পদে "অভিযোগ" হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে।

১০২:১-২ ঈশ্বর যেন এই প্রার্থনা শ্রবণ করেন সেজন্য বিনতি।

১০২:২ আমা থেকে মুখ লুকাবে না। ১৩:১ পদের নোট দেখুন। যেদিন আমি ডাকি, ত্বরায় আমাকে উত্তর দিও। ১১৮:৫ পদের নোট দেখুন।

১০২:৩-১১ দুর্দশার বর্ণনা। বক্তার কষ্ট ও দুর্দশা এমনই যে, তা দেহ ও আত্মাকে সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে ফেলছে – আর তা ঘটেছে ঈশ্বরের ক্রোধ ও রোষের কারণে (পদ ১০)। এ কারণে তিনি ঈশ্বরের শত্রুদের উপহাস ও তিরস্কারের পাত্র হয়ে উঠেছেন (পদ ৮)। এই অংশটিকে যে পদগুলো এক সাথে কাঠামোবদ্ধ করেছে সে সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন পদ ৩-৪ ও ১১।

১০২:৩ আমার সমস্ত দিন ধোঁয়ার মত বিলীন হয়েছে। এর সাথে ১১, ২৩ পদ দেখুন। **অস্থি ... পুড়ে গেছে:** আগুন যেন তার দেহকে ক্ষয় করে ফেলছে (৩১:১০; ৩২:৩; ৪২:১০ পদ দেখুন)।

১০২:৪ হৃদয়। ৪:৭ পদের নোট দেখুন। এখানে "হৃদয়" শব্দটি "অস্থি" শব্দের সাথে সম্পূরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে (পদ ৩) এবং একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ বোঝানো হয়েছে (দেহ ও আত্মা); ২২:১৪; হিতোপদেশ ১৪:৩০; ১৫:৩০; যিশাইয় ৬৬:১৪; যিরমিয় ২০:৯; ২৩:৯ পদ দেখুন। **আঘাত পেয়ে:** কিংবা বলা যায় "ঝলসে গিয়ে" (সূর্যের উত্তাপে); ১২১:৬ পদ দেখুন। **ঘাসের মত শুকিয়ে গেছে:** ১১ পদ দেখুন; এর সাথে ৯০:৫-৬ পদের নোট দেখুন।

১০২:৬ পেঁচা। যা পরিত্যক্ত এলাকা এবং ধ্বংসস্তূপের প্রতীকী অর্থ প্রকাশ করে (যিশাইয় ৩৪:১১, ১৫; যিরমিয় ৫০:৩৯; সফনিয় ২:১৪ পদ দেখুন)।

১০২:৮ শত্রুরা সমস্ত দিন আমাকে তিরস্কার করে। ১০৯:২৫ পদ দেখুন; এর সাথে ৫:৯; ৩৯:৮ পদের নোট দেখুন। **আমার নাম নিয়ে অভিশাপ দেয়:** তারা বলে "তুমি অমুকের মত হও"।

১০২:৯ পানীয় দ্রব্য ... নেত্রজল। ৪২:৩; ৮০:৫ পদে চোখের জলকে খাবার ও জল হিসেবে দেখানো হয়েছে।

১০২:১০ তোমার ক্রোধ ও তোমার রোষ। ২:৫ পদের নোট দেখুন।

১০২:১১ ৩-৪ পদের পুনরুল্লেখ। **ছায়া:** ১০৯:২৩; ১৪৪:৪; ইয়োব ৮:৯; ১৪:২; উপদেশক ৬:১২ পদ দেখুন। **ঘাস।** ৩৭:২০; ৯০:৫-৬ পদের নোট দেখুন।

১০২:১২-১৭ স্বর্গের অনন্তকালীন ঈশ্বর যে অবশ্যই দুঃখীদের (পদ ১৭) প্রার্থনা শুনবেন এবং সিয়োনকে পুনরুদ্ধার করবেন তার নিশ্চয়তা। গীতসংহিতার গীতগুলোর প্রার্থনায় এ ধরনের নিশ্চয়তার প্রকাশভঙ্গি সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন ৩:৮ পদের নোট। ছয় পদ বিশিষ্ট এই পঙক্তিটি ক-খ-গ/ক-খ-গ এই বিন্যাসে রচিত হয়েছে (১৫-১৭ পদের নোট দেখুন)।

১০২:১২ তুমি অনন্তকাল সমাসীন থাকবে। পূর্ববর্তী গীত সঙ্কলনের মূল বিষয়বস্তু (গীত ৯০-১০০)। যেহেতু ঈশ্বর চিরকাল রাজত্ব করবেন এবং তিনি অপরিবর্তনীয় (পদ ২৭ দেখুন), সে কারণে যারা তাঁর কাছে দয়া ভিক্ষা করে তারা কখনো খালি হাতে ফিরবে না। **তোমার নাম পুরুষানুক্রমে স্থায়ী:** অর্থাৎ তাঁর সুখ্যাতি কখনো ক্ষয় পাবে না (৩০:৪ পদের নোট দেখুন)। সদাপ্রভুর নাম নিয়ে আরও প্রশংসার বাণী দেখুন গীত ১১১; ১৩৫; ১৪৫ পদে।

১০২:১৩ এই পদ এবং ১৬ পদ (সেই সাথে ১৪ পদও দেখুন) এই অর্থ ব্যক্ত করে যে, বাবিলের বন্দীদশার কারণে গীত রচয়িতা সঙ্কটাপন্ন ও দুর্দশাগ্রস্ত। **তুমি উঠবে:** ৩:৭ পদের নোট দেখুন। **নির্ধারিত কাল:** ঈশ্বরের বিচার ও উদ্ধারের জন্য নিরূপিত সময় (৭৫:২; যাত্রা ৯:৫; ২ শমূয়েল ২৪:১৫; দানিয়েল ১১:২৭, ৩৫ পদ দেখুন)। সম্ভবত গীত রচয়িতা এখানে কোন ভাববাদী কর্তৃক ঘোষিত কোন বিশেষ সময়ের কথা বলছেন।

১০২:১৪ তোমার দাসেরা ... প্রীত। যদি ঈশ্বরের নগরী সিয়োন (৪৬:৪; ৪৮:১-২, ৮; ৮৭:৩; ১০১:৮; ১৩২:১৩) ঈশ্বরের দাসদের কাছে এতটা প্রিয় হয় (গীত ১২৬; ১৩৭ অধ্যায় দেখুন) তাহলে সদাপ্রভু ঈশ্বরের কাছে এই নগরী আরও কত না বেশি ভালবাসার পাত্র!

১০২:১৫ জাতিরা সদাপ্রভুর নাম ভয় করবে। ২৫:১২; ৪৬:১০ পদের নোট দেখুন। **সদাপ্রভুর নাম:** এখানে ঈশ্বরের সুখ্যাতি অর্থে নাম শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে (পদ ১২ দেখুন; ৩০:৪ পদের নোট দেখুন)। যিহোবার নাম তথা সুখ্যাতি চিরকাল অটুট থাকবে (পদ ১২) এবং তা পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী নেতৃবর্গের মনে ভয় জাগিয়ে তুলবে। **নাম:** ৫:১১ পদের নোট দেখুন।

১০২:১৬ সদাপ্রভু সিয়োনকে গেঁথেছেন। যিহোবা সিয়োনকে পুনর্নির্মাণ করার মধ্য দিয়ে তার প্রতি দয়া করবেন (পদ ১৩)। **নিজের মহিমায় দর্শন দিয়েছেন:** কিংবা বলা যায় "এভাবে গৌরবে আবির্ভূত হয়েছেন" (পদ ১৫ দেখুন এবং ৪৬:১০ পদের নোট দেখুন; এর সাথে যিশাইয় ৪০:১-৫ পদের নোট দেখুন)। এই প্রত্যাশা "নতুন যিরূশালেমের" মধ্য

দিয়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে (প্রকাশিত ২১ অধ্যায় দেখুন)।

১০২:১৭ দীনহীন। যাদেরকে "তোমার দাস" বলা হয়েছে (পদ ১৪)। **তাদের প্রার্থনাঃ** সিয়োনের বর্তমান ধ্বংসাবস্থার কারণে তাদের দুঃখ ও মনোকষ্টের কথা এই প্রার্থনায় বিনতি আকারে প্রকাশ পেয়েছে (পদ ১৪)।

১০২:১৮-২২ ঈশ্বরের লোকদের প্রতি তাঁর উদ্ধার সাধনের কাজ ব্যক্ত করে তাঁর প্রশংসা ও গৌরব প্রকাশ (পদ ৮)। এই প্রশংসা ও গৌরব ঘোষণা চিরকাল চলতে থাকবে, যত দিন পর্যন্ত এই উপাসনাকারী সমাজ ঈশ্বরের লোক হিসেবে স্বর্গীয় সিয়োনে তাদের স্থান খুঁজে পায় (পদ ২২)। গীত ১১৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন; এর সাথে প্রকা ১৫:৪; ২১:২৪, ২৬ পদও দেখুন।

১০২:১৮ লেখা থাকবে। কেবল মাত্র এখানে গীত রচয়িতা ঈশ্বরের পরিত্রাণ সাধনকারী কাজ স্মরণ করার জন্য লিখিত রাখার কথা বলেছেন; সাধারণত তৎকালে এগুলো সবই মুখে মুখে প্রচলিত থাকতো (২২:৩০; ৪৪:১; ৭৮:১-৪ পদ দেখুন)। **সৃষ্ট হবেঃ** সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সার্বভৌম ক্ষমতার দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্ট হবে (৫১:১০; ১০৪:৩০; ১৩৯:১৩ পদ দেখুন)।

১০২:২০ বন্দী ... মৃত্যুর সন্তান। সম্ভবত যুদ্ধের কারণে বন্দী লোকেরা, তবে এখানে বাবিলের বন্দীদশায় নীত লোকদের কথা বোঝানোর সম্ভাবনাই বেশি (৭৯:১১ পদের নোট দেখুন)।

১০২:২১ তাঁর প্রশংসা। ৯:১ পদের নোট দেখুন।

১০২:২২ ৪৬:১০ পদের নোট দেখুন; এর সাথে ৪৭:৯ পদের নোট দেখুন; ৯৬, ৯৮ ও ১০০ অধ্যায় দেখুন। এখানে উল্লিখিত প্রত্যাশাগুলো যিশাইয় ২:২-৪; মীখা ৪:১-৩ পদের ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারে।

১০২:২৩-২৮ সমাপনী সারসংক্ষেপ। এই পঙক্তিটিতে ২৩ ও ২৮ অধ্যায়ের বিপরীতধর্মী বক্তব্যের আলোকে বিশেষভাবে সমাপনী বক্তব্য রাখা হয়েছে। যার নিজ আয়ু অনন্তকাল বিস্তৃত (পদ ২৫-২৭ দেখুন) তিনিই মানব জাতির জীবন কাল সংক্ষিপ্ত করেছেন (পদ ২৩ দেখুন)। এ কারণে গীত রচয়িতার এক দিকে রয়েছে হারানোর বেদনা এবং অন্য দিকে রয়েছে চিরকালীন প্রত্যাশা (পদ ২৮)। আর এভাবেই গীত রচয়িতা তাঁর প্রার্থনা শেষ করেছেন, যেমনটা দেখা যায় ৯০:১-৬ পদে (গীত ৯০:৪-৫ পদের নোটে)।

১০২:২৩-২৪ক পদ ৩-১১ পদ দেখুন।

১০২:২৪খ-২৭ ১২ পদের নোট দেখুন। নতুন নিয়মে ২৫-২৭ পদটিকে যীশু খ্রীষ্টের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে, ইব্রীয় ১:১০-১২ পদ দেখুন এবং ১:১০ পদের নোট দেখুন।

১০২:২৬ কাপড়ের মত। সৃষ্টির শুরুতে ঈশ্বর নিজেকে তাঁর গৌরবের জ্যোতি দ্বারা আচ্ছাদিত করেছিলেন (৮:১, ৩-৪; ১৯:১; ২৯:৩-৯; ১০৪:১, ৩১; যিশাইয় ৬:৩; সেই সাথে ইয়োব ৩৮-৪১ অধ্যায় দেখুন; বিশেষ করে ৪০:১০ পদ)। তবে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার চেয়েও তিনি দীর্ঘ কাল স্থায়ী এবং প্রথম সৃষ্টি দ্বিতীয় সৃষ্টিকে স্থান করে দেন (যিশাইয় ৬৫:১৭; ৬৬:২২ পদ দেখুন)।

১০২:২৮ যেহেতু সদাপ্রভু কখনো পরিবর্তিত হন না (পদ ২৭ দেখুন), সে কারণে ইস্রায়েলের ভবিষ্যৎ সর্বদাই সুনিশ্চিত (মালাখি ৩:৬ পদ দেখুন)। **তোমার সাক্ষাতে অটল**

হবে: কিংবা বলা যায় "তোমার দেশে বসবাস করবে" (৩৭:৩, ২৯ পদ দেখুন; আরও দেখুন ৬৯:৩৬; যিশাইয় ৬৫:৯ পদ)। **অটল হবে:** ২ শমূয়েল ৭:২৪ পদ দেখুন।

উপসংহার: মশীহ-রাজাকে অগ্রাহ্য করা হবে। এই গীতটিতে ঈশ্বর-মানুষ, অর্থাৎ মশীহের দুঃখ-কষ্টের প্রতি পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. এই গীতে লেখক এর মেজাজ বর্ণনা করার জন্য আপনি কোন শব্দটি ব্যবহার করবেন?
২. কীভাবে প্রভুর প্রতি আস্থা আপনাকে পরিবর্তিত পরিস্থিতির উপরে উঠতে সক্ষম করে তোলে?
৩. এই রকম আস্থার জন্য কি আপনাকে সাহায্য করে, অথবা কি বাধা দেয়?

গীত ১০৩

সদাপ্রভুর প্রেমের জন্য ধন্যবাদ দেওয়া

ভূমিকা: এটি পরিত্রাণের ইতিহাস বর্ণনাকারী গীত, যেখানে ঈশ্বরের নিজ লোকদের প্রতি তাঁর ভালবাসা ও সহানুভূতির কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। গীতসংহিতার এই অংশে গীত ১০৮ অধ্যায়ের সাথে এই গীতটির সম্পর্ক বিশ্লেষণের জন্য গীত ১০১-১১০ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। প্রশংসা করার আহ্বান (পদ ১-২, ২০-২২) এই গীতের কাঠামো নির্দেশ করেছে (পদ ৩-১৯) এবং এর মূল বিষয়বস্তু প্রকাশ করেছে। ঈশ্বরের প্রশংসা এখানে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে: (১) তিন পদ বিশিষ্ট একটি বিবৃতি যেখানে ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত ব্যক্তিগত দানগুলোর প্রশংসা করা হয়েছে (পদ ৩-৫) এবং (২) ১৪ পদ বিশিষ্ট একটি বিশেষ সঙ্কলন যেখানে ঈশ্বরের মনোনীত জাতি ইস্রায়েলের প্রতি তাঁর বিশেষ দয়া ও করুণার কথা স্মরণ করা হয়েছে (পদ ৬-১৯)। বিষয়বস্তুগত বিন্যাসের কারণে ছয়টি কাঠামোবদ্ধ জোড় পদকে মোট দুটি সমান ভাগে ভাগ করা হয়েছে (পদ ৭-১২, ১৩-১৮), এর মধ্যে প্রথম অংশটিতে পাপীদের প্রতি ঈশ্বরের দয়া ও করুণার কথা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয়টিতে গাওয়া হয়েছে মূর্ত ও নশ্বর মানুষের প্রতি ঈশ্বরের দয়ার কথা (৭৮:৩৮-৩৯ পদ দেখুন)। এই দুটি অংশের শেষে পদগুলো ঘোষণা করেছে ঈশ্বরের অপরিমেয় ভালবাসার কথা (পদ ১১-১২) এবং তাঁর অতুলনীয় দীর্ঘসহিষ্ণুতার কথা (পদ ১৭-১৮)। গীত ৩৩ অধ্যায়ে যেমনটা দেখা যায়, সেভাবে এই গীতের দৈর্ঘ্যও নির্ধারণ করা হয়েছে হিব্রু বর্ণমালার বর্ণগুলোর মোট সংখ্যা দ্বারা (গীত ৩৩ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন)।

দায়ূদের।

গীত ১০৩ : ক্রসরেফারেন্স

১ হে আমার প্রাণ, সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর;
হে আমার অন্তরস্থ সকল, তাঁর পবিত্র নামের ধন্যবাদ কর।
২ হে আমার প্রাণ, সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর,
তাঁর সকল উপকার ভুলে যেও না।
৩ তিনি তোমার সমস্ত অধর্ম ক্ষমা করেন,
তোমার সমস্ত রোগের প্রতিকার করেন।
৪ তিনি কূপ থেকে তোমার জীবন মুক্ত করেন,
অটল প্রেম ও করুণার মুকুটে তোমাকে ভূষিত করেন।
৫ তিনি উত্তম দ্রব্যে তোমার মুখ তৃপ্ত করেন,
ঈগল পাখির মত তোমার নতুন যৌবন হয়।
৬ সদাপ্রভু ধর্মকার্য সাধন করেন,
নির্যাতিত লোকদের পক্ষে বিচার নিষ্পত্তি করেন।
৭ তিনি জানালেন মোশিকে তাঁর পথ,
ইস্রায়েল-সন্তানদেরকে তাঁর কর্মগুলো।
৮ সদাপ্রভু স্নেহশীল ও কৃপাময়,
ক্রোধে ধীর ও অটল প্রেমে মহান।
৯ তিনি নিত্য অনুযোগ করবেন না,
চিরকাল ক্রোধ রাখবেন না।
১০ তিনি আমাদের প্রতি আমাদের পাপ অনুযায়ী
ব্যবহার করেন নি,
আমাদের অধর্মানুযায়ী প্রতিফল আমাদের দেন নি।
১১ কারণ পৃথিবীর উপরে আকাশ যত উঁচু,
যারা তাঁকে ভক্তিপূর্ণ ভয় করে,
তাদের উপরে তাঁর অটল প্রেম তত মহৎ।
১২ পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিক যেমন দূরবর্তী,
তিনি আমাদের থেকে আমাদের অপরাধগুলো
তেমনি দূরবর্তী করেছেন।
১৩ পিতা সন্তানদের প্রতি যেমন করুণা করেন,
যারা সদাপ্রভুকে ভয় করে,
তাদের প্রতি তিনি তেমনি করুণা করেন।
১৪ কারণ তিনিই আমাদের গঠন জানেন;
আমরা যে ধূলিমাত্র, তা তাঁর স্মরণে আছে।
১৫ মানুষের আয়ু ঘাসের আয়ুর মতই;
যেমন মাঠের ফুল, তেমনি সে প্রফুল্ল হয়।
১৬ তার উপর দিয়ে বায়ু প্রবাহিত হলেই তার অস্তিত্ব থাকে না,

[১০৩:১] গীত ২৮:৬
[১০৩:১] গীত ১০৪:১
[১০৩:১] গীত ৩০:৪
[১০৩:২] গীত ১০৬:১; ১১৭:১
[১০৩:২] দ্বি.বি. ৬:১২; গীত ৭৭:১১
[১০৩:৩] যাত্রা ৩৪:৭
[১০৩:৩] যাত্রা ১৫:২৬; কল ৩:১৩; ১পিতর ২:২৪; ১ যোহন ১:৯
[১০৩:৪] গীত ৩৪:২২; ৫৬:১৩; যিশা ৪৩:১
[১০৩:৪] গীত ৮:৫; ২৩:৬
[১০৩:৫] গীত ৯০:১৪; ১০৪:২৮
[১০৩:৫] ইয়োব ৩৩:২৫; গীত ১১৯:২৫, ৯৩; ২করি ৪:১৬
[১০৩:৫] যাত্রা ১৯:৪
[১০৩:৬] গীত ৯:৮; ৬৫:৫; যিশা ৯:৭
[১০৩:৬] গীত ৭৪:২১; লূক ৪:১৯
[১০৩:৭] গীত ৯৯:৭; ১৪৭:১৯
[১০৩:৭] যাত্রা ৩৩:১৩
[১০৩:৭] গীত ১০৬:২২
[১০৩:৮] যাত্রা ২২:২৭; গীত ৮৬:১৫; মীখা ৭:১৮-১৯; যাকোব ৫:১১
[১০৩:৯] গীত ৩০:৫; ৭৯:৫; যিশা ৫৭:১৬; যিরি ৩:৫, ১২; মীখা ৭:১৮
[১০৩:১০] ইষ্রা ৯:১৩; রোমীয় ৬:২৩
[১০৩:১১] গীত ১৩:৫; ৫৭:১০; ১০০:৫; ১০৬:৪৫; ১১৭:২; বিলাপ ৩:২২; ইফি ৩:১৮
[১০৩:১১] ২বংশা ৬:৩১
[১০৩:১২] ২শমূ ১২:১৩; রোমীয় ৪:৭; ইফি ২:৫
[১০৩:১৩] এলা ৩:১৭; ১ যোহন ৩:১
[১০৩:১৪] গীত ১১৯:৭৩; ১৩৯:১৩-১৫; যিশা [২৯:১৬
[১০৩:১৪] আদি ২:৭; গীত ১৪৬:৪
[১০৩:১৫] গীত ৩৭:২; ৯০:৫; ১০২:১১; যিশা ৪০:৬
[১০৩:১৫] ইয়োব ১৪:২; যাকোব ১:১০
[১০৩:১৬] যিশা ৪০:৭; ঘগয় ১:৯
[১০৩:১৬] ইয়োব ৭:৮

তার স্থানও তাকে আর চিনবে না।
১৭ কিন্তু সদাপ্রভুর অটল প্রেম,
যারা তাঁকে ভক্তিপূর্ণ ভয় করে,
তাদের উপরে অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত থাকে;
এবং তাঁর ধর্মশীলতা পুত্র পৌত্রদের প্রতি বর্ষিত হয়,
১৮ তাদের প্রতি, যারা তাঁর নিয়ম রক্ষা করে,
ও তাঁর সমস্ত বিধি পালনার্থে স্মরণ করে।
১৯ সদাপ্রভু স্বর্গে তাঁর সিংহাসন স্থাপন করেছেন,
তাঁর রাজ্য কর্তৃত্ব করে সমস্ত কিছুর উপরে।
২০ সদাপ্রভুর দূতেরা! তাঁর ধন্যবাদ কর,
তোমরা শক্তিতে বীরতুল্য, তাঁর বাক্য-সাধক,
তাঁর বাক্যের স্বর শ্রবণে নিবিষ্ট।
২১ সদাপ্রভুর সমস্ত বাহিনী! তাঁর ধন্যবাদ কর,
তোমরা তাঁর পরিচারক, তাঁর ইচ্ছা পালনকারী।
২২ সদাপ্রভুর সমস্ত নির্মিত বস্তু! তাঁর ধন্যবাদ কর,
তাঁর অধিকারের সমস্ত স্থানে।
হে আমার প্রাণ, সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর।

[১০৩:১৭] আদি ৪৮:১১; ইব্রা ৯:১২
[১০৩:১৮] দ্বি.বি. [২৯:৯
[১০৩:১৮] গীত ১১৯:৫২
[১০৩:১৮] গণনা ১৫:৪০; যোহন ১৪:১৫
[১০৩:১৯] গীত ৪৭:৮; ৮০:১; ১১৩:৫
[১০৩:১৯] গীত ২২:২৮; ৬৬:৭; দানি ৪:১৭
[১০৩:২০] গীত ২৮:৬
[১০৩:২০] যিহি ৯:৬; লূক ২:১৩; ইব ১:১৪
[১০৩:২০] গীত [২৯:১
[১০৩:২০] গীত ১০৭:২৫; ১৩৫:৭; ১৪৮:৮
[১০৩:২১] ১রাজা ২২:১৯
[১০৩:২১] যিহি ৭:৭৩
[১০৩:২২] গীত ১৯:১; ৬৭:৩; ১৪৫:১০; ১৫০:৬
[১০৩:২২] পদ ১; গীত ১০৪:১

গীত ১০৩ এর নোটসমূহ

১০৩:১-২ ঈশ্বরের প্রশংসা করার জন্য প্রত্যেকের অন্তর জাগিয়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়েছে (পদ ২০-২২ দেখুন)।

১০৩:১-২,২২ হে আমার প্রাণ। কোন ব্যক্তিকে সম্বোধন করার জন্য প্রচলিত হিব্রু উপাধি (১০৪:১, ৩৫; ১১৬:৭)। **অন্তরস্থ সকল:** ৬:৩ পদের নোট দেখুন।

১০৩:৩-৫ ব্যক্তিগত আশীর্বাদ লাভের স্বীকারোক্তি মূলক বক্তব্য।

১০৩:৩ মাফ করেন ... প্রতিকার করেন। মথি ৯:২, ৫ পদ এবং দৃষ্টান্ত দেখুন।

১০৩:৪ **মুক্ত করেন:** "উদ্ধার" শব্দটির সমার্থক শব্দ (৭১:২৩ পদের নোট দেখুন। **কূপ:** কবর বোঝাতে রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে (৩০:১ পদের নোট দেখুন)। **অটল ভালবাসা ও করুণা:** এই গীতের মূল আলোচিত শব্দগুচ্ছ (৮, ১১, ১৩, ১৭ পদ দেখুন)। **ভালবাসা:** পদ ৮, ১১, ১৭ দেখুন; এর সাথে ৬:৪ পদের নোটও দেখুন।

১০৩:৫ ঈগল পাখির মত। যেভাবে ঈগল পাখি তার শক্তি ফিরে পায় সেভাবে ঈশ্বরের দেওয়া নতুন যৌবনের সাথে তুলনা করা হচ্ছে (যিশাইয় ৪০:৩০-৩১ পদ দেখুন)।

১০৩:৬-১৯ ঈশ্বরের লোকদের প্রতি তাঁর ভালবাসা ও করুণা।

১০৩:৬ ১৯ পদের সাথে (মূলভাবের ভিত্তিতে সংযুক্ত কিছু অবস্থানগতভাবে বিচ্ছিন্ন দুটি পদের মধ্যে দ্বিতীয় অংশ, যা আক্ষরিক কাঠামো তৈরি করেছে) মিলে এই পদটি ঈশ্বরের রাজত্বের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে, যার অধীনে ইস্রায়েল জাতিকে অপরিমেয় আশীর্বাদ প্রদান করা হবে। **ধর্মকার্য:** অর্থাৎ ধর্মশীলতা; ১৭ পদ দেখুন; এর সাথে ৪:১ পদের নোট দেখুন।

১০৩:৭-১২ পাপী হিসেবে ঈশ্বরের লোকদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও করুণা।

১০৩:৭-৮ যাত্রা ৩৩:১৩ পদ দেখুন; এর সাথে যাত্রা ৩৪:৬-৭ পদের নোট দেখুন।

১০৩:৭ তাঁর পথ। ২৫:১০ পদের নোট দেখুন।

১০৩:৯ ক্রোধ। ২:৫ পদের নোট দেখুন।

১০৩:১১-১২ ঈশ্বরের ভালবাসার বিশালত্ব প্রধানত পরিলক্ষিত হয় ইস্রায়েল জাতির পাপ ক্ষমা করার মধ্য দিয়ে।

১০৩:১১ ৩৬:৫-৯ পদ দেখুন। **আকাশ যত উঁচু:** অর্থাৎ তাঁর ভালবাসার আসলে কোন সীমা পরিসীমা নেই। যারা তাঁকে ভক্তিপূর্ণ ভয় করে। **১৩, ১৭-১৮** পদ দেখুন; এর সাথে ৬৬:১৬ পদের নোটও দেখুন।

১০৩:১২ যিশাইয় ১:১৮; ৩৮:১৭; ৪৩:২৫; যিরমিয় ৩১:৩৪; ৫০:২০; মীখা ৭:১৮-১৯ পদ দেখুন।

১০৩:১৩-১৮ ক্ষয়িষ্ণু ও নশ্বর মানুষ হিসেবে নিজ লোকদের প্রতি ঈশ্বরের দয়া ও করুণা (৭৮:৩৯ পদ দেখুন)।

১০৩:১৩-১৪ হিব্রু ভাষায় এই দুটি পদের প্রাথমিক কথাগুলো যেন **১১-১২** পদে প্রথম কথাগুলোকেই প্রতিফলিত করে। সে কারণে **১৩-১৮** পদ এবং ৭, **১২** পদের মধ্যে বেশ দৃঢ় বন্ধন রয়েছে।

১০৩:১৪ আমরা যে ধূলিমাত্র। আদিপুস্তক ২:৭; ৩:১৯ পদ দেখুন।

১০৩:১৫-১৬ ৯০:৫-৬ পদের নোট দেখুন।

১০৩:১৭-১৮ ঈশ্বরের ভালবাসার অসীম পরিধি ও ব্যাপ্তি (এর সাথে **১১-১২** পদের মূল ভাবের তুলনা করুন)।

১০৩:১৭ অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল ... পুত্র পৌত্রদের প্রতি বর্ষিত হয়। ঈশ্বরের ভালবাসা যে কোন মানুষের ক্ষুদ্র জীবন কালকে ছাপিয়ে যায় (এর সাথে তুলনা করুন ১০৯:১২ পদের নোট)।

১০৩:১৮ যারা তাঁর নিয়ম রক্ষা করে ... সমস্ত বিধি পালনার্থে স্মরণ করে। ২৫:১০; যাত্রা ১৯:৫ পদের নোট দেখুন; ২০:৬ পদ ও নোট দেখুন; দ্বি.বি. ৪:৪০; ২৯:৯ পদ দেখুন।

১০৩:১৯ পদ ৬ এবং নোট দেখুন; এর সাথে ৯:৪, ৭; **১১:৪**; ৪৭:২, ৭-৮; **১২৩:১** পদ দেখুন।

১০৩:২০-২২ প্রশংসার জন্য সমাপনী আহ্বান, যা সমস্ত সৃষ্টজগতের উদ্দেশে করা হয়েছে – গীত রচয়িতার অন্তরস্থ সত্তা থেকে (পদ **১-২**) স্বর্গে ঈশ্বরের পরিচর্যাকারী সমস্ত সত্তা। অনেক সময় গীতসংহিতায় কোন কোন গীত শেষ করার আগে নাটকীয়ভাবে ঈশ্বরের প্রশংসা করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে (পুরো সঙ্কলনটি দেখুন; গীত **১৪৮-১৫০** অধ্যায়)। ৯:১ পদের নোট দেখুন। **ধন্যবাদ ... ধন্যবাদ ... ধন্যবাদ:** ৯৬:১-৩ পদের নোট দেখুন। শেষের লাইনটি সম্ভবত গীতসংহিতার সম্পাদনাকারীগণ সংযুক্ত করেছেন; ১০৪:১, ৩৫ পদ দেখুন।

১০৩:২০ তাঁর বাক্য-সাধক। ৯১:১১; ইব ১:১৪ পদ দেখুন।

১০৩:২১ সদাপ্রভুর সমস্ত বাহিনী! শুধুমাত্র এখানে এবং ১৪৮:২ পদে "বাহিনী" শব্দটির জন্য হিব্রু শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে পুংলিঙ্গে এবং উভয় স্থানে বাহিনী শব্দটির সাথে "স্বর্গদূত" শব্দটি যুক্ত রয়েছে। **পরিচারক:** হিব্রু ভাষায় এই শব্দটির আরেকটি অর্থ হচ্ছে

পরিচর্যাকারী যা ১০১:৬ পদে দেখা যায় (উক্ত পদের নোট দেখুন; এর সাথে ১০৪:৪ পদের নোট দেখুন)।

১০৩:২২ সদাপ্রভুর সমস্ত নির্মিত বস্তু! ৬৫:১৩; ৯৬:১১-১২ পদের নোট দেখুন।

উপসংহার: ঈশ্বরের রাজ্যে ইস্রায়েলীয়রা ঈশ্বরের প্রশংসা করবে। ঈশ্বর যে তাদের সম্পূর্ণভাবে উদ্ধার করেছেন (১-৭) এবং ঈশ্বরের করুণাময় চরিত্রের জন্য (৮-১৮) ও রাজ্য স্থাপনের জন্য (১৯-২২) ইস্রায়েলীয়রা তাঁর প্রশংসা করবে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. সদাপ্রভুকে প্রশংসা করার একটি বৈশিষ্ট এই গীতে দেখা যায়। কোন অনুরোধ প্রভুর কাছে করা হয় নি। আপনার প্রার্থনায় প্রশংসার চেয়ে কি বেশী অনুরোধ করে থাকেন?
২. আপনার প্রার্থনায় এই বিষয়ে কি রকম সমন্বয় প্রয়োজন?
৩. বৃদ্ধ বয়সে কোন্ ব্যবহারিক সুবিধা একজন বিশ্বাসী পেয়ে থাকেন যা একজন অবিশ্বাসী পায় না? আপনি বয়স্ক বিশ্বাসী সম্পর্কে সবচেয়ে কি নিয়ে তার বেশী প্রশংসা করেন?

গীত ১০৪

ঈশ্বরই সৃষ্টিকর্তা ও যোগানদাতা

ভূমিকা: সৃষ্টিকর্তা সদাপ্রভুর উদ্দেশে গীত। গীতসংহিতার বিন্যাসে গীত ১০৮ অধ্যায়ের সাথে এর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে গীত ১০১-১১০ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। বন্দীদশার পূর্ববর্তী সময়কালের এই রচয়িতা আদিপুস্তক ১ অধ্যায়কে উপজীব্য করে ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে এবং ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই গীতটি রচনা করেছেন। আদিপুস্তক ১ অধ্যায়ে ঈশ্বরের সৃষ্টির কাজকে সমস্ত কিছুর শুরুতে তাঁর প্রথম কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। কিন্তু গীত রচয়িতা এমনভাবে দেখেছেন যেন সৃষ্ট জগৎ সৃষ্টিকর্তা সদাপ্রভুর সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে এবং তাঁর প্রশংসা ও গৌরব বর্ণনা করছে। এক পদ বিশিষ্ট ভূমিকার পরে গীত রচয়িতা মূল অংশকে সমান্তরাল বর্ণনার ঢংয়ে সাজিয়েছেন, যেখানে তিন পাঁচ নয় পাঁচ তিন – এই ভঙ্গিতে পদগুলোতে বিন্যাস করা হয়েছে। প্রথম অংশে স্বর্গীয় রাজ্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে (পদ ২-৪) এবং তার নিচের জলজ রাজ্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে (পদ ২৪-২৬) – যে দুটি রাজ্য পৃথিবীর সীমারেখা নির্দেশ করেছেন (৫ পদের নোট দেখুন)। দ্বিতীয় অংশে পৃথিবীর ভিত্তিমূল স্থাপন করার কথা বলা হয়েছে এবং তার প্রাচীর সুরক্ষিত করার কথা বলা হয়েছে (পদ ৫-৯) এবং সেই সাথে পৃথিবীতে জীবন চক্রের আবর্তন এবং চাঁদ ও সূর্যের উদয় ও অস্তের কথা বলা হয়েছে (পদ ১৯-২৩)। কেন্দ্রে রয়েছে নয় পদ বিশিষ্ট একটি বিশেষ অংশ (যা তৈরি হয়েছে তিনটি জোড় পদ নিয়ে) যেখানে পৃথিবীতে জীবন ধারণের জন্য আনন্দ প্রকাশ করা হয়েছে (পদ ১০-১৮)। গীতের

মূল অংশে তিনি যোগ করেছেন চার পদ বিশিষ্ট একটি পঙক্তিমালা যেখানে বলা হয়েছে কি করে ঈশ্বর এই পৃথিবীতে মানুষের জীবন রক্ষা করেন (পদ ২৭-৩০, যার পরে রয়েছে দুই পদ বিশিষ্ট একটি সমাপনী বক্তব্য (পদ ৩১-৩২ – যার পদ ১ এর সাথে সংযুক্ত হয়ে একটি কাঠামো নির্দেশ করেছে)। সবশেষে রয়েছে তিন পদ বিশিষ্ট একটি উপসংহার (পদ ৩৩-৩৫)। এর সর্বশেষ পঙক্তিটি, অর্থাৎ "হে আমার প্রাণ, সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর" সম্ভবত গীতসংহিতার সম্পাদনাকারীগণ যুক্ত করেছেন যখন তারা গীত ১০৬ অধ্যায়ের পর পুস্তকটিতে আরেকটি খণ্ড তৈরি করেছেন – আর এভাবেই ঈশ্বরের প্রশংসা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে পুস্তকের চতুর্থ খণ্ডের সমাপ্তি ঘটেছে।

[১] হে আমার প্রাণ, সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর।
হে সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর, তুমি অতি মহান;
তুমি গৌরব ও মহিমা পরিহিত।
[২] তুমি কাপড়ের মত আলো পরিধান করেছ,
আকাশমণ্ডলকে চন্দ্রাতপের মত বিস্তার করেছ।
[৩] তিনি জলের উপর তাঁর উপরিস্থ কক্ষের কড়িকাঠ
স্থাপন করেছেন,
তিনি মেঘকে তাঁর রথ করে থাকেন,
বাতাসের পাখার উপরে গমনাগমন করেন।
[৪] তিনি বায়ুগুলোকে তাঁর দূত,
আগুনের শিখাকে তাঁর পরিচারক করেন।
[৫] তিনি পৃথিবীকে তার ভিত্তিমূলের উপরে স্থাপন করেছেন;
তা অনন্তকালেও বিচলিত হবে না।
[৬] তুমি পৃথিবীকে কাপড়ের মত করে সাগরের জল দিয়ে
আচ্ছাদন করেছিলে;
পর্বতমালার উপরে জল দাঁড়িয়েছিল।
[৭] তোমার ভর্ৎসনায় সেই জল পালিয়ে গেল,
তোমার বজ্রনাদে তা বেগে প্রস্থান করলো।
[৮] পর্বতমালা উঁচু হল, উপত্যকা নিম্ন হল,
তুমি জলের জন্য যে স্থান প্রস্তুত করেছিলে,
জল সেখানে গেল।
[৯] তুমি সীমা স্থাপন করেছ, যেন জল তা অতিক্রম না করে,
যেন ফিরে পৃথিবীকে আচ্ছন্ন না করে।
[১০] তিনি উপত্যকায় ফোয়ারার প্রবাহ প্রেরণ করে থাকেন;
সেগুলো পর্বতমালার মধ্যে প্রবাহিত হয়।
[১১] সেগুলো মাঠের সমস্ত পশুকে জল দেয়;
বুনো গাধারা তৃষ্ণা নিবারণ করে।
[১২] সেই সবের তীরে আকাশের পাখিরা বাসা করে,

গীত ১০৪ : ক্রসরেফারেন্স

[১০৪:১] গীত ১০৩:২২
[১০৪:১] ইয়োব ৪০:১০
[১০৪:২] যিশা ৪৯:১৮; যিরি ৪৩:১২
[১০৪:২] গীত ১৮:১২; ১তীম ৬:১৬
[১০৪:২] ইয়োব ৯:৮; যিরি ৫১:১৫
[১০৪:২] ইয়োব ৩৭:১৮; যিশা ৪০:২২; ৪২:৫; ৪৪:২৪; সখ ১২:১
[১০৪:২] গীত ১৯:৪
[১০৪:৩] আমোষ ৯:৬
[১০৪:৩] গীত ২৪:২
[১০৪:৩] দ্বি.বি. ৩৩:২৬; যিশা ১৯:১; নহূম ১:৩
[১০৪:৩] রাজা ২:১১
[১০৪:৩] গীত ১৮:১০
[১০৪:৪] গীত ১৪৮:৮; ইব ১:৭
[১০৪:৪] আদি ৩:২৪; রাজা ২:১১
[১০৪:৫] যাত্রা ৩১:১৭; ইয়োব ২৬:৭; গীত ২৪:১-২; ১০২:২৫; ১২১:২
[১০৪:৫] ১শমূ ২:৮
[১০৪:৬] আদি ৭:১৯
[১০৪:৬] আদি ১:২
[১০৪:৬] ২পিতর ৩:৬
[১০৪:৭] গীত ১৮:১৫
[১০৪:৭] যাত্রা ৯:২৩; গীত [২৯:৩
[১০৪:৮] গীত ৩৩:৭
[১০৪:৯] আদি ১:৯; গীত ১৬:৬
[১০৪:১০] গীত ১০৭:৩৩; যিশা ৪১:১৮
[১০৪:১১] পদ ১৩
[১০৪:১১] আদি ১৬:১২; যিশা ৩২:১৪; যিরি ১৪:৬
[১০৪:১২] পদ ১৭; মথি ৮:২০
[১০৪:১২] মথি ১৩:৩২

ডালের মধ্য থেকে গান গায়।
১৩ তিনি উপরের কক্ষ থেকে পর্বতে জল সেচন করেন;
তোমার কাজের ফলে পৃথিবী পরিতৃপ্ত হয়।
১৪ তিনি পশু পালের জন্য অঙ্কুরিত করেন নবীন ঘাস;
মানুষের সেবার জন্য অঙ্কুরিত করেন নানা ফসলের গাছ;
এভাবে ভূমি থেকে খাদ্য উৎপন্ন করেন,
১৫ আর মানুষের অন্তরের আনন্দদায়ক আঙ্গুর-রস,
মুখের প্রফুল্লতা-জনক তেল,
ও মানুষের অন্তরের বল-সাধক খাদ্য উৎপন্ন করেন।
১৬ পরিতৃপ্ত হয়েছে সদাপ্রভুর গাছগুলো,
লেবাননের সেই এরস গাছগুলো, যা তিনি রোপণ করেছেন।
১৭ তার মধ্যে ছোট পাখীরা বাসা করে;
দেবদারু গাছ হাড়গিলার বাসস্থান।
১৮ উঁচু পর্বত সব বন্য ছাগলের আবাস,
সমস্ত শৈল শাফন পশুর আশ্রয়।
১৯ তিনি ঋতুর জন্য চন্দ্র নির্মাণ করেছেন,
সূর্য তার অস্তগমনের সময় জানে।
২০ তুমি অন্ধকার করলে রাত হয়,
তখন সমস্ত বন্যপশু ঘুরে বেড়ায়,
২১ যুবসিংহরা শিকারের চেষ্টায় গর্জন করে,
ঈশ্বরের কাছে তাদের খাদ্য খোঁজ করে।
২২ সূর্য উদিত হলে তারা চলে যায়,
নিজ নিজ গহ্বরে শয়ন করে।
২৩ মানুষ তার কাজে বের হয়,
আর সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত পরিশ্রম করে।
২৪ হে সদাপ্রভু, তোমার নির্মিত বস্তু কেমন বহুবিধ!
তুমি প্রজ্ঞা দ্বারা সেই সমস্ত নির্মাণ করেছ;
পৃথিবী তোমার সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ।
২৫ ঐ যে সমুদ্র, বিশাল ও চারদিকে বিস্তীর্ণ,
সেখানে জলজ প্রাণীরা থাকে, তারা অগণ্য;
ক্ষুদ্র ও প্রকাণ্ড কত জীবজন্তু থাকে।
২৬ সেখানে সমস্ত জাহাজ ভ্রমণ করে,
সেখানে সেই লিবিয়াথন থাকে,
যা তুমি সেখানে খেলা করার জন্য নির্মাণ করেছ।
২৭ এরা সকলেই তোমার অপেক্ষায় থাকে,
যেন তুমি যথাসময়ে তাদের খাদ্য দাও।
২৮ তুমি তাদেরকে দিলে তারা সংগ্রহ করে;

[১০৪:১৩] গীত ১৩৫:৭; ১৪৭:৮; যিরি ১০:১৩; সখ ১০:১
[১০৪:১৩] লেবী ২৬:৪
[১০৪:১৩] আমোষ ৯:৬
[১০৪:১৪] ইয়োব ৩৮:২৭; গীত ১৪৭:৮
[১০৪:১৪] আদি ১:৩০; ইয়োব ২৮:৫
[১০৪:১৫] আদি ১৪:১৮; বিচার ৯:১৩
[১০৪:১৫] গীত ২৩:৫; ৯২:১০; লূক ৭:৪৬
[১০৪:১৫] দ্বি.বি. ৮:৩; মথি ৬:১১
[১০৪:১৬] আদি ১:১১
[১০৪:১৬] গীত ৭২:১৬
[১০৪:১৭] পদ ১২
[১০৪:১৮] দ্বি.বি. ১৪:৫
[১০৪:১৮] হিতো ৩০:২৬
[১০৪:১৯] আদি ১:১৪
[১০৪:১৯] গীত ১৯:৬
[১০৪:২০] যিশা ৪৫:৭; আমোষ ৫:৮
[১০৪:২০] গীত ৭৪:১৬
[১০৪:২০] গীত ৫০:১০
[১০৪:২১] আমোষ ৩:৪
[১০৪:২১] গীত ১৪৫:১৫; যোয়েল ১:২০; মথি ৬:২৬
[১০৪:২২] ইয়োব ৩৭:৮
[১০৪:২৩] আদি ৩:১৯
[১০৪:২৩] বিচার ১৯:১৬
[১০৪:২৪] গীত ৪০:৫
[১০৪:২৪] আদি ১:৩১
[১০৪:২৪] গীত ২৪:১; ৫০:১০-১১
[১০৪:২৫] গীত ৬৯:৩৪
[১০৪:২৫] যিহি ৪৭:১০
[১০৪:২৬] গীত ১০৭:২৩; যিহি ২৭:৯; যোহন ১:৩
[১০৪:২৬] ইয়োব ৩:৮; ৪১:১
[১০৪:২৬] ইয়োব ৪০:২০
[১০৪:২৬] আদি ১:২১
[১০৪:২৭] ইয়োব ৩৬:৩১; গীত ১৪৫:১৫; ১৪৭:৯
[১০৪:২৮] গীত ১০৩:৫; ১৪৫:১৬; যিশা ৫৮:১১

তুমি হাত খুললে তারা মঙ্গলে তৃপ্ত হয়।
২৯ তুমি নিজের মুখ আচ্ছাদন করলে তারা ভীষণ ভয় পায়;
তুমি তাদের নিশ্বাস হরণ করলে তারা মৃত্যুবরণ করে,
তাদের ধূলিতে ফিরে যায়।
৩০ তুমি নিজের আত্মা পাঠালে তাদের সৃষ্টি হয়,
আর তুমি ভূমিতল নবীন করে থাক।
৩১ সদাপ্রভুর গৌরব অনন্তকাল থাকুক,
সদাপ্রভু নিজের কাজে আনন্দ করুন।
৩২ তিনি পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তা কাঁপে;
তিনি পর্বতরাজিকে স্পর্শ করলে তারা ধূমায়িত হয়।
৩৩ আমি সারা জীবন সদাপ্রভুর উদ্দেশে গান গাইব;
আমি যতকাল বেঁচে থাকি,
আমার ঈশ্বরের প্রশংসা গান গাইব।
৩৪ তাঁর কাছে আমার ধ্যান মধুর হোক;
আমি সদাপ্রভুতে আনন্দ করবো।
৩৫ পাপী লোকেরা পৃথিবী থেকে উচ্ছিন্ন হোক,
দুষ্টরা আর না থাকুক।
হে আমার প্রাণ, সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর।
সদাপ্রভুর প্রশংসা হোক!

[১০৪:২৯] দ্বি.বি. ৩১:১৭
[১০৪:২৯] ইয়োব ৭:২১
[১০৪:৩০] আদি ১:২
[১০৪:৩১] যাত্রা ৪০:৩৫; গীত ৮:১; রোমীয় ১১:৩৬
[১০৪:৩১] আদি ১:৪
[১০৪:৩২] গীত ৯৭:৪
[১০৪:৩২] যাত্রা ১৯:১৮
[১০৪:৩২] গীত ১৪৪:৫
[১০৪:৩৩] যাত্রা ১৫:১; গীত ১০৮:১
[১০৪:৩৪] গীত ২:১১; ৯:২; ৩২:১১
[১০৪:৩৫] গীত ৩৭:৩৮
[১০৪:৩৫] ইয়োব ৭:১০
[১০৪:৩৫] গীত ২৮:৬; ১০৫:৪৫; ১০৬:৪৮

গীত ১০৪ এর নোটসমূহ

১০৪:১-২ পরিহিত ... পরিধান করেছ। ১০৯:২৯ পদের নোট দেখুন।

১০৪:১ প্রথম পদটি হল গীতটির মূল ভাব।

১০৪:২-৪ উর্ধ্বে অবস্থিত মহাজাগতিক রাজ্য।

১০৪:২ আলো। এর সাথে তুলনা করুন সৃষ্টির প্রথম দিন (আদিপুস্তক ১:৩-৫)। **আকাশ:** এর সাথে তুলনা করুন সৃষ্টির দ্বিতীয় দিন (আদিপুস্তক ১:৬-৮)। **চন্দ্রাতপের মত:** অর্থাৎ তাঁবুর মত এই জগৎ ও আকাশের সমস্ত নক্ষত্ররাজিকে সুসজ্জিত করা হয়েছে যারা পৃথিবীতে আলো দান করে।

১০৪:৩ উপরিস্থ কক্ষ। ঈশ্বরের স্বর্গীয় আবাসগৃহের একটি প্রতীকী চিত্র (পদ ১৩ দেখুন)। একবচনে হিব্রু ভাষায় এই শব্দটি দিয়ে বোঝানো হয়ে থাকে কোন ঘরের উপরের কুঠরি ঘর, যেখানে সাধারণত মালপত্র রাখা হত (যেমনটা দেখা যায় ১ রাজাবলি ১৭:১৯; ২ রাজাবলি ১:২ পদে)। **জলের উপর:** এই চন্দ্রাতপ বা "তাঁবুর" উপরের জল (পদ ২; এর সাথে আদি ১:৭ দেখুন), যেখান থেকে পুরাতন নিয়মের চিত্র অনুসারে ঈশ্বর বৃষ্টি দান করে থাকেন (পদ ১৩ দেখুন; এর সাথে ৩৬:৮ পদের নোট দেখুন)। **তিনি মেঘকে তাঁর রথ করে থাকেন:** ১৮:৭-১৫; ৬৮:৪; ৭৭:১৬-১৯ পদের নোট দেখুন।

১০৪:৪ বায়ুগুলোকে ... আগুনের শিখাকে। বাতাস এবং বজ্রের বিদ্যুৎ চমক, যা এখানে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তিধর প্রতিনিধি হিসেবে ব্যক্তিকরণ করে প্রকাশ করা হয়েছে (১৪৮:৮

পদ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ১০৩:২১; আরও দেখুন ইব্রীয় ১:৭ পদের নোট)।

১০৪:৫-৯ জাগতিক রাজ্য সুরক্ষিত হয়েছে। পদ ৫ ও ৯ এই অংশটির কাঠামো নির্দেশ করেছে এবং এর দুটি মূল বিষয়বস্তুকে প্রকাশ করেছে।

১০৪:৫ পৃথিবী। আকাশ ও জল থেকে পৃথক করে চিহ্নিত ভূমি। এখানে পৃথিবী বলতে কোন গ্রহকে বোঝানো হচ্ছে না, বরং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বোঝানো হয়েছে (আদিপুস্তক ১:১০ পদ দেখুন)। **ভিত্তিমূল:** ২৪:২ পদের নোট দেখুন। **তা অনন্তকালেও বিচলিত হবে না:** অর্থাৎ তার ভিত্তি দৃঢ়ভাবে স্থাপিত (৯৩:১; ৯৬:১০ পদ দেখুন), তা কোনভাবে বিচ্যুত হবে না (এর সাথে দেখুন পদ ৯)।

১০৪:৭ ভর্ৎসনা। ৭৬:৬ পদের নোট দেখুন। **জল পালিয়ে গেল:** এর সাথে তুলনা করুন সৃষ্টির তৃতীয় দিনের ঘটনা (আদিপুস্তক ১:৯-১৩ পদ)।

১০৪:৯ তুমি সীমা স্থাপন করেছ। যেন ভূমি তথা জগৎ কখনো সমুদ্র তথা জল দ্বারা নিমজ্জিত না হয় (এর সাথে তুলনা করুন পদ ৫; ৩৩:৭ পদের নোট দেখুন; আরও দেখুন আদি ৯:১৫)।

১০৪:১০-১৮ জগৎ হচ্ছে জীবনের এক সঞ্জীবনী স্রোতসমৃদ্ধ বাগান – গীতসংহিতার কেন্দ্রস্থিত পদ এবং সৃষ্টি সম্পর্কে গীত রচয়িতার বক্তব্যের মূল আলোচ্য স্থল (পৃথিবী, আকাশমণ্ডল দ্বারা আবৃত, পদ ২-৪, এবং একই সাথে সমুদ্র দ্বারও আবৃত, পদ ২৪-২৬)। এর সাথে তুলনা করুন সৃষ্টির তৃতীয় ও ষষ্ঠ দিন (আদিপুস্তক ১:৯-১৩, ২৪-৩১)।

১০৪:১০-১২ ভূগর্ভ থেকে আসা জলের ধারা – ইস্রায়েলের উজান থেকে আসা জল তাদের চাষযোগ্য সমস্ত ভূমিকে উর্বর করে তুলেছিল।

১০৪:১৩ উপরের কক্ষ। ৩ পদের নোট দেখুন।

১০৪:১৫ অন্তরের আনন্দদায়ক ... অন্তরের বল-সাধক। ৪:৭ পদের নোট দেখুন। **তেল:** জলপাই তেল। **মুখের প্রফুল্লতা-জনক:** অর্থাৎ তাদের মুখকে সুস্বাস্থ্যে ও আনন্দে উজ্জ্বল করে তোলে এমন পুষ্টিদায়ক খাবার (১ রাজাবলি ১৭:১২ পদ দেখুন; এর সাথে ইষ্টের ২:১২ পদও দেখুন)।

১০৪:১৬-১৮ লেবাননের সেই এরস গাছগুলো। লেবাননের অবস্থান ছিল ইস্রায়েলের উত্তর দিকে, যেখানে বড় বড় এরস গাছ জন্মাতো। এই এরস গাছের বনে প্রচুর পাখি এবং বন্য প্রাণী বাস করত, যা ঈশ্বরের জাগতিক অভয়ারণ্যের এক অপূর্ব চিত্র প্রকাশ করে (দেখুন ৭২:১৬; ২ রাজাবলি ১৪:৯; ১৯:২৩; যিশাইয় ১০:৩৪; ৩৫:২; ৪০:১৬; ৬০:১৩; যিরমিয় ২২:৬; হোশেয় ১৪:৭)।

১০৪:১৯-২৩ পৃথিবীতে প্রাণীর এক অনুপম জীবন চক্রের চিত্র (২-৪, ৫-৯ পদের নোট দেখুন; এই অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন), যা চাঁদ ও সূর্যের প্রাত্যহিক নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে। এর সাথে তুলনা করুন সৃষ্টির চতুর্থ দিন (আদিপুস্তক ১:১৪-১৯ পদ)।

১০৪:২১, ২৩ যুবসিংহ ... মানুষ। প্রথমজন অর্থাৎ প্রাণীটি রাতের উপরে কর্তৃত্ব করে এবং দ্বিতীয় জন অর্থাৎ মানুষ দিনের উপরে কর্তৃত্ব করে।

১০৪:২৪-২৬ ভূমির নিচে অবস্থিত জলের পৃথিবীতে প্রাণিক জীবন (১৯-২৩ পদের নোট দেখুন)। এর সাথে তুলনা করুন সৃষ্টির পঞ্চম দিন (আদিপুস্তক ১:২০-২৩)। জলের জগৎ তথা সমুদ্র এই শুকনো ভূমির পৃথিবীর সাথে সমান সামঞ্জস্য বজায় রেখেছে (পদ ২-৪)

এবং একটি আরেকটির সীমারেখা চিহ্নিত করেছে।

১০৪:২৪ সমুদ্র সম্পর্কে কথা বলার আগে কিছুটা বিরতি নেওয়া হয়েছে।

১০৪:২৫ তারা অগণ্য। আদি ১:২০-২১ পদ দেখুন।

১০৪:২৬ লিবিয়াথন। একটি পৌরাণিক ভয়ঙ্কর প্রাণী যা গভীর সমুদ্রের তলদেশে বাস করে (ইয়োব ৩:৮ পদের নেটা দেখুন)। এখানে এই প্রাণীটিকে দেখানো হয়েছে ঈশ্বরের সৃষ্ট একটি নিরীহ প্রাণী হিসেবে যা গভীর সমুদ্রে বাস করে।

১০৪:২৭-৩০ ঈশ্বরের পরম মমতা ও ভালবাসায় এই প্রাণী বৈচিত্র্যে পূর্ণ উদ্যান সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। এর সাথে তুলনা করুন সৃষ্টির ষষ্ঠ দিন (আদিপুস্তক ১:২৪-৩১)।

১০৪:২৯ তুমি নিজের মুখ আচ্ছাদন করলে। ১৩:১ পদের নোট দেখুন।

১০৪:৩০ নিজের আত্মা। ৫১:১১ পদের নোট দেখুন। **তাদের সৃষ্টি হয়:** ১০২:১৮ পদের নোট দেখুন।

১০৪:৩১ সদাপ্রভুর গৌরব। যে গৌরব তাঁর সৃষ্টি কর্মের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে (১৯:১-৪ পদের নোট দেখুন)।

১০৪:৩২ তিনি তাঁর নিজ সৃষ্টিকর্মের চেয়ে এতটাই মহৎ যে, শুধুমাত্র দৃষ্টিপাত করে বা স্পর্শ করে বা মুখের কথা দিয়েই (৩৩:৬, ৯) তিনি তা বিনষ্ট করে দিতে পারেন।

১০৪:৩৩-৩৫ যিহোবার প্রতি গীত রচয়িতা প্রশংসা ও গৌরব জ্ঞাপনের সমাপ্তি ঘোষণা।

১০৪:৩৩ সদাপ্রভুর উদ্দেশে চিরকাল প্রশংসা জ্ঞাপন করার শপথ – এখানে তা প্রশংসার গীত হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে (৭:১৭ পদের নোট দেখুন)।

১০৪:৩৪ আমার ধ্যান। পূর্ববর্তী গীতটি, অর্থাৎ পুরো ১০৪ গীত (১৯:১৪ পদের নোট দেখুন)।

১০৪:৩৫ যা কিছু পৃথিবীকে কলুষিত করে তা চিরতরে বিনষ্ট হোক (এর সাথে তুলনা করুন প্রকাশিত ২১:২৭)। **সদাপ্রভুর প্রশংসা হোক!** সম্ভবত এই প্রশংসাসূচক বাণীটি উৎসগত ভাবে গীত ১০৫ অধ্যায়ের অংশ।

উপসংহার: সমস্ত সৃষ্টি তাদের সৃষ্টিকর্তা মশীহের প্রশংসা করছে। তাঁর এই সৃষ্টি কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর দয়া ও মহত্ত্ব প্রকাশ করা হয় (১০-৩৫)।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. সৃষ্টিকর্তার হস্তনির্মিত কাজের কোন প্রমাণ কি আপনি প্রকৃতিতে দেখতে পান? আপনার জীবনে কি তা দেখতে পান?

২. এই সৃষ্টি কিভাবে সৃষ্টিকর্তার প্রজ্ঞা দেখায়? তাঁর ক্ষমতা প্রকাশ করে? তাঁর উদারতা প্রকাশ করে?

৩. বিজ্ঞান ও বাইবেলের বিষয়ে আপনার সমাজে বিপরীত মতামত আছে সেই বিষয়ে আপনি কিভাবে সাড়া দেন?

গীত ১০৫

ইস্রায়েল-সন্তানদের প্রতি সদাপ্রভুর বিশ্বস্ততা

ভূমিকা: পরিত্রাণের ইতিহাসসমৃদ্ধ গীত, যেখানে ইস্রায়েল জাতিকে উপাসনা করার জন্য এবং সদাপ্রভুর উপরে আস্থা স্থাপন করার জন্য বিশেষভাবে আহ্বান জানানো হয়েছে, কারণ তিনি অব্রাহামের সাথে তাঁর কৃত চুক্তি অবশ্যই পালন করবেন, যেখানে তিনি অব্রাহামের বংশধরদেরকে কনান দেশ দান করার জন্য বিশেষভাবে শপথ করেছেন। ইস্রায়েল জাতিকে উদ্দেশ্য করে কোন একজন লেবীয় এই গীতটি রচনা করেছেন বলে ধারণা করা যায় (১ বংশাবলি ১৬:৭ পদ দেখুন এবং ১-১৫ পদের সাথে ১ বংশাবলি ১৬:৮ -২২ পদের তুলনা করুন), যা ইস্রায়েল জাতির কোন বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গীত আকারে গাওয়া হয়েছিল। খুব সম্ভবত এই উৎসবটি ছিল নিস্তার-পর্বের উৎসব (লেবীয় ২৩:৩৪ পদ দেখুন), কিন্তু এটি পঞ্চাশত্তমীর পর্বও হতে পারে (যাত্রা ২৩:১৬; লেবীয় ২৩:১৫-২১; গণনা ২৮:২৬; দ্বি.বি. ১৬:৯-১২ পদ দেখুন; আরও দেখুন দ্বি.বি. ২৬:১-১১ পদ)। এই একই ইতিহাসের উপরে অন্যান্য বক্তব্য জানতে দেখুন গীত ৭৮; ১০৬ অধ্যায়; যিহোশূয় ২৪:২-১৩; নহিমিয় ৯:৭-২৫ পদ। গীতসংহিতার এই স্থানে গীত ১০৬ অধ্যায়ের অবস্থানের যৌক্তিকতা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে দেখুন গীত ১০১-১১০ অধ্যায়ের ভূমিকা। ভূমিকাটি তৈরি করা হয়েছে সাতটি পদ নিয়ে দুই খণ্ডে বিভক্ত করে: (১) সদাপ্রভুর উপাসনা করার জন্য আবেদন, দশটি বিশেষ বক্তব্য সহকারে (পদ ১-৪); (২) সদাপ্রভু ঈশ্বর যা করেছেন স্মরণ করার জন্য আহ্বান (পদ ৫-৭)। এর পরে রয়েছে গীতের মূল বক্তব্য যা দুটি চার পদ বিশিষ্ট পঙক্তিমালায় বিভক্ত করা হয়েছে (পদ ৮-১১, ৪২-৪৫) যেখানে গীতের মূল বক্তব্যকে প্রকাশ করা হয়েছে: সদাপ্রভু ঈশ্বর অব্রাহামের সাথে কৃত তাঁর নিয়ম স্মরণ করেন। গীতটির সম্পাদনাকারীরা "হাল্লেলুইয়া" সূচক আরেকটি কাঠামো নির্দেশ করেছেন (গীত ১০৪ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন; এর সাথে ১০৪:৩৫ পদের নোট দেখুন)।

[১] সদাপ্রভুর স্তবগান কর, তাঁর নামে ডাক,
জাতিদের মধ্যে তাঁর সমস্ত কাজের কথা জানাও।
[২] তাঁর উদ্দেশে গান গাও, তাঁর প্রশংসা গান কর,
তাঁর সকল আশ্চর্য কাজ ধ্যান কর।
[৩] তাঁর পবিত্র নামের গৌরব কর;
যারা সদাপ্রভুর খোঁজ করে তাদের অন্তর আনন্দ করুক।
[৪] সদাপ্রভুর ও তাঁর শক্তির অনুসন্ধান কর,
নিয়ত তাঁর উপস্থিতির খোঁজ কর।
[৫] স্মরণ কর তাঁর কৃত সমস্ত আশ্চর্য কাজ,
তাঁর অদ্ভুত লক্ষণ ও তাঁর উচ্চারিত সমস্ত শাসন;
[৬] হে তাঁর দাস অব্রাহামের বংশ,
হে যাকোবের সন্তানেরা, তাঁর মনোনীত লোকেরা।

গীত ১০৫ : ক্রসরেফারেন্স

[১০৫:১] ১বংশা ১৬:৩৪
[১০৫:১] গীত ৮০:১৮; ৯৯:৬; ১১৬:১৩; যোয়েল ২:৩২; প্রেরিত ২:২১
[১০৫:২] গীত ৩০:৪; ৩৩:৩; ৯৬:১
[১০৫:২] গীত ৭:১৭; ১৮:৪৯; ২৭:৬; ৫৯:১৭; ৭১:২২; ১৪৬:২
[১০৫:২] গীত ৭৫:১
[১০৫:৩] গীত ৮৯:১৬
[১০৫:৪] গীত ২৪:৬
[১০৫:৫] গীত ৪০:৫
[১০৫:৫] দ্বি.বি. ৭:১৮
[১০৫:৬] পদ ৪২
[১০৫:৬] দ্বি.বি. ১০:১৫; গীত ১০৬:৫

৭ তিনি সদাপ্রভু, আমাদের ঈশ্বর,
তাঁর সমস্ত শাসন সমস্ত পৃথিবীতে বিদ্যমান।
৮ তিনি তাঁর নিয়ম চিরকাল স্মরণ করেন,
সেই বাক্য তিনি হাজার হাজার প্রজন্মের প্রতি আদেশ করেছেন;
৯ সেই নিয়ম তিনি অব্রাহামের সঙ্গে করলেন,
সেই শপথ ইসহাকের কাছে করলেন;
১০ তিনি তা যাকোবের জন্য বিধি বলে,
ইস্রায়েলের জন্য চিরকালীন নিয়ম হিসেবে দাঁড় করালেন।
১১ তিনি বললেন, আমি তোমাকে কনান দেশ দেব,
তা-ই তোমাদের উত্তরাধিকারের জন্য তোমার অংশ।
১২ তৎকালে তারা সংখ্যাতে বেশি ছিল না, তারা অল্পই ছিল,
এবং সেখানে প্রবাসী ছিল।
১৩ তারা এক জাতি থেকে অন্য জাতির কাছে,
এক রাজ্য থেকে অন্য লোকবৃন্দের কাছে ঘুরে বেড়াত।
১৪ তিনি কোন মানুষকে তাদের প্রতি দৌরাত্ম্য করতে দিতেন না,
বরং তাদের জন্য রাজাদেরকে অনুযোগ করতেন;
১৫ 'আমার অভিষিক্ত ব্যক্তিদের স্পর্শ করো না,
আমার ভাববাদীদের অপকার করো না।'
১৬ আর তিনি দেশে দুর্ভিক্ষ আহ্বান করলেন,
খাদ্যরূপ সমস্ত লাঠি ভেঙ্গে ফেললেন।
১৭ তিনি তাদের আগে এক পুরুষকে পাঠালেন,
যোষেফকে দাস হিসেবে বিক্রি করা হল।
১৮ লোকে বেড়ী দ্বারা তাঁর চরণকে কষ্ট দিল;
তাঁর প্রাণ লোহার শিকলে বাঁধা পড়লো।
১৯ তিনি যা বলেছেন যতদিন তা সফল না হল,
ততদিন সদাপ্রভুর বাক্য তাঁকে পরীক্ষা করতে থাকলো।
২০ রাজা লোক পাঠিয়ে তাঁকে ছেড়ে দিলেন,
জাতিদের শাসনর্কতা তাঁকে মুক্ত করলেন।
২১ তিনি তাঁকে নিজের বাড়ির মনিব করলেন,
তাঁর সমস্ত সম্পত্তির কর্তা করলেন,
২২ যেন তিনি তাঁর কর্মকর্তাদেরকে ইচ্ছানুসারে নির্দেশ প্রদান করেন,
ও তাঁর প্রধান ব্যক্তিবর্গকে জ্ঞান প্রদান করেন।
২৩ আর ইস্রায়েল মিসরে উপস্থিত হলেন,
যাকোব হামের দেশে প্রবাস করলেন।
২৪ ঈশ্বর নিজের লোকদের অতিশয় বংশবৃদ্ধি করলেন,
শত্রুদের থেকে তাদেরকে বলবান করলেন।
২৫ তিনি ওদের অন্তর এমনভাবে ফিরালেন যে,

[১০৫:৮] আদি ৯:১৫; গীত ১০৬:৪৫; ১১১:৫; যিহি ১৬:৬০; লূক ১:৭২
[১০৫:৯] আদি ১২:৭; ১৫:১৮; ২২:১৬-১৮; লূক ১:৭৩; গালা ৩:১৫-১৮
[১০৫:১০] আদি ২৮:১৩-১৫
[১০৫:১০] যিশা ৫৫:৩
[১০৫:১১] আদি ১২:৭
[১০৫:১১] গণনা ৩৪:২
[১০৫:১২] দ্বি.বি. ৭:৭
[১০৫:১২] আদি ২৩:৪; ইব ১১:৯
[১০৫:১৩] আদি ১৫:১৩-১৬; গণনা ৩২:১৩; ৩৩:৩-৪৯
[১০৫:১৪] আদি ৩৫:৫
[১০৫:১৪] আদি ১২:১৭-২০; ২০:৩; গীত ৯:৫
[১০৫:১৫] আদি ২৬:১১; ১শমূ ১২:৩
[১০৫:১৫] আদি ২০:৭
[১০৫:১৬] আদি ১২:১০; লেবী ২৬:২৬; যিশা ৩:১; যিহি ৪:১৬
[১০৫:১৭] আদি ৩৭:২৮; প্রেরিত ৭:৯
[১০৫:১৮] আদি ৪০:১৫
[১০৫:১৯] আদি ১২:১০; ৪০:২০-২২
[১০৫:১৯] আদি ৪১:৪০
[১০৫:২০] আদি ৪১:১৪
[১০৫:২২] আদি ৪১:৪৩-৪৪
[১০৫:২২] আদি ৪১:৪০
[১০৫:২৩] আদি ৪৬:৬; প্রেরিত ৭:১৫; ১৩:১৭
[১০৫:২৩] আদি ৪৭:২৮
[১০৫:২৩] গীত ৭৮:৫১
[১০৫:২৪] যাত্রা ১:৭, ৯; প্রেরিত ৭:১৭
[১০৫:২৫] যাত্রা ৪:২১
[১০৫:২৫] যাত্রা ১:৬-১০; প্রেরিত ৭:১৯

ওরা তাঁর লোকদেরকে ঘৃণা করলো,
তাঁর দাসদের সঙ্গে ধূর্ত ব্যবহার করলো।
২৬ তিনি পাঠালেন তাঁর দাস মোশি ও হারোণকে,
যাঁকে তিনি মনোনীত করেছিলেন।
২৭ তাঁরা ওদের মধ্যে তাঁর নানা চিহ্ন,
হামের দেশে নানা অদ্ভুত লক্ষণ দেখালেন।
২৮ তিনি অন্ধকার পাঠালেন, আর অন্ধকার হল;
তাঁরা তাঁর বাক্যের বিরুদ্ধাচরণ করলেন না।
২৯ তিনি ওদের জল রক্তে পরিণত করলেন,
ওদের সমস্ত মাছ মেরে ফেললেন।
৩০ ওদের দেশ ব্যাঙে পরিপূর্ণ হল,
ওদের রাজাদের অন্তঃপুরে তা প্রবেশ করলো।
৩১ তিনি বললেন, আর ডাঁশ মাছির ঝাঁক এল,
পিশুরা এল ওদের সমস্ত অঞ্চলে।
৩২ তিনি ওদেরকে বৃষ্টির পরিবর্তে শিলা দিলেন,
ওদের দেশে শিখাযুক্ত আগুন বর্ষণ করলেন।
৩৩ আর তিনি ওদের আঙ্গুরলতা ও ডুমুরগাছে আঘাত করলেন,
ওদের অঞ্চলের গাছ ভেঙ্গে ফেললেন।
৩৪ তিনি বললেন, আর পঙ্গপাল এল, অসংখ্য পতঙ্গ এল।
৩৫ তারা ওদের দেশের সমস্ত ওষধি গ্রাস করলো,
ওদের ভূমির ফল খেয়ে ফেললো।
৩৬ আর তিনি ওদের দেশে প্রথমজাত সকলকে,
ওদের সমস্ত শক্তির প্রথম ফলকে, আঘাত করলেন।
৩৭ পরে তিনি লোকদেরকে রূপা ও সোনার সঙ্গে বের করে
আনলেন,
তাঁর গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এক জনও হোঁচট খায় নি।
৩৮ তারা প্রস্থান করলে মিসর আনন্দ করলো,
কারণ ওরা তাদের থেকে ত্রাসযুক্ত হয়েছিল।
৩৯ তিনি চন্দ্রাতপের জন্য মেঘ বিস্তার করলেন,
তিনি রাত আলোকময় করার জন্য আগুন দিলেন।
৪০ তারা যাচঞা করলে
তিনি ভারুই পাখি আনালেন,
এবং স্বর্গ খাদ্যে তাদেরকে তৃপ্ত করলেন।
৪১ তিনি শৈল খুলে দিলেন, জল প্রবাহিত হল;
তা নদী হয়ে শুকনো ভূমিতে প্রবাহিত হল।
৪২ কারণ তিনি তাঁর পবিত্র বাক্য স্মরণ করলেন,
তাঁর দাস অব্রাহামকে স্মরণ করলেন।

[১০৫:২৬] যাত্রা ৩:১০
[১০৫:২৬] যাত্রা ৪:১৬; গণনা ৩৩:১
[১০৫:২৬] গণনা ১৬:৫; ১৭:৫-৮
[১০৫:২৭] পদ ২৮-৩৭; যাত্রা ৭:৮-১২:৫১
[১০৫:২৭] যাত্রা ৪:১৭; ১০:১
[১০৫:২৭] যাত্রা ৩:২০; দানি ৪:৩
[১০৫:২৮] আদি ১:৪; যাত্রা ১০:২২
[১০৫:২৮] যাত্রা ৭:২২
[১০৫:২৯] গীত ৭৮:৪৪
[১০৫:২৯] যাত্রা ৭:২১
[১০৫:৩০] যাত্রা ৮:২, ৬
[১০৫:৩১] গীত ১০৭:২৫; ১৪৮:৮
[১০৫:৩১] যাত্রা ৮:২১-২৪; গীত ৭৮:৪৫
[১০৫:৩১] যাত্রা ৮:১৬-১৮
[১০৫:৩২] যাত্রা ৯:২২-২৫; ইয়োব ৩৮:২২; গীত ৭৮:৪৭
[১০৫:৩৩] গীত ৭৮:৪৭
[১০৫:৩৩] যাত্রা ১০:৫, ১২
[১০৫:৩৪] গীত ১০৭:২৫
[১০৫:৩৪] যাত্রা ১০:৪, ১২-১৫
[১০৫:৩৪] ১রাজা ৮:৩৭
[১০৫:৩৪] যোয়েল ১:৬
[১০৫:৩৬] যাত্রা ৪:২৩; ১২:১২
[১০৫:৩৭] যাত্রা ৩:২১, ২২
[১০৫:৩৮] যাত্রা ১৫:১৬
[১০৫:৩৯] যাত্রা ১৩:২১; ১করি ১০:১
[১০৫:৩৯] গীত ৭৮:১৪
[১০৫:৪০] গীত ৭৮:১৮, ২৪
[১০৫:৪০] যাত্রা ১৬:১৩
[১০৫:৪০] যাত্রা ১৬:৪; যোহন ৬:৩১
[১০৫:৪১] গণনা ২০:১১; ১করি ১০:৪
[১০৫:৪২] আদি ১২:১-৩; ১৩:১৪-১৭; ১৫:১৩-১৬

৪৩ তিনি তাঁর লোকদেরকে আনন্দ সহ,
নিজের মনোনীত লোকদেরকে
সঙ্গীতের সঙ্গে বের করে আনলেন।
৪৪ তিনি তাদেরকে জাতিদের দেশ দিলেন,
তারা লোকবৃন্দের শ্রম ফলের অধিকারী হল,
৪৫ যেন তারা তাঁর সমস্ত বিধি পালন করে,
তাঁর ব্যবস্থা রক্ষা করে।
সদাপ্রভুর প্রশংসা হোক!

[১০৫:৪৩] যাত্রা ১৫:১-১৮; গীত ১০৬:১২
[১০৫:৪৪] যাত্রা ৩২:১৩; যিহো ১১:১৬-২৩; ১২:৮; ১৩:৬-৭; গীত ১১১:৬
[১০৫:৪৪] দ্বি.বি. ৬:১০-১১; গীত ৭৮:৫৫
[১০৫:৪৫] দ্বি.বি. ৪:৪০; ৬:২১-২৪; গীত ৭৮:৫-৭
[১০৫:৪৫] গীত ১০৪:৩৫

গীত ১০৫ এর নোটসমূহ

১০৫:১-৪ যিহোবার উপাসনা করার জন্য ও তাঁর উপরে নির্ভর করার জন্য বিশেষ আহ্বান।

১০৫:১ সদাপ্রভুর প্রশংসা-গীত কর। গীত ১০০ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **তাঁর নামে:** পদ ৩ দেখুন; এর সাথে ৫:১১ পদের নোট দেখুন। **জাতিদের মধ্যে তাঁর সমস্ত কাজের কথা জানাও:** প্রশংসা গীতের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ (৯:১ পদের নোট দেখুন)।

১০৫:২ অলৌকিক কাজ। পদ ৫ দেখুন (আশ্চর্য কাজ); আরও দেখুন ৯:১ পদের নোট।

১০৫:৩, ২৫ অন্তর। ৪:৭ পদের নোট দেখুন।

১০৫:৫-৭ ঈশ্বরের সমস্ত উদ্ধারকারী কাজ স্মরণ করার জন্য আহ্বান।

১০৫:৫ স্মরণ কর। ঈশ্বরের উপাসনা করা এবং তাঁর উপরে নির্ভর করার জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ – সদাপ্রভু কিভাবে আমাদের কথা স্মরণ করেন তা স্মরণ কর (পদ ৮-১১ দেখুন)। **সমস্ত শাসন:** পদ ৭ দেখুন; এর সাথে ৪৮:১১; ৯৭:৮ পদের নোটও দেখুন। **তাঁর উচ্চারিত:** সদাপ্রভু ঈশ্বর হিসেবে তিনি তাঁর নিজ কাজের কথা ঘোষণা করেন এবং যা কিছু তিনি করেছেন তার কথা তিনি বলেন (৭:৬ পদ দেখুন বিচার ঘোষণা; ৩৩:৯; ৭১:৩; ৭৮:২৩; ১৪৭:১৫, ১৮; ১৪৮:৫; যিশাইয় ৫:৬; ৫৫:১১; যিরমিয় ১:১২; আমোষ ৯:৩-৪)।

১০৫:৬, ৯ **অব্রাহাম ... যাকোব ... ইসহাক:** যাকোব নামটি গীতসংহিতায় ৩৪ বার দেখা যায়, যেখানে অব্রাহাম নামটি গীতসংহিতায় শুধুমাত্র এই পদে (৪২ পদও দেখুন) এবং ৪৭:৯ পদে পাওয়া যায়। ইসহাকের নামটি গীতসংহিতায় শুধুমাত্র এই পদে পাওয়া যায়।

১০৫:৮-১১ সদাপ্রভু ঈশ্বর অব্রাহামের সাথে কৃত তাঁর নিয়ম স্মরণ করেন (পদ ৪২-৪৫ দেখুন)।

১০৫:৮ নিয়ম। আদিপুস্তক ১৫:৯-২১ পদের শপথ দ্বারা কৃত নিয়ম। এই পদ এবং ৯ পদ সম্ভবত লূক ১:৭২-৭৩ পদে প্রতিফলিত হয়েছে। **হাজার হাজার প্রজন্ম:** যাত্রা ২০:৬; দ্বি.বি. ৭:৯; ১ বংশাবলি ১৬:১৫।

১০৫:১০ বিধি। অর্থাৎ তাঁর ভবিষ্যতের সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি নির্ধারিত নীতিমালা (৪৫ পদের নোট দেখুন)।

১০৫:১২-৪১ ইস্রায়েলের সাথে কৃত নিয়ম স্থাপনের সময় থেকে শুরু করে (পদ ১১ দেখুন, এর সাথে আদিপুস্তক ১৫:৯-২১ পদও দেখুন) এর পূর্ণতা সাধনের সময় পর্যন্ত (পদ ৪৪;

যিহোশূয় ২১:৪৩ পদ দেখুন) ঈশ্বরের পরিত্রাণ সাধনের সমস্ত কাজের বর্ণনা। এর সাথে তুলনা করুন মোশির কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রশংসা বাণী, যেখানে প্রথমজাত ফসল উৎসর্গ করার কথাও রয়েছে (দ্বি.বি. ২৬:১-১১ পদ দেখুন)।

১০৫:১৪-১৫ আদিপুস্তক ২০:২-৭ পদ দেখুন এবং ২০:৭ পদের নোট দেখুন।

১০৫:১৮ বেড়ী ... লোহার শিকল। অর্থাৎ লোহার বেড়ী ও শিকল (১৪৯:৮ পদ দেখুন; এর সাথে ৩:৭ পদের নোট দেখুন)। গীত রচয়িতা এখানে বন্দীদের একটি সাধারণ চিত্র উপস্থাপন করেছেন (ইয়োব ১৩:২৭; ৩৩:১১ পদ দেখুন)। আদিপুস্তক ৩৯:২০-২৩ পদে বেড়ীর কথা বলা হয় নি এবং সে সময় ধাতু হিসেবে লোহার ব্যবহার প্রচলন পায় নি । এর আগে বেড়ী ও শিকল ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি করা হত; বিচারকর্তৃগণ ১৬:২১ পদ দেখুন।

১০৫:২২ নির্দেশ প্রদান করেন। আক্ষরিক অর্থে "বাঁধেন", অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ করেন বা পরিচালনা দান করেন। যাঁর গলা (পদ ১৮; হিব্রু 'নেফেশ') শেকলে বা বেড়ী দিয়ে বাঁধা রয়েছে তাকে ফরৌণের রাজপুত্র যা খুশি তাই করতে পারবে (হিব্রু নেফেশ শব্দের এখানে যে অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে তা হল, নিজের ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করা)। **প্রধান ব্যক্তিবর্গ:** ফরৌণের পরামর্শদাতা, যারা সাধারণত বয়োজ্যেষ্ঠ, অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন (যাত্রা ৩:১৬ পদের নোট দেখুন)।

১০৫:২৩, ২৭ হামের দেশে। ৭৮:৫১ পদ ও নোট দেখুন।

১০৫:২৫ এমনভাবে ফিরালেন। পুরাতন নিয়মের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে ইস্রায়েলের নিয়তির উপরে ঈশ্বরের সর্বময় ক্ষমতা ও তাঁর নিয়ন্ত্রণ এতটাই দৃঢ় যে, তা খুব আশ্চর্যজনকভাবে তাদের জীবনের সমস্ত উত্তমতা এবং একই সাথে সমস্ত মন্দতাকেও নিয়ন্ত্রণ করেছিল। এ কারণে এখানে এ ধরনের সাহসী একটি ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে (যাত্রা ৪:২১; ৭:৩; যিহোশূয় ১১:২০; ২ শমূয়েল ২৪:১; যিশাইয় ১০:৫-৭; ৩৭:২৬-২৭; যিরমিয় ৩৪:২২ পদ দেখুন)।

১০৫:২৫, ৪২ তাঁর দাস। ৭৮:৭০ পদের নোট দেখুন।

১০৫:২৮-৩৬ মিসরে যে সমস্ত আঘাত হানা হয়েছিল সেগুলো সম্পর্কে বর্ণনা। এই কাব্যিক বিবৃতিতে মিসরের উপরে আনীত দশটি আঘাতের মধ্যে সাতটি আঘাতের কথা বলা হয়েছে (যা পূর্ণতা নির্দেশ করে), যে দশটি আঘাতের কথা যাত্রা ৭-১১ অধ্যায়ে দেখা যায়। যে তিনটি আঘাতের বর্ণনা বাদ দেওয়া হয়েছে সেগুলো হল গবাদি পশুর মহামারী ও স্ফোটক। এছাড়া রচয়িতা বাকি আঘাতগুলোকে যাত্রা পুস্তকের ক্রম অনুসারেই বর্ণনা করেছেন, যদিও তিনি তৃতীয় ও চতুর্থ আঘাত (ডাঁশ মাছি ও পিশু) এক করে বর্ণনা করেছেন, যেন তিনি সাত সংখ্যার মধ্যে থাকতে পারেন। এছাড়া তিনি নবম আঘাতটিকে নিয়ে এলেন সবার প্রথমে, যেন এই বর্ণনাটি আরও বেশি নাটকীয় করে তোলা সম্ভব হয়।

১০৫:৩৭ রূপা ও সোনার সঙ্গে বের করে আনলেন। যাত্রা ৩:২২ পদের নোট দেখুন; এর সাথে ১২:৩৫-৩৬ পদও দেখুন।

১০৫:৩৯ চন্দ্রাতপের জন্য। ছায়া দানের জন্য ঈশ্বর মেঘ পাঠিয়েছিলেন, যা ঈশ্বরের প্রতীকী উপস্থিতির কথা নির্দেশ করে। এছাড়া এই মেঘ (১) মরুভূমিতে যাত্রা পথে ইস্রায়েল জাতির জন্য দিক নির্দেশক হিসেবে কাজ করেছিল (৭৮:১৪; যাত্রা ১৩:২১; গণনা ৯:১৭; নহিমিয় ৯:১২, ১৯ পদ দেখুন), (২) পেছনে আক্রমণ করে তেড়ে আসা

মিশরীয়দের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বিশেষ ঢাল হিসেবে কাজ করেছিল (যাত্রা ১৪: ১৯-২০ পদ দেখুন) এবং (৩) ঈশ্বরের উপস্থিতির ভয়াবহ উজ্জ্বলতা থেকে ইস্রায়েল জাতিকে নিরাপদে রেখেছিল (যাত্রা ১৬:১০; ২৪:১৬; ৩৪:৫; ৪০:৩৪-৩৫, ৩৮; গণনা ১১:২৫; ১২:৫; ১৬:৪২; দ্বি.বি. ৩১:১৫; ১ রাজাবলি ৮:১১ দেখুন)। গীত রচয়িতা আরেকটি কাজকেও এখানে আলোকপাত করেছেন: মরুভূমিতে ঈশ্বরের লোকদের প্রতি তাঁর মমত্ব ও যত্ন প্রকাশ। এই চন্দ্রাতপ দিয়ে তিনি যেন তাঁর পাখার নিচে তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন (১৭:৮ পদের নোট দেখুন), যেন দিনের বেলা সূর্য তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে না পারে (১২১:৫-৬ পদ দেখুন)।

১০৫:৪০ স্বর্গীয় খাদ্য। ৭৮:২৪-২৫ পদ দেখুন এবং ৭৮:২৫; যোহন ৬:৩১-৩২ পদের নোট দেখুন।

১০৫:৪১ নদী হয়ে। এই অলৌকিক কাজটিকে এখানে কাব্যিক ঢংয়ে অতিশয়োক্তি করা হয়েছে। মরুভূমিতে আশ্চর্য কাজের ঘটনা বর্ণনা করার মধ্য দিয়ে এই বিবৃতি শেষ করা হয়েছে এবং এমন এক নাটকীয় পর্যায়ে এসে এই বর্ণনাটি শেষ করা হয়েছে যার মধ্য দিয়ে মানব জাতির জন্য ঈশ্বরের ক্ষমতা ও ভালবাসার প্রকাশ অতুলনীয় ভঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে (১১৪:৮; যিশাইয় ৪৩:১৯-২০ পদ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন যিশাইয় ৫০:২ পদ)।

১০৫:৪২-৪৫ সমাপ্তি নির্দেশক সংক্ষিপ্তসার (এখানে বিবৃতির সূচনার সাথে বিশেষভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে: পদ ৮-১১)।

১০৫:৪৪ তাদেরকে জাতিদের দেশ দিলেন। পদ ১১ দেখুন।

১০৫:৪৫ তাঁর সমস্ত বিধি। ঈশ্বর তাঁর নিজের সমস্ত বিধি বিধান পালন করেন (পদ ১০) যেন ইস্রায়েল জাতিও তাদের প্রতি স্থাপিত তাঁর সমস্ত বিধান ও অনুশাসন পালন করে (৫ পদের নোট দেখুন: "স্মরণ কর")। ঈশ্বর তাঁর উদ্ধারকারী কাজের মধ্য দিয়ে ইস্রায়েল জাতির প্রতি কৃত তাঁর সমস্ত শপথ একে একে পূর্ণ করছেন এবং তিনি তাঁর পবিত্র ইচ্ছা অনুসারে তাদের জীবনকে পরিচালিত করছেন (যিশাইয় ৫:১-৭ পদ দেখুন)।

উপসংহার: এখানে ইস্রায়েলীয়দের ইতিহাসের পর্যালোচনা করা হয়েছে। বিশেষ ভাবে তাদের মিশর থেকে যাত্রা করে মরু-এলাকায় ঘুরে বেড়ানোর ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. ইস্রায়েলের ইতিহাস আমাদের ঈশ্বরের বিষয়ে কি শিক্ষা দেয়? তিনি ইস্রায়েলকে কি বিজয় দান করেছিলেন? তিনি কি সম্প্রতি আপনাকে কোন বিজয় দিয়েছেন?

২. মিশর থেকে ইসরাইলের মুক্তি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও দয়া ছিল। কেন তাদের জন্য তা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ ছিল? কোন উপায়ে আপনি ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং দয়ার উপর আরো বেশী নির্ভর করতে পারেন?

গীত ১০৬

ইস্রায়েল-সন্তানদের পাপ-স্বীকার

ভূমিকা: পরিত্রাণের ইতিহাস নির্দেশক গীত, যেখানে ইস্রায়েলের বিদ্রোহের এক দীর্ঘ ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে এবং ঈশ্বর যেন আরও একবার তাঁর লোকদের রক্ষা করেন সেজন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা করা হয়েছে। দৈর্ঘ্য, কাব্যিক বর্ণনা এবং বিষয়বস্তুর বিন্যাসের দিক থেকে গীত ১০৫ অধ্যায়ের সাথে এর মিল রয়েছে, যদিও বিদ্রোহের ইতিহাস হওয়ার এর বিবরণ ১০৫ গীতসংহিতার তুলনায় একেবারেই বিপরীত (গীত ৭৮ অধ্যায়; নহিমিয় ৯:৫-৩৭ পদ দেখুন)। এছাড়া গীত ১০১-১১০ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। গীতসংহিতার চূড়ান্ত সম্পাদিত সংস্করণে এই গীতটিকে ঈশ্বরের প্রশংসা করার আহ্বান জানিয়ে করা দুটি লিটার্জির মাঝে স্থান দেওয়া হয়েছিল। একটি সমাপ্তির সূত্র ধরে আরেকটি সূচনা ঘটেছে। এছাড়া এতে প্রশংসা জ্ঞাপন সূচক লিটার্জির ভাষা দেখা যায় (পদ ১, ৪৮ দেখুন; উক্ত পদের নোট দেখুন)। এছাড়া এতে তৃতীয় আরেকটি কাঠামো রয়েছে যা তৈরি হয়েছে দুটি জোড় পদের প্রার্থনার মধ্য দিয়ে, পদ ৪-৫, ৪৭ পদ দেখুন; উক্ত পদের নোট দেখুন। এর মধ্য দিয়ে গীতটির মূল অংশ চিহ্নিত করা হয়েছে। পদ ২-৩ হচ্ছে প্রসঙ্গ পরিবর্তনকারী পদ। এক দিকে কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুর বিবৃতি (গীত ১০৫ অধ্যায়ের মত; এর সাথে গীত ৭৮ অধ্যায়ও দেখুন) গীতের মূল বিন্যাস নিয়ন্ত্রণ করেছে, অন্য দিকে বিষয়বস্তুকে ব্যাখ্যা করার জন্য উপযোগী বর্ণনাও এখানে রয়েছে। যাত্রা এবং মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ানোর সময় কাল বর্ণনা করে ১৪টি হিব্রু পঙক্তি সন্নিবেশিত হয়েছে (পদ ৬-১৮) এবং প্রতিজ্ঞাত দেশে ইস্রায়েল জাতির জীবন সম্পর্কে বর্ণনা করে আরও ১৪টি হিব্রু পঙক্তি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে (পদ ৩৪-৪৬ পদ)। মধ্যবর্তী পদগুলো (পদ ১৯-৩৩) তিনটি পঙক্তিমালা তৈরি করেছে, যার বিন্যাস হচ্ছে চার-ছয়-চার পঙক্তির। ছয় পঙক্তি বিশিষ্ট দুটি পঙক্তিমালায় মরুভূমিতে যাত্রা পথের সময়কালে ইস্রায়েল জাতির মূর্তিপূজার কথা স্মরণ করা হয়েছে (হোরেব পর্বতে তৈরি করা স্বর্ণের বাছুর, পদ ১৯-২৩; এবং মোয়াবের প্রান্তরে বাল-পিয়োরের পূজা, পদ ২৮-৩৩)। এই পঙক্তিমালাগুলো শেষ করা হয়েছে মোশি সম্পর্কে বক্তব্য রাখার মধ্য দিয়ে: প্রথমটিতে মোশি ইস্রায়েলের জন্য মধ্যস্থতার কাজ করেছেন এবং ঈশ্বরের ক্রোধ দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। দ্বিতীয় পঙক্তিমালায় ইস্রায়েল জাতি মোশিকে এতটাই ঘৃণা করতে শুরু করেছিল যে, তিনি হঠকারিতা করে কাজ করলেন এবং প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশের জন্য তাঁর যে সুযোগ ছিল তা হারালেন– যা দুটো বিবৃতির মধ্যে এক বিস্ময়কর বৈপরীত্য। কেন্দ্রে রয়েছে একটি চার পদ বিশিষ্ট পঙক্তিমালা যেখানে প্রতিজ্ঞাত দেশ অধিকার করতে ইস্রায়েল জাতির অস্বীকৃতি এবং মরুভূমিতে তাদের সন্তান সন্ততি ও ভবিষ্যৎ সমস্ত বংশধর সহ মৃত্যুবরণ করার জন্য যিহোবার শাস্তি (দেখুন গণনা ১৪:১-২৩ পদ; এর সাথে তুলনা করুন ইব্রীয় ৩:১৬-১৯ পদের নোট)।

[১] সদাপ্রভুর প্রশংসা হোক!
সদাপ্রভুর স্তবগান কর,

গীত ১০৬ : ক্রসরেফারেন্স

[১০৬:১] গীত ২২:২৩; ১০৩:২

কেননা তিনি মঙ্গলময়,
তাঁর অটল প্রেম অনন্তকালস্থায়ী।
২ কে সদাপ্রভুর বিক্রমের সমস্ত কাজ বর্ণনা করতে পারে?
কে তাঁর সমস্ত প্রশংসা প্রচার করতে পারে?
৩ সুখী তারা, যারা ন্যায় রক্ষা করে,
যারা সতত ধর্মময়তা বজায় রাখে।
৪ হে সদাপ্রভু, তোমার লোকদের প্রতি তোমার যে মমতা,
সেই মমতায় আমাকে স্মরণ কর;
যখন তুমি তাদের পরিত্রাণ কর তখন আমার তত্ত্ব নেও;
৫ যেন আমি তোমার মনোনীত লোকদের মঙ্গল দেখি,
যেন তোমার জাতির আনন্দে আনন্দ করি,
যেন তোমার অধিকারের সঙ্গে গর্ববোধ করি।
৬ পূর্বপুরুষদের সঙ্গে আমরা পাপ করেছি,
আমরা অপরাধী হয়েছি, অধর্ম করেছি।
৭ আমাদের পূর্বপুরুষেরা মিসরে তোমার আশ্চর্য সমস্ত কাজ
বুঝল না,
তোমার বহু অটল প্রেম স্মরণ করলো না,
বরং সমুদ্রতীরে, লোহিত সাগরে, সর্বশক্তিমানের
বিরুদ্ধাচরণ করলো।
৮ তবুও তিনি তাঁর নামের অনুরোধে তাদেরকে
পরিত্রাণ করলেন,
যেন তিনি তাঁর মহাশক্তির কথা জানাতে পারেন।
৯ তিনি লোহিত সাগরকে ধমক দিলেন, আর তা শুকিয়ে গেল,
তিনি তাদেরকে জলের মধ্য দিয়ে চালালেন,
যেমন মরুভূমি দিয়ে চালায়।
১০ আর তিনি বিদ্বেষীর হাত থেকে তাদেরকে পরিত্রাণ
করলেন,
শত্রুর হাত থেকে তাদেরকে মুক্ত করলেন;
১১ জল তাদের শত্রুদেরকে আচ্ছাদন করলো,
ওদের এক জনও অবশিষ্ট থাকলো না।
১২ তখন তারা তাঁর বাক্যে বিশ্বাস করলো,
তাঁর প্রশংসা গান করলো।
১৩ তারা ত্বরায় তাঁর সমস্ত কাজ ভুলে গেল,
তাঁর মন্ত্রণার অপেক্ষায় রইলো না;
১৪ কিন্তু মরুভূমিতে অত্যন্ত লোভ করলো,
মরুভূমিতে ঈশ্বরের পরীক্ষা করলো।
১৫ তাতে তিনি তাদের প্রার্থিত বস্তু তাদেরকে দিলেন,

[১০৬:১] গীত ১১৯:৬৮
[১০৬:১] ইষ্রা ৩:১১; গীত ১৩৬:১-২৬; যিরি ৩৩:১১
[১০৬:২] গীত ৭১:১৬
[১০৬:৩] গীত ১১২:৫; হোশেয় ১২:৬
[১০৬:৩] গীত ১৫:২
[১০৬:৪] গীত ২৫:৬, ৭
[১০৬:৪] গীত ৭৭:৭
[১০৬:৪] আদি ৫০:২৪
[১০৬:৫] দ্বি.বি. ৩০:১৫; গীত ১:৩
[১০৬:৫] গীত ১০৫:৬
[১০৬:৫] গীত ২০:৫; ২৭:৬; ৪৭:৫; ১১৮:১৫
[১০৬:৫] যাত্রা ৩৪:৯
[১০৬:৬] ১রাজা ৮:৪৭; রোমীয় ৩:৯
[১০৬:৬] ২বংশা ৩০:৭
[১০৬:৬] যিহি ১:৭
[১০৬:৭] বিচার ৩:৭
[১০৬:৭] গীত ৭৮:১১, ৪২
[১০৬:৭] যাত্রা ১৪:১১-১২
[১০৬:৮] যাত্রা ১৪:৩০; গীত ৮০:৩; ১০৭:১৩; যিশা ২৫:৯; যোয়েল ২:৩২
[১০৬:৮] যাত্রা ৯:১৬; গীত ২৩:৩
[১০৬:৮] যাত্রা ১৪:৩১
[১০৬:৯] গীত ১৮:১৫; যিশা ৫০:২
[১০৬:৯] যাত্রা ১৪:২১; নহূম ১:৪
[১০৬:৯] গীত ৭৮:১৩; যিশা ৬৩:১১-১৪
[১০৬:১০] যাত্রা ১৪:৩০; গীত ১০৭:১৩
[১০৬:১০] গীত ৭৮:৫৩
[১০৬:১০] গীত ৭৮:৪২; ১০৭:২; যিশা ৩৫:৯; ৬২:১২
[১০৬:১১] যাত্রা ১৪:২৮
[১০৬:১২] যাত্রা ১৫:১-২১; গীত ১০৫:৪৩
[১০৬:১৩] যাত্রা ১৫:২৪
[১০৬:১৩] যাত্রা ১৬:২৮; গণনা ২৭:২১
[১০৬:১৪] গীত ৭৮:৪০
[১০৬:১৪] গীত ৬৮:৭
[১০৬:১৪] যাত্রা ১৭:২; ১করি ১০:৯
[১০৬:১৫] যাত্রা ১৬:১৩; গীত ৭৮:২৯
[১০৬:১৫] গণনা ১১:৩৩

কিন্তু তাদের মধ্যে ধ্বংসকারী একটি ব্যাধিও পাঠালেন।
১৬ আরও তারা শিবিরের মধ্যে মোশির প্রতি,
ও সদাপ্রভুর পবিত্র লোক হারোণের প্রতি ঈর্ষা করলো।
১৭ ভূমি ফেটে গিয়ে দাথনকে গ্রাস করলো,
অবীরামের সঙ্গীদেরকে আচ্ছাদন করলো।
১৮ তাদের সঙ্গীদের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠলো;
অনল-শিখা দুষ্ট লোকদের পুড়িয়ে ফেললো।
১৯ তারা হোরেবে একটি বাছুর তৈরি করলো,
ছাঁচে ঢালা মূর্তির কাছে প্রণিপাত করলো।
২০ এভাবে তৃণভোজী গরুর মূর্তির সঙ্গে
তারা নিজেদের গৌরব বিনিময় করলো।
২১ তারা তাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরকে ভুলে গেল,
যিনি মিসরে বিবিধ মহৎ কাজ করেছিলেন;
২২ হামের দেশে নানা আশ্চর্য কাজ,
লোহিত সাগরের ধারে নানা ভয়ঙ্কর কাজ করেছিলেন।
২৩ অতএব তিনি বললেন, ওদেরকে সংহার করতে হবে;
কিন্তু তাঁর মনোনীত ব্যক্তি মোশি তাঁর সাক্ষাতে
ভগ্নস্থানে দাঁড়ালেন,
তাঁর ক্রোধ ফিরাবার জন্য দাঁড়ালেন,
পাছে তিনি তাদেরকে বিনাশ করেন।
২৪ আর তারা রমণীয় দেশ তুচ্ছ করলো,
তাঁর বাক্যে বিশ্বাস করলো না;
২৫ কিন্তু নিজ নিজ তাঁবুর মধ্যে বচসা করলো,
সদাপ্রভুর কথা মান্য করলো না।
২৬ অতএব তিনি তাদের বিরুদ্ধে হাত তুললেন,
বললেন, আমি ওদেরকে মরুভূমিতে নিপাত করবো,
২৭ আমি ওদের বংশকে জাতিদের মধ্যে নিপাত করবো,
ওদেরকে নানা দেশে ছিন্নভিন্ন করবো।
২৮ তারা বাল-পিয়োরের প্রতি আসক্ত হল,
মৃতদের উদ্দেশে করা উৎসর্গ ভোজন করলো।
২৯ এভাবে তারা নিজ নিজ কাজ দ্বারা তাঁকে অসন্তুষ্ট করলো;
তাই তাদের মধ্যে মহামারীর প্রাদুর্ভাব হল।
৩০ তখন পীনহস দাঁড়িয়ে বিচার সাধন করলেন,
তাতে মহামারী নিবৃত্ত হল।
৩১ তাঁর পক্ষে তা ধার্মিকতা বলে গণনা করা হল,
পুরুষ পরম্পরায় চিরকালের জন্য গণনা করা হল।
৩২ তারা মরীবার জলের কাছেও ঈশ্বরের ক্রোধ জন্মাল,

[১০৬:১৬] গণনা ১৬:১-৩
[১০৬:১৭] দ্বি.বি. ১১:৬
[১০৬:১৭] যাত্রা ১৫:১২
[১০৬:১৭] গণনা ১৬:১
[১০৬:১৮] লেবী ১০:২
[১০৬:১৯] যাত্রা ৩২:৪; প্রেরিত ৭:৪১
[১০৬:২০] যিরি ২:১১; রোমীয় ১:২৩
[১০৬:২১] গীত ৭৮:১১
[১০৬:২১] দ্বি.বি. ১০:২১; গীত ৭৫:১
[১০৬:২২] গীত ৭৮:৫১
[১০৬:২২] যাত্রা ৩:২০; দ্বি.বি. ৪:৩৪
[১০৬:২৩] যাত্রা ৩২:১০
[১০৬:২৩] যাত্রা ৩২:১১-১৪; গণনা ১১:২; দ্বি.বি. ৯:১৯
[১০৬:২৪] গণনা ১৪:৩০-৩১
[১০৬:২৪] দ্বি.বি. ৮:৭; যিরি ৩:১৯
[১০৬:২৪] গণনা ১৪:১১; ইব ৩:১৮-১৯
[১০৬:২৫] যাত্রা ১৫:২৪; দ্বি.বি. ১:২৭; ১করি ১০:১০
[১০৬:২৬] গণনা ১৪:২৩; ইব ৪:৩
[১০৬:২৬] দ্বি.বি. ২:১৪; ইব ৩:১৭
[১০৬:২৭] লেবী ২৬:৩৩
[১০৬:২৮] গণনা ২৩:২৮
[১০৬:২৯] গণনা ২৫:৩
[১০৬:২৯] গীত ৬৪:২; ১৪১:৪
[১০৬:২৯] গণনা ১৬:৪৬; ২৫:৮
[১০৬:৩০] যাত্রা ৬:২৫
[১০৬:৩০] গণনা ২৫:৮
[১০৬:৩১] আদি ১৫:৬; গণনা ২৫:১১-১৩
[১০৬:৩১] গীত ৪৯:১১
[১০৬:৩২] যাত্রা ১৭:৭; গণনা ২০:২-১৩

আর তাদের জন্য মোশির বিপদ ঘটলো;
৩৩ কেননা তারা তাঁর আত্মার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হল,
আর উনি তাদের ওষ্ঠাধরে অবিবেচনার কথা বললেন।
৩৪ তারা জাতিদেরকে বিনষ্ট করলো না,
যা সদাপ্রভু করতে আদেশ দিয়েছিলেন।
৩৫ কিন্তু তারা জাতিদের সঙ্গে মিশে গেল,
ওদের রীতিনীতি শিক্ষা করলো;
৩৬ আর ওদের মূর্তিগুলোর সেবা করলো,
তাতে সেগুলো তাদের ফাঁদ হয়ে উঠলো;
৩৭ ফলে তারা নিজেদের পুত্রদের,
আর নিজেদের কন্যাদেরকে মন্দ-আত্মাদের উদ্দেশে
উৎসর্গ করলো;
৩৮ তারা নির্দোষদের রক্তপাত,
নিজ নিজ পুত্রকন্যাদেরই রক্তপাত করলো,
কনানীয় মূর্তিগুলোর উদ্দেশে তাদেরকে উৎসর্গ করলো;
দেশ রক্তে অশুদ্ধ হল।
৩৯ এভাবে তারা নিজেদের কাজে অশুচি,
নিজেদের কাজ দিয়ে তারা ব্যভিচারী হল।
৪০ তাতে নিজের লোকদের উপরে সদাপ্রভুর ক্রোধ জ্বলে উঠলো,
তিনি নিজের অধিকারকে ঘৃণা করলেন।
৪১ তিনি তাদেরকে জাতিদের হাতে তুলে দিলেন,
তাতে তাদের বিদ্বেষিরা তাদের উপরে কর্তৃত্ব করলো।
৪২ তাদের শত্রুরাও তাদের প্রতি দৌরাত্ম্য করলো,
এবং তারা ওদের অধীনে নত হল।
৪৩ অনেকবার তিনি তাদেরকে উদ্ধার করলেন,
কিন্তু তারা নিজেদের মন্ত্রণায় বিদ্রোহী হল,
ও নিজেদের অপরাধে দুর্বল হয়ে পড়লো।
৪৪ তবুও তিনি যখন তাদের কাতরোক্তি শুনলেন,
তখন তাদের সঙ্কটের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন।
৪৫ তিনি তাদের পক্ষে তাঁর নিয়ম স্মরণ করলেন,
নিজের অটল প্রেমের মহত্ত্ব অনুসারে অনুশোচনা করলেন।
৪৬ যারা তাদের বন্দী করেছিল,
তাদের সকলের দৃষ্টিতে তিনি তাদেরকে করুণার পাত্র করলেন।
৪৭ হে সদাপ্রভু, আমাদের ঈশ্বর, আমাদের পরিত্রাণ কর,
জাতিদের মধ্য থেকে আমাদেরকে সংগ্রহ কর;
যেন আমরা তোমার পবিত্র নামের ধন্যবাদ করি,
যেন তোমার প্রশংসার জয়ধ্বনি করি।

[১০৬:৩৩] যাত্রা ২৩:২১; গীত ১০৭:১১
[১০৬:৩৩] গীত ৫১:১১; যিশা ৬৩:১০
[১০৬:৩৩] যাত্রা ১৭:৪-৭; গণনা ২০:৮-১২
[১০৬:৩৪] যিহো ৯:১৫; বিচার ১:২৭-৩৬
[১০৬:৩৪] যাত্রা ২৩:২৪; দ্বি.বি. ২:৩৪; ৭:১৬; ২০:১৭
[১০৬:৩৫] বিচার ৩:৫-৬; ইষ্রা ৯:১-২
[১০৬:৩৬] দ্বি.বি. ৭:১৬
[১০৬:৩৬] যাত্রা ১০:৭
[১০৬:৩৭] লেবী ১৮:২১; দ্বি.বি. ১২:৩১; যিহি ১৬:২০-২১
[১০৬:৩৭] যাত্রা ২২:২০; দ্বি.বি. ৩২:১৭; ১করি ১০:২০
[১০৬:৩৮] লেবী ১৮:২১; দ্বি.বি. ১৮:১০; রাজা ৩:২৭
[১০৬:৩৯] আদি ৩:১৭; লেবী ১৮:২৪; যিহি ২০:১৮
[১০৬:৩৯] গণনা ১৫:৩৯
[১০৬:৪০] লেবী ২৬:২৮
[১০৬:৪০] যাত্রা ৩৪:৯; দ্বি.বি. ৯:২৯
[১০৬:৪১] বিচার ২:১৪
[১০৬:৪২] বিচার ৪:৩
[১০৬:৪৩] যিহো ১০:১৪; বিচার ৭:১-২৫; যিহি ৯:২৮; গীত ৮১:১৩-১৪
[১০৬:৪৩] বিচার ২:১৬-১৯; ৬:১-৭
[১০৬:৪৪] বিচার ৩:৯
[১০৬:৪৫] আদি ৯:১৫; গীত ১০৫:৮; লূক ১:৭২
[১০৬:৪৫] গীত ১৭:৭; ১০৩:১১
[১০৬:৪৫] যাত্রা ৩২:১৪
[১০৬:৪৬] যাত্রা ৩:২১; ১রাজা ৮:৫০
[১০৬:৪৭] গীত ২৮:৯
[১০৬:৪৭] গীত ১০৭:৩; ১৪৭:২; যিশা ১১:১২; ২৭:১৩; ৫৬:৮; ৬৬:২০; যিরি ৩১:৮; যিহি ২০:৩৪; মীখা ৪:৬
[১০৬:৪৭] গীত ১০৫:১

৪৮ সদাপ্রভু ধন্য হোন, ইস্রায়েলের ঈশ্বর,
অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত।
সমস্ত লোক বলুক, আমেন্।
সদাপ্রভুর প্রশংসা হোক!

[১০৬:৪৭] গীত ৩০:৪; ৯৯:৩
[১০৬:৪৮] গীত ৪১:১৩; ৭২:১৯

গীত ১০৬ এর নোটসমূহ

১০৬:১ সদাপ্রভুর প্রশংসা হোক! অর্থাৎ সদাপ্রভুর প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কর (গীত ১০০ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন); ঈশ্বরের প্রতি প্রশংসা জ্ঞাপনের একটি প্রচলিত ও লিটার্জি ভিত্তিক ভাষা (১০৭:১; ১১৮:১, ২৯; ১৩৮:১ পদের নোট দেখুন)। **অটল ভালবাসা:** ৬:৪ পদের নোট দেখুন।

১০৬:২-৩ গীতটির মূল অংশে যাওয়ার জন্য পট পরিবর্তন – প্রশ্ন ও উত্তর।

১০৬:২ কে ... পারে? অর্থাৎ কার অন্তরে এমন পবিত্রতা ও শুদ্ধতা রয়েছে। **তাঁর সমস্ত প্রশংসা:** সদাপ্রভু ঈশ্বরের সমস্ত আশ্চর্য ও বিক্রমের কাজের জন্য তাঁর প্রশংসা (পদ ৪৭ দেখুন; এর সাথে ৯:১ পদের নোটও দেখুন)।

১০৬:৩ সুখী। ১:১ পদের নোট দেখুন। **ন্যায় রক্ষা করে ... সতত ধর্মময়তা বজায় রাখে:** ১১৯:১২১ পদের নোট দেখুন। এই পদটি ২ পদের প্রশ্নের উত্তর দেয়।

১০৬:৪-৫ কাব্যিক ঢংয়ে ব্যক্ত একটি জোড় পদ, যেখানে একজন ব্যক্তির প্রার্থনা প্রতিফলিত হয়েছে (এর সাথে তুলনা করুন পদ ৪৭)।

১০৬:৪ আমাকে স্মরণ কর। ৩ পদে আদর্শ জীবন আচরণ করে এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে। **তোমার লোকদের প্রতি তোমার যে মমতা:** অর্থাৎ যে মমতা তুমি তোমার অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে প্রকাশ কর (পদ ৪৪-৪৬ দেখুন)। **যখন তুমি তাদের উদ্ধার কর:** কিংবা যখন তুমি তাদেরকে তোমার পরিত্রাণ দান কর। গীত রচয়িতা এখানে প্রার্থনা করছেন যেন ঈশ্বর তাঁর মহান ও অটল ভালবাসার দয়া ও করুণায় তাকেও স্পর্শ করেন (পদ ৪৫), যা তিনি তাঁর নিজ লোকদেরকে দেখিয়ে থাকেন। এভাবেই ৪৬ পদে এসে প্রার্থনাটির অর্থ পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

১০৬:৫ মঙ্গল ... আনন্দ ... শ্লাঘা। কারণ ও কার্যকারিতার এক অপূর্ব সন্নিবেশ। **তোমার অধিকার:** ৪০ পদ দেখুন।

১০৬:৬-১২ ইস্রায়েলের বিদ্রোহ এবং যাত্রার ঘটনায় সদাপ্রভুর দয়া প্রকাশ।

১০৬:৬ পাপ স্বীকারের মধ্য দিয়ে গীতের মূল অংশের সূচনা। **আমরা:** এখানে গীত রচয়িতা নিজেকে ইস্রায়েলের বিদ্রোহের একজন অংশী হিসেবে দেখিয়েছেন, যদিও তিনি এখন নিজেকে ঈশ্বরের অনুগ্রহের পাত্র করে তোলার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করছেন (ইষ্রা ৯:৬-৭ পদ দেখুন)।

১০৬:৭, ২২ আশ্চর্য সমস্ত কাজ। উদাহরণস্বরূপ, মিসরের বিরুদ্ধে কৃত মহামারী (৯:১ পদের নোট দেখুন, অলৌকিক কাজ)।

১০৬:১০ মুক্ত করলেন। এখানে এবং আরও কয়েকটি স্থানে উদ্ধারের সমার্থক শব্দ হিসেবে মুক্ত শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে (৭১:২৩ পদের নোট দেখুন)।

১০৬:১২ তাঁর প্রশংসা গান করলো। যাত্রা ১৫:১-২১ পদ দেখুন।

১০৬:১৩-১৮ ইস্রায়েল জাতির অসন্তোষ এবং সদাপ্রভু ঈশ্বরের বিচার।

১০৬:১৩-১৫ সদাপ্রভুর পরিচালনা ও কর্তৃত্বের প্রতি অসন্তোষ (যাত্রা ১৬ অধ্যায়; গণনা ১১ অধ্যায় দেখুন)।

১০৬:১৬-১৮ সদাপ্রভু ঈশ্বর কর্তৃত্ব নিযুক্ত ও অভিষিক্ত নেতৃবর্গের প্রতি অসন্তোষ (গণনা ১৬:১-৩৫ পদ দেখুন)।

১০৬:১৯-২৩ হোরেব পর্বতে ইস্রায়েল জাতির মূর্তিপূজা এবং মোশির হস্তক্ষেপ।

১০৬:১৯ হোরেব। যাত্রা ৩:১ পদের নোট দেখুন।

১০৬:২০ নিজেদের গৌরব বিনিময় করলো। ১ শমূয়েল ১৫:২৯; যিরমিয় ২:১১ পদ ও নোট দেখুন; হোশেয় ৪:৭ পদ দেখুন।

১০৬:২২ হামের দেশ। ৭৮:৫১ পদের নোট দেখুন।

১০৬:২৩ ভঙ্গস্থানে দাঁড়ালেন। যাত্রা ৩২:১১-১৪, ৩১-৩২ পদ দেখুন। **ক্রোধঃ** ২:৫ পদের নোট দেখুন।

১০৬:২৪-২৭ প্রতিজ্ঞাত দেশের সীমান্তে এসে ইস্রায়েল জাতির বিশ্বাসের স্বল্পতা এবং সদাপ্রভু ঈশ্বরের বিচার (গণনা ১৪:১-২৩ পদ দেখুন)।

১০৬:২৪ রমণীয় দেশ। এমনটাই বলা হয়েছে যিরমিয় ৩:১৯; ১২:১০; সখরিয় ৭:১৪ পদে; এছাড়া দেখুন দ্বি.বি. ৮:৭-৯; ইষ্রা ২০:৬ পদে।

১০৬:২৬-২৭ নিপাত করবো। ১৩:৪ পদের নোট দেখুন।

১০৬:২৭ ওদেরকে নানা দেশে ছিন্নভিন্ন করবো। লেবীয় ২৬:৩৩; দ্বি.বি. ২৮:৩৬-৩৭, ৬৪ পদ দেখুন এবং ২৮:৬৪; যিহিষ্কেল ২০:২৩ পদের নোট দেখুন।

১০৬:২৮-৩৩ বাল পিয়োরে ইস্রায়েল জাতির প্রতিমা পূজা এবং মোশির পতন।

১০৬:২৮ আসক্ত হল। গণনা ২৫:৩, ৫ পদ দেখুন।

১০৬:৩১ তাঁর পক্ষে তা ধার্মিকতা বলে গণনা করা হল। যেভাবে অব্রাহামের বিশ্বাস তাঁর পক্ষে ধার্মিকতা বলে গণনা করা হয়েছিল। (আদিপুস্তক ১৫:৬ পদ ও নোট দেখুন)। একই ভাবে গীত রচয়িতা বলছেন যে, পীনহস ঈশ্বরের মর্যাদা রক্ষায় অত্যন্ত নিবেদিত ছিলেন (গণনা ২৫:৭-৮ পদ দেখুন)। **পুরুষ পরম্পরায়ঃ** গীত রচয়িতা এখানে চিরস্থায়ী পৌরহিত্যের নিয়মের কথা বলছেন (গণনা ২৫:১৩), যা সদাপ্রভু ঈশ্বর পীনহসকে তাঁর ধার্মিকতার কাজের পুরস্কার হিসেবে দান করেছিলেন। এই অনুগ্রহ দানের মধ্য দিয়ে তাঁর ধার্মিকতা সর্বজনগ্রাহ্য হয়েছিল ও স্বীকৃত হয়েছিল। কারণ অব্রাহামকে ঈশ্বর তাঁর বিশ্বাস ও ধার্মিকতার পুরস্কার হিসেবে তাঁকে বিশেষ অনুগ্রহ দান করেছিলেন ও শপথ করেছিলেন (আদিপুস্তক ১৫:৯-২১ পদ দেখুন)। একই ভাবে নূহের সাথে (আদিপুস্তক ৯:৯-১৭ পদ দেখুন) এবং রাজা দায়ূদের সাথে (২ শমূয়েল ৭:৫-১৬) ঈশ্বরের শপথ সূচক নিয়ম স্থাপনের মধ্য দিয়ে তাদের ধার্মিকতার সাক্ষ্য প্রকাশিত হয়েছিল (আদিপুস্তক ৭:১; ১ শমূয়েল ১৩:১৪ পদ দেখুন)।

১০৬:৩২ মরীবা। যাত্রা ১৭:৭ পদের নোট দেখুন।

১০৬:৩৩ তাঁর আত্মার বিরুদ্ধে। এখানে ব্যবহৃত হিব্রু শব্দের আক্ষরিক ও ভাবগত অর্থ আরও ভাল করে বুঝতে যিশাইয় ৬৩:১০ পদ দেখুন। মরুভূমিতে ইস্রায়েল জাতির যাত্রার সময় ঈশ্বরের আত্মার উপস্থিতি এবং তাঁর আশ্চর্য সমস্ত কাজের কথা জানতে আরও দেখুন

যাত্রা ৩১:৩; গণনা ১১:১৭; ২৪:২; নহিমিয় ৯:২০; যিশাইয় ৬৩:১০-১৪ পদ। এর সাথে ৫১:১১ পদের নোটও দেখুন।

১০৬:৩৪-৩৯ প্রতিজ্ঞাত দেশে ইস্রায়েল জাতির বিদ্রোহের একটি সাধারণ বর্ণনা, যা বিচারকর্তৃকগণের সময় থেকে বাবিলের বন্দীদশা পর্যন্ত সময়কাল বর্ণনা করে।

১০৬:৩৬ তাদের ফাঁদ হয়ে উঠলো। যাত্রা ২৩:৩৩; দ্বি.বি. ৭:১৬; বিচারকর্তৃগণ ২:৩; ৮:২৭ পদ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন যাত্রা ১০:৭; ৩৪:১২; ১ শমূয়েল ১৮:২১ পদ; এর সাথে তুলনা করুন ৯:১৫ পদের নোট।

১০৬:৩৭ মন্দ আত্মাদের উদ্দেশে। এই শব্দটির জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দ পুরাতন নিয়মে এই পদ ব্যতীত শুধুমাত্র দ্বি.বি. ৩২:১৭ পদে পাওয়া যায়।

১০৬:৩৮ এর সাথে তুলনা করুন যিরমিয় ১৯:৪-৫ পদ। **নির্দোষদের রক্তপাত:** কোন অপরাধের দায়ে দোষী নয় এমন কারও রক্তপাত। **দেশ রক্তে অশুদ্ধ হল:** পুরো দেশটি নির্দোষ মানুষের হত্যাকাণ্ডের কারণে অশুদ্ধ বা অশুচি হয়ে উঠল (গণনা ৩৫:৩৩; যিরমিয় ৩:২, ৯ পদ দেখুন)।

১০৬:৩৯ অশুচি। লেবীয় ১৮:২৪; যিরমিয় ২:২৩; যিহিষ্কেল ২০:৩০-৩১; ২২:৩-৪ পদ দেখুন। **নিজেদের কর্মতে ব্যভিচারী হল:** যাত্রা ৩৪:১৫ পদ ও নোট দেখুন।

১০৬:৪০-৪৬ বিদ্রোহকারী লোকদের প্রতি ঈশ্বর কঠিন শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নিলেন (পদ ৪০-৪৩), কিন্তু একই সাথে তিনি তাঁর নিয়মের কথা ভালবাসার সাথে স্মরণ করলেন (পদ ৪৪-৪৬)। তাঁর বিচার এখানে বিশেষ করে স্মরণ করিয়ে দেয় কিভাবে ঈশ্বর অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে উঠলেও তাঁর প্রতিজ্ঞার নিয়মের কথা মাথায় রেখে তিনি নিজেকে সম্বরণ করলেন (লেবীয় ২৬:২৫-২৬, ৩৩, ৩৮-৩৯; দ্বি.বি. ২৮:২৫, ৩৬-৩৭, ৪৮-৫৭, ৬৪-৬৮ পদ দেখুন)।

১০৬:৪০ সদাপ্রভুর ক্রোধ। ২:৫ পদের নোট দেখুন। **ঘৃণা করলেন:** ৫:৬ পদ দেখুন।

১০৬:৪৪ তাদের কাতরোক্তি শুনলেন। যাত্রা ২:২৩; ৩:৭-৯; গণনা ২০:১৬; বিচার-কর্তৃকগণ ৩:৯, ১৫; ৪:৩; ৬:৬-৭; ১০:১০; ১ শমূয়েল ৯:১৬; ২ বংশাবলি ২০:৬-১২; নহিমিয় ৯:২৭-২৮ পদ দেখুন।

১০৬:৪৫ তাঁর নিয়ম স্মরণ করলেন। ১০৫:৮, ৪২; যাত্রা ২:২৪; লেবীয় ২৬:৪২, ৪৫ পদ দেখুন। **অটল ভালবাসা:** ৬:৪ পদের নোট দেখুন।

১০৬:৪৬ এখান থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, গীত রচয়িতার বর্ণনায় বাবিল দেশে ইস্রায়েল জাতির বন্দীদশাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (১ রাজাবলি ৮:৫০; ২ বংশাবলি ৩০:৯; ইষ্রা ৯:৯; যিরমিয় ৪২:১২ পদ দেখুন)। যদিও ইস্রায়েল জাতির বিভিন্ন অংশকে এর আগেও বন্দীদশায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তথাপি এর আগে বন্দীদশায় নেওয়া কারও প্রতি করুণা দেখানো হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয় নি।

১০৬:৪৭ দুর্দশা থেকে মুক্তি লাভের জন্য একটি জাতিগত প্রার্থনা (ভূমিকা দেখুন এবং সেই সাথে ৪ পদের নোট দেখুন)। **তোমার পবিত্র নাম:** ৫:১১ পদের নোট দেখুন। **ধন্যবাদ করি:** অর্থাৎ নামের জন্য বিজয় উল্লাস করি। এই অংশের জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটি এই পদ ব্যতীত শুধুমাত্র ১ বংশাবলি ১৬:৩৫ পদে পাওয়া যায়। **তোমার প্রশংসার জয়ধ্বনি:** ৯:১ পদের নোট দেখুন।

১০৬:৪৮ক ঈশ্বরের প্রতি প্রশংসা জ্ঞাপনের একটি প্রচলিত সাধারণ প্রকাশভঙ্গি। ১ বংশাবলি ১৬:৩৬ পদ গীতটির সমাপনী বক্তব্যকে কিছুটা ভিন্নভাবে প্রতিফলিত করে। **আমেন্:** দ্বি.বি. ২৭:১৫ পদ ও নোট দেখুন; ১ বংশাবলি ১৬:৩৬; নহিমিয় ৫:১৩; যিরমিয় ১১:৫; রোমীয় ১:২৫ পদ ও নোট; ১ করি ১৪:১৬ পদ দেখুন।

উপসংহার: ইস্রায়েলীয়দের ইতিহাসের পর্যালোচনা করা হয়েছে। ইস্রায়েলীয়রা যখন মরু-এলাকায় ঘুরে বেড়িয়েছে তখন ঈশ্বর তাদের প্রতি যে সততা ও ধৈর্য দেখিয়েছিলেন এই গীতটিতে তা স্মরণ করা হয়েছে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. এই গীত ইস্রায়েলের পাপের ইতিহাস পুনরায় বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের অকৃতজ্ঞতা এবং বিরক্তি একটি অভ্যাসগত পাপ বলে মনে হচ্ছে। কেন এই অভ্যাস এত ধ্বংসাত্মক?

২. ২২ পদটি কিভাবে মূর্তিপূজাতে ইস্রায়েলের পতন ব্যাখ্যা করে? এই পদ থেকে আপনি আপনার জীবনের জন্য কি কি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন?

৩. প্রভু তাঁর বিদ্রোহী লোকদের শাসন করার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন? বিদ্রোহী খ্রীষ্টানদের শাসন করার জন্য আজকে তিনি কোন্ ব্যবস্থা নিতে পারেন? কিভাবে একজন বিশ্বাসী এরকম বিচার বা শাসন এড়াতে পারেন?

গীতসংহিতা পুস্তকের পঞ্চম খণ্ড (১০৭-১৫০)

গীত ১০৭

ইস্রায়েল-সন্তানদের প্রতি ঈশ্বরের দয়াসমূহ

ভূমিকা: পরিত্রাণের ইতিহাস বর্ণনাকারী একটি গীত, যেখানে ইস্রায়েল জাতিকে সদাপ্রভু ঈশ্বরের অতুলনীয় ভালবাসার জন্য তাঁর প্রশংসা করতে বলা হয়েছে। ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে অসীম প্রেম করেন বলেই তাদের বিপর্যয়ের সময় সমস্ত প্রার্থনা তিনি শুনেছেন এবং তাদেরকে উদ্ধার করছেন। ইস্রায়েল জাতির কোন একটি বার্ষিক ধর্মীয় উৎসবে লিটার্জি হিসেবে ব্যবহার করার জন্য এই গীতটি লেখা হয়েছিল। গীতটির বহুবিধ ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে, তবে নিচের ব্যাখ্যাটি সবচেয়ে বেশি গৃহীত হয়ে থাকে: বাবিলের বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের অটল ও অসীম ভালবাসার অভিজ্ঞতা আরও একবার লাভ করার পর (পদ ৩; দেখুন যিরমিয় ৩৩:১১) ইস্রায়েল জাতি সদাপ্রভু ঈশ্বরের উদ্দেশে নিজেদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তাঁর প্রশংসা ও গৌরব ঘোষণা করছে, যার নেতৃত্বে রয়েছে একদল লেবীয়। গীত কথনের দিক থেকে এই গীতটি অনেকটা গীত ১০৪-১০৬ এর মতই এবং ভাষাগত দিক থেকে গীতটি গীত ১০৫-১০৬ এর মত। গীত ১০১-১১০ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। ভূমিকা (পদ ১-৩) এবং উপসংহার (পদ ৪৩) গীতটির কাঠামো নির্দেশ করেছে এবং এর মাঝে রয়েছে ছয়টি পঙক্তিমালা, যার শেষ দুটো (পদ ৩৩-৩৮, ৩৯-৪২) অনেকটি ভবিষ্যতের জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে, যার শেষে রয়েছে ঈশ্বর কর্তৃক ক্ষুধার্ত (পদ ৩৬) ও অভাবীদেরকে (পদ ৪১) পুনরুদ্ধার করার প্রত্যাশা। অন্য চারটি পঙক্তিমালার মধ্যে (যার মধ্যে বারবার আসা কিছু ধূয়া বা দ্বিরুক্তি রয়েছে, যেমন পদ ৬, ১৩, ১৯, ২৮; পদ ৮, ১৫, ২১, ৩১) প্রথমটি ও শেষটিতে বলা হয়েছে যারা মরুভূমিতে দিশাহীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তাদেরকে কিভাবে সদাপ্রভু ঈশ্বর উদ্ধার করলেন সে কথা (পদ ৪-৯) এবং যারা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে জীবনের শেষ কিনারায় দাঁড়িয়ে ছিল তাদেরকে তিনি কিভাবে উদ্ধার করলেন সে কথা (পদ ২৩-৩২)। কেন্দ্রস্থিত দুটি পঙক্তিমালায় রয়েছে পরজাতীয়দের বন্দীত্বের শাস্তির শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়া (পদ ১০-১৬) এবং মহামারী বা রোগের শাস্তি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশ (পদ ১৭-২২)। এই চারটি পঙক্তিমালার শেষ কথাগুলোর মধ্যে প্রথম দুটো (পদ ৯, ১৬) এবং শেষ দুটো (পদ ২২, ৩২) প্রায় সদৃশ। এই চারটি পঙক্তিমালার বিন্যাস (ছয় – সাত – ছয় – দশ) সাত ও দশ

সংখ্যা দুটিকে তাৎপর্যের সাথে ব্যবহার করেছে।

গীত ১০৭ : ক্রসরেফারেন্স

১ সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর, কেননা তিনি মঙ্গলময়,
তাঁর অটল প্রেম অনন্তকালস্থায়ী।
২ সদাপ্রভুর মুক্ত করা লোকেরা এই কথা বলুক,
যাদেরকে তিনি বিপক্ষের হাত থেকে মুক্ত করেছেন,
৩ যাদেরকে তিনি সংগ্রহ করেছেন নানা দেশ থেকে,
পূর্ব ও পশ্চিম থেকে, উত্তর ও দক্ষিণ থেকে।
৪ তারা মরুভূমিতে নির্জন পথে পরিভ্রমণ করলো,
বসতি-নগর পেল না।
৫ তারা ক্ষুধিত ও তৃষ্ণার্ত হল,
তাদের প্রাণ অন্তরে মূর্চ্ছাপন্ন হল।
৬ সঙ্কটে তারা সদাপ্রভুর কাছে কান্নাকাটি করলো,
আর তিনি তাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন।
৭ তিনি তাদেরকে সরল পথেও গমন করালেন,
যেন তারা বসতি-নগরে যেতে পারে।
৮ লোকে সদাপ্রভুর স্তবগান করুক,
তাঁর অটল প্রেমের দরুন,
মানবজাতির জন্য তাঁর আশ্চর্য কাজের দরুণ।
৯ কারণ তিনি আপ্যায়িত করেন আকাঙ্খী প্রাণকে,
তিনি ক্ষুধিত প্রাণকে উত্তম দ্রব্যে তৃপ্ত করেন।
১০ লোকেরা অন্ধকারে ও মৃত্যুচ্ছায়ায় বসেছিল,
বন্দী হিসেবে ও লোহার শিকলে বাঁধা ছিল;
১১ কারণ তারা ঈশ্বরের বাক্যের বিরুদ্ধাচরণ করতো,
সর্বশক্তিমানের মন্ত্রণা তুচ্ছ করতো;
১২ তাই তিনি তাদের অন্তর কঠিন পরিশ্রমে অবনত করলেন;
তারা পড়ে গেল, সাহায্যকারী কেউ ছিল না।
১৩ সঙ্কটে তারা সদাপ্রভুর কাছে কান্নাকাটি করলো,
আর তিনি তাদেরকে কষ্ট থেকে পরিত্রাণ করলেন।
১৪ তিনি অন্ধকার ও মৃত্যুচ্ছায়া থেকে তাদেরকে
বের করে আনলেন,
তাদের বন্ধনগুলো কেটে ফেললেন।
১৫ লোকে সদাপ্রভুর স্তবগান করুক,
তাঁর অটল প্রেমের দরুন,
মানবজাতির জন্য তাঁর আশ্চর্য কাজের দরুন!
১৬ কারণ তিনি ব্রোঞ্জের দ্বার ভেঙ্গে ফেলেছেন,
লোহার অর্গল কেটে ফেলেছেন।

[১০৭:১] ১বংশা ১৬:৮; ২বংশা ৫:১৩
[১০৭:১] ২বংশা ৭:৩
[১০৭:২] গীত ১০৬:১০; যিশা ৩৫:৯
[১০৭:৩] যিহি ১:৯
[১০৭:৪] যিহো ৫:৬
[১০৭:৪] পদ ৩৬
[১০৭:৫] যাত্রা ১৬:৩
[১০৭:৫] যাত্রা ১৫:২২; ১৭:২
[১০৭:৬] যাত্রা ১৪:১০
[১০৭:৭] ইষ্রা ৮:২১
[১০৭:৭] পদ ৩৬
[১০৭:৮] গীত ১০৫:১
[১০৭:৮] গীত ৬:৪
[১০৭:৮] গীত ৭৫:১
[১০৭:৯] গীত ২২:২৬; ৬৩:৫; যিশা ৫৮:১১; মথি ৫:৬; লূক ১:৫৩
[১০৭:৯] গীত ২৩:১; যিরি ৩১:২৫
[১০৭:১০] পদ ১৪; গীত ৮৮:৬; ১৪৩:৩; যিশা ৯:২; ৪২:৭, ১৬; ৪৯:৯; মীখা ৭:৯
[১০৭:১০] গীত ১০২:২০; যিশা ৬১:১
[১০৭:১০] ইয়োব ৩৬:৮
[১০৭:১১] গীত ৫:১০
[১০৭:১১] গণনা ১৪:১১
[১০৭:১১] ১রাজা ২২:৫; ২বংশা ৩৬:১৬
[১০৭:১২] রাজা ১৪:২৬; গীত ৭২:১২
[১০৭:১৩] গীত ১০৬:৮
[১০৭:১৪] পদ ১০; যিশা ৯:২; ৪২:৭; ৫০:১০; ৫৯:৯; ৬০:২; লূক ১:৭৯
[১০৭:১৪] গীত ৮৬:১৩; যিশা [২৯:১৮
[১০৭:১৪] ইয়োব ৩৬:৮; গীত ১১৬:১৬; প্রেরিত ১২:৭
[১০৭:১৫] পদ ৮, ২১, ৩১; গীত ১০৫:১
[১০৭:১৫] গীত ৬:৪
[১০৭:১৫] গীত ৭৫:১

১৭ মূর্খেরা নিজেদের অধর্মাচরণের দরুন,
নিজেদের অপরাধের দরুন দুর্দশাপন্ন হয়।
১৮ তাদের প্রাণ সমস্ত খাদ্যদ্রব্য ঘৃণা করে,
তারা মৃত্যুদ্বারের সমীপে উপস্থিত হয়।
১৯ সঙ্কটে তারা সদাপ্রভুর কাছে কান্নাকাটি করে,
আর তিনি তাদেরকে কষ্ট থেকে পরিত্রাণ করেন।
২০ তিনি তাঁর বাক্য পাঠিয়ে তাদের সুস্থ করেন,
ধ্বংস থেকে তাদেরকে রক্ষা করেন।
২১ লোকে সদাপ্রভুর স্তবগান করুক,
তাঁর অটল প্রেমের জন্য,
মানবজাতির প্রতি তাঁর আশ্চর্য কাজের জন্য!
২২ তারা ধন্যবাদ-উৎসর্গগুলো উৎসর্গ করুক,
আনন্দগানসহ তাঁর কাজের বর্ণনা করুক।
২৩ যারা জাহাজে চড়ে সমুদ্রযাত্রা করে,
মহাসমুদ্রের মধ্যে বাণিজ্য করে,
২৪ তারা সদাপ্রভুর সমস্ত কাজ দেখে,
গভীর জলে তাঁর আশ্চর্য ব্যাপারগুলো দেখে।
২৫ তিনি আদেশ দ্বারা প্রচণ্ড বায়ু উত্থাপন করেন,
তা জলের তরঙ্গমালা উঠায়।
২৬ তারা আকাশে উঠে, তারা জলের গভীরে নামে;
বিপাকে পড়ে তাদের প্রাণ গলে যায়।
২৭ তারা মাতাল ব্যক্তির মত হেলেদুলে ঢুলে পড়ে,
তাদের সমস্ত বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়।
২৮ সঙ্কটে তারা সদাপ্রভুর কাছে কান্নাকাটি করে,
আর তিনি তাদেরকে দুর্দশা থেকে বের করে আনেন।
২৯ তিনি ঝড় প্রশমিত করেন;
তাতে জলরাশির তরঙ্গগুলো নিস্তব্ধ হয়।
৩০ তখন তারা আনন্দ করে, কেননা শান্তি হল,
আর তিনি তাদেরকে তাদের অভীষ্ট পোতাশ্রয়ে নিয়ে যান।
৩১ লোকে সদাপ্রভুর স্তবগান করুক,
তাঁর অটল প্রেমের জন্য,
মানবজাতির জন্য তাঁর আশ্চর্য কাজের জন্য!
৩২ তারা লোক-সমাজে তাঁর প্রতিষ্ঠা করুক,
প্রাচীনদের সভাতে তাঁর প্রশংসা করুক।
৩৩ তিনি সমস্ত নদীকে মরুভূমিতে,
জলের ফোয়ারাগুলোকে শুকনো ভূমিতে পরিণত করেন,
৩৪ তিনি ফলবান দেশকে লবণ-মরুভূমি করেন,

[১০৭:১৭] গীত ৫৩:১
[১০৭:১৭] গীত ২৫:৭
[১০৭:১৭] লেবী ২৬:১৬; যিশা ৬৫:৬-৭; যিরি ৩০:১৪-১৫; গালা ৬:৭-৮
[১০৭:১৮] ইয়োব ৩:২৪; ৬:৬
[১০৭:১৮] ইয়োব ১৭:১৬; ৩৩:২২
[১০৭:১৯] পদ ২৮; গীত ৫:২
[১০৭:১৯] পদ ১৩; গীত ৩৪:৪
[১০৭:২০] দ্বি.বি. ৩২:২; গীত ১৪৭:১৫; মথি ৮:৮; লূক ৭:৭
[১০৭:২০] যাত্রা ১৫:২৬
[১০৭:২০] ইয়োব ৩৩:২৮
[১০৭:২০] গীত ১৬:১০; ৩০:৩; ৫৬:১৩
[১০৭:২১] পদ ১৫
[১০৭:২১] গীত ৬:৪
[১০৭:২১] গীত ৭৫:১
[১০৭:২২] লেবী ৭:১২
[১০৭:২২] গীত ৯:১১; ৭৩:২৮; ১১৮:১৭
[১০৭:২২] ইয়োব ৮:২১; গীত ৬৫:৮
[১০৭:২৩] যিশা ৪২:১০
[১০৭:২৩] গীত ১০৪:২৬
[১০৭:২৪] গীত ৬৪:৯; ১১১:২; ১৪৩:৫
[১০৭:২৫] গীত ১০৫:৩১
[১০৭:২৫] গীত ৫০:৩
[১০৭:২৫] গীত ৯৩:৩
[১০৭:২৬] লূক ৮:২৩
[১০৭:২৬] যিহো ২:১১
[১০৭:২৭] যিশা ১৯:১৪; ২৪:২০; ২৮:৭
[১০৭:২৮] পদ ১৯
[১০৭:২৮] গীত ৪:১; যোহন ১:৬
[১০৭:২৯] লূক ৮:২৪
[১০৭:২৯] গীত ৯৩:৩
[১০৭:২৯] গীত ৬৫:৭; যোহন ১:১৫
[১০৭:৩০] পদ ৭
[১০৭:৩১] পদ ১৫
[১০৭:৩১] গীত ৬:৪
[১০৭:৩১] গীত ৭৫:১; ১০৬:২
[১০৭:৩২] গীত ৩০:১; ৩৪:৩; ৯৯:৫
[১০৭:৩২] গীত ১:৫; ২২:২২, ২৫; ২৬:১২; ৩৫:১৮
[১০৭:৩৩] ১রাজা ১৭:১; গীত ৭৪:১৫; যিশা ৪১:১৫; ৪২:১৫; ৫০:২
[১০৭:৩৩] গীত ১০৪:১০
[১০৭:৩৪] আদি ১৩:১০

সেই স্থানের নিবাসীদের কদাচরণের জন্য।
৩৫ তিনি মরুভূমিকে জলাশয়ে,
মরুভূমিকে জলের ফোয়ারাগুলোতে পরিণত করেন;
৩৬ আর সেখানে তিনি ক্ষুধিত লোকদেরকে বাস করান,
যেন তারা বসতি-নগর প্রস্তুত করে,
৩৭ এবং ক্ষেতে বীজ বপন ও আঙ্গুরলতা রোপণ করে,
এবং উৎপন্ন ফল সঞ্চয় করে।
৩৮ তিনি তাদেরকে আশীর্বাদ করেন, তাই তারা অতিশয় বৃদ্ধি পায়,
এবং তিনি তাদের পশুদের হ্রাস পেতে দেন না।
৩৯ আবার তারা হ্রাস পায় ও অবনত হয়,
উৎপীড়ন, বিপদ ও শোকের জন্য।
৪০ তিনি কর্তাদের উপরে তুচ্ছতা ঢেলে দেন,
পথহীন মরুভূমিতে তাদের ভ্রমণ করান;
৪১ কিন্তু দরিদ্রকে দুঃখ থেকে উচ্চে স্থাপন করেন,
আর মেষের পালের মত পরিবারের বৃদ্ধি করেন।
৪২ তা দেখে সরল লোকে আনন্দিত হয়,
আর সমস্ত দুষ্টতা তার মুখ রুদ্ধ করে।
৪৩ জ্ঞানবান কে? সে এসব বিবেচনা করবে,
তারা সদাপ্রভুর অটল প্রেম আলোচনা করবে।

[১০৭:৩৫] রাজা ৩:১৭; গীত ১০৫:৪১; ১২৬:৪; যিশা ৪৩:১৯; ৫১:৩
[১০৭:৩৫] ইয়োব ৩৮:২৬; যিশা ৩৫:৭
[১০৭:৩৭] রাজা ১৯:২৯; যিশা ৩৭:৩০
[১০৭:৩৮] আদি ১২:২; দ্বি.বি. ৭:১৩
[১০৭:৩৮] আদি ৪৯:২৫
[১০৭:৩৯] রাজা ১০:৩২; যিহি ৫:১২
[১০৭:৩৯] গীত ৪৪:৯
[১০৭:৪০] ইয়োব ১২:১৮
[১০৭:৪০] দ্বি.বি. ৩২:১০
[১০৭:৪১] ১শমূ ২:৮; গীত ১১৩:৭-৯
[১০৭:৪১] ইয়োব ২১:১১
[১০৭:৪২] ইয়োব ২২:১৯; গীত ৯৭:১০-১২
[১০৭:৪২] ইয়োব ৫:১৬; রোমীয় ৩:১৯
[১০৭:৪৩] যিরি ৯:১২; হোশেয় ১৪:৯
[১০৭:৪৩] গীত ১০৩:১১

গীত ১০৭ এর নোটসমূহ

১০৭:১-৩ যিহোবার উপাসনা ও প্রশংসা করার জন্য প্রারম্ভিক আহ্বান।

১০৭:১ সদাপ্রভুর প্রশংসা করার জন্য প্রচলিত ভঙ্গিতে আহ্বান জানানো হয়েছে (১০৬:১; ১১৮:১, ২৯; ১৩৬:১; যিরমিয় ৩৩:১১ পদ দেখুন)। **ধন্যবাদ করঃ** পদ ৮, ১৫, ২১, ৩১ দেখুন; এর সাথে গীত ১০০ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **অটল প্রেমঃ** পদ ৮, ১৫, ২১, ৩১ দেখুন; এর সাথে ৬:৪ পদের নোটও দেখুন।

১০৭:২ মুক্ত করেছেন। এখানে এবং অন্যান্য কিছু কিছু স্থানে মুক্ত করা কথাটি উদ্ধার কর-ার সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে (৭১:২৩ পদের নোট দেখুন)।

১০৭:৩ নানা দেশ থেকে। আশেরীয় বাহিনীর কারণে (২ রাজাবলি ১৭:৬ পদ দেখুন) এবং বাবিলের বন্দীদশায় নিয়ে যাওয়ার ফলে ইস্রায়েল জাতি নানা দেশে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল (২ রাজাবলি ২৪:১৪, ১৬; ২৫:১১, ২৬; যিরমিয় ৫২:২৮-৩০ পদ দেখুন; এছাড়া নহিমিয় ১:৮; ইষ্টের ৮:৫, ৯, ১৩; যিশাইয় ১১:১২; ৪৩:৫-৬; যিহিষ্কেল ১১:১৭; ২০:৩৪ পদ দেখুন)। **দক্ষিণঃ** আক্ষরিক অর্থে "সমুদ্র", যেমন, পশ্চিম দিক, যেমনটা দেখা যায় যিশাইয় ৪৯:১২ পদে। কিন্তু সম্ভবত হিব্রু শব্দের শেষ দুটি বর্ণ এখানে হারিয়ে গেছে, যা সরাসরি দক্ষিণ দিক বোঝায়।

১০৭:৪-৯ যারা মরুভূমির নির্জন পথে হারিয়ে গেছে তাদের উদ্ধার। এখানে কোন

বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করা হয় নি (যেমনটা তৃতীয় ও চতুর্থ পঙক্তিমালায় উল্লেখ করা হয়েছে), কিন্তু যেহেতু ইস্রায়েল জাতি কনান দেশের উদ্দেশে মরুভূমির পথে যাত্রা করেছিল, সে কারণে শুরুতেই মরুভূমির সমস্ত বিপদ ও কষ্ট তাদেরকে পোহাতে হয়েছে। উপরন্তু তার পূর্ব দিকে ছিল আরবীয় মরুভূমি, যেমন পশ্চিমে ছিল ভূমধ্য সাগর (পদ ২৩-৩২ দেখুন), যা পাড়ি দিয়ে তাকে যেতে হয়েছে।

১০৭:৪, ৭, ৩৬ বসতি-নগর। তারা বসতি গড়তে পারে এমন কোন নগর। আক্ষরিক অর্থে "বসবাসের যোগ্য নগরী," অর্থাৎ যেখানে মানুষ বসবাস করে এবং যেখানে নিরাপদে বসবাস করার মত যথেষ্ঠ পরিমাণ জল ও খাবার মজুদ আছে।

১০৭:৬ কান্নাকাটি করলো। রচয়িতা ঠিক একই হিব্রু শব্দ ২৮ পদের ব্যবহার করেছেন, যার মাধ্যমে পঞ্চম পঙক্তিমালাকে দ্বিতীয়টি পঙক্তিমালার সাথে সংযুক্ত করা যায়। ১৩, ১৯ পদে তিনি কিছুটা ভিন্ন (কিন্তু প্রায় একই উচ্চারণের) হিব্রু শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা তৃতীয় ও চতুর্থ পঙক্তিমালাকে সংযুক্ত করেছে। ইস্রায়েল জাতির ইতিহাস যেমন এক স্বর্গীয় উদ্ধারের ইতিহাস (গীত ১০৫ অধ্যায় দেখুন) তেমনি তা ইস্রায়েল জাতির বিদ্রোহেরও ইতিহাস (গীত ১০৬ অধ্যায় দেখুন), সে কারণে ইস্রায়েল জাতির সমগ্র ইতিহাসে আমরা দেখি দুর্দশার সময়ে সদাপ্রভুর প্রতি ইস্রায়েল জাতির আর্তস্বরে প্রার্থনা ও ক্রন্দন (এর সাথে ১০৬:৪৪ পদের নোট দেখুন)।

১০৭:৭ সরল পথ। সরাসরি রাস্তা, ঘুরপথ নয়, যেখানে কোন বিপদ বা কোন বাধা নেই।

১০৭:৮ অন্যান্য ধূয়া সম্পর্কে জানার জন্য গীত ৪২-৪৩ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। **অলৌকিক কাজঃ** ১৫, ২১, ২৪, ৩১ পদ দেখুন; এর সাথে ৯:১ পদের নোটও দেখুন।

১০৭:৯ আপ্যায়িত করেন আকাঙ্খী প্রাণকে ... ক্ষুধিত প্রাণকে উত্তম দ্রব্যে তৃপ্ত করেন। পদ ৫ দেখুন; এর সাথে ১০৫:৪০-৪১ পদও দেখুন।

১০৭:১০-১৬ পরজাতীয়দের বন্দীত্বের শাস্তি থেকে উদ্ধার লাভ। যারা ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়ার কারণে বা তাঁর বিরুদ্ধে পাপ করার কারণে শাস্তি ভোগ করতে থাকে, তারাও তখন কষ্টে পতিত হয়ে সদাপ্রভুর কাছে উদ্ধার কামনা করে তখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করেন (পদ ১৭-২০, ৩৩-৪১ দেখুন)।

১০৭:১০ অন্ধকারে ও মৃত্যুচ্ছায়ায় বসে ছিল। মানুষের দুর্দশার বাস্তব চিত্র (১৮:২৮; যিশাইয় ৫:৩০; ৮:২২; ৫৯:৯ পদ দেখুন; এর সাথে ৪৪:১৯ পদের নোট দেখুন)। **বন্দী হিসেবেঃ** এখানে কোন সন্দেহ নেই যে, পরজাতীয়দের কাছে বন্দী হওয়ার কথা এখানে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন লেখকগণ লোকদের অন্যান্য কারণে ঘটে থাকা কষ্ট ও দুর্দশার ক্ষেত্রেও এ ধরনের ভাষা ব্যবহার করেছেন (ইয়োব ৩৬:৮; যিশাইয় ২৮:২২; বিলাপ ৩:৭ পদ দেখুন); সে কারণে এখানে যে বন্দীত্বের কথা বলা হয়েছে তার কারণ অনেকের কাছে সুস্পষ্ট বলে মনে হয় না।

১০৭:১১ মন্ত্রণা। ঈশ্বরের সুচিন্তিত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ পরিকল্পনা তাঁর বাক্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে (৭৩:২৪ পদের নোট দেখুন)।

১০৭:১২ কঠিন পরিশ্রমে অবনত করলেন। অর্থাৎ তাদেরকে তিনি এতটাই পরিশ্রম করালেন যে, তাদের অন্তরে তিক্ততার সৃষ্টি হল, তাদের মনোবল একেবারে ভেঙ্গে গেল। **তারা পড়ে গেলঃ** তাদের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল (৩১:১০; ১০৯:২৪; নহিমিয়

৪:১০; যিশাইয় ৪০:৩০; সখরিয় ১২:৮ পদ দেখুন)।

১০৭:১৩ কান্নাকাটি করল। ৬ পদের নোট দেখুন।

১০৭:১৬ হতে পারে এই পদটি যিশাইয় ৪৫:২ পদ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে কিংবা দুটো পদই কোন প্রচলিত প্রবাদ বাক্যকে উদ্ধৃত করেছে। **ব্রোঞ্জের দ্বার:** নগরীর প্রধান ফটক, যা সাধারণত কাঠ দিয়ে তৈরি করা হত; এখানে প্রবাদ বাক্যের ঢংয়ে ব্রোঞ্জের দরজা বলা হয়েছে, যা তৎকালীন যুগে মানুষের হাতে নির্মাণ করা সম্ভব এমন সবচেয়ে শক্তিশালী দরজা (১ রাজাবলি ৪:১৩ পদ দেখুন; এর সাথে যিরমিয় ১:১৮ পদ দেখুন)। **লোহার অর্গল:** যে অর্গল নগরীর প্রধান ফটককে সুরক্ষিত রাখে (দানি ৩:৫; যিরমিয় ৫১:৩০ পদ দেখুন)। "মানুষ কি লোহা ভাঙতে পারে ... ব্রোঞ্জ চূর্ণ করতে পারে?" এমনটি ছিল সে সময়কার প্রবাদবাক্য (যিরমিয় ১৫:১২)।

১০৭:১৭-২২ মরণঘাতী রোগের শাস্তি থেকে উদ্ধার (পদ ১০-১৬ পদের নোট দেখুন)।

১০৭:১৭ মূর্খেরা। যিরমিয় ৪:২২ পদ দেখুন; এর সাথে ১৪:১ পদের নোট দেখুন। "অজ্ঞানেরা প্রজ্ঞা ও উপদেশ তুচ্ছ করে" (হিতোপদেশ ১:৭; এর সাথে ৪৩ পদও দেখুন)। নিজেদের অপরাধের দরুন দুর্দশাপন্ন হয়। লেবীয় ২৬:১৬, ২৫; দ্বি.বি. ২৮:২০-২২, ৩৫, ৫৮-৬১ পদ দেখুন।

১০৭:১৮ মৃত্যুদ্বার। মৃতদের রাজ্যকে অনেক সময় পাতালের নগরী হিসেবে দেখা হয়ে থাকে যার বেশ কিছু দেয়াল ও দ্বার রয়েছে (প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যের পৌরাণিক সাহিত্য অনুসারে সাতটি দ্বার ও দেয়াল, যার একটির মধ্যে আরেকটি অবস্থান করছে) যেন এর ভেতরে অবস্থানকারী মৃতদেরকে জীবিতদের আবাসভূমিতে চলে আসা থেকে প্রতিহত করা যায় (৯:১৩ পদ দেখুন ও ইয়োব ৩৮:১৭ পদের নোট দেখুন; এর সাথে মথি ১৬:১৮ পদও দেখুন)।

১০৭:১৯ সদাপ্রভুর কাছে কান্নাকাটি করে। ৬ পদের নোট দেখুন। **উদ্ধার করেন:** ১৩ পদ দেখুন (দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঙক্তিমালার মধ্যে আরেকটি সংযোগ); এর সাথে তুলনা করুন পদ ৬, ২৮।

১০৭:২০ তাঁর বাক্য। সদাপ্রভু ঈশ্বরের আদেশ যা এখানে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে (১৪৭:১৫, ১৮ পদ দেখুন; এর সাথে ২৩:৬ পদের নোট দেখুন)।

১০৭:২২ ধন্যবাদ-উৎসর্গ। লেবীয় ৭:১২-১৫; ২২:২৯-৩০ পদ দেখুন। **তাঁর কাজের বর্ণনা করুক:** ৭:১৭ পদের নোট দেখুন। শেষ পদের দিক থেকে চতুর্থ ও পঞ্চম পঙক্তিমালা দুটি সংযুক্ত, যেভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঙক্তিমালা দুটি সংযুক্ত। **আনন্দগান:** এর সাথে তুলনা করুন গীত ১১৬ অধ্যায়।

১০৭:২৩-৩২ সমুদ্রের কারণে সৃষ্ট কষ্ট ও দুর্দশা থেকে উদ্ধার (পদ ৪-৯ এর নোট দেখুন)। ইস্রায়েল জাতির বণিকেরা বানিজ্য যাত্রার জন্য সাহসিকতার সাথে সমুদ্র যাত্রা করতো (আদিপুস্তক ৪৯:১৩; বিচারকর্তৃগণ ৫:১৭; ১ রাজাবলি ৯:২৬-২৮; ১০:২২ পদ দেখুন)।

১০৭:২৩ মহাসমুদ্র। ২৯:৩ পদ দেখুন।

১০৭:২৪ গভীর জলে তাঁর আশ্চর্য ব্যাপারগুলো। পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলে বসবাসকারী লোকেরা প্রচণ্ড উত্তাল জলরাশি সমৃদ্ধ সমুদ্রকে "মহাসমুদ্র" বলে আখ্যা দিত (পদ ২৩; এর সাথে ৩২:৬ পদের নোট দেখুন)। এ কারণে এই উত্তাল মহা সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রণ করা ছিল

ইস্রায়েল জাতির জন্য এক মহা অলৌকিক কাজ ও সুরক্ষা সাধন। তথাপি মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর ঝড় ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল তছনছ করে দিয়ে যেত (যোনা ১ অধ্যায়; প্রকাশিত ২৭ অধ্যায় দেখুন), যা সদাপ্রভুর আশ্চর্য কাজের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

১০৭:২৭ তাদের সমস্ত বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়। আক্ষরিক অর্থে, তাদের সমস্ত বাস্তব চিন্তা ও বুদ্ধি যেন সমুদ্র গিলে খায়।

১০৭:৩০ পোতাশ্রয়। সম্ভবত বণিকদের কাঙ্ক্ষিত বাণিজ্য বন্দর।

১০৭:৩২ পদ ২২ দেখুন। **প্রাচীন:** যাত্রা ৩:১৬ পদের নোট দেখুন।

১০৭:৩৩-৪২ দুই স্তর বিশিষ্ট এই অংশে বিশেষ নির্দেশনার পাশাপাশি লোকদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, সদাপ্রভু ঈশ্বর কখনো কখনো তাঁর লোকদেরকে সংশোধন ও শাস্তি দানের জন্য সুজলা সুফলা ভূমিকে (পদ ৩৪) কিভাবে মরুভূমিতে পরিণত করতে পারেন (১ রাজাবলি ১৭:১-৭; ২ রাজাবলি ৮:১ পদ দেখুন) কিন্তু আবারও তা আগের অবস্থানে ফিরিয়ে আনেন (রূত ১:৬; ১ রাজাবলি ১৮:৪৪-৪৫ পদ দেখুন), যাতে করে ক্ষুধার্ত ব্যক্তিরা (পদ ৩৬) সেখানে জীবন ধারণ করতে পারে এবং প্রচুর উপচয় পেয়ে পরিপুষ্ট হতে পারে। কিন্তু তখন তিনি তাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী সৈন্য বাহিনী পাঠান (যেমন আশেরীয় বাহিনী, ২ রাজাবলি ১৭:৩-৬; এবং বাবিলের বাহিনী, ২ রাজাবলি ২৪:১০-১৭; ২৫:১-২৬) যারা দেশটিকে আবারও ধ্বংসপ্রায় করে তোলে এবং এর লোকদেরকে বন্দী করে। তথাপি সদাপ্রভু ঈশ্বর আবারও অভাবী লোকদেরকে পুনরুদ্ধার করেন (পদ ৪১)। কিন্তু গীত রচয়িতা এখানে একজন জ্ঞানদায়ী শিক্ষকের মত করে এই অভিজ্ঞতাগুলোর কথা ব্যক্ত করেছেন।

১০৭:৩৩-৩৫ এখানে যে চিত্র দেখা যায় তার সাথে যিশাইয় ৩৫:৬-৭; ৪১:১৮; ৪২:১৫; ৪৩:১৯-২০; ৫০:২ পদের মিল রয়েছে এবং হয়তো এখানে লেখক ভাববাদী যিশাইয় দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

১০৭:৪০ সম্ভবত এই অংশটি ইয়োব ১২:২১, ২৪ পদ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। লোকেরা তাদের সমৃদ্ধির সময়ে নিজেদের অহঙ্কার ও গর্বের বশবর্তী হয়ে চলেছে এবং যে ঈশ্বর তাদেরকে এত আশীর্বাদ করেছেন ও সমৃদ্ধির মুখ দেখিয়েছেন তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে (দ্বি.বি. ৩১:২০; ৩২:১৫ পদ দেখুন), যেন তিনি তাদেরকে আবারও সেই মরুভূমিতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন (দ্বি.বি. ৩২:১০; হোশেয় ২:৩, ১৪ পদ দেখুন)।

১০৭:৪১ দরিদ্র। যাদের সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে (পদ ৩৯ দেখুন; এর সাথে ৯:১৮ পদের নোটও দেখুন)।

১০৭:৪২ এই জ্ঞানগর্ভ বক্তব্যের উপসংহার (পদ ৩৩-৪১); সম্ভবত এই পদটি ইয়োব ৫:১৬ পদের প্রতিফলন। **সরল লোকে ... সমস্ত দুষ্টতা:** পুরাতন নিয়মের জ্ঞানগর্ভ সাহিত্যের বেশ প্রচলিত একটি বৈপরীত্য ভিত্তিক শব্দগুচ্ছ (দেখুন হিতোপদেশ ২:২১-২২; ১১:৬-৭; ১২:৬; ১৪:১১; ১৫:৮; ২১:১৮, ২৯; ২৯:২৭ পদ – কিন্তু এখানে "দুষ্টতা" শব্দটির জন্য যে হিব্রু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা ইয়োব পুস্তকে আরও বেশি ব্যবহৃত হয়েছে।

১০৭:৪৩ এই গীতের সমাপনী পদ। জ্ঞানবান কে? দ্বি.বি. ৩২:২৯; হোশেয় ১৪:৯ পদ দেখুন। **এ সব:** ৩৩-৪২ পদের নির্দেশনা। **সদাপ্রভুর অটল ভালবাসা আলোচনা করবে:** ৪-

৩২ পদের বিষয়বস্তু, যা বিশেষভাবে এখানে তাৎপর্য সহকারে বিধৃত হয়েছে।

উপসংহার: ইস্রায়েলের প্রতি ঈশ্বরের দয়াসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। ইস্রায়েলীয়দের পুনরায় একত্রিত করা ও পুনঃস্থাপনের কথা পর্যালোচনা করা হয়েছে। তাদের বোকামি সত্ত্বেও ইস্রায়েলকে তাদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করা হবে। তাদের অস্থিরতার কথা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ঈশ্বর যে ইস্রায়েলকে উদ্ধার করেছেন সেইজন্য তারা ঈশ্বরের প্রশংসা করেছে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. বাবিল থেকে ফিরে আসার সময় যিহূদীরা যেমন কষ্টে পড়েছিল, তেমনই ঈশ্বরের লোকদেরকে প্রায়ই কষ্টের মুখোমুখি হতে হয়। আপনি সাধারণত এই অনিবার্য কষ্টে কিভাবে সাড়া দেবেন?
২. কিভাবে ঈশ্বর বিশ্বাসীকে কষ্ট দেবার জন্য একজন শত্রুকে অনুমতি দিতে পারেন?
৩. কেন কঠিন সময়ে এবং সেইসাথে ভাল সময়েও ঈশ্বরের উপর নির্ভর করা করা উচিত?

গীত ১০৮

শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা

ভূমিকা: সদাপ্রভু ঈশ্বরের ভালবাসার জন্য তাঁর প্রশংসা এবং শত্রুদের বিপক্ষে তাঁর সাহায্যের জন্য তাঁর প্রশংসা – এ দুটোর সংমিশ্রণে করা প্রার্থনা (কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে) যা ৫৭:৭-১১ এবং ৬০:৫-১২ পদ থেকে নেওয়া হয়েছে (উক্ত পদসমূহের নোট দেখুন)। বিভিন্ন গীত থেকে নিয়ে সঙ্কলিত বক্তব্যের আরেকটি গীত দেখুন ১ বংশাবলি ১৬:৮-৩৬ পদে। ঈশ্বরের অটল ভালবাসার জন্য তাঁর গৌরব ও প্রশংসা জ্ঞাপন এই গীতটিকে বিষয়বস্তুর দিক থেকে গীত ১০৩ অধ্যায়ের সাথে সংযুক্ত করেছে (১০৩:১১ পদ দেখুন)। গীত ১০৩-১১০ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

গীত। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ আমার অন্তর সুস্থির, হে ঈশ্বর, আমার অন্তর সুস্থির;
আমি গান গাইব, তোমার গৌরব করবো।
হে আমার প্রাণ, জাগ্রত হও।
২ জাগ্রৎ হও, নেবল ও বীণা;
আমি ঊষাকে জাগ্রত করবো।
৩ হে সদাপ্রভু, আমি জাতিদের মধ্যে তোমার প্রশংসা করবো,
আমি লোকবৃন্দের মধ্যে তোমার প্রশংসা গাইব।

গীত ১০৮ : ক্রসরেফারেন্স

[১০৮:১] গীত ১১২:৭; ১১৯:৩০,১১২
[১০৮:১] গীত ১৮:৪৯
[১০৮:২] ইয়োব ২১:১২

৪ কেননা তোমার অটল প্রেম আকাশের চেয়ে মহৎ,
তোমার বিশ্বস্ততা মেঘ পর্যন্ত ব্যাপ্ত।
৫ হে ঈশ্বর, আকাশের উপরে উন্নত হও;
সমস্ত পৃথিবীর উপরে তোমার গৌরব উন্নত হোক।
৬ তুমি ডান হাত দিয়ে বিজয় দান কর, আমাকে উত্তর দাও,
যেন তোমার প্রিয় ব্যক্তিরা উদ্ধার পায়।
৭ ঈশ্বর তাঁর পবিত্র স্থানে প্রতিজ্ঞা করেছেন:
আমি উল্লাসের সঙ্গে শিখিম বিভাগ করবো,
ও সুক্কোতের উপত্যকা মাপব।
৮ গিলিয়দ আমার, মনঃশিও আমার;
আর ইফ্রয়িম আমার শিরস্ত্রাণ;
যিহূদা আমার বিচারদণ্ড;
৯ মোয়াব আমার পা ধোয়ার পাত্র;
আমি ইদোমের উপরে আমার পায়ের জুতা নিক্ষেপ করবো;
পলেষ্টিয়ার উপরে জয়ধ্বনি করবো।
১০ কে আমাকে ঐ দৃঢ় নগরে নিয়ে যাবে?
কে ইদোম পর্যন্ত আমাকে পথ দেখিয়ে দেবে?
১১ হে ঈশ্বর, তুমি কি আমাদের ত্যাগ কর নি?
হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের সৈন্যদের সঙ্গে গমন কর না।
১২ বিপক্ষের প্রতিকূলে আমাদের সাহায্য কর;
কেননা মানুষের সাহায্য মিথ্যা।
১৩ ঈশ্বরকে সঙ্গে নিয়ে আমরা বীরের কাজ করবো;
তিনিই আমাদের বিপক্ষদের পরাজিত করবেন।

[১০৮:৪] গণনা ১৪:১৮; গীত ১০৬:৪৫
[১০৮:৪] যাত্রা ৩৪:৬
[১০৮:৪] গীত ৩৬:৫
[১০৮:৫] গীত ৮:১
[১০৮:৫] গীত ৫৭:৫
[১০৮:৬] ইয়োব ৪০:১৪
[১০৮:৭] গীত ৮৯:৩৫
[১০৮:৭] গীত ৬৮:৩৫; ১০২:১৯
[১০৮:৭] আদি ১২:৬
[১০৮:৭] আদি ৩৩:১৭
[১০৮:৮] গীত ৭৮:৬৮
[১০৮:৯] আদি ১৯:৩৭
[১০৮:৯] ২শমূ ৮:১৩-১৪
[১০৮:৯] ২শমূ ৮:১
[১০৮:১১] গীত ৪৪:৯
[১০৮:১২] গীত ১১৮:৮; ১৪৬:৩; যিশা ১০:৩; ৩০:৫; ৩১:৩; যিরি ২:৩৬; ১৭:৫
[১০৮:১৩] গীত ৪৪:৫; যিশা ২২:৫; ৬৩:৩, ৬

গীত ১০৮ এর নোটসমূহ

শিরোনাম গীত: গীত ৩০ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **দায়ূদের:** দুটো উৎসই (গীত ৫৭; ৬০ অধ্যায়) দায়ূদের লেখা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

১০৮:১-৫ ঈশ্বরের ভালবাসার জন্য তাঁর প্রশংসা, সম্ভবত এখানে তা প্রকাশ পেয়েছে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরতার প্রকাশ হিসেবে (৭-৯, ১১ পদ দেখুন), যাঁর কাছে এই আবেদন রাখা হচ্ছে (পদ ৬, ১২ দেখুন); ১০৯:১ পদের নোট দেখুন। এই পঙক্তিমালা সম্পর্কে আরও জানুন ৫৭:৭-১১ পদে।

১০৮:১ অন্তর। আক্ষরিক অর্থে "গৌরব" (৭:৫ পদের নোট দেখুন)।

১০৮:৬-১৩ শত্রুদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের সাহায্য কামনা করে প্রার্থনা (৬০:৫-১২ পদের নোট দেখুন)।

উপসংহার: ইস্রায়েলীয়রা ঈশ্বরের প্রশংসা করেছে, তাদের অধিকার বা সম্পত্তির জন্য যা তারা সদাপ্রভুর মধ্য দিয়ে লাভ করেছে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্নঃ

১. দায়ূদ তাঁর জীবনে ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা দেখেছিলেন ও তাঁর প্রশংসা করেছিলেন। আপনার জীবনে কি কখনও ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা দেখেছিলেন? কোন্ ঘটনার মধ্য দিয়ে তা আবিস্কার করলেন? বলবেন কি?
২. আপনি কি নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছেন যেখানে শুধুমাত্র ঈশ্বর আপনাকে সাহায্য করতে পারেন?

গীত ১০৯

বিপদের সময়ের নালিশ

ভূমিকাঃ মিথ্যা অপবাদকারীদের হাত থেকে উদ্ধার লাভের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা। লেখক এখানে ৬-১৯ পদে তাঁর শত্রুদের কথা একবচনে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু অন্যান্য স্থানে বহুবচনে উল্লেখ করেছেন। হয়তোবা (১) লেখক এখানে কথা বলার ক্ষেত্রে সমষ্টিগত অর্থে উল্লেখ করেছেন, অথবা (২) শত্রুরা কোন একজন নেতার অধীনে একজোট হয়েছে যে গীত রচয়িতার বিরুদ্ধে তার ব্যক্তিগত শত্রুতার জের ধরে অন্যদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলেছে, এ কারণে তাকে একবচনে উল্লেখ করে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সাধারণত প্রাচীনকালে এ ধরনের গীত সঙ্কলনে একটি বিশেষ গীতকে আলাদা করে দেখানোর প্রথা ছিল। এক্ষেত্রে ১০৯ গীতটি এখানে নাটকীয় পট পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে; ৬-১৫ পদের নোট দেখুন)। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এই প্রার্থনাটির সাথে গীত ৩৫ অধ্যায়ের মিল রয়েছে। এই গীতটি যে সঙ্কলনের অংশ সেখানে গীত ১০২ অধ্যায়ের সাথে এর সংযোগ রয়েছে (গীত ১০১-১১০ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন) এবং এটি ১০২ গীতের তুলনায় মাত্র ১ পঙক্তি বেশি দীর্ঘ। দুটি হিব্রু চার পঙক্তি বিশিষ্ট পঙক্তিমালা এই পুরো আবেদনটিকে কাঠামোবদ্ধ করেছে (পদ ১-৫, ২৬-২৯), যার পরে রয়েছে দুই পঙক্তি বিশিষ্ট একটি উপসংহার (পদ ৩০-৩১)। অবশিষ্ট ২০টি পঙক্তি দুটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে যার প্রতিটিতে ১০টি করে পঙক্তি রয়েছে (পদ ৬-১৫, ১৬-২৫ দেখুন)। এর মধ্যে দ্বিতীয় অংশটিকে আবার বিষয়বস্তুর বিচারে দুটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে যার প্রত্যেকটিতে পাঁচ লাইনে বিভক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথমটিতে (পদ ১৬-২০) বলা হয়েছে "সে" কি করেছে এবং দ্বিতীয়টিতে বলা হয়েছে (পদ ২১-২৫) "আমি" অর্থাৎ গীত রচয়িতা কিভাবে কষ্টভোগ করেছেন।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। দায়ূদের সঙ্গীত।

গীত ১০৯ : ক্রসরেফারেন্স

[১০৯:১] যাত্রা ১৫:২; যিরি ১৭:১৪
[১০৯:১] ইয়োব ৩৪:২৯

১ হে আমার প্রশংসার পাত্র ঈশ্বর,
নীরব থেকো না।

২ কেননা লোকে আমার বিরুদ্ধে দুষ্টতার মুখ ও ছলের মুখ খুলেছে;
তারা মিথ্যাবাদী জিহ্বা দ্বারা আমার সঙ্গে কথা বলেছে।
৩ তারা ঘৃণার কথা দিয়ে আমাকে ঘিরে ফেলেছে,
এবং অকারণে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে।
৪ আমার প্রেমের পরিবর্তে তারা আমার বিপক্ষ হয়েছে,
কিন্তু আমি প্রার্থনায় রত।
৫ তারা আমার উপরে মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গল,
আমার প্রেমের পরিবর্তে হিংসা রেখেছে।
৬ তুমি সেই ব্যক্তির উপরে দুর্জনকে নিযুক্ত কর;
বিপক্ষ তার ডান পাশে দাঁড়িয়ে থাকুক।
৭ বিচারে সে দোষী সাব্যস্ত হোক,
তার প্রার্থনা পাপরূপে গণিত হোক।
৮ তার আয়ু অল্প হোক,
অন্য ব্যক্তি তার নেতৃত্বপদ নিয়ে যাক।
৯ তার সন্তানেরা অনাথ হোক,
তার স্ত্রী বিধবা হোক।
১০ তার সন্তানেরা ভ্রমণ করতে করতে ভিক্ষা করুক,
নিজেদের উৎসন্ন স্থান থেকে দূরে দূরীভূত হোক।
১১ মহাজন তার সর্বস্ব আটক করুক,
অপর লোকেরা তার শ্রমফল লুট করুক।
১২ তার প্রতি কৃপা করে, এমন কেউ না থাকুক,
তার অনাথ সন্তানদের প্রতি কেউ দয়া না করুক।
১৩ তার ভবিষ্যৎ বংশ উচ্ছিন্ন হোক,
পরবর্তী বংশধরের সময়ে তাদের নাম মুছে যাক।
১৪ তার পিতৃপুরুষদের অধর্ম সদাপ্রভুর স্মরণে থাকুক,
তার মায়ের পাপ মুছে না যাক।
১৫ সেসব সর্বদা সদাপ্রভুর সাক্ষাতে থাকুক,
যেন তিনি পৃথিবী থেকে তাদের স্মৃতি লোপ করেন।
১৬ কেননা সে দয়া করার বিষয় বিবেচনা করতো না,
কিন্তু তাড়না করতো দুঃখী ও দরিদ্র ব্যক্তিকে,
ও ভগ্ন হৃদয়ের লোককে, হত্যা করার জন্য।
১৭ সে অভিশাপ দিতে ভালবাসত,
তা তারই প্রতি ঘটলো;
আশীর্বাদ করতে তার ভাল লাগতো না,
তাই সে তা থেকে দূরে রইলো।
১৮ সে অভিশাপকে কাপড়ের মত পরতো,
তা তার অন্তরে জলের মত প্রবেশ করলো,

[১০৯:২] গীত ৪৩:১
[১০৯:২] গীত ৫২:৪
[১০৯:৩] গীত ৬৯:৪
[১০৯:৩] গীত ৩৫:৭; যোহন ১৫:২৫
[১০৯:৪] গীত ৬৯:১৩; ১৪১:৫
[১০৯:৫] আদি ৪৪:৪
[১০৯:৬] ১বংশা ২১:১; ইয়োব ১:৬; সখ ৩:১
[১০৯:৭] গীত ১:৫
[১০৯:৭] হিতো ২৮:৯; যিশা ৪১:২৪
[১০৯:৮] ইয়োব ১৫:৩২
[১০৯:৮] প্রেরিত ১:২০
[১০৯:৯] যাত্রা ২২:২৪; যিরি ১৮:২১
[১০৯:১০] আদি ৪:১২
[১০৯:১১] যিহি ৫:৩
[১০৯:১১] গণনা ১৪:৩; যিশা ১:৭; ৬:১১; ৩৬:১; বিলাপ ৫:২
[১০৯:১১] ইয়োব ২০:১৮
[১০৯:১২] ইয়োব ৫:৪
[১০৯:১৩] ইয়োব ১৮:১৯; গীত ২১:১০
[১০৯:১৩] গণনা ১৪:১২; গীত ৯:৫; হিতো ১০:৭
[১০৯:১৪] যাত্রা ২০:৫; গণনা ১৪:১৮; যিশা ৬৫:৬-৭; যিরি ৩২:১৮
[১০৯:১৫] গীত ৯০:৮
[১০৯:১৫] যাত্রা ১৭:১৪; দ্বি.বি. ৩২:২৬
[১০৯:১৬] ইয়োব ২০:১৯; গীত ৩৫:১০
[১০৯:১৬] গীত ৩৪:১৮
[১০৯:১৭] হিতো ২৮:২৭; মথি ৭:২
[১০৯:১৮] গীত ১০:৭
[১০৯:১৮] গণনা ৫:২২

তার অস্থিতে তেলের মত প্রবিষ্ট হল।
১৯ তা তার পক্ষে পরিধানের পোশাকের মত,
ও প্রতিদিনের কোমড়-বন্ধের মত হোক।
২০ আমার বিপক্ষেরা, যারা আমার প্রাণের বিরুদ্ধে দুর্বাক্য বলে,
তারা যেন সদাপ্রভু থেকে যেন এই ফল পায়।
২১ কিন্তু, তুমি হে সদাপ্রভু, আমার প্রভু,
নিজের নামের অনুরোধে আমার সঙ্গে ব্যবহার কর;
তোমার অটল প্রেম মঙ্গলময়, অতএব আমাকে উদ্ধার কর।
২২ কেননা আমি দুঃখী ও দরিদ্র,
এবং আমার হৃদয় আহত হয়েছে।
২৩ আমি সন্ধ্যাকালীন ছায়ার মত বিলীন হচ্ছি,
পঙ্গপালের মত ইতস্তত চালিত হচ্ছি।
২৪ উপবাস রেখে রেখে আমার হাঁটু দুর্বল হয়েছে,
আমার দেহ ক্ষীণ হয়েছে।
২৫ আর আমি ওদের কাছে তিরস্কারের পাত্র হয়েছি;
তারা আমাকে দেখলেই অবজ্ঞা করে।
২৬ হে সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর, আমায় সাহায্য কর,
নিজের অটল প্রেম অনুসারে আমাকে নিস্তার কর,
২৭ যেন তারা জানতে পারে যে, এই তোমার হাত,
তুমিই, হে সদাপ্রভু, এসব করেছ।
২৮ তারা অভিশাপ দিক;, কিন্তু তুমি আশীর্বাদ করো;
তারা উঠলে লজ্জিত হবে,
কিন্তু তোমার এই দাস আনন্দ করবে।
২৯ আমার শত্রুরা অপমানে জর্জরিত হবে,
পোশাকের মত তারা লজ্জায় আচ্ছাদিত হবে।
৩০ আমি নিজের মুখে সদাপ্রভুর অতিশয় ধন্যবাদ করবো,
লোকারণ্যের মধ্যে তাঁর প্রশংসা করবো।
৩১ কারণ তিনি দরিদ্রের পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকেন,
যেন তাদের থেকে তাকে পরিত্রাণ করেন,
যারা তাকে মৃত্যুর শাস্তি দিতে চায়।

[১০৯:১৯] পদ ২৯; গীত ৭৩:৬; যিহি ৭:২৭
[১০৯:২০] যাত্রা ৩২:৩৪; গীত ৫৪:৫; ৯৪:২৩; যিশা ৩:১১; ২তীম ৪:১৪
[১০৯:২০] গীত ৭১:১০
[১০৯:২১] যাত্রা ৯:১৬; গীত ২৩:৩
[১০৯:২১] গীত ৬৯:১৬
[১০৯:২১] গীত ৩:৭
[১০৯:২৩] ইয়োব ১৪:২
[১০৯:২৪] ইব ১২:১২
[১০৯:২৪] গীত ৩৫:১৩
[১০৯:২৪] ইয়োব ১৬:৮
[১০৯:২৫] গীত ২২:৬
[১০৯:২৫] ইয়োব ১৬:৪; মথি ২৭:৩৯; মার্ক ১৫:২৯
[১০৯:২৬] গীত ১২:১; ১১৯:৮৬
[১০৯:২৭] ইয়োব ৩৭:৭
[১০৯:২৮] ২শমূ ১৬:১২
[১০৯:২৮] গীত ৬৬:৪; যিশা ৩৫:১০; ৫১:১১; ৫৪:১; ৬৫:১৪
[১০৯:২৯] গীত ৩৫:২৬
[১০৯:৩০] গীত ৩৫:১৮
[১০৯:৩১] গীত ১৬:৮; ১০৮:৬

গীত ১০৯ এর নোটসমূহ

শিরোনাম গীত ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

১০৯:১-৫ রাজা দায়ূদকে মিথ্যা অপবাদকারীদের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য ঈশ্বরের কাছে আবেদন।

১০৯:১ আমার প্রশংসার পাত্র। যাঁকে তিনি প্রকাশ্যে তাঁর আস্থাধর উদ্ধারকর্তা এবং রক্ষাকারী হিসেবে ঘোষণা করে থাকেন (২২:৩ পদের নোট দেখুন; এর সাথে ৩৫:১৮;

৭৪:২১; ৭৬:১০; ৭৯:১৩; ১০২:১৮ পদও দেখুন)। **নীরবঃ** অর্থাৎ বিচার করার ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় (২৮:১; ৩৫:২২; ৫০:৩, ২১; ৮৩:১ পদ দেখুন)।

১০৯:২-৫ তাঁর আবেদনের মূল বিষয়গুলো, যা তিনি স্বর্গীয় বিচারকের দরবারে উপস্থিতি করতে চাচ্ছেন (৩৫:১১-১৬ পদ দেখুন)।

১০৯:২ লোকে আমার বিরুদ্ধে ... মুখ খুলেছে। ৫:৯ পদের নোট দেখুন।

১০৯:৪ কিন্তু আমি প্রার্থনায় রত। শত্রুদের বিপরীত (পদ ১৬-১৮ দেখুন)। সম্ভবত এই বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছেঃ কিন্তু আমি তাদের জন্য প্রার্থনা করেছি (যেমনটা দেখা যায় ৩৫:১৩-১৪ পদে; উক্ত পদের নোট দেখুন)।

১০৯:৬-১৫ পুনরায় বিচার গ্রহণের জন্য বিশেষ আবেদন – যেন সদাপ্রভু ঈশ্বর রচয়িতার বিরুদ্ধে কৃত সমস্ত অন্যায় ও অবিচারের সাপেক্ষে তাঁর শত্রুদের বিচার করেন এবং তাদের কৃতকর্ম অনুসারে সমুচিত শাস্তি দেন (৫:১০ পদের নোট দেখুন; এর সাথে ৩৫:৪-১০ পদের নোট দেখুন)।

১০৯:৬ দুর্জন ... বিপক্ষ। গীত রচয়িতার শত্রু মিথ্যাভাবে তার উপরে দোষারোপ করেছে যেন তাকে বিনষ্ট করতে পারে; এখন শত্রুও অভিযোগকারী হিসেবে তাঁর বিরুদ্ধে এসে দাঁড়াক।

১০৯:৭ তার প্রার্থনা। সে তার নিজ পক্ষ সমর্থনের জন্য যে আপীল রেখেছে।

১০৯:৮ তার আয়ু অল্প হোক। মিথ্যা অপবাদকারী নিঃসন্দেহে দায়ূদের জীবন নাশ করতে চাইছিল (১ রাজাবলি ২১:৮-১৫ পদ দেখুন)। **অন্য ব্যক্তি তার নেতৃত্বপদ নিয়ে যাকঃ** দায়ূদের শত্রু সম্ভবত কোন বিশেষ উচ্চ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল এবং সে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে দায়ূদকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজে ক্ষমতা গ্রহণ করতে চাচ্ছিল। এই পদগুলো নতুন নিয়মে প্রয়োগ করার জন্য দেখুন প্রেরিত ১:২০ পদ।

১০৯:১০-১১ সে তার সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হোক, যেন সে তার সন্তানদেরকে কোন উত্তরাধিকার দিয়ে যেতে না পারে।

১০৯:১২ তার প্রতি কৃপা করে ... না থাকুক। পদ ১৬ দেখুন। **তার ... সন্তানদেরঃ** এখানে একজন ব্যক্তির সাথে তার সন্তান এবং সন্তানের সাথে তার পিতা মাতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে, যার ফলে প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার তিন বা চারটি প্রজন্মের এক সাথে পরিবার গঠনের বিষয়টি প্রকাশ পায়, যা এই বর্তমান পৃথিবীতে, বিশেষ করে পাশ্চাত্যে একেবারেই বিরল, যেখানে প্রত্যেকে একক জীবন বা একক পরিবারে বিশ্বাস করে। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে পবিত্র বাইবেল সৃষ্টির শুরু থেকেই যৌথ বা বৃহৎ পরিবার গঠনে উৎসাহিত করে, কারণ পিতা মাতার পাপের দায় সন্তানদের তৃতীয় ও চতুর্থ প্রজন্ম পর্যন্ত বর্তানোর শাস্তি সম্পর্কে আমরা জানতে পারি (দেখুন যাত্রা ২০:৫ পদ; এর সাথে দেখুন ১০৩:১৭; আদিপুস্তক ১৮:১৯)।

১০৯:১৩ যেহেতু বলা হচ্ছে একজন মানুষের নাম টিকে থাকে তার সন্তানদের উপরে, সে কারণে বিচারের মূল আলোকপাত করা হয়েছে মিথ্যা অভিযোগকারীর উপরে (২১:১০; ৩৭:২৮ পদ দেখুন)। **তাদের নাম মুছে যাকঃ** ৯:৫ পদের নোট দেখুন।

১০৯:১৪-১৫ তার পিতৃগণের অধর্ম ... তার মায়ের পাপ ... তাদের স্মৃতি। এই পদগুলো ৭-৮ পদের বিষয়বস্তুতে ফিরে যায় (এবং এভাবেই পুরো পঙক্তিমালাটির কাঠামো নির্দেশ

করে): মিথ্যা অপবাদ দানকারীর নিজের পাপ এবং তার পিতা-মাতার সমস্ত পাপ তার প্রতিই শাস্তি হিসেবে বর্তাবে (১২ পদের নোট দেখুন)।

১০৯:১৫ তাদের স্মৃতি লোপ করেন। এই সমস্ত অপবাদকারীরাই যেন তাদের বংশের শেষ সন্তান হয়।

১০৯:১৬-২০ শত্রুর নিষ্ঠুর চরিত্র – সে যেমন অত্যাচার ও নির্যাতন চালিয়েছে, তেমনটা যেন সেও ভোগ করে (১০:২-১৫; ৫৯:১২-১৩ পদ দেখুন)। গীতসংহিতার অনেক স্থানেই আমরা দেখি মিথ্যা অপবাদ দানকারীর বিরুদ্ধে ঈশ্বরের কাছে বিচার চেয়ে প্রার্থনা (উদাহরণস্বরূপ দেখুন ৫:৯-১০; ১০:২-১১; ১৭:১০-১২)।

১০৯:১৭ সে অভিশাপ দিতে ভালবাসত। তাঁর শত্রু শুধু যে অপবাদ দিত তাই নয়, সে এর সাথে অভিশাপও দিত (আদিপুস্তক ১২:৩ পদের নোট দেখুন)। **তা তারই প্রতি ঘটলো:** ইষ্টের ৭:১০ পদের নোট দেখুন।

১০৯:১৮-১৯ কাপড়ের মত ... পরিধানের পোশাকের মত। ২৯ পদের নোট দেখুন।

১০৯:১৮ তার অন্তরে জলের মত প্রবেশ করলো, তার অস্থিতে তেলের মত প্রবিষ্ট হল। অন্যদের উদ্দেশে অভিশাপ বলা তার কাছে ছিল খাবার ও পানীয় গ্রহণের মত বা পোশাক পরার মত খুব নিয়মিত ও স্বাভাবিক একটি কাজ; সে তার জীবনের প্রতিটি পদে পদে মানুষকে অভিশাপ দিয়ে বেড়াত (এর সাথে তুলনা করুন হিতোপদেশ ৪:১৭ পদ)।

১০৯:২০ সদাপ্রভু থেকে যেন এই ফল পায়। ৫৪:৫; ৯৪:২৩; যিশাইয় ৩:১১; ২ তীমথি ৪:১৪ পদ দেখুন।

১০৯:২১-২৫ "আমার" কষ্টভোগের তীব্রতা – সদাপ্রভু, আমাকে উদ্ধার কর।

১০৯:২১ নিজের নামের অনুরোধে। ৫:১১; ২৩:৩ পদের নোট দেখুন। **অটল ভালবাসা:** পদ ২৬ দেখুন; আরও দেখুন ৬:৪ পদের নোট।

১০৯:২২ গীত রচয়িতার নিজ অবস্থার বর্ণনা অনেকটা ১৬ পদের বক্তব্যের প্রতিফলন ঘটায়। **আমি দুঃখী ও দরিদ্র:** সদাপ্রভু ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল (৩৪:৬ পদের নোট দেখুন)। **হৃদয়:** ৪:৭ পদের নোট দেখুন। **আহত হয়েছে:** এই কথাটির জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হিসেবে ১৭-১৮ পদে "অভিশাপগ্রস্ত" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে– যে অভিশাপ দিতে ভালবাসত, আর আমার হৃদয় গভীর বেদনায় আহত হয়ে থাকত।

১০৯:২৩ আমি ... বিলীন হচ্ছি। আপাত দৃষ্টিতে গীত রচয়িতা এমনভাবে পীড়িত হচ্ছেন যে তাঁর জীবনের আশা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে। এ কারণে শত্রু তাঁর উপরে ক্রমে আরও বেশি করে চড়াও হচ্ছে (পদ ২৪-২৫ দেখুন; এর সাথে ৫:৯ পদের নোট দেখুন)। **সন্ধ্যাকালীন ছায়া:** ১০২:১১ পদ দেখুন। **ইতস্তত চালিত হচ্ছি:** নহিমিয় ৫:১৩; ইয়োব ৩৮:১৩ পদ দেখুন।

১০৯:২৬-২৯ সমাপনী প্রার্থনা, যেখানে এর আগে উল্লিখিত বেশ কিছু বিষয়বস্তু উঠে এসেছে।

১০৯:২৮ তোমার এই দাস। সম্ভবত এখানে গীত রচয়িতা নিজেকে ঈশ্বর কর্তৃক অভিষিক্ত ব্যক্তি হিসেবে প্রকাশ করছেন (গীতটির শিরোনাম দেখুন; এর সাথে ৭৮:৭০ পদ ও নোট দেখুন)।

১০৯:২৯ পোশাকের মত ... আচ্ছাদিত হবে। এই রূপকটির অন্যান্য প্রয়োগ সম্পর্কে

জানতে দেখুন পদ ১৮-১৯; ৩৫:২৬; ৪৫:৩; ৭৩:৬; ১০৪:১-২; ১৩২:৯, ১৬, ১৮; ইয়োব ৮:২২; ২৯:১৪; ৪০:১০; হিতোপদেশ ৩১:২৫; যিশাইয় ৫৯:১৭; ৬১:৩, ১০; যিহিষ্কেল ৭:২৭; ২৬:১৬; ৩১:১৫; সখরিয় ৬:১৩; লূক ২৪:১৯; রোমীয় ১৩:১৪; ১ করি ১৫:৫৩-৫৪; গালা ৩:২৭; কল ৩:১২; ১ পিতর ৫:৫।

উপসংহার: এই গীতে মশীহকে অগ্রাহ্য করার ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করা হয়েছে। একজন ভাববাদী হিসেবে মশীহকে যে অগ্রাহ্য ও ঘৃণা করা হবে তা দায়ূদ দেখেছেন। দায়ূদ মশীহের দোষারোপকারী ও তাদের ধ্বংসের অবস্থা দেখছেন। কিন্তু একদিন বেঁচে-থাকা লোকেরা মশীহের সাথে একীভূত হবে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. মন্দ যেখানে ব্যর্থ হয়েছে দায়ূদ সেখানে ভাল করার চেষ্টা করেছেন (৪,৫)। একজন বিশ্বাসী যখন কারো ভাল করে আর তার কাছ থেকে মন্দ ব্যবহার পায় তখন সে কিভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে?
২. "অভিযুক্তকারী" শব্দটি (৬) আমাদেরকে "শয়তান"এর কথা বলে। শয়তান বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ করে বলে মনে করেন?
৩. পড়ুন ১ যোহন ২:১১ পদ। আমাদের কি প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা আছে?

গীত ১১০

রাজা ও পুরোহিত হিসেবে খ্রীষ্ট

ভূমিকা: খ্রীষ্টের পুরোহিত-রাজা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী। এই গীতটি নতুন নিয়মে বারবার খ্রীষ্টের প্রতি সাক্ষ্য হিসেবে উচ্চারণ করা হয়েছে। গীত ২ অধ্যায়ের মত এখানেও অভিষেক সংক্রান্ত গীতের আভাস রয়েছে যা দায়ূদের রাজবংশের নতুন রাজা অভিষেক গ্রহণের সময় ব্যবহারের জন্য রচনা করা হয়েছিল। খ্রীষ্টিয় যুগের সূচনা হওয়ার আগেই যিহূদীরা তা মশীহের জন্য ব্যবহার করতো। এই গীতটিকে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট (মথি ২২:৪৩-৪৫; মার্ক ১২:৩৬-৩৭; লূক ২০:৪২-৪৪ পদ দেখুন), প্রেরিত পিতর (প্রেরিত ২:৩৪-৩৬ পদ দেখুন) এবং ইব্রীয় পুস্তকের রচয়িতা (বিশেষ করে ইব্রীয় ১:১৩; ৫:৬-১০; ৭:১১-২৮ পদ দেখুন) নতুন নিয়মে যেভাবে প্রয়োগ করেছেন তাতে করে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা এই গীতটিকেই সমগ্র গীতসংহিতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীর গীত হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। যদি তাই হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে রাজা দায়ূদ স্বয়ং ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে (২ শমূয়েল ২৩:২ পদ দেখুন) তাঁর বংশের মহান বংশধরের জন্য একটি অভিষেক গীত রচনা করেছেন, যাঁর কথা ভাববাদীরা দায়ূদের সময়ের আরও পরে বলতে শুরু করেছেন। তবে এটাও হতে পারে যে, রাজা দায়ূদ তাঁর পুত্র শলোমনের অভিষেক অনুষ্ঠানের জন্য এই গীতটি রচনা করেছেন, যাঁকে তিনি এখানে আমার প্রভু বলে উচ্চারণ করেছেন তাঁর পুত্রের

নতুন পদমর্যাদার জন্য। শলোমনকে রাজা হিসেবে অভিষেক দানের কারণে বৃদ্ধ রাজা দায়ূদের চেয়ে শলোমন অপেক্ষাকৃত উঁচু পদমর্যাদায় আসীন হয়েছেন এবং এ কারণে তিনি হয়তোবা নিজের অজান্তেই এমন একটি কথা বলে ফেলেছেন যার এক সুগভীর ও নিগূঢ় অর্থ রয়েছে এবং তিনি নিজেই তা সে সময় জানতেন না। শমূয়েল, রাজাগণ ও বংশাবলী পুস্তক থেকে আমরা রাজা দায়ূদ সম্পর্কে যা জেনেছি তাতে করে এটিই এই গীতের সবচেয়ে ভাল ব্যাখ্যা।

গীতটি দুটি সমান অংশে বিভক্ত করা যায় (পদ ১-৩ ও ৪-৭)। দুটি অংশেই একটি করে মোট দুটি ভবিষ্যদ্বাণী মূলক উক্তি রয়েছে (পদ ১, ৪) যার পরে রয়েছে বিষয়বস্ত ভিত্তিক ও কাঠামো ভিত্তিক বিশেষ ব্যাখ্যা। এক্ষেত্রে আমরা কাব্যিক ঢংয়ে জোড় পদ দেখতে পাই। সে অনুসারে পদ ১ ও ৪ হচ্ছে জোড় পদ, পদ ৫ ও ২, পদ ৬ ও ২ জোড় পদ এবং পদ ৬ -৭ এক সাথে পদ ৩ এর জোড় পদ।

দায়ূদের সঙ্গীত।

গীত ১১০ : ক্রসরেফারেন্স

১ সদাপ্রভু আমার প্রভুকে বলেন,
তুমি আমার ডান দিকে বস,
যতদিন আমি তোমার শত্রুদেরকে
তোমার পাদপীঠ না করি।
২ সদাপ্রভু সিয়োন থেকে তোমার পরাক্রমদণ্ড
প্রেরণ করবেন,
তুমি তোমার শত্রুদের মধ্যে কর্তৃত্ব করো।
৩ তোমার সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ দিনে,
তোমার লোকেরা স্বেচ্ছায় দেওয়া উপহার হবে;
পবিত্র শোভায়, ঊষার গর্ভ থেকে,
তোমার যুবকেরা তোমার কাছে শিশিরতুল্য।
৪ সদাপ্রভু শপথ করলেন, অনুশোচনা করবেন না,
তুমি অনন্তকালীন পুরোহিত,
মল্কীষেদকের রীতি অনুসারে।
৫ তোমার ডান পাশে প্রভু অবস্থিত,
তাঁর ক্রোধের দিনে রাজাদেরকে চূর্ণ করবেন।
৬ তিনি জাতিদের মধ্যে বিচার করবেন,
তিনি শব দিয়ে দেশ পরিপূর্ণ করবেন;
তিনি সমস্ত পৃথিবীর রাজাদের পরাজিত করবেন;
৭ তিনি পথের মধ্যে স্রোতের জল পান করবেন;
এজন্য মাথা তুলবেন।

[১১০:১] মথি ২২:৪৪; মার্ক ১২:৩৬; লূক ২০:৪২; প্রেরিত ২:৩৪
[১১০:১] মার্ক ১৬:১৯; ইব ১:১৩; ১২:২
[১১০:১] যিহো ১০:২৪; ১রাজা ৫:৩; ১করি ১৫:২৫
[১১০:২] আদি ৪৯:১০; গীত ৪৫:৬; যিশা ১৪:৫; যিরি ৪৮:১৭
[১১০:২] গীত ২:৬
[১১০:২] গীত ৭২:৮
[১১০:৩] যাত্রা ১৫:১১
[১১০:৩] মীখা ৫:৭
[১১০:৪] গণনা ২৩:১৯
[১১০:৪] সখ ৬:১৩; ইব ৫:৬; ৭:২১
[১১০:৪] আদি ১৪:১৮; ইব ৫:১০; ৭:১৫-১৭
[১১০:৫] গীত ১৬:৮
[১১০:৫] দ্বি.বি. ৭:২৪; গীত ২:১২; ৬৮:২১; ৭৬:১২; যিশা ৬০:১২; দানি ২:৪৪
[১১০:৫] গীত ২:৫; রোমীয় ২:৫; প্রকা ৬:১৭; ১১:১৮
[১১০:৬] গীত ৯:১৯
[১১০:৬] যিশা ৫:২৫; ৩৪:৩; ৬৬:২৪
[১১০:৬] গীত ১৮:৩৮
[১১০:৭] গীত ৩:৩; ২৭:৬

গীত ১১০ এর নোটসমূহ

১১০:১-৩ সদাপ্রভু ঈশ্বরের বিধান ঘোষণা, যার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর অভিষিক্ত জনকে তাঁর বিরোধিতাকারী শত্রুদের বিরুদ্ধে নিজ প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করছেন (পদ ২:৭-১২ দেখুন)।

১১০:১ প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী (পদ ৪ দেখুন)। **আমার প্রভুঃ** অর্থাৎ আমার চেয়ে অধিক ক্ষমতাবান শাসক, সেদিক থেকে তিনি দায়ূদের উপরের পদমর্যাদা সম্পন্ন (মথি ২২:৪৪-৪৫; মার্ক ১২:৩৬-৩৭; লূক ২০:৪২-৪৪; প্রেরিত ২:৩৪-৩৫; ইব্রীয় ১:১৩ পদ ও তার পারিপার্শ্বিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করুন)। **বসঃ** অর্থাৎ সিংহাসনে উপবিষ্ট হও। **ডান দিকেঃ** একজন রাজা পাশে সবচেয়ে সম্মানের স্থান (৪৫:৯; ১ রাজাবলি ২:১৯ পদ দেখুন); এভাবে তাঁকে ঈশ্বরের পরে দ্বিতীয় সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ও কর্তৃত্বশালী ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। নতুন নিয়মের ব্যাখ্যা অনুসারে বহুবার যীশু খ্রীষ্টকে এই স্থানে উপবিষ্ট বলে ব্যক্ত করা হয়েছে (মথি ২৬:৬৪; মার্ক ১৪:৬২; ১৬:১৯; লূক ২২:৬৯; প্রেরিত ২:৩৩; ৫:৩১; ৭:৫৫-৫৬; রোমীয় ৮:৩৪; ইফিষীয় ১:২০; কলসীয় ৩:১; ইব্রীয় ১:৬; ৮:১; ১০:১২; ১২:২ পদ দেখুন)। **তোমার শত্রুঃ** ২:১-৩ পদের নোট দেখুন। **তোমার পাদপীঠঃ** ইব্রীয় ১০:১২-১৩ পদ দেখুন। প্রাচীন শাসকগণ অনেক সময় পরাজিত শত্রুদের মাথার উপরে নিজেদের পা রেখে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রকাশ করতেন (যিহোশূয় ১০:২৪ পদ দেখুন)। সিংহাসনের অংশ হিসেবে রাজার পা রাখার স্থান সম্পর্কে আরও দেখুন ২ বংশাবলি ৯:১৮ পদে। এখানে যে চিন্তাটি প্রয়োগ করা হয়েছে তা সম্পর্কে আরও দেখুন ১ রাজাবলি ৫:৩ পদে। প্রেরিত পৌল এই কথাগুলোকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন ১ করিন্থীয় ১৫:২৫; ইফিষীয় ১:২২ পদে।

১১০:২ তোমার পরাক্রমদণ্ড প্রেরণ করবেন। অর্থাৎ তোমার রাজ্যের পরিধি আরও বৃদ্ধি করবেন যে পর্যন্ত না তোমার শত্রুতা করার মত কোন রাজ্য অবশিষ্ট থাকে। **সিয়োন থেকেঃ** দায়ূদের রাজ্যের রাজধানী (২ শমূয়েল ৫:৭, ৯ পদ দেখুন), কিন্তু একই সাথে ঈশ্বরেরও রাজকীয় নগরী (৯:১১ পদ ও নোট দেখুন), যেখানে তিনি মহান রাজা হিসেবে শাসন কার্য পরিচালনা করেন (গীত ৪৬; ৪৮ অধ্যায়; ১৩২:১৩-১৮ পদ দেখুন)। সদাপ্রভু ঈশ্বরের অভিষিক্ত ব্যক্তি এই পৃথিবীতে তাঁর উদীয়মান রাজ্যের প্রতিনিধি শাসক হিসেবে নির্বাচিত।

১১০:৩ স্বেচ্ছায় দেওয়া উপহার। আক্ষরিক অর্থে "স্বেচ্ছায় দেওয়া উৎসর্গ," অর্থাৎ তারা নিজেদেরকে নিবেদিত প্রাণ সৈনিক হিসেবে উৎসর্গ করবে যেন যুদ্ধক্ষেত্রে তারা নিজেদেরকে নিযুক্ত করতে পারে (বিচারকর্তৃগণ ৫:২ পদ দেখুন) – যেভাবে ইস্রায়েলীয়রা মরুভূমিতে ব্যবস্থা তাঁবু নির্মাণের সময় নিজেদের সমস্ত সম্পদ উৎসর্গ করেছিল (যাত্রা ৩৫:২৯; ৩৬:৩ পদ দেখুন; এর সাথে ইষ্রা ১:৪; ২:৬৮ পদও দেখুন)। সে অনুসারে প্রেরিত পৌল বলেছেন খ্রীষ্টের অনুসারীরা নিজেদের দেহ "জীবন্ত উৎসর্গ" হিসেবে উৎসর্গ করে থাকে (রোমীয় ১২:১) এবং তিনি নিজেকে "পানীয় নৈবেদ্য" হিসেবে উৎসর্গ করার কথা বলেছেন (ফিলি ২:১৭); এর সাথে ২ করি ৮:৫ পদও দেখুন। **সংগ্রহ দিনে ... পবিত্র শোভায়ঃ** যদি এখানে সদাপ্রভুর অভিষেক গ্রহণের আড়ম্বরের কথা বোঝানো হয়ে থাকে তাহলে এখানে তাঁকে রাজকীয় মহিমা ও গৌরবের পোশাকে আবৃত হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে। যদি এখানে রাজার সহচর সৈনিকদের কথা বোঝানো হয়ে থাকে তাহলে সম্ভবত

বলা হচ্ছে তারা পুরোহিতদের মত সাদা পোশাকে আবৃত, কারণ তারা প্রত্যেকে ধর্ম যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্রস্তুত (১ শমূয়েল ২১:৪-৫; ২৫:২৮; ২ বংশাবলি ১৩:৮, ১২; ২০:১৫, ২১; যিশাইয় ১৩:৩-৪; যিরমিয় ৬:৪; ৫১:২৭ পদ দেখুন) এবং সকালে যেমন শিশির ঝরে পড়তে থাকে সেভাবে রাজার শিবিরে তারা আসছে এবং সংখ্যায় ক্রমেই বেড়ে চলেছে (২ শমূয়েল ১৭:১১-১২ পদ দেখুন)। **পবিত্র শোভা:** ২৯:২ পদের নোট দেখুন।

১১০:৪-৭ সদাপ্রভু ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা: তিনি তাঁর অভিষিক্ত ব্যক্তিকে সিয়োনের উপরে পুরোহিত-রাজা হিসেবে অধিষ্ঠিত করবেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে আগত সমস্ত শক্তির উপরে তাঁকে বিজয়ী করবেন।

১১০:৪ দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী (১ পদের নোট দেখুন)। **সদাপ্রভু শপথ করলেন:** এর আগে তিনি শপথ করেছিলেন যে, তিনি চিরকালের জন্য দায়ূদের রাজবংশকে সুরক্ষিত রাখবেন (৮৯:৩৫-৩৭ পদ দেখুন)। ইব্রীয় পুস্তকের রচয়িতা এই শপথের শক্তিকে আরও বিধৃত আকারে ব্যাখ্যা করেছেন (ইব্রীয় ৬:১৬-১৮; ৭:২০-২২ পদ দেখুন)। অনন্তকালীন পুরোহিত, মল্কিষেদকের রীতি অনুসারে। রাজা দায়ূদ ও তাঁর বংশধরগণ হবেন সদাপ্রভু ঈশ্বরের শাসন ও কর্তৃত্বের প্রতিনিধি। তাঁরা সদাপ্রভুর উপাসনা সংক্রান্ত বিভিন্ন দায়িত্বও পালন করবেন, যেমন সাক্ষ্য-সিন্দুক রক্ষণাবেক্ষণ করা (২ শমূয়েল ৬:১-১৫, বিশেষ করে পদ ১৪; ১ রাজাবলি ৮:১ পদ), মন্দির নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ (১ রাজাবলি ৫-৭ অধ্যায়; ২ রাজাবলি ১২:৪-৭; ২২:৩-৭; ২৩:৪-৭; ২ বংশাবলি ১৫:৮; ২৪:৪-১২; ২৯:৩-১১; ৩৪:৮ পদ দেখুন) এবং মন্দিরের সমস্ত উপসানার কার্যক্রম পরিচালনায় পুরোহিত ও লেবীয়দের কাজের তত্ত্বাবধান করা (১ বংশাবলি ৬:৩১; ১৫:১১-১৬; ১৬:৪-৪২; ২৩:৩-৩১; ২৫:১; ২ বংশাবলি ১৭:৭-৯; ১৯:৮-১১; ২৯:২৫, ৩০; ৩১:২; ৩৫:১৫-১৬; ইষ্রা ৩:১০; ৮:২০; নহিমিয় ১২:২৪, ৩৬, ৪৫ পদ দেখুন)। এই সকল দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাঁরা এমন কি মহাপুরোহিতের চেয়েও উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন হিসেবে অধিষ্ঠিত। কিন্তু পুরোহিত হারোণের সময় থেকে পুরোহিতদের জন্য যে সকল দায়িত্ব নির্ধারিত রাখা হয়েছে সে সব দায়িত্ব পালনে রাজা হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না (২ বংশাবলি ২৬:১৬-১৮ পদ দেখুন)। এই পদের বার্তা অনুসারে দায়ূদের বংশধরকে ঈশ্বর মল্কীষেদকের রীতি বা প্রথা অনুসারে সিয়োনের পুরোহিত-রাজা হিসেবে অভিষেক করেছেন। এই মল্কীষেদক হচ্ছেন অব্রাহামের সময়ে যিরূশালেমে দায়িত্বপ্রাপ্ত মহাপুরোহিত (আদিপুস্তক ১৪:১৮, ২০ পদের নোট দেখুন)। এমনই একজন পুরোহিত-রাজা হিসেবে তিনি হরোণ ও তাঁর বংশধরদের চেয়ে আরও ক্ষমতাশালী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পুরোহিত ও রাজাকে এক জন ব্যক্তিকে একীভূত করা সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন সখরিয় ৬:১৩ পদ। যীশু খ্রীষ্টের পৌরহিত্য প্রসঙ্গে এই অংশটির অর্থ হচ্ছে ইব্রীয় ৭ অধ্যায়ের মূল বিষয়বস্তু। **অনন্তকালীন:** চিরস্থায়ী ও অমোচনীয়ভাবে; সম্ভবত যোহন ১২:৩৪ পদে এই অংশের বিষয়বস্তু প্রতিফলিত হয়েছে।

১১০:৫ তোমার ডান পাশে প্রভু অবস্থিত। অর্থাৎ যুদ্ধে তোমাকে সহযোগিতা করার জন্য ঈশ্বর তোমার সহবর্তী (পদ ২ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ১০৯:৩১ পদ)। অনেকে মনে করেন এখানে ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে কথা বলা হয়েছে: প্রভু (দায়ূদের বংশধর) তোমার (ঈশ্বরর) ডান পাশে অধিষ্ঠিত (১ পদের মত)। **তাঁর ক্রোধের দিনে:** ২:৫ পদের নোট দেখুন।

১১০:৬ তিনি। সদাপ্রভুর অভিষিক্ত জন। **তিনি মৃতদেহ দিয়ে দেশ পরিপূর্ণ করবেন:** যুদ্ধ ক্ষেত্রের একটি কল্পিত চিত্র প্রকাশ করা হয়েছে (যা রাজা দায়ূদ তাঁর বিজিত যুদ্ধগুলো থেকে গ্রহণ করেছেন) যেখানে সদাপ্রভুর অভিষিক্ত জন ঈশ্বরের রাজ্যের সমস্ত শত্রুদেরকে পরাজিত করে তাদের উপরে বিজয় লাভ করেছেন (২:৯ পদ দেখুন; প্রকা ১৯:১১-২১ পদ দেখুন)।

১১০:৭ স্রোতের জল পান করবেন। যুদ্ধের এই তীব্রতার মধ্যেও তিনি সজীবতার স্পর্শ পাবেন এবং তিনি "মাথা তুলবেন" ও তাঁর সমস্ত শত্রুদেরকে নিঃশেষ করে দেবেন (৩ পদের নোট দেখুন)।

উপসংহার: মশীহ হলেন দায়ূদের পুত্র এবং দায়ূদের প্রভু। মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠার পর স্বর্গে চলে যাবার মধ্য দিয়ে মশীহ সম্মানিত হবেন। যতদিন পর্যন্ত না মশীহের শত্রুরা পরাজিত হয় ততদিন পর্যন্ত মশীহ অপেক্ষা করছেন। মশীহ তাঁর দ্বিতীয় আগমনের মধ্য দিয়ে তাঁর শত্রুদের পরাজিত করবেন এবং অনন্তকালের পুরোহিত হিসেবে রাজত্ব করবেন। মশীহের হাজার বছরের রাজত্বের মহিমার আগে তিনি যে বিচার করবেন ও যুদ্ধে জয়ী হবেন তার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. এই গীতে যীশুকে চিনবার জন্য কি এমন বৈশিষ্ট্য ও কর্ম উল্লেখ করা হয়েছে? কিভাবে এই সব বৈশিষ্ট্য এবং কর্ম আপনার বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে?
২. তিনটি উল্লেখযোগ্য পদ এই গীত উল্লেখ করা হয়েছে তা কি কি? কিভাবে যীশু এর প্রত্যেকটি পদের দায়িত্ব পূর্ণ করেছেন?

গীত ১১১

সদাপ্রভুর চমৎকার কাজের জন্য প্রশংসা করা

ভূমিকা: নয়টি গীতের একটি বিশেষ সঙ্কলন যা বেশ যা অন্যান্য সঙ্কলনের চেয়ে কিছুটা ভিন্নভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। বর্ণনাক্রমিক ধারায় বিন্যস্ত হলেও এখানে ভিন্নতা রয়েছে (গীত ১১১, ১১৯ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। উক্ত দুটি অধ্যায়কে আখ্যা দেওয়া হয়েছে মিশরীয় হাল্লেল নামে (গীত ১১৩-১১৮ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। কাঠামো সৃষ্টিকারী দুটি গীতে উদ্ধারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে যেখানে ঈশ্বরের লোকদের জন্য তাঁর উদ্ধারের মহান কাজের জন্য তাঁর প্রশংসা ও গৌরব করা হয়েছে।

গীত ১১১ অধ্যায়টি হল ঈশ্বরের অটল ধার্মিকতার জন্য তাঁর প্রশংসা ও গৌরব প্রকাশ। এই গীতে গীতসংহিতার মূল ভাববিশিষ্ট প্রশংসার সাথে রয়েছে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য, যা এর প্রথম ও শেষ পদ নির্দেশ করছে। এই অধ্যায়ের সাথে গীত ১১২ অধ্যায়টিকে তুলনা

করলে দেখা যায় যে, দুটি গীতই প্রায় এক। সম্ভবত দুটোই একই লেখক লিখেছেন এবং এ কারণে দুটোকেই পাশাপাশি রাখা হয়েছে। দুটো গীতই সম্ভবত বন্দীদশার পরবর্তী সময়ে লেখা হয়েছে। পরবর্তী গীতগুলোর সাথে এই গীতের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে গীত **১১১-১১৯** অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। কাঠামোগত দিক থেকে গীত **১১১** এবং গীত **১১২** অধ্যায় দুটোই ভাষাগত শৈলীর কারণে অত্যন্ত অনবদ্য, যা হিব্রু বর্ণমালার বিন্যাসকে কেন্দ্র করে বিন্যস্ত হয়েছে। দুটো গীতেই প্রথম ও শেষ পদে গীতের মূল ভাব প্রকাশ পেয়েছে এবং দুটো গীতেই প্রথম পদে প্রকাশিত মূল ভাবকে গীতের মূল অংশে আরও বিস্তারিতভাবে বিধৃত করা হয়েছে এবং শেষ পদটি তাতে পূর্ণতা সাধন করেছে। দুটো গীতেই আট পদ বিশিষ্ট মূল অংশটি বিষয়বস্তুগত দিক থেকে দুটি ভাগে বিভক্ত, যার প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট একটি বিষয়বস্তুগত দিক নিয়ে আলোকপাত করেছে (এর সাথে তুলনা করুন **১১২:২** এবং **১১১:৬** পদ; এছাড়া পদ ৫ ও ৯ তুলনা করুন)। দুটি গীতের সাথে সম্পর্কযুক্ত পদগুলোতে প্রায় একই ভাববিশিষ্ট মূল ভাব বিদ্যমান রয়েছে (তুলনা করুন **১১১:৩-৫** পদে সাথে **১১২:৩-৫** পদ)। এই দুটি গীতই হিব্রু বর্ণমালার স্বরবর্ণের সংখ্যা অনুসারে রচিত হয়েছে।

গীত ১১১ : ক্রসরেফারেন্স

[১১১:১] গীত ৩৪:১; ১০৯:৩০; ১১৫:১৮; ১৪৫:১০
[১১১:১] গীত ৯:১
[১১১:১] গীত ৮৯:৭
[১১১:১] গীত ১:৫
[১১১:২] ইয়োব ৩৬:২৪; গীত ১৪৩:৫; প্রকা ১৫:৩
[১১১:২] গীত ৬৪:৯
[১১১:৩] গীত ১১২:৩, ৯; ১১৯:১৪২
[১১১:৪] দ্বি.বি. ৪:৩১; গীত ৮৬:১৫
[১১১:৫] আদি ১:৩০; গীত ৩৭:২৫; মথি ৬:২৬, ৩১-৩৩
[১১১:৫] গীত ১০৩:১১
[১১১:৫] ১বংশা ১৬:১৫; গীত ১০৫:৮
[১১১:৬] গীত ৬৪:৯; ৬৬:৩, ৫
[১১১:৬] গীত ১০৫:৪৪
[১১১:৭] গীত ৯২:৪
[১১১:৭] গীত ১৯:৭; ১১৯:১২৮
[১১১:৮] গীত ১১৯:৮৯,১৫২,১৬০; যিশা ৪০:৮; মথি ৫:১৮
[১১১:৯] গীত ৩৪:২২; ১০৩:৪; ১৩০:৭; লূক ১:৬৮
[১১১:৯] গীত ৩০:৪; ৯৯:৩; লূক ১:৪৯

[১] সদাপ্রভুর প্রশংসা হোক!
আমি সর্বান্তঃকরণে সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করবো,
সরল লোকদের সভায় ও মণ্ডলীর মধ্যে করবো।
[২] সদাপ্রভুর সমস্ত কাজ মহৎ,
তাতে যারা আনন্দিত হয় তারা সকলে
তা অধ্যয়ন করে।
[৩] তাঁর কাজ গৌরব ও মহিমাস্বরূপ,
তাঁর ধর্মশীলতা নিত্যস্থায়ী।
[৪] তিনি নিজের আশ্চর্য সমস্ত কাজ স্মরণীয় করেছেন;
সদাপ্রভু কৃপাময় ও স্নেহশীল।
[৫] যারা তাঁকে ভয় করে তিনি তাদের আহার দেন;
তিনি তাঁর নিয়ম চিরকাল স্মরণ করবেন।
[৬] তিনি নিজের লোকদেরকে তাঁর কাজের
শক্তির কথা জানিয়েছেন,
তাদেরকে জাতিদের অধিকার দান করেছেন।
[৭] তাঁর হাতের সমস্ত কাজ সত্য ও ন্যায্য;
তাঁর সমস্ত আদেশমালা বিশ্বাসযোগ্য।
[৮] সেগুলো অনন্তকালের জন্য স্থিরীকৃত,
বিশ্বস্ততায় ও সরলতায় প্রণীত।
[৯] তিনি তাঁর লোকদের কাছে মুক্তিবার্তা পাঠিয়েছেন;
তিনি চিরকালের জন্য তাঁর নিয়ম স্থির করেছেন;
তাঁর নাম পবিত্র ও ভয়াবহ।
[১০] সদাপ্রভুর ভয় প্রজ্ঞার আরম্ভ;

যে কেউ সেই অনুসারে কাজ করে,
সে সুবুদ্ধি পায়;
তাঁর প্রশংসা নিত্যস্থায়ী।

[১১১:১০] ইয়োব ২৩:১৫; গীত ১৯:৯
[১১১:১০] দ্বি.বি. ৪:৬
[১১১:১০] দ্বি.বি. ৪:৬; গীত ১১৯:৯৮,১০৪,১৩০
[১১১:১০] গীত ২৮:৬; ৮৯:৫২

গীত ১১১ এর নোটসমূহ

১১১:১ আমি ... সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করবো। প্রারম্ভিক প্রশংসা ও গৌরব জ্ঞাপন, যা ২-৯ পদে আরও বিস্তৃত হয়েছে। **সর্বান্তঃকরণে:** গীত ১১৯ অধ্যায়ের বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি বক্তব্য (পদ ২, ১০, ৩৪, ৫৮, ৬৯, ১৪৫ দেখুন)। **সরল লোকদের সভা:** সম্ভবত সমবেত উপাসনাকারীদের সভার চেয়ে আরও ছোট একটি সভা (১০৭:৩২ পদের এভাবে পার্থক্য তৈরি করা হয়েছে) এবং যারা প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরভক্ত তারাই এই সভার সদস্য – যেমন ১১২:২, ৪ পদের "সরল" ব্যক্তিরা (১১:৭; ৩৩:১; ৪৯:১৪; ৯৭:১১; ১০৭:৪২; ১৪০:১৩ পদ দেখুন)। **মণ্ডলীর মধ্যে:** ৯:১ পদ দেখুন।

১১১:২-৫ এই অংশটির শুরুতে ও শেষে রয়েছে সদাপ্রভুর "কাজ" এবং তাঁর "নিয়মের" কথা (৬-৯ পদের নোট দেখুন)।

১১১:২ সদাপ্রভুর সমস্ত কাজ। ঈশ্বরের তাঁর লোকদের জন্য যা কিছু করেছেন তার উপরেই মূলত এই গীতে আলোকপাত করা হয়েছে। পদ ৫ ও ৯ এই বক্তব্যকে পূর্ণতা দিয়েছে। **তা অধ্যয়ন করে:** অর্থাৎ বিশ্লেষণ করে ও নিরীক্ষণ করে (ইষ্রা ১০:১৬, অনুসন্ধান; উপদেশক ১:১৩, অধ্যয়ন)।

১১১:৩ ধর্মশীলতা। যা তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় (৪:১ পদের নোট দেখুন)।

১১১:৪ আশ্চর্য সমস্ত কাজ। ৯:১ পদের নোট দেখুন। **কৃপাময় ও স্নেহশীল:** যাত্রা ৩৪:৬-৭ পদ এবং নোট দেখুন।

১১১:৫ তিনি তাদের আহার দেন। এখানে রূপক অর্থে বোঝানো হয়েছে যে, ঈশ্বরের তাঁর লোকদের দৈনন্দিন সমস্ত চাহিদা ও অভাব মিটিয়ে থাকেন (যেমন আমরা আমাদের প্রভুর প্রার্থনায় বলে থাকি: "আমাদের খাবার আজ আমাদেরকে দাও," মথি ৬:১১)। **তাঁকে ভয় করে:** ১০ পদ ও নোট দেখুন। **তাঁর নিয়ম:** সদাপ্রভু ঈশ্বর চিরকালের জন্য যে নিয়ম স্থাপন করেছেন তা তিনি সব সময় স্মরণে রাখেন (পদ ৯; ১০৫:৮-১১ পদও দেখুন)।

১১১:৬-৯ এই অংশের শুরু ও শেষে রয়েছে সদাপ্রভুর কাজ এবং তাঁর নিয়মের কথা (পদ ২-৫ ও নোট দেখুন)।

১১১:৭ সত্য ও ন্যায্য। এর সাথে তুলনা করুন "গৌরব ও মহিমাস্বরূপ" (পদ ৩)। **তাঁর সমস্ত আদেশমালা বিশ্বাসযোগ্য:** ৯৩:৫ পদের নোট দেখুন।

১১১:৮ সেগুলো। অর্থাৎ ঈশ্বরের হাতের সমস্ত কাজ (পদ ৭)। **বিশ্বস্ততায় ও সরলতায়:** এর সাথে তুলনা করুন "কৃপাময় ও স্নেহশীল" (পদ ৪)।

১১১:৯ মুক্তিবার্তা পাঠিয়েছেন। ঈশ্বরের লোকদের জন্য তাঁর আরেকটি বৃহৎ সুফল যা তিনি দান করেছেন (এর সাথে তুলনা করুন "তাদের আহার দেন," পদ ৫)। **পবিত্র ও ভয়াবহ:** যেমনটা তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। **তাঁর নাম:** ৫:১১ পদের নোট দেখুন।

১১১:১০ ঈশ্বরীয় জ্ঞানের সমাপনী বক্তব্য। **সদাপ্রভুর ভয় প্রজ্ঞার আরম্ভ:** জ্ঞানী বা প্রজ্ঞাবান বলতে আসলে কি বোঝায় সে সম্পর্কে পুরাতন নিয়মের একটি অনবদ্য উক্তি (ইয়োব

২৮:২৮; হিতোপদেশ ১:৭; ৯:১০ পদ দেখুন: এর সাথে ৬৬:১৬ পদের নোটও দেখুন)। **যে কেউ তদনুযায়ী কাজ করে:** আক্ষরিক অর্থে "যে তাঁর নিয়ম অনুসরণ করে"। ৭ পদে বহুবচনে ঈশ্বরের নিয়ম বা আদেশমালা বোঝানো হয়েছে (১৯:৭-৯ পদ দেখুন, যেখানে "সদাপ্রভুর ভয়" কথাটি "নিয়ম," "নীতি," "আদেশ," "বিধান" ইত্যাদি সমার্থক; ১১২:১ পদও দেখুন)।

উপসংহার: হাল্লেলূইয়া! রাজা-পুরোহিত তাঁর সিংহাসনে বসে আছেন। এটা হল প্রথম হাল্লেলূইয়া অর্থাৎ "সদাপ্রভুর গৌরব হোক"-এর গীত। সদাপ্রভুর মুক্ত করার কাজের প্রশংসা করা হয়েছে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. ঈশ্বরের নাম কত "পবিত্র ও ভয়ঙ্কর!" - আপনার জীবনে এর অর্থ কি? কেন এই বিষয়টি আমাদের জীবনে থাকবে? কোথায় আজ তাঁর নাম অপমানিত হয়?
২. এই গীত প্রকাশ করে যে, তিনি তাঁর লোকদের কাছে মুক্তিবার্তা পাঠিয়েছেন। আমরা এও জানি যে, খ্রীষ্ট আমাদের মুক্ত করার জন্যই এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। আপনি কি এর মধ্যে কোন যোগাযোগ দেখতে পান?
৩. খ্রীষ্ট আমাদের জন্য চিরস্থায়ী মুক্তির ব্যবস্থা করেছেন। এই সত্য কি আপনার জীবনে সত্য হয়ে ফুটে উঠেছে?

গীত ১১২

ধার্মিক লোকদের প্রতি সদাপ্রভু ঈশ্বরের অনুগ্রহ

ভূমিকা: ধার্মিক লোকদের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক বক্তব্য – গীত ১ অধ্যায়ের আলোকে এবং গীত ১১১ অধ্যায়ের বিন্যাসের ধরন অনুসারে প্রশংসা জ্ঞাপনের মত করে এই গীতটি রচিত হয়েছে (গীত ১১১ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)।

[১] সদাপ্রভুর প্রশংসা হোক!
সুখী সেই জন, যে সদাপ্রভুকে ভয় করে,
যে তাঁর আদেশনামায় খুব আনন্দিত হয়।
[২] তার বংশ পৃথিবীতে বিক্রমশালী হবে;
সরল লোকের গোষ্ঠী আশীর্বাদ পাবে।
[৩] তার বাড়িতে ধন ও ঐশ্বর্য থাকে,
তার ধার্মিকতা নিত্যস্থায়ী।
[৪] সরল লোকের জন্য অন্ধকারে জ্যোতি উদিত হয়;
সে কৃপাময়, স্নেহশীল ও ধার্মিক।

গীত ১১২ : ক্রসরেফারেন্স

[১১২:১] গীত ৩৩:২; ১০৩:১; ১৫০:১
[১১২:১] গীত ১:১-২
[১১২:১] ইয়োব ১:৮; গীত ১০৩:১১; ১১৫:১৩; ১২৮:১
[১১২:১] গীত ১:২; ১১৯:১৪, ১৬, ৪৭, ৯২
[১১২:২] গীত ২৫:১৩; ৩৭:২৬; ১২৮:২-৪
[১১২:৩] দ্বি.বি. ৮:১৮
[১১২:৩] গীত ৩৭:৬; ১১১:৩
[১১২:৪] গীত ১৮:২৮
[১১২:৪] গীত ৫:১২

৫ যে জন কৃপা করে ও ঋণ দেয়, তার মঙ্গল হয়;
সে ন্যায়বিচারে তার সমস্ত কাজ নিষ্পন্ন করবে।
৬ কারণ সে কোন কালে বিচলিত হবে না;
ধার্মিক চিরকাল স্মরণে থাকবে।
৭ অশুভ সংবাদেও সে ভয় করবে না;
তার অন্তর স্থির, তা সদাপ্রভুর উপর নির্ভর করে।
৮ তার অন্তর সুস্থির, সে ভয় করে না,
শেষে সে তাঁর বিপক্ষদের পরাজয় দেখবে।
৯ সে বিতরণ করেছে, দরিদ্রদের দান করেছে,
তার ধার্মিকতা নিত্যস্থায়ী;
তার শৃঙ্গ গৌরবে উন্নত হবে।
১০ দুষ্ট লোক তা দেখে বিরক্ত হবে;
সে দন্ত ঘর্ষণ করবে ও গলে যাবে;
দুষ্টদের অভীষ্ট বিনষ্ট হবে।

[১১২:৫] গীত ৩৭:২১, ২৬; লূক ৬:৩৫
[১১২:৬] গীত ১৫:৫; ৫৫:২২
[১১২:৬] হিতো ১০:৭; উপ ২:১৬
[১১২:৭] গীত ৫৭:৭; ১০৮:১
[১১২:৭] গীত ২৮:৭; ৫৬:৩-৪; যিশা ১২:২
[১১২:৮] গীত ৩:৬; ২৭:১; ৫৬:১১; হিতো ১:৩৩; যিশা ১২:২
[১১২:৮] গীত ৫৪:৭
[১১২:৯] লূক ১৯:৮; প্রেরিত ৯:৩৬; ২করি ৯:৯
[১১২:৯] গীত ১১১:৩
[১১২:৯] গীত ৭৫:১০
[১১২:১০] গীত ৮৬:১৭
[১১২:১০] গীত ৩৭:১২; মথি ৮:১২
[১১২:১০] গীত ৩৪:২১
[১১২:১০] ইয়োব ৮:১৩

গীত ১১২ এর নোটসমূহ

১১২:১ মূল বিষয়বস্তু, যা ২-৯ পদে আরও বিস্তারিতভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ১০ পদে এর বিপরীতধর্মী কথাটি দেখা যায়। ১:১-২; ১২৮:১ পদ দেখুন। **সুখী:** ১:১ পদের নোট দেখুন। **যে সদাপ্রভুকে ভয় করে:** ৬৬:১৬ পদ ও নোট দেখুন। **যে তাঁর আজ্ঞায় অতিমাত্র প্রীত হয়:** গীত ১১৯ অধ্যায়ের সাথে বক্তব্যগত ও ধারণাগত সংযোগ (১১৯:৩৫ পদ দেখুন)।

১১২:২-৫ এই অংশটিকে কাঠামোবদ্ধ করা হয়েছে ঈশ্বরভক্ত লোকদেরকে বংশ ও তাদের মহত্ত্বের কথার মধ্য দিয়ে (পদ ৬-৯ ও নোট দেখুন)।

১১২:২ বংশ। অর্থাৎ ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, সন্তান। সরল ও ঈশ্বরভক্ত লোক তাদের বংশের উপরে ঈশ্বরের দয়া ও আশীর্বাদ নিয়ে আসে। এছাড়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, সমাজে তারা "স্মরণীয়" হয়ে থাকবে (পদ ৬ দেখুন; এর সাথে দ্বি.বি. ২৫:৬; রূত ৪:১০ পদ দেখুন; আরও দেখুন গীত ৩৭:২৬; ১২৭:৩-৫; ১২৮:৩ পদ এবং ১০৯:১২ পদের নোট)। **পৃথিবীতে বিক্রমশালী হবে:** তারা অত্যন্ত প্রভাবশালী ও মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ হয়ে উঠবে।

১১২:৩ এই পদের সাথে তুলনা করুন ১১১:৩ পদ। **ধন ও ঐশ্বর্য:** ১:৩; ১২৮:২ পদ দেখুন। **ধার্মিকতা:** পদ ৯ দেখুন; এর সাথে ১:৫ পদের নোটও দেখুন। **নিত্যস্থায়ী:** তারা এই কাজ মাঝে মাঝে করে থাকে তা নয়, বরং সব সময়কার জন্য এই কাজ তাদের চরিত্রের অংশ হিসেবে প্রকাশ পায় (৭ পদে দেখুন "স্থির")।

১১২:৪ অন্ধকার। দুর্যোগপূর্ণ সময়ের জন্য একটি রূপক বক্তব্য (১০৭:১০ পদের নোট দেখুন)। **জ্যোতি:** ২৭:১ পদের নোট দেখুন। **কৃপাময় ও স্নেহশীল:** ১১১:৪ পদ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন যাত্রা ৩৪:৬-৭ পদের নোট। **ধার্মিক:** এর সাথে তুলনা করুন ১১৬:৫;

১৪৫:৮, ১৭ পদে সদাপ্রভু ঈশ্বর যে বক্তব্য রেখেছেন।

১১২:৫ তার মঙ্গল হয়। সুখ ও সমৃদ্ধি (৩৪:৮-১৪ পদ ও নোট দেখুন)। **যে জন কৃপা করে ও ঋণ দেয়:** পদ ৯ দেখুন; এর সাথে **১১১:৫** পদও দেখুন।

১১২:৬-৯ এই অংশটিকে কাঠামোবদ্ধ করেছে ধার্মিকদের চিরকাল স্মরণ করার কথা (২ পদের নোট দেখুন) এবং তাদের মহত্বের কথা প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে (২-৫ পদের নোট দেখুন)।

১১২:৬ বিচলিত। ১০:৬ পদের নোট দেখুন।

১১২:৭ এই পদের সাথে **১১১:৭** পদের মূল বিষয়বস্তুতগত বক্তব্যের চমৎকার বাস্তবসম্পন্ন মিল রয়েছে। **অন্তর:** পদ ৮ দেখুন; এর সাথে ৪:৭ পদের নোটও দেখুন। **সদাপ্রভুর উপরে নির্ভর করে:** ঈশ্বরের উপরে তাদের আস্থা ও নির্ভরতা এতটাই দৃঢ় যেমনটা তাদের ধার্মিকতা ও পবিত্র জীবন যাপন (পদ ৩ দেখুন)। ঈশ্বরের ধর্মশীলতার প্রতি আস্থা ও বাধ্যতার অর্থই হচ্ছে প্রকৃত ঈশ্বরভক্তি, ৩৪:৮-১৪ পদ ও নোট দেখুন।

১১২:৮ সুস্থির। ১১১:৮ পদে এই শব্দটির জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটির আরেকটি অর্থ হচ্ছে "প্রতিষ্ঠিত"। **সে তাঁর বিপক্ষদের পরাজয় দেখবে:** "সরল লোকের জন্য অন্ধকারে জ্যোতি উদিত হয়" (পদ ৪)।

১১২:৯ ২ করি ৯:৯ পদের নোট দেখুন। **দরিদ্রদের দান করেছে:** ৫ পদ দেখুন। **তার ধার্মিকতা:** ঠিক যেমন ঈশ্বর তাঁর নিয়মের কথা স্মরণ করেন ও চিরস্থায়ী করেছেন (১১১:৫, ৯), সেভাবে ধার্মিকদের কাজও চিরকাল টিকে থাকবে। আর এর জন্য ঈশ্বর তাঁর বিশ্বস্ত দাসদেরকে "ন্যায্যতা" (পদ ৫) ও "ধার্মিকতা" (পদ ৯) দুটি প্রধান গুণ দান করেছেন যা প্রত্যেক ঈশ্বরভক্ত ও সরল ব্যক্তির মধ্যে থাকাটা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ (আদিপুস্তক ১৮:১৯; গীত ১০৬:৩; যিশাইয় ৫:৭; ৫৬:১; যিহিষ্কেল ১৮:৫, ২১; ৩৩:১৪, ১৬, ১৯; ৪৫:৯; আমোষ ৫:২৪; ৬:১২ পদ দেখুন; আরও দেখুন ২ শমূয়েল ৮:১৫; হিতোপদেশ ১:৩; ২১:৩; যিরমিয় ২২:১৫; ৩২:১৫ পদ – অনেক সময় তা "ন্যায্যতা" ও "ধার্মিকতা" বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে)। তার শৃঙ্গ গৌরবে উন্নত হবে। যেভাবে ঈশ্বরের নাম পবিত্রতায় উচ্চে উন্নীত হয় (১১১:৯ পদ দেখুন), সেভাবে সরল ব্যক্তিদেরকেও সম্মান ও মর্যাদায় উচ্চীকৃত করা হবে।

১১২:১০ পুরো গীতটির মূল বক্তব্যের পূর্ণতা সাধনের জন্য এই বক্তব্য দেওয়া হয়েছে – ১১১:১০ পদের মত। **দুষ্ট লোক তা দেখে বিরক্ত হবে:** ধার্মিকতা হচ্ছে আশীর্বাদ প্রাপ্তির উপায়, যেখানে দুষ্টেরা বেছে নিয়েছে তা দেখে সম্পূর্ণভাবে দূরে সরে যাওয়ার পথ (১০:২-১১; ১০৭:৪২ পদ দেখুন)। **গলে যাবে:** অর্থাৎ তারা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ১:৪-৬ পদ দেখুন; এর সাথে গীত ৩৭ অধ্যায়; হিতোপদেশ ১০:২৮ পদও দেখুন।

উপসংহার: হাল্লেলূইয়া! পুরোহিত-রাজা যিনি তাঁর সিংহাসনে বসে আছেন তিনি ধার্মিকদের পুরস্কার দিয়েছেন।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্নঃ

১. সদাপ্রভুকে ভয় করা অর্থ কি? সদাপ্রভুকে ভয় করার বিষয়ে আপনার জীবনে তার বাস্তব মূল্য কি?
২. সদাপ্রভুকে ভয় করার এই ঐতিহ্য আপনার সন্তানদের বা তরুণ প্রজন্মের কাছে কিভাবে তুলে দিতে চান? মৃত্যুর পর আপনাকে কিভাবে মানুষ মনে রাখবে বলে মনে করেন?

গীত ১১৩

ঈশ্বর সদাপ্রভু দরিদ্রদের সাহায্যকারী

ভূমিকাঃ গীত ১১৩-১১৮ অধ্যায় হল "মিশরীয় হাল্লেল" যিহূদী লিটার্জিতে স্থান পেয়েছিল বিশেষ গুরুত্ব সম্পন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো উপলক্ষ্যে (নিস্তারপর্ব, নিস্তার সপ্তাহ, সাক্ষ্য-তাম্বুর, শস্য-উৎসর্গ, নতুন চাঁদের পর্ব; এ সম্পর্কে দেখুন লেবীয় ২৩ অধ্যায়; গণনা ১০:১০; যোহন ১০:২২ পদ)। নিস্তারপর্বে গীত ১১৩ ও ১১৪ অধ্যায়ের গীতগুলো খাবারের আগে গাওয়া হত (দ্বিতীয় পানপাত্র পরিবেশিত হওয়ার আগে) এবং গীত ১১৫-১১৮ গীত গাওয়া হত খাবারের পর (চতুর্থবার পানপাত্র পূর্ণ করে দেওয়ার পর)। যে কাঠামোর উপর ভিত্তি করে হাল্লেল প্রস্তুত করা হত সেই সম্পর্কে জানতে গীত ১১১-১১৯ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

গীত ১১৩ অধ্যায়টি হল সদাপ্রভুর গৌরব এবং ক্ষুদ্র মানুষের প্রতি তাঁর করুণার কথা স্মরণ করে বিশেষ গীত (১৩৮:৬ পদ দেখুন)। সম্ভবত এটি রচিত হয়েছিল মন্দিরের লিটার্জি হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এই গীতটির সাথে হান্নার গীতের বেশ জোরদার সম্পর্ক রয়েছে (১ শমূয়েল ২:১-১৫) এবং মরিয়মের গীতেরও সংযুক্তি রয়েছে (লূক ১:৪৬-৫৫ পদ দেখুন)। তিনটি সুস্পষ্ট ও সামঞ্জস্যপূর্ণ পঙক্তিমালা গীতটিকে একটি চমৎকার ভাবধারা দান করেছে। প্রত্যেকটি পঙক্তিমালায় তিনটি করে পদ রয়েছে। সাতটি (পূর্ণতা নির্দেশক সংখ্যা) ক্রিয়া পদ ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে রচয়িতা ২য় ও ৩য় পঙক্তিমালায় ঈশ্বরের গৌরব বর্ণনা করেছেন ("আকাশের উপরে উন্নত," "ঊর্ধ্বে সমাসীন," "অবনত হয়ে দৃষ্টিপাত করেন," "তোলেন," "উঠান," "বসিয়ে দেন," "... করেন") এবং এর সাথে প্রথম পঙক্তিমালায় চার স্তর বিশিষ্ট গৌরব ও প্রশংসা লক্ষ্য করুন। কেন্দ্রে (পদ ৫; ৬:৬ পদের নোট দেখুন) রয়েছে একটি বক্তব্যধর্মী প্রশ্ন যা এই গীতের বিষয়বস্তুকে আরও জোরালো করে আলোকপাত করেছে।

[১] তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।
হে সদাপ্রভুর দাসেরা, প্রশংসা কর,
সদাপ্রভুর নামের প্রশংসা কর।
[২] ধন্য সদাপ্রভুর নাম,

গীত ১১৩ : ক্রসরেফারেন্স

[১১৩:১] গীত ২২:২৩
[১১৩:১] গীত ৩৪:২২; ১০৩:২১; ১৩৪:১
[১১৩:২] গীত ৩০:৪;

এখন থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত।
৩ সূর্যের উদয়স্থান থেকে তার অস্তস্থান পর্যন্ত
সদাপ্রভুর নাম প্রশংসনীয়।
৪ সদাপ্রভু সর্বজাতির উপরে অবস্থিত,
তাঁর গৌরব আকাশের উপরে উন্নত।
৫ কে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর মত?
তিনি ঊর্ধ্বে সমাসীন;
৬ তিনি অবনত হয়ে দৃষ্টিপাত করেন আকাশে ও পৃথিবীতে।
৭ তিনি ধূলি থেকে দীনহীনকে তোলেন,
সারের ঢিবি থেকে দরিদ্রকে উঠান;
৮ যেন তিনি তাকে বসিয়ে দেন কুলীনদের সঙ্গে,
আপন লোকদেরই কুলীনদের সঙ্গে।
৯ তিনি বন্ধ্যাকে গৃহিণী করেন,
নিজের পুত্রদের আনন্দময়ী মা করেন।
সদাপ্রভুর প্রশংসা হোক!

৪৮:১০; ১৪৫:২১; ১৪৮:১৩; ১৪৯:৩; যিশা ১২:৪
[১১৩:২] গীত ১১৫:১৮; ১৩১:৩; দানি ২:২০
[১১৩:৩] যিশা ২৪:১৫; ৪৫:৬; ৫৯:১৯; মালা ১:১১
[১১৩:৪] গীত ৯৯:২
[১১৩:৪] গীত ৮:১; ৫৭:১১
[১১৩:৫] যাত্রা ৮:১০; গীত ৩৫:১০
[১১৩:৫] গীত ১০৩:১৯
[১১৩:৫] ইয়োব ১৬:১৯
[১১৩:৬] গীত ১১:৪; ১৩৮:৬; যিশা ৫৭:১৫
[১১৩:৭] ১শমূ ২:৮; গীত ৩৫:১০; ৬৮:১০; ১৪০:১২
[১১৩:৭] গীত ১০৭:৪১
[১১৩:৮] ২শমূ ৯:১১
[১১৩:৯] ১শমূ ২:৫

গীত ১১৩ এর নোটসমূহ

১১৩:১-৩ ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা করার জন্য চার স্তর বিশিষ্ট আহ্বান।

১১৩:১ সদাপ্রভুর নামের প্রশংসা কর। ২-৩ পদ দেখুন। এ ধরনের লিটার্জিতে তিনবার একই উক্তি পুনরাবৃত্তি করা একটি বিশেষ ধরন হিসেবে পরিচিত ছিল (৯৬:১-৩ পদের নোট দেখুন)। **নাম:** ৫:১১ পদের নোট দেখুন।

১১৩:২ এখন থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত। যারা প্রকৃত অর্থে সদাপ্রভু ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা করে তারা যত দিন না সময়ের পূর্ণতা প্রাপ্তি হয় তার আগ পর্যন্ত ক্ষান্ত হয় না (পদ ৩)।

১১৩:৩ গীত রচয়িতা প্রাচীন এক পন্থা অবলম্বন করে এখানে অনন্ত মহাবিশ্বকে বুঝিয়েছেন। কনানীয় অমর্ণা লিপি ফলকের ২৮৮ ক্রমিক পত্রে বলা হয়েছে: "দেখ, মহান রাজা, আমার প্রভু, উদিত সূর্যের এবং অস্তগামী সূর্যের উপরে তাঁর নাম স্থাপন করেছেন" (এর সাথে তুলনা করুন গীত ১৩৯:৯ পদ ও নোট)।

১১৩:৪-৬ সদাপ্রভু ঈশ্বর ঊর্ধ্বে, অর্থাৎ স্বর্গে সমস্ত সৃষ্ট জগতের উপরে সমাসীন।

১১৩:৪ ৫৭:৫, ১১ পদ দেখুন। **সদাপ্রভু সর্বজাতির উপরে অবস্থিত:** এবং তাদের সমস্ত পূজ্য দেবতাদের উপরে সদাপ্রভুর অবস্থান (৯৫:৩; ৯৬:৪-৫; ৯৭:৯ পদ দেখুন; এর সাথে ৪৭:২, ৭-৮ পদও দেখুন)। সে অনুসারে যারা তাঁর উদ্ধার লাভ করে তারা সকলেই তাঁকে গৌরব ও প্রশংসা দান করতে বাধ্য (১১৮:২৮ পদ দেখুন) – যা "হাল্লেল" এর একটি বিষয়বস্তুগত উপাদান। **আকাশের উপরে:** অর্থাৎ এক কথায় ঈশ্বরের সমগ্র সৃষ্ট পৃথিবীর উপরে (পদ ৬; ১৪৮:১৩ দেখুন)।

১১৩:৫ গীতটির কেন্দ্রস্থিত বক্তব্য (৬:৬ পদের নোট দেখুন)। **কে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর মত?** মীখা ১:১ পদের নোট দেখুন। **আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু:** আমাদের জন্য এটি কত না আশীর্বাদের বিষয় যে, তিনি আমাদের জন্য সদাপ্রভু ঈশ্বর এবং তিনি

আমাদেরকে তাঁর দয়ার নিয়মে আবদ্ধ করেছেন (আদিপুস্তক ১৭:৭; যাত্রা ১৯:৫-৬; ২০:২ পদ দেখুন)।

১১৩:৭-৯ ঈশ্বর দীনহীন মানুষকে তুলে ধরেন – তিনি সর্বোচ্চ গৌরব ও মর্যাদায় আসীন এবং স্বর্গ ও পৃথিবীর সমস্ত গৌরবের বস্তু থেকেও তিনি আরও বেশি গৌরবান্বিত ও প্রতাপে পূর্ণ হলেও তিনি নিজেকে এই জগৎ থেকে সরিয়ে নেন নি, বরং তিনি দরিদ্র ও অভাবীদের কাছে এসেছেন ও তাদেরকে স্পর্শ করেছেন (১ শমূয়েল ২:৩-৮; লূক ১:৪৬-৫৫ পদ দেখুন)। এর সাথে তুলনা করুন গীত ১১৮ পদে বর্ণিত ঈশ্বরের কৃত উদ্ধারের জন্য তাঁর বিশেষ প্রশংসা ও গৌরব।

১১৩:৭-৮ ১ শমূয়েল ২:৮ পদ থেকে প্রায় উদ্ধৃতির মত করে এই অংশটি উক্ত হয়েছে।

১১৩:৭ দীনহীন ... দরিদ্র। ৯:১৮; ৩৪:৬ পদের নোট দেখুন। **ধূলি থেকে ... সারের ঢিবি থেকে:** নত ও নম্র অবস্থার একটি প্রতীক (আদিপুস্তক ১৮:২৭; ১ রাজাবলি ১৬:২ পদ দেখুন), কিন্তু এখানে হয়তোবা অত্যন্ত দরিদ্র ও অভাবীদের কথাও বোঝানো হয়েছে (ইয়োব ৩০:১৯; ৪২:৬; যিশাইয় ৪৭:১; যিরমিয় ২৫:৩৪ পদ দেখুন)।

১১৩:৯ বন্ধ্যা। অর্থাৎ নিঃসন্তান নারী। প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় বন্ধ্যাত্ব ছিল নারীদের জন্য সবচেয়ে অবমাননাকর বিষয় এবং এ ধরনের নারীদের জীবন দুঃখে জর্জরিত থাকত (আদিপুস্তক ৩০:১; ১ শমূয়েল ১:৬-৭, ১০); বৃদ্ধা বয়সে তার অবস্থা হবে বৃদ্ধা নয়মীর মত, কারণ তাকে দেখার মত তখন কেউ ছিল না (রূত ১:১১-১৩ পদ দেখুন; এর সাথে ২ রাজাবলি ৪:১৪ পদও দেখুন)। **পুত্রদের:** অর্থাৎ এখানে পূর্ণাঙ্গ পরিবার বোঝানো হয়েছে। **আনন্দময়ী মা:** কারণ তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও দয়া লাভ করেছেন, যেমনটা আমরা দেখি রাহেল (আদিপুস্তক ৩০:২৩ পদ দেখুন), হান্না (১ শমূয়েল ১:২০ পদ দেখুন), শূনেমীয়া নারী (২ রাজাবলি ৪:১৭ পদ দেখুন) এবং অন্যান্য আরও অনেক নারীর জীবনে।

উপসংহার: হাল্লেলূইয়া! প্রভু যা এবং তিনি যা করেছেন সেইজন্য তাঁর প্রশংসা হোক।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. এই গীতে তিনটি কারণে প্রভুর প্রশংসা করা হয়েছে। কোন কারণটি আজ আপনার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে? কেন মনে হচ্ছে?

২. আপনি যখন ঈশ্বরকে দেখেন তিনি "আকাশ ও পৃথিবীর দিকে তাকান" তখন কিভাবে তা অনুভব করেন? এই উপলব্ধি কিভাবে কাজে লাগাবেন যখন মানুষ আজ মহাকাশে কোথায় কি আছে তা অনুসন্ধান করেন?

৩. কিভাবে ৭-৯ পদ ঈশ্বরের করুণা তুলে ধরে? কিভাবে আপনি তাঁর মমতার বস্তু হন?

গীত ১১৪

নিস্তার-পর্বের গান

ভূমিকা: ইস্রায়েল জাতির যাত্রা স্মরণ করে বিশেষ আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা উদযাপন, যা "মিশরীয় হাল্লেল" এর মধ্যে দ্বিতীয়টি (গীত ১১৩-১১৮ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। এটি গীতসংহিতার সবচেয়ে সুসজ্জিত ও আড়ম্বরপূর্ণ গীতের মধ্যে একটি। এর সময়কাল সম্ভবত রাজ্য বিভাগের পর রাজবংশের সময়কার কোন এক বছরে লেখা হয়েছিল (পদ ২ দেখুন)। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কোন একটি বার্ষিক পর্ব উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মন্দিরে ব্যবহারের জন্য এই গীতটি লেখা হয়েছিল (গীত ১১৩ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। চারটি ভারসাম্যপূর্ণ পঙক্তিমালার মধ্য দিয়ে এই গীতের মূল বিষয়বস্তুকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যার পূর্ণতা সাধন হয়েছে চতুর্থ পঙক্তিমালায় এসে। প্রথম দুটি পঙক্তিমালা (পদ ১-৪) যাত্রার সময়কার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাগুলোকে স্মরণ করেছে; শেষ দুটি পঙক্তিমালা (পদ ৫-৮) সেগুলোর তাৎপর্যকে আরও বিধৃত করেছে।

[১] ইস্রায়েল যখন বের হয়ে আসল মিসর থেকে,
যাকোবের বংশ পরভাষী লোক থেকে,
[২] তখন যিহূদা হল ঈশ্বরের পবিত্র স্থান,
ইস্রায়েল হল তাঁর রাজ্য।
[৩] তা দেখে সমুদ্র পালিয়ে গেল,
যর্দন নদীর জল উজানে বইল।
[৪] পর্বতমালা লাফ দিল মেষের মত,
উপপর্বতগুলো লাফ দিল মেষশাবকের মত।
[৫] তোমার কি হল, সমুদ্র, তুমি কেন পালালে?
যর্দন নদী, তুমি কেন উজানে বইলে?
[৬] পর্বতমালা, তোমরা কেন লাফ দিলে মেষের মত?
উপপর্বতগুলো, তোমরা কেন লাফ দিলে মেষশাবকের মত?
[৭] পৃথিবী! তুমি কেঁপে ওঠ, প্রভুর সাক্ষাতে,
যাকোবের ঈশ্বরের সাক্ষাতে।
[৮] তিনি শৈলকে পরিণত করলেন জলাশয়ে,
চকমকি প্রস্তরকে জলের ফোয়ারায়।

গীত ১১৪ : ক্রসরেফারেন্স

[১১৪:১] যাত্রা ১৩:৩; [২৯:৪৬
[১১৪:২] গীত ৭৬:১
[১১৪:২] যাত্রা ১৫:১৭; গীত ৭৮:৬৮-৬৯
[১১৪:৩] যাত্রা ১৪:২১; গীত ৭৭:১৬
[১১৪:৩] যাত্রা ১৫:৮; যিহো ৩:১৬
[১১৪:৪] বিচার ৫:৫
[১১৪:৫] যাত্রা ১৪:২১
[১১৪:৭] যাত্রা ১৫:১৪; ১বংশা ১৬:৩০
[১১৪:৮] যাত্রা ১৭:৬; গণনা ২০:১১

গীত ১১৪ এর নোটসমূহ

১১৪:১-২ পুরাতন নিয়মের উদ্ধারের বিশেষ ঘটনা।

১১৪:১ ইস্রায়েল ... যাকোব। এই দুটি নাম সমার্থক (যাত্রা ১৯:৩ পদ দেখুন)। **বের হয়ে আসল মিশর থেকে:** ইস্রায়েল জাতির যাত্রা এবং মরুভূমিতে এই যাত্রার সময়কার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাগুলোকে স্মরণ করা হয়েছে।

১১৪:২ যিহূদা ... ইস্রায়েল। দক্ষিণ ও উত্তরের রাজ্য, যা এখানে ঈশ্বরের লোকদের একক জাতি হিসেবে দেখানো হয়েছে। **হল:** এই বিশেষ ঘটনার মধ্য দিয়ে সিনাই পর্বতে প্রদত্ত নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হল, যেখানে ইস্রায়েল জাতি সদাপ্রভুর সাথে "পুরোহিতের রাজ্য এবং একটি পবিত্র জাতিতে" পরিণত হল (যাত্রা ১৯:৩-৬)। **ঈশ্বরের:** আক্ষরিক অর্থে "তাঁর"। ৭ পদে গিয়ে এই পদটির বক্তব্য আরও বিধৃত হয়েছে। **পবিত্র স্থান:** অর্থাৎ ঈশ্বরের মন্দির, যেখানে তিনি এই পৃথিবীতে তাঁর বাসস্থান তৈরি করেছেন। প্রথমে ব্যবস্থা তাম্বু দ্বারা বোঝানো হত, পরে মন্দির দ্বারা বোঝানো হত। যাত্রা ১৫:১৭ পদের প্রতিজ্ঞাত ভূমি এবং ঈশ্বরের পবিত্র স্থান একই। **তাঁর রাজ্য:** যে রাজ্যে ঈশ্বর রাজা হিসেবে শাসন করেন। ঈশ্বর কর্তৃক ইস্রায়েল জাতির উদ্ধার ও যাত্রা ব্যতীত এটি ঈশ্বরের অনুগ্রহের সবচেয়ে বড় অলৌকিক কাজ।

১১৪:৩-৪ লেখক এখানে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর একটি দৃশ্যের অবতারণা ঘটিয়েছেন, যেমনটা অন্যান্য রচয়িতারাও প্রকাশ করেছেন (১৮:৭-১৫; ৬৮:৭-৮; ৭৭:১৬-১৯; বিচারকর্তৃগণ ৫:৪-৫; হবক্কুক ৩:৩-১০ পদ দেখুন)।

১১৪:৩ সমুদ্র ... যর্দন নদী। "লোহিত সাগর" এবং যর্দন নদী, যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে পার করিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, এখানে তা ব্যক্তিকরণ করে প্রকাশ করা হয়েছে। **তা দেখে সমুদ্র পালিয়ে গেল:** অর্থাৎ গৌরবের ঈশ্বর আগুন ও মেঘ-স্তম্ভের মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসছেন দেখে সমুদ্রের সমস্ত জল সরে গিয়েছিল।

১১৪:৪ লাফ দিল। ঈশ্বরের উপস্থিতির কারণে পাহাড় ও পর্বত নিজ নিজ অবস্থান থেকে সরে গিয়েছিল (২৯:৬ পদ দেখুন)।

১১৪:৭-৮ গতকাল যে ঈশ্বর ছিলেন (পদ ৫-৬ দেখুন) – সেই যাকোবের ঈশ্বর আজও আমাদের সাথে আছেন।

১১৪:৭ কেঁপে ওঠ। ঈশ্বরের উপস্থিতির কারণে। **পৃথিবী!** অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্ট জগত যাকোব। এই নামটি ইস্রায়েল নামের সমার্থক শব্দ (আদিপুস্তক ৩২:২৮ পদ দেখুন)।

১১৪:৮ তিনি শৈলকে পরিণত করলেন জলাশয়ে। এ কারণেই জীববৈচিত্র্য জীবন ধারণ করছে এবং সজীব রয়েছে (যাত্রা ১৭:৬; গণনা ২০:১১ পদ দেখুন)।

উপসংহার: মিশরের দাসত্ব থেকে উদ্ধারের কথা স্মরণ করা। ভবিষ্যতে তাদের যে উদ্ধার করা হবে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে (যিরমিয় ১৬:১৪,১৫)।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. প্রভু মিশর থেকে ইস্রায়েলকে আলাদা করেছিলেন, এবং তিনি ইস্রায়েলকে নিজের কাছ থেকেও আলাদা করেছিলেন। প্রভু আপনাকে কি থেকে আলাদা করেছেন? প্রভু আপনার জীবনের কোন বিষয় থেকে আপনাকে আলাদা করতে চান?

২. আমাদের জীবনে প্রভু যীশুর আশ্চর্য কাজ অনেকখানি জায়গা করে নিয়েছে। পুরাতন নিয়মে প্রভুর এই আশ্চর্য কাজ ও নতুন নিয়মে প্রভু যীশুর আশ্চর্য কাজের মধ্যে কি আপনি কোন যোগাযোগ দেখতে পান? কিভাবে তা অন্যের কাছে প্রকাশ করবেন?

গীত ১১৫

ইস্রায়েল-সন্তানদের ঈশ্বরই একমাত্র সত্যিকারের ঈশ্বর সদাপ্রভু

ভূমিকা: "মিশরীয় হাল্লেল" এর অন্তর্গত তৃতীয় গীত (গীত ১১৩-১১৮ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। এখানে একমাত্র সত্য সদাপ্রভু ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা করা হয়েছে, যিনি তাঁর লোকদেরকে তাঁর ভালবাসা ও বিশ্বস্ততা দেখিয়েছেন। মন্দিরের উপাসনার সময়ে ব্যবহারের জন্য লিটার্জি হিসেবে এই গীতটি ব্যবহার করা হত। সম্ভবত মন্দিরটি দ্বিতীয়বার নির্মাণ করে উৎসর্গের সময় এই গীতটি লেখা হয়েছিল (ইষ্রা ৬:১৬ পদ দেখুন), যখন ইস্রায়েল জাতি বন্দীদশার পর নিজেদেরকে আবার জাতি হিসেবে পুনর্গঠিত করে তুলছিল। গীত ১১৩ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। কাঠামোগত দিক থেকে এই গীতটি পাঁচটি স্তরে গঠিত হয়েছে, যেখানে একটি লিটার্জি ভিত্তিক ভঙ্গিতে সমবেত জনতা এবং গীত গায়কদের মধ্যে গীতটি গাওয়ার দায়িত্ব বণ্টন করা হত: (১) পদ ১-৮: সমবেত জনতা; (২) পদ ৯-১১: লেবীয় গীত গায়ক দলের নেতা (সম্ভবত এখানে দলীয় অংশটি গাইতেন গীত গায়ক দলের অন্যান্য সদস্যরা); (৩) পদ ১২-১৩: সমবেত জনতা; (৪) পদ ১৪-১৫: পুরোহিতগণ; (৫) ১৬-১৮: সমবেত জনতা।

[১] হে সদাপ্রভু, আমাদের নয়, আমাদের নয়,
কিন্তু তোমারই নাম গৌরবান্বিত কর,
তোমার অটল প্রেমের অনুরোধে,
তোমার বিশ্বস্ততার অনুরোধে।
[২] জাতিরা কেন বলবে, 'কোথায় ওদের ঈশ্বর?'
[৩] আমাদের ঈশ্বর তো স্বর্গে থাকেন;
তিনি যা ইচ্ছা করেছেন, তা-ই করেছেন।
[৪] ওদের সমস্ত মূর্তি রূপা ও সোনা,
মানুষের হাতের কাজ।
[৫] মুখ থাকতেও তারা কথা বলে না;
চোখ থাকতেও দেখতে পায় না;
[৬] কান থাকতেও শুনতে পায় না;
নাক থাকতেও ঘ্রাণ নিতে পারে না;
[৭] হাত থাকতেও স্পর্শ করতে পারে না;
পা থাকতেও চলতে পারে না;
তারা কণ্ঠ দিয়ে কোন শব্দ করতে পারে না।
[৮] যেমন তারা, তেমনি হবে তাদের নির্মাতারা,
আর যে কেউ সেসব জিনিসের উপর নির্ভর করে।
[৯] হে ইস্রায়েল, তুমি সদাপ্রভুর উপরই নির্ভর কর;
'তিনিই তাদের সহায় ও তাদের ঢাল।'

গীত ১১৫ : ক্রসরেফারেন্স

[১১৫:১] গীত [২৯:২; ৬৬:২; ৯৬:৮
[১১৫:১] যাত্রা ৩৪:৬
[১১৫:২] গীত ৪২:৩
[১১৫:৩] ইষ্রা ৫:১১; যিহি ১:৪; গীত ১০৩:১৯; ১৩৬:২৬; মথি ৬:৯
[১১৫:৩] গীত ১৩৫:৬
[১১৫:৪] প্রকা ৯:২০
[১১৫:৪] রাজা ১৯:১৮; ২বংশা ৩২:১৯; যিরি ১০:৩-৫; প্রেরিত ১৯:২৬
[১১৫:৫] যিরি ১০:৫
[১১৫:৯] গীত ৩৭:৩; ৬২:৮

১০ হারোণের কুল, তোমরা সদাপ্রভুর উপরই নির্ভর কর;
'তিনিই তাদের সহায় ও তাদের ঢাল।'
১১ সদাপ্রভুর ভয়কারীরা, সদাপ্রভুর উপর নির্ভর কর;
'তিনিই তাদের সহায় ও তাদের ঢাল।'
১২ সদাপ্রভু আমাদের মনে রেখেছেন;
তিনি আশীর্বাদ করবেন, ইস্রায়েলের কুলকে আশীর্বাদ করবেন,
হারোণের কুলকে আশীর্বাদ করবেন।
১৩ যারা সদাপ্রভুকে ভয় করে,
তিনি তাদেরকে আশীর্বাদ করবেন,
ক্ষুদ্র কি মহান সকলকেই করবেন।
১৪ সদাপ্রভু তোমাদের বৃদ্ধি করুন,
তোমাদের ও তোমাদের সন্তানদের বৃদ্ধি করুন।
১৫ তোমরা সদাপ্রভুর আশীর্বাদের পাত্র,
তিনি স্বর্গের ও পৃথিবীর নির্মাণকর্তা।
১৬ স্বর্গ সদাপ্রভুরই স্বর্গ,
কিন্তু তিনি পৃথিবী মানুষকে দিয়েছেন।
১৭ মৃতেরা সদাপ্রভুর প্রশংসা করে না,
যারা নিস্তব্ধ স্থানে নামে, তারা কেউ করে না।
১৮ কিন্তু আমরা সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করবো,
এখন থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত করবো।
সদাপ্রভুর প্রশংসা হোক!

[১১৫:১০] যাত্রা ৩০:৩০; গীত ১১৮:৩
[১১৫:১১] গীত ২২:২৩; ১০৩:১১; ১১৮:৪
[১১৫:১২] ১বংশা ১৬:১৫
[১১৫:১২] আদি ১২:২
[১১৫:১৩] গীত ১১২:১
[১১৫:১৪] দ্বি.বি. ১:১১
[১১৫:১৫] আদি ১:১; প্রেরিত ১৪:১৫; প্রকা ১০:৬
[১১৫:১৬] গীত ৮৯:১১
[১১৫:১৬] আদি ১:২৮; গীত ৮:৬-৮
[১১৫:১৭] গীত ৮৮:১০-১২
[১১৫:১৮] গীত ১১১:১
[১১৫:১৮] গীত ১১৩:২
[১১৫:১৮] গীত ২৮:৬; ৩৩:২; ১০৩:১

গীত ১১৫ এর নোটসমূহ

১১৫:১-৮ ঈশ্বরের নিজ লোকদের প্রতি তাঁর ভালবাসা ও বিশ্বস্ততার জন্য প্রশংসা ও গৌরব, যা অন্যান্য সকল জাতিকে নীরবে করে তুলেছিল।

১১৫:১ আমাদের নয়, আমাদের নয়। প্রারম্ভিক ভাবে বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি। ইস্রায়েল জাতির অস্তিত্ব এবং এখন তার এই পুনরুদ্ধার কোনটাই তার নিজের কৃতিত্ব নয়। **তোমারই নাম:** ৫:১১ পদের নোট দেখুন। **ভালবাসা ও বিশ্বস্ততা:** পুরাতন নিয়ম অনুসারে ঈশ্বরের নিয়মের কারণে লোকেরা যে সকল সুফল লাভ করবে তার সবচেয়ে সহজ প্রকাশভঙ্গি (২৬:৩ পদের নোট দেখুন)। **অটল ভালবাসা:** ৬:৪ পদের নোট দেখুন।

১১৫:২ 'কোথায় ওদের ঈশ্বর?' এই কথার মধ্য দিয়ে অন্যান্য জাতিরা ইস্রায়েল জাতির দুর্যোগের সময় বা শত্রু সৈন্য বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পর তাদেরকে উপহাস করেছিল (যোয়েল ২:১৭ পদ দেখুন), বিশেষ করে যখন যিহূদা জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং ঈশ্বরের মন্দির বিনষ্ট হয়েছিল (৩:২; ১০:১১ পদের নোট দেখুন; এর সাথে ৪২:৩; ৭৯:১০; মীখা ৭:১০ পদও দেখুন)।

১১৫:৩ আমাদের ঈশ্বর তো স্বর্গে থাকেন। ঈশ্বর সর্বোচ্চ আকাশমণ্ডলে (পদ ১৬) তথা স্বর্গে সিংহাসনে আসীন (১১৩:৫ পদ দেখুন)। **তিনি যা ইচ্ছা করেছেন:** যদি ইস্রায়েল জাতি

নিশ্চিত হয়ে যায় বা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে তা ঈশ্বরেরই কাজ। এটি ইস্রায়েল জাতিকে রক্ষা করতে তাঁর ব্যর্থতা নয়, কিংবা প্রতিমা পূজাকারী অবিশ্বাসী জাতিদের সফলতা নয়। ইস্রায়েল যখন আবার পুনরুজ্জীবিত হবে তখনও তা ঈশ্বরেরই কাজ এবং অন্য কোন দেবতা বা জাতি তাতে বাধা দিতে পারবে না।

১১৫:৪-৭ মিথ্যা দেবতাদের যত ক্ষমতা আছে বলেই লোকেরা ভাবুক না কেন (যা পৌত্তলিক জাতিরা বিশ্বাস করতো এবং প্রকাশ করতো) তা মানুষের কল্পনা প্রসূত এবং বাস্তবে তার কোন অস্তিত্ব নেই (১৩৫:১৫-১৮; যিশাইয় ৪৬:১-৭ পদের নোট দেখুন)।

১১৫:৮ তাদের নির্মাতারা। ইস্রায়েলের প্রতি উপহাসকারী ও বিরোধিতাকারী জাতিরা (এর সাথে তুলনা করুন পদ ২)। **যেমন তারা:** শক্তিহীন ও অসার। এই সত্যটি সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন যিশাইয় ৪৪:৯-২০ পদ।

১১৫:৯-১১ সদাপ্রভুর উপরে আস্থা ও নির্ভরতা স্থাপন করার জন্য আহ্বান, প্রতিমার বা মিথ্যা দেবতাদের উপরে নয় (পদ ৮ দেখুন)। লিটার্জিতে তিন বার একই বিষয় উল্লেখ করার বিষয়টি সম্পর্কে আরও জানতে ৯৬:১-৩ পদের নোট দেখুন। এ ধরনের ভাবধারা আরও দেখুন ১১৮:২-৪ পদে; ১৩৫:১৯-২০ পদও দেখুন।

১১৫:১১ সদাপ্রভুর ভয়কারীরা। সম্ভবত ভিন্ন জাতি থেকে আগত বিশ্বাসীদের কথা এখানে বলা হয়েছে (১ রাজাবলি ৮:৪১-৪৩; ইষ্রা ৬:২১; নহি ১০:২৮ পদ দেখুন)।

১১৫:১২-১৩ লোকদের বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি।

১১৫:১৪-১৫ পুরোহিতের আশীর্বাদের বাণী উচ্চারণ।

১১৫:১৪ তোমাদের বৃদ্ধি করুন। অর্থাৎ সংখ্যায়, সম্পর্কে ও শক্তিতে বৃদ্ধি দানের কথা বলা হয়েছে (এর সাথে তুলনা করুন উপদেশক ২:৯: "সকলের চেয়ে বেশি সমৃদ্ধিশালী হলাম" – আক্ষরিক অর্থে "অন্যদের চেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেলাম")।

১১৫:১৬-১৮ সমবেত জনতার শেষ বক্তব্য।

১১৫:১৬ স্বর্গ ... পৃথিবী। স্বর্গ হচ্ছে শুধুমাত্র উর্ধ্বস্থিত ঈশ্বরের বিশেষ বাসস্থান ও বিচরণ স্থান, যেখানে সর্বশক্তিমান ও সার্বজনীন ঈশ্বর অবস্থান করেন। অন্য দিকে জগৎ হচ্ছে স্বর্গের ঈশ্বর কর্তৃক মানুষের জন্য নির্ধারিত বসবাসের স্থান, যেখানে মানুষ ঈশ্বরের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধীনে জীবন ধারণ করবে এবং তাঁর অপরিমেয় আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ লাভ করবে (পদ ১২-১৩) এবং তাঁর প্রশংসা ও গৌরব করবে (পদ ১৮)।

১১৫:১৭ মৃতেরা সদাপ্রভুর নামের প্রশংসা করে না। মৃতেরা আর এই পৃথিবীতে (পদ ১৬) বসবাস করে না, বরং তারা পৃথিবীর নিচে পাতালের নীরব রাজ্যের অধিবাসী, যেখানে ঈশ্বরের কোন আশীর্বাদ ও দয়ার উপস্থিতি নেই, সে কারণে ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসাও সেখানে অনুপস্থিত (৬:৫; ৩০:১ পদের নোট দেখুন)।

উপসংহার: ইস্রায়েলের ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে। ঈশ্বর কে, তা প্রতিমার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যিনি মহিমান্বিত হয়েছেন তাঁকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করা যায়।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. আজ ঈশ্বর কোথায় বাস করেন? কিভাবে আপনি অন্যদের কাছে প্রভুকে প্রকাশ করতে পারেন?
২. এই গীতে দেব-দেবতাদের কাঠামো বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের সঙ্গে সদাপ্রভুর তুলনাও করা হয়েছে। আপনি আপনার ঈশ্বরকে কিভাবে বর্ণনা করবেন? আমাদের মুখের ভাষায় কিভাবে অন্যের কাছে তুলে ধরবেন?

গীত ১১৬

অসুস্থতা থেকে সুস্থ করার জন্য ঈশ্বরের ধন্যবাদ করা

ভূমিকা: মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা। সম্ভবত একজন রাজা এটি রচনা করেছেন (১৬ পদের নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন রাজা হিষ্কিয়ের ধন্যবাদ জ্ঞাপন, যিশাইয় ৩৮:১০-২০ পদ)। গীতটির ভাষা রাজা দায়ূদের অনেক গীতের ভাষার সাথে মিলে যায়। যিহূদী লিটার্জিতে (গীত ১১৩-১১৮ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন) একবচনে ব্যবহৃত সর্বনাম পদ দিয়ে মূলত বহুবচন বোঝানো হত (গীত ৩০ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন)। এখানে মৃত্যু বলতে মূলত মিসরের বন্দীত্ব বা বাবিলের বন্দীদশাকে কিংবা উভয়কেই বোঝানো হয়েছে। কাঠামোগত দিক থেকে এই গীতটি এমনভাবে বিন্যাস করা হয়েছে যে, দ্বিতীয় অংশটি (পদ ১০-১৯) প্রথম অংশের বক্তব্যের প্রতিফলন হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে (পদ ১-৯)। সম্ভবত এ কারণেই সেপ্টুয়াজিন্টে (খ্রীষ্টিয় ধর্ম প্রবর্তনের পূর্বে প্রবর্তিত পুরাতন নিয়মের গ্রীক অনুবাদ) এই গীতটিকে দুটি আলাদা গীত হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। মূলত কয়েকটি জোড় পদের মধ্য দিয়ে প্রধান বিষয়বস্তু প্রকাশ করা হয়েছে (পদ ১-২, ৩-৪, ৫-৬, ৮-৯ / / ১০-১১, ১৩-১৪, ১৫-১৬, ১৭-১৯ – শেষ জোড় পদটিকে আরেকটু বর্ধিত করে তিনটি পদে রূপ দেওয়া হয়েছে)। পদ ৭ (প্রথম অংশের শেষ দুটি জোর পদের মধ্যবর্তী পদ) এবং পদ ১২ (দ্বিতীয় অংশের প্রথম দুটি জোড় পদের মধ্যবর্তী পদ) ভাষাগত ও বিষয়বস্তুগত দিক থেকে প্রায় সদৃশ (উক্ত পদ দুটির নোট দেখুন)।

গীত ১১৬ : ক্রসরেফারেন্স

[১১৬:১] গীত ১৮:১
[১১৬:১] গীত ৩১:২২; ৪০:১
[১১৬:১] গীত ৬:৯; ২৮:২
[১১৬:২] গীত ৫:১
[১১৬:৩] ২শমূ ২২:৬; গীত ১৮:৪-৫
[১১৬:৪] গীত ৮০:১৮; ১১৮:৫
[১১৬:৪] গীত ৮০:২

[১] আমি সদাপ্রভুকে প্রেম করি,
কারণ তিনি আমার স্বর ও আমার বিনতি শোনেন।
[২] তিনি আমার কথায় কান দিয়েছেন,
সেজন্য আমি সারা জীবন তাঁকে ডাকব।
[৩] মৃত্যুর দড়ি আমাকে বেষ্টন করলো,
পাতালের যন্ত্রণা আমাকে পেয়ে বসলো,
আমি সঙ্কটে ও দুঃখে পড়লাম।
[৪] তখন আমি সদাপ্রভুর নামে ডাকলাম,

বিনয় করি, হে সদাপ্রভু, আমার প্রাণ রক্ষা কর।
৫ সদাপ্রভু মমতায় পূর্ণ ও ধর্মময়,
আমাদের ঈশ্বর স্নেহশীল।
৬ সদাপ্রভু অমায়িক লোকদেরকে রক্ষা করেন;
আমি দীনহীন হলে তিনি আমার পরিত্রাণ করলেন।
৭ হে আমার প্রাণ, তোমার বিশ্রাম-স্থানে ফিরে যাও,
কেননা সদাপ্রভু তোমার মঙ্গল করেছেন।
৮ কারণ তুমি মৃত্যু থেকে আমার প্রাণ,
অশ্রু থেকে আমার চোখ,
পতন থেকে আমার চরণ, উদ্ধার করেছ।
৯ আমি সদাপ্রভুর সাক্ষাতে যাতায়াত করবো,
জীবিতদের দেশেই করবো।
১০ আমার বিশ্বাস আছে, তাই কথা বলবো;
আমি নিতান্ত দুঃখার্ত ছিলাম।
১১ আমি উদ্বেগে বলেছিলাম, সব মানুষই মিথ্যাবাদী।
১২ আমি সদাপ্রভু থেকে যেসব মঙ্গল পেয়েছি,
তার পরিবর্তে তাঁকে কি ফিরিয়ে দেব?
১৩ আমি পরিত্রাণের পানপাত্র গ্রহণ করবো,
এবং সদাপ্রভুর নামে ডাকব।
১৪ আমি সদাপ্রভুর কাছে আমার সমস্ত মানত পূর্ণ করবো;
তাঁর সমস্ত লোকের সাক্ষাতেই করবো।
১৫ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে তাঁর বিশ্বস্তদের মৃত্যুর মূল্য অনেক বেশি।
১৬ বিনয় করি, হে সদাপ্রভু, আমি তোমার দাস;
আমি তোমার দাস, তোমার দাসীর পুত্র;
তুমি আমার বন্ধন সকল মুক্ত করেছ।
১৭ আমি তোমার উদ্দেশে দেব ধন্যবাদের উৎসর্গ,
আর সদাপ্রভুর নামে ডাকব।
১৮ সদাপ্রভুর কাছে আমার সমস্ত মানত পূর্ণ করবো,
তাঁর সমস্ত লোকের সাক্ষাতেই করবো;
১৯ সদাপ্রভুর গৃহের প্রাঙ্গণে,
হে যিরূশালেম, তোমারই মধ্যে পূর্ণ করবো।
সদাপ্রভুর প্রশংসা হোক!

[১১৬:৫] যাত্রা ৯:২৭; ২বংশা ১২:৬; ইষ্রা ৯:১৫
[১১৬:৫] যাত্রা ২২:২৭; গীত ৮৬:১৫
[১১৬:৬] গীত ৭৯:৮
[১১৬:৬] গীত ১৮:৩; ২২:৫; ১০৭:১৩
[১১৬:৭] গীত ৪৬:১০; ৬২:১; ১৩১:২; মথি ১১:২৯
[১১৬:৭] গীত ১৩:৬; ১০৬:১; ১৪২:৭
[১১৬:৮] গীত ৮৬:১৩
[১১৬:৯] আদি ৫:২২; গীত ৫৬:১৩; ৮৯:১৫
[১১৬:৯] ইয়োব ২৮:১৩; গীত ২৭:১৩; যিশা ৩৮:১১; যিরি ১১:১৯
[১১৬:১০] ২করি ৪:১৩
[১১৬:১০] গীত ৯:১৮; ৭২:২; ১০৭:১৭; ১১৯:৬৭, ৭১, ৭৫
[১১৬:১১] যিরি ৯:৩-৫; হোশেয় ৭:১৩; মীখা ৬:১২; রোমীয় ৩:৪
[১১৬:১২] গীত ১০৩:২; ১০৬:১
[১১৬:১৩] গীত ১০৫:১
[১১৬:১৪] গণনা ৩০:২; গীত ৬৬:১৩
[১১৬:১৫] গীত ৭২:১৪
[১১৬:১৫] গণনা ২৩:১০
[১১৬:১৬] গীত ১১৯:১২৫; ১৪৩:১২
[১১৬:১৬] গীত ৮৬:১৬
[১১৬:১৬] ইয়োব ১২:১৮
[১১৬:১৭] লেবী ৭:১২; ইষ্রা ১:৪
[১১৬:১৮] পদ ১৪; লেবী ২২:১৮
[১১৬:১৯] গীত ৯২:১৩; ৯৬:৮; ১০০:৪; ১৩৫:২
[১১৬:১৯] গীত ১০২:২১

গীত ১১৬ এর নোটসমূহ

১১৬:১-২ আমি সদাপ্রভুকে ভালবাসি কারণ তিনি আমার স্বর ও আমার বিনতি শোনেন এবং তিনি আমাকে উদ্ধার করেন (এর সাথে তুলনা করুন **১৮:১** পদ)।

১১৬:২ আমি সারা জীবন তাঁকে ডাকব। আমি তাঁর উপরেই শুধু নির্ভর করব এবং আমি

সব সময় তাঁর কাছে প্রার্থনা করব। "আমি তাঁকে ডাকব" কথাটি এই গীতের মূল ভাববিশিষ্ট পদ, যা হিব্রু ভাষায় একটি মাত্র শব্দ। গীতটির দুটি অংশেই দুই বার করে এই কথাটি রয়েছে (পদ ২, ৪, ১৩, ১৭ পদ দেখুন)।

১১৬:৩-৪ ভয়ঙ্কর বিপদের বর্ণনা (১৮:৪-৬ পদ দেখুন)।

১১৬:৩ মৃত্যুর দড়ি। ১৮:৫ পদের নোট দেখুন।

১১৬:৫-৬ ঈশ্বরের মঙ্গলময়তার সাক্ষ্য – যা যাত্রাপুস্তক ৩৪:৬ পদে প্রতিফলিত হয়েছে।

১১৬:৫ মমতায় পূর্ণ ও ধর্মময় ... স্নেহশীল। ১৪৫:৮, ১৭ পদ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ১১২:৪ পদ। **আমাদের ঈশ্বর:** রচয়িতা তাঁর সম্পর্কে পূর্ণভাবে জানেন; তিনি "সকল প্রশংসাকারী লোকদের মধ্যে" সমাসীন ঈশ্বর (পদ ১৪, ১৮ দেখুন)।

১১৬:৬ অমায়িক। যারা ঈশ্বরের উপরে তাদের নির্ভরতা ও আস্থার দিক থেকে একেবারে শিশুসুলভ (১৯:৭ পদের নোট দেখুন)।

১১৬:৭ বিশ্রাম-স্থান। অর্থাৎ যেখানে কোন বিপর্যয়ের আশঙ্কা নেই (এর সাথে তুলনা করুন যিরমিয় ৬:১৬; দেখুন ১ রাজাবলি ৫:৪; আরও দেখুন ২৩:২ পদের নোট, "শান্ত জল")। **আমার প্রাণ:** ১০৩:১-২, ২২ পদের নোট দেখুন। **তোমার মঙ্গল করেছেন:** ১২ পদ ও নোট দেখুন।

১১৬:৮-৯ সদাপ্রভুর উদ্ধারের অভিজ্ঞতা – ৩-৪ পদের বিষয়বস্তুর পুনরুল্লেখ।

১১৬:১০-১১ গীতটির দ্বিতীয় অংশের সূচনা, যেখানে প্রথম অংশের ভূমিকাটিকে আরও বিধৃত করা হয়েছে (পদ ১-২)।

১১৬:১০ আমার বিশ্বাস আছে। গীত রচয়িতা এখানে নিজের বিশ্বাসের কথা বলছেন যার জন্য তিনি বিপদাপন্ন হয়েও ঈশ্বরকে স্মরণ করেছেন ও তাঁকে ডেকেছেন। **আমি নিতান্ত দুঃখার্ত ছিলাম:** এই উক্তির সাথে ১১ পদের উদ্ধৃতি মিলিয়ে ৪ পদের উক্তিটিকে এক করে এই প্রার্থনার পেছনে গীত রচয়িতার কি ধরনের দুঃখ ও দুর্দশা কাজ করেছে তা উপলব্ধি করা সম্ভব। তিনি যে বিপর্যয়ের আশঙ্কা থেকে উদ্ধার পেয়েছেন তা তাঁর উপরে এসেছিল শত্রুদের মিথ্যা অভিযোগের কারণে, যেমনটা গীত ১০৯ অধ্যায়ে দেখা যায় (৫:৯; ১০:৭ পদের নোট দেখুন)।

১১৬:১১ সব মানুষই মিথ্যাবাদী। তাঁর বিপক্ষে যারা মিথ্যা অভিযোগ করে তাদের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগের মূল বক্তব্য (এ ধরনের আরও অভিযোগ সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন, ৫:৯-১০; ৩৫:১১, ১৫; ১০৯:২-৪ পদ)। অন্যান্যরা এই কথাটিকে একটি ঘোষণা হিসেবে প্রকাশ করেছেন যে, অন্য সব লোকেরা উদ্ধার দানের বিষয়ে মিথ্যা প্রত্যাশা দেয় (পদ ৬০:১১; ১১৮:৮-৯ দেখুন) – এ কারণে গীত রচয়িতা ঈশ্বরকে ডেকেছেন।

১১৬:১২ মঙ্গল। এই শব্দের জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটি পুরাতন নিয়মে মাত্র একবার এই পদে পাওয়া যায়। তবে এর মূল বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে "মঙ্গল করা" এবং এ ধরনের ভাষা ৭ পদে আবারও দেখা যায়। পদ ৭ ও ১২ এক সাথে বিবেচনা করলে গীতটির মূল বিষয়বস্তু অনুধাবন করা সহজ হয়।

১১৬:১৩-১৪ ১২ পদের প্রশ্নের উত্তর: তাঁর প্রার্থনায় তিনি সমস্ত প্রত্যাশা ও প্রয়োজনের কথা ঈশ্বরের কাছে খুলে বলেছেন (১৩-১৪, ১৭-১৮ পদের সাথে ৫০:১৪-১৫, ২৩ পদের তুলনা করুন)।

১১৬:১৩ উদ্ধারের পানপাত্র। অনেক সময় মনে করা হয় এই পানপাত্র মথি ২৬:২৭ পদে ও এর সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য ঘটনায় উল্লিখিত নিস্তার-পর্বের ভোজের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু এর দ্বারা মূলত বোঝানো হয়েছে আঙ্গুর রসের পানপাত্রের কথা, যা ধন্যবাদ-উৎসর্গের ভোজের সময় ব্যবহার করা হত (এর সাথে তুলনা করুন ২২:২৬, ২৯; লেবীয় ৭:১১-২১ পদ)। একে বলা হয়েছে উদ্ধারের পানপাত্র কারণ ধন্যবাদ-উৎসর্গ এবং এর ভোজের মধ্য দিয়ে সদাপ্রভু কর্তৃক সাধিত উদ্ধারের কথা স্মরণ করা হত। ১৭-১৮ পদে "আমি তোমার উদ্দেশে দেব ধন্যবাদের উৎসর্গ" কথাটি ব্যাখ্যা দেখুন।

১১৬:১৪ মানত। সদাপ্রভুর প্রশংসা ও গৌরব করার মানত (৭:১৭ পদের নোট দেখুন)।

১১৬:১৫-১৬ ৩-৪ পদের বিস্তারিত আলোচনা। ৩ ও ১৫ পদে মৃত্যু সংক্রান্ত যে কথাগুলো বলা হয়েছে তা লক্ষ্য করুন; এর সাথে তুলনা করুন পদ ৮-৯।

১১৬:১৫ তাঁর বিশ্বস্তদের মৃত্যুর মূল্য অনেক বেশি। এখানে অর্থ মূল্যের কথা চিন্তা করা হয় নি, বরং বিশ্বস্ত লোকেরা যে ঈশ্বরের জাতির লোক হিসেবে মূল্যবান সে কথা বোঝানো হয়েছে; এর সাথে তুলনা করুন এই উক্তি: "তাঁর দৃষ্টিতে তাদের রক্ত বহুমূল্য হবে" (৭২:১৪)। **তাঁর বিশ্বস্ত:** ৪:৩ পদের নোট দেখুন।

১১৬:১৬ আমি তোমার দাস। সম্ভবত এর মধ্য দিয়ে গীত রচয়িতাকে একজন অভিষিক্ত ব্যক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে (৭৮:৭০ পদ দেখুন), কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োগের ক্ষেত্রে সদাপ্রভু ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত এমন যে কোন কাউকে বোঝানো হতে পারে (দেখুন ১৯:১১, ১৩)। **আমি তোমার দাস, তোমার দাসীর পুত্র:** অর্থাৎ আমার মা যেভাবে তোমার সেবা করতেন আমিও ঠিক সেভাবেই তোমার সেবা করি। ৮৬:১৬ পদের নোট দেখুন।

১১৬:১৭-১৯ ১৩-১৪ পদে উল্লিখিত মানতের পুনরুক্তি।

১১৬:১৭ ধন্যবাদের উৎসর্গ। ১৩ পদের নোট দেখুন।

১১৬:১৯ সদাপ্রভুর গৃহের প্রাঙ্গণে। অর্থাৎ মন্দিরের প্রাঙ্গণ (৮৪:২, ১০; ২ রাজাবলি ২১:৫; ২৩:১১-১২)।

উপসংহার: মৃত্যু থেকে উদ্ধারের জন্য ঈশ্বরের প্রতি ইস্রায়েলের প্রশংসা করা হয়েছে। ইস্রায়েলীয়রা তাদের বিশ্বসের জন্য যে ভীষণ অত্যাচার ও দুঃখ-কষ্টের অভিজ্ঞতা অর্জন করবে এই প্রশংসা তাকে কেন্দ্র করেই রচিত। যেসব ঈশ্বরভক্ত লোকেরা এই অত্যাচার থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারবে তারা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেবে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. "পরিত্রাণের পেয়ালা" কি ছিল (পদ ১৩)? এটা কিসের প্রতিনিধিত্ব করে?
২. কেন শিশুসুলভ বিশ্বাস এত গুরুত্বপূর্ণ? একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি একটি শিশুর মত বিশ্বাসের জীবন কাটাতে পারেন?
৩. প্রভুর একজন আন্তরিক অনুসারী কোন আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্তটি সঠিকভাবে সাধারণ লোকদের কাছে প্রকাশ করতে পারেন?

গীত ১১৭

সকলকে ঈশ্বরের উপাসনার আহ্বান

ভূমিকা: গীতসংহিতার সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত গীত – এবং পবিত্র বাইবেলের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত অধ্যায় – গীত ১৭ অধ্যায়কে বলা যেতে পারে "হাল্লেলুইয়া" শব্দটির অতিশায়ন (এর সাথে তুলনা করুন গীত ১১৯ অধ্যায়ের ভূমিকা)। এটি সম্ভবত হাল্লেল গীতগুলোর (গীত ১১১-১১৬ অধ্যায়) উপসংহার হিসেবে রচিত হয়েছে, যে সঙ্কলনের মধ্যে এই গীতটি সপ্তম গীত হিসেবে বিবেচিত হয়। সমস্ত জাতি ও লোকদেরকে সদাপ্রভুর উপাসনা, প্রশংসা ও গৌরব করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে (যেমনটা দেখা যায় ৪৭:১; ৬৭:৩-৫; ৯৬:৭; ৯৮:৪; ১০০:১ পদ দেখুন; এর সাথে ৯:১ পদের নোট দেখুন) তাঁর মহান ভালবাসা ও ইস্রায়েলের প্রতি চিরস্থায়ী বিশ্বস্ততার জন্য (যিশাইয় ১২:৪-৬ পদ দেখুন)। এভাবেই পুরাতন নিয়মের হাল্লেলুইয়া গীত যখন পূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছে তখন তা মহান ঈশ্বরীয় সত্যকে প্রকাশ করেছে এবং সেই সাথে সমগ্র মানব জাতির জন্য ঈশ্বর যে আশীর্বাদ দান করেছেন তার স্মরণিকা তুলে ধরেছে (যেমন দেখুন ২:৮-১২; ৪৭:৯; ৬৭:২; ৭২:১৭; ১০২:১৫; ১১০)। গীত ১১৩-১১৮ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

[১] সমস্ত জাতি, সদাপ্রভুর প্রশংসা কর;
সমস্ত লোকবৃন্দ, তাঁর সঙ্কীর্তন কর।
[২] কেননা আমাদের উপরে তাঁর অটল প্রেম মহৎ,
ও সদাপ্রভুর বিশ্বস্ততা অনন্তকালস্থায়ী।
সদাপ্রভুর প্রশংসা হোক!

গীত ১১৭ : ক্রসরেফারেন্স

[১১৭:১] গীত ২২:২৩; ১০৩:২
[১১৭:১] রোমীয় ১৫:১১
[১১৭:২] গীত ১৭:৭; ১০৩:১১
[১১৭:২] গীত ১১৯:৯০; ১৪৬:৬

গীত ১১৭ এর নোটসমূহ

১১৭:১ রোমীয় ১৫:১১ পদে এই কথাটিকে উদ্ধৃত করা হয়েছে এ কথার প্রামাণ্য হিসেবে যে, অযিহূদীদের পরিত্রাণ এবং অযিহূদীদের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গৌরব সাধন ছিল ঈশ্বরেরই মহান পরিকল্পনার অংশ।

১১৭:২ গৌরব ও প্রশংসা জ্ঞাপনের কারণ। **তাঁর অটল ভালবাসা ... সদাপ্রভুর বিশ্বস্ততা:** অর্থাৎ সদাপ্রভু ঈশ্বরের অটল ভালবাসা ও বিশ্বস্ততা (৩৬:৫ পদের নোট দেখুন; এর সাথে ৩:৭ পদের নোট দেখুন)। **ভালবাসা:** ৬:৪ পদের নোট দেখুন।

উপসংহার: ঈশ্বরের রাজ্যের প্রত্যেকেই ঈশ্বরের প্রশংসা করবে। প্রথম পদেই ঈশ্বরের প্রশংসা করা হয়েছে। এই প্রশংসা করবার কারণ ২ পদে বলা হয়েছে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. দায়ূদের শত্রুরা তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে ছিল; তাই দায়ূদ চেয়েছিলেন যেন

প্রভু তাঁকে তুলে ধরেন। মিথ্যা অভিযোগের বিষয়ে আপনি এই গীত থেকে কি শিক্ষা পান? কেন প্রভু আমাদের সেরা উকিল?

২. গীতসংহিতা ১১৭ অন্য গীতের চেয়ে এমন কি আলাদা? আপনি সম্প্রতি প্রভু সম্পর্কে কি এমন "গর্ব" করেছেন? যদি তাই হয়, তবে এর কারণ ছিল?

৩. কিভাবে সম্প্রতি প্রভু আপনার প্রতি তাঁর প্রেম প্রকাশ করেছেন? কত বার আপনি তাঁর প্রেমের জন্য তাঁর প্রশংসা করেছেন?

গীত ১১৮

বিজয়ের গান

ভূমিকা: শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধারের গীত। সম্ভবত এই গীতটি হচ্ছে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের গীত যা রাজা দায়ূদ জাতিগত সঙ্কট থেকে ঈশ্বর কর্তৃক উদ্ধার লাভের পরে এবং পরজাতিদের সাথে যুদ্ধে বিজয় লাভের পরে লিটার্জির অংশ হিসেবে গাওয়া হত (এর সাথে তুলনা করুন ২ বংশাবলি ২০:২৭-২৮; এর সাথে ১৯ পদের নোট দেখুন)। ৫-২১ পদের বক্তা হলেন রাজা। মিশরীয় হাল্লেলের শেষ গীত হিসেবে (গীত ১১৩-১১৮ অধ্যায় দেখুন; গীত ১১১-১১৯ অধ্যায়ের নোট দেখুন) এই গীতটি সম্ভবত প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিষ্যগণ তাঁদের শেষ ভোজের সমাপনী পর্যায়ে গেয়েছিলেন (মথি ২৬:৩০ পদের নোট দেখুন)। শুরুতে রয়েছে ঈশ্বরের প্রশংসা করার জন্য একটি লিটার্জি ভিত্তিক আহ্বান (পদ ১-৪), এর পর ঈশ্বর-রাজা কর্তৃক জাতিগত সঙ্কট থেকে উদ্ধার লাভের জন্য এবং যুদ্ধে বিজয় লাভের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপনের গীত গেয়েছেন (পদ ৫-২১)। তিন পদ বিশিষ্ট একটি পঙক্তিমালায় গীতের মূল ভাবটি প্রকাশ করা হয়েছে (পদ ৫-৭), যার পরেই রয়েছে দুটি সাত পদ বিশিষ্ট পঙক্তিমালা (পদ ৮-১৪, ১৫-২১) যেখানে এই মূল ভাবটিকে আরও প্রস্ফুটিত করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটি অংশের শেষে বলা হয়েছে "তুমি আমার পরিত্রাণ হয়েছ"। ২২-২৭ পদে সদাপ্রভু ঈশ্বর যা করেছেন তার জন্য লোকদের উল্লাস ও আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে। এর পর রাজা সদাপ্রভুর উদ্দেশে তাঁর প্রশংসার সর্বশেষ বাণী উচ্চারণ করেছেন (পদ ২৮) এবং এই লিটার্জি সমাপ্ত করা হয়েছে (পদ ২৯) আবারও ঈশ্বরের প্রশংসা করার আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে।

[১] সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর, কেননা তিনি মঙ্গলময়,
তাঁর অটল প্রেম অনন্তকালস্থায়ী।
[২] ইস্রায়েল বলুক, তাঁর অটল প্রেম অনন্তকালস্থায়ী।
[৩] হারোণের কুল বলুক, তাঁর অটল প্রেম অনন্তকালস্থায়ী।
[৪] যারা সদাপ্রভুকে ভয় করে, তারা বলুক,
তাঁর অটল প্রেম অনন্তকালস্থায়ী।
[৫] আমি সঙ্কটের মধ্য থেকে সদাপ্রভুকে ডাকলাম;
সদাপ্রভু আমাকে উত্তর দিলেন এবং মুক্ত করলেন।

গীত ১১৮ : ক্রসরেফারেন্স

[১১৮:১] ১বংশা ১৬:৮
[১১৮:১] ২বংশা ৫:১৩; ৭:৩
[১১৮:১] ইষ্রা ৩:১১
[১১৮:২] গীত ১১৫:৯
[১১৮:২] গীত ১০৬:১; ১৩৬:১-২৬
[১১৮:৩] যাত্রা ৩০:৩০; গীত ১১৫:১০
[১১৮:৪] গীত ১১৫:১১
[১১৮:৫] গীত ১৮:৬; ৩১:৭; ৭৭:২;

৬ সদাপ্রভু আমার পক্ষে আছেন, আমি ভয় করবো না;
মানুষ আমার কি করতে পারে?
৭ সদাপ্রভু আমার সপক্ষ, আমার সহায়দের মধ্যবর্তী;
তাই আমি আমার বিদ্বেষীদের দশা দেখব।
৮ মানুষের উপর নির্ভর করার চেয়ে সদাপ্রভুর আশ্রয় নেওয়া
উত্তম।
৯ প্রধানবর্গের উপর নির্ভর করার চেয়ে সদাপ্রভুর আশ্রয় নেওয়া
উত্তম।
১০ সমস্ত জাতি আমাকে ঘিরে রেখেছে;
সদাপ্রভুর নামে আমি তাদেরকে উচ্ছেদ করবো।
১১ তারা আমাকে ঘিরে রেখেছে, হ্যাঁ, আমাকে ঘিরে রেখেছে,
সদাপ্রভুর নামে আমি তাদেরকে উচ্ছেদ করবো।
১২ মধুমক্ষিকার মত তারা আমাকে ঘিরে রেখেছে,
কাঁটার আগুনের মত তারা নিভে গেল;
সদাপ্রভুর নামে আমি তাদেরকে উচ্ছেদ করবো।
১৩ তুমি আমাকে ফেলে দেবার জন্য ধাক্কা মেরেছ,
কিন্তু সদাপ্রভু আমার সাহায্য করলেন।
১৪ সদাপ্রভু আমার বল ও গান;
তিনি আমার পরিত্রাণ হয়েছেন।
১৫ ধার্মিকদের তাঁবুতে বিজয়ের ও কৃতজ্ঞতার
আনন্দ-সঙ্গীত শোনা যাচ্ছে;
সদাপ্রভুর ডান হাত বিক্রমশালী কাজ করেছেন।
১৬ সদাপ্রভুর ডান হাত উন্নত,
সদাপ্রভুর ডান হাত বিক্রমশালী কাজ করেছেন।
১৭ আমি মরবো না, কিন্তু জীবিত থাকব,
আর সদাপ্রভুর সমস্ত কাজ বর্ণনা করবো।
১৮ সদাপ্রভু আমাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছেন,
কিন্তু মৃত্যুর হাতে তুলে দেন নি।
১৯ আমার জন্য ধার্মিকতার সমস্ত দ্বার দরজা খুলে দাও;
আমি তা দিয়ে প্রবেশ করবো, সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করবো।
২০ এই তো সদাপ্রভুর দরজা,
এর মধ্য দিয়েই ধার্মিকেরা প্রবেশ করে।
২১ আমি তোমার প্রশংসা করবো,
কেননা তুমি আমাকে উত্তর দিয়েছ,
আর তুমি আমার পরিত্রাণ হয়েছ।
২২ রাজমিস্ত্রিরা যে পাথর অগ্রাহ্য করেছে,
তা কোণের প্রধান পাথর হয়ে উঠলো।

১২০:১
[১১৮:৫] পদ ২১; গীত ৩৪:৪; ৮৬:৭; ১১৬:১; ১৩৮:৩
[১১৮:৬] দ্বি.বি. ৩১:৬; ইব ১৩:৬
[১১৮:৬] গীত ৫৬:৪
[১১৮:৭] দ্বি.বি. ৩৩:২৯
[১১৮:৭] গীত ৫৪:৭
[১১৮:৮] গীত ২:১২; ৫:১১; ৯:৯; ৩৭:৩; ৪০:৪; যিশা ২৫:৪; ৫৭:১৩
[১১৮:৮] ২বংশা ৩২:৭-৮; গীত ১০৮:১২; যিশা ২:২২
[১১৮:৯] গীত ১৪৬:৩
[১১৮:১০] গীত ৩৭:৯
[১১৮:১১] গীত ৮৮:১৭
[১১৮:১১] গীত ৩:৬
[১১৮:১২] দ্বি.বি. ১:৪৪
[১১৮:১২] গীত ৫৮:৯
[১১৮:১২] গীত ৩৭:৯
[১১৮:১৩] পদ ৭; ২বংশা ১৮:৩১; গীত ৮৬:১৭
[১১৮:১৪] যাত্রা ১৫:২
[১১৮:১৪] গীত ৬২:২
[১১৮:১৫] ইয়োব ৮:২১; গীত ১০৬:৫
[১১৮:১৫] যাত্রা ১৫:৬; গীত ৮৯:১৩; ১০৮:৬
[১১৮:১৫] লূক ১:৫১
[১১৮:১৭] হবক্ ১:১২
[১১৮:১৭] দ্বি.বি. ৩২:৩; গীত ৬৪:৯; ৭১:১৬; ৭৩:২৮
[১১৮:১৮] যিরি ৩১:১৮; ১করি ১১:৩২; ইব ১২:৫
[১১৮:১৮] গীত ৮৬:১৩
[১১৮:১৯] গীত ২৪:৭
[১১৮:১৯] গীত ১০০:৪
[১১৮:২০] গীত ১২২:১-২
[১১৮:২০] গীত ১৫:১-২; ২৪:৩-৪; প্রকা ২২:১৪
[১১৮:২১] পদ ৫
[১১৮:২১] গীত ২৭:১
[১১৮:২২] যিশা ৮:১৪
[১১৮:২২] যিশা ১৭:১০; ১৯:১৩; ২৮:১৬; সখ ৪:৭; ১০:৪; মথি ২১:৪২; মার্ক ১২:১০; লূক ২০:১৭; প্রেরিত ৪:১১; ১পিতর ২:৭

২৩ এটা সদাপ্রভুই করেছেন,
আর তা আমাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত লাগে।
২৪ আজ সদাপ্রভুর কৃত দিন;
আমরা এই দিনে উল্লাস ও আনন্দ করবো।
২৫ হে সদাপ্রভু, মিনতি করি, উদ্ধার কর;
হে সদাপ্রভু, মিনতি করি, সাফল্য দাও।
২৬ তিনি ধন্য হোন, যিনি প্রভুর নামে আসছেন;
আমরা সদাপ্রভুর গৃহ থেকে তোমাদেরকে আশীর্বাদ করি।
২৭ সদাপ্রভুই ঈশ্বর;
তিনি আমাদেরকে আলো দিয়েছেন;
তোমরা দড়ি দিয়ে উৎসবের উৎসর্গেও পশু বেদির শৃঙ্গে বাঁধ।
২৮ তুমি আমার ঈশ্বর, আমি তোমার প্রশংসা করবো;
তুমি আমার ঈশ্বর, আমি তোমার প্রতিষ্ঠা করবো।
২৯ তোমরা সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর,
কেননা তিনি মঙ্গলময়;
তাঁর অটল প্রেম অনন্তকালস্থায়ী।

[১১৮:২৩] মথি ২১:৪২; মার্ক ১২:১১
[১১৮:২৪] গীত ৭০:৪
[১১৮:২৫] গীত ২৮:৯; ১১৬:৪
[১১৮:২৬] মথি ১১:৩; ২১:৯; ২৩:৩৯; মার্ক ১১:৯; লূক ১৩:৩৫; ১৯:৩৮; যোহন ১২:১৩
[১১৮:২৬] গীত ১[২৯:৮
[১১৮:২৭] ১রাজা ১৮:২১
[১১৮:২৭] গীত ২৭:১; যিশা ৫৮:১০; ৬০:১, ১৯, ২০; মালা ৪:২; ১পিতর ২:৯
[১১৮:২৭] লেবী ২৩:৪০
[১১৮:২৭] যাত্রা ২৭:২
[১১৮:২৮] আদি ২৮:২১; গীত ১৬:২; ৬৩:১; যিশা ২৫:১
[১১৮:২৮] যাত্রা ১৫:২

গীত ১১৮ এর নোটসমূহ

১১৮:১-৪ ঈশ্বরের প্রশংসা করার জন্য লিটার্জি ভিত্তিক আহ্বান।

১১৮:১ সদাপ্রভু ঈশ্বরের প্রশংসা করার জন্য প্রচলিত ভঙ্গিতে আহ্বান জানানো হয়েছে (গীত ১০৫-১০৭; ১৩৬; ১ বংশাবলি ১৬:৮, ৩৪; ২ বংশাবলি ২০:২১ পদে এভাবে আহ্বান জানাতে দেখা যায়)। **সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করঃ** গীত ১০০ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। এই অধ্যায়টি ২-৪ ও ২৯ পদের সাথে একত্রে মিলে ৫-২১ পদের বক্তব্যকে প্রতিফলন করে। **অটল ভালবাসাঃ** ২-৪, ২৯ পদ দেখুন; এর সাথে ৬:৪ পদের নোট দেখুন।

১১৮:২-৪ **ইস্রায়েল ... হারোণেরকুল ... যারা সদাপ্রভুকে ভয় করেঃ** ১১৫:৯-১১ পদ ও নোট দেখুন। গীতসংহিতায় তিন বার পুনরুক্তি করা একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য (৯৬:১-৩ পদের নোট দেখুন)।

১১৮:৪ সদাপ্রভুকে ভয় করে। ৬৬:১৬ পদের নোট দেখুন।

১১৮:৫-২১ উদ্ধার লাভ ও বিজয় লাভের জন্য সদাপ্রভুর উদ্দেশে রাজার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের গীত।

১১৮:৫-৭ রাজার গীতের ভূমিকা: আমি সদাপ্রভুকে ডাকলাম; তিনি আমাকে জবাব দিলেন; আমি ভয় করবো না।

১১৮:৫ সদাপ্রভুকে ডাকলাম ... মুক্ত করলেন। অন্যান্য স্থানেও এ ধরনের আকুতি ও উদ্ধারের কথা রয়েছে, যেমন ৩:৪; ৪:১; ১৭:৬; ২২:২; ২৭:৭; ৮৬:৭; ৯১:১৫; ৯৯:৬; ১০২:২; ১২০:১; ১৩৮:৩; ১ রাজাবলি ১৮:২৪; হিতোপদেশ ২১:১৩; যিশাইয় ৬৫:২৪; যিরমিয় ৩৩:৩; যোনা ২:২ – এই সবগুলো পদেই একই হিব্রু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

সঙ্কটের মধ্য থেকে: ১৮:১৯ পদের নোট দেখুন।

১১৮:৮-১৪ সদাপ্রভুর উদ্ধারকারী সহায় লাভের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন – পদ ৮-৯ ও ১৪ এই অংশটির কাঠামো নির্দেশ করেছে।

১১৮:৮-৯ ৩৩:১৬-১৯ পদ দেখুন; এর সাথে গীত ৬২ ও ১৪৬ অধ্যায় দেখুন।

১১৮:১০ সদাপ্রভুর নামে। ১ শমূয়েল ১৭:৪৫ পদ দেখুন। **নাম:** ১১-১২, ২৬ পদ দেখুন; এর সাথে ৫:১১ পদের নোট দেখুন।

১১৮:১২ কাঁটার আগুনের মত। ৫৮:৯ পদ ও নোট দেখুন।

১১৮:১৩ ফেলে দেবার জন্য। যেন মৃত্যু হয় (পদ ১৭-১৮ দেখুন; এর সাথে ১৩:৪ পদের নোট দেখুন)।

১১৮:১৪ সম্ভবত এখানে যাত্রা ১৫ অধ্যায়ের বিজয় লাভের গীতটিকে স্মরণ করা হয়েছে, কিন্তু এই পদটি মূলত সদাপ্রভুর প্রশংসা দানের সাক্ষ্য হিসেবে বহুল ব্যবহৃত পদে পরিণত হয়েছে (যিশাইয় ১২:২ পদ দেখুন)।

১১৮:১৫-২১ সদাপ্রভু কর্তৃক উদ্ধার লাভের জন্য আনন্দ উদ্‌যাপন – যার কাঠামো নির্দেশ করেছে পদ ১৫-১৬ ও পদ ২১।

১১৮:১৫ তাঁবু। বাসস্থান। **ধার্মিক:** ইস্রায়েল জাতি, যারা তাদের অন্তর ও সমগ্র জীবন সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করেছে (পদ ২০ দেখুন; এর সাথে ৬৮:৩ পদের নোট দেখুন)। এর সাথে তুলনা করুন "দুষ্টদের তাঁবু" (৮৪:১০ পদ)।

১১৮:১৭ জীবিত থাকব ... বর্ণনা করবো। ১১৫:১৭-১৮ পদ দেখুন; এর সাথে ৬:৫ পদের নোটও দেখুন।

১১৮:১৮ আমাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছেন। রাজা এ কথা স্বীকার করছেন যে, তিনি যে গভীর সঙ্কটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন তার কারণ হল তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করেন নি – কাজেই তাঁকে শাসন করার জন্য সদাপ্রভু এই শাস্তি দান করেছেন (৬:১; ৩৮:১; ৯৪:১২; দ্বি.বি. ৪:৩৬; ৮:৫ পদ দেখুন)।

১১৮:১৯ দরজা খুলে দাও। এই অংশটি লিটার্জি ভিত্তিক পদযাত্রার কথা নির্দেশ করে (পদ ২৭ দেখুন) যেখানে রাজা উপাসনাকারীদের নেতৃত্ব দানকারী হিসেবে মন্দিরের ভেতরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করবেন (গীত ২৪ ও ৬৮ অধ্যায় দেখুন)। **দ্বার:** মন্দিরের ভেতরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করার মূল দরজা। **ধার্মিকতা:** অনেক সময় একে একটি বিশেষ দরজা বলে মনে করা হয়, যার অর্থ হচ্ছে, "যেখান দিয়ে ধার্মিকেরা প্রবেশ করতে পারবে" (পদ ২০)। সম্ভবত এই পদযাত্রা নগরের বাইরে থেকে শুরু হত এবং (ধার্মিকদের দ্বার) হচ্ছে যিরূশালেম নগরীর, তথা ঈশ্বরের নগরীর দ্বার (২৪:৭ পদের নোট দেখুন; এর সাথে যিশাইয় ২৬:২ পদও দেখুন)।

১১৮:২১ রাজার ধন্যবাদ জ্ঞাপনের গীতের এই অংশের শেষ পদটিতে ১ পদের "প্রশংসা কর," ৫ পদের "উদ্ধার করেছ," এবং ১৪ পদের সাক্ষ্য প্রতিফলিত হয়েছে।

১১৮:২২-২৭ সদাপ্রভু ঈশ্বরের উদ্দেশে লোকদের প্রশংসা-বাণী উচ্চারণ।

১১৮:২২ রাজমিস্ত্রিরা যে পাথর অগ্রাহ্য করেছে। খুব সম্ভবত এখানে রাজার কথা বোঝানো হয়েছে (যিনি ঈশ্বর কর্তৃক উদ্ধার প্রাপ্ত এবং বিজয়ী হয়েছেন বলেই এই আনন্দ উদ্‌যাপন করা হচ্ছে), যাঁকে আক্রমণকারী রাজ্যের শাসকেরা অত্যন্ত ছোট করে দেখেছিল।

অন্যান্যরা মনে করেন এই পাথর বলতে ইস্রায়েল জাতিকে বোঝানো হয়ে থাকে, যে জাতিকে বিশ্বের শক্তিশালী জাতিরা অগ্রাহ্য করেছিল ও তুচ্ছ বলে মনে করেছিল। **কোণের প্রধান পাথরঃ** আক্ষরিক অর্থে "কোণের ভিত্তি প্রস্তর" – এখানে দরজার উপরে ব্যবহৃত ভারসাম্য রক্ষাকারী পাথর বোঝানো হতে পারে, কিংবা কোন দেয়াল বা ছাদের কাঠামো নির্দেশক পাথরও বোঝানো হতে পারে, যা গৃহের ভারসাম্য রক্ষায় মূল দায়িত্ব পালন করে (সখরিয় ৪:৭; ১০:৪ পদ দেখুন)। ভাষাগত এই ব্যত্যয়ের মধ্য দিয়ে গীত রচয়িতা এখানে ইস্রায়েলকে কোণের প্রধান প্রস্তর বলতে মূলত "প্রধান শাসক" হিসেবে বুঝিয়েছেন। হিব্রু ভাষায় "কোণ" শব্দটি দিয়ে অনেক সময় একজন শাসক বা নেতাকে বোঝানো হয়ে থাকে; যিশাইয় ১৯:১৩ পদ দেখুন; এর সাথে বিচারকর্তৃগণ ২০:২; ১ শমূয়েল ১৪:৩৮ পদও দেখুন)। পাথরটি জাগতিক শক্তির কাছে অপদস্থ হওয়ার পরও নতুন পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় পাথর হয়ে উঠলো, ঠিক যেভাবে ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে সবচেয়ে শক্তিশালী জাতিতে রূপান্তরিত করতে চলেছেন। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এই পদটিকে (ও ২৩ পদটিকেও) তাঁর নিজের জীবনে প্রয়োগ করেছেন (মথি ২১:৪২; মার্ক ১২:১০-১১; লূক ২০:১৭ পদ দেখুন; এর সাথে প্রেরিত ৪:১১; ইফি ২:২০; ১ পিতর ২:৭ পদও দেখুন)।

১১৮:২৪ আজ সদাপ্রভুর কৃত দিন ... উল্লাস ও আনন্দ করবো। এই উল্লাস ও আনন্দের দিন পালন সম্ভব হয়েছে বিজয়ের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর কর্তৃক উদ্ধার লাভের মধ্য দিয়ে। অন্যান্যরা মনে করেন এখানে নিস্তার-পর্বের উৎসবের কথা বোঝানো হয়েছে। **কৃত দিনঃ** স্বয়ং ঈশ্বর এই পাথর বা কোণের পাথর নির্মাণ করেছেন (পদ ২২; আরও দেখুন পদ ১৫-১৭, ২৩)।

১১৮:২৫ ঈশ্বর যেন তাঁর লোকদেরকে রক্ষা করেন এবং উদ্ধার করেন তার জন্য প্রার্থনা (এর সাথে মথি ২১:৯ পদের নোট তুলনা করুন)।

১১৮:২৬ যিনি প্রভুর নামে আসছেন। যিনি সদাপ্রভুর নামে ও তাঁর শক্তিতে আমাদের সমস্ত শত্রুদেরকে বিনষ্ট ও পরাজিত করে থাকেন (পদ ১০-১২ দেখুন)। **সদাপ্রভুর গৃহ থেকেঃ** অর্থাৎ সদাপ্রভু ঈশ্বর উপস্থিতির অধীনে থেকে (১৩৪:৩ পদ দেখুন)। **তোমাদেরকেঃ** এখানে বহুবচনে কথাটি বলা হয়েছে। সম্ভবত রাজাকে সম্মান দেখানোর জন্য কথাটি বলা হত এবং বহুবচন ব্যবহার করার অর্থ হচ্ছে রাজার পাশাপাশি ঈশ্বরকেও সম্মানিত করা হত (১ রাজাবলি ৯:৬ পদ দেখুন)। অবশ্য এখানে তাদের কথাও বোঝানো হতে পারে যারা যুদ্ধে রাজার সাথে বিজয় লাভ করেছেন। যে সমবেত জনতা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে যিরূশালেম নগরীর প্রবেশ দ্বারে রাজা বলে সম্বোধন করে স্বাগত জানিয়েছিল তারা ২৫-২৬ পদের কথাগুলোকে ব্যবহার করেছিল (যোহন ১২:১৩ পদ দেখুন)।

১১৮:২৭ তিনি আমাদেরকে আলো দিয়েছেন। পুরোহিতের আশীর্বাদ বাণীর প্রতিফলন (গণনা ৬:২৫ পদ ও নোট দেখুন)। **তোমরা দড়ি দিয়ে ... বাঁধঃ** আপাতদৃষ্টিতে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের এই লিটার্জির সমাপ্তি টানা হয়েছে (লেবীয় ৭:১১-২১ পদ দেখুন), যদিও অন্যান্যরা বলেন এর মধ্য দিয়ে সাক্ষ্য-তাম্বুর লিটার্জির কথা বোঝানো হয়েছে।

১১৮:২৮ ২১ পদে রাজা যে সমাপনী বক্তব্য রেখেছিলেন তারই প্রতিফলন এই পদে দেখা যায়।

১১৮:২৯ সদাপ্রভু ঈশ্বরের প্রশংসা করার জন্য পুনরায় লোকদেরকে আহ্বান জানানো হচ্ছে (১ পদের নোট দেখুন)।

উপসংহার: কোণের প্রধান পাথর হিসেবে মশীহ সম্মানিত হবেন। নিস্তারপর্ব পালনের সময় যখন মশীহের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছিল সেই রাতে আমাদের প্রভু ও তাঁর শিষ্যরা এই মহান হাল্লেলূইয়া গীতটি ১১৪-১১৭ এবং ১৩৬ গীতের সাথে গেয়েছিলেন। এই গীত মশীহকে কোণের পাথর হিসেবে দেখানো হয়েছে যাঁকে শুধু অগ্রাহ্য করা হবে তা নয়, কিন্তু শেষে তিনি তাঁর রাজ্যে সম্মানিত হবেন।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. আপনি সাধারণত সংকটের সময়ে কিভাবে প্রভুর প্রতি সাড়া দিয়ে থাকেন? ঈশ্বর সম্বন্ধে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কিভাবে সেই পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করে?
২. আধুনিক যুগে আমরা যে অনেক পরিবর্তন দেখি, তা সত্ত্বেও কি কখনও পরিবর্তন হয় না? এই অপরিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্য আপনাকে কতটা সান্ত্বনা দেয়? কেন দেয়?
৩. ১১৮:২২ পদে আপনি খ্রীষ্টের কোন্ ছবি দেখতে পান?

গীত ১১৯

সদাপ্রভু ঈশ্বরের ব্যবস্থা ও বাক্যের মহিমা-গীত

ভূমিকা: গীতসংহিতার সবচেয়ে বড় গীত, তথা সমগ্র পবিত্র বাইবেলের সবচেয়ে বড় অধ্যায়। এখানে ব্যক্ত হয়েছে সদাপ্রভুর বাক্যের প্রশংসাসূচক ধ্যান ভিত্তিক গীত (এর সাথে তুলনা করুন ১১৭ অধ্যায়ের ভূমিকা)। গীতটির রচয়িতা ছিলেন অনুসরণীয় ধার্মিকতার অধিকারী একজন ইস্রায়েলীয় নাগরিক, যিনি – (১) ঈশ্বরের বাক্যকে তাঁর নিজ জীবনের বাক্য হিসেবে আত্মস্থ করেছিলেন এবং নিজেকে নিবেদিত করেছিলেন; (২) যিনি তাঁর নিজ অন্তর ও জীবনের সমস্ত ভুল ত্রুটি নম্রতার সাথে স্বীকার করেছেন; (৩) ঈশ্বরের সংশোধনী সমস্ত শাসনের ব্যথা ও ফল তিনি অবগত আছেন; এবং (৪) যারা ঈশ্বরের বাক্যের চরম অবমাননা করে ও যারা তাকে নিজেদের শত্রুতে পরিণত করেছে, তাঁকে উপহাস ও তাচ্ছিল্য করে তাদের হাতে তিনি চরমভাবে নিগৃহীত হয়েছেন। খুব সম্ভবত তিনি একজন পুরোহিত (২৩, ৫৭ পদের নোট দেখুন) এবং এই গীতটির মধ্য দিয়েই সম্ভবত তিনি ঈশ্বরীয় চরিত্র অর্জনের জন্য একজন পুরোহিত হিসেবে তিনি যে সকল দিক নির্দেশনা প্রদান করতে পারেন তা জানিয়েছেন। তিনি ১৯:৭-১৩ পদে মূল বিষয়বস্তুকে আরও বিধৃত করেছেন এবং উদ্ধার লাভের বেশ কিছু প্রার্থনাকে তিনি এক সাথে করেছেন, যা একটি বৃহদাকার বর্ণানুক্রমিক গীতে রূপ নিয়েছে যার জন্য প্রয়োজন অধ্যবসায় ও মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন। সকল গীতের মধ্যে এটি বস্তুত গদ্য আকারে রচিত হয়েছে, পদ্য বা গীত আকারে নয়। এই গীতের অধিকাংশ পঙক্তিই ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে রচনা করা হয়েছে, যেখানে ঈশ্বরের বাক্য ও বিধানের প্রতি অনুধ্যানের পাশাপাশি মিশ্রিত হয়েছে

প্রার্থনা। তথাপি প্রারম্ভিক পদে এই বিষয়টি মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ঈশ্বরীয় নির্দেশনা দানের উদ্দেশ্যেই গীতটি রচনা করা হয়েছে (গীত ১ অধ্যায়ের আদর্শ অনুসারে; এর সাথে ৯ পদের নোট দেখুন)।

গীতসংহিতার অন্যান্য সব স্থানে সৃষ্ট পৃথিবীতে ঈশ্বরের আশ্চর্য কাজের উপরে ও পৃথিবীতে তাঁর কর্তৃত্বের উপরে মূলত আলোকপাত করা হয়েছে, যা পুস্তকটির অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু। গীতটির রচয়িতা সদাপ্রভুর বাক্যের দুটি বৈশিষ্ট্যকে এখানে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন: (১) জীবনের জন্য ঈশ্বরের সমস্ত নির্দেশনা সমূহ এবং (২) ঈশ্বরের শপথসমূহ – তাঁর বাধ্য হওয়ার জন্য আহ্বান এবং তাঁর বিশ্বস্ত হওয়ার জন্য আহ্বান (প্রকৃত ঈশ্বরীয় চরিত্রের অধিকারী হওয়ার দুটি প্রধান উপাদান; ৩৪:৮-১৪ পদের নোট দেখুন)। এর উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে তিনি পুরাতন নিয়মের প্রথা অনুসারে আটটি হিব্রু শব্দ ব্যবহার করেছেন: তৌরা, "আইন-কানুন বা ব্যবস্থা"; ইদোত, "বিধান"; পিক্কুদিম, "আদেশমালা"; মিওয়োত, "আজ্ঞা, আজ্ঞা সকল"; মিসফয়িম, "অনুশাসন" (১৯:৭-৯ পদে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং ১৯:৯ পদে "বিধান" অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে); উক্কিম, "বিধি"; দবার, "বাক্য" (অনেক সময় এটি "ব্যবস্থা" ব্যবহৃত হয়েছে, অনেক সময় "শপথ" অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে); ইমরাহ্, "বাক্য," তবে "শপথ" অর্থেই বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দগুলো তিনি ২২টি পঙক্তিমালার মধ্যে সুন্দরভাবে বণ্টন করেছেন এবং একেকটি পঙক্তিমালায় একেকভাবে এগুলো বিন্যস্ত হয়েছে। হে, ওয়াভ, হেৎ, ইয়োদ, কাফ, পে – এই বর্ণধারী পঙক্তিমালাগুলোতে তিনি আটটি শব্দই ব্যবহার করেছেন, এবং অন্যান্যগুলোতে ছয়টির নিচে কোন শব্দ ব্যবহৃত হয় নি। আটটি শব্দকে প্রত্যেকটি পঙক্তিমালায় প্রত্যেকটি শিরোনামধারী বর্ণের জন্য ব্যবহার করার ক্ষেত্রে রচয়িতা বর্ণমালার প্রত্যেকটি বর্ণকে ধরে আটটি পদ ব্যবহার করেছেন যেন এই আটটি শব্দকেই তিনি ব্যবহার করতে পারেন। এ কারণে গীতটি যে পুরোপুরি বর্ণানুক্রমিক ভঙ্গিতে রচিত হয়েছে সে কথা বলাই বাহুল্য। তবে এটি অবশ্যই লক্ষ্যণীয় যে, প্রথম তিনটি ও শেষ তিনটি পদ পুরো গীতের ভূমিকা ও উপসংহার নির্দেশ করেছে। ভূমিকায় গীতে ঈশ্বরীয় প্রজ্ঞা ও জ্ঞান নিয়ে বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং উপসংহারে চমৎকারভাবে মূল বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়েছে। এ বিষয়টিও লক্ষ্যণীয় যে, গীতের মাঝের অংশটিকে এ ধরনেরই তিন পদ বিশিষ্ট একটি বিশেষ পঙক্তিমালার মধ্য দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা গীতটির দ্বিতীয় অংশের সূচনা করেছে (পদ ৮৯-৯১ পদের নোট দেখুন)। নিচের নোটগুলো এই চিন্তাকে আরও প্রসারিত করেছে এবং প্রতিটি পঙক্তিমালায় যে কাঠামো নির্দেশ করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করেছে।

গীত ১১৯ : ক্রসরেফারেন্স

আলেফ

[১] সুখী তারা, যারা আচরণে সিদ্ধ,
যারা সদাপ্রভুর ব্যবস্থার পথে চলে।
[২] সুখী তারা, যারা তাঁর সমস্ত নির্দেশ পালন করে;
যারা সর্বান্তঃকরণে তাঁর খোঁজ করে।
[৩] আবার তারা অন্যায় করে না,

[১১৯:১] আদি ১৭:১; দ্বি.বি. ১৮:১৩; হিতো ১১:২০
[১১৯:১] গীত ১২৮:১
[১১৯:১] গীত ১:২
[১১৯:২] গীত ১১২:১; যিশা ৫৬:২
[১১৯:২] পদ ১৪৬; গীত ৯৯:৭
[১১৯:২] ১বংশা ১৬:১১; গীত ৪০:১৬
[১১৯:২] দ্বি.বি. ১০:১২
[১১৯:৩] গীত ৫৯:৪; ১ যোহন ৩:৯; ৫:১৮

তারা তাঁর সকল পথে গমন করে।
৪ তুমি তোমার আদেশমালা আদেশ করেছ,
যেন আমরা যত্নপূর্বক তা পালন করি।
৫ আহা! আমার সমস্ত পথ সুস্থির হোক,
যেন আমি তোমার বিধিগুলো পালন করি।
৬ তখন আমি লজ্জিত হব না,
যখন তোমার সমস্ত আদেশের প্রতি দৃষ্টি রাখি।
৭ যখন তোমার ধর্মময় অনুশাসনগুলো শিক্ষা করি,
তখন আমি সরল অন্তরে তোমার প্রশংসা করবো।
৮ আমি তোমার বিধিগুলো পালন করবো;
আমাকে একেবারে পরিত্যাগ করো না।

[১১৯:৩] গীত ১২৮:১; যিরি ৬:১৬; ৭:২৩
[১১৯:৪] গীত ১০৩:১৮
[১১৯:৪] পদ ৫৬; দ্বি.বি. ৬:১৭
[১১৯:৫] লেবী ১৯:৩৭
[১১৯:৬] পদ ৪৬, ৮০
[১১৯:৬] পদ ১১৭
[১১৯:৭] দ্বি.বি. ৪:৮
[১১৯:৮] গীত ৩৮:২১

গীত ১১৯ এর নোটসমূহ

১১৯:১-৩ সাধারণ শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ-বাণী।

১১৯:১-২ সুখী। ১:১ পদের নোট দেখুন।

১১৯:১ যারা আচরণে সিদ্ধ। ভূমিকার বাকি অংশে এই কথাটিকে আরও বিধৃত করা হয়েছে, যা শেষ করা হয়েছে এই প্রচলিত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে: "তাঁর সকল পথে গমন করে" (পদ ৩)। আদিপুস্তক ১৭:১ পদ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন আদিপুস্তক ২৬:৫ পদের নোট। **ব্যবস্থা:** হিব্রু তৌরা, যেখানে ঈশ্বরের লোকদের উদ্দেশে তাঁর প্রদত্ত সকল বিধান ও আদেশগুলো আইন-কানুনের আকারে সঙ্কলিত হয়েছে (দ্বি.বি. ৪:৪৪ পদ ও নোট দেখুন)। পরবর্তীতে "ব্যবস্থা" শব্দটিকে আরও বৃহৎ পরিধিতে প্রকাশ করা হয়েছে– সমগ্র পঞ্চপুস্তকে (লূক ২৪:৪৪ পদ ও নোট দেখুন) কিংবা সমগ্র পুরাতন নিয়ম (যোহন ১০:৩৪; ১২:৩৪; ১৫:২৫; ১ করি ১৪:২১ পদের নোট দেখুন) – কিন্তু এখানে যে প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তাতে শব্দটির অর্থ কিছুটা সীমাবদ্ধ হয়ে আসে।

১১৯:২ নির্দেশ। হিব্রু শব্দ 'ইদোত', যা দিয়ে মূলত বোঝানো হয় আইন-কানুনের সদাপ্রভু ঈশ্বরের প্রদত্ত সকল নির্দেশ ও আদেশ (২৫:১০, "প্রত্যাশা"; দ্বি.বি. ৪:৪৫, "শর্ত" দেখুন)। **যারা সর্বান্তঃকরণে তাঁর খোঁজ করে:** দ্বি.বি. ৪:২৯ পদ ও নোট দেখুন। **সর্বান্তঃকরণ:** ৪:৭ পদ দেখুন। এর সাথে ৪:৭ পদের নোটও দেখুন।

১১৯:৩ তাঁর সকল পথ। এই কথার জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটি গীতসংহিতায় খুব কমই ব্যবহৃত হয়েছে, তবে দ্বিতীয় বিবরণ ও অন্যান্য আরও কয়েকটি স্থানে ঈশ্বরের ব্যবস্থা পালনের ক্ষেত্রে শব্দটি বেশ ব্যবহৃত হয়েছে (২৫:৪ পদের নোট দেখুন) – এখানে ১ পদের পথ শব্দটির সাথে ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে।

১১৯:৪-৮ যারা ঈশ্বরের বিধান মান্য করে (পদ ৪-৫, ৮) তারা ঈশ্বরের সহায় লাভ করে (পদ ৬-৮ দেখুন)।

১১৯:৪ আদেশমালা। হিব্রু শব্দ 'পিক্কুদিম', যার মধ্য দিয়ে সদাপ্রভু ঈশ্বর কর্তৃক প্রবর্তিত বিশেষ নিয়ম বোঝানো হয়ে থাকে (১৯:৮; ১১১:৭ পদ দেখুন)।

১১৯:৫ বিধি। হিব্রু শব্দ 'উক্কিম', যার অর্থ আইন-কানুনের বিধান বা নির্দেশনা (দ্বি.বি.

৬:২; ২৮:১৫, ৪৫; ৩০:১০, ১৬; ১ রাজাবলি ১১:১১ পদ দেখুন), এর মধ্য দিয়ে আইন-কানুনের অটলতা ও অমোচনীয়তা নির্দেশ করা হয়েছে।

১১৯:৬ আমি লজ্জিত হব না। গীত রচয়িতা দরিদ্রতা, অসুস্থতা বা তাঁর শত্রুদের হাতে নির্যাতন ও অবিশ্বাসের শিকার হবেন না এবং তিনি কারও উপহাসের পাত্র হবেন না (পদ ৩১, ৪৬, ৮০; ২৫:২-৩, ২০ দেখুন; এর সাথে এই গীতের ভূমিকাও দেখুন), বরং তিনি সদাপ্রভুর গৌরব ও প্রশংসা করবেন (পদ ৭)। তিনি সমস্ত দয়া ও আশীর্বাদ লাভ করেছেন কারণ সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁকে ছেড়ে যান নি (পদ ৮ দেখুন)। **দৃষ্টি রাখি:** শ্রদ্ধা করা, আত্মস্থ করা (পদ ১৫; ৭৪:২০ দেখুন)। **আদেশ:** হিব্রু শব্দ 'মিওয়োত', আইন-কানুনের নির্দেশনা বা আদেশসমূহ (যাত্রা ২০:৬; ২৪:১২; দ্বি.বি. ৪:২ পদ দেখুন) যা প্রধানত স্বয়ং ঈশ্বর প্রদান করেছেন।

১১৯:৭ ধর্মময়। ঈশ্বরের ব্যবস্থা সম্পর্কে রচয়িতার অন্যতম প্রিয় একটি উক্তি (পদ ৬২, ৭৫, ১০৬, ১২৩, ১৩৮, ১৪৪, ১৬০, ১৬৪, ১৭২ দেখুন; এর সাথে ১৯:৯ পদও দেখুন)। **অনুশাসন।** হিব্রু শব্দ 'মিসফয়িম', আইন-কানুনের নির্দেশমালা (যাত্রা ২১:১; ২৪:৩; দ্বি.বি. ৪:১ পদ দেখুন), যেভাবে একজন রাজা তার দেশের আইন কানুন প্রণয়ন করে থাকেন।

১১৯:৮ আমাকে একেবারে পরিত্যাগ করো না। অর্থাৎ দারিদ্রতার কাছে, অসুস্থতার কাছে বা আমার শত্রুদের কাছে আমাকে ছেড়ে দিও না (এর সাথে তুলনা করুন ৯:১০; ২২:১; ২৭:৯-১০; ৩৮:২১; ৭১:৯, ১১, ১৮)।

বৈৎ

৯ যুবক কেমন করে নিজের পথ বিশুদ্ধ করবে?
তোমার সমস্ত আদেশ পালন করেই তা করবে।
১০ আমি সর্বান্তঃকরণে তোমার খোঁজ করেছি,
আমাকে তোমার নির্দেশিত পথ ছেড়ে ঘুরে বেড়াতে দিও না।
১১ তোমার বাক্য আমি হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চয় করেছি,
যেন তোমার বিরুদ্ধে পাপ না করি।
১২ ধন্য তুমি, হে সদাপ্রভু,
আমাকে তোমার বিধিগুলো শিক্ষা দাও।
১৩ আমি ওষ্ঠাধরে বর্ণনা করেছি
তোমার মুখের সমস্ত অনুশাসন।
১৪ আমি তোমার নির্দেশ-পথে আমোদ করেছি,
যেমন ধন-সম্পদে লোকে আনন্দ করে।
১৫ আমি তোমার আদেশমালা ধ্যান করবো,
তোমার সকল পথের প্রতি দৃষ্টি রাখবো।
১৬ আমি তোমার বিধিগুলোতে উল্লসিত হব,
তোমার বাক্য ভুলে যাব না।

[১১৯:৯] গীত ৩৯:১
[১১৯:৯] পদ ৬৫,১৬৯
[১১৯:১০] গীত ৯:১
[১১৯:১০] পদ ২১,১১৮
[১১৯:১১] দ্বি.বি. ৬:৬; ইয়োব ২২:২২
[১১৯:১১] পদ ১৩৩,১৬৫; গীত ১৮:২২-২৩; ১৯:১৩; হিতো ৩:২৩; যিশা ৬৩:১৩
[১১৯:১২] গীত ২৮:৬
[১১৯:১২] গীত ১৪৩:৮, ১০
[১১৯:১২] যাত্রা ১৮:২০
[১১৯:১৩] পদ ৭২
[১১৯:১৪] পদ ১১১
[১১৯:১৫] পদ ৯৭,১৪৮; গীত ১:২
[১১৯:১৬] গীত ১১২:১

১১৯:৯ যুবক। প্রজ্ঞাবান শিক্ষকের মত করে যুবকদের উদ্দেশে শিক্ষা দানের ভঙ্গিতে কথাটি বলা হয়েছে (৩৪:১১; হিতোপদেশ ১:৪; উপদেশক ১১:৯; ১২:১ পদ দেখুন; এর সাথে হিতোপদেশ পুস্তকের ভূমিকা: উদ্দেশ্য ও শিক্ষা অংশের প্রথম দুটি অনুচ্ছেদ দেখুন)। **বিশুদ্ধ:** সমস্ত মানবীয় ও জাগতিক কলুষতা থেকে মুক্ত (৭৩:১৩)। **আদেশ:** হিব্রু শব্দ 'দবার', যা ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত বাক্য অর্থেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে এখানে বিশেষভাবে ঈশ্বরের আইন-কানুনের কথা বোঝানো হয়েছে (আবার কোন কোন ক্ষেত্রে শপথ বোঝানো হয়ে থাকে)।

১১৯:১০ আমি সর্বান্তঃকরণে তোমার খোঁজ করেছি। লেখক প্রধানত ঈশ্বরের ব্যবস্থা ও তাঁর প্রতিজ্ঞার প্রতি অনুধ্যানে নিজেকে নিবেদিত করেছেন। এই দুটি বিষয় তাঁর কাছে ব্যাপক গুরুত্ব বহন করে, কারণ এগুলো তাঁর কাছে ঈশ্বরের জীবনদায়ী বাক্য। **সর্বান্তঃকরণ:** পদ ১১ দেখুন; এর সাথে ৪:৭ পদের নোট দেখুন।

১১৯:১১ বাক্য। হিব্রু শব্দ 'ইমরাহ্', যা দবার শব্দটির সমার্থক ("আদেশ"; ৯ পদের নোট দেখুন; এর সাথে দ্বি.বি. ৩৩:৯; হিতোপদেশ ৩০:৫ পদ দেখুন)। উল্লেখ করা হয়ে না থাকলে ইমরাহ্ শব্দটি দিয়ে সাধারণত "শপথ" বোঝানো হয়ে থাকে, যেভাবে দবার শব্দটি দিয়ে সাধারণত "বাক্য" বোঝানো হয়।

১১৯:১৩ ওষ্ঠাধরে বর্ণনা করেছি। ধ্যানের মধ্য দিয়ে নতুবা সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিবেদিত আইন-কানুনের নিয়মের লিটার্জি উচ্চারণের মধ্য দিয়ে (৫০:১৬ পদ দেখুন, "মুখে আনা")।

১১৯:১৪ যেমন ধন-সম্পদে লোকে আনন্দ করে। ৭২, ১১১, ১৬২ পদ দেখুন।

১১৯:১৫ সকল পথ। ৩ পদে এই শব্দটির জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দকে পথ বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে (২৫:৪ পদ ও নোট দেখুন)।

গিমল

[১১৯:১৭] গীত ১৩:৬; ১১৬:৭
[১১৯:১৭] পদ ৬৭; গীত ১০৩:২০
[১১৯:১৯] আদি ২৩:৪; ইব ১১:১৩
[১১৯:২০] গীত ৪২:২; ৮৪:২
[১১৯:২০] পদ ১৩১; গীত ৬৩:১; যিশা ২৬:৯
[১১৯:২১] পদ ৫১; ইয়োব ৩০:১; গীত ৫:৫; যিরি ২০:৭; ৫০:৩২; দানি ৪:৩৭; মালা ৩:১৫
[১১৯:২১] দ্বি.বি. ২৭:২৬
[১১৯:২১] পদ ১০
[১১৯:২২] গীত ৩৯:৮
[১১৯:২২] পদ ২

১৭ তোমার দাসের মঙ্গল কর, যেন আমি বাঁচি,
তা হলে আমি তোমার বাক্য পালন করবো।
১৮ আমার নয়ন খুলে দাও, যেন আমি দর্শন করি,
তোমার ব্যবস্থায় আশ্চর্য আশ্চর্য বিষয় দেখি।
১৯ আমি পৃথিবীতে প্রবাসী,
আমা থেকে তোমার সমস্ত আদেশ লুকিয়ে রেখো না।
২০ আমার প্রাণ সর্ব সময়ে আকাঙ্খায় ক্ষুণ্ন হয়
তোমার অনুশাসনগুলোর জন্য।
২১ তুমি সেই অভিশাপগ্রস্ত অহঙ্কারীদেরকে ভর্ৎসনা করেছ,
যারা তোমার নির্দেশিত পথ ছেড়ে ঘুরে বেড়ায়।
২২ আমা থেকে দুর্নাম ও অপমান দূর কর,
কেননা আমি তোমার নির্দেশগুলো পালন করেছি।
২৩ শাসনকর্তারাও আমার বিপক্ষে কথা বললেও,
তোমার এই দাস তোমার বিধি ধ্যান করে।
২৪ তোমার নির্দেশগুলো আমার হর্ষজনক,

সেগুলো আমার মন্ত্রণাদায়ক সুহৃৎ।

১১৯:১৭-২৪ ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান করলে ও তা পালন করলে তাঁর দাসেরা পৃথিবীর সমস্ত কলুষতা ও ভ্রষ্টতা থেকে মুক্ত হয় (পদ ২১)।

১১৯:১৭ তা হলে আমি তোমার বাক্য পালন করবো। ঈশ্বরের ভালবাসা ও যত্ন বিধানের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ।

১১৯:১৮ আশ্চর্য আশ্চর্য বিষয়। এই কথার মধ্য দিয়ে সাধারণত ঈশ্বরের উদ্ধারকারী কাজের কথা বোঝানো হয়ে থাকে (৯:১ পদ ও নোট দেখুন) – কিন্তু ঈশ্বরের ব্যবস্থায় আরও যুক্ত রয়েছে বোধের অতীত আশ্চর্য কাজ (পদ ২৭ দেখুন), যা কেবল মাত্র ঈশ্বর কারও চোখ খুলে দিলে সে উপলব্ধি করতে পারে।

১১৯:১৯ আমি পৃথিবীতে প্রবাসী। সদাপ্রভু ঈশ্বরের দাস হিসেবে, অর্থাৎ তাঁর রাজ্যের একজন নাগরিক হিসেবে এই পৃথিবীর কোন রাজ্য বা দেশই গীত রচয়িতার নিজ বাসস্থান নয় (৩৯:১২ পদ ও নোট দেখুন; এর সাথে ৫৪ পদের নোট দেখুন)।

১১৯:২০ আমার প্রাণ। অর্থাৎ স্বয়ং আমি (পদ ২৮, ৮১ দেখুন; এর সাথে ৬:৩ পদের নোট দেখুন)।

১১৯:২১ অহঙ্কারী। যারা নিজেরাই নিজেদের বিধান অনুসারে চলে, যাদের কথা ১০:২-১১ পদে আরও পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে (৫১, ৬৯, ৭৮, ৮৫, ১১২ পদ দেখুন; এর সাথে ৩১:২৩ পদের নোট দেখুন)। গীত রচয়িতা তাদের শত্রুতার জন্য প্রচুর কষ্ট সহ্য করেছেন, কারণ তিনি ঈশ্বর ও তাঁর ব্যবস্থার অনুগামী, যা পরবর্তী দুটি পদে এবং আরও অনেক স্থানে প্রকাশ পেয়েছে। **অভিশাপগ্রস্ত:** অর্থাৎ যারা ঈশ্বরের বিচারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য উপযোগী হয়েছে।

১১৯:২২ দুর্নাম ও অপমান। গীত রচয়িতার বিপক্ষে অহঙ্কারীদের করা কাজ।

১১৯:২৩ শাসনকর্তারা। যেহেতু লেখক রাজার সম্মুখে বক্তব্য রাখার কথা বলেছেন (পদ ৪৬) এবং শাসনকর্তাদের হাতে নির্যাতিত হওয়ার কথাও উল্লেখ করেছেন (পদ ১৬১), এ জন্য বলা যেতে পারে যে, তিনি সম্ভবত কোন বিশেষ পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, যেমন পুরোহিত (যাঁর অন্যতম একটি কাজ ছিল ঈশ্বরের ব্যবস্থা শিক্ষা দেওয়া; লেবীয় ১০:১১; ইষ্রা ৭:৬; নহি ৮:২-৮; যিরমিয় ২:৮; ১৮:১৮; মালাখি ২:৭ পদ দেখুন; এর সাথে ৫৭ পদের নোট দেখুন)। সম্ভবত যে রাজা ও শাসনকর্তাদের কথা বলা হচ্ছে তারা ইস্রায়েলে দায়ূদের রাজবংশের ছিলেন। তবে বাস্তবতার কথা বিচার করলে তারা ছিলেন বন্দীদশার পরবর্তী সময়ে পারস্য সম্রাজ্যের অধীন রাজ্যগুলোর কোন স্থানীয় শাসনকর্তা। তারা সে সময় ক্ষমতায় অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাদেরকে পরাভূত করতে পারে এমন কোন বিপক্ষ শাসনকর্তা তখন ছিলেন না (১৯ পদ দেখুন)। **আমার বিপক্ষে কথা বললেও:** তারা যেভাবে জাগতিক শাসন পরিচালনার বিভিন্ন বিষয়ে এক সাথে বসে পরিকল্পনা করতো, সেভাবে ঈশ্বরের বিধান ও ব্যবস্থা অবজ্ঞা করার ক্ষেত্রে ও তাঁর দাসকে অপদস্থ করার ক্ষেত্রেও তারা একই সাথে পরামর্শ করে কাজ করেছে (পদ ২৪)।

দালৎ

২৫ আমার প্রাণ ধূলিতে সংলগ্ন,
তোমার বাক্য অনুসারে আমাকে সঞ্জীবিত কর।
২৬ আমি আমার পথগুলোর কথা বললাম,
আর তুমি আমাকে উত্তর দিয়েছ,
তোমার বিধিগুলো আমাকে শিক্ষা দাও।
২৭ তোমার আদেশমালা আমাকে বুঝিয়ে দাও,
আমি তোমার আশ্চর্য সমস্ত কাজ ধ্যান করবো।
২৮ আমার প্রাণ দুঃখে গলে পড়ছে,
তোমার বাক্য অনুসারে আমাকে উঠাও।
২৯ আমার কাছ থেকে মিথ্যার পথ দূর কর,
কৃপা করে তোমার ব্যবস্থা আমাকে শিক্ষা দাও।
৩০ আমি বিশ্বস্ততার পথ মনোনীত করেছি,
আমি তোমার সমস্ত অনুশাসন সম্মুখে রেখেছি।
৩১ আমি তোমার নির্দেশগুলোতে আসক্ত;
হে সদাপ্রভু, আমাকে লজ্জিত করো না।
৩২ আমি তোমার নির্দেশিত পথে দৌড়াব,
কেননা তুমি আমার হৃদয় প্রশস্ত করেছ।

[১১৯:২৫] গীত ৪৪:২৫
[১১৯:২৫] পদ ৫০,১০৭; গীত ১৪৩:১১
[১১৯:২৫] পদ ৯
[১১৯:২৬] গীত ২৫:৪; ২৭:১১; ৮৬:১১
[১১৯:২৭] গীত ১০৫:২; ১৪৫:৫
[১১৯:২৮] গীত ৬:৭; ১১৬:৩; যিশা ৫১:১১; যিরি ৪৫:৩
[১১৯:২৮] গীত ১৮:১; যিশা ৪০:২৯; ৪১:১০
[১১৯:২৮] পদ ৯
[১১৯:২৯] গীত ২৬:৪
[১১৯:২৯] গণনা ৬:২৫
[১১৯:৩০] যিহো ২৪:২২
[১১৯:৩০] গীত ২৬:৩
[১১৯:৩০] গীত ১০৮:১
[১১৯:৩১] দ্বি.বি. ১০:২০

১১৯:২৫-৩২ গীত রচয়িতা "ধূলিতে সংলগ্ন" থাকুন (পদ ২৫) বা তাঁর হৃদয় প্রশস্ত হোক না কেন (পদ ৩২), তিনি সব সময়ই ঈশ্বরের বাক্য ও নির্দেশনার প্রতি আসক্ত (পদ ৩১)।

১১৯:২৫ ধূলিতে সংলগ্ন। এখানে গীত রচয়িতা তাঁর দুঃখ, কষ্ট ও পীড়নের কথাই বেশি বলেছেন (পদ ২৮, ৫০, ৬৭, ৭১, ৭৫, ৮৩, ৯২, ১০৭, ১৪৩, ১৫৩ দেখুন)। তাঁর এই কথাগুলো থেকে এটাই মনে হয় যে, ঈশ্বরের নিবেদিত প্রাণ দাসদের জীবনে তাদের শত্রুদের উপহাস, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, নির্যাতন খুব স্বাভাবিক একটি ব্যাপার, কারণ তারা ঈশ্বরের বাক্য মেনে চলেন এবং ঈশ্বরের সকল প্রতিজ্ঞার প্রত্যাশা অনুসারে জীবন-যাপন করেন (পদ ৪২, ৫১, ৬৫, ৬৯, ৭৮, ৮৫, ৯৫, ১১০, ১৩৪, ১৪১, ১৫০, ১৫৪, ১৫৭, ১৬১ দেখুন; এর সাথে পদ ৬; ৫:৯; ৩১:১১-১২ পদের নোট দেখুন)। **ধূলিতে:** ৪৪:২৫ পদ ও নোট দেখুন। **তোমার বাক্য:** বিশেষ করে বাক্যের প্রতিজ্ঞার কথা বলা হয়েছে, যেমনটা দেখা যায় ২৮, ৩৭, ৪২, ৪৯, ৬৫, ৭৪, ৮১, ১০৭, ১১৪, ১৪৭ পদে।

১১৯:২৭ আশ্চর্য কাজ। ১৮ পদের নোট দেখুন।

১১৯:২৯ মিথ্যার পথ। যে পথ দেখলে সঠিক পথ বলে মনে হতে পারে কিন্তু তা আসলে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায় (হিতোপদেশ ১৪:১২ পদ ও নোট দেখুন) – ঈশ্বরের নির্দেশিত ব্যবস্থার দ্বারা প্রদর্শিত পথের বিপরীত। ঈশ্বরের পথ সর্বদা বিশ্বাসযোগ্য (পদ ৪৬, ১৩৮) এবং সত্য (পদ ১৪২, ১৫১, ১৬০)। **তোমার ব্যবস্থা আমাকে শিক্ষা দাও:** আমাকে তোমার প্রকৃত বিধান শিক্ষা দাও এবং তোমার দয়ার আনন্দ আমাকে উপভোগ করতে দাও।

১১৯:৩০ বিশ্বস্ততার পথ। ২৯ পদের নোট দেখুন।

১১৯:৩১ আমাকে লজ্জিত করো না। ৬ পদের নোট দেখুন।
১১৯:৩২ তুমি আমার হৃদয় প্রশস্ত করেছো। ১ রাজাবলি ৪:২৯ পদ দেখুন, "অন্তরের বিস্তীর্ণতা"।

হে

৩৩ হে সদাপ্রভু, তোমার বিধি-পথ আমাকে দেখাও,
আর আমি শেষ পর্যন্ত তা পালন করবো।
৩৪ আমাকে বিবেচনা দাও,
আমি তোমার ব্যবস্থা মানব,
সর্বান্তঃকরণে তা পালন করবো।
৩৫ তোমার নির্দেশিত পথে আমাকে গমন করাও,
কারণ তাতেই আমার প্রীতি।
৩৬ তোমার নির্দেশগুলোর প্রতি আমার হৃদয় ফিরাও,
লোভের প্রতি আমার হৃদয়কে ফিরতে দিও না।
৩৭ মূল্যহীন দর্শন থেকে আমার চোখ ফিরাও,
তোমার পথে আমাকে সঞ্জীবিত কর।
৩৮ তোমার দাসের পক্ষে সফল কর তোমার প্রতিজ্ঞা,
যারা তোমাকে ভক্তিপূর্ণ ভয় করে তাদের পক্ষে তা সফল কর।
৩৯ দূর কর আমার দুর্নাম, যার বিষয় আমি ভয় করি,
কেননা তোমার সমস্ত অনুশাসন উত্তম।
৪০ দেখ, আমি তোমার আদেশমালা আকাঙ্খা করে আসছি,
তোমার ধর্মশীলতায় আমাকে সঞ্জীবিত কর।

[১১৯:৩৩] পদ ১২
[১১৯:৩৪] পদ ২৭, ৭৩,১৪৪,১৬৯; ইয়োব ৩২:৮; হিতো ২:৬; দানি ২:২১; যাকোব ১:৫
[১১৯:৩৪] দ্বি.বি. ৬:২৫
[১১৯:৩৪] পদ ৬৯
[১১৯:৩৫] গীত ২৫:৪-৫
[১১৯:৩৫] পদ ৩২
[১১৯:৩৫] গীত ১:২
[১১৯:৩৬] যিহো ২৪:২৩
[১১৯:৩৬] যিহি ৩৩:৩১
[১১৯:৩৭] পদ ২৫; গীত ৭১:২০
[১১৯:৩৭] পদ ৯
[১১৯:৩৮] গণনা ২৩:১৯
[১১৯:৩৯] পদ ২২; গীত ৬৯:৯; ৮৯:৫১; যিশা ২৫:৮; ৫১:৭; ৫৪:৪
[১১৯:৪০] পদ ২০
[১১৯:৪০] পদ ২৫,১৪৯,১৫৪

১১৯:৩৩-৪০ ঈশ্বরের ব্যবস্থা অনুসারে তাঁর নির্দেশনা লাভের জন্য প্রার্থনা।
১১৯:৩৪ সর্বান্তঃকরণ। ৩৬ পদ দেখুন; এর সাথে ৪:৭ পদের নোটও দেখুন।
১১৯:৩৬-৩৭ হৃদয় ... চোখ। ১০১:২-৩ পদ ও নোট দেখুন।
১১৯:৩৮ যারা তোমাকে ভক্তিপূর্ণ ভয় ... তা সফল কর। সদাপ্রভু ঈশ্বরের উদ্ধারকারী কাজ তাঁর প্রতিজ্ঞার পরিপূর্ণতা অনুসারে সাধিত হয়ে থাকে এবং এর মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয় যে, তিনি একমাত্র সত্যিকারের ঈশ্বর (১৩০:৪; ২ শমূয়েল ৭:২৫-২৬; ১ রাজাবলি ৮:৩৯-৪০; যিরমিয় ৩৩:৮-৯ পদ দেখুন)।
১১৯:৩৯ দুর্নাম, যার বিষয় আমি ভয় করি। পদ ৬, ২৫ ও নোট দেখুন।
১১৯:৪০ ধর্মশীলতা। ৪:১ পদের নোট দেখুন।

বৌ

৪১ আমার প্রতি তোমার অটল প্রেম বর্তুক,
হে সদাপ্রভু, তোমার প্রতিজ্ঞা অনুসারে তোমার পরিত্রাণ বর্তুক।
৪২ তবে আমি আমার দুর্নামকারীকে উত্তর দিতে পারব,

[১১৯:৪১] গীত ৬:৪
[১১৯:৪১] পদ ৭৬,১১৬,১৫৪,১৭০
[১১৯:৪২] হিতো ২৭:১১
[১১৯:৪২] গীত ৪২:১০

কেননা আমি তোমার বাক্যে নির্ভর করছি।
৪৩ আর আমার মুখ থেকে সত্যের বাক্য নিঃশেষে হরণ করো না,
কেননা আমি তোমার অনুশাসনগুলোর অপেক্ষা করছি।
৪৪ আমি সতত তোমার ব্যবস্থা পালন করবো,
যুগে যুগে চিরকাল করবো।
৪৫ আর আমি প্রশস্ত স্থানে যাতায়াত করবো,
কেননা আমি তোমার আদেশমালার খোঁজ করেছি।
৪৬ আমি রাজাদের সাক্ষাতেও তোমার নির্দেশগুলোর কথা বলবো,
আর আমি লজ্জিত হব না।
৪৭ আমি তোমার আদেশগুলোতে আনন্দ করবো,
সেসব আমি ভালবাসি।
৪৮ আমি তোমার আদেশগুলোকে সম্মান করি,
সেসব আমি ভালবাসি,
আমি তোমার বিধিগুলো ধ্যান করবো।

[১১৯:৪৩] ১রাজা ১৭:২৪
[১১৯:৪৩] পদ ৭৪, ৮১,১১৪,১৪৭
[১১৯:৪৪] পদ ৩৩, ৩৪, ৫৫; দ্বি.বি. ৬:২৫
[১১৯:৪৫] পদ ৯৪,১৫৫
[১১৯:৪৬] মথি ১০:১৮; প্রেরিত ২৬:১-২
[১১৯:৪৬] পদ ৬
[১১৯:৪৭] পদ ৭৭,১৪৩; গীত ১১২:১
[১১৯:৪৭] পদ ৯৭,১২৭,১৫৯,১৬৩,১৬৫
[১১৯:৪৮] আদি ২৪:৬৩

১১৯:৪১-৪৮ ঈশ্বর যেন আমাকে উদ্ধার করেন এবং আমার মুখ থেকে তাঁর সত্য যেন কখনো বিচ্যুত না হয়; তাহলে আমি আমার সারাটা জীবন তাঁর ব্যবস্থা মান্য করবো এবং রাজা ও শাসনকর্তাদের সামনে তা উচ্চারণ করবো, কারণ আমি তাঁর আদেশমালা ভালবাসি।

১১৯:৪১ অটল ভালবাসা। পদ ৬৪, ৭৬, ৮৮, ১২৪, ১৪৯, ১৫৯ দেখুন; এর সাথে ৬:৪ পদের নোটও দেখুন।

১১৯:৪২ আমার দুর্নামকারী। ২৫ পদের নোট দেখুন (ধূলিতে সংলগ্ন)। **তোমার বাক্য:** ২৫ পদের নোট দেখুন।

১১৯:৪৩ আমার মুখ থেকে সত্যের বাক্য। পদ ১৩ ও নোট দেখুন; এর সাথে ৪৬ পদও দেখুন।

১১৯:৪৫ আমি প্রশস্ত স্থানে যাতায়াত করবো। আক্ষরিক অর্থে প্রশস্ত স্থান কথাটি দিয়ে "স্বাধীনতা" বা "মুক্তি" বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ কোন নিপীড়ন বা নির্যাতনের কারণে আবদ্ধ নয় এমন (১৮:১৯ পদের নোট দেখুন)।

১১৯:৪৬ রাজাদের সাক্ষাতে। এমনই হবে তাঁর সাহসিকতা (২৩ পদের নোট দেখুন)।

১১৯:৪৮ আমি তোমার বিধিগুলো ধ্যান করবো। ঈশ্বরের প্রশংসার সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি কাজ (যেমনটা দেখা যায় ৬৩:৪; ১৩৪:২ পদে); সে কারণে এই কথাটির অর্থ সম্ভবত আমি তোমার প্রশংসা করবো।

সয়িন

৪৯ তোমার দাসের পক্ষে সেই বাক্য স্মরণ কর,
যা দ্বারা তুমি আমাকে প্রত্যাশাযুক্ত করেছ।
৫০ দুঃখের সময়ে এ-ই আমার সান্ত্বনা,

[১১৯:৪৯] পদ ৯
[১১৯:৪৯] পদ ৪৩
[১১৯:৫০] পদ ২৫

তোমার প্রতিজ্ঞা আমাকে সঞ্জীবিত করেছে।
৫১ অহঙ্কারীরা আমাকে অতিশয় বিদ্রূপ করেছে,
তোমার ব্যবস্থা থেকে আমি বিমুখ হই নি।
৫২ হে সদাপ্রভু, আমি তোমার পূর্বকালের সমস্ত অনুশাসন
স্মরণ করেছি,
আর সান্ত্বনা পেয়েছি।
৫৩ দুষ্টদের বিষয়ে আমার ক্রোধ জ্বলে উঠলো,
কেননা তারা তোমার ব্যবস্থা ত্যাগ করে।
৫৪ তোমার বিধিগুলো হয়েছে আমার গান
যেখানেই অমি আমার বাসগৃহ তৈরি করি।
৫৫ হে সদাপ্রভু, আমি রাতের বেলায় তোমার নাম স্মরণ করেছি,
ও তোমার ব্যবস্থা পালন করেছি।
৫৬ এই আশীর্বাদ আমার উপর বর্ষিত হয়েছে যে,
আমি তোমার আদেশমালা পালন করেছি।

[১১৯:৫১] পদ ২১; ইয়োব ১৬:১০; ১৭:২
[১১৯:৫১] ইয়োব ২৩:১১
[১১৯:৫২] গীত ১০৩:১৮
[১১৯:৫৩] যাত্রা ৩২:১৯; ৩৩:৪
[১১৯:৫৩] গীত ৮৯:৩০
[১১৯:৫৪] পদ ১৭২; গীত ১০১:১; ১৩৮:৫
[১১৯:৫৫] পদ ৬২, ৭২; গীত ১:২; ৪২:৮; ৬৩:৬; ৭৭:২; যিশা ২৬:৯; প্রেরিত ১৬:২৫
[১১৯:৫৫] পদ ৪৪
[১১৯:৫৬] পদ ৪,১০০,১৩৪,১৬৮; গণনা ১৫:৪০

১১৯:৪৯-৫৬ পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, সদাপ্রভুর বাক্য আমার সান্ত্বনা এবং আমার পথ প্রদর্শক।

১১৯:৪৯ বাক্য। ২৫ পদের নোট দেখুন।

১১৯:৫০-৫১ দুঃখের সময়ে ... অহঙ্কারীরা আমাকে অতিশয় বিদ্রূপ করেছে। ২৫ পদের নোট দেখুন (ধূলিতে সংলগ্ন)।

১১৯:৫১ অহঙ্কারীরা। ২১ পদের নোট দেখুন।

১১৯:৫২ পূর্বকাল। ঈশ্বরের বাক্য পরিবর্তনীয় নয়, বরং এর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে যে, ঈশ্বরের বাক্য সব সময় অটল, দৃঢ় ও অপরিবর্তনীয়। এটিই গীত রচয়িতার সান্ত্বনার অন্যতম উৎস এবং এ কারণেই তিনি সদাপ্রভুর বাক্য ও আইন-কানুনের প্রতি এতটা অনুরক্ত (৮৯, ১৪৪, ১৫২, ১৬০ পদ দেখুন)।

১১৯:৫৩ আমার ক্রোধ জ্বলে উঠলো। ঈশ্বরের আইন-কানুনের প্রতি বিশেষ অনুরাগের কথা এখানে প্রকাশ পেয়েছে (পদ ১৩৬, ১৩৯ দেখুন)। যারা ঈশ্বরের এই ব্যবস্থা তথা ঈশ্বরের বাক্য পরিত্যাগ করে তাদের সকলের বিরুদ্ধে ধার্মিকদের ক্রোধ জেগে ওঠে (পদ ১১৩, ১১৫, ১৫৮ দেখুন) এবং যারা এর বিপক্ষে অবস্থান নেয় তাদের প্রতি ধার্মিকদের ঘৃণা উৎপন্ন হয় (পদ ১০৪, ১২৮, ১৬৩ দেখুন)। কিন্তু যারা ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করে ও তা মান্য করে তাদের সাথে ধার্মিকেরা আত্মার একাত্ম হয় (পদ ৬৩ দেখুন)।

১১৯:৫৪ যেখানেই অমি আমার বাসগৃহ তৈরি করি। সম্ভবত এখানে ১৯ পদের ভাবধারাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে (উক্ত পদের নোট দেখুন)।

১১৯:৫৫ তোমার নাম। ৫:১১ পদের নোট দেখুন।

হেৎ

৫৭ সদাপ্রভু আমার অধিকার;
আমি বলেছি, আমি তোমার সমস্ত বাক্য পালন করবো।
৫৮ আমি সর্বান্তঃকরণে তোমার মুখের প্রসন্নতা লক্ষ্য করেছি;
তোমার প্রতিজ্ঞানুসারে আমার প্রতি দয়া কর।
৫৯ আমি নিজের পথগুলো বিবেচনা করলাম,
ও তোমার নির্দেশগুলোর প্রতি আমার চরণ ফিরালাম।
৬০ আমি তৎপর হলাম, বিলম্ব করলাম না,
তোমার সমস্ত আদেশ পালন করার জন্য।
৬১ দুষ্টদের দড়ি আমাকে জড়িয়ে ধরেছে,
আমি তোমার ব্যবস্থা ভুলে যাই নি।
৬২ আমি মধ্যরাতে তোমার প্রশংসা করতে উঠবো,
তোমার ধর্মময় অনুশাসনগুলোর জন্য।
৬৩ আমি সেই সবের সখা, যারা তোমাকে ভয় করে,
এবং যারা তোমার আদেশমালা পালন করে।
৬৪ তোমার অটল প্রেমে, হে সদাপ্রভু, পৃথিবী পরিপূর্ণ,
আমাকে তোমার বিধিগুলো শিক্ষা দাও।

[১১৯:৫৭] দ্বি.বি. ৩২:৯; যিরি ৫১:১৯; বিলাপ ৩:২৪
[১১৯:৫৭] পদ ১৭, ৬৭,১০১
[১১৯:৫৮] দ্বি.বি. ৪:২৯; ১বংশা ১৬:১১; গীত ৩৪:৪
[১১৯:৫৮] আদি ৪৩:২৯; ইষ্রা ৯:৮
[১১৯:৫৮] পদ ৪১
[১১৯:৫৯] যিহো ২৪:১৪-১৫; গীত ৩৯:১
[১১৯:৬০] পদ ১১৫
[১১৯:৬১] পদ ৮৩,১০৯,১৫৩,১৭৬
[১১৯:৬২] পদ ৫৫; প্রেরিত ১৬:২৫
[১১৯:৬২] পদ ৭
[১১৯:৬৩] গীত ১৫:৪; ১০১:৬-৭; ১০৩:১১
[১১৯:৬৩] পদ ৫৬; গীত ১১১:১০
[১১৯:৬৪] গীত ৩৩:৫

১১৯:৫৭-৬৪ সদাপ্রভু ঈশ্বর হলেন গীত রচয়িতার একমাত্র প্রশংসা, গৌরব ও উপাসনার পাত্র, কারণ ঈশ্বরের বিধান ও বাক্য সারা পৃথিবীতে তাঁর লোকদের জন্য সুখী, নিরাপদ ও আনন্দময় জীবন যাপনের জন্য পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এ কারণে ঈশ্বরের সকল শপথ তাঁর প্রত্যাশার বিষয় এবং ঈশ্বরের ধর্মশীল আদেশমালা তাঁর আনন্দের বিষয়।

১১৯:৫৭ আমার অধিকার। এর মধ্য দিয়ে গীত রচয়িতাকে একজন পুরোহিত বা লেবীয় বলে চিহ্নিত করা যায় (৭৩:২৬ পদ ও নোট দেখুন)।

১১৯:৫৮ সর্বান্তঃকরণ। ৪:৭ পদের নোট দেখুন।

১১৯:৬১ দুষ্টদের দড়ি আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। অর্থাৎ আমাকে নির্যাতন ও নিপীড়ন করছে।

১১৯:৬২ তোমার প্রশংসা করতে উঠবো। গীত ১০০ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

ধর্মময় অনুশাসন: ৭ পদের নোট দেখুন।

১৯৯:৬৩ সখা। ৫৩ পদের নোট দেখুন।

টেট

৬৫ তুমি তোমার দাসের প্রতি মঙ্গল ব্যবহার করেছ,
হে সদাপ্রভু, তোমার বাক্য অনুসারে করেছ।
৬৬ উত্তম বিচার ও জ্ঞান আমাকে শিখাও,
কেননা আমি তোমার আদেশগুলোতে বিশ্বাস করে আসছি।

[১১৯:৬৪] পদ ১২,১০৮
[১১৯:৬৫] পদ ১৭; গীত ১২৫:৪; যিশা ৫০:২; ৫৯:১; মীখা ২:৭
[১১৯:৬৫] পদ ৯
[১১৯:৬৬] গীত ৫১:৬

৬৭ দুঃখার্ত হবার আগে আমি ভ্রান্ত ছিলাম,
কিন্তু এখন তোমার বাক্য পালন করছি।
৬৮ তুমি মঙ্গলময় ও মঙ্গলকারী,
তোমার বিধিগুলো আমাকে শিক্ষা দাও।
৬৯ অহঙ্কারীরা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা রচনা করেছে,
আমি সর্বান্তঃকরণে তোমার আদেশমালা পালন করবো।
৭০ ওদের অন্তঃকরণ চর্বির মত স্থূল;
কিন্তু আমি তোমার ব্যবস্থায় আনন্দ করি।
৭১ আমি যে দুঃখার্ত হয়েছি, এই আমার পক্ষে উত্তম,
যেন আমি তোমার বিধি শিখতে পাই।
৭২ তোমার মুখের ব্যবস্থা আমার পক্ষে উত্তম,
হাজার হাজার সোনার ও রূপার মুদ্রার চেয়ে উত্তম।

[১১৯:৬৭] গীত ১১৬:১০
[১১৯:৬৭] গীত ৯৫:১০; যিরি ৮:৪
[১১৯:৬৭] পদ ১৭
[১১৯:৬৮] গীত ১০০:৫; ১০৬:১; ১০৭:১; ১৩৫:৩
[১১৯:৬৮] যাত্রা ১৮:২০
[১১৯:৬৯] ইয়োব ১৩:৪; গীত ১০৯:২
[১১৯:৭০] গীত ১৭:১০; যিশা [২৯:১৩; প্রেরিত ২৮:২৭
[১১৯:৭১] পদ ৬৭, ৭৫

১১৯:৬৫-৭২ তোমার মঙ্গলময়তা অনুসারে আমার প্রতি মঙ্গল সাধন কর, এমন কি যদি এর কারণে আমাকে কষ্টও সহ্য করতে হয় তবুও তা ভাল; কারণ তোমার দেওয়া কষ্ট আমার কাছে মধুর মনে হয়। এতে আমি তোমার ব্যবস্থা থেকে জ্ঞান ও সুবিচার সম্পর্কে শিক্ষা পাই।

১১৯:৬৫ মঙ্গল ব্যবহার করেছ। এর সাথে তুলনা করুন পদ ৬৮; এছাড়া **৩১:১৯; ৮৬:১৭** পদের নোট দেখুন। **বাক্য:** ২৫ পদের নোট দেখুন।

১১৯:৬৬ বিশ্বাস। অর্থাৎ সদাপ্রভু ঈশ্বরের উপরে আনীত আস্থা; কারণ ঈশ্বরের আদেশগুলো কখনোই মিথ্যা নয় (২৯ পদের নোট দেখুন) বা অসার নয় (৫২ পদের নোট দেখুন)।

১১৯:৬৭ দুঃখার্ত হওয়ার আগে। ঈশ্বরের বিচারে শাসিত হওয়ার আগে (পদ ৭১ দেখুন; এর সাথে ২৫ পদের নোটও দেখুন, "ধূলিতে সংলগ্ন")। **বাক্য: ১১** পদের নোট দেখুন।

১১৯:৬৯ অহঙ্কারী। ২১ পদের নোট দেখুন।

১১৯:৭০ চর্বির মত স্থূল। অর্থাৎ অসার ও অনুভূতিহীন। এ ধরনেরই প্রকাশভঙ্গি দেখতে পাওয়া যায় যিশাইয় ৬:১০; যিরমিয় ৫:২৮ পদে (এর সাথে **১৭:১০** পদও দেখুন)।

১১৯:৭২ হাজার হাজার সোনার ও রূপার মুদ্রার চেয়ে উত্তম। পদ ১৪, ৫৭, ১১১, ১৬২ দেখুন।

ইয়ূদ

৭৩ তোমার হাত আমাকে তৈরি ও গঠন করেছে;
আমাকে বিবেচনা দাও, যেন তোমার সমস্ত আদেশ
শিখতে পারি।
৭৪ যারা তোমাকে ভয় করে, তারা আমাকে দেখে আনন্দিত হবে,
কারণ আমি তোমার বাক্যে প্রত্যাশা করেছি।
৭৫ হে সদাপ্রভু, আমি জানি তোমার সকল বিচার ধর্মময়,

[১১৯:৭২] ইয়োব ২৮:১৭; গীত ১৯:১০
[১১৯:৭৩] আদি ১:২৭; ইয়োব ৪:১৭; ১০:৮; গীত ১৩৮:৮; ১৩৯:১৩-১৬
[১১৯:৭৪] গীত ৩৪:২
[১১৯:৭৪] পদ ৯; গীত ১৩০:৫
[১১৯:৭৫] পদ ৭,১৩৮,১৭২

আর তুমি বিশ্বস্ততায় আমাকে দুঃখ দিয়াছ।
৭৬ আহা! তোমার অটল প্রেম আমার সান্ত্বনাজনক হোক,
তোমার দাসের প্রতি তোমার কথা অনুসারে হোক।
৭৭ আমার প্রতি তোমার করুণা বর্তুক, যেন আমি বাঁচি;
কেননা তোমার ব্যবস্থা আমার হর্ষজনক।
৭৮ অহঙ্কারীরা লজ্জিত হোক,
কেননা তারা মিথ্যা বলে আমার সর্বনাশ করেছে;
কিন্তু আমি তোমার আদেশমালা ধ্যান করছি।
৭৯ যারা তোমাকে ভয় করে, তারা যেন আমার প্রতি ফিরে আসে,
আর তারা তোমার নির্দেশগুলো বুঝবে।
৮০ আমার দিল তোমার বিধিতে সিদ্ধ হোক,
যেন আমি লজ্জিত না হই।

[১১৯:৭৫] ইব ১২:৫-১১
[১১৯:৭৬] গীত ৬:৪
[১১৯:৭৬] পদ ৪১
[১১৯:৭৭] গীত ৯০:১৩; ১০৩:১৩
[১১৯:৭৭] পদ ৪৭
[১১৯:৭৮] পদ ৫১; যিরি ৫০:৩২
[১১৯:৭৮] পদ ৮৬,১৬১; গীত ৩৫:১৯
[১১৯:৭৯] পদ ২৭,১২৫
[১১৯:৮০] পদ ১; ১রাজা ৮:৬১
[১১৯:৮০] আদি ২৬:৫
[১১৯:৮০] পদ ৬

১১৯:৭৩-৮০ আমাকে তোমার বাক্য ও ব্যবস্থা যথাযথভাবে পালন করতে সাহায্য কর, যেন তাতে করে আমি তোমার দাস হিসেবে পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারি। এতে করে যারা অহঙ্কারী তারা লজ্জিত হবে এবং যারা তোমাকে ভয় করে তারা আমার সাথে আনন্দ করবে। (এই পঙক্তিমালার একটি কেন্দ্রগামী কাঠামো রয়েছে; এর সাথে তুলনা করুন পদ ৭৩ ও ৮০, ৭৪ ও ৭৯, ৭৫ ও ৭৮, ৭৬ ও ৭৭)।

১১৯:৭৩ বিবেচনা। অর্থাৎ উপলব্ধি। তুমি যখন থেকে আমাকে গঠন করতে শুরু করেছ তখন থেকেই আমি তোমার পরিচর্যাকারীতে পরিণত হতে শুরু করেছি, যা আমি এখন পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে চাই।

১১৯:৭৪ যারা তোমাকে ভয় করে। ৭৯ পদ দেখুন; এর সাথে ৩৪:৮-১৪ পদের নোট দেখুন। **আমাকে দেখে:** যখন আমি পূর্ণাঙ্গ হব এবং ঈশ্বরীয় আশীর্বাদ ভোগ করব। **তোমার বাক্য:** ২৫ পদের নোট দেখুন।

১১৯:৭৫ তোমার সকল বিচার। এখানে ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটি (মিসফয়িম) দিয়ে বোঝানো হয়েছে ঈশ্বরের দাসদের প্রতি তাঁর উপযুক্ত সিদ্ধান্ত, যা পদের বাকি অংশে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে (পদ ৮৪ ও নোট দেখুন)। **আমাকে দুঃখ দিয়েছ:** পদ ৬৯, ৭১ দেখুন।

১১৯:৭৬ অটল ভালবাসা। ৬:৪ পদের নোট দেখুন। **আমার সান্ত্বনাজনক:** অর্থাৎ আমার কষ্টের ও দুঃখের মাঝে।

১১৯:৭৭ যেন আমি বাঁচি। যেন আমি এই কষ্টে শেষ হয়ে না যাই।

১১৯:৭৮ অহঙ্কারীরা। ২১ পদের নোট দেখুন। **লজ্জিত হোক:** যেভাবে তারা আমাকে লজ্জার পাত্র করেছে (৫:১০ পদের নোট দেখুন)। **আমার সর্বনাশ করেছে:** ২৫ পদের নোট দেখুন।

১১৯:৭৯ আমার প্রতি ফিরে আসে। ৬৩ পদ দেখুন এবং ৫৩ পদের নোট দেখুন।

১১৯:৮০ যেন আমি লজ্জিত না হই। ৬ পদের নোট দেখুন।

কফ

৮১ তোমার পরিত্রাণের প্রতীক্ষায় আমার প্রাণ ক্ষীণ হয়,
আমি তোমার বাক্যের অপেক্ষা করি।
৮২ তোমার নির্দেশের প্রতীক্ষায় আমার চোখ ক্ষীণ হয়,
আমি বলি, তুমি কখন আমাকে সান্ত্বনা দেবে?
৮৩ কারণ আমি ধোঁয়া ভরা কুপার মত হয়েছি;
তবুও তোমার বিধি ভুলে যাই নি।
৮৪ তোমার দাস আর কতকাল কষ্টভোগ করবে?
কবে আমার তাড়নাকারীদের বিচার করবে?
৮৫ অহঙ্কারীরা আমার জন্য গর্ত খুঁড়েছে,
তারা তোমার ব্যবস্থার অনুগামী নয়।
৮৬ তোমার সমস্ত আদেশ বিশ্বাসযোগ্য;
লোকে মিথ্যা বলে আমাকে তাড়না করে;
আমাকে সাহায্য কর।
৮৭ ওরা পৃথিবীতে আমাকে প্রায় নিঃশেষ করেছিল,
কিন্তু আমি তোমার আদেশমালা ত্যাগ করি নি।
৮৮ তোমার অটল প্রেম অনুসারে আমাকে সঞ্জীবিত কর,
তাতে আমি তোমার মুখের নির্দেশ পালন করবো।

[১১৯:৮১] পদ ২০; গীত ৮৪:২
[১১৯:৮১] পদ ১২৩
[১১৯:৮১] পদ ৪৩
[১১৯:৮২] গীত ৬:৭; ৬৯:৩; বিলাপ ২:১১
[১১৯:৮২] পদ ৪১,১২৩
[১১৯:৮৩] পদ ৬১
[১১৯:৮৪] গীত ৬:৩; প্রকা ৬:১০
[১১৯:৮৪] পদ ৫১; যিরি ১২:৩; ১৫:১৫; ২০:১১
[১১৯:৮৫] পদ ৫১
[১১৯:৮৫] গীত ৩৫:৭; ৫৭:৬; যিরি ১৮:২০, ২২
[১১৯:৮৬] পদ ১৩৮
[১১৯:৮৬] গীত ১০৯:২৬
[১১৯:৮৬] গীত ৭:১
[১১৯:৮৬] পদ ৭৮
[১১৯:৮৭] পদ ১৫০; যিশা ১:৪, ২৮; ৫৮:২; ৫৯:১৩
[১১৯:৮৮] পদ ১২৪; গীত ৫১:১; ১০৯:২৬
[১১৯:৮৮] গীত ৪১:২
[১১৯:৮৮] পদ ২,১০০,১২৯,১৩৪,১৬৮

১১৯:৮১-৮৮ আমাকে আমার কষ্ট থেকে ও আমার প্রতি যন্ত্রণাকারীদের হাত থেকে উদ্ধার কর তোমারই শপথ অনুসারে এবং আমি তোমার সমস্ত বিধা বিধান মেনে চলব। গীতের প্রথমার্ধের শেষ পঙক্তিমালা হিসেবে এটি অনেকটা সমাপনী পঙক্তিমালার মতই ভাষা ব্যক্ত করে, যেখানে ঈশ্বরের সাহায্য লাভের জন্য প্রার্থনাই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে (২৫ পদের নোট দেখুন)।

১১৯:৮১ আমার প্রাণ। ৬:৩ পদের নোট দেখুন।

১১৯:৮২ আমার চোখ ক্ষীণ হয়। ৬:৭ পদের নোট দেখুন।

১১৯:৮৩ আমি ধোঁয়া ভরা কুপার মত হয়েছি। যেভাবে আগুনের শিখা ও ধোঁয়ার উপরে ঝুলিয়ে রাখলে কুপা ধীরে ধীরে কুঁচকে নষ্ট হয়ে যেতে থাকে, সেভাবেই গীত রচয়িতা কষ্ট ভোগ করে ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে পড়ছেন।

১১৯:৮৪ আর কতকাল কষ্টভোগ করবে? আক্ষরিক অর্থে, "আর কতকাল অপেক্ষা করবে?" অর্থাৎ, আমার উপরে নির্যাতনকারীদের বিচার করতে দেরি করো না, কারণ আমার আয়ু সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। **বিচার:** আক্ষরিক অর্থে "বিচার সাধন করা" তথা শাস্তি দেওয়া (হিব্রু ভাষায় বিচার শব্দটির প্রতিশব্দ হচ্ছে "মিসপা"; ৭ পদের নোট দেখুন, "আদেশ"; এর সাথে ৫:১০ পদের নোটও দেখুন)।

১১৯:৮৫ অহঙ্কারীরা। ২১ পদের নোট দেখুন। **আমার জন্য গর্ত খুঁড়েছে:** সম্ভবত এখানে জন সমক্ষে গীত রচয়িতাকে কোন মারাত্মক পাপ করার অপরাধে অভিযুক্ত করা ও তিরস্কার করার কথা বোঝানো হয়েছে, যার কারণে তাঁকে অনেক দুঃখ-কষ্ট পোহাতে হচ্ছে

(৫:৯; ৯:১৫ পদের নোট দেখুন)। **তোমার আইন-কানুনের অনুগামী নয়:** যাত্রা ২০:১৬ পদ দেখুন।

১১৯:৮৬ বিশ্বাসযোগ্য। ২৯ পদের নোট দেখুন ("মিথ্যার পথ")।

১১৯:৮৮ তোমার অটল ভালবাসা। ৬:৪ পদের নোট দেখুন।

লামদ

৮৯ অনন্তকালের জন্য, হে সদাপ্রভু,
তোমার বাক্য স্বর্গে সংস্থাপিত।
৯০ তোমার বিশ্বস্ততা পুরুষানুক্রমে স্থায়ী;
তুমি পৃথিবীকে স্থাপন করেছ, তা স্থির রয়েছে।
৯১ আজও তোমার শাসন অনুসারে সকলই স্থির রয়েছে,
কেননা সমস্তই তোমার দাস।
৯২ যদি তোমার ব্যবস্থা আমার হর্ষজনক না হত,
তবে ইতোপূর্বে আমি আমার দুঃখে বিনষ্ট হতাম।
৯৩ আমি তোমার আদেশমালা কখনও ভুলে যাব না,
কারণ তা দ্বারা তুমি আমাকে সঞ্জীবিত করেছ।
৯৪ আমি তোমারই, আমাকে নিস্তার কর;
কারণ আমি তোমার আদেশমালা খোঁজ করেছি।
৯৫ দুষ্টরা আমাকে বিনষ্ট করার জন্য
আমার অপেক্ষা করেছে;
আমি তোমার নির্দেশগুলো আলোচনা করবো।
৯৬ আমি সমস্ত সুদ্ধতার সীমাবদ্ধতা দেখেছি;
তোমার আদেশ অতিশয় প্রশস্ত।

[১১৯:৮৯] পদ ১১১,১৪৪; গীত ১১১:৮; যিশা ৫১:৬; মথি ৫:১৮; ১পিতর ১:২৫
[১১৯:৯০] গীত ৩৬:৫
[১১৯:৯০] গীত ৪৫:১৭
[১১৯:৯০] ইয়োব ৮:১৯; গীত ১৪৮:৬
[১১৯:৯১] যিরি ৩৩:২৫
[১১৯:৯১] গীত ১০৪:২-৪; যিরি ৩১:৩৫
[১১৯:৯২] গীত ৩৭:৪; ১১২:১
[১১৯:৯২] পদ ৫০, ৬৭
[১১৯:৯৩] পদ ৮৩
[১১৯:৯৩] গীত ১০৩:৫
[১১৯:৯৪] পদ ১৪৬; গীত ৫৪:১; ১১৬:৪; যিরি ১৭:১৪; ৩১:১৮; ৪২:১১
[১১৯:৯৪] পদ ৪৫
[১১৯:৯৫] গীত ৬৯:৪
[১১৯:৯৫] পদ ৯৯
[১১৯:৯৬] গীত ১৯:৭
[১১৯:৯৭] পদ ৪৭
[১১৯:৯৭] পদ ১৫
[১১৯:৯৮] পদ ১৩০; দ্বি.বি. ৪:৬; গীত

১১৯:৮৯-৯১ সদাপ্রভু ঈশ্বরের সার্বভৌম ও অপরিবর্তনীয় বাক্য সমস্ত সৃষ্টি জগতকে নিয়ন্ত্রণ করে ও শাসন করে। গীতটির দ্বিতীয়ার্ধের এই প্রথম তিনটি পদ এক সার্বজনীন সত্য শিক্ষা দেয়; এর সাথে তুলনা করুন পদ ১-৩।

১১৯:৮৯ তোমার বাক্য। এখানে ঈশ্বরের সেই বাক্যের কথা বলা হয়েছে যার মধ্য দিয়ে তিনি পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করেছেন এবং এখন তিনি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করছেন। স্বর্গ ও পৃথিবীর স্থিতি ও সুরক্ষা (পদ ৯০) ঘোষণা করে (১৯:১-৪) সেই সত্যের নিশ্চয়তা যে, ঈশ্বরের বাক্য (তাঁর অনুশাসন, পদ ৯১), যা সমস্ত সৃষ্ট জগতকে ধরে রেখেছে ও নিয়ন্ত্রণ করছে, তা চিরস্থায়ী ও বিশ্বাসযোগ্য ("তোমার বিশ্বস্ততা," পদ ৯০)। আর এটিই সেই মহান সত্য যা ঈশ্বরের বাক্যের বিশ্বাসযোগ্যতায় আমাদেরকে স্থির করে তোলে এবং তাঁর বিধান ও তাঁর প্রতিজ্ঞার বিশেষ প্রত্যাদেশ দান করে (৯৩:৫; ৯৬:১০ পদের নোট দেখুন; এর সাথে ২৯ পদের নোট দেখুন, "মিথ্যার পথ")।

১১৯:৯০ তোমার বিশ্বস্ততা। এখানে পরোক্ষভাবে ঈশ্বরের বাক্যের কথা বলা হয়েছে (৮৯ পদ ও নোট দেখুন)।

১১৯:৯২ আমি আমার দুঃখে বিনষ্ট হতাম। যদি আমি জীবনের পথ সম্পর্কে না জানতাম (পদ ৯৩ দেখুন) তোমার ব্যবস্থা থেকে (পদ ৬৭, ৭১ দেখুন এবং ৬৫-৭২ পদের নোট দেখুন)।

১১৯:৯৫ দুষ্টরা। ২১ পদের নোট দেখুন (অহঙ্কারী)। **আমাকে বিনষ্ট করার জন্য আমার অপেক্ষা করেছে:** ২৫ পদের নোট দেখুন।

১১৯:৯৬ সীমাবদ্ধতা। সম্ভবত এখানে পবিত্রতা বা শুদ্ধতার একটি সীমারেখা নির্দেশ করে দেওয়া হয়েছে যা উন্মুক্ত নয়, যা কেউ সহজেই অর্জন করতে পারে না। **অতিশয় প্রশস্ত:** আক্ষরিক অর্থে সীমাহীন, অর্থাৎ জীবন পরিচালনার জন্য জ্ঞানগর্ভ প্রজ্ঞার এক অপরিমেয় উৎস (পদ ৯৭-১০০ দেখুন)।

মেম

৯৭ আমি তোমার ব্যবস্থা কেমন ভালবাসি!
তা সমস্ত দিন আমার ধ্যানের বিষয়।
৯৮ তোমার সমস্ত আদেশ আমাকে শত্রুদের চেয়ে জ্ঞানবান করে;
কারণ সেসব চিরকাল আমার।
৯৯ আমার সমস্ত শিক্ষকের চেয়ে আমি জ্ঞানবান,
কেননা আমি তোমার নির্দেশগুলো ধ্যান করি।
১০০ প্রাচীন লোক হতেও আমি বুদ্ধিমান,
কারণ আমি তোমার আদেশমালা পালন করেছি।
১০১ আমি সমস্ত কুপথ থেকে আমার চরণ নিবৃত্ত করেছি,
যেন আমি তোমার বাক্য পালন করি।
১০২ আমি তোমার অনুশাসন-পথ থেকে ফিরে যাই নি,
কারণ তুমিই আমাকে শিক্ষা দিয়েছ।
১০৩ তোমার বচনগুলো আমার রসনাতে কেমন মিষ্ট লাগে!
তা আমার মুখে মধু হতেও মধুর!
১০৪ তোমার আদেশমালা দ্বারা আমার বুদ্ধিলাভ হয়,
তাই আমি সমস্ত মিথ্যাপথ ঘৃণা করি।

১৯:৭; ২তীম ৩:১৫
[১১৯:৯৯] পদ ১৫
[১১৯:১০০] পদ ৫৬; দ্বি.বি. ৬:১৭
[১১৯:১০১] হিতো ১:১৫
[১১৯:১০১] পদ ৫৭
[১১৯:১০২] দ্বি.বি. ১৭:২০
[১১৯:১০২] দ্বি.বি. ৪:৫
[১১৯:১০৩] গীত ১৯:১০
[১১৯:১০৩] হিতো ২৪:১৩-১৪
[১১৯:১০৪] গীত ১১১:১০
[১১৯:১০৪] পদ ১২৮
[১১৯:১০৫] হিতো ২০:২৭; ২পিতর ১:১৯
[১১৯:১০৫] পদ ১৩০; হিতো ৬:২৩

১১৯:৯৭-১০৪ সদাপ্রভুর বাক্যের প্রতি ধ্যান সর্বোত্তম প্রজ্ঞার জন্ম দেয়।

১১৯:৯৮ শত্রুদের চেয়ে জ্ঞানবান করে। অহঙ্কারী ব্যক্তিরা (২১ পদের নোট দেখুন), যারা জাগতিক জ্ঞানের উপরে নির্ভর করে।

১১৯:৯৯ শিক্ষক। নেহায়েত মানুষ মাত্র, যারা শৈশবে শিক্ষা দান করে।

১১৯:১০০ প্রাচীন লোক। বৃদ্ধ, বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, যারা তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষা দিয়ে থাকে (যাত্রা ৩:১৬ পদ দেখুন)।

১১৯:১০২ তুমিই আমাকে শিক্ষা দিয়েছ। তোমার আইন-কানুনের মধ্য দিয়ে।

১১৯:১০৩ বচনগুলো। সম্ভবত এখানে ব্যবস্থা বলা হলে আরও বেশি উপযুক্ত হবে (পদ ৬৭, ১৩৩, ১৫৮, ১৭২ দেখুন এবং ১১ পদের নোট দেখুন)।

১১৯:১০৪ সমুদয় মিথ্যাপথ ঘৃণা করি। ৫৩ পদের নোট দেখুন।

নূন

১০৫ তোমার বাক্য আমার চরণের প্রদীপ,
আমার পথের আলো।
১০৬ আমি শপথ করেছি, স্থির করেছি,
তোমার ধর্মময় সমস্ত অনুশাসন পালন করবো।
১০৭ আমি অতিশয় দুঃখার্ত;
হে সদাপ্রভু, তোমার বাক্য অনুসারে আমাকে সঞ্জীবিত কর।
১০৮ হে সদাপ্রভু, বিনয় করি,
আমার স্বেচ্ছায় দেওয়া মুখের সমস্ত উপহার গ্রাহ্য কর,
ও তোমার সমস্ত অনুশাসন আমাকে শিক্ষা দাও।
১০৯ আমার প্রাণ নিরন্তর আমার হাতের মুঠোয় থাকে,
তবুও আমি তোমার ব্যবস্থা ভুলে যাই না।
১১০ দুষ্টরা আমার জন্য ফাঁদ পেতেছে,
কিন্তু আমি তোমার আদেশমালা থেকে বিপথগামী হই না।
১১১ তোমার নির্দেশগুলো আমি চিরতরে অধিকার করেছি,
কারণ সেই সমস্ত আমার অন্তরের আনন্দ বৃদ্ধি করে।
১১২ আমি তোমার বিধিগুলো পালন করতে মনকে অবনত করেছি,
চিরকালের জন্য, শেষ পর্যন্ত।

[১১৯:১০৬] যিহি ১০:২৯
[১১৯:১০৬] পদ ৭
[১১৯:১০৭] পদ ২৫
[১১৯:১০৮] গীত ৫১:১৫; ৬৩:৫; ৭১:৮; ১০৯:৩০
[১১৯:১০৮] পদ ৬৪
[১১৯:১০৯] বিচার ১২:৩
[১১৯:১০৯] পদ ৬১
[১১৯:১১০] গীত ২৫:১৫; ৬৪:৫; যিশা ৮:১৪; আমোষ ৩:৫
[১১৯:১১০] পদ ১০
[১১৯:১১১] পদ ১৪,১৬২
[১১৯:১১২] গীত ১০৮:১
[১১৯:১১২] পদ ৩৩

১১৯:১০৫ প্রদীপ ... আলো। অন্ধকারে এগিয়ে যাওয়ার জন্য যা সবার আগে প্রয়োজন।
১১৯:১০৬ আমি শপথ করেছি, স্থির করেছি। অর্থাৎ নিজেকে ঈশ্বরের পথে চলবার জন্য নিবেদন করেছি (নহিমিয় ১০:২৯ পদ দেখুন)।
১১৯:১০৭ ২৫ পদের নোট দেখুন।
১১৯:১০৯ আমার প্রাণ নিরন্তর আমার হাতের মুঠোয় থাকে। প্রকাশ্যে সদাপ্রভু ঈশ্বরের ব্যবস্থা ও বিধান পালন করার ঘোষণা দেওয়ার কারণে নানা হুমকি ও শত্রুতার মুখোমুখি হতে হয় (বিশেষ করে পদ ২৩, ৪৬, ১৬১ দেখুন)।
১১৯:১১০ আমার জন্য ফাঁদ পেতেছে। পদ ৮৫ ও নোট দেখুন।
১১৯:১১১-১১২ অন্তর ... মন। ৪:৭ পদের নোট দেখুন।
১১৯:১১১ আমি চিরতরে অধিকার করেছি। অর্থাৎ ঈশ্বরের কাছ থেকে আমি যে আশীর্বাদ লাভ করেছি তা কখনো আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে না (পদ ৫৭-৬৪ এর নোট দেখুন)।

সামক

১১৩ আমি দ্বিমনাদের ঘৃণা করি,
কিন্তু তোমার ব্যবস্থা ভালবাসি।

[১১৯:১১৩] ১রাজা ১৮:২১; যাকোব ১:৮; ৪:৮
[১১৯:১১৩] পদ ৪৭

১১৪ তুমি আমার অন্তরাল ও আমার ঢাল;
আমি তোমার বাক্যে প্রত্যাশা রাখি।
১১৫ দুর্বৃত্তরা, আমার কাছ থেকে দূর হও;
আমি আমার ঈশ্বরের সমস্ত আদেশ পালন করবো।
১১৬ তোমার কথা অনুসারে আমাকে ধারণ কর, তাতে বাঁচবো,
আমাকে নিজের আশার বিষয়ে লজ্জিত হতে দিও না।
১১৭ আমাকে ধরে রাখ, তাতে রক্ষা পাব,
আর তোমার বিধিগুলো সর্বদা মান্য করবো।
১১৮ তুমি তাদের সকলকে হেয়জ্ঞান করেছ,
যারা তোমার বিধি-পথ থেকে ভুল পথে চলে;
কেননা তাদের প্রবঞ্চনা অসার।
১১৯ তুমি পৃথিবীর সমস্ত দুষ্টকে আবর্জনার মত দূর করে থাক,
তাই আমি তোমার নির্দেশগুলো ভালবাসি।
১২০ তোমার ভয়ে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়,
তোমার বিচারগুলোতে আমি ভীত হই।

[১১৯:১১৪] আদি ১৫:১; গীত ১৮:২
[১১৯:১১৪] পদ ৪৩
[১১৯:১১৫] গীত ৬:৮
[১১৯:১১৬] গীত ১৮:৩৫; ৪১:৩; ৫৫:২২; যিশা ৪৬:৪
[১১৯:১১৬] পদ ৪১
[১১৯:১১৬] রোমীয় ৫:৫
[১১৯:১১৭] যিশা ৪১:১০; ৪৬:৪
[১১৯:১১৭] গীত ৩৪:৪
[১১৯:১১৭] পদ ৬
[১১৯:১১৮] পদ ১০
[১১৯:১১৯] যিশা ১:২২, ২৫; যিহি ২২:১৮, ১৯
[১১৯:১১৯] পদ ৪৭
[১১৯:১২০] ইয়োব ৪:১৪; যিশা ৬৪:২
[১১৯:১২০] যিহো ২৪:১৪
[১১৯:১২০] যিরি ১০:৭; হবক্ ৩:২

১১৯:১১৩ আমি দ্বিমনাদের ঘৃণা করি। ১১৫ পদ দেখুন; এর সাথে ৫৩ পদের নোট দেখুন। "দ্বিমনা" লোকেরা তাদের কোন কাজেই সুস্থির নয় (যাকোব ১:৮ পদ দেখুন)।
১১৯:১১৪ তোমার বাক্য। ২৫ পদের নোট দেখুন।
১১৯:১১৮ হেয়জ্ঞান করেছ। কিংবা বলা যায় "প্রত্যাখ্যান করেছ" বা "সরিয়ে দিয়েছ"। **তাদের প্রবঞ্চনা অসার:** সম্ভবত তাদের মিথ্যা পথের কথা বলা হচ্ছে (২৯ পদের নোট দেখুন)।
১১৯:১১৯ আবর্জনা। মূল্যবান ধাতুর গলানো আকর থেকে পরিষ্কার করে সরিয়ে ফেলা খাদ। এই শব্দটির জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দ ১১৮ পদে অন্যভাবে ব্যবহৃত হয়েছে: তাদের সকলকে হেয়জ্ঞান করেছ, বা তাদের সকলকে আবর্জনার মত ফেলে দিয়েছ।
১১৯:১২০ আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়। তিনি ঈশ্বরের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে কম্পিত হন।

অয়িন

১২১ আমি ন্যায়বিচার ও সঠিক কাজ করেছি,
আমাকে উপদ্রবকারীদের হাতে তুলে দিও না।
১২২ তুমি নিজের দাসের মঙ্গল নিশ্চিত কর,
অহঙ্কারীরা আমার প্রতি উপদ্রব না করুক।
১২৩ আমার চোখ ক্ষীণ হচ্ছে, তোমার পরিত্রাণের জন্য,
ও তোমার ধর্মময় প্রতিজ্ঞা পূর্ণতার জন্য।
১২৪ তোমার অটল প্রেম অনুসারে তোমার দাসের সঙ্গে
ব্যবহার কর,

[১১৯:১২১] ২শমূ ৮:১৫; ইয়োব ২৭:৬
[১১৯:১২২] ইয়োব ১৭:৩
[১১৯:১২২] পদ ২১,১২১,১৩৪; গীত ১০৬:৪২
[১১৯:১২৩] যিশা ৩৮:১৪
[১১৯:১২৩] পদ ৮১
[১১৯:১২৩] পদ ৮২
[১১৯:১২৪] পদ ৮৮; গীত ২৫:৭

আর তোমার বিধিগুলো আমাকে শিক্ষা দাও।
১২৫ আমি তোমার দাস, আমাকে বুদ্ধি দাও,
যেন তোমার সমস্ত নির্দেশ বুঝতে পারি।
১২৬ সদাপ্রভুর কাজ করার সময় হল,
কেননা লোকে তোমার ব্যবস্থা ভঙ্গ করেছে।
১২৭ সেজন্য আমি তোমার আদেশগুলো ভালবাসি,
সোনা থেকে, খাঁটি সোনা থেকেও তা ভালবাসি।
১২৮ সেজন্য আমি সর্ব বিষয়ে তোমার সমস্ত আদেশমালা
শিরোধার্য জ্ঞান করি,
সমস্ত মিথ্যাপথ ঘৃণা করি।

[১১৯:১২৪] পদ ১২
[১১৯:১২৫] গীত ১১৬:১৬
[১১৯:১২৫] পদ ৭৯
[১১৯:১২৬] গণনা ১৫:৩১
[১১৯:১২৭] পদ ৪৭
[১১৯:১২৭] গীত ১৯:১০
[১১৯:১২৭] ইয়োব ৩:২১
[১১৯:১২৮] গীত ১৯:৮
[১১৯:১২৮] পদ ১০৪,১৬৩; গীত ৩১:৬; হিতো ১৩:৫

১১৯:১২১-১২৮ তোমার বিশ্বস্ত দাস হিসেবে আমি প্রার্থনা করি, আমাকে সমস্ত উৎপীড়কদের হাত থেকে উদ্ধার কর – আরেকটি পঙক্তিমালা যেখানে মূল বিষয় হচ্ছে উদ্ধার লাভ (পদ ৮১-৮৮ ও নোট দেখুন; এর সাথে ২৫ পদের নোট দেখুন)।

১১৯:১২১ ন্যায়বিচার ও সঠিক কাজ। সাধারণত নৈতিকতার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের আদর্শ নিরূপণ করতে গেলে গীতসংহিতায় এই ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে (দেখুন ১০৬:৩; আদিপুস্তক ১৮:১৯; ২ শমূয়েল ৮:১৫; হিতোপদেশ ১:৩; ২১:৩; যিশাইয় ৫৬:১; যিরমিয় ২২:১৫; ৩৩:১৫; যিহিষ্কেল ১৮:৫, ১৯, ২১, ১৭; ৩৩:১৪, ১৬, ১৯; ৪৫:৯)।

১১৯:১২২ এই গীতের একমাত্র পদ যেখানে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে (যেমনটা দেখা যায় ৯০, ১২১, ১৩২ পদে: এর সাথে ৭৫ পদের নোট দেখুন) কোনভাবেই ঈশ্বরের বাক্যের কথা বলা হয় নি। **অহঙ্কারীরা:** ২১ পদের নোট দেখুন।

১১৯:১২৩ আমার চোখ ক্ষীণ হচ্ছে। ৬:৭ পদের নোট দেখুন।

১১৯:১২৪ অটল ভালবাসা। ৬:৪ পদের নোট দেখুন।

১১৯:১২৬ কাজ করার সময়। হতে পারে তাঁর দাসদের রক্ষা করার জন্য বা ব্যবস্থা ভঙ্গকারীদের বিচার করার জন্য, কিংবা দুটোই।

১১৯:১২৭ খাঁটি সোনা থেকেও তা ভালবাসি। পদ ১৪, ৫৭, ৭২, ১১১ পদ দেখুন।

১১৯:১২৮ সমস্ত মিথ্যাপথ ঘৃণা করি। পদ ৫৩ ও নোট দেখুন।

পে

১২৯ তোমার নির্দেশগুলো আশ্চর্য,
এজন্য আমার প্রাণ সেগুলো পালন করে।
১৩০ তোমার বাক্য প্রকাশিত হলে তা আলো দান করে,
তা অমায়িকদেরকে বুদ্ধিমান করে।
১৩১ আমি মুখ খুলে শ্বাস ফেলছিলাম,
কেননা তোমার আদেশগুলোর আকাঙ্খা করছিলাম।
১৩২ আমার প্রতি ফির ও আমার প্রতি দয়া কর,
যেমন তোমার নামপ্রিয়দের প্রতি করে থাক।

[১১৯:১২৯] পদ ১৮
[১১৯:১২৯] পদ ২২, ৮৮
[১১৯:১৩০] পদ ১০৫
[১১৯:১৩০] গীত ১৯:৭
[১১৯:১৩১] গীত ৪২:১
[১১৯:১৩১] পদ ২০
[১১৯:১৩২] গীত ৬:৪
[১১৯:১৩২] ২শমূ ২৪:১৪; গীত ৯:১৩
[১১৯:১৩২] গীত ৫:১১

১৩৩ তোমার প্রতিজ্ঞা অনুসারে আমার পদক্ষেপ স্থির
রাখ,
কোন অধর্ম আমার উপরে কর্তৃত্ব না করুক।
১৩৪ মানুষের দৌরাত্ম্য থেকে আমাকে মুক্ত কর,
তাতে আমি তোমার আদেশমালা পালন করবো।
১৩৫ তোমার দাসের প্রতি তোমার মুখ উজ্জ্বল কর,
এবং তোমার সমস্ত বিধি আমাকে শিক্ষা দাও।
১৩৬ আমার চোখ থেকে জলের ধারা বইছে,
কারণ লোকে তোমার ব্যবস্থা পালন করে না।

[১১৯:১৩৩] পদ ৯
[১১৯:১৩৩] পদ ১১; রোমীয় ৬:১৬
[১১৯:১৩৪] পদ ১২২
[১১৯:১৩৪] পদ ৫৬, ৮৮
[১১৯:১৩৫] গণনা ৬:২৫; গীত ৪:৬; ৬৭:১; ৮০:৩
[১১৯:১৩৫] পদ ১২
[১১৯:১৩৬] গীত ৬:৬; যিশা ২২:৪; যিরি ৯:১, ১৮; ১৩:১৭; ১৪:১৭; বিলাপ ১:১৬; ৩:৪৮
[১১৯:১৩৬] পদ ১৫৮; গীত ১০৬:২৫; যিশা ৪২:২৪; যিহি ৯:৪

১১৯:১২৯ আশ্চর্য। পদ ১৮ ও নোট দেখুন।

১১৯:১৩০ প্রকাশিত হলে। আক্ষরিক অর্থে "উন্মুক্ত"। এখানে বোঝানো হয়েছে (১) ঈশ্বরের বাক্যের প্রত্যাদেশের কথা, কিংবা (২) ঈশ্বরের বাক্যের ব্যাখ্যার কথা, কিংবা (৩) অন্তরে ঈশ্বরের বাক্য প্রকাশ করার কথা। **অমায়িক: ১৯:৭** পদের নোট দেখুন।

১১৯:১৩২ যেমন ... করে থাক। আক্ষরিক অর্থে "তুমি যে পদ্ধতিতে কর"। পদ্ধতি শব্দটির জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দ হচ্ছে 'মিসপা'। এখানে পরোক্ষভাবে সদাপ্রভু ঈশ্বরের আইন-কানুনের কথা বলা হয়েছে (১২২ পদের নোট দেখুন; এর সাথে ৭ পদেরও নোট দেখুন)।

১১৯:১৩৪, ১৫৪ মুক্ত কর। এই গীতে অনেক ক্ষেত্রে শব্দটি উদ্ধার করা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

১১৯:১৩৪ অত্যাচার। ২৫ পদের নোট দেখুন।

১১৯:১৩৫ তোমার মুখ উজ্জ্বল কর। পদ **১৩:১** ও নোট দেখুন (মুখ আচ্ছাদন করা)।

১১৯:১৩৬ পদ ৫৩ ও নোট দেখুন।

সাদে

১৩৭ হে সদাপ্রভু, তুমি ধর্মময় ও তোমার সমস্ত বিচার ন্যায্য।
১৩৮ তুমি ধর্মশীলতায় এবং অতীব বিশ্বস্ততায়
তোমার নির্দেশগুলো আদেশ করেছ।
১৩৯ আমার গভীর আগ্রহ আমাকে গ্রাস করেছে,
কারণ আমার শত্রুরা তোমার সমস্ত বাক্য ভুলে গেছে।
১৪০ তোমার বাক্য অতীব পরীক্ষাসিদ্ধ,
তাই তোমার দাস তা প্রেম করে।
১৪১ আমি ক্ষুদ্র ও অবজ্ঞাত,
কিন্তু আমি তোমার আদেশমালা ভুলে যাই নি।
১৪২ তোমার ধর্মশীলতা চিরস্থায়ী,
আর তোমার ব্যবস্থা সত্য।
১৪৩ সঙ্কট ও দুর্দশা আমাকে পেয়ে বসেছে,

[১১৯:১৩৭] যাত্রা ৯:২৭; ইষ্রা ৯:১৫
[১১৯:১৩৭] যিহি ৯:১৩
[১১৯:১৩৮] পদ ৭৫; গীত ১৯:৭
[১১৯:১৩৮] পদ ৮৬
[১১৯:১৩৯] গীত ৬৯:৯; যোহন ২:১৭
[১১৯:১৪০] যিহো ২৩:১৪
[১১৯:১৪০] গীত ১২:৬
[১১৯:১৪০] পদ ৪৭
[১১৯:১৪১] গীত ২২:৬
[১১৯:১৪১] পদ ৬১,১৩৪
[১১৯:১৪২] পদ ১৫১,১৬০; গীত ১৯:৭
[১১৯:১৪৩] পদ ২৪, ৪৭
[১১৯:১৪৪] পদ ৩৪

তবুও তোমার সমস্ত আদেশ আমার আনন্দদায়ক।
১৪৪ তোমার নির্দেশগুলো অনন্তকাল ধরে ধর্মময়;
আমাকে বুদ্ধি দাও, তাতে আমি বাঁচব।

১১৯:১৩৭-১৪৪ সদাপ্রভু ঈশ্বর ও তাঁর সমস্ত বিচার ন্যায্য ও ধর্মময়।
১১৯:১৩৭ ধর্মময়। ৪:১ পদের নোট দেখুন।
১১৯:১৩৮ বিশ্বস্ততা। ১৪২ পদ দেখুন; এর সাথে ২৯ পদের নোট দেখুন (মিথ্যার পথ)।
১১৯:১৩৯ গভীর আগ্রহ। পদ ৫৩ ও নোট দেখুন।
১১৯:১৪০ তোমার বাক্য। হিব্রু শব্দ 'ইমরাহ্', যার আরেক অর্থ "শপথ" এখানে সবচেয়ে যথার্থভাবে ব্যবহৃত হতে পারে (১১ পদের নোট দেখুন)। **পরীক্ষাসিদ্ধঃ** আক্ষরিক অর্থে "পরিশুদ্ধ," অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্যে মূল্যহীন বা অকার্যকর কিছুই নেই।
১১৯:১৪১ ক্ষুদ্র ও অবজ্ঞাত। এর সাথে তুলনা করুন পদ ১৪৩; আরও দেখুন ২৫ পদের নোট।

কূফ

[১১৯:১৪৫] পদ ১০
[১১৯:১৪৫] পদ ২২, ৫৫
[১১৯:১৪৬] পদ ৯৪
[১১৯:১৪৭] গীত ৫:৩; ৫৭:৮; ১০৮:২
[১১৯:১৪৮] গীত ৬৩:৬
[১১৯:১৪৯] গীত ২৭:৭
[১১৯:১৪৯] পদ ১২৪
[১১৯:১৪৯] পদ ৪০
[১১৯:১৫০] গীত ৩৭:৭
[১১৯:১৫১] গীত ৩৪:১৮; ফিলি ৪:৫
[১১৯:১৫১] পদ ১৪২
[১১৯:১৫২] পদ ৭, ৭৩
[১১৯:১৫২] পদ ৮৯; গীত ১১১:৮; লূক ২১:৩৩

১৪৫ আমি সর্বান্তঃকরণে ডেকেছি;
হে সদাপ্রভু, আমাকে উত্তর দাও,
আমি তোমার বিধিগুলো পালন করবো।
১৪৬ আমি তোমাকে ডেকেছি, আমাকে নিস্তার কর,
তাতে আমি তোমার নির্দেশগুলো পালন করবো।
১৪৭ আমি প্রভাতের আগেও উঠে আর্তনাদ করলাম,
আমি তোমার বাক্যে প্রত্যাশা স্থাপন করেছি।
১৪৮ আমার চোখ সমস্ত রাত উন্মীলিত ছিল,
যেন তোমার প্রতিজ্ঞাগুলো ধ্যান করতে পারি।
১৪৯ তোমার অটল প্রেম অনুসারে আমার কথা শোন;
হে সদাপ্রভু, তোমার শাসন অনুসারে আমাকে সঞ্জীবিত কর।
১৫০ কুকর্মের অনুগামীরা নিকটবর্তী;
তারা তোমার ব্যবস্থা থেকে দূরবর্তী।
১৫১ হে সদাপ্রভু, তুমিই নিকটবর্তী,
আর তোমার সমস্ত আদেশ সত্য।
১৫২ আমি তোমার নির্দেশগুলোর দ্বারা আগে থেকে জানি,
তুমি চিরতরে সেই সমস্ত স্থাপন করেছ।

১১৯:১৪৫-১৫২ হে সদাপ্রভু, আমাকে রক্ষা কর এবং আমি তোমার নির্দেশগুলো পালন করবো। গীতটি যতই শেষ দিকে অগ্রসর হয়েছে ততই উদ্ধার লাভের প্রার্থনা যেন আরও বেশি প্রাধান্য পেয়েছে (২৫ পদের নোট দেখুন)।
১১৯:১৪৮ সমস্ত রাত। অর্থাৎ রাতের সমস্ত প্রহর। বিচারকর্তৃগণ ৭:১৯ পদের নোট

দেখুন; এর সাথে বিলাপ ২:১৯ পদও দেখুন।

১১৯:১৪৯ অটল ভালবাসা। ৬:৪ পদের নোট দেখুন। **তোমার শাসনঃ** কিংবা বলা যায় "তোমার বিচার" (যা "তোমার অটল ভালবাসা" কথাটির সম্পূরক); হিব্রু প্রতিশব্দ 'মিসপা' (৭৫ পদের নোট দেখুন)।

১১৯:১৫০ তোমার ব্যবস্থা থেকে দূরবর্তী। পদ ২১, ৫৩, ৮৫, ১১৮, ১২৬, ১৩৯, ১৫৫, ১৫৮ দেখুন।

১১৯:১৫১ তোমার সমস্ত আজ্ঞা সত্য। ২৯ পদের নোট দেখুন (মিথ্যার পথ)।

১১৯:১৫২ চিরতরে সে সমস্ত স্থাপন করেছ। পদ ৫২ ও নোট দেখুন।

রেশ

১৫৩ আমার দুঃখ দেখ, আমাকে উদ্ধার কর, [১১৯:১৫৩] গীত ১৩:৩
কেননা আমি তোমার ব্যবস্থা ভুলে যাই নি। [১১৯:১৫৩] গীত ৩:৭
[১১৯:১৫৩] গীত ৪৪:১৭
১৫৪ আমার ঝগড়া নিষ্পত্তি কর, আমাকে মুক্ত কর, [১১৯:১৫৪] গীত ৩৫:১; যিরি ৫০:৩৪; মীখা ৭:৯
তোমার বাক্য অনুসারে আমাকে সঞ্জীবিত কর। [১১৯:১৫৪] ১শমূ ২৪:১৫
১৫৫ পরিত্রাণ দুষ্টদের থেকে দূরবর্তী, [১১৯:১৫৪] পদ ২৫
কারণ তারা তোমার বিধিগুলোর খোঁজ করে না। [১১৯:১৫৪] পদ ৪১
[১১৯:১৫৫] পদ ৯৪,১১৮
১৫৬ হে সদাপ্রভু, তোমার করুণা বহুবিধ; [১১৯:১৫৬] যিহি ৯:২৭; যাকোব ৫:১১
তোমার সমস্ত শাসন অনুসারে আমাকে সঞ্জীবিত কর। [১১৯:১৫৬] পদ ২৫
১৫৭ আমার তাড়নাকারী ও বিপক্ষ অনেক, [১১৯:১৫৬] পদ ১৪৯
তবুও আমি তোমার নির্দেশগুলো থেকে বিপথগামী হই নি। [১১৯:১৫৭] গীত ৭:১
[১১৯:১৫৭] গীত ৪৪:১৮
১৫৮ আমি বিশ্বাসঘাতকদেরকে দেখে ঘৃণা করলাম, [১১৯:১৫৮] পদ ১০৪; যাত্রা ৩২:১৯
কারণ তারা তোমার বাক্য পালন করে না। [১১৯:১৫৮] পদ ১৩৬
১৫৯ দেখ, আমি তোমার আদেশমালা কেমন ভালবাসি। [১১৯:১৫৯] পদ ২৫; গীত ৪১:২
সদাপ্রভু, তোমার অটল প্রেম অনুসারে আমাকে সঞ্জীবিত কর। [১১৯:১৬০] পদ ৮৯; গীত ১১১:৮
১৬০ তোমার বাক্যের সমষ্টি সত্য,
তোমার ধর্মময় প্রত্যেক অনুশাসন চিরস্থায়ী।

১১৯:১৫৩-১৬০ ১৪৫-১৫২ পদেও এর নোট দেখুন।

১১৯:১৫৫ দুষ্টরা। ২১ পদের নোট দেখুন (অহঙ্কারীরা)।

১১৯:১৫৬ তোমার সমস্ত শাসন। পদ ১৪৯ ও নোট দেখুন।

১১৯:১৫৮ তোমার বাক্য। হিব্রু শব্দ 'ইমরাহ্' (১১ পদের নোট দেখুন)।

১১৯:১৬০ তোমার বাক্যের সমষ্টি। আক্ষরিক অর্থে "তোমার সমস্ত বাক্য" (যেমনটা রয়েছে ১৩৯:১৭ পদে)। **সত্যঃ** ২৯ পদের নোট দেখুন (মিথ্যার পথ)। **চিরস্থায়ীঃ** ৫২ পদের নোট দেখুন।

শিন

১৬১ শাসনকর্তারা অকারণে আমাকে তাড়না করেছে, [১১৯:১৬১] পদ ২৩,১২২,১৫৭; ১শমূ ২৪:১৪-১৫

কিন্তু আমার মন তোমার বাক্যসমূহতে ভীত হয়।
১৬২ আমি তোমার বাক্যে আনন্দ করি,
যেমন মহালুট পেলে লোকে আনন্দ করে।
১৬৩ আমি মিথ্যাকে হিংসা করি, ঘৃণা করি,
তোমার ব্যবস্থা ভালবাসি।
১৬৪ আমি দিনে সাতবার তোমার প্রশংসা করি,
তোমার ধর্মময় অনুশাসনগুলোর জন্য।
১৬৫ যারা তোমার ব্যবস্থা প্রেম করে,
তাদের পরম শান্তি হয়, তাদের হোঁচট লাগে না।
১৬৬ সদাপ্রভু, আমি তোমার পরিত্রাণের প্রত্যাশা করেছি,
ও তোমার সমস্ত আদেশ পালন করেছি।
১৬৭ আমার প্রাণ তোমার নির্দেশগুলো পালন করেছে,
আমি সেসব অতিশয় ভালবাসি।
১৬৮ আমি তোমার আদেশমালা ও নির্দেশগুলো পালন করেছি;
কারণ আমার সমস্ত পথ তোমারই সম্মুখে।

[১১৯:১৬১] পদ ১২০
[১১৯:১৬২] পদ ১১১
[১১৯:১৬২] ১শমূ ৩০:১৬; যিশা ৯:৩; ৫৩:১২
[১১৯:১৬৩] পদ ১২৮
[১১৯:১৬৩] পদ ৪৭
[১১৯:১৬৪] পদ ৭,১৬০
[১১৯:১৬৫] গীত ৩৭:১১; যিশা ২৬:৩, ১২; ২৭:৫; ৩২:১৭; ৫৭:১৯; ৬৬:১২
[১১৯:১৬৫] পদ ১১; গীত ৩৭:২৪; ১ যোহন ২:১০
[১১৯:১৬৬] পদ ৮১
[১১৯:১৬৭] পদ ৪৭
[১১৯:১৬৮] পদ ৫৬, ৮৮
[১১৯:১৬৮] পদ ২, ২২
[১১৯:১৬৮] ইয়োব ১০:৪; ২৩:১০; গীত ১৩৯:৩; হিতো ৫:২১

১১৯:১৬১-১৬৮ ১৪৫-১৫২ পদের নোট দেখুন।
১১৯:১৬১ শাসনকর্তারা। ২৩ পদের নোট দেখুন। **আমার মনঃ** ৪:৭ পদের নোট দেখুন।
১১৯:১৬২ মহালুট। পদ ১৪, ৭২, ১১১ দেখুন।
১১৯:১৬৩ আমি মিথ্যাকে ... ঘৃণা করি। ৫৩ পদের নোট দেখুন। **মিথ্যাঃ** কিংবা বলা যায় "যা কিছু বা যে পথ মিথ্যা" (পদ ২৯ ও নোট দেখুন)।
১১৯:১৬৪ দিনে সাতবার। পূর্ণতা নির্দেশক প্রতীকী সংখ্যা – এর অর্থ তিনি সারা দিন ধরে সদাপ্রভুর প্রশংসা করেন।
১১৯:১৬৫ পরম শান্তি। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা এবং মঙ্গল।

তৌ
১৬৯ হে সদাপ্রভু, আমার কাতরোক্তি তোমার কাছে
উপস্থিত হোক,
তোমার বাক্য অনুসারে আমাকে বুদ্ধি দাও।
১৭০ আমার বিনতি তোমার সম্মুখে উপস্থিত হোক,
তোমার প্রতিজ্ঞা অনুসারে আমাকে নিস্তার কর।
১৭১ আমার ওষ্ঠাধর প্রশংসা করুক,
কারণ তুমি আমাকে তোমার সমস্ত বিধি শিক্ষা দিচ্ছ।
১৭২ আমার জিহ্বা তোমার মহিমা ঘোষণা করবে,
যেহেতু তোমার সমস্ত আদেশ ধর্মময়।
১৭৩ তোমার হাত আমার সহকারী হোক;
কেননা আমি তোমার আদেশমালা মান্য করেছি।

[১১৯:১৬৯] ইয়োব ১৬:১৮
[১১৯:১৬৯] পদ ৩৪
[১১৯:১৬৯] পদ ৯
[১১৯:১৭০] ১রাজা ৮:৩০; ২বংশা ৬:২৪; গীত ২৮:২; ১৪০:৬; ১৪৩:১
[১১৯:১৭০] গীত ৩:৭; ২২:২০; ৫৯:১
[১১৯:১৭০] পদ ৪১
[১১৯:১৭১] গীত ৫১:১৫; ৬৩:৩
[১১৯:১৭১] গীত ৯৪:১২; যিশা ২:৩; মীখা ৪:২
[১১৯:১৭২] গীত ৫১:১৪
[১১৯:১৭২] পদ ৭, ৭৫
[১১৯:১৭৩] গীত ৩৭:২৪; ৭৩:২৩; যিশা ৪১:১০
[১১৯:১৭৩] যিহো ২৪:২২

১৭৪ হে সদাপ্রভু, আমি তোমার পরিত্রাণের আকাঙ্খা করেছি,
এবং তোমার ব্যবস্থা আমার হর্ষজনক।
১৭৫ আমার প্রাণ জীবিত থাকুক,
সে তোমার প্রশংসা করবে,
আর তোমার সমস্ত অনুশাসন আমার সহকারী হোক।
১৭৬ আমি হারানো মেষের মত ভ্রান্ত হয়েছি;
নিজের দাসের খোঁজ কর;
কেননা আমি তোমার আদেশনামা ভুলে যাই নি।

[১১৯:১৭৪] পদ ১৬৬
[১১৯:১৭৪] পদ ১৬, ২৪
[১১৯:১৭৫] পদ ১১৬,১৫৯; যিশা ৫৫:৩
[১১৯:১৭৬] পদ ১০; গীত ৯৫:১০; যিরি ৫০:১৭; যিহি ৩৪:১১; লূক ১৫:৪
[১১৯:১৭৬] গীত ৪৪:১৭

১১৯:১৬৯-১৭৬ ১৪৫-১৫২ পদের নোট দেখুন।
১১৯:১৭১ আমার ওষ্ঠাধর প্রশংসা করুক। কারণ তুমি আমাকে উদ্ধার করেছ।
১১৯:১৭২ তোমার সমস্ত আদেশ ধর্মময়। ৭ পদ দেখুন।
১১৯:১৭৪-১৭৬ গীতের উপসংহার।
১১৯:১৭৬ ভ্রান্ত হয়েছি। যিশাইয় ৫৩:৬ পদ দেখুন; এখানে স্পষ্টভাবে গীত রচয়িতা এই কথা স্বীকার করছেন যে, সদাপ্রভুর বাক্য ও তাঁর ব্যবস্থা ধ্যান করতে গিয়ে তিনি বার বার অন্য পথে চলে গেছেন, ঠিক যেন হারানো ভেড়ার মত, যাঁকে একমাত্র তাঁর স্বর্গীয় পালকই ফিরিয়ে আনতে পারেন। যিনি ঈশ্বরকে তাঁর জীবনের পথ নির্দেশক ও সবচেয়ে প্রিয় বস্তুতে পরিণত করেছেন, যাঁর মুখেই এমন স্বীকারোক্তি ও প্রার্থনা শোভা পায়।

উপসংহার: ঈশ্বরের বাক্য সম্মানিত হবে। এই গীতটি সব সময়ের সব লোকদের জন্য প্রযোজ্য। এই মহান গীতটি হিব্রু বর্ণমালার ক্রম অনুসারে সাজানো। এই গীতটি পরিশেষে পূর্ণ হবে যখন ইস্রায়েলীয়রা নতুন ব্যবস্থার অধীনে আসবে এবং ব্যবস্থা তাদের হৃদয়ে লেখা হবে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. কিভাবে এই গীতটি অনন্যভাবে গঠন করা হয়েছে? এর প্রধান মূলবচন কি?
২. সমালোচক প্রায়ই বিশ্বাসীদের সমালোচনা করে থাকে যে, তারা বাইবেলকে উপাসনা করে থাকে। কেন তারা এ রকমটা মনে করে? তাদের এই অভিযোগে আপনি কিভাবে সাড়া দিবেন?
৩. দৈনিক জীবনযাত্রার জন্য আপনি বাইবেলের কাছ থেকে কি শিক্ষা লাভ করেন?
৪. খ্রীষ্টিয় জীবনে বাইবেল যদি কোন ভূমিকা পালন করে থাকে, তবে পুরাতন নিয়ম কি ভূমিকা পালন করে?
৫. কীভাবে বাবা-মায়েরা ভালবাসার পাশাপাশি তাদের সন্তানদের ঈশ্বরের জ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান দিতে পারে?
৬. কীভাবে আপনি ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করা এবং এতে ধ্যান করার মধ্যে পার্থক্য করেন? আপনি বাইবেল পাঠ ও ধ্যান করার একটি দৈনিক সময়সূচী বজায় রাখেন? যদি না

হয়, আপনি কিভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ অভ্যাস গড়ে তুলবার জন্য আপনার সময়সূচী ব্যবস্থা করবেন?

৭. গীতসংহিতা ১১৯ এর কোন পদটি ঈশ্বরের বাক্যের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে আপনাকে নির্দেশ করে? ঈশ্বরের বাক্যের কোন বিষয়টি ধ্যান করার বিষয়ে নির্দেশ করে? কেন আপনি এই বিষয়টি পছন্দ করেন তা ব্যাখ্যা করুন।

গীত ১২০

নির্যাতনকারীদের হাত থেকে মুক্তির প্রার্থনা

ভূমিকা: ১৫টি গীতের একটি সঙ্কলন (গীত ১২০-১৩৪ অধ্যায়), যার প্রত্যেকটিতে "আরোহণ-গীত" শিরোনামটি রয়েছে, এর সাথে যুক্ত হয়েছে গীত ১৩৫-১৩৭ অধ্যায়। কিছু কিছু যিহূদী প্রথা অনুসারে গীত ১২০-১৩৬ অধ্যায়কে বলা হয় "মহা হাল্লেল" বা মহা প্রশংসা-গীত (যা "মিশরীয় হাল্লেল" থেকে আলাদা; গীত ১১৩-১১৮ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। গীত ১৩৭ অধ্যায়ে প্রকাশ পেয়েছে সিয়োন তথা যিরূশালেম নগরীর প্রতি গভীর অনুরাগ, যে নগরীটি ঈশ্বরের লোকদের সাথে তাঁর উপস্থিতির প্রতীক। যিরূশালেম নিয়ে এই বর্ণনা গীত সঙ্কলনটিকে আরও একীভূত করেছে। এই "আরোহণ গীতগুলো" মূলত প্রতি বছর যিরূশালেমে তীর্থ যাত্রায় গমনকালে গাওয়া হত (৮৪:৫-৭; যাত্রা ২৩:১৪-১৭; দ্বি.বি. ১৬:১৬; মীখা ৪:২; সখরিয় ১৪:১৬ পদের নোট দেখুন), যা গাইতে গাইতে উপাসনাকারীরা সিয়োন পর্বতে এসে উপস্থিত হতেন (যিশাইয় ৩০:২৯ পদ দেখুন)। এই গীতগুলোর ভাবধারা অনেকটা গীত ৮৪ অধ্যায়ের গীতের মত (এর সাথে তুলনা করুন গীত ৪২-৪৩ অধ্যায়)। প্রত্যেকটি গীত শুরু হয়েছে একটি প্রার্থনার মধ্য দিয়ে যা নিজ বাসস্থান থেকে দূরে সরে থাকা এবং অত্যাচারিত হওয়ার এক কষ্টকময় অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে এবং শেষ হয়েছে ঈশ্বরের পবিত্র স্থানে তাঁর প্রশংসা করার আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে। মূল হিব্রু টেক্সটে মধ্যবর্তী গীতটি (গীত ১২৭) রাজা শলোমন রচনা করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং অন্য চারটি গীত (১২২; ১২৪; ১৩১; ১৩৩) মধ্যবর্তী গীতের দুই পাশে অবস্থান নিয়েছে এবং সেগুলো রাজা দায়ূদ রচনা করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সঙ্কলনটি নিয়ে আরও বিশ্লেষণ জানতে উক্ত গীতগুলোর পৃথক ভূমিকা দেখুন।

গীত ১২০ অধ্যায়টি মিথ্যা অপবাদকারীদের হাত থেকে বাঁচার জন্য একজন ব্যক্তির প্রার্থনা (৫:৯ পদ ও নোট দেখুন)। এখানে যে "যুদ্ধ" শব্দটি (পদ ৭) ব্যবহার করা হয়েছে তা সম্ভবত প্রতীকী। তিনটি সংক্ষিপ্ত পঙক্তিমালার মধ্য দিয়ে মূল ভাব প্রকাশিত হয়েছে: প্রার্থনাটি উচ্চারণ করা হয়েছে (পদ ১-২), বিরোধিতাকারীদের উদ্দেশ্য করে কথা বলা হয়েছে (পদ ৩-৪), পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা উল্লেখ করে কষ্টের কথা প্রকাশ করা হয়েছে (পদ ৫-৭)।

আরোহণ-গীত।

গীত ১২০ : ক্রসরেফারেন্স

১ আমি সঙ্কটে সদাপ্রভুকে ডাকলাম,
তিনি আমাকে উত্তর দিলেন।
২ হে সদাপ্রভু, আমার প্রাণ মিথ্যাবাদী ওষ্ঠাধর থেকে,
প্রতারক জিহ্বা থেকে রক্ষা কর।
৩ হে প্রতারক জিহ্বা, তিনি তোমাকে কি দেবেন?
তোমাকে বেশি কি যোগাবেন?
৪ বীরের ধারালো তীরগুলো,
ও রোতম কাঠের জলন্ত কয়লা।
৫ হায় হায়, আমি মেশকে প্রবাস করছি,
কেদরের তাঁবুগুলোর কাছে বাস করছি।
৬ বহুকাল আমার প্রাণ এমন ব্যক্তির সঙ্গে বসবাস করেছে,
যে শান্তি ঘৃণা করে।
৭ আমি শান্তিপ্রিয়,
কিন্তু যখন কথা বলি, তখন ওরা যুদ্ধ চায়।

[১২০:১] গীত ১৮:৬
[১২০:১] ২শমূ ২২:৭; গীত ১১৮:৫
[১২০:২] গীত ৩১:১৮
[১২০:২] গীত ৫২:৪
[১২০:৪] দ্বি.বি. ৩২:২৩
[১২০:৫] আদি ২৫:১৩; যিরি ২:১০

গীত ১২০ এর নোটসমূহ

শিরোনাম গীত ১২০-১৩৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

১২০:১-২ প্রার্থনা।

১২০:১ আমি সঙ্কটে সদাপ্রভুকে ডাকলাম ... উত্তর দিলেন। ১১৮:৫ পদের নোট দেখুন।

১২০:২, ৬ আমার প্রাণ। আক্ষরিক অর্থে "আমি" (৬:৩ পদের নোট দেখুন)।

১২০:২ মিথ্যাবাদী ওষ্ঠাধর ... প্রতারক জিহ্বা। ৫:৯ পদের নোট দেখুন।

১২০:৩-৪ ঈশ্বর নিষ্ক্রিয় থাকবেন না এমন প্রতিজ্ঞা (৬:৮-১০ পদ এবং ৩:৮ পদের নোট দেখুন)।

১২০:৩ তিনি। সদাপ্রভু ঈশ্বর। **বেশি কি যোগাবেন?** শপথ প্রদানের সাধারণ প্রকাশভঙ্গি (১ শমূয়েল ৩:১৭ পদ ও নোট দেখুন)। এর মধ্য দিয়ে শত্রুদের উপরে ঈশ্বরের বিচারের সুনিশ্চয়তা ও ভয়াবহতাকে প্রকাশ করা হয়েছে।

১২০:৪ ধারালো তীরগুলো ... জলন্ত কয়লা। অস্ত্র হিসেবে আমাদের জিহ্বা যেন ধারালো তীর (হিতোপদেশ ২৫:১৮; যিরমিয় ৯:৮ পদ; আরও দেখুন ৫৭:৪; ৬৪:৩ পদ) এবং অনির্বাণ অগ্নি (হিতোপদেশ ১৬:২৭; যাকোব ৩:৬ পদ দেখুন) এবং ঈশ্বর অবশ্যই তাঁর নিরূপিত সময়ে করুণা সহকারে বিচার সাধন করবেন (৭:১১-১৩; ১১:৬; ৬৪:৭ পদ দেখুন)। করুণা সহকারে বিচার সাধন সম্পর্কে আরও দেখুন ৬৩:৯-১০; ৬৪:৭-৮ পদ ও নোট। **রোতম কাঠ:** মরুভূমিতে উৎপন্ন এক ধরনের উদ্ভিদ, যা অনেক সময় ছায়া দেওয়ার মত যথেষ্ট বড় ও ছড়ানো হয়ে থাকে। এর ছাল থেকে তৈরি জ্বালানি অত্যন্ত উত্তপ্ত ও বহুক্ষণ ধরে জ্বলে এমন আগুন উৎপন্ন করে।

১২০:৫-৭ দীর্ঘকাল ব্যাপী কষ্টের কারণে অভিযোগ।

১২০:৫ মেশক ... কেদরের। প্রথমটির অবস্থান হচ্ছে মধ্য এশিয়া মাইনরে (আদিপুস্তক ১০:২ পদের নোট দেখুন), দ্বিতীয়টির অবস্থান আরবে (যিশাইয় ২১:১৬ পদের নোট দেখুন)। ভর্ৎসনাকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় গীত রচয়িতার মনে হচ্ছে যেন তিনি তাঁর বাসস্থান থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছেন এবং বর্বর মানুষেরা তাঁকে ঘিরে রয়েছে।

উপসংহার: ঈশ্বরভক্ত লোকদের যাতনা বা দুঃখ-কষ্টের কথা প্রকাশিত হয়েছে। শত্রুর হাত থেকে এবং নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দায়ূদের প্রার্থনা দেখায় যে, সব কালের ঈশ্বরভক্ত লোকেরা নির্যাতন ও দুঃখ-কষ্ট থেকে রক্ষা পাবার জন্য একইভাবে প্রার্থনা করে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. কোন উপলক্ষে ১২০-১৩৪ গীতগুলো লিখতে উৎসাহিত করেছে? যদি আমাদের বোঝাগুলো আশীর্বাদ হয়ে থাকে তবে কোন্ তিনটি দায়িত্ব আমাদের পালন করতে হবে?
২. আমাদের বোঝাগুলো আশীর্বাদ হিসাবে পেতে হলে, আমাদের অবশ্যই প্রার্থনা করতে হবে, ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করতে হবে এবং ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করতে হবে। কেন এর প্রতিটি বিষয়ই অপরিহার্য? কোন্‌টি আপনার জন্য সবচেয়ে কঠিন বলে মনে করেন?
৩. কোন কোন উপায়ে বিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীদের মতই বাস করেন?

গীত ১২১

ঈশ্বর সদাপ্রভুর দেওয়া নিরাপত্তার নিশ্চয়তা

ভূমিকা: স্বীকারোক্তি ও নিশ্চয়তার একটি কথোপকথন (সম্ভবত লিটার্জিক্যাল)। তীর্থযাত্রার গীত হিসেবে এটিকে বিবেচনা করলে গীতটি বুঝতে সুবিধা হবে। তবে এই কথোপকথন একজন ব্যক্তিই করেছেন (এর সাথে তুলনা করুন গীত ৪২-৪৩ অধ্যায়ের পুনরুক্তি বা ধূয়াগুলো) না কি কয়েকজন মিলে করেছেন তাতে খুব একটা পার্থক্য হয় না, কারণ প্রত্যেকটি পদের মূল ভাবার্থ বা ভাষা প্রায় একই রকম। যে নিশ্চয়তার ভাষা এখানে প্রকাশ পেয়েছে (গীত ৩৩ অধ্যায় দেখুন) তা যিরূশালেমে তীর্থযাত্রার জন্য যেমন উপযোগী, তেমনি বিশ্বাসীরা যে গৌরবের মুকুট গ্রহণ করতে অনন্ত জীবনে প্রবেশ করবেন সেই তীর্থযাত্রার সাথেও সমান উপযোগী (৪৯:১৫; ৭৩:২৪ পদের নোট দেখুন)। এই গীতটি চারটি জোড় পদ নিয়ে তৈরি হয়েছে, যার প্রত্যেকটিতে একটি করে প্রারম্ভিক লাইন রয়েছে, যা জোড় পদের বাকি অংশটি গঠন করেছে। মূল আলোচ্য শব্দগুলো হচ্ছে "সদাপ্রভু" এবং "রক্ষা করবেন," যা পাঁচবার করে উল্লেখ রয়েছে।

আরোহণ-গীত।

গীত ১২১ : ক্রসরেফারেন্স

[১২১:২] আদি ১:১
[১২১:২] গীত ১০৪:৫; গীত ১১৫:১৫
[১২১:৪] গীত ১২৭:১
[১২১:৫] গীত ১:৬
[১২১:৬] যিশা ৪৯:১০
[১২১:৭] গীত ৯:৯
[১২১:৮] দ্বি.বি. ২৮:৬

১ আমি পর্বতমালার দিকে চোখ তুলে তাকাব;
কোথা থেকে আমার সাহায্য আসবে?
২ সদাপ্রভু থেকে আমার সাহায্য আসে,
তিনি আকাশ ও পৃথিবীর নির্মাণকর্তা।
৩ তিনি তোমার পা বিচলিত হতে দেবেন না,
তোমার রক্ষক ঢুলে পড়বেন না।
৪ দেখ, যিনি ইস্রায়েলের রক্ষক,
তিনি ঢুলে পড়েন না, নিদ্রা যান না।
৫ সদাপ্রভুই তোমার রক্ষক,
সদাপ্রভুই তোমার ছায়া,
তিনি রয়েছেন তোমার দক্ষিণ পাশে।
৬ দিনে সূর্য তোমাকে আঘাত করবে না,
রাতে চন্দ্রও করবে না।
৭ সদাপ্রভু তোমাকে সমস্ত অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবেন;
তিনি তোমার প্রাণ রক্ষা করবেন।
৮ সদাপ্রভু তোমার বাইরে যাওয়া ও
তোমার ভিতরে আসা সুরক্ষিত রাখবেন,
এখন থেকে চিরকাল পর্যন্ত।

গীত ১২১ এর নোটসমূহ

শিরোনাম গীত ১২০-১৩৭ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

১২১:১-২ সদাপ্রভু ঈশ্বরের উপরে আনীত নির্ভরতার স্বীকারোক্তি।

১২১:১ পর্বতমালা। যিরূশালেমের নিকটবর্তী পর্বতমালা, যার মধ্যে সিয়োন পর্বত একটি (১২৫:২), কিংবা যদি এখানে বহুবচনের মধ্য দিয়ে গৌরব ও মহিমা বোঝানো হয়ে থাকে (ইব্রীয় ৮৭:১; ১৩৩:৩ পদের মত), তাহলে এটি সিয়োন পর্বত।

১২১:২ তিনি আকাশ ও পৃথিবীর নির্মাণকর্তা। একমাত্র সত্যিকার ঈশ্বর, পৃথিবীর সমস্ত বস্তু ও প্রাণীর সৃষ্টিকর্তা (দেখুন ১২৪:৮; ১৩৪:৩; এর সাথে দেখুন ৩৩:৬; ৮৯:১১-১৩; ৯৬:৪-৫; ১০৪:২-৯; ১৩৬:৪-৯ পদ দেখুন)।

১২১:৩-৪ ইস্রায়েলের উপরে সর্বদা অতন্দ্র প্রহরী সম্পর্কে নিশ্চয়তা।

১২১:৩ তিনি তোমার পা বিচলিত হতে দেবেন না। যেখানে পথ খুবই পিচ্ছিল সেখানেও না। **তোমার রক্ষক ঘুমে ঢুলে পড়বেন না:** পৌত্তলিক দেবতা বাল-এর মত (১ রাজাবলি ১৮:২৭ পদ দেখুন) – যদিও কোন কোন সময় তাঁকে দেখে এটাই মনে হতে পারে (৪৪:২৩; ৭৮:৬৫ পদ দেখুন)।

১২১:৪ যিনি ইস্রায়েলের রক্ষক। সমস্ত সৃষ্টির সদাপ্রভু এবং ইস্রায়েল জাতির রক্ষক – যাঁর উপরে আমরা আমাদের সমস্ত বিশ্বাস অর্পণ করি।

১২১:৫-৬ অব্যর্থ সুরক্ষা সম্পর্কে নিশ্চয়তা দান।
১২১:৫ তোমার ছায়া। ৯১:১ পদ দেখুন ("ছায়া") এবং ১৭:৮ পদের নোট দেখুন। তোমার দক্ষিণ পাশে। ১৬:৮ পদ ও নোট দেখুন।
১২১:৬ সূর্য ... চন্দ। এখানে "ছায়া" সংক্রান্ত উপমাটির সাথে মিলিয়ে এখানে এটি দিনে বা রাতে সমস্ত বিপদ বা হুমকির কথা বলে (যিশাইয় ৪:৬; ২৫:৪-৫; ৪৯:১০; যোনা ৪:৮ পদ দেখুন)।
১২১:৭-৮ জীবনের সমস্ত কিছুর ব্যাপারে নিশ্চয়তা দান।
১২১:৮ তোমার বাইরে যাওয়া ও তোমার ভিতরে আসা। আক্ষরিক অর্থে "তোমার আসা ও যাওয়া"। যদিও এখানে যে হিব্রু ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থ ১ শমূয়েল ২৯:৬ পদে সামরিক কার্যক্রম হিসেবে দেখানো হয়েছে। ২ শমূয়েল ৩:২৫ পদে যে অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে তার সাথে দ্বি.বি. ২৮:৬ পদের মিল রয়েছে।

উপসংহার: ইস্রায়েলের পালনকর্তা ও রক্ষাকর্তা সদাপ্রভু ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে। ঈশ্বর কখনো তাঁর লোকদের ব্যর্থ হতে দেন না।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. আপনি একটি অনিরাপদ বিশ্বে কিভাবে নিরাপদ বোধ করেন? কেন করেন?
২. "প্রভু আপনার ছায়া, ও আপনার দক্ষিণ পাশে আছেন" এই নিশ্চয়তার যদি কোন গ্যারান্টি না থাকে তবে কি আপনি আঘাত পাবেন? ব্যাখ্যা করুন।

গীত ১২২

যিরূশালেমের জন্য প্রশংসা ও প্রার্থনা

ভূমিকা: যিরূশালেমের জন্য প্রশংসা ও আনন্দের গীত (দেখুন গীত ৪২-৪৩; ৪৬; ৪৮; ৮৪; ৮৭; ১৩৭ অধ্যায় এবং উক্ত গীতগুলোর ভূমিকা)। এই গীতটি গেয়েছেন যিরূশালেমে গমনকারী কোন তীর্থযাত্রী। খুব সম্ভবত এই গীতটি ইস্রায়েল জাতির তিনটি বড় পদের মধ্যে একটিতে গাওয়া হত, দ্বি.বি. ১৬:১৬ পদ দেখুন। এখানে যিরূশালেম নগরীর জন্য তীব্র আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে এবং এর মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করা হয়েছে। তীর্থযাত্রার তৃতীয় গীত হিসেবে (গীত ১২০-১৩৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন) এখানে গীত ১৩২ অধ্যায়ের বেশ কিছু মূল ভাবধারা দেখা যায়, যা এই সঙ্কলনের শেষ থেকে তৃতীয় গীত। সম্ভবত এখানে ক্রমানুসার ও উল্টো ক্রমানুসারের গীতগুলোর মধ্যে মিল রাখা হয়েছে। কাঠামোগত দিক থেকে দুই পদ বিশিষ্ট একটি ভূমিকার মধ্য দিয়ে গীত গায়ককে এই আনন্দময় নগরীর মাঝে ঈশ্বরের প্রশংসায় রত অবস্থায় দেখানো হয়েছে এবং চার পদ বিশিষ্ট দুটি প্রায় সদৃশ পঙক্তিমালা নিয়ে মূল বিষয়বস্তু প্রকাশ পেয়েছে। হিব্রু সংস্করণে প্রথম পঙক্তিমালায় মোট ৫৭টি সিলেবল রয়েছে, দ্বিতীয়টিতে রয়েছে ৬০টি সিলেবল; গীত

১২৭; ১২৮; ১২৯ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। সদাপ্রভুর গৃহের কথা উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে গীতটির কাঠামো নির্দেশ করা হয়েছে (পদ ১ ও ৯)।

আরোহণ-গীত। দায়ূদের।

গীত ১২২ : ক্রসরেফারেন্স

[১২২:৬] গীত ২৬:৮
[১২২:৭] ১শমূ ২৫:৬
[১২২:৭] গীত ৪৮:৩
[১২২:৯] গীত ১২৮:৫

১ আমি আনন্দিত হলাম, যখন লোকে আমাকে বললো,
চল, আমরা সদাপ্রভুর গৃহে যাই।
২ হে যিরূশালেম, তোমার দ্বারের ভিতরে
আমাদের চরণ দণ্ডায়মান হল।
৩ হে যিরূশালেম, তুমি নির্মিত হয়েছ একত্র সংযুক্ত নগরের মত।
৪ সেই স্থানে বংশগুলো, সদাপ্রভুর বংশগুলো উঠে দাঁড়ায়,
ইস্রায়েলকে দেওয়া নির্দেশের জন্য,
সদাপ্রভুর নামের ধন্যবাদ করার জন্য।
৫ কেননা সেই স্থানে বিচার করার সিংহাসনগুলো,
দায়ূদ-কুলের সিংহাসনগুলো স্থাপিত।
৬ তোমরা যিরূশালেমের শান্তির জন্য প্রার্থনা কর;
যারা তোমাকে প্রেম করে, তাদের কল্যাণ হোক।
৭ তোমার প্রাচীরের মধ্যে শান্তি হোক,
তোমার উচ্চগৃহগুলোর মধ্যে কল্যাণ হোক।
৮ আমার ভাইদের ও বন্ধুদের অনুরোধে আমি বলবো,
তোমার মধ্যে শান্তি বর্তুক।
৯ আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর গৃহের অনুরোধে
আমি তোমার মঙ্গল চেষ্টা করবো।

গীত ১২২ এর নোটসমূহ

শিরোনাম আরোহণ-গীত: গীত ১২০-১৩৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। **দায়ূদের:** এই উপাদানটি এই গীতের সমকালীন অন্যান্য সব গীতে দেখা যায় না এবং গীতটির বিষয়বস্তু অনুসারে এটি আরও পরে লেখা হয়েছে (১ পদের নোট দেখুন)।

১২২:১-২ যিরূশালেমের উদ্দেশে তীর্থযাত্রায় অংশগ্রহণ করতে পারার আনন্দ।

১২২:১ সদাপ্রভুর গৃহে। যিরূশালেমের মন্দির (২ শমূয়েল ৭:৫, ১৩; ১ রাজাবলি ৫:৩, ৫; ৮:১০ পদ দেখুন)। ১ রাজাবলি ৩:৪; ৮:১-১১ পদ বিবেচনা করলে মন্দির উৎসর্গ করার আগে যিরূশালেম নগরী তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছিল কি না সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

১২২:২ তোমার দ্বার। অর্থাৎ নগরে প্রবেশ করার জন্য মূল ফটক।

১২২:৩-৫ বিশ্বাসীদের জন্য যিরূশালেম নগরীর তাৎপর্য।

১২২:৩ একত্র সংযুক্ত। সম্ভবত এখানে নগরীর দৃঢ় ও মজবুত ভিত্তি ও নির্মাণ কাজের কথা বলা হয়েছে (গীত ৪৮ অধ্যায়) এবং সম্ভবত এখানে সাক্ষ্য-তাঁবু নির্মাণের ব্যাপারেও

প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে (এর সাথে তুলনা করুন যাত্রা ২৬:১১ পদ, "... তাম্বু সংযুক্ত করবে")। যদি তাই হয় সেক্ষেত্রে যিরূশালেম নগরীকে ঈশ্বরের জাগতিক বাসস্থান হিসেবে বিবেচনা করে তার প্রশংসা করা হচ্ছে (৯:১১ পদের নোট দেখুন; এর সাথে যিশাইয় ৪:৫ পদও দেখুন)।

১২২:৪ সদাপ্রভুর নামের ধন্যবাদ করার জন্য। ইস্রায়েল জাতিকে ঈশ্বর যেভাবে রক্ষা করেছেন সে জন্য এবং তিনি এই জাতিকে যে সমস্ত দয়া ও আশীর্বাদ দান করেছেন তার জন্য। **নাম:** ৫:১১ পদের নোট দেখুন। **ইস্রায়েলকে দেওয়া নির্দেশের জন্য:** ৮১:৩-৫; দ্বি.বি. ১৬:১-১৭ পদ দেখুন)।

১২২:৫ সেই স্থানে ... দায়ূদ-কুলের সিংহাসনগুলো। যিরূশালেম একই সাথে ঈশ্বরের পবিত্র নগরী এবং তাঁর বেছে নেওয়া রাজকীয় বংশের রাজধানী, যার মধ্য দিয়ে তিনি জাতিটিকে সুরক্ষা করে থাকেন এবং নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন (দেখুন ২:২, ৬-৭; ৮৯:৩-৪, ৭৯-৩৭; ১১০; ২ শমূয়েল ৭:৮-১৬ পদ ও নোট দেখুন)। বন্দীদশার পরবর্তী সময়েও এই ভাবধারা বজায় ছিল, কিন্তু এখন খ্রীষ্টিয় প্রত্যাশার কারণে নগরীটি শুধুই দায়ূদ নগর।

১২২:৬-৯ যিরূশালেম নগরীর শান্তির জন্য প্রার্থনা।

১২২:৬ হিব্রু সংস্করণে একটি চমৎকার কাব্যিক উক্তির মধ্য দিয়ে "মুক্তি," "শান্তি," "যিরূশালেম," এবং "কল্যাণ হোক" কথাগুলোকে এক সাথে আবদ্ধ করা হয়েছে। **শান্তি:** পদ ৭-৮ দেখুন; এখানে সুরক্ষা ও সমৃদ্ধি দুটোর কথাই বলা হয়েছে। **যারা তোমাকে ভালবাসে।** গীত রচয়িতা, যার কথা ১-৮ পদে রয়েছে এবং সেই সাথে সদাপ্রভুর প্রতি ও তাঁর অভিষিক্ত রাজার প্রতি ভালবাসার কারণে যারা যিরূশালেম নগরীকে ভালবাসে তাদের কথা বোঝানো হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে যারা এক সাথে প্রার্থনা করে, সদাপ্রভুর উপাসনা করে এবং ঈশ্বরের লোকদের মধ্যে পরস্পরের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করে তাদের মধ্যে একটি চমৎকার ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ভালবাসার বন্ধন তৈরি হয় (আদিপুস্তক ১৩৩ অধ্যায়)।

১২২:৭ প্রাচীর ... উচ্চগৃহ। ৪৮:১৩ পদ দেখুন ("দৃঢ় প্রাচীর ... অট্টালিকা")।

১২২:৮-৯ অনুরোধে ... অনুরোধে। কারণ যিরূশালেম হচ্ছে পৃথিবীতে সেই সর্বোচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন স্থান যেখানে ঈশ্বর ও তাঁর লোকেরা এক সাথে ফলপ্রসূ সহভাগিতায় মিলিত হন। এ জন্য গীত রচয়িতা নগরীর শান্তি ও সমৃদ্ধি বজায় রাখার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছেন।

১২২:৯ ঈশ্বর সদাপ্রভুর গৃহ। পদ ১ ও নোট দেখুন; এই শব্দগুচ্ছটি এই গীতের জন্য একটি সাহিত্যগত কাঠামো তৈরি করে।

উপসংহার: যিরূশালেমের শান্তির জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। তীর্থযাত্রীদের লক্ষ্য হিসেবে এই গানে সিয়োনের প্রশংসা করা হয়। পর্ব উপলক্ষে একদল তীর্থযাত্রী সেখানে আসে। তারা শহরটিকে সম্মান করে এবং তারা সেই শহরটির শান্তির ও উন্নতির জন্য প্রার্থনা করে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. আপনি কি একমত বা ভিন্নমত পোষণ করেন যে, মানুষকে আকর্ষণ করার জন্য

মণ্ডলীকে বিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে? আমরা কি মণ্ডলীতে যাব কিছু পেতে অথবা কিছু দিতে? ব্যাখ্যা করুন।

২. যিরূশলেমের শান্তির জন্য প্রার্থনা করার অর্থ কি? কখন যিরূশালেম স্থায়ী শান্তি ভোগ করবে?

গীত ১২৩

অনুগ্রহের জন্য প্রার্থনা করা

ভূমিকা: ঈশ্বরের নম্র লোকদের প্রার্থনা, যেন ঈশ্বর তাদের প্রতি আশীর্বাদ প্রদর্শন করেন এবং অহঙ্কারীদের সমস্ত দূরভিসন্ধি থেকে তাদেরকে উদ্ধার করেন। গীত ১২৪ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। গীতটির কাঠামো অনুসারে এক পদ বিশিষ্ট একটি ভূমিকার পরে রয়েছে দুটি সংক্ষিপ্ত পঙক্তিমালা, যার উভয়েরই নিজস্ব বিষয়বস্তু রয়েছে।

আরোহণ-গীত।

গীত ১২৩ : ক্রসরেফারেন্স

[১২৩:১] গীত ৬৮:৫; যিশা ৬:১; ৬৩:১৫
[১২৩:২] গীত ২৫:১৫

১ আমি তোমার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকি,
তুমিই স্বর্গে সমাসীন।
২ দেখ, মনিবের হাতের প্রতি যেমন দাসদের দৃষ্টি,
কর্ত্রীর হাতের প্রতি যেমন দাসীর দৃষ্টি,
তেমনি আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতি আমাদের দৃষ্টি,
যত দিন না তিনি আমাদের প্রতি করুণা করেন।
৩ আমাদের করুণা কর, হে সদাপ্রভু, করুণা কর,
কেননা আমরা অবজ্ঞায় নিতান্ত পূর্ণ হয়েছি।
৪ আমাদের প্রাণ নিতান্ত পূর্ণ হয়েছে,
আরামে থাকা লোকদের বিদ্রূপে,
অহঙ্কারীদের অবজ্ঞায়।

গীত ১২৩ এর নোটসমূহ

শিরোনাম গীত ১২০-১৩৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

১২৩:১ আমি তোমার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকি। গীত রচয়িতা এখানে তাঁর সমাজের পক্ষে প্রতিনিধি হিসেবে কথা বলছেন। **তুমিই স্বর্গে সমাসীন:** যাঁর জাগতিক সিংহাসন সিয়োন পর্বতের উপরে মন্দিরে অবস্থিত (১২২:৫ পদ ও নোট দেখুন; এর সাথে ২:৪; ৯:১১; ১১:৪; ৮০:১; ৯৯:১; ১১৩:৫; ১৩২:১৪ পদ দেখুন)।

১২৩:২ দৈনন্দিন গৃহস্থালি জীবন থেকে দুটো রূপক চিত্র নিয়ে বিশ্বাসী নারী ও পুরুষদেরকে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরশীল ও বিশ্বাসী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১২৩:৪ আরামে থাকা লোক ... অহঙ্কারী। যারা তাদের নিজেদের বুদ্ধিতে ও শক্তিতে

জীবন ধারণ করে (১০:২-১১; ৩১:২৩ পদের নোট দেখুন) এবং যারা নম্রতার সাথে সদাপ্রভু ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করে তাদেরকে বিদ্রূপ ও তিরস্কার করে। উদাহরণস্বরূপ, যারা রাজা হিষ্কিয়ের সময়ে (২ রাজাবলি ১৮:১৭–১৯:১৯ পদ দেখুন) কিংবা শাসনকর্তা নহিমিয়ের সময়ে (নহি ৪; ৬:১-৪) তাদের বিরোধিতা করতো।

উপসংহার: বিপদের সময় দয়া লাভের জন্য কান্নাকাটি করা হয়েছে। নম্রভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভরতার বিষয় প্রকাশ করা হয়েছে। এই পৃথিবীর ও অহংকারী লোকদের ঘৃণার কারণে যে কষ্ট নেমে আসে সেখানে ঈশ্বরের দয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. এই গীতের লেখক কি রকম বোঝা বহন করে চলেছেন? শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইস্রায়েল যে অত্যাচার ভোগ করছে তারপর এর অস্তিত্বকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?
২. একজন বিশ্বাসী তার বিশ্বাসের জন্য যখন সমালোচিত বা শারীরিকভাবে নির্যাতিত হন তখন তিনি কি করবেন?

গীত ১২৪

ইস্রায়েলের পরিত্রাণের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন

ভূমিকা: শক্তিশালী শত্রুর হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য ইস্রায়েলের সদাপ্রভু ঈশ্বরের প্রতি প্রশংসা জ্ঞাপন – যা গীত ১২৩ অধ্যায়ের এক চমৎকার ফলশ্রুতিমূলক গীত। খুব সম্ভবত একজন লেবীয় ১-৫ পদ উচ্চারণ করেছেন এবং উপাসনাকারীরা ৬-৮ পদ উচ্চারণ করেছেন। গীত ১২৯ অধ্যায়েরও প্রায় একই ধরনের একটি ভূমিকা রয়েছে এবং দুটোতেই শক্তিশালী শত্রুদের হাত থেকে সিয়োনের উদ্ধারের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে, যার কারণে দুটো গীত মিলে মধ্যবর্তী মোট চারটি গীতকে একটি কাঠামোতে আবদ্ধ করেছে (১২৫:৫ পদের নোট দেখুন)।

আরোহণ-গীত। দায়ূদের।

গীত ১২৪ : ক্রসরেফারেন্স

[১২৪:১] গীত ১২৯:১

১ যদি সদাপ্রভু আমাদের সপক্ষ না হতেন,
--ইস্রায়েল এই কথা বলুক--
২ যদি সদাপ্রভু আমাদের সপক্ষ না হতেন,
যখন লোকেরা আমাদের বিরুদ্ধে উঠেছিল,
৩ তখন তারা আমাদেরকে জীবিত অবস্থায় গ্রাস করতো,
যখন আমাদের প্রতি তাদের ক্রোধ প্রজ্বলিত হত।

৪ তখন জল আমাদেরকে প্লাবিত করতো,
স্রোত আমাদের প্রাণের উপর দিয়ে বয়ে যেত;
৫ তখন প্রচণ্ড জলোচ্ছাস আমাদের প্লাবিত করে বয়ে যেত।
৬ সদাপ্রভু ধন্য হোন, তিনি আমাদেরকে
ওদের সম্মুখে খাদ্য হিসেবে তুলে দেন নি।
৭ আমাদের প্রাণ ব্যাধের ফাঁদ থেকে পাখির মত রক্ষা পেয়েছে;
ফাঁদ ছিঁড়েছে, আর আমরা রক্ষা পেয়েছি।
৮ সদাপ্রভুর নামে আমাদের সাহায্য,
তিনি আকাশ ও পৃথিবীর নির্মাণকর্তা।

[১২৪:৪] গীত ৮৮:১৭
[১২৪:৪] গীত ১৮:৪
[১২৪:৭] গীত ৯১:৩
[১২৪:৭] গীত ২৫:১৫
[১২৪:৮] ১শমূ ১৭:৪৫
[১২৪:৮] আদি ১:১; গীত ১১৫:১৫; ১২১:২; ১৩৪:৩

গীত ১২৪ এর নোটসমূহ

শিরোনাম আরোহণ-গীত: গীত ১২০-১৩৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। **দায়ূদের:** খুব কম গীতে এ ধরনের ভূমিকা রয়েছে এবং ভাষাগত ও বিষয়বস্তুগত বিচারে এই গীতটি বন্দীদশার পরবর্তী সময়ে লেখা হয়েছিল (গীত ১২২ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন)। সম্ভবত গীত ১৮ ও ৬৯ অধ্যায়ের বক্তব্য এখানে প্রতিফলিত হয়েছে বলে গীতটি দায়ূদের বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

১২৪:১-৫ ইস্রায়েল জাতি জানুক যে, তাদের সদাপ্রভু ঈশ্বর স্বয়ং একা তাদেরকে এই ধ্বংস থেকে উদ্ধার করেছেন (২০:৭; ৯৪:১৭ পদ দেখুন)।

১২৪:২ লোকেরা আমাদের বিরুদ্ধে উঠেছিল। অহঙ্কারী ও উদ্ধত লোকেরা (১২৩:৪) আক্রমণ করতে পারে, কিন্তু সদাপ্রভু ঈশ্বর সব সময় ইস্রায়েলকে রক্ষা করেন (পদ ৮)।

১২৪:৩ আমাদেরকে জীবিত অবস্থায় গ্রাস করতো। মৃত্যুর মত (৪৯:১৪ পদের নোট দেখুন)। তবে এক্ষেত্রে ৬৯:১৫ পদ দেখুন।

১২৪:৪-৫ জল ... স্রোত ... প্রচণ্ড জলোচ্ছাস। ১৮:১৬ পদ দেখুন; আরও দেখুন ৩২:৬; ৬৯:১-২ পদ ও নোট।

১২৪:৬-৮ ঈশ্বর কর্তৃক উদ্ধার লাভের কারণে তাঁর প্রতি প্রশংসা জ্ঞাপন – সাথে রয়েছে এক বর্ণনা সমৃদ্ধ চিত্রকল্প।

১২৪:৬ খাদ্য হিসেবে তুলে দেন নি। যেভাবে বন্য প্রাণী খাদ্য সংগ্রহ করে (৭:২ পদের নোট দেখুন)।

১২৪:৭ ব্যাধের ফাঁদ থেকে পাখির মত রক্ষা পেয়েছে। বাবিলের বন্দীদশা থেকে ইস্রায়েল জাতির উদ্ধারের সবচেয়ে উপযুক্ত উপমা (এর সাথে তুলনা করুন ৯:১৫ পদ)।

১২৪:৮ সবশেষে রয়েছে ইস্রায়েল জাতির সমবেত পাপ স্বীকার (১২১:২ পদ ও নোট দেখুন)।

উপসংহার: ১২৩ গীতে ঈশ্বর সদাপ্রভুর যে দয়া ও অনুগ্রহের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে এই গীতে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্নঃ

১. আপনি যখন আক্রমনের শিকার ছিলেন তখন আপনার জীবনে কি এমন ঘটনা ঘটেছিল যে, প্রভু আপনার পাশে ছিলেন? তিনি কিভাবে আপনাকে সহায়তা করেছেন?
২. শয়তান কিভাবে সিংহের মত করে তার শিকারকে ধরে? কিভাবে আপনি তার বিরুদ্ধে সতর্কতা বজায় রাখতে পারেন?
৩. আপনি কি ঠিক সময়েই শয়তানের ফাঁদ থেকে পালিয়ে যেতে পেরেছেন? সেই সময়ের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করুন।

গীত ১২৫

ঈশ্বরের লোকদের নিশ্চয়তা

ভূমিকাঃ ইস্রায়েল জাতির সাক্ষ্য দান, প্রার্থনা ও আশীর্বচন উচ্চারণের মধ্য দিয়ে তাদের সুরক্ষার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছে। এই গীতটি খুব সম্ভব বন্দীদশার পরবর্তী সময়ে রচিত হয়েছে এবং মন্দিরে উপাসনা চলাকালে লিটার্জি হিসেবে কোন একজন লেবীয় এই গীতটি পাঠ করতেন। গীত ১২৫ ও ১২৬ অধ্যায় বিষয়বস্তুগত দিক থেকে পরস্পর সংযুক্ত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ, কারণ দুটোই হিব্রু সংস্করণে ১১৬টি সিলেবল দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। এ কারণে দুটো গীতের পারস্পরিক সংযোগ একেবারে এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

আরোহণ-গীত।

গীত ১২৫ : ক্রসরেফারেন্স

[১] যারা সদাপ্রভুর উপর নির্ভর করে,
তারা সিয়োন পর্বতের মত, যা অটল ও চিরস্থায়ী।
[২] যিরূশালেমের চারদিকে পর্বতমালা আছে,
আর সদাপ্রভু তাঁর লোকদের চারদিকে আছেন,
এখন থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত আছেন।
[৩] কেননা দুষ্টতার রাজদণ্ড ধার্মিকদের অধিকারের উপরে
থাকবে না,
যেন ধার্মিকেরা অন্যায়ে হস্তক্ষেপ না করে।
[৪] হে সদাপ্রভু! তাদের মঙ্গল কর, যারা মঙ্গল স্বভাবের,
সরলচিত্তদের মঙ্গল কর।
[৫] কিন্তু যারা নিজেদের বাঁকা পথ অনুসরণ করে,
সদাপ্রভু তাদেরকে দুর্বৃত্তদের সহপথিক করবেন।
ইস্রায়েলের উপরে শান্তি বর্তুক।

[১২৫:১] গীত ৪৮:১২; যিশা ৩৩:২০
[১২৫:১] গীত ৪৬:৫; ৪৮:২-৫
[১২৫:২] ১বংশা ২১:১৫
[১২৫:২] গীত ৩২:১০; সখ ২:৪-৫
[১২৫:৩] ইষ্টের ৪:১১
[১২৫:৩] গীত ৮৯:২২; হিতো ২২:৮; যিশা ১৩:১১; ১৪:৫
[১২৫:৩] ১শমূ ২৪:১০
[১২৫:৪] গীত ১১৯:৬৫
[১২৫:৪] গীত ৩৬:১০
[১২৫:৫] ইয়োব ২৩:১১
[১২৫:৫] হিতো ২:১৫; যিশা ৫৯:৮
[১২৫:৫] গীত ৯২:৭
[১২৫:৫] গীত ১২৮:৬; গালা ৬:১৬

গীত ১২৫ এর নোটসমূহ

শিরোনাম গীত ১২০-১৩৭ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

১২৫:১-২ ঈশ্বরের লোকদের সুনিশ্চিত নিরাপত্তা।

১২৫:১ যারা সদাপ্রভু ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করে। ঈশ্বরের "লোকেরা" (পদ ২) "ধার্মিক" নামেও আখ্যাত (পদ ৩; এর সাথে ১:৫ পদের নোট দেখুন) এবং "সরল লোক," "অন্তঃকরণে সরল" নামেও আখ্যাত (পদ ৪)। "ধার্মিক" আখ্যাটি সম্পর্কে প্রায় এ ধরনের একটি বর্ণনা পাওয়া যায় ৩৪:৮-১৪ পদের নোটে। **সিয়োন পর্বতের মত।** তাদের সুরক্ষার দিক থেকে (গীত ৪৬; ৪৮ অধ্যায় দেখুন)।

১২৫:২ যিরূশালেমের চারদিকে পর্বতমালা আছে। যদিও যিরূশালেম নগরীর চারদিকে পর্বতমালা বেষ্টিত ছিল না, তথাপি পুরাতন নিয়মের রচয়িতাদের বক্তব্য অনুসারে নগরীটি পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। **আর সদাপ্রভু তাঁর লোকদের চারদিকে আছেন:** সদাপ্রভু ঈশ্বরের উপস্থিতি সম্পর্কে কোন অনিশ্চয়তা বা সন্দেহ থাকার কথা নয় (২ রাজাবলি ৬:১৭; সখরিয় ২:৫ পদ দেখুন)।

১২৫:৩ মন্দ শাসকেরা দৃষ্টান্ত তৈরির মাধ্যমে বা নির্যাতন করার মাধ্যমে ধার্মিকদেরকেও মন্দতায় টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় থাকে, কিন্তু সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে এই হুমকির বা বিপর্যয়ের মুখে সুরক্ষা দিয়ে থাকেন। **দুষ্টতার রাজদণ্ড:** সম্ভবত এখানে বিশেষভাবে পারস্য রাজা (নহিমিয় ৯:৩৬-৩৭ পদ দেখুন) এবং তার অধীনস্থ ধার্মিক ব্যক্তিদের কথা বোঝানো হচ্ছে, যেমন ছিলেন শাসনকর্তা নহিমিয় (গণনা পুস্তক ২:১৯; ৪:১-৩, ৭-৮; ৬:১-১৪, ১৭-১৯; ১৩:৭-৮, ২৮)। **ধার্মিকদের অধিকার:** প্রতিজ্ঞাত দেশ (৭৮:৫৫ পদ দেখুন)।

১২৫:৪-৫ সকলের কাছে তারা যেমন, তারা ব্যক্তিগত জীবনেও তেমনি ঈশ্বরের পথে চলেন (১৮:২৫-২৭ পদ দেখুন)। এভাবেই প্রকাশিত হয়েছে ধার্মিকদের আত্মবিশ্বাস সূচক প্রার্থনা (পদ ৪) এবং ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরতার স্বীকারোক্তি (পদ ৫)।

১২৫:৪ সরলচিত্ত। ৪:৭ পদের নোট দেখুন।

১২৫:৫ ইস্রায়েলের উপরে শান্তি বর্তুক। সম্ভবত এটি পালকীয় বা পুরোহিতের আশীর্বচনের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ (গণনা ৬:২৪-২৫ পদ দেখুন; উক্ত অংশের নোট দেখুন)। এই আশীর্বচনের সম্পূরক অংশ রয়েছে ১২৪:৪-৬ পদের প্রার্থনায়। গীত ১২৮ অধ্যায়ের শেষে এই আশীর্বচন পুনরুল্লেখ থাকার কারণে এটি মনে হতে পারে যে, চারটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ গীতের কাঠামো নির্দেশ করা হয়েছে। এতে করে দুটি জোড় গীত গঠিত হয়েছে: গীত ১২৫ -১২৬ এবং ১২৮-১২৭ অধ্যায়।

উপসংহার: ধার্মিকের পুরস্কার ও দুষ্টদের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। সুনিশ্চিত বিশ্বসের কথা প্রকাশ করা হয়েছে এবং সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। তাদের এই প্রার্থনা ভবিষ্যতে ইস্রায়েলের আশীর্বাদের সময় পূর্ণ হবে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. একজন বিশ্বস্ত লোক এবং বিশ্বাস থেকে পিছিয়ে যাওয়া লোকের মধ্যে আপনি কি পার্থক্য খুঁজে পান? বিশ্বাস থেকে পিছিয়ে যাওয়া একজন লোকের মধ্যে ও একজন পাপীর মধ্যে আপনি কি পার্থক্য খুঁজে পান?
২. সিয়োন পাহাড়ের মত একজন বিশ্বাসী বলতে আপনি কি বোঝেন?
৩. কেন "দুষ্টদের শাসন" টিকে থাকবে না? কেন আমাদের এই কথা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ?

গীত ১২৬

পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা

ভূমিকা: সিয়োনের বন্দীদশায় নীত লোকদের উদ্ধারের জন্য আনন্দের সঙ্গীত (এর সাথে তুলনা করুন গীত ৪২-৪৩; ৮৪; ১৩৭ অধ্যায়)। গীতটি চারটি করে হিব্রু পঙক্তিতে মোট দুটি পঙক্তিমালায় বিভক্ত। উভয়েরই নিজস্ব বিষয়বস্তু রয়েছে, কিন্তু দুটোরই প্রারম্ভিক পঙক্তির বিষয়বস্তু এক। পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে বিষয়বস্তুগত ঐক্য এখানে সাধিত হয়েছে (এর সাথে তুলনা করুন পদ ২-৩) এবং এর সাথে রয়েছে কিছু মূল আলোচ্য শব্দ ("সদাপ্রভু," "আনন্দগান," ফিরিয়ে আনা")। প্রথম পঙক্তিমালায় রয়েছে ঈশ্বরের মহৎ কাজের কথা (পদ ১, ৩), কিন্তু পদ ২ এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। গীত ১২৫ অধ্যায়ের সাথে এই গীতটির সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে গীত ১২৫ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

আরোহণ-গীত।

[১] সদাপ্রভু যখন সিয়োনের বন্দীদেরকে ফিরালেন,
তখন আমরা স্বপ্নদর্শকদের মত হলাম।
[২] তৎকালে আমাদের মুখ হাস্যে পূর্ণ হল,
আমাদের জিহ্বা আনন্দগানে পূর্ণ হল;
তৎকালে জাতিদের মধ্যে লোকে বললো,
সদাপ্রভু ওদের জন্য অজস্র মহৎ কাজ করেছেন।
[৩] সদাপ্রভু আমাদের জন্য প্রচুর মহৎ কাজ করেছেন,
সেজন্য আমরা আনন্দিত হয়েছি।
[৪] হে সদাপ্রভু! আমাদের বন্দীদেরকে ফিরিয়ে আন,
দক্ষিণ দেশের জলের স্রোতের মত ফিরিয়ে আন।
[৫] যারা চোখের জলের সঙ্গে বীজ বপন করে,
তারা আনন্দগানসহ শস্য কাটবে।
[৬] যে ব্যক্তি কাঁদতে কাঁদতে বপনীয় বীজ নিয়ে বাইরে যায়,

গীত ১২৬ : ক্রসরেফারেন্স

[১২৬:১] ইষ্রা ১:১-৩; গীত ৮৫:১; হোশেয় ৬:১১
[১২৬:২] আদি ২১:৬
[১২৬:২] ইয়োব ৮:২১; গীত ৬৫:৮
[১২৬:২] দ্বি.বি. ১০:২১; গীত ৭১:১৯; লূক ১:৪৯
[১২৬:৩] গীত ১০৬:২১; যোয়েল ২:২১, ২৬
[১২৬:৩] গীত ৯:২; ১৬:১১
[১২৬:৪] দ্বি.বি. ৩০:৩
[১২৬:৪] গীত ১০৭:৩৫; যিশা ৪৩:১৯; ৫১:৩
[১২৬:৫] গীত ৬:৬; ৮০:৫; যিরি ৫০:৪
[১২৬:৫] গালা ৬:৯
[১২৬:৫] গীত ১৬:১১; ২০:৫; ২৩:৬; যিশা ৩৫:১০; ৫১:১১; ৬০:১৫; ৬১:৭; যিরি ৩১:৬-৭, ১২
[১২৬:৬] গণনা ২৫:৬; গীত ৩০:৫

সে আনন্দগানসহ তার ফসলের আঁটি নিয়ে আবশ্যই আসবে।

গীত ১২৬ এর নোটসমূহ

শিরোনাম গীত ১২০-১৩৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

১২৬:১-৩ বন্দীদশা থেকে উদ্ধার লাভের কারণে আনন্দ প্রকাশ।

১২৬:১ সিয়োনের বন্দীদেরকে ফিরালেন। এই অংশের সবগুলো ব্যাখ্যাই প্রায় একই রকম। **আমরা স্বপ্নদর্শকদের মত হলাম:** বাস্তবতার আনন্দ ও বিস্ময় তাদের কাছে এতটাই বেশি ছিল যে, তারা কোনভাবে তা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। যা তাদের সামনে অতি বাস্তব হিসেবে এসে দাঁড়িয়েছিল তা তাদের কাছে স্বপ্ন বলে মনে হয়েছিল।

১২৬:২ দ্বিমুখী প্রভাব: যারা ফিরে এসেছে তাদের জন্য আনন্দ এবং জাতিগণের মধ্যে ঈশ্বরের গৌরব (৪৬:১০ পদের নোট দেখুন)।

১২৬:৪-৬ বন্দীদশা থেকে ফিরে আসার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য প্রার্থনা।

১২৬:৪ আমাদের বন্দীদেরকে ফিরিয়ে আন। হয় বন্দীদশা থেকে সম্পূর্ণ ফিরে আসার বোঝানো হয়েছে কিংবা পূর্বতন সময়ের মত নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করার কথা বোঝানো হয়েছে। **দক্ষিণ দেশের জলের স্রোতের মত ফিরিয়ে আন:** যা গ্রীষ্মকালে খটখটে শুকনো থাকে এবং বর্ষাকালে বৃষ্টির জলে তা পূর্ণ হয়ে ওঠে।

১২৬:৫-৬ যে আনন্দ ইতোমধ্যে সকলে উপভোগ করেছে এবং যে আনন্দ ভবিষ্যতের জন্য তোলা রয়েছে তার একটি রূপক চিত্র। **চোখের জলের সঙ্গে ... কাঁদতে কাঁদতে:** বীজ বোনার সাথে কষ্ট ও দুঃখ জড়ানো থাকলেও ফসল উত্তোলনের সময় সবার মুখেই হাসি ফোটে। এ ধরনের প্রাসঙ্গিক আরেকটি রূপক চিত্র দেখুন ২০:৫ পদে।

উপসংহার: বন্দীদশা থেকে যারা ফিরে এসেছে তাদের গীত। অতীতে যে ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করেছিলেন সেইজন্য তারা আনন্দ করছে; এতে তাদের চিরতরে পুনঃস্থাপনের জন্য প্রার্থনা করার অনুপ্রেরণা পাচ্ছে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. বাবিলীয় বন্দীত্বের পর ঈশ্বর যখন তাঁর নিজের লোকদের দেশে ফিরিয়ে এনছিলেন তখনও অযিহূদী প্রতিবেশীরা স্বীকার করেছিল, "সদাপ্রভু তাদের জন্য মহৎ কাজ করেছেন" (পদ ২)। প্রভু আপনার জীবনে এমন কি করেছেন যা অবিশ্বাসীদের কাছ থেকেও একই রকম প্রতিক্রিয়া পেতে পারেন?

২. আপনার পরিচর্যা কাজে অন্যদেরকে খ্রীষ্টের কাছে আনবার জন্য কিভাবে আপনি বীজ বপন ও ফসল কাটার নীতি প্রয়োগ করবেন (পদ ৫-৬)?

৩. একজন ধর্মতত্ত্ববিদ বলেছেন যে, আমরা এই পৃথিবীতে বিশ্বাসযোগ্যভাবে ঈশ্বরের বাক্যরূপ বীজ বপন করব এবং এর ফল কি হবে তা ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। এটা আপনার জন্য কতটুকু সহজ? কেন? আপনি এই কাজ করার জন্য কিভাবে এই সপ্তাহে ঈশ্বরের সাহায্যের উপর নির্ভর করতে পারেন?

গীত ১২৭

পরিবারে ঈশ্বরের অনুগ্রহ

ভূমিকা: গৃহ ও ভূমি সংক্রান্ত জ্ঞানগর্ভ বাণী। এর বিষয়বস্তু চিরন্তন। এই গীত তীর্থযাত্রীদের যিরূশালেম গমন পথে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, তাদের জীবনের সকল নিরাপত্তা ও আশীর্বাদ ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া, কোন কিছুই তাদের নিজেদের অর্জন নয় (দ্বি.বি. ২৮:১-১৪ পদ দেখুন)। দুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ পঙক্তিমালা (হিব্রু সংস্করণে প্রতিটির চারটি করে পঙক্তি রয়েছে এবং প্রত্যেকটি ৫৭টি করে সিলেবল নিয়ে গঠিত) দুটি স্বতন্ত্র কিন্তু সম্পর্কযুক্ত বিষয়বস্তু তৈরি করেছে। যেহেতু গীত ১২৮ অধ্যায়ের মত এই অধ্যায়েও পারিবারিক জীবনের আনন্দ একটি অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু এবং কাঠামোগত দিক থেকেও যেহেতু দুটো প্রায় সদৃশ, সেই কারণে গীত ১২৭ ও ১২৮ অধ্যায়কে জোড় গীত বলা যেতে পারে।

আরোহণ-গীত। শলোমনের।

গীত ১২৭ : ক্রসরেফারেন্স

১ যদি সদাপ্রভু গৃহ তৈরি না করেন,
তবে নির্মাতারা বৃথাই পরিশ্রম করে;
যদি সদাপ্রভু নগর রক্ষা না করেন,
রক্ষক বৃথাই জেগে থাকে।
২ বৃথাই তোমরা খুব ভোরে উঠ ও বিলম্বে শয়ন কর,
এবং পরিশ্রমের খাদ্য ভোজন কর,
তিনি তাঁর প্রিয়পাত্রকে নিদ্রা দান করেন।
৩ দেখ, সন্তানেরা সদাপ্রভুর দেওয়া অধিকার,
গর্ভের ফল তাঁর দেওয়া পুরস্কার।
৪ যেমন বীরের হাতে বাণগুলো,
তেমনি যৌবনের সন্তানেরা।
৫ সুখী সেই পুরুষ, যার তূণ এরকম বাণে পরিপূর্ণ;
তারা লজ্জিত হবে না,
যখন তারা তোরণদ্বারে শত্রুদের সঙ্গে কথা বলে।

[১২৭:১] গীত ৭৮:৬৯
[১২৭:১] গীত ১২১:৪
[১২৭:২] আদি ৩:১৭
[১২৭:২] গণনা ৬:২৬; ইয়োব ১১:১৮
[১২৭:২] দ্বি.বি. ৩৩:১২; উপ ২:২৫
[১২৭:৩] আদি ১:২৮
[১২৭:৪] গীত ১১২:২
[১২৭:৫] গীত ১২৮:২-৩
[১২৭:৫] আদি ২৪:৬০
[১২৭:৫] আদি ২৩:১০

গীত ১২৭ এর নোটসমূহ

শিরোনাম আরোহণ- গীত: গীত ১২০-১৩৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। **শলোমনের:** রাজা শলোমন এই গীতটির লেখক না হলেও (যেহেতু এই গীতটি তাঁর নিজ হাতে রচিত বলে খুব একটা প্রমাণ পাওয়া যায় না) অনেকে এর রচনাশৈলী ও বিষয়বস্তুর কারণে গীতটি শলোমনের লেখা বলে ধারণা করে থাকেন।

১২৭:১-২ সদাপ্রভু ঈশ্বরই আমাদেরকে আশ্রয়, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীল জীবন দান করেন।

১২৭:১ বাড়ি। পরিবারের আশ্রয় স্থান। **নির্মাতারা:** এই শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দকে ৩ পদে কিছুটা পরিবর্তন করে "সন্তানেরা" বলা হয়েছে। **রক্ষা না করেন:** ১২১:৩-৮ পদ দেখুন। **নগর:** রাষ্ট্রের শক্তির কেন্দ্রবিন্দু, শত্রুরা দেশ আক্রমণ করলে আশ্রয় গ্রহণের প্রধান স্থান। **রক্ষক বৃথাই জেগে থাকে:** ২ শমূয়েল ১৩:৩৪; ১৮:২৪-২৭; শলোমন ৩:৩; ৫:৭ পদ দেখুন।

১২৭:২ নিদ্রা দান করেন। ভাল ফসল প্রচুর পরিশ্রমের জন্য পাওয়া যায় না, বরং তা ঈশ্বরের আশীর্বাদ হিসেবে পাওয়া যায় (হিতোপদেশ ১০:২২; মথি ৬:২৫-৩৪; ১ পিতর ৫:৭ পদ দেখুন)। **তাঁর প্রিয়পাত্র:** বিশেষ করে দ্বি.বি. ৩৩:১২; যিরমিয় ১১:১৫ পদ দেখুন।

১২৭:৩-৫ সন্তানেরা সদাপ্রভু ঈশ্বরের দেওয়া উপহার এবং তাঁর অনুগ্রহের চিহ্ন।

১২৭:৩ সন্তানেরা। ১ পদের নোট দেখুন। সন্তানেরাও ঈশ্বরের দেওয়া উপহার – নেহায়েত মানবীয় জৈবিক চাহিদা ও উর্বরতার ফল নয় (১১৩:৯ পদের নোট দেখুন; আরও দেখুন আদিপুস্তক ৩০:২ পদ)। **অধিকার:** এখানে কর্তৃত্ব না বুঝিয়ে উপহার হিসেবে বোঝানো হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে আরও অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে। পুরাতন নিয়মের অর্থনীতিতে ইস্রায়েলের যে কোন নাগরিকের "অধিকার" আসতো সদাপ্রভুর কাছ থেকে এবং তা ছিল প্রতিজ্ঞাত দেশের ভূমি (গণনা ২৬:৫৩; যিহোশূয় ১১:২৩; বিচারকর্তৃগণ ২:৬), যা এই জীবনে একটি নিশ্চিত বিশ্রামের স্থান প্রদান করে এবং সদাপ্রভুর রাজ্যে "বিশ্রাম" প্রদান করে (যিহোশূয় ১:১৩)। কিন্তু সন্তান না থাকলে এই ভূমির অধিকার হারিয়ে যেতে পারে (গণনা ২৭:৮-১১), সে কারণে সন্তান বা বংশধর দুই দিক থেকে অধিকার হিসেবে বিবেচিত ছিল। **তাঁর দেওয়া পুরস্কার:** যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাকে তিনি এই পুরস্কার দিয়ে থাকেন।

১২৭:৫ যখন তারা তোরণদ্বারে শত্রুদের সঙ্গে কথা বলে। পিতার অনেক সন্তান থাকলে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তোলা হলে তা বিচার সভায় প্রমাণ করা সম্ভব হয় না, কারণ তার সন্তানেরা সকলে তার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তাছাড়া বহু সন্তান থাকাটা ঈশ্বরের "পুরস্কার" (পদ ৩), যা তার প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ নির্দেশ করে। এছাড়া এর মধ্য দিয়ে বোঝায় যে, সে ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখে এবং তার ঈশ্বর প্রদত্ত চারিত্রিক শুদ্ধতা রয়েছে; ১২৮:৩-৪ পদ দেখুন। **তোরণদ্বারে:** আক্ষরিক অর্থে "বিচার সভা," বা "আদালত"। পুরাতন নিয়মে নগরে তোরণদ্বার আদালত হিসেবে ব্যবহার সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন দ্বি.বি. ১৭:৫; ২১:১৯; ২২:১৫, ২৪; ২৫:৭; রূত ৪:১; যিশাইয় ২৯:২১ ("বিচার সভা"); আমোষ ৫:১২ (নগর দ্বার)।

উপসংহার: যাঁর কাছ থেকে আশীর্বাদ আসে সেই ঈশ্বরের প্রশংসা করা। সত্যিকারের উন্নতির জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর করা একান্ত প্রয়োজন। পৃথিবীর পূর্বাঞ্চলে অনেক ছেলের জন্ম হওয়া পিতার জন্য একটি বড় আশীর্বাদ।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্নঃ

১. আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, সদাপ্রভু যে গৃহ নির্মাণ করেন তা অন্য গৃহ থেকে আলাদা?
২. আজকের কোন মতাদর্শ পরিবারের জন্য হুমকি? এই হুমকি মোকাবেলায় আমাদের কিভাবে সাড়া দিতে হবে?
৩. কি "উপকরণ" একটি পরিবারকে শক্তিশালী করে?
৪. সন্তানরা তাদের পিতামাতার কাছে কোন্ আশীর্বাদ নিয়ে আসে? কিভাবে পিতা তাদের সন্তানদের বিপথে না নিয়ে ভালবাসতে পারে?

গীত ১২৮

বিশ্বস্ত লোকদের গৃহে সুখ থাকে

ভূমিকাঃ ধার্মিক ও ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তির অনুগ্রহ; গৃহ ও পরিবার সংক্রান্ত আরও কিছু জ্ঞানগর্ভ বাণী। কাঠামোগত দিক থেকে ১-৪ পদে "যে কেউ সদাপ্রভুকে ভয় করে" কথাটি এই গীতের মূল অংশের পথ নির্দেশ করছে।

আরোহণ-গীত।

গীত ১২৮ : ক্রসরেফারেন্স

[১২৮:১] গীত ১০৩:১১; ১১২:১
[১২৮:১] গীত ১১৯:১-৩
[১২৮:২] গীত ৫৮:১১; ১০৯:১১; যিশা ৩:১০
[১২৮:২] আদি ৩৯:৩; হিতো ১০:২২
[১২৮:৩] আদি ৪৯:২২
[১২৮:৩] ইয়োব [২৯:৫
[১২৮:৩] গীত ৫২:৮; ১৪৪:১২
[১২৮:৪] গীত ১:১
[১২৮:৪] গীত ১১২:১
[১২৮:৫] গীত ২০:২
[১২৮:৫] গীত ১২২:৯
[১২৮:৬] আদি ৪৮:১১
[১২৮:৬] গীত ১২৫:৫

[১] সুখী সেই জন, যে কেউ সদাপ্রভুকে ভয় করে,
যে তাঁর সকল পথে চলে।
[২] বাস্তবিক তুমি নিজের হাতের পরিশ্রমের ফল ভোগ করবে,
তুমি সুখী হবে ও তোমার মঙ্গল হবে।
[৩] তোমার বাড়ির অন্তঃপুরে তোমার স্ত্রী
ফলবতী আঙ্গুরলতার মত হবে,
তোমার মেঝের চারদিকে তোমার সন্তানেরা
জলপাই গাছের চারার মত হবে।
[৪] দেখ, যে ব্যক্তি সদাপ্রভুকে ভয় করে,
সে এভাবে আশীর্বাদ লাভ করে।
[৫] সদাপ্রভু সিয়োন থেকে তোমাকে আশীর্বাদ করুন,
যেন তুমি সারা জীবন যিরূশালেমের মঙ্গল দেখতে পাও,
[৬] এবং তোমার সন্তানদের বংশ দেখতে পাও।
ইস্রায়েলের উপরে শান্তি বর্তুক।

গীত ১২৮ এর নোটসমূহ

শিরোনাম গীত ১২০-১৩৭ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

১২৮:১-৪ সদাপ্রভু ঈশ্বরের অনুগ্রহের নিশ্চয়তা প্রদান।
১২৮:১ সুখী। ১:১ পদের নোট দেখুন। **যে কেউ সদাপ্রভুকে ভয় করে:** ৪ পদ দেখুন; এর সাথে ৬৬:১৬ পদের নোটও দেখুন।
১২৮:২ পরিশ্রমের জন্য অনুগ্রহের ফল।
১২৮:৩ ফলবতী আঙ্গুরলতার। একজন বিশ্বস্ত ও ফলবতী স্ত্রী ফলবন্ততার প্রতীক (আদিপুস্তক ৪৯:২২) এবং হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে যৌনতার প্রতীক হিসেবেও বিবেচনা করা যেতে পারে (শলোমন ৭:৮-১২) এবং উৎসব ও আনন্দের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে (বিচারকর্তৃগণ ৯:১৩)। **তোমার বাড়ির অন্তঃপুরে:** সে ঐ ধরনের স্ত্রীর মত নয় যার পা কখনো ঘরে থাকে না (হিতোপদেশ ৭:১১ পদ)। **জলপাই গাছের চারা:** চির সবুজ এবং দীর্ঘায়ু ও উর্বরতার প্রতিজ্ঞার প্রতীক। জলপাই গাছ থেকে কাঠ, ফল ও তেল পাওয়া যায়। পুরাতন নিয়মে প্রায়শই আঙ্গুরলতা ও জলপাই গাছকে এক করে বিভিন্ন পদ রয়েছে (যেমন যাত্রা ২৩:১১ পদ)। দুটোই দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকে এবং দুটোর একটি তৈরি করে আঙ্গুর রস ও আরেকটি তৈরি করে তেল যা ইস্রায়েল জাতির জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত ছিল। **তোমার মেঝের চারদিকে:** পরিবারের সদস্যদের নিয়ে প্রত্যেকটি খাবারের আয়োজন হয়ে উঠবে উৎসবের ভোজের মত আনন্দময়।
১২৮:৫-৬ এ অংশে সদাপ্রভুর আশীর্বচন উচ্চারিত হয়েছে – এর মধ্য দিয়ে প্রকৃত অনুগ্রহের আওতা বর্ণিত হয়েছে: অখণ্ড সমৃদ্ধি, ঈশ্বরের সাথে সুনিশ্চিত সুসম্পর্ক এবং জাতিগত অস্তিত্বের সুনিশ্চয়তা, এবং দীর্ঘ জীবন।
১২৮:৫ সিয়োন থেকে। ৯:১১ পদের নোট দেখুন; ২০:২; ১৩৫:২১ পদ দেখুন।
১২৮:৬ ইস্রায়েলের উপরে শান্তি বর্তুক। ১২৫:৫ পদের নোট দেখুন।

উপসংহার: সদাপ্রভু যখন রাজত্ব করবেন তখন সিয়োন থেকে যে আশীর্বাদ পাওয়া যাবে তা পূর্ণতা লাভ করবে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. প্রভুর আশীর্বাদ যদি না থাকে তবে কি আপনার কোন সাফল্য আসবে? কেন আসবে না?
২. কীভাবে একজন ব্যক্তি ধনী না হয়েও উন্নতি লাভ করতে পারে?
৩. একজনের বুড়ো বয়সে তার জীবনের বিষয়বস্তু কি হতে পারে?

গীত ১২৯

ইস্রায়েল-সন্তানদের শত্রুদের পতনের প্রার্থনা

ভূমিকা: ইস্রায়েলের সকল শক্তিশালী শত্রুরা যেন ক্রমাগতভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে সেজন্য প্রার্থনা। এখানে যে উদ্ধারের জন্য আনন্দ ও গৌরব প্রকাশ করা হচ্ছে (পদ ৪) সেটি

সম্ভবত বাবিলের বন্দীদশা থেকে প্রাপ্ত উদ্ধার। গীত ১২৪-১২৮ পদের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের জন্য এই প্রার্থনা (পদ ৮) বস্তুত উদ্ধার লাভের পরপরই গাওয়া হয়েছে। গীত ১২৭ অধ্যায়ের মত এখানেও দুটি মূল পঙক্তিমালা রয়েছে (পদ ১-৪, ৫-৮) এবং তা অত্যন্ত সুসামঞ্জস্যপূর্ণ, যার প্রত্যেকটিতে মোট ৫৯টি করে হিব্রু সিলেবল রয়েছে। এর মোট সিলেবল সংখ্যার সাথে (১২৭টি) গীত ১৩০ অধ্যায়ের সিলেবলের সংখ্যা (১২৮টি) বেশ মিলে যায়। গীত ১২৪ অধ্যায়ের সাথে এই অধ্যায়ের বিশেষ সংযোগ সম্পর্কে জানতে উক্ত অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

আরোহণ-গীত।

গীত ১২৯ : ক্রসরেফারেন্স

১ আমার বাল্যকাল থেকে লোকে আমার উপর
অনেক দৌরাত্ম্য করেছে,
--ইস্রায়েল এই কথা বলুক--
২ আমার বাল্যকাল থেকে লোকে আমার উপর
অনেক দৌরাত্ম্য করেছে,
তবুও আমার উপরে জয়ী হতে পারে নি।
৩ কৃষকেরা আমার পিঠ চষে ফেলেছে,
তারা দীর্ঘ সীতা কেটেছে।
৪ সদাপ্রভু ধর্মময়;
তিনি দুষ্টদের বাঁধন কেটে ফেলেছেন।
৫ সেই সকলে লজ্জিত হোক, পিছু হটে যাক,
যারা সিয়োনকে হিংসা করে।
৬ তারা ছাদের উপরিস্থ ঘাসের মত হোক,
যা বৃদ্ধি পেতে না পেতেই শুকিয়ে যায়;
৭ শস্যকর্তনকারী তাতে নিজের মুঠি ভরতে পারে না,
আঁটিবন্ধনকারী তার কোঁচড়ও পূর্ণ করতে পারে না।
৮ আর পথিকেরা বলে না,
সদাপ্রভুর আশীর্বাদ তোমাদের প্রতি বর্তুক!
আমরা সদাপ্রভুর নামে তোমাদের আশীর্বাদ করি।

[১২৯:১] যাত্রা ১:১৩
[১২৯:১] গীত ৮৮:১৫
[১২৯:১] গীত ১২৪:১
[১২৯:২] যিরি ১:১৯; ১৫:২০; ২০:১১; মথি ১৬:১৮
[১২৯:৪] যাত্রা ৯:২৭
[১২৯:৪] গীত ৩৭:৯
[১২৯:৪] গীত ১৪০:৫
[১২৯:৫] মীখা ৪:১১
[১২৯:৫] গীত ৭০:২
[১২৯:৬] যিশা ৩৭:২৭
[১২৯:৬] রাজা ১৯:২৬; গীত ১০২:১১
[১২৯:৭] দ্বি.বি. ২৮:৩৮; গীত ৭৯:১২
[১২৯:৮] গীত ১১৮:২৬

গীত ১২৯ এর নোটসমূহ

শিরোনাম গীত ১২০-১৩৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

১২৯:১-৪ দুষ্ট অত্যাচারীরা জয়ী হতে পারে নি।

১২৯:১ আমার বাল্যকাল থেকে। যে সময় থেকে ইস্রায়েল জাতি মিসরে ছিল, সে সময় থেকেই সে বিদেশী পরাশক্তির হাতে প্রচুর নির্যাতন ভোগ করেছে।

১২৯:২ আমার উপরে জয়ী হতে পারে নি। ইস্রায়েলকে সম্পূর্ণভাবে শেষ করে দেওয়া কিংবা তাকে চিরকালের জন্য বন্দী করে রাখার চেষ্টা করেও শত্রুরা তাতে সফল হতে পারে

নি।

১২৯:৪ ধর্মময়। ৪:১ পদের নোট দেখুন।

১২৯:৫-৮ যে সকল অত্যাচারীরা সিয়োনের উপরে হিংসা ও ঘৃণা প্রদর্শন করেছে তারা শুকিয়ে যাক (গীত ১৩৭ অধ্যায় দেখুন)।

১২৯:৫ ৫:১০ পদের নোট দেখুন।

১২৯:৬ ছাদের উপরিস্থ ঘাসের মত। যারা ইস্রায়েল জাতির পিঠ চষে ফেলেছে (পদ ৩ দেখুন), তারা ছাদের উপরে গজানো রোদে পোড়া ঘাসের মত শুকিয়ে যাক, যেখানে তাকে বেড়ে ওঠার জন্য কোনভাবেই চাষ করা হবে না, সেখান থেকে ফসলও তোলা হবে না (পদ ৭ দেখুন)।

১২৯:৮ পথিকেরা। যে কেউ ফসল তোলার মাঠের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে থাকবে সে কারও মুখ থেকে হাসিমাখা অভিবাদন শুনতে পাবে না (রূত ২:৪), কারণ ফসল উত্তোলনকারীদের হাত তখন থাকবে শূন্য।

উপসংহার: সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের রক্ষক, অতীতে তাঁর লোকদের রক্ষা করেছেন। ইস্রায়েলের শত্রুরা যেন তাদের উপর জয়ী হতে না পারে সেইজন্য প্রার্থনা করা হয়েছে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. যারা আপনাকে অত্যাচার করে তাদের আশীর্বাদ করা কতটা কঠিন? কিভাবে বিশ্বাসীরা এই কাজটি করতে পারে?
২. অবিশ্বাসীদের ও যারা বিদ্রুপ করে তাদের প্রতি কিভাবে সাড়া দেওয়া উচিত?
৩. কিভাবে আপনি নির্যাতন থেকে উপকার লাভ করতে পারেন?

গীত ১৩০

মুক্তির জন্য অপেক্ষা

ভূমিকা: সদাপ্রভুর উপরে নির্ভরতার বিশেষ সাক্ষ্য– যদিও যিনি এ কথা বলছেন তিনি জানেন যে, তিনি নিজে পাপী হলেও গভীর তলদেশ থেকে আসা তার কান্নার আর্তস্বর ঈশ্বর অবশ্যই শুনবেন। পাপ স্বীকারমূলক সাতটি গীতের মধ্যে এটি ষষ্ঠ (গীত ৬ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। চারটি জোর পদ নিয়ে এই গীতটি তৈরি হয়েছে এবং দুটি করে জোড় পদকে এক করে গীতটিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

আরোহণ-গীত।

গীত ১৩০ : ক্রসরেফারেন্স

[১] হে সদাপ্রভু, আমি গভীর তলদেশ থেকে
তোমাকে ডেকেছি।

[১৩০:১] ইয়োব ৩০:১৯; গীত ৪২:৭; বিলাপ ৩:৫৫
[১৩০:১] গীত ২২:২; ৫৫:১৭; ১৪২:৫

২ হে প্রভু, আমার কথা শোন,
আমার বিনতিতে তুমি কান দাও।
৩ হে সদাপ্রভু, তুমি যদি অপরাধগুলো ধর,
তবে হে প্রভু, কে দাঁড়াতে পারবে?
৪ কিন্তু তোমার কাছে ক্ষমা আছে,
যেন লোকে তোমাকে ভক্তিপূর্ণ ভয় করে।
৫ আমি সদাপ্রভুর অপেক্ষা করছি;
আমার প্রাণ অপেক্ষা করছে;
আমি তাঁর বাক্যে প্রত্যাশা করছি।
৬ প্রহরীরা যেরূপ খুব ভোরের,
হ্যাঁ, প্রহরীরা যেরূপ খুব ভোরের জন্য আকাঙ্খী,
আমার প্রাণ প্রভুর জন্য তার চেয়েও বেশি আকাঙ্খা করে।
৭ ইস্রায়েল, সদাপ্রভুর উপর প্রত্যাশা রাখ;
কেননা সদাপ্রভুর কাছে অটল প্রেম আছে;
আর তাঁর কাছে সম্পূর্ণ মুক্তি আছে।
৮ আর তিনিই ইস্রায়েলকে মুক্ত করবেন,
তার সমস্ত অপরাধ থেকে মুক্ত করবেন।

[১৩০:২] গীত ২৭:৭; ২৮:২
[১৩০:২] ২বংশা ৬:৪০
[১৩০:২] গীত ২৮:৬; ৩১:২২; ৮৬:৬; ১৪০:৬
[১৩০:৩] ১শমূ ৬:২০; ইষ্রা ৯:১৫; গীত ১৪৩:২; নহূম ১:৬; প্রকা ৬:১৭
[১৩০:৪] যাত্রা ৩৪:৭; ২শমূ ২৪:১৪; যিরি ৩১:৩৪
[১৩০:৪] ১রাজা ৮:৪০
[১৩০:৫] গীত ২৭:১৪; যিশা ৮:১৭; ২৬:৮; ৩০:১৮; ৪৯:২৩
[১৩০:৫] গীত ৫:৩
[১৩০:৫] গীত ১১৯:৭৪
[১৩০:৬] গীত ৬৩:৬
[১৩০:৬] ২শমূ ২৩:৪
[১৩০:৭] গীত ২৫:৫; ৭১:১৪
[১৩০:৭] ১বংশা ২১:১৩
[১৩০:৭] গীত ১১১:৯; রোমীয় ৩:২৪
[১৩০:৮] লূক ১:৬৮
[১৩০:৮] যাত্রা ৩৪:৭; মথি ১:২১

গীত ১৩০ এর নোটসমূহ

শিরোনাম গীত ১২০-১৩৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

১৩০:১-৪ ঈশ্বরের দয়া লাভের জন্য প্রার্থনা এবং এর নিশ্চয়তা স্বরূপ সাক্ষ্য।

১৩০:১ গভীর তলদেশ। যেমনটা রয়েছে ৬৯:২ পদে (৩০:১; ৩২:৬ পদের নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ১২১:১; ১২৩:১ পদ)।

১৩০:৪ তোমার কাছে ক্ষমা আছে। নিঃসন্দেহে এখানে যাত্রা ৩৪:৬-৭ পদের মত নিশ্চয়তামূলক উক্তির কথা বলা হয়েছে। **যেন লোকে তোমাকে ভক্তিপূর্ণ ভয় করে:** যেন তোমাকে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর হিসেবে সম্মান করে, উপাসনা করে, বিশ্বাস করে এবং সেবা করে (গীত ৩৪:৮-১৪ পদ ও নোট দেখুন)। যদি ঈশ্বর ক্ষমাশীল না হতেন, তাহলে মানুষ আতঙ্কে তাঁর কাছ থেকে কেবল পালিয়েই বেড়াত।

১৩০:৫-৮ সদাপ্রভুর উপরে বিশ্বাস: একটি ব্যক্তিগত সাক্ষ্য, যা অন্যদের প্রতি নিশ্চয়তামূলক আহ্বানে রূপ নিয়েছে (১৩১:৩ পদ দেখুন)।

১৩০:৫ আমি সদাপ্রভুর অপেক্ষা করছি। প্রত্যাশা নিয়ে। **তাঁর বাক্য:** বিশেষ করে তাঁর নিয়মের শপথে (১১৯:২৫, ২৮, ৩৭, ৪২, ৪৯, ৬৫, ৭৪, ৮১, ১০৭, ১১৪, ১৪৭ পদ দেখুন)।

১৩০:৬ প্রহরীরা। ১২৭:১; ২ শমূয়েল ১৩:৩৪; ১৮:২৪-২৭; শলোমন ৩:৩; ৫:৭ পদ দেখুন। **প্রত্যুষ:** গীত ৫৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন; এর সাথে ৫৯:৯ পদের নোট দেখুন।

১৩০:৭ ১৩১:৩ পদ দেখুন। **অটল ভালবাসা:** ৬:৪ পদের নোট দেখুন।

১৩০:৮ তার সমস্ত অপরাধ থেকে মুক্ত করবেন। সমস্যার মূল থেকে এবং একই সাথে

তার সমস্ত ফল থেকে। এই সকল প্রত্যাশা খ্রীষ্টে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

উপসংহার: সদাপ্রভু ইস্রায়েলের বিশ্বস্ত ত্রাণকর্তা। একজন বিশ্বাসীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ইস্রায়েল জাতির জন্য একটি নমুনা।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. আপনি যখন বিপদের সম্মুখীন হচ্ছেন বলে অনুভব করেছিলেন তখন কি আপনি প্রভুর কাছে কান্না করেছেন? কি উপলক্ষে তা করেছিলেন? প্রভুর কাছে কান্নাকাটি করলে পর কি হয়েছিল?
২. যখন আপনি আপনার পাপ এবং অপরাধের সঙ্গে ঈশ্বর দত্ত পরিত্রাণ এবং ক্ষমার মধ্যে বিশাল ব্যবধান চিন্তা করেন, তখন কোন্ শব্দটি দিয়ে আপনি তা প্রকাশ করতে পারেন? আপনার জীবনে যখন ঈশ্বর হস্তক্ষেপ করেন তখন সুখবরের কোন বিষয়টি আপনার জীবনে সত্যিই সুখবর হয়ে ওঠে?
৩. খ্রীষ্টান হিসেবে আমরা এখন আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা উপভোগ করি, কিন্তু খ্রীষ্ট যখন ফিরে আসবেন তখন আমাদের এই স্বাধীনতা কিভাবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে?

গীত ১৩১

সদাপ্রভুর উপর নির্ভরতার গান

ভূমিকা: সদাপ্রভু ঈশ্বরের উপরে নম্রতায় নির্ভরতার এক অনুপম স্বীকারোক্তি, যা যথার্থভাবে গীত ১৩০ গীতের পাশে স্থান পেয়েছে।

আরোহণ-গীত। দায়ূদের।

১ হে সদাপ্রভু, আমার হৃদয় গর্বিত নয়,
আমার দৃষ্টি উদ্ধত নয়,
আমি ব্যাপৃত হই নি মহৎ বিষয়ে,
আমার বোধের অতীত আশ্চর্য আশ্চর্য বিষয়ে।
২ আমি আমার প্রাণকে শান্ত ও স্থির করেছি,
সেই শিশুর মত, যে স্তন্য ত্যাগ করে মায়ের সঙ্গে আছে,
আমার প্রাণ ঐরূপ স্তন্যত্যাগী শিশুর মত আমার সঙ্গে আছে।
৩ হে ইস্রায়েল, সদাপ্রভুর উপর প্রত্যাশা রাখ,
এখন থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত।

গীত ১৩১ : ক্রসরেফারেন্স

[১৩১:১] গীত ১০১:৫; যিশা ২:১২; রোমীয় ১২:১৬
[১৩১:১] ২শমূ ২২:২৮; ইয়োব ৪১:৩৪
[১৩১:১] যিরি ৪৫:৫
[১৩১:১] ইয়োব ৫:৯; গীত ১৩৯:৬
[১৩১:২] গীত ১১৬:৭
[১৩১:২] মথি ১৮:৩; ১করি ১৩:১১; ১৪:২০
[১৩১:৩] গীত ২৫:৫; ১১৯:৪৩; ১৩০:৭
[১৩১:৩] গীত ১১৩:২

গীত ১৩১ এর নোটসমূহ

শিরোনাম আরোহণ-গীত: গীত ১২০-১৩৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। **দায়ূদের:** ভূমিকা: লেখকত্ব ও শিরোনাম দেখুন।

১৩১:১ হৃদয়। ৪:৭ পদের নোট দেখুন। **গর্বিত ... উদ্ধত:** মানুষ সমগ্র সৃষ্টি জগতের উপরে কর্তৃত্ব করতে সক্ষম, তার নিজ নৈতিকতার আদর্শ নিরূপণ করতে সক্ষম এবং সে তার নিজ নিয়তি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম এমন ধারণা বা চিন্তা থেকেই মানুষের মধ্যে এই গর্ব ও ঔদ্ধত্যের জন্ম হয় (পবিত্র বাইবেলের ইতিহাসের প্রারম্ভেই যার অন্যতম প্রধান উদাহরণ হচ্ছে বাবিল; আদিপুস্তক ১১:১-৯ পদ দেখুন)। এর ফলে অন্যান্য শত জটিলতা সৃষ্টির পাশাপাশি সবচেয়ে বড় যে সমস্যাটি সৃষ্টি হয় তা হচ্ছে, ঈশ্বরের কাছ থেকে মানুষ বহু দূরে সরে যায় (৩১:২৩ পদের নোট দেখুন)। **আমি ব্যাপৃত হই নি:** অর্থাৎ আমি সে সমস্ত গর্বিত ও উদ্ধত মানুষের সাথে চলি নি বা জীবন ধারণ করি নি। **মহৎ বিষয়ে ... আমার বোধের অতীত আশ্চর্য:** ঈশ্বরের কৃত সমস্ত অলৌকিক ও আশ্চর্য কাজ, যা সৃষ্টির শুরু থেকে মানব জাতির জীবনে ঘটে আসছে। এখানে মূলত ঈশ্বরের সম্যক উপলব্ধি ধারণ করার বিষয়ে বোঝানো হচ্ছে না, বরং ঈশ্বরের মত ক্ষমতা লাভের পথ থেকে যে গীত রচয়িতা নিবৃত্ত রয়েছেন সে কথাই বোঝানো হচ্ছে।

১৩১:২ স্তন্যত্যাগী শিশু। তিন বা চার বছর বয়সী শিশুর মত, যে সব সময় তার মায়ের সাথে থাকে।

১৩১:৩ গীত রচয়িতা যেমন সর্বাংশে সদাপ্রভু ঈশ্বরের উপরে আস্থা রাখেন, সেভাবে যেন ইস্রায়েল জাতিও সদাপ্রভুর উপরে নির্ভর করে (১৩০:৭ পদ দেখুন)।

উপসংহার: সদাপ্রভু ইস্রায়েলের আশা। এই গীতটির লেখক একজন সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণকারী। এটা ইস্রায়েল জাতির জন্য একটি উদাহরণ।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. গীতসংহিতার ১৩১ গীতে দায়ূদ কোন গুণাবলি প্রকাশ করেছেন যা আপনি অনুকরণ করতে চান?
২. শিশুরা যেমন মায়ের সঙ্গে থাকলে নিজেদের সুরক্ষিত মনে করে তেমনি আমাদের কার সঙ্গে থাকা উচিত? কেন?

গীত ১৩২

সিয়োন ঈশ্বর সদাপ্রভুর চিরকালীন আবাস

ভূমিকা: রাজা দায়ূদের রাজত্বকারী বংশধরের প্রতি এবং তাঁর স্থাপিত রাজবংশের প্রতি যেন ঈশ্বরের আশীর্বাদ বর্ষিত হয় সেজন্য প্রার্থনা – যা এখানে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এই গীতে ব্যবহৃত ভাষার কারণে তা দায়ূদের রাজবংশ স্থাপিত হওয়ার শুরুর দিকে লেখা

হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। অনেকে মনে করেন মন্দিরের উৎসর্গের সময় এই গীতটি রচনা করা হয়েছিল (৮-১০ পদের সাথে ২ বংশাবলি ৬:৪১-৪২ পদের তুলনা করুন), কিন্তু এই সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, রাজার অভিষেক অনুষ্ঠানে এই গীত ব্যবহার করা হত (এর সাথে তুলনা করুন গীত ২; ৭২; ১১০ অধ্যায়)। বংশাবলী পুস্তকের লেখক এই প্রার্থনাকে (বা অন্তত এর একটি অংশকে) রাজা নিজ মুখে উচ্চারণ করেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। সাধারণত বন্দীদশার পরবর্তী সময়ে লিটার্জিতে যেভাবে ব্যবহৃত হত সেভাবে এটি খ্রীষ্টকে নির্দেশ করে। দুটি আবেদন পেশ করা হয়েছে (পদ ১, ১০) যার পর পরই রয়েছে দুটি চার লাইন বিশিষ্ট পঙক্তিমালা, যার সবগুলোই প্রায় একই ধরনের কাঠামো বিশিষ্ট: একটি ভূমিকা এবং এর পর একটি তিন পঙক্তি বিশিষ্ট উদ্ধৃতি। সব শেষে একটি জোড় পদ প্রার্থনাটিকে নাটকীয় উপসংহারের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা দিয়েছে। চারটি পঙক্তিমালা এবং সর্বশেষ জোড় পদটি মিলে ১ ও ১০ পদের প্রার্থনা দুটিকে দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করেছে। পদ ২-৯ সদাপ্রভু ঈশ্বরের কাছে রাজা দায়ূদের মানত উপস্থাপন করেছে যে, সদাপ্রভু যেন তাঁকে এবং তাঁর রাজবংশকে তাঁর কাছে বিশ্রাম দেন। অপর দিকে ১১-১৮ পদে বিনতি জানানো হয়েছে যেন সিয়োনকে এই বিশ্রাম স্থান হিসেবে নির্বাচন করার ব্যাপারে সদাপ্রভু ঈশ্বর দায়ূদকে যে কথা দিয়েছিলেন তা যেন তিনি স্মরণ করেন (১০ পদের নোট দেখুন)।

আরোহণ-গীত।

গীত ১৩২ : ক্রসরেফারেন্স

[১] হে সদাপ্রভু, তুমি দায়ূদের পক্ষে
তাঁর সমস্ত কষ্ট স্মরণ কর।
[২] তিনি তো সদাপ্রভুর কাছে শপথ করেছিলেন,
যাকোবের এক বীরের কাছে মানত করেছিলেন;
[৩] আমি নিজের গৃহ-তাঁবুতে প্রবেশ করবো না,
নিজের পালঙ্কে উঠবো না;
[৪] আমি নিজের চোখকে নিদ্রা যেতে দেব না,
চোখের পাতাকে তন্দ্রা মগ্ন হতে দেব না,
[৫] যতদিন না দেখতে পাই সদাপ্রভুর জন্য একটি স্থান,
যাকোবের এক বীরের জন্য একটি আবাস।
[৬] দেখ, আমরা ইফ্রাথায় তার সংবাদ শুনেছিলাম,
অরণ্যের ক্ষেতে তা পেয়েছি।
[৭] এসো, আমরা তাঁর আবাসে যাই,
তাঁর পাদপীঠে প্রণিপাত করি।
[৮] হে সদাপ্রভু, উঠ, তোমার বিশ্রাম-স্থানে এসো,
তুমি ও তোমার শক্তির সিন্দুক এসো।
[৯] তোমার পুরোহিতেরা ধার্মিকতা-পরিহিত হোক,
তোমার ভক্তরা আনন্দগান করুক।

[১৩২:১] ১শমূ ১৮:১১; ২শমূ ১৫:১৪
[১৩২:২] আদি ৪৯:২৪; যিশা ৪৯:২৬; ৬০:১৬
[১৩২:৩] ২শমূ ৭:২, ২৭
[১৩২:৫] ১রাজা ৮:১৭; প্রেরিত ৭:৪৬
[১৩২:৬] ১শমূ ১৭:১২
[১৩২:৬] যিহো ৯:১৭; ১শমূ ৭:২
[১৩২:৭] ২শমূ ১৫:২৫; গীত ৫:৭; ১২২:১
[১৩২:৭] ১বংশা ২৮:২
[১৩২:৮] গণনা ১০:৩৫
[১৩২:৯] ইয়োব ২৭:৬; যিশা ৬১:৩, ১০; সখ ৩:৪; মালা ৩:৩; ইফি ৬:১৪
[১৩২:৯] গীত ১৬:৩; ৩০:৪; ১৪৯:৫

১০ তুমি তোমার দাস দায়ূদের অনুরোধে
তোমার অভিষিক্ত ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দিও না।
১১ সদাপ্রভু দায়ূদের কাছে সত্যে দিব্য করেছেন,
তিনি তা থেকে ফিরবেন না,
আমি তোমার নিজের বংশের এক জনকে
তোমার সিংহাসনে বসাব।
১২ তোমার সন্তানরা যদি পালন করে
আমার নিয়ম, আর আমার নির্দেশ,
যা আমি তাদেরকে আদেশ করি,
তবে তাদের সন্তানরাও চিরতরে
তোমার সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকবে।
১৩ কারণ সদাপ্রভু সিয়োনকে মনোনীত করেছেন,
তিনি তাঁর নিবাসের জন্য তার আকাঙ্খা করেছেন।
১৪ এই আমার চিরকালের বিশ্রামস্থান,
আমি এই স্থানে বাস করবো,
যেহেতু তা-ই বাসনা করেছি।
১৫ আমি তার ভক্ষ্যে প্রচুর আশীর্বাদ করবো,
তার দরিদ্রদেরকে খাদ্য দান করে তৃপ্ত করবো।
১৬ আমি তার পুরোহিতদেরকেও উদ্ধারের পোশাক পরাব;
তার ভক্তরা উচ্চৈঃস্বরে আনন্দগান করবে।
১৭ আমি সেখানে দায়ূদের জন্য একটি শৃঙ্গ নির্মাণ করবো;
আমি আমার অভিষিক্ত ব্যক্তির জন্য
একটি প্রদীপ সাজিয়েছি।
১৮ আমি তার শত্রুদেরকে লজ্জা-পরিহিত করবো;
কিন্তু তার মাথায় মুকুট শোভা পাবে।

[১৩২:১১] গীত ৮৯:৩-৪, ৩৫
[১৩২:১১] ১বংশা ১৭:১১-১৪; মথি ১:১; লূক ৩:৩১
[১৩২:১২] ২বংশা ৬:১৬; গীত ২৫:১০
[১৩২:১২] লূক ১:৩২; প্রেরিত ২:৩০
[১৩২:১৩] যাত্রা ১৫:১৭; গীত ৪৮:১-২; ৬৮:১৬
[১৩২:১৩] ১রাজা ৮:১৩
[১৩২:১৪] পদ ৮; গীত ৬৮:১৬
[১৩২:১৪] ২শমূ ৬:২; গীত ৮০:১
[১৩২:১৫] গীত ১০৭:৯; ১৪৭:১৪
[১৩২:১৬] ২বংশা ৬:৪১
[১৩২:১৬] ইয়োব ৮:২১; গীত ১৪৯:৫
[১৩২:১৭] ১শমূ ২:১০; গীত ৯২:১০; যিহি [২৯:২১; লূক ১:৬৯
[১৩২:১৭] ১রাজা ১১:৩৬; রাজা ৮:১৯; ২বংশা ২১:৭; গীত ১৮:২৮
[১৩২:১৭] গীত ৮৪:৯
[১৩২:১৮] ইয়োব ৮:২২
[১৩২:১৮] ২শমূ ১২:৩০

গীত ১৩২ এর নোটসমূহ

শিরোনাম গীত ১২০-১৩৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

১৩২:১ প্রারম্ভিক আবেদন (পদ ১০ দেখুন)। **স্মরণ করঃ** ২০:৩ পদ দেখুন; এছাড়া ১ রাজাবলি ১১:১২-১৩; ১৫:৪-৫ পদ দেখুন। **তাঁর সমস্ত কষ্টঃ** যা দায়ূদ রাজা হিসেবে অভিষেক গ্রহণের সময় সহ্য করার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিলেন (পদ ২-৫ দেখুন; এর সাথে গণনা ৩০:১৩ পদও দেখুন, যেখানে আত্মত্যাগ সম্পর্কে বলার জন্য প্রায় এ ধরনের ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে)।

১৩২:২-৫ সদাপ্রভুর জন্য মন্দির উৎসর্গ করার বিষয়ে রাজা দায়ূদ যে শপথ করেছিলেন তা স্মরণ করা হচ্ছে।

১৩২:২ **তিনি তো সদাপ্রভুর কাছে শপথ করেছিলেনঃ** দায়ূদের সন্তানের জন্য এই প্রার্থনার শুরুতে দায়ূদ ও ঈশ্বরের মধ্যকার বিশেষ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে এই প্রার্থনাটিকে

আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে, যেমনটা মৌখিক চুক্তিতে হয়ে থাকে (১১-১২ পদ দেখুন)। ২ শমূয়েল ৬-৭ অধ্যায়ে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে সেগুলোকে এখানে পুনরায় স্মরণ করা হয়েছে, তবে সেখানে দায়ূদের শপথের কথা উল্লেখ নেই। **সদাপ্রভু ... যাকোবের এক বীরঃ** পদ ৫; যিশাইয় ১:২৪ দেখুন; এর সাথে ৩:৭ পদের নোট দেখুন। **যাকোবঃ** ইস্রায়েল নামটির সমার্থক শব্দ (আদিপুস্তক ৩২:২৮ পদ দেখুন)।

১৩২:৬-৯ উপাসনার জন্য মন্দিরে লোকদের আগমনের মুহূর্তগুলোকে স্মরণ করা হয়েছে।

১৩২:৬ তার সংবাদ ... তা পেয়েছি। অনেক সময় মনে করা হয় এখানে ব্যবস্থা-সিন্দুকের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু খুব সম্ভব এখানে উপাসনায় আগমনের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে (হিব্রু ভাষায় "তার" শব্দটির জন্য ব্যবহৃত প্রতিশব্দটি স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু "সাক্ষ্য-সিন্দুক" শব্দটির জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটি পুংলিঙ্গ বাচক)। **ইফ্রাথাঃ** বৈৎলেহমের চারপাশের অঞ্চল, দায়ূদের মাতৃভূমি (রূত ৪:১১; মীখা ৫:২ দেখুন)। **অরণ্যের ক্ষেতঃ** ২ শমূয়েল ৬:২ পদের নোট দেখুন। আপাতদৃষ্টিতে দায়ূদের নগর থেকে উপাসনার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। ভাববাদী শামুয়েলের সময় পর্যন্ত ব্যবস্থা-সিন্দুক এই নগরীতেই ছিল (১ শমূয়েল ৭:১ পদ দেখুন)। সম্ভবত মন্দির নির্মাণের পরে কোন এক সময়ে এই উপাসনার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে – এভাবেই কাব্যিক ভঙ্গিতে এক দীর্ঘ সময় পরিক্রমাকে সংক্ষিপ্ত পরিসরে রূপ দেওয়া হয়েছে।

১৩২:৭ পাদপীঠ। ৯৯:৫ পদের নোট দেখুন।

১৩২:৮ উঠ। যদিও (হিব্রু কাব্যের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুসারে) হিব্রু সংস্করণে কিছু প্রারম্ভিক শব্দ বাদ দেওয়া হয়, যেমন "বলেন", সে অনুসারে ৮-৯ পদের কথাগুলো সম্ভবত সমবেত উপাসনাকারীদের গাওয়ার জন্য নির্ধারিত রাখা হয়েছিল। গীত ২৪ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। **বিশ্রাম-স্থানঃ** যেমন প্রতিজ্ঞাত দেশ ছিল ইস্রায়েল জাতির দীর্ঘ ভ্রমণ শেষে বিশ্রামের স্থান (গণনা ১০:৩৩; যিহোশূয় ১:১৩; মীখা ২:১০), সেভাবে মন্দির ছিল সদাপ্রভু ঈশ্বরের উপাসনার স্থান (২ শমূয়েল ৭:৬ পদ দেখুন; এর সাথে দেখুন ১ বংশাবলি ২৮:২ পদ)। এখানে যে প্রকাশভঙ্গি রাখা হয়েছে তাতে করে মন্দিরকে এখানে ঈশ্বরের সিংহাসন হিসেবে দেখা হয়েছে (পদ ১৪)। **তোমার শক্তির সিন্দুকঃ** ৭৮:৬১ পদের নোট দেখুন।

১৩২:৯ পরিহিত হোক। পুরোহিতদের সাধারণ পৌরহিত্যের পোশাক ছাড়া বিশেষ পোশাক। সম্ভবত এই পোশাক তাদের পরিচর্যার দায়িত্বকে বিশেষায়িত করে তোলে এবং তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলে, অর্থাৎ ধার্মিকতা প্রকাশ করে। ১০৯:২৯ পদের নোট দেখুন। **ধার্মিকতাঃ** যেহেতু ১৬ পদে এই একই শব্দের জন্য "উদ্ধার" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, সে কারণে একই শব্দ বংশাবলী পুস্তকের রচয়িতা এই পদ উদ্ধৃত করার সময় ব্যবহার করেছেন (২ বংশাবলি ৬:৪১) এবং যেহেতু "ধার্মিকতা" ও "উদ্ধার" শব্দ দুটি মাঝে মাঝেই একই সাথে ব্যবহৃত হয়েছে (৪০:১০; ৫১:১৪; ৭১:১৫; ৯৮:২; যিশাইয় ৪৫:৮; ৪৬:১৩; ৫১:৫-৬; ৫৬:১; ৫৯:১৭; ৬০:১৭-১৮; ৬১:১০; ৬২:১ পদ দেখুন), সে কারণে এখানে নিঃসন্দেহে ঈশ্বররে ধার্মিকতার কথা বলা হচ্ছে, যা তাঁর লোকদের উদ্ধার করে থাকে (৪:১ পদের নোট দেখুন)। **ভক্তরাঃ** ৪:৩ পদের নোট দেখুন।

১৩২:১০ দ্বিতীয় বিনতি (পদ ১ দেখুন)। **তোমার দাসঃ** গীত ১৮ অধ্যায়ের শিরোনামের

নোট দেখুন। **ফিরিয়ে দিও না:** অর্থাৎ রাজা দায়ূদের বিনতি অগ্রাহ্য কোরো না (যেমনটা দেখা যায় ১ রাজাবলি ২:১৬-১৭, ২০ পদে; এর সাথে দেখুন ১ রাজাবলি ৮:৫৯; ২ বংশাবলি ৬:৪১-৪২)। অনেকে ধারণা করেন যে, পদ ১ ও ১০ এর বিনতি দুটি এই গীতের প্রথমার্ধ জুড়ে একটি রেখা অঙ্কন করেছে। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয়ার্ধে দায়ূদের প্রার্থনা শ্রবণ করা হবে এমন শপথ করা হয়েছে (সম্ভবত তা কোন লেবীয় বা পুরোহিত উচ্চারণ করেছেন)। যে কোন দিক থেকেই হোক না কেন রাজা দায়ূদ এখানে শপথ করছেন যে, তিনি সদাপ্রভু ঈশ্বরের জন্য একটি বিশ্রাম স্থান নির্মাণ করবেন যা তাঁর রাজবংশের জন্য এবং সমগ্র ইস্রায়েল জাতির প্রার্থনার স্থান হবে (১ রাজাবলি ৮:২৭-৫৩; ৯:৩; ২ বংশাবলি ৭:১৫-১৬; যিশাইয় ৫৬:৭ পদ দেখুন)। বিনতিটি এই বিশ্বাসের উপরে ভিত্তি করে রাখা হয়েছে যে, ঈশ্বর তাঁর অভিষিক্ত জনের প্রার্থনা শুনে থাকেন। **তোমার অভিষিক্ত ব্যক্তি:** ২:২ পদের নোট দেখুন।

১৩২:১১-১২ সদাপ্রভুর সাথে রাজা দায়ূদের স্থাপিত নিয়মের কথা স্মরণ করা হয়েছে এই প্রার্থনার ভিত্তি হিসেবে। এই পদ দুটি এবং ১৩-১৮ পদ হচ্ছে ১ রাজাবলি ৯:১-৫ পদের একটি কাব্যিক পুনঃসঙ্কলন (২ বংশাবলি ৭:১১-১৮ পদ দেখুন)।

১৩২:১১ সত্যে শপথ করেছেন। পদ ২ ও নোট দেখুন। ২ শমূয়েল ৭ অধ্যায়ে কোন শপথের কথা বলা হয় নি, কিন্তু অন্যান্য স্থানে দায়ূদের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাকে বলা হয়েছে চুক্তি বা নিয়ম (৮৯:৩, ২৮, ৩৪, ৩৯; ২ শমূয়েল ২৩:৫; যিশাইয় ৫৫:৩ পদ দেখুন) এবং সমস্ত নিয়মই স্থাপিত হয় শপথ বা শপথের ভিত্তিতে। **তা থেকে ফিরবেন না:** ১১০:৪ পদ দেখুন। **তোমার নিজের বংশের এক জনকে তোমার সিংহাসনে বসাব:** প্রেরিত পিতর এই পদটিকে প্রেরিত ২:৩০ পদে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন।

১৩২:১২ নিয়ম ... নির্দেশ। সিনাই পর্বতে প্রদত্ত আইন-কানুনের সমস্ত বিধি বিধান, যা ইস্রায়েল জাতির প্রত্যেকের অবশ্য পালনীয় ছিল (১ শমূয়েল ১০:২৫ পদ ও নোট দেখুন; এর সাথে ১ রাজাবলি ২:৩-৪ পদ দেখুন)।

১৩২:১৩-১৬ সদাপ্রভু কর্তৃক সিয়োনের নির্বাচনকে স্মরণ করা হচ্ছে এই প্রার্থনার ভিত্তি হিসেবে।

১৩২:১৩ তাঁর নিবাসের জন্য তার আকাঙ্খা করেছেন। রাজা দায়ূদ ও সদাপ্রভু ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষাকে এখানে এক করে দেখানো হয়েছে (দ্বি.বি. ১২:৫-১৪ পদ দেখুন)।

১৩২:১৫ সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁর বিশ্রাম-স্থানে সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে (পদ ৮, ১৪ দেখুন) এই দেশকে আশীর্বাদ করবেন, দেশটিকে তাঁর সমস্ত লোকদের বিশ্রামের স্থান করে তুলবেন (দ্বি.বি. ১২:৯; যিহোশূয় ১:১৩; ১ রাজাবলি ৫:৪ পদ ও নোট দেখুন)।

১৩২:১৬ ৯ পদের নোট দেখুন।

১৩২:১৭-১৮ দুটি বিনতি সামনে রেখে নিশ্চয়তা প্রদানের সমাপনী বক্তব্য (পদ ১, ১০)।

১৩২:১৭ শৃঙ্গ। সদাপ্রভুর অভিষিক্ত ব্যক্তি। **নির্মাণ করবো:** আক্ষরিক অর্থে "রোপণ করবো," অর্থাৎ তৃণ বা শাখার মত। **একটি প্রদীপ সাজিয়েছি:** ১ রাজাবলি ১১:৩৬ পদ দেখুন।

১৩২:১৮ লজ্জা-পরিহিত করবো ... শোভা পাবে। ১০৯:২৯ পদের নোট দেখুন। **লজ্জা-পরিহিত করবো:** ১৬ পদের সাথে তুলনা করুন। **মুকুট শোভা পাবে:** আক্ষরিক অর্থে

"প্রস্ফুটিত হবে (এর সাথে ১৭ পদের নোটের তুলনা করুন)।

উপসংহার: মশীহ, অর্থাৎ দায়ূদের পুত্রকে সিংহাসন দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বরের গৃহের বিষয়ে দায়ূদ চিন্তা করেছেন। তাঁর এই মনোভাবের পুরস্কার হিসেবে দায়ূদের জন্য ঈশ্বর একটি ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর দ্বিতীয় আগমনে রাজা-মশীহের মধ্য দিয়ে এই ব্যবস্থা পূর্ণ হবে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. কেন নিয়ম-সিন্দুক ইস্রায়েলের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল?
২. রাজা দায়ূদের কোন দুটি বড় উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল? আপনার দুটি উচ্চাকাঙ্ক্ষা কি তা বলুন?
৩. আজ ঈশ্বরের মহিমা ঈশ্বরের লোকদের মধ্যে বসবাস করে। কোন উপায়ে ঈশ্বরের মহিমা আপনার মধ্যে বাস করে? কিভাবে আপনি তাতে প্রভাবিত হন?
৪. বিশ্বাসী আজ ঈশ্বরের সঙ্গে একটি অবিচ্ছেদ্য চুক্তির সম্পর্ক ভোগ করে। কেন এই চুক্তি ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব?
৫. আপনি কি একমত যে একদিন যীশু যিরূশালেমের সিংহাসন থেকে রাজত্ব করবেন? কেন একমত?

গীত ১৩৩

একতার অনুগ্রহ

ভূমিকা: ঈশ্বরের লোকদের মধ্যে একতা কামনা করে প্রার্থনা। যদি দায়ূদ এই গীতের রচয়িতা হয়ে থাকেন (তবে এক্ষেত্রে শিরোনামের নোট দেখুন), তাহলে হয়তো তিনি তাঁর রাজা হিসেবে অভিষেক গ্রহণের সময় রচনা করেছিলেন, যা বহু সংগ্রামের পর তিনি অর্জন করতে পেরেছিলেন (২ শমূয়েল ৫:১-৩ পদ দেখুন)। অন্যান্য ঐতিহাসিক সূত্র অনুসারে আশেরীয় বাহিনীর আক্রমণের কারণে উত্তরের রাজ্য থেকে দক্ষিণে যিহূদা রাজ্যে শরণার্থীরা পালিয়ে এসে আশ্রয় নিচ্ছিল, সে সময় রাজা দায়ূদ এটি রচনা করেন (গীত ৮০ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। অন্য আরেকটি মত অনুসারে বাবিলের বন্দীদশার পরে উদ্ধার পেয়ে সমস্ত ইস্রায়েলীয়রা যখন জাতিগত ভাবে নিজেদের ভূমিতে আবারও একত্রিত হল, তখন এই গীতটি রচনা করা হয়, যে ঘটনা প্রবাহ আমরা ইষ্রা ও নহিমিয়ের পুস্তকে দেখতে পাই (ইষ্রা ৮:২৫; নহি ১২:৪৭ পদ দেখুন)। প্রথম ও শেষ (হিব্রু) পঙক্তি (পদ ১, ৩) পুরো গীতটির মূল ভাবধারাকে একীভূত করেছে। এর মাঝে একটি পঙক্তি রয়েছে (পদ ২) যা মূল ভাবের সাথে চমৎকার সামঞ্জস্য প্রকাশ করে।

আরোহণ-গীত। দায়ূদের।

গীত ১৩৩ : ক্রসরেফারেন্স

[১৩৩:১] আদি ১৩:৮; রোমীয় ১২:১০
[১৩৩:১] যোহন ১৭:১১
[১৩৩:২] যাত্রা [২৯:৭
[১৩৩:৩] ইয়োব [২৯:১৯; হিতো ১৯:১২; যিশা ১৮:৪; ২৬:১৯; ৪৫:৮; হোশেয় ১৪:৫; মীখা ৫:৭
[১৩৩:৩] দ্বি.বি. ৩:৮; ৪:৪৮
[১৩৩:৩] যাত্রা ১৫:১৭; গীত ২:৬; ৭৪:২
[১৩৩:৩] লেবী ২৫:২১
[১৩৩:৩] গীত ২১:৪

১ দেখ, এ কেমন উত্তম ও কেমন মনোহর যে,
ভাইয়েরা একত্রে ঐক্যে বাস করে!
২ তা মাথায় ঢেলে দেওয়া উৎকৃষ্ট তেলের মত,
যা দাড়িতে, হারোণের দাড়িতে ঝরে পড়লো,
তাঁর পোশাকের গলায় ঝরে পড়লো।
৩ তা হর্মোণের শিশিরের মত,
যা সিয়োন পর্বতে ঝরে পড়ে;
কারণ সেখানে সদাপ্রভু তাঁর আশীর্বাদ আদেশ করলেন,
অনন্তকালের জন্য জীবন আদেশ করলেন।

গীত ১৩৩ এর নোটসমূহ

শিরোনাম আরোহণ-গীত: গীত ১২০-১৩৭ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। **দায়ূদের:** ভূমিকা দেখুন; এর সাথে গীত ১২২; ১২৪; ১২৭ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

১৩৩:১ উত্তম ও মনোহর। ১৩৫:৩; ১৪৭:১ পদ দেখুন।

১৩৩:২ উৎকৃষ্ট তেলের মত ... হারোণের দাড়িতে ... তাঁর পোশাকের গলায়। পুরোহিত হারোণকে অভিষেক দানের তেল (যাত্রা ২৯:৭; লেবীয় ২১:১০), যা তাঁর চুল, দাড়ি সিক্ত করে দিয়ে তাঁর পৌরহিত্যের বিশেষ পোশাককেও ভিজিয়ে দিয়েছিল, যার মধ্য দিয়ে তাঁর দায়িত্ব পালনের পরিপূর্ণতার চিহ্ন প্রকাশ করা হয়েছে। একইভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ঈশ্বরের লোকদেরকে পবিত্র করে।

১৩৩:৩ হর্মোণের শিশিরের মত ... সিয়োন পর্বতে ঝরে পড়ে। সেই শিশির এমনই প্রাচুর্য পূর্ণ যে, তা সিয়োন পর্বতকে (বা সিয়োন পর্বতমালাকে) ফলশালী করে তোলে (আদিপুস্তক ২৭:২৮; হগয় ১:১০; সখরিখ ৮:১২ পদ দেখুন)। একই ভাবে ইস্রায়েলের গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়গত সম্প্রীতি ইস্রায়েল জাতিকে আরও বেশি সমৃদ্ধশালী করে তুলবে। এই দুটি রূপক বিবৃতি (পদ ২-৩) খুব চমৎকারভাবে প্রকাশ করা হয়েছে: ঈশ্বরের অনুগ্রহ পবিত্র মন্দিরে পুরোহিতের পরিচর্যা কাজের মধ্য দিয়ে ইস্রায়েল জাতির উপরে প্রবাহিত হল (যাত্রা ২৯:৪৪-৪৬; লেবীয় ৯:২২-২৪; গণনা ৬:২৪-২৬)– যা ঈশ্বরের পরিত্রাণ প্রদানের জন্য তাঁর বিশেষ দয়া ও করুণার কথা স্মরণ করে– এবং জীবনের সুবিশাল প্রান্তরে তথা ক্ষেতে স্বর্গের শিশির ঝড়ে পরে তাকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে– যা ঈশ্বরের সৃষ্ট জগতের জীবন চক্র প্রণালী সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য এক অনুপম স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রক্রিয়া। **জীবন:** সদাপ্রভু ঈশ্বরের স্থাপিত নিয়মের বিশেষ আশীর্বাদ (দ্বি.বি. ৩০:১৫, ১৯-২০; ৩২:৪৭ পদ দেখুন)।

উপসংহার: ভাইদের মধ্যে ভাল সম্পর্কের আশীর্বাদ। এই রকম ভ্রাতৃত্ববোধ ভাল এবং সুখকর। এটা হরোণের অভিষেকের মত এবং হর্মোণ পাহাড়ের উপর শিশির পড়ার মত। এই রকম পরিবেশে ঈশ্বর আশীর্বাদ করে থাকেন।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্নঃ

১. মণ্ডলীর বিবাদ একটি কমিউনিটির উপর কি রকম প্রভাব ফেলতে পারে? কিভাবে আপনি আপনার স্থানীয় মণ্ডলীতে ঐক্য গড়ে তুলতে এবং রক্ষা করতে পারেন?
২. মণ্ডলীতে যদি ঐক্য থাকে তবে সেখান থেকে কি সুবিধা আসতে পারে?

গীত ১৩৪

ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ধন্যবাদ জানানোর আহ্বান

ভূমিকাঃ প্রশংসা জ্ঞাপক একটি বিশেষ লিটার্জি– এখানে উপাসনাকারীদের মধ্যে কিছু বিভাজন রয়েছে, কারণ তারা সন্ধ্যার উপাসনা শেষ করে মন্দির ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে এবং লেবীয়রা, যারা রাতে মন্দির পাহারা দিতেন তারা এখানে গীত গাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু ভূমিকা পালন করেছেন। গীতসংহিতায় এই গীতটির মধ্য দিয়ে "আরোহণ-গীত" শেষ হল, যেভাবে গীত ১১৭ অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে হাল্লেলুইয়া গীত শেষ হয়েছিল (গীত ১১১-১১৭)। এই গীতটি সম্ভবত বন্দীদশার পরবর্তী সময়ে রচনা করা হয়েছে।

আরোহণ-গীত।

[১] এসো, হে সদাপ্রভুর সমস্ত দাস,
তোমরা, যারা রাতের বেলায় সদাপ্রভুর গৃহে দাঁড়িয়ে থাক,
তোমরা সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর।
[২] তোমরা পবিত্র স্থানের দিকে নিজের নিজের হাত
উত্তোলন কর,
ও সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর।
[৩] সদাপ্রভু সিয়োন থেকে তোমাকে আশীর্বাদ করুন,
তিনি আকাশ ও পৃথিবীর নির্মাণকর্তা।

গীত ১৩৪ : ক্রসরেফারেন্স

[১৩৪:১] গীত ১১৩:১; ১৩৫:১-২; প্রকা ১৯:৫
[১৩৪:১] গণনা ১৬:৯; ১বংশা ১৫:২
[১৩৪:১] ১বংশা ২৩:৩০
[১৩৪:২] গীত ২৮:২; ১তীম ২:৮
[১৩৪:২] গীত ১৫:১
[১৩৪:২] গীত ৩৩:২; ১০৩:১
[১৩৪:৩] লেবী ২৫:২১; গীত ২০:২
[১৩৪:৩] গীত ১২৪:৮

গীত ১৩৪ এর নোটসমূহ

শিরোনাম গীত ১২০-১৩৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

১৩৪:১-২ বিদায়ী উপাসনাকারীরা লেবীয়দেরকে আহ্বান জানাচ্ছেন যেন তারা সারা রাত ধরে পাহাড়া দেওয়ার সময় সদাপ্রভু ঈশ্বরের মন্দিরে তাঁর প্রশংসা গীত গাইতে থাকেন (১ বংশাবলি ৯:৩৩ পদ দেখুন)।

১৩৪:২ নিজের নিজের হাত উত্তোলন কর। ৬৩:৪ পদের নোট দেখুন।

১৩৪:৩ একজন লেবীয় উপাসানাকারীদের প্রতি আশীর্বচন উচ্চারণ করছেন (১২১:২ পদের নোট দেখুন; এর সাথে ১২৪:৮; ১২৮:৫ পদ দেখুন)।

উপসংহার: পুরোহিতদের সদাপ্রভুর প্রশংসা করতে বলা হয়েছে এবং বিশ্বাসী দলকে আশীর্বাদ করতে বলা হয়েছে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. ১৩৪ গীতটি ধ্যান করুন। আপনি কিভাবে আপনার ব্যক্তিগত উপাসনাকে সমৃদ্ধ করতে পারেন?
২. পুরোহিতদের আশীর্বচন উচ্চারণ একটি পুরানো ঐতিহ্য। আপনি কি মনে করেন যে, বর্তমানে চার্চে যে আশীর্বচন উচ্চারণ করা হয় তার ধারাবাহিকতা পুরাতন নিয়মেরই দীর্ঘ ঐতিহ্যের অংশ?

গীত ১৩৫

ঈশ্বরের মহত্ব ও ক্ষমতার জন্য তাঁর প্রশংসা করা

ভূমিকা: পরিত্রাণের ইতিহাস বর্ণনাকারী একটি গীত, যেখানে ইস্রায়েল জাতিকে সদাপ্রভু ঈশ্বরের প্রশংসা করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে– যিনি একমাত্র সত্য ঈশ্বর এবং সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা, সমস্ত জাতির শাসনকর্তা, ইস্রায়েল জাতির উদ্ধারকর্তা। নিঃসন্দেহে এই গীতটি বন্দীদশার পরে কোন এক সময়ে লেখা হয়েছিল, তবে এখানে যে সমস্ত কথা রয়েছে তা পুরাতন নিয়মের অন্যান্য বেশ কিছু স্থানে দেখা যায়। সুস্পষ্টভাবে এই গীতটি মন্দিরের লিটার্জির জন্য রচিত হয়েছিল। পুরো কাঠামোটি শুরু ও শেষ করা হয়েছে "হাল্লেলুইয়া" উচ্চারণ করার মধ্য দিয়ে (গীত ১৪৬-১৫০ অধ্যায়ও এমনভাবে সজ্জিত হয়েছে)। এর প্রথম ও শেষ পঙক্তিমালায় ঈশ্বরের প্রশংসা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। মিসর ও কনান দেশে ইস্রায়েল জাতিকে ঈশ্বর যেভাবে উদ্ধার করেছেন (পদ ৮-১২) তা বর্ণনা করার মধ্য দিয়ে সাতটি পঙক্তিমালার মধ্যে মাঝেরটিকে বিন্যাস করা হয়েছে। অবশিষ্ট চারটি পঙক্তিমালা দুটি করে জোড় পঙক্তিমালা হিসেবে বিন্যস্ত হয়েছে বিষয়বস্তু ও ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের বিচারে (পদ ৩-৪, ১৩-১৪; পদ ৫-৭, ১৫-১৮)।

[১] সদাপ্রভুর প্রশংসা হোক!
সদাপ্রভুর নামের প্রশংসা কর,
হে সদাপ্রভুর দাসেরা, তোমরা তাঁর প্রশংসা কর;
[২] তোমরা, যারা সদাপ্রভুর গৃহে দাঁড়িয়ে থাক,
আমাদের ঈশ্বরের গৃহ-প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে থাক।
[৩] সদাপ্রভুর প্রশংসা কর, কেননা সদাপ্রভু মঙ্গলময়;
তাঁর নামের উদ্দেশে গান কর, কেননা তা মনোহর।
[৪] কারণ সদাপ্রভু তাঁর জন্য যাকোবকে,
নিজস্ব অধিকার বলে ইস্রায়েলকে মনোনীত করেছেন।

গীত ১৩৫ : ক্রসরেফারেন্স

[১৩৫:১] যিহি ৭:৭৩
[১৩৫:২] ১বংশা ১৫:২; লূক ২:৩৭
[১৩৫:২] গীত ১১৬:১৯
[১৩৫:৩] ১বংশা ১৬:৩৪; গীত ১১৯:৬৮
[১৩৫:৩] গীত ৬৮:৪
[১৩৫:৩] গীত ৯২:১; ১৪৭:১
[১৩৫:৪] দ্বি.বি. ১০:১৫
[১৩৫:৪] যাত্রা ১৯:৫; দ্বি.বি. ৭:৬; মালা ৩:১৭; তীত ২:১৪

৫ আমি তো জানি, সদাপ্রভু মহান,
আমাদের প্রভু সমস্ত দেবতার চেয়ে মহান।
৬ সদাপ্রভু যা ইচ্ছা করেছেন, তা-ই করেছেন,
আকাশে, পৃথিবীতে, সমুদ্রগুলোতে
ও সমস্ত গভীর স্থানে করেছেন।
৭ তিনি পৃথিবীর প্রান্ত থেকে বাষ্প উত্থাপন করেন,
তিনি বৃষ্টির জন্য বিদ্যুৎ উৎপন্ন করেন,
তাঁর ভাণ্ডার থেকে বায়ু বের করে আনেন।
৮ তিনি মিসরের প্রথমজাতদের আঘাত করেছিলেন,
মানুষ ও পশু উভয়ের মধ্যে।
৯ হে মিসর! তিনি তোমার মধ্যে চিহ্ন ও লক্ষণমালা পাঠিয়েছিলেন,
ফরৌণের ও তাঁর সমস্ত দাসের বিরুদ্ধে।
১০ তিনি আঘাত করেছিলেন বড় বড় জাতিকে,
হত্যা করেছিলেন বিক্রমী রাজাদেরকে;
১১ ইমোরীয়দের রাজা সীহোনকে,
বাশনের রাজা ওগকে ও কনানের সমস্ত রাজ্যকে।
১২ তিনি তাদের দেশ অধিকার হিসেবে দিলেন,
নিজের লোক ইস্রায়েলের অধিকার হিসেবে দিলেন।
১৩ হে সদাপ্রভু, তোমার নাম অনন্তকালস্থায়ী,
হে সদাপ্রভু, পুরুষানুক্রমে লোকেরা তোমাকে স্মরণ করবে।
১৪ কারণ সদাপ্রভু তাঁর লোকদের বিচার করবেন,
তাঁর দাসদের উপরে সদয় হবেন।
১৫ জাতিদের সমস্ত মূর্তি রূপা ও সোনার তৈরি,
সেগুলো মানুষের হাতের কাজ।
১৬ মুখ থাকতেও তারা কথা বলে না;
চোখ থাকতেও দেখতে পায় না;
১৭ কান থাকতেও শুনতে পায় না;
তাদের মুখে শ্বাসমাত্রও নেই।
১৮ যেমন তারা, তেমনি হবে তাদের নির্মাতারা,
আর যে কেউ সেগুলোর উপর নির্ভর করে।
১৯ হে ইস্রায়েলের কুল, সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর;
হে হারোণের কুল, সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর;
২০ হে লেবির কুল, সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর;
হে সদাপ্রভুর ভয়কারীরা, সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর।
২১ সদাপ্রভু ধন্য হোন সিয়োন থেকে,
তিনি যিরূশালেমে বাস করেন।
সদাপ্রভুর প্রশংসা হোক!

[১৩৫:৫] গীত ৪৮:১; ১৪৫:৩
[১৩৫:৫] যাত্রা ১২:১২; ১বংশা ১৬:২৫; ইয়োব ২১:২২
[১৩৫:৬] গীত ১১৫:৩; দানি ৪:৩৫
[১৩৫:৬] মথি ৬:১০
[১৩৫:৭] ইয়োব ৫:১০; গীত ৬৮:৯; যিশা ৩০:২৩; যিরি ১০:১৩; ৫১:১৬; যোয়েল ২:২৩; সখ ১০:১
[১৩৫:৭] আমোষ ৪:১৩
[১৩৫:৭] দ্বি.বি. ২৮:১২
[১৩৫:৮] যাত্রা ৪:২৩; ১২:১২
[১৩৫:৯] যাত্রা ৭:৯
[১৩৫:৯] গীত ১৩৬:১০-১৫
[১৩৫:১০] গণনা ২১:২১-২৫; যিহো ২৪:৮-১১; গীত ৪৪:২; ৭৮:৫৫; ১৩৬:১৭-২১
[১৩৫:১১] গণনা ২১:২১
[১৩৫:১১] গণনা ২১:২৬
[১৩৫:১১] গণনা ২১:৩৩
[১৩৫:১১] যিহো ১২:৭-২৪; ২৪:১২
[১৩৫:১২] দ্বি.বি. [২৯:৮
[১৩৫:১৩] যাত্রা ৩:১৫
[১৩৫:১৩] গীত ১০২:১২
[১৩৫:১৪] ১শমূ ২৪:১৫; ইব ১০:৩০
[১৩৫:১৪] দ্বি.বি. ৩২:৩৬
[১৩৫:১৫] গীত ৯৬:৫; প্রকা ৯:২০
[১৩৫:১৫] যিশা ২:৮; ৩১:৭; ৩৭:১৯; ৪০:১৯; যিরি ১:১৬; ১০:৫
[১৩৫:১৬] ১রাজা ১৮:২৬
[১৩৫:১৭] যিরি ১০:১৪; হবক্ ২:১৯
[১৩৫:১৯] গীত ২২:২৩
[১৩৫:২১] গীত ১২৮:৫; ১৩৪:৩

গীত ১৩৫ এর নোটসমূহ

১৩৫:১-২ সদাপ্রভু ঈশ্বরের প্রশংসা করার জন্য পুরোহিত ও লেবীয়দেরকে প্রারম্ভিক আহ্বান জানানো হয়েছে (১৩৪:১-২ পদ দেখুন)।

১৩৫:১, ৩, ১৩ নাম। ৫:১১ পদের নোট দেখুন।

১৩৫:৩-৪ সদাপ্রভু ঈশ্বরের প্রশংসা করার জন্য সর্ব প্রধান কারণ (পদ ১৩-১৪ দেখুন)।

১৩৫:৩ কেননা তা মনোহর। ১৩৩:১ পদ দেখুন।

১৩৪:৪ যাকোব। ইস্রায়েল নামের সমার্থক একটি শব্দ (আদিপুস্তক ৩২:২৮ পদ দেখুন)। **নিজস্ব অধিকার:** যাত্রা ১৯:৫ পদ ও নোট দেখুন।

১৩৫:৫-৭ সদাপ্রভু ঈশ্বর মহান ও মঙ্গলময় (পদ ৩); একই সাথে তিনি সমগ্র সৃষ্ট জগতের মধ্যে সর্বশক্তিমান ও সার্বভৌম সদাপ্রভু (এর সাথে তুলনা করুন ১৫-১৮ পদে মানুষের হাতে তৈরি মূর্তি সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে; যিরমিয় ১০:১১-১৬ পদ দেখুন; এর সাথে ১১৫:৩ ও ৯৬:৫; ৯৭:৭ পদ ও নোট দেখুন)।

১৩৫:৬ যা ইচ্ছা করেছেন। মূর্তি বা প্রতিমা কিছুই করতে পারে না (পদ ১৬-১৭); তাদেরকে তাদের পূজাকারীরাই নিজ হাতে তৈরি করেছে (পদ ১৮)। **আকাশ ... জগৎ ... সমুদ্র:** দৃশ্যমান সৃষ্ট পৃথিবীর তিনটি প্রধান বিচরণ স্থান, যেভাবে প্রাচীনকালে লোকেরা দেখতো (আদিপুস্তক ১:৮-১০ পদ ও গীত ১০৪ এর ভূমিকা দেখুন)।

১৩৫:৭ বাষ্প উত্থাপন করেন। সদাপ্রভু ঈশ্বর প্রকৃতির জন্য জীবনদায়ী বৃষ্টি পাঠিয়ে দেন, বাল দেবতা বা অন্য কোন দেবতা নয় (গীত ২৯ ও এর ভূমিকা দেখুন; এর সাথে যিরমিয় ১৪:২২; সখ ১০:১ পদের নোট দেখুন)। **বায়ু বের করে আনেন:** ১০৪:৪; ১৪৮:৮ পদ দেখুন। হাতে বানানো মূর্তির মধ্যে কোন সঞ্জীবনী বায়ু বা শ্বাস পর্যন্ত নেই (পদ ১৭)। **তাঁর ভাণ্ডার:** ৩৩:৭ পদ ও নোট দেখুন; ইয়োব ৩৮:২২ পদ দেখুন।

১৩৫:৮-১২ মিশরের উপরে এবং ইস্রায়েলের অধিকারভুক্ত ভূমির সকল রাজাদের উপরে সদাপ্রভুর বিজয় লাভ। যাত্রা ৭-১৪ অধ্যায়, গণনা ২১:২১-৩৫ পদ এবং যিহোশূয় পুস্তকের একটি সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন।

১৩৫:১৩-১৪ পদ ৩-৪ ও নোট দেখুন।

১৩৫:১৪ বিচার করবেন। ইস্রায়েল জাতির সত্তা ও তার অধিকারের উপরে বিশ্বের যে কোন শক্তিই আঘাত হানুক না কেন, সদাপ্রভু ঈশ্বর তাদের সকলকে বিচারের আওতায় আনবেন, কারণ তিনিই একমাত্র সত্য ঈশ্বর। **সদয় হবেন:** যাত্রা ৩৪:৬-৭ পদ ও নোট দেখুন। **তাঁর দাস:** তাঁর নিয়মের আওতাধীন বিশ্বাসী লোকেরা।

১৩৫:১৫-১৮ মিথ্যা দেবতা ও তাদের উপরে যারা নির্ভর করে তাদের ক্ষমতাহীনতা (৫-৭ পদের নোট দেখুন; এর সাথে ১১৫:৪-৮ পদের নোট দেখুন)।

১৩৫:১৯-২১ যারা মন্দিরে উপাসনার জন্য একত্রিত হয়েছে তাদের সকলকে উদ্দেশ্য করে সদাপ্রভুর প্রশংসা ও উপাসনার সমাপ্তি ঘোষণা (১১৫:৯-১১; ১১৮:২-৪ পদ দেখুন)।

১৩৫:২০ লেবির কুল। গীতসংহিতায় কেবল মাত্র এখানে লেবীয় গোষ্ঠীর নাম এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে (এর সাথে তুলনা করুন ১ বংশাবলি ২৩:৪, ৩০-৩১; ২৫:১; ২ বংশাবলি ২০:১৯, ২১ পদ)।

১৩৫:২১ সিয়োন থেকে। শুধু সিয়োনের মধ্যে নন, সেই সাথে সিয়োন থেকে– পৃথিবীর

শেষ প্রান্ত পর্যন্ত (৯:১; ২২:২২-৩১ পদের নোট দেখুন)।

উপসংহার: তাঁর লোকদের উপাসনা করতে ডাকা হয়েছে এবং তাঁর প্রশংসা করতে বলা হয়েছে যিনি প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করেন। ইস্রায়েল অবশ্যই তাঁর প্রশংসা করবে যিনি তাদের মুক্তিদাতা এবং যিনি তাদের কনান দেশে বসিয়ে দিয়েছেন। তিনিই সমস্ত দেবতার উপরে ঈশ্বর, সেজন্য তিনি উপাসনা পাবার যোগ্য।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. কেন ঈশ্বর ইস্রায়েলকে বেছে নিয়েছিলেন? কেন তিনি আপনাকে বেছে নিলেন? আপনাকে বেছে নেবার ব্যাপারে কেন আপনি তার ক্রেডিট নিতে পারেন না? কিভাবে ঈশ্বরের বিষয়গুলো নিয়ে আপনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারেন? আপনি কি ঈশ্বরের সেবা করার জন্য ইচ্ছুক?
২. ইস্রায়েলীরা মরুভূমিতে যখন ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তখন ঈশ্বর তাদের যত্ন নিয়ে তাঁর ক্ষমতা প্রকাশ করেছিলেন। ঈশ্বরের সেই যত্ন থেকে ও তাঁর ক্ষমতা থেকে আমরা কি শিক্ষা লাভ করি? তিনি কি আপনার যত্ন নিতে সক্ষম?

গীত ১৩৬

সৃষ্টি ও ইতিহাসে ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাজ

ভূমিকা: সৃষ্টিকর্তা ও ইস্রায়েলের রক্ষাকর্তা সদাপ্রভুর উদ্দেশে গাওয়া প্রশংসা গীত, যেখানে পরিত্রাণের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। এর বিষয়বস্তু এবং পদগুলোর বক্তব্য অনেকাংশে গীত ১৩৫ অধ্যায়ের সাথে মিলে যায়। খুব সম্ভবত একজন লেবীয় গীত-গায়ক দলের নেতা এই গীতটি গেয়েছেন এবং লেবীয় গীত-গায়কের দল (১ বংশাবলি ১৬:৪১; ২ বংশাবলি ৫:১৩; ইষ্রা ৩:১১) কিংবা সমবেত উপাসনাকারীরা (২ বংশাবলি ৭:৩, ৬; ২০:২১ পদ দেখুন) সমবেতভাবে ধূয়াগুলো গেয়েছেন (১০৬:১; ১০৭:১; ১১৮:১-৪, ২৯)। এই লিটার্জির মধ্য দিয়ে মহা হাল্লেল শেষ হয়েছে (গীত ১২০-১৩৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। সদাপ্রভু ঈশ্বরের প্রশংসা করার জন্য প্রারম্ভিক আহ্বানের পর (পদ ১-৩) ছয়টি পদে ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ম (পদ ৪-৯), পরবর্তী পদে মিসর থেকে ইস্রায়েল জাতির উদ্ধার (পদ ১০-১৫), একটি পদে মরুভূমিতে ইস্রায়েল জাতির যাত্রা (পদ ১৬), ছয়টি পদে কনান দেশ বিজয়ের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে (পদ ১৭-২২)। সমাপনী চারটি পদে মূল বিষয়বস্তুগুলো বিপরীত ক্রমানুসারে কথিত হয়েছে: ইতিহাসে ঈশ্বর তাঁর লোকদের জন্য যা করেছেন (পদ ২৩-২৪), সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের বিশেষ কাজ (পদ ২৫) এবং ঈশ্বরের প্রশংসা করার জন্য সমাপনী আহ্বান (পদ ২৬)। সমবেত প্রতিক্রিয়ার উক্তিটি ("তাঁর অটল প্রেম অনন্তকালস্থায়ী") ২৬ বার উল্লেখ করা হয়েছে, যা যিহোবা নামটির সংখ্যাতাত্ত্বিক মান নির্দেশ করে (হিব্রু বর্ণকে সংখ্যায় রূপান্তর করার মাধ্যমে)। গীতটিতেই কেবল একটি মাত্র

শব্দগুচ্ছ প্রতিটি পদের শেষে ধূয়া হিসেবে সংযোজন করা হয়েছে।

গীত ১৩৬ : ক্রসরেফারেন্স

[১] তোমরা সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর,
কেননা তিনি মঙ্গলময়;
-তাঁর অটল প্রেম অনন্তকালস্থায়ী-
[২] দেবতাদের ঈশ্বরের ধন্যবাদ কর;
-তাঁর অটল প্রেম অনন্তকালস্থায়ী-
[৩] প্রভুদের প্রভুকে ধন্যবাদ দাও;
-তাঁর অটল প্রেম অনন্তকালস্থায়ী-
[৪] যিনি একা মহৎ মহৎ আশ্চর্য কাজ করেন;
-তাঁর অটল প্রেম অনন্তকালস্থায়ী-
[৫] যিনি বুদ্ধি দ্বারা আকাশ নির্মাণ করেছেন;
-তাঁর অটল প্রেম অনন্তকালস্থায়ী-
[৬] যিনি জলের উপরে পৃথিবী বিস্তার করেছেন;
-তাঁর অটল প্রেম অনন্তকালস্থায়ী-
[৭] যিনি বড় বড় জ্যোতিষ্ক নির্মাণ করেছেন;
-তাঁর অটল প্রেম অনন্তকালস্থায়ী-
[৮] যিনি দিনে কর্তৃত্ব করবার জন্য সূর্য নির্মাণ করেছেন;
-তাঁর অটল প্রেম অনন্তকালস্থায়ী-
[৯] রাতে কর্তৃত্ব করবার জন্য চন্দ্র ও তারাগুলো নির্মাণ করেছেন;
-তাঁর অটল প্রেম অনন্তকালস্থায়ী-
[১০] যিনি মিসরের প্রথমজাতদের আঘাত করলেন;
-তাঁর অটল প্রেম অনন্তকালস্থায়ী-
[১১] এবং তাদের মধ্য থেকে ইস্রায়েলকে বের করে আনলেন;
-তাঁর অটল প্রেম অনন্তকালস্থায়ী-
[১২] শক্তিশালী হাত ও বাড়িয়ে দেওয়া বাহু দ্বারাই আনলেন;
-তাঁর অটল প্রেম অনন্তকালস্থায়ী-
[১৩] যিনি লোহিত সাগরকে দু'ভাগ করলেন;
-তাঁর অটল প্রেম অনন্তকালস্থায়ী-
[১৪] এবং তার মধ্য দিয়ে ইস্রায়েলকে পার করলেন;
-তাঁর অটল প্রেম অনন্তকালস্থায়ী-
[১৫] কিন্তু ফরৌণ ও তাঁর বাহিনীকে লোহিত সাগরে ঠেলে দিলেন;
-তাঁর অটল প্রেম অনন্তকালস্থায়ী-
[১৬] যিনি নিজের প্রজাদেরকে মরুভূমির মধ্য দিয়ে গমন করালেন;
-তাঁর অটল প্রেম অনন্তকালস্থায়ী-
[১৭] যিনি মহান রাজাদেরকে আঘাত করলেন;
-তাঁর অটল প্রেম অনন্তকালস্থায়ী-

[১৩৬:১] গীত ১০৫:১
[১৩৬:১] গীত ১০০:৫; ১০৬:১; ১৪৫:৯; যিরি ৩৩:১১; নহূম ১:৭
[১৩৬:১] পদ ২-২৬; ২বংশা ৫:১৩; ইষ্রা ৩:১১; গীত ১১৮:১-৪
[১৩৬:২] গীত ১০৫:১
[১৩৬:২] দ্বি.বি. ১০:১৭
[১৩৬:৩] গীত ১০৫:১
[১৩৬:৩] দ্বি.বি. ১০:১৭; ১তীম ৬:১৫
[১৩৬:৪] যাত্রা ৩:২০; ইয়োব ৯:১০
[১৩৬:৫] হিতো ৩:১৯; যিরি ৫১:১৫
[১৩৬:৫] আদি ১:১
[১৩৬:৬] আদি ১:১; যিশা ৪২:৫; যিরি ১০:১২; ৩৩:২
[১৩৬:৬] আদি ১:৬
[১৩৬:৭] আদি ১:১৪, ১৬; গীত ৭৪:১৬; যাকোব ১:১৭
[১৩৬:৮] আদি ১:১৬
[১৩৬:১০] যাত্রা ৪:২৩; ১২:১২
[১৩৬:১১] যাত্রা ৬:৬; ১৩:৩; গীত ১০৫:৪৩
[১৩৬:১২] যাত্রা ৩:২০; দ্বি.বি. ৫:১৫
[১৩৬:১২] দ্বি.বি. ৯:২৯
[১৩৬:১৩] গীত ৭৮:১৩
[১৩৬:১৪] যাত্রা ১৪:২২; গীত ১০৬:৯
[১৩৬:১৫] যাত্রা ১৪:২৭
[১৩৬:১৬] যাত্রা ১৩:১৮; গীত ৭৮:৫২
[১৩৬:১৭] গণনা ২১:২৩-২৫; যিহো ২৪:৮-১১; গীত ৭৮:৫৫; ১৩৫:৯-১২

১৮ প্রতাপান্বিত রাজাদেরকে হত্যা করলেন;
-তাঁর অটল প্রেম অনন্তকালস্থায়ী-
১৯ ইমোরীয়দের রাজা সীহোনকে,
-তাঁর অটল প্রেম অনন্তকালস্থায়ী-
২০ ও বাশনের রাজা ওগকে হত্যা করলেন;
-তাঁর অটল প্রেম অনন্তকালস্থায়ী-
২১ এবং তাদের দেশ অধিকার হিসেবে দিলেন,
-তাঁর অটল প্রেম অনন্তকালস্থায়ী-
২২ নিজের দাস ইস্রায়েলকে অধিকার হিসেবে দিলেন;
-তাঁর অটল প্রেম অনন্তকালস্থায়ী-
২৩ তিনি আমাদের হীনাবস্থায় আমাদেরকে স্মরণ করলেন;
-তাঁর অটল প্রেম অনন্তকালস্থায়ী-
২৪ শত্রুদের থেকে আমাদের উদ্ধার করলেন;
-তাঁর অটল প্রেম অনন্তকালস্থায়ী-
২৫ তিনি সমস্ত প্রাণীকে আহার দেন;
-তাঁর অটল প্রেম অনন্তকালস্থায়ী-
২৬ তোমরা স্বর্গের ঈশ্বরের ধন্যবাদ কর;
-তাঁর অটল প্রেম অনন্তকালস্থায়ী।

[১৩৬:১৮] দ্বি.বি. [২৯:৭; যিহো ১২:৭-২৪
[১৩৬:১৯] গণনা ২১:২১-২৫
[১৩৬:২০] গণনা ২১:৩৩-৩৫
[১৩৬:২১] যিহো ১২:১
[১৩৬:২১] দ্বি.বি. ১:৩৮; যিহো ১৪:১
[১৩৬:২২] দ্বি.বি. [২৯:৮; গীত ৭৮:৫৫
[১৩৬:২২] যিশা ২০:৩; ৪১:৮; ৪২:১৯; ৪৩:১০; ৪৪:১, ২১; ৪৫:৪; ৪৯:৫-৭
[১৩৬:২৩] গীত ৭৮:৩৯; ১০৩:১৪; ১১৫:১২
[১৩৬:২৪] যিহো ১০:১৪; যিহি ৯:২৮
[১৩৬:২৪] দ্বি.বি. ৬:১৯
[১৩৬:২৫] আদি ১:৩০; মথি ৬:২৬
[১৩৬:২৬] গীত ১০৫:১
[১৩৬:২৬] গীত ১১৫:৩
[১৩৬:২৬] ইষ্রা ৩:১১

গীত ১৩৬ এর নোটসমূহ

১৩৬:১-৩, ২৬ সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর। কিংবা বলা যায় "সদাপ্রভুর প্রশংসা কর" (৭:১৭ পদের নোট দেখুন)।

১৩৬:২ দেবতাদের ঈশ্বর। দ্বি.বি. ১০:১৭ পদ দেখুন; এর সাথে ১৩৫:৫ পদও দেখুন।

১৩৬:৫ বুদ্ধি দ্বারা। হিতোপদেশ ৩:১৯; যিরমিয় ১০:১২ পদ দেখুন।

১৩৬:৬ জলের উপরে। ২৪:২ পদের নোট দেখুন।

১৩৬:৭-৯ আদিপুস্তক ১:১৬ পদের কথাগুলোকে সরাসরি প্রতিফলিত করা হয়েছে।

১৩৬:২৩-২৪ সম্ভবত এখানে উপরের উদ্ধারের সমস্ত বর্ণনার উপসংহার টানা হয়েছে, কিন্তু হয়তোবা একই সাথে বিচারকর্তৃগণও রাজা দায়ূদের আমলে ঈশ্বরের যে সকল উদ্ধারের অভিজ্ঞতা ইস্রায়েল জাতি লাভ করেছে সেগুলোর কথাও এখানে বলা হতে পারে।

১৩৬:২৬ স্বর্গের ঈশ্বর। ঈশ্বরকে সম্বোধন করার পারস্যের রীতি (ইষ্রা ১:২ পদের নোট দেখুন) যা ইষ্রা, নহিমিয় ও দানিয়েল পুস্তকে প্রায়শই দেখা যায়। ২-৩ পদের ভাষাও প্রায় একই ধরনের।

উপসংহার: উদ্ধারপ্রাপ্ত জাতি ঈশ্বরের দয়ার জন্য প্রশংসা করছে। এই সৃষ্টির মধ্য দিয়ে, ইস্রায়েল জাতির মুক্তির মধ্য দিয়ে, তাদের মরু-এলাকায় ঘুরে বেড়াবার মধ্য দিয়ে এবং কনান দেশ বিজয়ের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের দয়া প্রকাশিত হয়েছে। যিহূদীদের নিস্তার-পর্বের সময়ে এই গীতকে বলা হয় 'মহান হাল্লেলূইয়া'। এই গীতটি হয়তো মশীহ এবং তাঁর

শিষ্যরা প্রভুর ভোজের পর গেয়েছিলেন।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্নঃ

১. এই গীতটি কখন গাওয়া হত? খ্রীষ্টিয় কোন্ বিশেষ গান ও বিশেষ অনুষ্ঠানের সঙ্গে আপনি এটিকে সম্পর্কযুক্ত করতে পারেন?
২. এই গীতে এই কথাটি দু'বার বলা হয়েছে: "তাঁর অটল প্রেম অনন্তকালস্থায়ী।" কেন আজকে এই কথাটি আপনার জানা দরকার? যখন আপনি কষ্ট ভোগ করেন তখন তাঁর স্থায়ী ভালবাসা আপনাকে কিভাবে টিকিয়ে রাখে?
৩. যখন সন্দেহ আপনার মনকে ধাক্কা দেয়, যখন আপনি পাপ করেন, যখন একাকীত্ব অনুভব করেন এবং যখন আপনি নিরুৎসাহিত হন তখন সদাপ্রভুর প্রেম কিভাবে আপনার জীবনে কাজ করে?

গীত ১৩৭

যিরূশালেম ধ্বংসের জন্য বিলাপ

ভূমিকা: বন্দীদশার সময়কার একটি বিলাপ গীত– একজন ব্যক্তি যিনি সম্প্রতি বাবিলের বন্দীদশা থেকে ফিরে এসেছেন কিন্তু বহু বছর বিদেশী মাটিতে বন্দী হিসেবে থাকার কারণে এবং সেখানে তাকে যে সকল নিষ্ঠুর আচরণ ও ঘটনার অভিজ্ঞতা লাভ করতে হয়েছে তার প্রেক্ষিতে এখন তার অন্তরে রয়েছে শুধুই তিক্ততা। এখানে তিনি সিয়োনের প্রতি সেই একই গভীর মমতা ও ভালবাসার কথা বলেছেন যা খুঁজে পাওয়া যায় গীত ৪২-৪৩; ৪৬; ৪৮; ৮৪; ১২২; ১২৬ অধ্যায়ে। গীতসংহিতার সম্পাদনাকারীগণ এই গীতটিকে মহা হাল্লেল সঙ্কলনের সাথে সংযুক্ত করেছেন, কারণ এতে রয়েছে সদাপ্রভু ঈশ্বরের উপাসনার ও তাঁর প্রশংসার সমাপনী একটি ভাবধারা (গীত ১২০-১৩৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। হিব্রু গীতটির ১২টি কাব্যিক পঙক্তি সমানভাবে চার পঙক্তি বিশিষ্ট তিনটি পঙক্তিমালায় বিভক্ত হয়েছে: ইস্রায়েল জাতির দুঃখ ও দুর্দশার কথা স্মরণ (পদ ১-৩), যিরূশালেমের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ (পদ ৪-৬) এবং ইদোম ও বাবিলের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ঈশ্বরের কাছে বিনতি করা হয়েছে (পদ ৭-৯)।

[১] বাবিলীয় নদীগুলোর তীরে,
সেখানে আমরা বসতাম আর কাঁদতাম,
যখন সিয়োনকে মনে পড়তো।
[২] আমরা সেই স্থানের বাইশী গাছে
নিজ নিজ বীণা টাঙ্গিয়ে রাখতাম।
[৩] কারণ যারা আমাদের বন্দী করে নিয়ে গেছে তারা
আমাদের কাছে গান শুনতে চাইত,

গীত ১৩৭ : ক্রসরেফারেন্স

[১৩৭:১] যিহি ১:১, ৩; ৩:১৫; ১০:১৫
[১৩৭:১] যিহি ১:৪
[১৩৭:১] যিশা ৩:২৬; বিলাপ ১:৪
[১৩৭:২] লেবী ২৩:৪০
[১৩৭:২] ইয়োব ৩০:৩১; যিশা ২৪:৮; যিহি ২৬:১৩; আমোষ ৬:৫
[১৩৭:৩] গীত ৭৯:১-৪; বিলাপ ১:৫
[১৩৭:৩] ইয়োব ৩০:৯; গীত ৮০:৬

আমাদের জুলুমকারীরা আনন্দের শব্দ শুনতে চাইত,
বলতো, 'আমাদের কাছে সিয়োনের একটা গান গাও।'
৪ আমরা কেমন করে বিজাতীয় ভূমিতে
সদাপ্রভুর গান গাইতে পারি?
৫ যিরূশালেম, যদি আমি তোমাকে ভুলে যাই,
আমার ডান হাতও আমাকে ভুলে যাক।
৬ আমার জিহ্বা তালুতে সংলগ্ন হোক,
যদি আমি তোমাকে মনে না করি,
যদি আমার পরমানন্দ থেকে যিরূশালেমকে বেশি প্রেম না করি।
৭ হে সদাপ্রভু, যিরূশালেমের পতনের দিন
ইদোম-সন্তানেরা কি করেছিল তা স্মরণ কর;
তারা বলেছিল, 'উৎপাটন কর, ওর মূল পর্যন্ত উৎপাটন কর।'
৮ হে বাবিল-কন্যা, হে বিনাশপাত্রি,
সুখী সেই, যে তোমাকে সেরকম প্রতিফল দেবে,
যেরকম তুমি আমাদের প্রতি করেছ।
৯ সুখী সেই, যে তোমার শিশুদেরকে ধরে,
আর শৈলের উপরে আছড়ায়।

[১৩৭:৩] যিহি ১৬:৫৭; ২২:৪; ৩৪:২৯
[১৩৭:৪] যিহি ১২:৪৬
[১৩৭:৫] যিশা ২:৩; ৫৬:৭; ৬৫:১১; ৬৬:২০
[১৩৭:৬] গীত ২২:১৫
[১৩৭:৬] যিহি ২:৩
[১৩৭:৬] দ্বি.বি. ৪:২৯; যিরি ৫১:৫০; যিহি ৬:৯
[১৩৭:৭] আদি ২৫:৩০; ২বংশা ২৮:১৭; গীত ৮৩:৬; বিলাপ ৪:২১-২২
[১৩৭:৭] রাজা ২৫:১-১০; ওব ১:১১
[১৩৭:৭] গীত ৭৪:৮
[১৩৭:৮] যিশা ১৩:১, ১৯; ৪৭:১-১৫; যিরি ২৫:১২, ২৬; ৫০:১; ৫০:২-৫১:৫৮
[১৩৭:৯] রাজা ৮:১২; যিশা ১৩:১৬; লূক ১৯:৪৪

গীত ১৩৭ এর নোটসমূহ

১৩৭:১ নদীগুলো। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস এবং তার সাথে সংযুক্ত অগণিত খাল। **আমরা বসতাম:** সিয়োনের সাথে তাদের বিচ্ছিন্নতার কথা স্মরণ করে তারা বার বারই শোকাহত হয়ে পড়তেন (ইয়োব ২:৮, ১৩; বিলাপ ২:১০ পদ দেখুন)।

১৩৭:২ নিজ নিজ বীণা টাঙ্গিয়ে রাখতাম। "বীণার আমোদ নিবৃত্ত হল" (যিশাইয় ২৪:৮), কারণ অসার বাবিলীয়রা সিয়োনের আনন্দগানের সাথে তাদের অপসংস্কৃতির চর্চা করতে চেয়েছিল, অন্য দিকে ইস্রায়েলীয়রা তখন ছিল শোকাকুল (ইয়োব ৩০:৩১)।

১৩৭:৪-৬ যার হৃদয় ও মন সদাপ্রভু ও তাঁর পবিত্র নগরী যিরূশালেমকে পরিত্যাগ করবে, কেবল সে-ই বাবিলের শাসকের হাতের পুতুল হয়ে চলতে পারবে। কিন্তু আমি যদি আমার প্রিয় নগরীর প্রতি বিন্দুমাত্র অবিশ্বস্ত হই, তাহলে যেন আমার হাতের বীণা আর আমার মুখের গীত চির দিনের মত থেমে যায়!

১৩৭:৭-৯ সদাপ্রভু ঈশ্বর, ইদোমের কথা স্মরণ কর; আর তুমি, হে বাবিল, তুমি যিরূশালেমের প্রতি যা করেছিলেন সেই একই কাজ তোমার প্রতি যে করবে আমি তাকে আশীর্বাদ করি: ধ্বংসপ্রাপ্ত যিরূশালেম নগরীর একজন অধিবাসী এবং প্রকৃত ইস্রায়েলীয়ের মুখ থেকে এ ধরনের প্রতিশোধের কথা আসতে পারে (৫:১০ পদের নোট দেখুন)।

১৩৭:৭ ইদোম সন্তানেরা। ইদোমের সাথে ইস্রায়েল জাতির শত্রুতা আজন্মকালের। ইদোমীয়রা হচ্ছে যাকোবের ভাই এষৌর বংশধর– যারা যিরূশালেমের অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে নিজেদের সবচেয়ে কুৎসিত চেহারা প্রদর্শন করেছিল। নিঃসন্দেহে গীত রচয়িতা ভাববাদীদের ভবিষ্যদ্বাণীর কারণে জানতেন এই জাতির উপরে কি ধরনের শাস্তি নেমে

আসতে চলেছে (যিশাইয় ৬৩:১-৪; যিরমিয় ৪৯:৭-২২; যিহিষ্কেল ২৫:৮, ১২-১৪; ৩৫; ওবদিয়)। **উৎপাটন করঃ** আক্ষরিক অর্থে "ওকে নগ্ন কর" – সাধারণত প্রাচীন সাহিত্যের ভাষায় নগরীকে দেখা হত নারী হিসেবে। বিলাপ ৪:২১ পদে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, ইদোমকে একই রকম ভাবে অপমানিত ও নিগৃহীত করার মধ্য দিয়ে শাস্তি দেওয়া হবে।

১৩৭:৮ বাবিল-কন্যা। বাবিলকে এখানে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে (২ রাজাবলি ১৯:২১ পদের নোট দেখুন)। **বিনাশপাত্রিঃ** লেখক এবং যারা এই গীতটি গ্রহণ করেছেন তারা নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, ইস্রায়েলের ধ্বংস সাধনকারীর উপরে সদাপ্রভুর ঘোষিত মহা বিচার অবশ্যই ঘটবে (যিশাইয় ১৩; ৪৯; যিরমিয় ৫০-৫১ অধ্যায়)। সদাপ্রভুর বিচারের দিনে বাবিলের প্রতি ঠিক তা-ই ঘটবে যা সে ইস্রায়েলের প্রতি করেছিল (যিরমিয় ৫০:১৫, ২৯; ৫১:২৪, ৩৫, ৪৯; এর সাথে তুলনা করুন প্রকা ১৮:৫-৬ পদ)। এখানে যে সকল নীতি সংযুক্ত রয়েছে তার জন্য দেখুন ওবদিয় ১৫ পদ। **সুখী সেই, যে তোমাকে সেরকম প্রতিফল দেবেঃ** কারণ এক নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী শোষক রাষ্ট্রকে এই জগৎ থেকে উচ্ছিন্ন করে ফেলা হচ্ছে (যিশাইয় ১৪:৩-৮ পদের নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন যিরমিয় ৫১:৪৭-৪৮; প্রকাশিত বাক্য ১৯:১-৩)।

১৩৭:৯ তোমার শিশুদেরকে। যুদ্ধ আগেও যেমন নিষ্ঠুর ছিল, এখনও তেমন; নারী ও শিশুরা কখনোই যুদ্ধের নৃশংসতা থেকে ছাড় পায় নি (২ রাজাবলি ৮:১২; ১৫:১৬; যিশাইয় ১৩:১৬, ১৮; হোশেয় ১০:১৪; ১৩:১৬; আমোষ ১:১৩; নহিমিয় ৩:১০)। বাবিলের ধ্বংসের সর্বশেষ ঘোষণা সূচিত হয়েছে ঈশ্বরের নগরীর সাথে এক চূড়ান্ত যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এবং এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের লোকদের আনন্দের কথা ঘোষিত হয়েছে; এ প্রসঙ্গে দেখুন প্রকাশিত বাক্য ১৪:১৮ পদের নোট; ১৮:১–১৯:৪ পদ।

উপসংহারঃ বন্দীদশায় থাকা লোকদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হয়েছে। বাবিলের বন্দীদশার অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে যুগের শেষে তাদের যে পুনঃস্থাপন করা হবে সেই কথা নির্দেশ করে। সেই সময় ইস্রায়েলের শত্রুদের শাস্তি দেওয়া হবে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্নঃ

১. মনে রাখা এবং ভুলে যাওয়া এই দুটি বিষয় এই গীতের মধ্যে পাওয়া যায়। বাবিলে বন্দী থাকা যিহূদীদের মনে কি হত? তারা সদাপ্রভুকে কি মনে করতে পারতো?
২. আপনার কি মনে রাখা উচিত? কেন?
৩. যাঁরা তাঁকে আঘাত করেছে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার বিষয়ে গীতরচকের শক্ত কথাগুলো কি?
৪. ক্ষমা মানে নয় যে, ভুলে যাওয়া। এর অর্থ হচ্ছে, প্রতিশোধ না নেওয়া এবং ঈশ্বরের কাছে ন্যায়বিচার না চাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া। কোন্ অন্যায়গুলোকে ক্ষমা করা খুব কঠিন? এই অভিজ্ঞতা সম্পর্কে প্রভুর সঙ্গে কথা বলুন।

গীত ১৩৮

একটি ধন্যবাদের প্রার্থনা

ভূমিকা: রাজা দায়ূদের গীতগুলোর সর্বশেষ সঙ্কলন আমরা এখন দেখব যার মধ্য দিয়ে আমরা গীতসংহিতার একেবারে শেষের দিকে চলে যাব। এই সমস্ত গীতগুলোর কোন কোনটি রচনার সময়কাল বন্দীদশারও অনেক পরের। কিন্তু তথাপি এগুলোকে দায়ূদের গীত বলা হয়ে থাকে কারণ এগুলোর বক্তব্য স্বয়ং রাজা দায়ূদ কর্তৃক রচিত গীতগুলোর ভাষাকেই প্রতিফলিত করে এবং বিষয়বস্তুর দিক থেকেও এগুলোর মিল রয়েছে। সঙ্কলনটির শুরুতে ও শেষে কাঠামো নির্দেশ করেছে (গীত ১৩৮; ১৪৫ অধ্যায়)। এর মধ্যে প্রথম গীতটিতে সদাপ্রভুর গৌরবের মহত্ত্বের প্রশংসা করা হয়েছে যা প্রকাশ পেয়েছে অহঙ্কারীদের হাত থেকে বাঁচার আকুতি জানিয়ে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের করা প্রার্থনার প্রতি তাঁর উত্তর দানের মধ্য দিয়ে। সব শেষের গীতটি রচনা করা হয়েছে বর্ণানুক্রমিক প্রক্রিয়ায় যেখানে দেখানো হয়েছে সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁর সমস্ত সৃষ্টি জগতের যত্ন নিয়ে থাকেন– বিশেষ করে যারা তাঁকে "ডাকে" (অর্থাৎ প্রয়োজনের সময়ে তাঁকে খোঁজে)। এই কাঠামোর মধ্যে রয়েছে ছয়টি প্রার্থনা যার মধ্যে কিছু পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিষয়বস্তু রয়েছে যা ভিন্ন ভিন্ন গীতের নোটে নির্দিষ্ট করে দেখানো হয়েছে। দায়ূদের গীতের সর্বশেষ এই সঙ্কলনে সবচেয়ে বড় দুটি বিষয়বস্তু হচ্ছে ঈশ্বরের মহত্ত্ব এবং ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা। এর মধ্যে একটি গীতে (গীত ১৩৯ অধ্যায়) ব্যক্তি বিশ্বাসীদের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং আরেকটিতে (গীত ১৪৫ অধ্যায়) সমগ্র সৃষ্টজগতের সাথে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে কথা বলা হয়েছে।

গীত ১৩৮ অধ্যায়টি হল হুমকি প্রদানকারী শত্রুর বিপক্ষে সাহায্য লাভের জন্য ঈশ্বরের কাছে বিনতি জানিয়ে প্রার্থনা। অনেকেই মনে করেন এই গীতটি সরাসরি রাজা গেয়েছেন। অনেক দিক থেকে এই গীতটি গীত ১৮ অধ্যায়ের মত, যদিও রচনাশৈলী ও পরিধির দিক থেকে ১৮ গীতটি আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। চার পঙক্তি বিশিষ্ট দুটি হিব্রু পঙক্তিমালায় (পদ ১-৩, ৬-৮) মূল বিষয়বস্তুকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে; কেন্দ্রে রয়েছে দুই পঙক্তি বিশিষ্ট একটি পঙক্তিমালা (পদ ৪-৫) যেখানে তাদের কথা বলা হয়েছে যারা "সারা পৃথিবীর রাজা" সদাপ্রভুর ঈশ্বরের প্রশংসা ও গৌরব প্রকাশ করে। এই গীতে ব্যবহৃত শব্দগুলোর প্রায় দুই তৃতীয়াংশ শব্দ গীত ১৪৫ অধ্যায়ে ব্যবহৃত হয়েছে।

দায়ূদের।

১ হে সদাপ্রভু, আমি সর্বান্তঃকরণে তোমার প্রশংসা করবো,
দেবতাদের সাক্ষাতে তোমার ঘোষণা করবো।
২ তোমর পবিত্র মন্দিরের অভিমুখে প্রণিপাত করবো,
তোমার অটল প্রেম ও তোমার বিশ্বস্ততার জন্য
তোমার নামের ধন্যবাদ করবো;

গীত ১৩৮ : ক্রসরেফারেন্স

[১৩৮:১] গীত ৯৫:৩; ৯৬:৪
[১৩৮:১] গীত ২৭:৬; ১০৮:১
[১৩৮:২] ১রাজা ৮:২৯; গীত ৫:৭
[১৩৮:২] গীত ৭৪:২১; ৯৭:১২; ১৪০:১৩

কেননা তোমার সমস্ত বস্তুর উপরে
তুমি তোমার নাম ও বাক্য মহিমান্বিত করেছ।
৩ যেদিন আমি ডাকলাম, তুমি আমাকে উত্তর দিলে,
আমার প্রাণে শক্তি দিয়ে আমাকে উৎসাহযুক্ত করলে।
৪ হে সদাপ্রভু, পৃথিবীর সমস্ত রাজা তোমার প্রশংসা করবে,
কারণ তারা তোমার মুখের বাক্য শুনেছে।
৫ তারা সদাপ্রভুর পথগুলোর বিষয় নিয়ে গান গাইবে,
কেননা সদাপ্রভুর গৌরব মহৎ।
৬ কারণ সদাপ্রভু উঁচু, তবুও অবনতের প্রতি দৃষ্টি রাখেন,
কিন্তু গর্বিতকে দূর থেকে জানেন।
৭ যদিও আমি সঙ্কটের মধ্য দিয়ে গমন করি,
তবু তুমি আমাকে রক্ষা করে থাক আমার শত্রুদের
ক্রোধের হাত থেকে;
তুমি তোমার হাত বাড়িয়ে দাও,
এবং তোমার দক্ষিণ হাত দিয়ে আমাকে পরিত্রাণ কর।
৮ সদাপ্রভু আমার পক্ষে সকলই সিদ্ধ করবেন;
হে সদাপ্রভু, তোমার অটল প্রেম অনন্তকালস্থায়ী;
তোমার স্বহস্তের কাজ পরিত্যাগ করো না।

[১৩৮:২] গীত ১০৮:৪; ১১৫:১
[১৩৮:২] গীত ১১৯:৯
[১৩৮:৩] গীত ১৮:৬; ৩০:২; ৯৯:৬; ১১৬:৪
[১৩৮:৩] গীত ১১৮:৫
[১৩৮:৩] হিতো ২৮:১; প্রেরিত ৪:২৯
[১৩৮:৪] গীত ৭২:১১; ১০২:১৫
[১৩৮:৫] গীত ৫১:১৪; ৭১:১৬; ১৪৫:৭
[১৩৮:৫] গীত ২১:৫
[১৩৮:৬] গীত ১১৩:৬
[১৩৮:৬] গীত ৪০:৪; মথি ২৩:১২
[১৩৮:৭] গীত ২৩:৪
[১৩৮:৭] গীত ৪১:২
[১৩৮:৭] যাত্রা ৭:৫
[১৩৮:৭] গীত ৭:৬
[১৩৮:৭] গীত ২০:৬; ৬০:৫; ১০৮:৬
[১৩৮:৭] গীত ১৭:৭, ১৪
[১৩৮:৮] ফিলি ১:৬
[১৩৮:৮] ইব্রা ৩:১১; গীত ১০০:৫
[১৩৮:৮] গীত ৫১:১১
[১৩৮:৮] ইয়োব ১০:৩, ৮

গীত ১৩৮ এর নোটসমূহ

শিরোনাম গীত ১৩৮-১৪৫ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

১৩৮:১-৩ প্রার্থনার প্রতি ঈশ্বরের উত্তরের মধ্য দিয়ে তাঁর ভালবাসা প্রকাশ হওয়ার কারণে তাঁর প্রশংসা।

১৩৮:১ সর্বান্তঃকরণ। ৪:৭ পদের নোট দেখুন। **দেবতাদের:** হতে পারে পৌত্তলিক রাজারা (পদ ৪-৫) কিংবা তারা যে সমস্ত মিথ্যা দেবতাদের অনুসরণ করে তারা (গীত ৮২ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন; এর সাথে ৮২:১ পদের নোট দেখুন)।

১৩৮:২ তোমার পবিত্র মন্দিরে। যদি রাজা দায়ূদই এই গীতের রচয়িতা হয়ে থাকেন তাহলে এখানে তিনি ব্যবস্থা-সিন্দুক রাখার জন্য যে ব্যবস্থা তাম্বু নির্মাণ করেছিলেন তার কথা বলা হয়েছে (২ শমূয়েল ৬:১৭)। অনেক গীতেই দেখা যায় রাজা দায়ূদ মন্দিরের কথা বলছেন (যেমন দেখুন ৫:৭; ১১:৪; ১৮:৬; ২৭:৪ পদ; এর সাথে গীত ৩০ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন)। **তোমার নামের:** ৫:১১ পদের নোট দেখুন। **তোমার অটল প্রেমে ও তোমার বিশ্বস্ততা:** ৩৬:৫ পদের নোট দেখুন। **অটল প্রেম:** পদ ৮ দেখুন; ৬:৪ পদের নোট দেখুন। **তোমার নাম ও বাক্য:** সম্ভবত এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে ঈশ্বরের আদেশ বা নির্দেশমালা যা সমস্ত পৃথিবীতে তাঁর উদ্দেশ্যকে প্রভাবিত করে থাকে (১৪৭:১৫ পদ দেখুন), কিন্তু খুব সম্ভবত এখানে আসলে বোঝানো হয়েছে তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা (পদ ৪ ও নোট দেখুন)। ঈশ্বরের প্রেম ও তাঁর বিশ্বস্ততা নিহিত রয়েছে আমাদের প্রার্থনার প্রতি তাঁর উত্তরের মাঝে (পদ ৩) যা তাঁর নামকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং সমস্ত রাজাদের কাছে যে

ধন রয়েছে তার চেয়েও মূল্যবান পুরস্কারে পরিণত করেছে।

১৩৮:৩ আমি ডাকলাম, তুমি আমাকে উত্তর দিলে। ১১৮:৫ পদের নোট দেখুন।

১৩৮:৪-৫ গীতটির কেন্দ্রবিন্দু (৬:৬ পদের নোট দেখুন): এখানে প্রত্যাশা করা হচ্ছে যে, পৃথিবীর সকল রাজারা এক সাথে মিলিত হয়ে সদাপ্রভু ঈশ্বরের প্রশংসা করবে (৯:১ পদের নোট দেখুন)। তবে এখানে যে ধরনের ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তাতে করে এই ঘটনা অদূর ভবিষ্যতেই ঘটবে বলে মনে করা যায়। সেক্ষেত্রে এই পদগুলো আত্মবিশ্বাসও প্রকাশ করে।

১৩৮:৪ তোমার মুখের বাক্য শুনেছে। ইস্রায়েল জাতির প্রতি বা দায়ূদের রাজবংশের প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ ও মহান শপথ (১৮:৩০ পদ ও নোট দেখুন; ওখানেও ঈশ্বরের বাক্য ও পথকে (পদ ৫) সংযুক্ত করা হয়েছে)।

১৩৮:৫ সদাপ্রভুর পথগুলো। ২৫:১০ পদের নোট দেখুন। ঈশ্বরের বাক্য এবং তাঁর পথ এক সাথে চলে এবং তা একই সাথে সদাপ্রভুর মহা গৌরব প্রকাশ করে (এর সাথে তুলনা করুন গীত ১৪৫ অধ্যায়)।

১৩৮:৬-৮ ঈশ্বরের বিশ্বস্ত ও অটল ভালবাসার প্রতি সাক্ষ্য, যা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে শেষ করা হয়েছে।

১৩৮:৬ ১১৩:৪-৯ পদের নোট দেখুন। **দূর থেকে জানেন:** এর সাথে তুলনা করুন গীত ১৩৯:২ পদে গীত রচয়িতার স্বীকারোক্তি।

১৩৮:৮ আমার পক্ষে সকলই সিদ্ধ করবেন। ৫৭:২ পদ ও নোট দেখুন। **তোমার স্বহস্তের কাজ পরিত্যাগ করো না:** সমাপনী প্রার্থনা, যেখানে এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়েছে যেন ঈশ্বরের বিশ্বস্ততাকে চিরকাল প্রশংসিত করা হয়।

উপসংহার: সদাপ্রভুর গৌরব হোক। এই কথা হবে ঈশ্বরের রাজ্যের পূর্ণ আশীর্বাদের সময় সবচেয়ে বড় কথা (৪-৬), কিন্তু এই কথা এখনও উপাসনাকারীদের উপর তাৎক্ষণিক আশীর্বাদ দিচ্ছে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. কেন ঈশ্বর তাঁর কাছে বিনয়ী মানুষকে টেনে নেন কিন্তু অহংকারী লোককে দূর করে দেন? আপনার জীবনের কোথায় গর্ব একটি সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে?

২. প্রভু দায়ূদকে তার শত্রুদের মুখোমুখি হতে সাহস দিয়েছেন। আজকে কোন্ কোন্ বিষয়ে বিশ্বাসীদের সাহস দরকার? কেন আপনার সাহসের প্রয়োজন?

গীত ১৩৯

ঈশ্বর সদাপ্রভু পূর্ণ জ্ঞানবান ও যত্ন নিয়ে থাকেন

ভূমিকা: ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা যেন তিনি আমাদের অন্তর দেখেন এবং তা সত্যিকারভাবে কাকে ভক্তি করে তা যেন পর্যালোচনা করেন। ইয়োব পুস্তক ছাড়া আর কোন পুস্তকে

এভাবে সচেতন করে তোলা হয় নি যে, নিজ জীবন নয় বরং নিজ আত্মাকে যাচাই করার জন্য ঈশ্বরকে আহ্বান জানানো প্রয়োজন। ছয় পদ বিশিষ্ট মোট চারটি কাব্যিক অনুচ্ছেদের মধ্য দিয়ে এই বিষয়বস্তু এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে (পদ ১-৬, ৭-১২, ১৩-১৮, ১৯-২৪) এবং প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদ শেষ হয়েছে একটি জোড় পদের মধ্য দিয়ে যেখানে মূল বা কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুকে আরও বিধৃত করা হয়েছে। ঈশ্বরকে আরও জানার বিষয়ে শুরু করার কথা বলা হয়েছে এবং প্রার্থনা শেষ করা হয়েছে।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। দায়ূদের সঙ্গীত।

গীত ১৩৯ : ক্রসরেফারেন্স

[১৩৯:১] গীত ১৭:৩; রোমীয় ৮:২৭
[১৩৯:১] গীত ৪৪:২১
[১৩৯:২] রাজা ১৯:২৭
[১৩৯:২] গীত ৯৪:১১; হিতো ২৪:১২; যিরি ১২:৩
[১৩৯:৩] রাজা ১৯:২৭
[১৩৯:৩] ইয়োব ৩১:৪
[১৩৯:৪] ইব ৪:১৩
[১৩৯:৫] ১শমূ ২৫:১৬; গীত ৩২:১০; ৩৪:৭; ১২৫:২
[১৩৯:৬] গীত ১৩১:১
[১৩৯:৬] রোমীয় ১১:৩৩
[১৩৯:৭] যিরি ২৩:২৪; যোহন ১:৩
[১৩৯:৮] দ্বি.বি. ৩০:১২-১৫; আমোষ ৯:২-৩
[১৩৯:৮] ইয়োব ১৭:১৩
[১৩৯:১০] গীত ২৩:৩
[১৩৯:১০] গীত ১০৮:৬; যিশা ৪১:১০
[১৩৯:১২] ইয়োব ৩৪:২২; দানি ২:২২
[১৩৯:১৩] গীত ১১৯:৭৩
[১৩৯:১৩] ইয়োব ১০:১১
[১৩৯:১৩] যিশা ৪৪:২, ২৪; ৪৬:৩; ৪৯:৫; যিরি ১:৫
[১৩৯:১৪] গীত ১১৯:১৬৪; ১৪৫:১০

১ হে সদাপ্রভু, তুমি আমাকে অনুসন্ধান করেছ,
আর আমাকে জেনেছ।
২ তুমিই আমার উপবেশন ও আমার উত্থান জান,
তুমি দূর থেকে আমার সঙ্কল্প বুঝতে পার।
৩ তুমি আমার পথ ও আমার শয়ন তদন্ত করে থাক,
আমার সমস্ত পথ ভালভাবে জান।
৪ যখন আমার জিহ্বাতে একটি কথাও নেই,
হে সদাপ্রভু, তুমি তার সবকিছুই জান।
৫ তুমি আমার চারপাশ ঘিরে রেখেছে,
আমার উপরে তোমার হাত রেখেছ।
৬ এই জ্ঞান আমার কাছে অতি আশ্চর্য,
তা উঁচু, আমার বোধের অগম্য।
৭ আমি তোমার আত্মা থেকে কোথায় যাব?
তোমার সাক্ষাৎ থেকে কোথায় পলাব?
৮ যদি স্বর্গে গিয়ে উঠি, সেখানে তুমি;
যদি পাতালে বিছানা পাতি, সেখানেও তুমি।
৯ যদি অরুণের পাখায় আরোহণ করি,
যদি সমুদ্রের পরপ্রান্তে বাস করি,
১০ সেখানেও তোমার হাত আমাকে চালাবে,
তোমার ডান হাত আমাকে ধরবে।
১১ যদি বলি, 'আঁধার আমাকে ঢেকে ফেলবে,
আমার চারদিকে আলোকময় রাত হবে',
১২ বাস্তবিক অন্ধকারও তোমার কাছে অন্ধকার নয়,
বরং রাত দিনের মত উজ্জ্বল;
অন্ধকার ও আলো উভয়ই সমান।
১৩ বস্তুতঃ তুমিই আমার সকল কিছু সৃষ্টি করেছ;
তুমি মাতৃগর্ভে আমাকে বুনেছিলে।
১৪ আমি তোমার প্রশংসা করবো,

কেননা আমি ভয়াবহরূপে ও আশ্চর্যরূপে নির্মিত;
তোমার সমস্ত কাজ আশ্চর্য, তা আমার প্রাণ বিলক্ষণ জানে।
১৫ আমার দেহ তোমার কাছ থেকে লুকিয়ে ছিল না,
যখন আমি গোপনে নির্মিত হচ্ছিলাম,
পৃথিবীর অধঃস্থানে শিল্পীত হচ্ছিলাম।
১৬ তোমার চোখ আমাকে পিণ্ডাকার দেখেছে,
তোমার পুস্তকে সমস্তই লেখা ছিল,
যা দিন দিন গঠিত হচ্ছিল,
যখন সেই সবের একটিও ছিল না।
১৭ হে ঈশ্বর, আমার পক্ষে তোমার সমস্ত সঙ্কল্প কেমন মূল্যবান।
তার সমষ্টি কেমন বেশি!
১৮ গণনা করলে তা বালুকার চেয়ে বহুসংখ্যক হয়;
আমি যখন জেগে উঠি, তখনও তোমার কাছে থাকি।
১৯ হে ঈশ্বর, তুমি নিশ্চয়ই দুষ্টকে হত্যা করবে;
হে রক্তপাতীরা, আমার কাছ থেকে দূর হও–
২০ তারা দুষ্ট ভাবে তোমার নাম উচ্চারণ করে;
তোমার শত্রুরা তা অনর্থক গ্রহণ করে।
২১ হে সদাপ্রভু, যারা তোমাকে হিংসা করে,
আমি কি তাদেরকে হিংসা করি না?
যারা তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়,
তাদের প্রতি কি আমি বিরক্ত হই না?
২২ আমি সম্পূর্ণভাবে তাদেরকে হিংসা করি;
তাদেরকে আমারই শত্রু মনে করি।
২৩ হে ঈশ্বর, আমাকে অনুসন্ধান কর,
আর আমার অন্তঃকরণের অবস্থা জেনে নাও;
আমাকে পরীক্ষা কর, আমার সমস্ত চিন্তার কথা জেনে নাও;
২৪ আর দেখ, আমাতে দুষ্টতার পথ পাওয়া যায় কি না,
এবং নিত্যস্থায়ী পথে আমাকে গমন করাও।

[১৩৯:১৪] ইয়োব ৪০:১৯
[১৩৯:১৫] উপ ১১:৫
[১৩৯:১৫] ইয়োব ১০:১১
[১৩৯:১৫] গীত ৬৩:৯
[১৩৯:১৬] ইয়োব ৩৩:২৯; গীত ৯০:১২
[১৩৯:১৭] গীত ৯২:৫
[১৩৯:১৭] ইয়োব ৫:৯
[১৩৯:১৮] গীত ৪০:৫
[১৩৯:১৮] ইয়োব [২৯:১৮
[১৩৯:১৮] গীত ৩:৫
[১৩৯:১৯] গীত ৫:৬; যিশা ১১:৪
[১৩৯:১৯] গীত ৬:৮
[১৩৯:১৯] গীত ৫৯:২
[১৩৯:২০] গীত ৬৫:৭
[১৩৯:২০] দ্বি.বি. ৫:১১
[১৩৯:২১] ২বংশা ১৯:২; গীত ৩১:৬; ১১৯:১১৩
[১৩৯:২১] গীত ২৬:৫
[১৩৯:২২] মথি ৫:৪৩
[১৩৯:২৩] ইয়োব ৩১:৬
[১৩৯:২৩] ১শমূ ১৬:৭; ১বংশা ২৯:১৭; গীত ৭:৯; হিতো ১৭:৩; যিরি ১১:২০; প্রকা ২:২৩
[১৩৯:২৪] যিরি ২৫:৫; ৩৬:৩
[১৩৯:২৪] গীত ৫:৮; ২৩:২; ১৪৩:১০

গীত ১৩৯ এর নোটসমূহ

শিরোনাম প্রধান বাদ্যকরের জন্য: গীত ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **দায়ূদের গীত:** গীত ১৩৮-১৪৫ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

১৩৯:১-৬ হে সদাপ্রভু, তুমি আমাকে যথার্থভাবে জানো – এখানে কোন বিমূর্ত ঈশ্বরীয় ধর্মতত্ত্বের কথা বোঝানো হয় নি, বরং দায়ূদের নিজ অভিজ্ঞতার প্রতিফলন এখানে ঘটেছে: তাঁর প্রতিটি কাজ (পদ ২), তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্ত (পদ ৩) এবং যেভাবে তিনি তা অর্জন করতে চেয়েছেন (পদ ৩), এমন কি কাজগুলো সফল হওয়ার আগে তিনি যে সমস্ত চিন্তা করেছেন (পদ ২) ও কথা বলেছেন (পদ ৪)। ২৩ পদও দেখুন।

১৩৯:১ আমাকে অনুসন্ধান করেছ ... আমাকে জেনেছ। ২৩-২৪ পদের নোট দেখুন।

১৩৯:২ দূর থেকে আমার সঙ্কল্প বুঝতে পার। এর সাথে ১৩৮:৮ পদের তুলনা করুন (উক্ত পদের নোট দেখুন)। **আমার সঙ্কল্প:** অর্থাৎ আমি যা করার জন্য পরিকল্পনা করি ও আকাঙ্ক্ষা করি।

১৩৯:৫-৬ ঈশ্বর যে গীত রচয়িতাকে খুব ভাল করে জানেন সে সম্পর্কে স্বীকারোক্তি।

১৩৯:৫ তুমি আমার চারপাশ ঘিরে রেখেছে। যেন তুমি আমাকে সব সময় শুদ্ধ রাখতে পার। **আমার উপরে তোমার হাত রেখেছ:** যেন আমি তোমার কাছ থেকে পালিয়ে না যাই। ইয়োব ১৩:২৭ পদে এই কথাগুলোকে একটু ভিন্ন ভাষায় বলা হয়েছে, কিন্তু চিন্তাধারা প্রায় একই। **হাত:** কিংবা "দুই হাত"।

১৩৯:৬ আমার কাছে অতি আশ্চর্য। তোমার জ্ঞান আমার কাছে অত্যন্ত "আশ্চর্যকর", যা মানবীয় বোধের বাইরে– হিব্রু ভাষায় যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা নিয়ে সাধারণত আশ্চর্য কাজ বোঝানো হয়ে থাকে (৭৭:১১, ১৪, "আশ্চর্য কাজ"; যাত্রা ১৫:১১ পদ)।

১৩৯:৭-১২ ঈশ্বরের কাছ থেকে কোনভাবে লুকানো যায় না – এখানে কোন বিমূর্ত ধর্মতত্ত্বের কথা বলা হয় নি, বরং এখানে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, তাঁর কাছ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয় (যিরমিয় ২৩:২৩-২৪ পদ দেখুন)।

১৩৯:৭ তোমার আত্মা ... তোমার সাক্ষাৎ। ৫১:১১ পদ ও নোট দেখুন; যিশাইয় ৬৩:৯-১০; যিহিষ্কেল ৩৯:২৯ পদ দেখুন ("মুখ ... আত্মা")।

১৩৯:৮ স্বর্গ ... পাতাল। সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি স্থান।

১৩৯:৯ অরুণের পাখা ... সমুদ্রের পরপ্রান্ত। দুটি বিপরীত দিগন্ত; পূর্ব এবং পশ্চিম (এখানে যে সমুদ্রের কথা বলা হচ্ছে সেটি ভূমধ্যসাগর)। আক্ষরিক উপমা ব্যবহার করে এখানে বৈপরীত্যের সদৃশতা প্রকাশ করা হয়েছে। বিশেষ করে ৮-৯ পদে সৃষ্ট জগতের বিভিন্ন বিষয়কে ধরে তুলনাধর্মী বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১৩৯:১০ আমাকে চালাবে ... আমাকে ধরবে। যদিও ৭৩:২৩-২৪ পদে এই কথা ব্যবহার করে ঈশ্বরের পরম যত্নের কথা বোঝানো হয়েছে, তথাপি এখানে তা দিয়ে বোঝানো হয়েছে ঈশ্বর নিরবিচ্ছিন্ন নজরের কথা, যা কোনভাবে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব না। এই পদের চিন্তাধারা ৫ পদের ঠিক বিপরীত।

১৩৯:১১-১২ ঠিক যেমন সমগ্র সৃষ্ট পৃথিবীতে ঈশ্বরের কাছ থেকে লুকোনোর কোন স্থান নেই (পদ ৮-৯) তেমনি স্থান নেই রাতের অন্ধকারেও (ইয়োব ৩৪:২২ পদ দেখুন)।

১৩৯:১৩-১৮ স্বয়ং ঈশ্বর দায়ূদকে মাতৃ গর্ভে স্থাপন করেছেন ও তাঁকে এক করেছেন – এখানেও কোন বিমূর্ত বা নিগূঢ় ধর্মতত্ত্ব প্রকাশ করা হয় নি, বরং রাজা দায়ূদ জন্ম নেবার আগেই যে ঈশ্বর তাঁর জীবনের পরিকল্পনা নির্ধারণ করে রেখেছেন এই বিশেষ বিষয়টির কারণে ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশ করা হচ্ছে। ঈশ্বর দায়ূদকে এতটা ভালভাবে জানতেন বলেই তিনি তাঁকে সৃষ্টি করেছেন।

১৩৯:১৩ সৃষ্টি করেছ। এই শব্দটির জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটিই আবার ব্যবহৃত হয়েছে আদিপুস্তক ১৪:১৯, ২২; হিতোপদেশ ৮:২২ পদে ("সৃষ্টি করেছ ... এনেছ"), তবে তা আদিপুস্তক ১:১, ২১, ২৭ পদে দেখা যায় না। **আমার সকল কিছু:** আক্ষরিক অর্থে "কলিজা" – হিব্রু বাগধারা অনুসারে এটি হচ্ছে মানবীয় অনুভূতি ও নৈতিক আদর্শের কেন্দ্র

– এটিই ঈশ্বর অনুসন্ধান করেন ও পরীক্ষা করেন (পদ ১, ২৩) একজন মানুষের কাছে (৭:৯ পদের নোট দেখুন)।

১৩৯:১৪ ভয়াবহরূপে ... আশ্চর্যরূপে ... আশ্চর্য। তুমি আমাকে এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে জানো যে আমাকে নিজ হাতে বুনেছে (১৫-১৬ পদ দেখুন), কিন্তু তুমি আমাকে যে প্রাণী হিসেবে সৃষ্টি করেছ তা আমি সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন করতে পারছি না। আমি কেবল বিস্ময়ে ও সম্ভ্রমে তোমার দিকে তাকাই (৬ পদের নোট দেখুন) এবং তোমার গৌরব ও প্রশংসা করি (উপদেশক ১১:৫ পদ দেখুন)।

১৩৯:১৫ গোপনে ... পৃথিবীর অধঃস্থানে। এখানে মাতৃ গর্ভের কথা বলা হয়েছে। মায়ের গর্ভকে গোপন বলা হয়েছে কারণ তা মানবীয় দৃষ্টির বাইরে থাকে (২ শমূয়েল ১২:১২ পদ দেখুন)। এছাড়া বলা হয়েছে তা পৃথিবীর অধঃস্থান (৩০:১ পদের নোট দেখুন) যার সাথে অন্ধকারের সম্পর্ক রয়েছে। এছাড়া সেখানে রয়েছে উষ্ণতা, ভেজা পরিবেশ এবং পৃথিবীর আলো বাতাস থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা। তবে এই দুটি শব্দ দিয়েই পাতাল বা মৃতদের স্থানও বোঝানো হয়ে থাকে (৬৩:৯; ইয়োব ১৪:১৩; যিশাইয় ৪৪:২৩; ৪৫:১৯ পদ দেখুন), যার সাথে কেবল একটি দিক থেকেই মায়ের গর্ভকে মেলানো যায়: মানুষ ধূলি থেকে আসে আর ধূলিতেই ফিরে যায় (৯০:৩; আদিপুস্তক ৩:১৯; উপদেশক ৩:২০; ১২:৭ পদ দেখুন) এবং মায়ের গর্ভ অনেক দিক থেকে গভীর একটি স্থান, কারণ সেখানে একটি জীবন সৃষ্টি হয় ও পূর্ণতা পায় (যিশাইয় ৪৪:২, ২৪; ৪৯:৫; যিরমিয় ১:৫)।

১৩৯:১৬ যা দিন দিন গঠিত হচ্ছিল। মানবীয় জীবন ও এর সাথে সম্পৃক্ত ঘটনাবলী সদাপ্রভু ঈশ্বর নিজে নির্ধারণ করে দেন। **তোমার পুস্তকে:** ঈশ্বরের সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা যে স্বর্গীয় রাজকীয় পুস্তকের লেখা থাকে (৫৬:৮ পদের নোট দেখুন)।

১৩৯:১৭-১৮ গীত রচয়িতার প্রতিক্রিয়া: তাঁর সম্পর্কে ঈশ্বরের চিন্তা অনেক গভীর ও মূল্যবান।

১৩৯:১৭ তোমার সমস্ত সঙ্কল্প। যা তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় – এবং "আমার চিন্তা" যার সম্পূর্ণ বিপরীত (পদ ২ দেখুন ও নোট দেখুন)।

১৩৯:১৮ আমি যখন জেগে উঠি। ক্লান্তি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ঘুমালে তা আমাদেরকে ঈশ্বরের চিন্তা বা কাজ এড়িয়ে যাওয়া থেকে বিরত রাখে (৬৩:৬; ১১৯:১৪৮ পদ দেখুন) এবং ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর আত্মায় ঈশ্বরের পূর্ণ উপস্থিতি বিরাজ করে। অপর দিকে এখানে মৃত্যুর ঘুম থেকে "জেগে" ওঠার কথা বোঝানো হতে পারে, যেমনটা দেখা যায় গীত ১৭:১৫ পদে (এর সাথে ২ রাজাবলি ৪:৩১; ইয়োব ১৪:১২; যিশাইয় ২৬:৯; যিরমিয় ৫১:৩৯, ৫৭; দানিয়েল ১২:২ পদ দেখুন)। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে গীত রচয়িতা এখানে বোঝাতে চাইছেন ঈশ্বরের উপস্থিতির আওতা "মৃত্যুর দ্বার" ছাড়িয়ে আরও গভীরে বিস্তৃত।

১৩৯:১৯-২৪ ঈশ্বরের প্রতি রাজা দায়ূদের গভীর আগ্রহ এবং ভালবাসার কারণে তিনি ঈশ্বরের বিরোধিতাকারীদের শত্রুতে পরিণত হয়েছেন (৫:১০ পদের নোট দেখুন)।

১৩৯:১৯ তুমি নিশ্চয়ই দুষ্টকে হত্যা করবে। দুষ্টদের প্রতি ঈশ্বরের ধৈর্য ধারণ দেখে রাজা দায়ূদ হয়ে পড়েছেন অসহিষ্ণু ও ধৈর্যহীন (যিশাইয় ১১৩:৩-৪)। তবে গীত রচয়িতা জানেন ঈশ্বর অবশ্যই দুষ্টদের শাস্তি দেবেন এবং এর ভার তিনি ঈশ্বরের উপরেই ছেড়ে

দিয়েছেন (দ্বি.বি. ৩২:৩৫ পদ ও নোট দেখুন)।

১৩৯:২০ দুষ্ট ভাবে তোমার নাম উচ্চারণ করে। সম্ভবত তারা ঈশ্বরের নাম ধরে ভর্ৎসনা করে এবং ঈশ্বরের বিশ্বস্ত অনুসারীদেরকে বিপথগামী করার চেষ্টা করে (আদিপুস্তক ১২:৩ পদের নোট দেখুন)।

১৩৯:২১-২২ আনুগত্যের বিশেষ স্বীকারোক্তি যেখানে প্রতিফলিত হয়েছে প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যের রাজাদের প্রতি তাদের অনুগত শাসকদের করা আনুগত্যের স্বীকারোক্তি (যেমন: "আপনার মিত্র আমার মিত্র এবং আপনার শত্রু আমারও শত্রু," যা পাওয়া গেছে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে মুরসিলিস নামক একজন হিত্তীয় রাজা এবং নুহাসি নিবাসী তেত্তি এর মধ্যকার একটি সম্পাদিত চুক্তিনামা থেকে)।

১৩৯:২৩-২৪ হে ঈশ্বর, আমাকে পরীক্ষা কর, আমাদের মধ্যে যে ভক্তি রয়েছে তা আসলে কতটুকু খাঁটি তা যাচাই করে দেখ এবং আমাকে সব সময় তোমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে সাহায্য কর (পদ ১; ১৭:৩-৫ পদের নোট দেখুন)।

১৩৯:২৩ আমাকে অনুসন্ধান কর ... অন্তঃকরণের অবস্থা জেনে নাও। রাজা দায়ূদ ঈশ্বরের প্রতি তাঁর শত্রুদের আচরণের নিন্দা ও তাঁর ক্ষোভ প্রকাশের পর (পদ ১৯-২২) এখন ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করছেন যেন তিনি কখনো ঈশ্বরের প্রতি অবমাননাকর কোন কিছু বলেছেন কি না (পদ ২৩-২৪)। **অন্তঃকরণ:** ৪:৭ পদের নোট দেখুন। **সমস্ত চিন্তা:** ৯৪:১৯ পদ দেখুন। ঈশ্বরের কাছে পরীক্ষিত হওয়া কোন সামান্য কথা নয়।

১৩৯:২৪ নিত্যস্থায়ী পথ। ১৬:৯-১১ পদের নোট দেখুন।

উপসংহার: ইস্রায়েলের সৃষ্টিকর্তা-উদ্ধারকর্তা সর্বজ্ঞানী এবং সর্বস্থানে বিদ্যমান। তিনিই সমস্ত গৌরব পাবার যোগ্য; তিনি ধার্মিক ও পবিত্র, তাই পাপী ও অপরাধীকে শাস্তি দেন ও ধার্মিকদের পুরস্কৃত করেন।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. ঈশ্বর সবকিছু জানেন তা এই গীতে কিভাবে তা ফুটে উঠেছে?
২. ঈশ্বর আপনাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানেন এই কথা জানার পর তা আপনাকে কতটুকু প্রভাবিত করে?
৩. কিভাবে এই গীত আপনাকে আপনার শরীরের প্রয়োজন এবং অন্যান্য মানুষের শরীরের প্রয়োজন দেখতে অনুরোধ করে?
৪. কেন ঈশ্বরের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করা উচিত নয় বরং ঈশ্বরের কাছে দৌড়ে আসতে অনুপ্রাণীত করে?
৫. ঈশ্বরকে বলুন যেন তিনি আপনার হৃদয় অনুসন্ধান করেন। আপনার হৃদয়ে এমন কি আছে যা তিনি দেখলে খুশি হবেন বা দুঃখ পাবেন?

গীত ১৪০

শত্রুদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য প্রার্থনা

ভূমিকা: প্রবঞ্চক শত্রুদের ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিশেষ প্রার্থনা। বেশ কিছু শব্দের কারণে গীত ৫৮ ও ৬৪ অধ্যায়ের সাথে এর বেশ মিল রয়েছে, যা পুরাতন নিয়মের আর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। চারটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ পঙক্তিমালার পরে রয়েছে দুই পদ বিশিষ্ট একটি উপসংহার। মানবীয় দেহতত্ত্বের বিচারে এই প্রার্থনার আবেগিক বক্তব্য খুবই চমৎকার: অন্তর বা মন, মাথা, জিহ্বা, ঠোঁট বা ওষ্ঠাধর, হাত, পা– সেই সাথে কান (আক্ষরিক অর্থে রয়েছে "আমার বিনতিতে কান দাও," পদ ৬) এবং দাঁত (হিব্রু ভাষাটিকে সামান্য পরিবর্তন করায় এখানে অর্থ পরিবর্তিত হয়েছে, যার মূল ভাব হচ্ছে দাঁত: "তারা ... জিহ্বা ধারালো করেছে," পদ ৩)। গীত ১৪১ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন; এর সাথে গীত ১৩৮-১৪৫ অধ্যায়ের ভূমিকাও দেখুন।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। দায়ূদের সঙ্গীত।

গীত ১৪০ : ক্রসরেফারেন্স

১ হে সদাপ্রভু, দুর্বৃত্ত থেকে আমাকে উদ্ধার কর,
দুর্জন থেকে আমাকে রক্ষা কর।
২ তারা মনে মনে দুষ্ট কল্পনা করে।
প্রতিদিন যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টি করে।
৩ তারা সাপের মত নিজ নিজ জিহ্বা ধারালো করেছে,
তাদের ওষ্ঠাধরের নিম্নভাগে কালসাপের বিষ থাকে। [সেলা।]
৪ হে সদাপ্রভু, দুষ্টের হাত থেকে আমাকে পাহারা দাও,
দুর্জন থেকে আমাকে রক্ষা কর;
তারা আমার পা ফাঁদে ফেলবার সঙ্কল্প করেছে।
৫ অহঙ্কারীরা গোপনে আমার জন্য ফাঁদ ও দড়ি প্রস্তুত করেছে,
তারা পথের পাশে জাল পেতেছে,
আমার জন্য ফাঁদ বসিয়েছে। [সেলা।]
৬ আমি সদাপ্রভুকে বললাম, তুমি আমার ঈশ্বর;
হে প্রভু, আমার বিনতিতে কান দাও।
৭ হে প্রভু সদাপ্রভু, আমার পরিত্রাণের বল,
যুদ্ধের দিনে তুমি আমার মাথা আচ্ছাদন করেছ।
৮ হে সদাপ্রভু, দুষ্টের বাসনা পূর্ণ করো না;
তার সঙ্কল্প সিদ্ধ করো না, পাছে তারা গর্বিত হয়। [সেলা।]
৯ যারা আমাকে ঘিরে ফেলে,
তাদের মাথা তাদের ওষ্ঠাধরের দৌরাত্ম্যে আচ্ছাদিত হোক;
১০ তাদের উপরে জ্বলন্ত অঙ্গার পড়ুক,

[১৪০:১] গীত ১৭:১৩; ২৫:২০; ৫৯:২; ৭১:৪; ১৪২:৬; ১৪৩:৯
[১৪০:১] পদ ১১; গীত ৮৬:১৪
[১৪০:২] গীত ৩৬:৪; ৫২:২; হিতো ৬:১৪; ১৬:২৭; যিশা ৫৯:৪; হোশেয় ৭:১৫
[১৪০:২] গীত ৬৮:৩০
[১৪০:৩] গীত ৫৭:৪
[১৪০:৩] গীত ৫৮:৪; রোমীয় ৩:১৩; যাকোব ৩:৮
[১৪০:৪] গীত ১৪১:৯
[১৪০:৪] গীত ৩৬:১১
[১৪০:৫] ইয়োব ৩৪:৩০; গীত ১১৯:১১০
[১৪০:৫] ইয়োব ১৮:৮
[১৪০:৫] ইয়োব ১৮:৯; গীত ৩১:৪; ৩৮:১২
[১৪০:৬] গীত ১৬:২
[১৪০:৬] গীত ২৮:২, ৬
[১৪০:৭] গীত ৬৮:২০
[১৪০:৮] গীত ১০:২-৩; ৬৬:৭
[১৪০:৯] হিতো ১৮:৭
[১৪০:১০] গীত ১১:৬; ২১:৯; মথি ৩:১০; লূক ১২:৪৯; প্রকা ২০:১৫

তারা নিক্ষিপ্ত হোক অগ্নিতে,
নিক্ষিপ্ত হোক গভীর খাতে, যাতে আর না ওঠে।
১১ পৃথিবীতে নিন্দুকেরা স্থির থাকতে পারবে না;
অমঙ্গল দুর্জনকে শিকার করে নিপাত করবে।
১২ আমি জানি, সদাপ্রভু দুঃখীর ঝগড়া,
ও দরিদ্রবর্গের বিচার নিষ্পন্ন করবেন।
১৩ ধার্মিকেরা অবশ্য তোমার নামের ধন্যবাদ করবে;
সরল লোকেরা তোমার সাক্ষাতে বাস করবে।

[১৪০:১১] গীত ৩৪:২১
[১৪০:১২] গীত ৮২:৩
[১৪০:১২] ১রাজা ৮:৪৫
[১৪০:১২] গীত ৩৫:১০
[১৪০:১৩] গীত ১৩৮:২
[১৪০:১৩] গীত ১১:৭
[১৪০:১৩] গীত ১৬:১১

গীত ১৪০ এর নোটসমূহ

শিরোনাম প্রধান বাদ্যকরের জন্য: গীত ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **দায়ূদের গীত:** গীত ১৩৮ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

১৪০:১-৩ আমাদের এই সব "কালসাপের" হাত থেকে রক্ষা কর।

১৪০:১ সদাপ্রভু। হিব্রু ভাষায় যিহোবা; ঈশ্বরের ব্যক্তিক নাম যা এই গীতে মোট সাত বার ব্যবহৃত হয়েছে (সাত সংখ্যাটি পূর্ণতা নির্দেশ করে)।

১৪০:২ মনে মনে। ৪:৭ পদের নোট দেখুন।

১৪০:৩ জিহ্বা। ৫:৯ পদের নোট দেখুন। **কালসাপের বিষ:** ৫৮:৪ পদ ও নোট দেখুন।

১৪০:৪-৫ আমাকে এই সকল অহঙ্কারীদের ও দুষ্ট শিকারীদের হাত থেকে রক্ষা কর (১০:২-১১ পদ ও নোট দেখুন)।

১৪০:৫ অহঙ্কারীরা। ৩১:২৩ পদের নোট দেখুন। **জাল ... ফাঁদ ... দড়ি:** ১৪১:৯-১০ পদ দেখুন।

১০৪:৬-৮ এই সমস্ত মন্দ লোকদেরকে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে দিও না।

১৪০:৬ হে প্রভু, আমার বিনতিতে কান দাও। এই পদের সাথে **১৪১:১; ১৪২:১; ১৪৩:১** পদের বিষয়বস্তুগত এবং ভাষাগত সংযুক্তি রয়েছে।

১৪০:৯-১১ তারা আমার বিরুদ্ধে যে ক্ষতি করার চেষ্টা করছে তা তাদের মাথার উপরেই শাস্তি হিসেবে বর্তুক (৫:১০ পদের নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন হিতোপদেশ ২৬:২৭ পদের নোট)।

১৪০:১০ জ্বলন্ত অঙ্গার। এক্ষেত্রে দেখুন লেবীয় ১৬:১২; ইয়োব ৪১:২১; হিতোপদেশ ৬:২৮; যিশাইয় ৪৭:১৪; যিহিষ্কেল ২৪:১১ পদ। স্বর্গীয় বিচার সম্পর্কে এই উপমার ব্যবহার আরও দেখতে পারেন গীত ১৮:৮; ১২০:৪; যিহিষ্কেল ১০:২ পদে। **অগ্নি ... গভীর খাত:** আগুন ও অন্ধকারের এই সংমিশ্রণ দেখা যায় ইয়োব ১৫:৩০; ২০:২৬ পদে, যার মধ্য দিয়ে আগুনকে ঈশ্বরের শাস্তি হিসেবে বিবেচনা করা যায় (যেমন ২১:৯; ৯৭:৩; যিশাইয় ১:৩১; ২৬:১১; ৩৩:১৪) যা মৃতদের স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যায় (ইয়োব ৩১:১২ পদ দেখুন এবং গীত ৩০:১ পদের নোট দেখুন)। **যাতে আর না ওঠে:** ৩৬:১২; যিশাইয় ২৬:১৪ পদ দেখুন।

১৪০:১১ শিকার করবে। এই শিকারীরা (পদ ৪-৫) আমার উপরে যে ধ্বংস ডেকে আনতে চাইছে সেই ধ্বংস তাদেরকেই শিকার করুক।

১৪০:১২-১৩ ঈশ্বরের ন্যায্য বিচারের উপর নির্ভরতা (৩:৮ পদের নোট দেখুন)।
১৪০:১২ দুঃখী ... দরিদ্রবর্গ। ৯:১৮; ৩৪:৬ পদের নোট দেখুন।
১৪০:১৩ ধার্মিকেরা। ১:৫ পদের নোট দেখুন। তোমার নামের ধন্যবাদ করবে। কারণ তারা ঈশ্বর আশীর্বাদ লাভ করেছে (৭:১৭; ৯:১ পদের নোট দেখুন)। **তোমার সাক্ষাতে বাস করবে।** এর সাথে দুষ্টদের অবস্থান তুলনা করুন (পদ ১০; এর সাথে ১১:৭; ১৬:৯-১১ পদের নোট দেখুন)।

উপসংহার: শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য প্রার্থনা। এই গীতটিতে দায়ূদের নানা রকম দুঃখ-কষ্টের অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে। তাঁর বিপদের সময় তাঁকে রক্ষা করবার জন্য বলেছেন। তিনি তাঁর আত্মিক উন্নতির জন্য তাঁকে উদ্ধার ও পুনঃস্থাপনের জন্য প্রার্থনা করেছেন।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. স্পষ্টতই রাজা শৌলের কিছু কর্মকর্তা দায়ূদের জন্য হুমকি ছিল এবং তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার করেছিলেন। কিভাবে দায়ূদ এই গীতে এই সমস্যা মোকাবেলা করেছেন?
২. আমাদের সহকর্মীরা যদি আমাদের উপর গ্যাং এর মত অত্যাচার করে এবং আমাদের সম্পর্কে মিথ্যা বলে তাহলে আমরা কিভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবো?
৩. কীভাবে আপনি আপনার বিশ্বাসের বিষয়ে নিরপেক্ষভাবে আপনার কাজের জায়গায় কথা বলতে পারেন? যথাযথভাবে খ্রীষ্টকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আপনি কি করতে পারেন?

গীত ১৪১

মন্দতার সঙ্গে কোন আপোষ নয়

ভূমিকা: দুষ্ট ব্যক্তি ও তাদের মন্দ কাজ থেকে উদ্ধার লাভের জন্য প্রার্থনা। এই পঙক্তিমালার প্রথম ভাগে (পদ ১-৪: দুটি জোড় পদ এবং এর সাথে আরও তিনটি জোড় পদ) দ্বিতীয় ভাগে আবারও পুনরুক্তি করা হয়েছে (পদ ৬-১০)। অন্য দিকে কেন্দ্রে (পদ ৫) একটি একক পদ রয়েছে যা একটি সামঞ্জস্য সাধনকারী বিষয়বস্তু প্রকাশ করেছে (৫ পদের নোট দেখুন)। গীত ১৪০ অধ্যায়ের মত এই গীতের প্রার্থনাটিও দেহতাত্ত্বিক বিভিন্ন বিষয়কে নিয়ে এসেছে: হাত, মুখ, ঠোঁট, অন্তর, মাথা, অস্থি, চোখ (গীত ১৪০ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)।

দায়ূদের সঙ্গীত। **গীত ১৪১ : ক্রসরেফারেন্স**

[১] হে সদাপ্রভু, আমি তোমাকে ডাকছি, আমার পক্ষে ত্বরা কর; [১৪১:১] গীত ২২:১৯

আমি তোমাকে ডাকলে আমার ডাকে কান দাও।
২ আমার প্রার্থনা তোমার সম্মুখে সুগন্ধি ধূপরূপে,
আমার অঞ্জলি-প্রসারণ সান্ধ্য উপহাররূপে সাজানো হোক।
৩ হে সদাপ্রভু, আমার মুখে প্রহরী নিযুক্ত কর,
আমার ওষ্ঠাধরের দরজা রক্ষা কর।
৪ কোন মন্দ বিষয়ে আমার চিত্তকে প্রবৃত্ত হতে দিও না,
আমি যেন অধর্মাচারী লোকদের সঙ্গে দুষ্কর্মে ব্যাপৃত না হই,
এবং ওদের সুস্বাদু খাদ্য ভোজন না করি।
৫ ধার্মিক লোক আমাকে প্রহার করুক,
বিশ্বস্ত লোক আমাকে সংশোধন করুক,
দুষ্টদের তেল আমাকে অভিষেক না করুক,
কেননা সব সময় আমার প্রার্থনা তাদের
খারাপ কাজের বিরোধিতা করবে।
৬ ওদের শাসনকর্তাদের শৈলের পাশে ফেলে দেওয়া হোক,
আর ওরা তখন শুনুক, আমার কথা কত মধুর।
৭ ভূমির কর্ষক ও খননকারী যেমন করে,
তেমনি পাতালের মুখে আমাদের সমস্ত অস্থি ছড়িয়ে পড়েছে।
৮ বাস্তবিক, হে প্রভু সদাপ্রভু,
আমার চোখ তোমার দিকে নিবদ্ধ;
আমি তোমারই মধ্যে আশ্রয় নিয়েছি,
আমার প্রাণ বিনষ্ট করো না।
৯ আমার জন্য পাতা ফাঁদ থেকে,
দুর্বৃত্তদের যন্ত্র থেকে,
আমাকে রক্ষা কর।
১০ দুষ্ট লোকেরা নিজেদেরই জালে নিজেরাই ধরা পড়ুক;
সেই অবসরে আমি উত্তীর্ণ হব।

[১৪১:১] গীত ৪:১; ৫:১-২; ২৭:৭; ১৪৩:১
[১৪১:২] লূক ১:৯; প্রকা ৫:৮; ৮:৩
[১৪১:২] গীত ২৮:২; ৬৩:৪; ১তীম ২:৮
[১৪১:২] যাত্রা [২৯:৩৯, ৪১; ৩০:৮
[১৪১:৩] গীত ৩৪:১৩; যাকোব ১:২৬; ৩:৮
[১৪১:৩] গীত ১২:২
[১৪১:৪] যিহো ২৪:২৩
[১৪১:৪] গীত ১০৬:২৯
[১৪১:৪] হিতো ২৩:১-৩
[১৪১:৫] হিতো ৯:৮; ১৯:২৫; ২৫:১২; উপ ৭:৫
[১৪১:৫] যাত্রা [২৯:৭; গীত ২৩:৫
[১৪১:৬] ২বংশা ২৫:১২
[১৪১:৭] গীত ১[২৯:৩
[১৪১:৭] গণনা ১৬:৩২-৩৩
[১৪১:৭] গণনা ১৬:৩০
[১৪১:৮] গীত ১২৩:২
[১৪১:৮] গীত ২:১২; ১১:১
[১৪১:৯] গীত ১৪০:৪
[১৪১:৯] গীত ৬৪:৫
[১৪১:৯] গীত ৩৮:১২
[১৪১:১০] গীত ৭:১৫; ৩৫:৮; ৫৭:৬
[১৪১:১০] গীত ১২৪:৭

গীত ১৪১ এর নোটসমূহ

শিরোনাম গীত ১৩৮-১৪৫ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

১৪১:১-২ প্রার্থনা শ্রবণ করার জন্য ঈশ্বরের কাছে বিনতি।

১৪১:১ আমি তোমাকে ডাকলে আমার ডাকে কান দাও। ১৪০:৬ পদ ও নোট দেখুন।

১৪১:২ আমার প্রার্থনা ... সুগন্ধি ধূপরূপে। যাত্রা ৩০:১; লূক ১:৯; প্রকা ৫:৮ পদের নোট দেখুন। **সান্ধ্য উপহার:** যাত্রা ২৯:৩৮-৪১; গণনা ২৮:৩-৮ পদ দেখুন। এই উৎসর্গের কথা বারবারই বলা হয়েছে (যেমন ১ রাজাবলি ১৮:২৯; ২ রাজাবলি ১৬:১৫; ১ বংশাবলি ১৬:৪০; ২ বংশাবলি ১৩:১১; ৩১:৩; ইষ্রা ৩:৩; ৯:৪-৫; দানিয়েল ৯:২১)।

১৪১:৩-৪ ঈশ্বর যেন তাঁকে মন্দ বলা, করা ও আকাঙ্ক্ষা করা থেকে বিরত রাখেন তার জন্য বিনতি।

১৪১:৪ কোন মন্দ বিষয়ে আমার চিত্তকে প্রবৃত্ত হতে দিও না। আমি যেন দুষ্টদের কাজে উৎসাহী না হই বা প্রলুব্ধ না হই (হিতোপদেশ ১:১০-১৬)। **চিত্ত:** ৪:৭ পদের নোট দেখুন। **ওদের সুস্বাদু খাদ্য:** সাধারণত বিলাসী ভোজ টেবিলের কথা বলা হয়ে থাকে যেখানে মন্দ লোকেরা নানা অশুচি খাবার খেয়ে থাকে। কিন্তু গীত রচয়িতা প্রার্থনা করছেন যেন তিনি এ ধরনের অশুচি সুস্বাদু খাবার খাওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ না করেন, তা থেকে দূরে থাকেন। অবশ্য এখানে যে বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে তার মধ্য দিয়ে শুধু খাবার নয়, মন্দ ব্যক্তিরা প্রলোভিত করার জন্য ব্যবহার করে এমন যে কোন কিছু হতে পারে। এভাবেই গীত রচয়িতা প্রার্থনা করছেন যেন দুষ্টেরা কোনভাবেই তাঁকে প্রলোভিত করতে না পারে এবং তাঁর জীবনে যেন কোন মন্দতা না আসে (পদ ৬ ও নোট দেখুন)। অন্যান্য স্থানে এই বিশেষণটি দিয়ে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা চিন্তাধারা বোঝানো হয়েছে (দেখুন হিতোপদেশ ১৫:২৬; ১৬:২১; ২৩:৮ পদ)।

১৪১:৫ গীতের কেন্দ্রস্থল (৬:৬ পদের নোট দেখুন)। **ধার্মিক লোক আমাকে প্রহার করুক:** সংশোধনের জন্য ধার্মিক ব্যক্তিদের দেওয়া আঘাত ও তিরস্কার হচ্ছে সত্যিকার "দয়ার" কাজ (হিব্রু শব্দ 'এসেদ', যার অর্থ "ভালবাসা" বা "খাঁটি বন্ধুত্বের কাজ"; দেখুন হিতোপদেশ ২৭:৬; এর সাথে গীত ৬:৪ পদের নোটও দেখুন)। **তেল ... অভিষেক:** ২৩:৫ পদের নোট দেখুন। **দুষ্টদের তেল ... অভিষেক না করুক:** সম্ভবত আরও স্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে: "ধার্মিকদের তেল দ্বারা অভিষেক নিতে যেন আমি কখনো অগ্রাহ্য না করি, কারণ আমি সব সময় মন্দ ব্যক্তিদের মন্দ কাজের বিপক্ষে প্রার্থনা করি।"

১৪১:৬-৭ দুষ্টদের নিয়তি। **ওদের শাসনকর্তাদের ... ফেলে দেওয়া হোক ... ওরা তখন শুনুক:** সম্ভবত আরও স্পষ্ট করে বলা যায়: "তাদের শাসনকর্তাকে ধরে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হবে এবং তখন তারা সমুচিত শিক্ষা পাবে।"

১৪১:৮-১০ ঈশ্বর যেন দুষ্টদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করেন সেজন্য প্রার্থনা।

১৪১:৮ আমার প্রাণ বিনষ্ট করো না। অর্থাৎ আমাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিও না, যেমনটা তুমি দুষ্টদের প্রতি করেছ (পদ ৭ দেখুন; এছাড়া ৭৩:১৮-২০, ২৩-২৬ পদ ও নোট দেখুন)।

১৪১:৯ ফাঁদ ... যন্ত্র। সম্ভবত এখানেও শত্রুদের দুরভিসন্ধি বিনষ্ট করে দেওয়ার জন্য বিনতি জানানো হয়েছে (যেমনটা দেখা যায় ৩৮:১২; ৬৪:৫; ৯১:৩; ১৪০:৫; ১৪২:৩ পদে: এর সাথে ৯:১৫ পদের নোট দেখুন)– এর সাথে গীত ১৪০ ও ১৪২ অধ্যায়ের সংযুক্তি বিশ্লেষণ করুন।

১৪১:১০ দুষ্ট লোকেরা ... ধরা পড়ুক। ৫:১০ পদের নোট দেখুন। **নিজেদেরই জালে নিজেরাই ধরা পড়ুক:** হিব্রু ভাষায় ১৪০:১০ পদে এই ক্রিয়াটির প্রতিফলন দেখা যায় ("তারা নিক্ষিপ্ত হোক ... গভীর খাতে")।

উপসংহার: শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। তাঁর বিপদের সময় তাঁকে রক্ষা করবার জন্য বলেছেন। তিনি তাঁর আত্মিক উন্নতির জন্য তাকে উদ্ধার ও পুনঃস্থাপনের জন্য প্রার্থনা করেছেন।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্নঃ

১. "ভালবাসা" বা "খাঁটি বন্ধুত্বের কাজ" এই দুটি বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক কি?
২. কেন অপমানজনক কোন বিষয়কে অপমান করে উত্তর দেওয়া অজ্ঞানের বিষয় ও অধর্ম?
৩. আপনার মুখ বন্ধ রাখতে কখন আপনার পক্ষে কঠিন হয়?
৪. আপনি বর্তমান কোন্ কঠিন অবস্থা থেকে কিভাবে বের হয়ে আসতে পেরেছেন বলে মনে করেন?

গীত ১৪২

সদাপ্রভুর দাসের কাতরোক্তি

ভূমিকাঃ শক্তিশালী শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধার লাভের জন্য সরল প্রার্থনা – যখন গীত রচয়িতা শক্তিহীন, একাকী ও আশ্রয়হীন। এর সাথে গীতটির অন্যান্য অংশের ভাষাগত মিল রয়েছে। ভূমিকা (পদ ১-২) ও উপসংহার (পদ ৭) বাদে পুরো প্রার্থনাটি (হিব্রু সংস্করণে) চার পঙক্তি বিশিষ্ট দুটি পঙক্তিমালা নিয়ে গঠিত (পদ ৩-৪, ৫-৭)।

দায়ূদের মস্কীল, গুহার মধ্যে তাঁর অবস্থিতিকালীন; একটি প্রার্থনা।

১ আমি চিৎকার করে সদাপ্রভুর কাছে কান্নাকাটি করি,
আমি চিৎকার করে সদাপ্রভুর কাছে বিনতি করি।
২ আমি তাঁর কাছে আমার দুঃখের কথা ভেঙ্গে বলি,
তাঁকে আমার সঙ্কটের কথা জানাই।
৩ আমার আত্মা যখন আমার মধ্যে অবসন্ন হয়েছিল,
তখন তুমিই আমার পথ জানতে;
আমার চলার পথে শত্রুরা গোপনে আমার জন্য ফাঁদ পেতেছে।
৪ আমার দক্ষিণে নিরীক্ষণ করে দেখ,
আমাকে চেনে এমন কেউই নেই,
আমার আশ্রয় বিনষ্ট হল;
কেউই আমার প্রাণের যত্ন নেয় না।
৫ আমি তোমার কাছে কাঁদলাম, হে সদাপ্রভু,
আমি বললাম, তুমিই আমার আশ্রয়,
তুমি জীবিতদের দেশে আমার অধিকার।
৬ আমার কাতরোক্তিতে মনোযোগ দাও,
কেননা আমি অতিশয় ক্ষীণ হয়েছি;

গীত ১৪২ : ক্রসরেফারেন্স

[১৪২:১] ১শমূ ২২:১; ২৪:৩; গীত ৫৭ শিরোণাম
[১৪২:১] ১রাজা ৮:৫২; গীত ৩:৪
[১৪২:১] গীত ৩০:৮
[১৪২:২] গীত ৬৪:১
[১৪২:২] গীত ৫০:১৫
[১৪২:৩] গীত ৬:২; ৭৭:৩; ৮৪:২; ৮৮:৪; ১৪৩:৪, ৭; যিরি ৮:১৮; বিলাপ ১:২২
[১৪২:৪] যিরি ২৫:৩৫
[১৪২:৪] যিরি ৩০:১৭
[১৪২:৫] গীত ৪৬:১
[১৪২:৫] দ্বি.বি. ৩২:৯; গীত ১৬:৫
[১৪২:৫] ইয়োব ২৮:১৩; গীত ২৭:১৩
[১৪২:৬] গীত ১৭:১
[১৪২:৬] গীত ৭৯:৮
[১৪২:৬] গীত ২৫:২০
[১৪২:৬] যিরি ৩১:১১

আমার তাড়নাকারীদের থেকে আমাকে নিস্তার কর;
কেননা আমার চেয়ে তারা বলবান।
[১৪২:৭] গীত ৬৬:১১
[১৪২:৭] গীত ৭:১৭; ৯:২
[১৪২:৭] ২বংশা ৬:৪১
৭ কারাগার থেকে আমার প্রাণকে বের করে আন,
যেন আমি তোমার নামের ধন্যবাদ করি;
ধার্মিকেরা আমার চারদিকে একত্রিত হবে,
কেননা তুমি আমার মঙ্গল করবে।

গীত ১৪২ এর নোটসমূহ

শিরোনাম মস্কীল: গীত ৩২ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **দায়ূদের:** গীত ১৩৮-১৪৫ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। **গুহার মধ্যে তাঁর অবস্থিতিকালীন:** গীত ৫৭ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **একটি প্রার্থনা:** গীত ১৭ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

১৪২:১-২ প্রারম্ভিক আবেদন – তৃতীয় ব্যক্তির কাছে তা উপস্থাপন করা হয়েছে "আমি চিৎকার করে সদাপ্রভুর কাছে কান্নাকাটি করি" (অনেক সময় এভাবে রাজাদের কাছে উপস্থাপন করা হত)। এই কথাটির ভিন্ন রূপ হচ্ছে, "হে সদাপ্রভু, আমি চিৎকার করে তোমার কাছে কান্নাকাটি করি"।

১৪২:১ ৭৭:১ পদের সাথে এই পদের অনেক মিল রয়েছে। **আমি চিৎকার করে সদাপ্রভুর কাছে বিনতি করি:** ১৪০:৬ পদ ও নোট দেখুন।

১৪২:২ আমি তাঁর কাছে আমার দুঃখের কথা ভেঙ্গে বলি। গীত ১০২ অধ্যায়েও প্রায় একই ধরনের কথা দেখা যায়।

১৪২:৩-৪ তাঁর "সঙ্কটের" বর্ণনা (পদ ৬)।

১৪২:৩ আমার আত্মা যখন ... অবসন্ন হয়েছিল। কারণ তিনি তাঁর এই সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতির কারণে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন (২২:১৪-১৫ পদ দেখুন) – এর সাথে ১৪৩:৬ পদের বিষয়বস্তুগত ও ভাষাগত মিল রয়েছে (আরও দেখুন ৭৭:৩; গীত ১০২ অধ্যায়ের শিরোনাম; যোনা ২:৭ পদ)। **তখন তুমিই আমার পথ জানতে:** অর্থাৎ তুমি আমার জীবনের সমস্ত কিছু জানো (এর সাথে তুলনা করুন পদ ৪)। **গোপনে আমার জন্য ফাঁদ পেতেছে:** এই পদের সাথে ১৪০:৫; ১৪১:৯-১০ পদের ভাষাগত সংযুক্তি রয়েছে (৯:১৫ পদের নোট দেখুন)।

১৪২:৪ আমার দক্ষিণে। অর্থাৎ ডান দিকে, যেখানে সাধারণত একজন সাহায্যকারী বা রক্ষাকারী থাকেন; সাধারণভাবে চিন্তা করলে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলে সবাই ডান হাতই আগে বাড়িয়ে দেয় (১৬:৮ পদ ও নোট দেখুন)। আমাকে চেনে। হিব্রু ভাষায় ব্যবহৃত শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ "চেনা" বা "জানা" হলেও অনেক সময় তা "চিন্তা করা" অর্থে ব্যবহৃত হয় (পদ ৩, "পথ জানতে"); রূত ২:১০, ১৯ পদ দেখুন। **কেউই ... যত্ন নেয় না:** দ্বি.বি. ১১:১২ পদ দেখুন।

১৪২:৫-৭ উদ্ধার লাভের জন্য প্রার্থনা।

১৪২:৫ তুমিই আমার আশ্রয়। ৭১:৭; যিরমিয় ১৭:১৭ পদ দেখুন। **আমার অধিকার:** সদাপ্রভু ঈশ্বরই তাঁর জীবনের নিশ্চয়তা ও উপচয় দানকারী (৭৩:২৩ পদ ও নোট দেখুন)। **জীবিতদের দেশে:** ২৭:১৩ পদ ও নোট দেখুন; ৫২:৫; ১১৬:৯ পদ দেখুন।

১৪২:৬ আমার কাতরোক্তিতে মনোযোগ দাও: ১৭:১ পদ দেখুন। **আমাকে নিস্তার কর:** ১৪৩:৯; ১৪৪:৭ পদ দেখুন।

১৪২:৭ কারাগার। এখানে প্রতীকী অর্থে নির্যাতন ও নিপীড়নের দ্বারা বন্দীত্বের কথা বোঝানো হয়েছে (১৮:১৯ পদের নোট দেখুন; এর সাথে ইয়োব ৩৬:৮ পদ দেখুন)। **যেন আমি তোমার নামের ধন্যবাদ করি:** অর্থাৎ তোমার উদ্ধারকারী সহায়ের গৌরব করার জন্য (৭:১৭ পদের নোট দেখুন)। **তোমার নাম:** ৫:১১ পদের নোট দেখুন। **ধার্মিকেরা:** ১:৫ পদের নোট দেখুন। **আমার চারদিকে জমায়েত হবে:** তিনি আর একা থাকবেন না। শেষে এক দারুন আত্মবিশ্বাসের বাণী প্রকাশিত হয়েছে (৩:৮ পদের নোট দেখুন)। তুমি আমার মঙ্গল করবে। ১৩:৬; ১১৬:৭ পদ দেখুন।

উপসংহার: শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য প্রার্থনা। তাঁর বিপদের সময় তাঁকে রক্ষা করবার জন্য বলেছেন। তিনি তাঁর আত্মিক উন্নতির জন্য তাকে উদ্ধার ও পুনঃস্থাপনের জন্য প্রার্থনা করেছেন।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. দায়ূদ এই গীতে যেভাবে হতাশ হয়েছেন তেমনি আপনি কখন হতাশ হয়েছিলেন?
২. দায়ূদ তাঁকে তাঁর "কারাগার" (৭) থেকে মুক্ত করার জন্য বলেছেন বা তার মধ্যে থাকার সময় প্রভুর উপর নির্ভর করেছিলেন। আপনাকে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করার জন্য কি করতে হবে?

গীত ১৪৩

প্রার্থনার উত্তর সত্বর দেবার মিনতি

ভূমিকা: শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধার লাভ এবং ঈশ্বরীয় জীবন যাপনের জন্য প্রার্থনা। এটি হচ্ছে পাপ থেকে মন পরিবর্তনের সপ্তম এবং সর্বশেষ প্রার্থনা (গীত ৬ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। এই গীতটি রচিত হয়েছে দুটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ পঙক্তিমালায় যার প্রত্যেকটিতে সাতটি করে হিব্রু পদ রয়েছে (পদ ১-৬, ৭-১০) এবং সেই সাথে দুই লাইনের একটি উপসংহার রয়েছে যেখানে প্রার্থনার মূল বিনতিটি উপস্থাপন করা হয়েছে (পদ ১১-১২)। প্রথম অংশের মধ্যবর্তী তিনটি লাইন (পদ ৩-৪) গীত রচয়িতার দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থাকে বর্ণনা করে, অপরদিকে দ্বিতীয় অংশের মধ্যবর্তী তিনটি লাইন (পদ ৮-৯) গীত রচয়িতার এই আস্থা প্রকাশ করে যে, সদাপ্রভু ঈশ্বর অবশ্যই তাঁকে সমস্ত কষ্ট থেকে নিস্তার করবেন। ঈশ্বরের ধার্মিকতার প্রতি বিনতি (পদ ১, ১১) এবং তাঁর দাস হিসেবে গীত রচয়িতার নিজেকে পরিচয় দানের মধ্য দিয়ে (পদ ২, ১২) গীতটিকে কাঠামোবদ্ধ করা হয়েছে। এর সাথে ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা (পদ ১) এবং তাঁর অটল প্রেমের নিশ্চয়তাও আমরা এখানে দেখতে পাই (পদ ১২), যা এক সাথে অনেকগুলো গীতেই দেখা যায় (৩৬:৫ পদের নোট দেখুন);

পদ ৭ দেখুন।

দায়ূদের সঙ্গীত।

গীত ১৪৩ : ক্রসরেফারেন্স

১ হে সদাপ্রভু, আমার প্রার্থনা শোন;
আমার বিনতিতে কান দাও;
তোমার বিশ্বস্ততায় ও তোমার ধর্মশীলতায় আমাকে উত্তর দাও।
২ তোমার দাসকে বিচারে এনো না,
তোমার সাক্ষাতে তো কোন প্রাণী ধার্মিক নয়।
৩ শত্রু আমার প্রাণকে তাড়না করেছে;
সে আমার জীবন ভূমিতে ফেলে চূর্ণ করেছে;
সে আমাকে অন্ধকারে বাস করিয়েছে,
বহুদিন আগের মৃতদের মত করেছে।
৪ এতে আমার আত্মা হৃদয়ে অবসন্ন হয়েছে,
আমার ভিতরে আমার অন্তর অসার হয়েছে।
৫ আমি পূর্বকালের সমস্ত দিন স্মরণ করছি,
তোমার সমস্ত কাজ ধ্যান করছি,
তোমার হাতের কাজ আলোচনা করছি।
৬ আমি তোমার উদ্দেশে অঞ্জলি প্রসারণ করছি,
শুকনো ভূমির মত আমার প্রাণ তোমার আকাঙ্খী। [সেলা।]
৭ আমাকে শীঘ্র উত্তর দাও,
হে সদাপ্রভু, আমার উৎসাহ শেষ হয়েছে;
আমার কাছ থেকে তোমার মুখ লুকিয়ে থাকা রেখো না,
পাছে যারা গর্তে নেমে যাচ্ছে আমরা তাদের মত হয়ে পড়ি।
৮ প্রাতে আমাকে তোমার অটল প্রেমের বাক্য শোনাও,
কেননা তোমাতে আমি নির্ভর করছি;
আমার গন্তব্য পথ আমাকে জানাও,
কেননা আমি তোমার দিকে নিজের প্রাণ উত্তোলন করি।
৯ হে সদাপ্রভু, আমার শত্রুদের থেকে আমাকে নিস্তার কর;
আমি তোমারই কাছে লুকিয়েছি।
১০ তোমার ইচ্ছা পালন করতে আমাকে শিক্ষা দাও;
কেননা তুমিই আমার ঈশ্বর;
তোমার আত্মা মঙ্গলময়, আমাকে সরল ভূমি দিয়ে চালাও।
১১ হে সদাপ্রভু, তোমার নামের অনুরোধে আমাকে সঞ্জীবিত কর;
তোমার ধর্মশীলতায় সঙ্কট থেকে আমার প্রাণ উদ্ধার কর।
১২ আর তোমার অটল প্রেমে আমার শত্রুদেরকে উচ্ছেদ কর,
আমার প্রাণের সমস্ত দুঃখদায়ীকে বিনষ্ট কর,

[১৪৩:১] গীত ১৪১:১
[১৪৩:১] গীত ২৮:২; ১৩০:২
[১৪৩:১] যাত্রা ৩৪:৬; গীত ৮৯:১-২
[১৪৩:১] গীত ৭১:২
[১৪৩:২] গীত ১৪:৩; রোমীয় ৩:১০
[১৪৩:৩] গীত ১০৭:১০
[১৪৩:৩] বিলাপ ৩:৬
[১৪৩:৪] গীত ৩০:৭
[১৪৩:৫] গীত ৭৭:৬
[১৪৩:৫] আদি ২৪:৬৩
[১৪৩:৬] যাত্রা ৯:২৯; ইয়োব ১১:১৩
[১৪৩:৭] গীত ৬৯:১৭
[১৪৩:৭] গীত ১৪২:৩
[১৪৩:৭] গীত ২২:২৪; ২৭:৯; ৩০:৭
[১৪৩:৮] গীত ৬:৪; ৯০:১৪
[১৪৩:৮] যাত্রা ৩৩:১৩; ইয়োব ৩৪:৩২; গীত ২৭:১১; ৩২:৮
[১৪৩:৮] গীত ২৫:১-২; ৮৬:৪
[১৪৩:৯] গীত ১৪০:১
[১৪৩:৯] গীত ১৮:১৭; ৩১:১৫
[১৪৩:১০] গীত ১১৯:১২
[১৪৩:১০] গীত ৩১:১৪
[১৪৩:১০] যিহি ৯:২০; গীত ২৫:৪-৫
[১৪৩:১০] গীত ২৬:১২
[১৪৩:১১] গীত ২৫:১১
[১৪৩:১১] গীত ৪১:২
[১৪৩:১১] গীত ৩১:১; ৭১:২
[১৪৩:১২] গীত ৮:২
[১৪৩:১২] গীত ৫৪:৫
[১৪৩:১২] গীত ১১৬:১৬

কেননা আমি তোমার দাস।

গীত ১৪৩ এর নোটসমূহ

শিরোনাম গীত ১৩৮-১৪৫ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

১৪৩:১-২ প্রারম্ভিক বিনতি।

১৪৩:১ আমার বিনতিতে কান দাও। ১৪০:৬ পদ ও নোট দেখুন। **ধর্মশীলতা:** ৪:১ পদের নোট দেখুন।

১৪৩:২ প্রার্থনা শুরু করার সময় তিনি এই আবেদন রাখছেন যেন ঈশ্বর তাঁর দাসের উপরে বিচার করার জন্য না বসেন (তিনি তাঁর নিজ ব্যর্থতাগুলো জানেন; এর সাথে ১০ পদও দেখুন) কিন্তু তিনি চান যেন তাঁর শত্রুদের উপরে ঈশ্বর বিচার সাধন করেন যারা অযথা তাঁকে কষ্ট দিয়েছে। **তোমার দাস:** এর সাথে ১৪৪:১০ পদের ভাষাগত মিল রয়েছে। এ কারণেই বোঝা যায় কেন গীতটিকে রাজা দায়ূদের রচনা বলে মনে করা হয় (৭৮:৭০; ১৩২:১০ পদ ও নোট দেখুন)।

১৪৩:৩-৪ গীত রচয়িতা যে সকল কষ্ট ও দুর্দশা ভোগ করেছেন।

১৪৩:৩ এই পদের শেষের অংশটি বিলাপ ৩:৬ পদে প্রায় উদ্ধৃতি হিসেবে উঠে এসেছে। **অন্ধকারে:** অর্থাৎ জীবনের সুখকর কোন কিছুর সাথেই তাঁর সম্পৃক্ততা ছিল না (পদ ৭ দেখুন; এর সাথে ২৭:১; ৩০:১ পদের নোটও দেখুন)।

১৪৩:৪ আমার আত্মা হৃদয়ে অবসন্ন হয়েছে। ১৪২:৩ পদের নোট দেখুন। **অন্তর:** ৪:৭ পদের নোট দেখুন।

১৪৩:৫-৬ অতীতে ঈশ্বর তাঁকে যেভাবে উদ্ধার করেছেন সে সকল ঘটনা স্মরণ করে তিনি আবারও ঈশ্বরের কাছে বিনতি জানাতে উৎসাহিত হচ্ছেন।

১৪৩:৬ অঞ্জলি প্রসারণ করছি। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে (৪৪:২০; ৮৮:৯; যাত্রা ৯:২৯ পদ দেখুন)। **আমার প্রাণ তোমার আকাঙ্খী:** আক্ষরিক অর্থে "তোমার জন্য তৃষ্ণার্ত"। ৬৩:১ পদের নোট দেখুন।

১৪৩:৭-১০ মূল প্রার্থনা।

১৪৩:৭ আমার উৎসাহ শেষ হয়েছে। কিংবা বলা যায়: "অপেক্ষা করতে করতে আমার উৎসাহ শেষ হয়েছে," যা ১১৯:৮১ পদের ভাষার সাথে মিলে যায়; কারণ পরবর্তী পদগুলোতে এ ধরনেরই ভাব প্রকাশ করা হয়েছে, এ প্রসঙ্গে দেখুন ১০৪:২৯ পদ (যেখানে "শ্বাস" কথাটিকে হিব্রু ভাষায় এখানে "উৎসাহ" বলা হয়েছে)। চূড়ান্তভাবে "আমার উৎসাহ" তখনই আবার পূর্ণ হবে যখন "তোমার আত্মা" আমাকে পরিচালনা দান করবে (পদ ১০) – এভাবে প্রার্থনাটির মূল বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। **তোমার মুখ লুকিয়ে রেখো না:** ১৩:১ পদের নোট দেখুন। **গর্ত:** পদ ৩ দেখুন এবং ৩০:১ পদের নোট দেখুন।

১৪৩:৮ প্রাতে। বর্তমানের এই অন্ধকার থেকে মুক্তি (পদ ২; এর সাথে গীত ৫৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন; এর সাথে ১০১:৮ পদের নোট দেখুন)। **অটল ভালবাসা:** ১২ পদ দেখুন; এর সাথে ৬:৪ পদের নোট দেখুন। **তোমাতে আমি নির্ভর করছি ... নিজের প্রাণ উত্তোলন করি:** ২৫:১-২ পদ দেখুন; এর সাথে ২৪:৪ পদের নোট দেখুন। **আমার গন্তব্য পথ আমাকে জানাও:** পদ ১০ দেখুন। শত্রুর হাত থেকে উদ্ধার পাওয়াই যথেষ্ট নয় – ঈশ্বরের

দাসের (পদ ২, ১২) চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে অনন্ত জীবনে প্রবেশ করা।
১৪৩:১০ সরল ভূমি। ২৬:১২ পদের নোট দেখুন।
১৪৩:১১-১২ প্রার্থনার সমাপনী বক্তব্য (ভূমিকা দেখুন)। লক্ষ্য করুন এখানে "তোমার ধর্মশীলতা," "তোমার অটল প্রেম" এবং "তোমার দাস" কথাগুলোকে কিভাবে ১-২ পদের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।
১৪৩:১১ তোমার নামের অনুরোধে। ২৩:৩ পদের নোট দেখুন।
১৪৩:১২ আমার শত্রুদেরকে উচ্ছেদ কর। ৫:১০ পদের নোট দেখুন।

উপসংহরঃ এখানে এই আস্থা প্রকাশ করা হয়েছে যে, সদাপ্রভু ঈশ্বরই সমস্ত কষ্ট থেকে নিস্তার করেন। এখানে ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা এবং তাঁর অটল প্রেমের নিশ্চয়তার কথা প্রকাশ করা হয়েছে যা এক সাথে অনেকগুলো গীতেই দেখা যায়।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্নঃ

১. আপনি কতবার এই চিন্তা করেন যে, আপনি সমস্যায় না পড়লে প্রার্থনা করবেন না? আপনি কিভাবে আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করবেন? কেন করবেন?
২. একজন বিশ্বাসীর কি কখনও একটি নেতিবাচক মনোভাব বজায় রাখার জন্য কোন বৈধ কারণ থাকে? ব্যাখ্যা করুন।
৩. এই গীতে ঈশ্বরের ইচ্ছা যাতে জানা যায় তা ঈশ্বরকে শিক্ষা দিতে বলেছেন। তাঁর ইচ্ছা জানার জন্য আপনি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন?

গীত ১৪৪

জাতীয় পরিত্রাণ ও নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা

ভূমিকাঃ দুর্বৃত্ত ও শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, যা অনেকটা রাজকীয় ভঙ্গিতে অর্থাৎ রাজার রচনাশৈলীতে লেখা হয়েছে। পদ ১-১০ এর সাথে গীত ১৮ অধ্যায়ের অনেক মিল রয়েছে, অন্য দিকে ৫-৭ পদের কিছুটা পরিবর্তন সাপেক্ষে প্রায় পুরোটাই মিলে যায়। অবশিষ্ট পদগুলোও অন্যান্য কোন কোন গীতের সাথে মিলে যায়। গীতটির প্রথম অংশ গীতসংহিতার অন্যান্য সাধারণ প্রার্থনাগুলোর মতই। এর পরবর্তী অংশে বেশ বৈচিত্র্য রয়েছে: পদ ১১ পুনরালোচনা করেছে ৫-৮ পদের প্রার্থনা; ১২-১৪ পদে একজন ব্যক্তির আদর্শ অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে; ১৫ পদে ৩৩:১২ পদের প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে গীতটি শেষ করা হয়েছে। বিষয়বস্তুগত ধারাবাহিকতা সম্পর্কে জানার জন্য নিচের নোটগুলো দেখুন।

দায়ূদের।

গীত ১৪৪ : ক্রসরেফারেন্স

১ সদাপ্রভু ধন্য হোন, তিনি আমার শৈল;
তিনিই আমার হাতকে যুদ্ধ করতে শিক্ষা দেন,
আমার আঙ্গুলগুলোকে যুদ্ধ করতে শিক্ষা দেন।
২ তিনি আমার দয়াস্বরূপ ও আমার দুর্গ,
আমার উচ্চদুর্গ ও আমার উদ্ধারকর্তা;
তিনি আমার ঢাল, আমি তাঁর মধ্যেই আশ্রয় নিই;
তিনি আমার লোকদেরকে আমার অধীনে নত করেন।
৩ হে সদাপ্রভু, মানুষ কি যে তুমি তার পরিচয় নাও?
মানুষের সন্তানই কি যে তুমি তার বিষয়ে চিন্তা কর?
৪ মানুষ তো নিশ্বাস মাত্র,
তার আয়ু ছায়ার মত, যা চলে যায়।
৫ হে সদাপ্রভু, তোমার আকাশ অবনত করে নেমে এসো;
পর্বতমালাকে স্পর্শ কর, তারা ধূমায়িত হবে।
৬ বিদ্যুৎ নিক্ষেপ কর, ওদেরকে ছিন্নভিন্ন কর,
তোমার তীর নিক্ষেপ কর, ওদেরকে সংহার কর।
৭ উপর থেকে তোমার হাত বাড়িয়ে দাও;
আমাকে উদ্ধার কর, অতল জলধি থেকে রক্ষা কর,
সেই বিজাতি-সন্তানদের হাত থেকে রক্ষা কর,
৮ যাদের মুখ মিথ্যা কথা বলে,
যাদের ডান হাত প্রতারণায় পূর্ণ।
৯ হে ঈশ্বর, আমি তোমার উদ্দেশে নতুন গান গাইব,
দশতন্ত্রী নেবলে তোমার প্রশংসা গাইব।
১০ তুমিই রাজাদের বিজয় প্রদান করে থাক,
মারাত্মক খড়্গ থেকে তোমার দাস দায়ূদকে রক্ষা করে থাক।
১১ আমাকে উদ্ধার কর,
সেই বিজাতি-সন্তানদের হাত থেকে রক্ষা কর,
যাদের মুখে মিথ্যা কথা বলে,
যাদের ডান হাত প্রতারণায় পূর্ণ।
১২ আমাদের পুত্ররা যেন গাছের চারার মত যৌবনে বর্ধনশীল হয়,
আমাদের কন্যারা যেন প্রাসাদের গাঁথনীর অনুরূপে মসৃণ করা
কোণের স্তম্ভের মত হয়;
১৩ আমাদের ভাণ্ডারগুলো যেন পরিপূর্ণ ও
নানা রকম দ্রব্যবিশিষ্ট হয়;
আমাদের মেষগুলো যেন আমাদের মাঠে হাজার হাজার ও
লক্ষ লক্ষ বাচ্চা প্রসব করে;

[১৪৪:১] আদি ৪৯:২৪
[১৪৪:২] গীত ৫৯:৯; ৯১:২
[১৪৪:২] গীত ২৭:১; ৩৭:৩৯; ৪৩:২
[১৪৪:২] আদি ১৫:১; গীত ১৮:২
[১৪৪:২] বিচার ৪:২৩; গীত ১৮:৩৯
[১৪৪:৩] ইব ২:৬
[১৪৪:৪] ইয়োব ৭:৭; ২৭:৩; যিশা ২:২২
[১৪৪:৪] ১বংশা [২৯:১৫; ইয়োব ১৪:২; যাকোব ৪:১৪
[১৪৪:৫] গীত ১৮:৯; যিশা ৬৪:১
[১৪৪:৫] আদি ১১:৫; গীত ৫৭:৩
[১৪৪:৫] গীত ১০৪:৩২
[১৪৪:৬] হবক্ ৩:১১; সখ ৯:১৪
[১৪৪:৬] গীত ৫৯:১১; ৬৮:১
[১৪৪:৬] গীত ৭:১২-১৩; ১৮:১৪
[১৪৪:৭] ২শমূ ২২:১৭
[১৪৪:৭] গীত ৩:৭; ৫৭:৩
[১৪৪:৭] গীত ৬৯:২
[১৪৪:৭] গীত ১৮:৪৪
[১৪৪:৮] গীত ১২:২; ৪১:৬
[১৪৪:৮] আদি ১৪:২২; দ্বি.বি. ৩২:৪০
[১৪৪:৮] গীত ৩৬:৩
[১৪৪:৯] গীত ২৮:৭; ৯৬:১
[১৪৪:৯] গীত ৩৩:২-৩; ৭১:২২
[১৪৪:১০] ২শমূ ৮:১৪
[১৪৪:১০] গীত ১৮:৫০
[১৪৪:১০] ইয়োব ৫:২০
[১৪৪:১১] গীত ৩:৭; ২৫:২০
[১৪৪:১১] গীত ১৮:৪৪
[১৪৪:১১] গীত ৪১:৬-৭
[১৪৪:১১] গীত ১২:২; ৩৬:৩; ১০৬:২৬; যিশা ৪৪:২০
[১৪৪:১২] গীত ৯২:১২-১৪; ১২৮:৩
[১৪৪:১২] শলো ৪:৪; ৭:৪
[১৪৪:১৩] হিতো ৩:১০

১৪ আমাদের সমস্ত বলদ যেন ভার বহন করে;
ভগ্নদশা যেন না হয়, হানিও যেন না হয়,
আমাদের কোন চকে যেন কান্নার শব্দ না ওঠে।
১৫ সুখী সেই জাতি, যাদের উপর এরকম আশীর্বাদ নেমে আসে;
সুখী সেই জাতি, সদাপ্রভু যার ঈশ্বর।

[১৪৪:১৪] হিতো ১৪:৪
[১৪৪:১৪] রাজা ২৫:১১
[১৪৪:১৪] যিশা ২৪:১১; যিরি ১৪:২-৩
[১৪৪:১৫] দ্বি.বি. ২৮:৩

গীত ১৪৪ এর নোটসমূহ

শিরোনাম গীত ১৩৮-১৪৫ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

১৪৪:১-২ সদাপ্রভু ধন্য হোন। প্রার্থনার প্রারম্ভিক বাণী হলেও এর মধ্য দিয়ে অনেকটা প্রারম্ভিক বিনতি রাখা হয়েছে (১৪৩:১-২ পদ দেখুন) এবং এই আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করা হয়েছে যে, সদাপ্রভু অবশ্যই প্রার্থনা শুনবেন। গীত ১৮ অধ্যায়ে বর্ণিত ঈশ্বরের প্রতি প্রশংসার বাণীর সাথে এর মিল পাওয়া যায় (১৮:২ পদের নোট দেখুন)।

১৪৪:২ তিনি আমার দয়াস্বরূপ। আক্ষরিক অর্থে "তিনি আমার ভালবাসা" (৬:৪ পদের নোট দেখুন); কারণ ঈশ্বর দায়ূদকে ভালবেসে এতবার তাঁকে রক্ষা করেছেন ও উদ্ধার করেছেন যে কারণ দায়ূদ ঈশ্বরের উপরে শতভাগ নির্ভর করেন (২৭:১; ৩৫:৩; ৬২:২ পদ দেখুন)।

১৪৪:৩-৪ মানব জাতির তাৎপর্যহীনতা স্বীকার এবং ঈশ্বর যেভাবে তাদের যত্ন নিয়ে থাকেন সে জন্য বিস্ময় প্রকাশ।

১৪৪:৩ ৮:৪ পদের ব্যতিক্রমধর্মী প্রকাশভঙ্গি।

১৪৪:৪ নিশ্বাস। ৩৯:৪-৬ পদের নোট দেখুন। **ছায়া:** পদ ১০২:১১ ও নোট দেখুন।

১৪৪:৫-৮ উদ্ধার লাভের জন্য প্রার্থনা।

১৪৪:৫ ১৮:৯ পদ দেখুন এবং ১৮:৭-১৫ পদের নোট দেখুন; এর সাথে যিশাইয় ৬৪:১ পদ ও নোট দেখুন।

১৪৪:৬ ১৮:১৪ পদ ও নোট দেখুন।

১৪৪:৭ ১৮:১৬-১৭ পদ দেখুন এবং ৩২:৬ পদের নোট দেখুন।

১৪৪:৮ মুখ। ৫:৯ পদের নোট দেখুন। **ডান হাত:** সাধারণত শপথ পাঠ করার জন্য কিংবা আনুগত্য প্রকাশের চিহ্ন হিসেবে ডান পাত বাড়িয়ে দেওয়া হত (১০৬:২৬; যাত্রা ৬:৮; দ্বি.বি. ৩২:৪০ পদ দেখুন)।

১৪৪:৯-১০ ঈশ্বরের প্রশংসা করার জন্য মানত (৭:১৭ পদের নোট দেখুন)।

১৪৪:৯ নতুন গীত। ৩৩:৩ পদের নোট দেখুন।

১৪৪:১০ তোমার দাস দায়ূদ। ১৪৩:১২ পদ ও নোট দেখুন।

১৪৪:১১ ৭-৮ পদে করা প্রার্থনাটি আবারও পুনরুল্লেখ করা হচ্ছে। সম্ভবত পরবর্তী বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্য এই পুনরুল্লেখটি করা হয়েছে: যদি ঈশ্বর তাঁর দাস দায়ূদকে উদ্ধার করেন তাহলে তাঁর রাজ্য সমৃদ্ধ হবে এবং আরও নিরাপদ হবে।

১৪৪:১২-১৫ অনেকেই মনে করেন এই অংশটি একটি পৃথক প্রার্থনা ("আমাদের পুত্ররা ... "), যা ১-১১ পদের সাথে মেলে না, কিন্তু ১১ পদটিকে পট পরিবর্তনকারী বক্তব্য হিসেবে বিবেচনা করলে তা প্রাসঙ্গিক বলে মনে হবে।

১৪৪:১২-১৪ সম্ভবত বন্দীদশার পরবর্তী সময়ে দ্বি.বি. ২৮:৩-৮ পদের একটি প্রতিফলন।
১৪৪:১২ কন্যারা ... কোণের স্তম্ভের মত। প্রাচীনকালে বিভিন্ন ভবন ও স্থাপনার স্তম্ভগুলো ঐতিহ্য অনুসারে সাধারণত নারী দেহের বঙ্কিম আকৃতিতে নির্মাণ করা হত (যেমন, গ্রীসের এথেন্সে এক্রোপলিসের কারুকাজ করা স্তম্ভগুলো)।
১৪৪:১৪ আমাদের সমস্ত বলদ যেন ভার বহন করে। কিংবা বলা যায় "আমাদের বলদগুলো যেন মাংসে পরিপূর্ণ হয়" অথবা "আমাদের বলদগুলো যেন অত্যন্ত কর্মঠ হয়"।
১৪৪:১৫ সুখী। ১:১ পদের নোট দেখুন। **যাদের উপর এরকম আশীর্বাদ নেমে আসে:** এর সাথে তুলনা করুন ৩৩:১২; আরও দেখুন দ্বি.বি. ২৮:৩-৮; ১ রাজাবলি ৫:৪ পদ ও নোট।

উপসংহার: সদাপ্রভুর শক্তি প্রকাশ করবার জন্য প্রার্থনা। এখানে সদাপ্রভুর গৌরব করা হয়েছে। মানুষের দুর্বলতার কারণে সদাপ্রভুর সাহায্যের অনুরোধ করা হয়েছে। সদাপ্রভু তাঁর লোকদের শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আসেন। ইস্রায়েলের উদ্ধারের 'নতুন গীত' ঈশ্বরের রাজ্যের আশীর্বাদের সময় গাওয়া হবে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. ঈশ্বর ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে ভালবাসেন এই কথা জানার পর কি পরিবর্তন আপনার জীবনে আসবে?
২. আপনি প্রভুর কাছ থেকে কি কি প্রাচুর্য লাভ করেছেন বলে মনে করেন? নাকি নিজেকে বঞ্চিত হিসাবে মনে করেন? কেন করেন?
৩. প্রভু কোন্ প্রাচুর্য আপনাকে দিয়েছেন যা এই পৃথিবীর ধন-সম্পদ নয়?

গীত ১৪৫

খ্রীষ্টরাজ ও তাঁর রাজ্যের মহিমা

ভূমিকা: মহান রাজা সদাপ্রভু ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত এক চমৎকার গীত, যেখানে তাঁর মহৎ সব কাজ ও তাঁর মহত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে, যা তাঁর রাজকীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। এখানে ঐতিহ্যগত ভঙ্গিতে ও ভাষায় ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা প্রকাশ করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে বর্ণানুক্রম ব্যবহার করা হয়েছে, যা গীতটি রচনার ক্ষেত্রে যত্নের পরিচয় দেয়। পুরো গীতটির কাঠামো বিবেচনা করেও বিষয়টি অনুধাবন করা যায়। দুই পদের ভূমিকা (পদ ১-২) এবং এক পদ বিশিষ্ট উপসংহারের মাঝে (পদ ২১) রয়েছে চারটি মূল পঙক্তিমালা (পদ ৩-৭, ৯-১৩ত, ১৩থ-১৬, ১৭-২০) যা ঈশ্বরের স্বর্গীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে: মহত্ত্ব, মঙ্গলময়তা, বিশ্বস্ততা, ধর্মশীলতা। প্রথম দুটি পঙক্তিমালায় পাঁচটি করে কাব্যিক পঙক্তি রয়েছে এবং শেষ দুটি পঙক্তিমালায় রয়েছে চারটি করে কাব্যিক পঙক্তি। প্রথম দুটি পঙক্তিমালার মধ্যে একটি বিষয়বস্ত ভিত্তিক পঙক্তি রয়েছে (পদ ৮) যা যাত্রা ৩৪:৬-৭ পদকে প্রতিফলিত করেছে। এই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়বস্তুটি কেন্দ্রীভূত হয়েছে (৬:৬ পদের

নোট দেখুন) এবং এখানে তা ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয় নি (কিন্তু এ প্রসঙ্গে ৮৬:১৫; ১০৩:৮-১২; ১১১:৪-৫; ১১৬:৫-৬ পদ দেখুন) যেন গীতটি ২২টি পঙক্তির বেশি বিস্তৃত না হয়। এছাড়া প্রথম দুটি পঙক্তিমালায় (পদ ৩-১৩ক) সদাপ্রভু ঈশ্বরের গৌরবময় রাজ্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, গৌরব ও মহিমার বর্ণনা করা হয়েছে, অন্য দিকে শেষ দুটি পঙক্তিমালায় (পদ ১৩খ-২০) তিনি কেন প্রশংসার যোগ্য সে কথা ব্যক্ত করা হয়েছে।

প্রশংসা। দায়ূদের।

গীত ১৪৫ : ক্রসরেফারেন্স

[১] আমি তোমার প্রতিষ্ঠা করবো,
হে আমার ঈশ্বর, আমার রাজা,
আমি অনন্তকাল তোমার নামের ধন্যবাদ করবো।
[২] প্রতিদিন আমি তোমার ধন্যবাদ করবো,
যুগে যুগে চিরকাল তোমার নামের প্রশংসা করবো।
[৩] সদাপ্রভু মহান ও অতীব প্রশংসনীয়;
তাঁর মহিমার তত্ত্ব পাওয়া যায় না।
[৪] বংশানুক্রমে এক পুরুষ অন্য পুরুষের কাছে
তোমার কাজগুলোর প্রশংসা করবে,
তোমার পরাক্রমের সমস্ত কাজ প্রচার করবে।
[৫] তোমার প্রভার গৌরবযুক্ত মহিমা,
ও তোমার আশ্চর্য সমস্ত কাজ আমি ধ্যান করবো।
[৬] আর লোকে তোমার ভয়াবহ সকল মহৎ
কাজের কথা বলবে,
এবং আমি তোমার মহিমা বর্ণনা করবো।
[৭] তারা তোমার মহৎ মঙ্গলভাবের খ্যাতি প্রচার করবে,
তোমার ধর্মশীলতার বিষয় গান করবে।
[৮] সদাপ্রভু কৃপাময় ও স্নেহশীল,
ক্রোধে ধীর ও অটল প্রেমে মহান।
[৯] সদাপ্রভু সকলের জন্য মঙ্গলময়,
তাঁর করুণা তাঁর সৃষ্ট সমস্ত জিনিসের উপরে আছে।
[১০] হে সদাপ্রভু, তোমার সমস্ত জিনিস
তোমার প্রশংসা করে,
এবং তোমার ভক্তরা তোমার ধন্যবাদ করে।
[১১] তারা তোমার রাজ্যের গৌরব বর্ণনা করে,
তোমার পরাক্রমের কথা বলে,
[১২] যেন মানুষকে জানাতে পারে তাঁর
পরাক্রমের সমস্ত কাজ,
এবং তাঁর রাজ্যের প্রতাপের গৌরব।

[১৪৫:১] গীত ৩০:১; ৩৪:১
[১৪৫:১] গীত ২:৬; ৫:২
[১৪৫:১] গীত ৫৪:৬
[১৪৫:২] গীত ৭১:৬
[১৪৫:২] গীত ৩৪:১; যিশা ২৫:১; ২৬:৮
[১৪৫:৩] গীত ৯৫:৩
[১৪৫:৩] ২শমূ ২২:৪; গীত ৯৬:৪
[১৪৫:৩] ইয়োব ৫:৯
[১৪৫:৪] গীত ২২:৩০
[১৪৫:৪] দ্বি.বি. ১১:১৯
[১৪৫:৪] গীত ৭১:১৬
[১৪৫:৫] গীত ৯৬:৬; ১৪৮:১৩
[১৪৫:৫] গীত ৭৫:১
[১৪৫:৬] গীত ৭৮:৪
[১৪৫:৬] গীত ৬৬:৩
[১৪৫:৬] দ্বি.বি. ৩২:৩
[১৪৫:৬] গীত ৭৫:১; ১০৬:২২
[১৪৫:৭] যাত্রা ১৮:৯; গীত ২৭:১৩
[১৪৫:৭] গীত ৫:১১; ১০১:১
[১৪৫:৭] গীত ১৩৮:৫
[১৪৫:৮] গীত ৮৬:১৫; ১০৩:৮
[১৪৫:৮] গীত ৮৬:৫
[১৪৫:৯] ১বংশা ১৬:৩৪; গীত ১৩৬:১; মথি ১৯:১৭; মার্ক ১০:১৮
[১৪৫:৯] গীত ১০৩:১৩-১৪
[১৪৫:১০] গীত ৮:৬; ১০৩:২২; ১৩৯:১৪
[১৪৫:১০] গীত ৩০:৪; ১৪৮:১৪; ১৪৯:৯
[১৪৫:১০] গীত ১১৫:১৭-১৮
[১৪৫:১১] পদ ১২-১৩; যাত্রা ১৫:২; মথি ৬:৩৩
[১৪৫:১১] গীত ২১:১৩
[১৪৫:১২] গীত ৭৫:১; ১০৫:১
[১৪৫:১২] পদ ১১; গীত ১০৩:১৯; যিশা ২:১০, ১৯, ২১

১৩ তোমার রাজ্য সর্বযুগের রাজ্য,
তোমার কর্তৃত্ব পুরুষানুক্রমে চিরস্থায়ী।
১৪ যারা পড়ে যাচ্ছে সদাপ্রভু তাদের সকলকে
ধরে রাখেন,
অবনত সকলকে তুলে ধরেন।
১৫ সকলের চোখ তোমার অপেক্ষা করে,
তুমিই যথাসময়ে তাদেরকে খাদ্য দিচ্ছ।
১৬ তুমিই তোমার হাত মুক্ত করে সমস্ত প্রাণীর বাঞ্ছা
পূর্ণ করে থাক।
১৭ সদাপ্রভু তাঁর সমস্ত পথে ধর্মশীল,
নিজের সমস্ত কাজে দয়াবান।
১৮ সদাপ্রভু সেই সকলেরই নিকটবর্তী, যারা তাঁকে ডাকে,
যারা সত্যে তাঁকে আহ্বান জানায়।
১৯ যারা তাঁকে ভক্তিপূর্ণ ভয় করে,
তিনি তাদের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন,
আর তাদের আর্তনাদ শুনে তাদেরকে নিস্তার করেন।
২০ যারা সদাপ্রভুকে প্রেম করে,
তাদের সকলের পথের উপর তাঁর দৃষ্টি আছে,
কিন্তু তিনি সমস্ত দুষ্টকে সংহার করবেন।
২১ আমার মুখ সদাপ্রভুর প্রশংসা বর্ণনা করবে;
আর সমস্ত প্রাণী যুগে যুগে চিরকাল তাঁর
পবিত্র নামের ধন্যবাদ করুক।

[১৪৫:১৩] যাত্রা ১৫:১৮; ১তীম ১:১৭; ২পিতর ১:১১; প্রকা ১১:১৫
[১৪৫:১৩] দ্বি.বি. ৭:৯; ১করি ১:৯
[১৪৫:১৩] যিহো ২৩:১৪
[১৪৫:১৪] গীত ৩৭:১৭
[১৪৫:১৪] ১শমূ ২:৮; গীত ১৪৬:৮
[১৪৫:১৪] গীত ৩৮:৬
[১৪৫:১৫] আদি ১:৩০; ইয়োব ২৮:৫; গীত ৩৭:২৫; মথি ৬:২৬
[১৪৫:১৬] গীত ৯০:১৪; ১০৪:২৮
[১৪৫:১৭] যাত্রা ৯:২৭; ইষ্রা ৯:১৫
[১৪৫:১৭] পদ ১৩
[১৪৫:১৮] গণনা ২৩:২১; গীত ৪৬:১; ফিলি ৪:৫
[১৪৫:১৮] গীত ১৮:৬; ৮০:১৮
[১৪৫:১৯] গীত ২০:৪
[১৪৫:১৯] ইয়োব ২২:২৮
[১৪৫:১৯] গীত ৩১:২২; ৪০:১
[১৪৫:১৯] ১শমূ ১০:১৯; গীত ৭:১০; ৩৪:১৮
[১৪৫:২০] গীত ১:৬
[১৪৫:২০] গীত ৩১:২৩; ৯১:১৪; ৯৭:১০
[১৪৫:২০] গীত ৯৪:২৩
[১৪৫:২১] গীত ৭১:৮
[১৪৫:২১] গীত ৬৫:২; ১৫০:৬
[১৪৫:২১] যাত্রা ৩:১৫; গীত ৩০:৪; ৯৯:৩

গীত ১৪৫ এর নোটসমূহ

শিরোনাম প্রশংসা: হিব্রু শব্দ 'তেহলিয়াহ্', যা গীতসংহিতায় শুধুমাত্র এই স্থানে পাওয়া যায়। এই শব্দটি এসেছে তেহলিম শব্দের একবচন হিসেবে। **দায়ূদের:** গীত ১৩৮-১৪৫ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

১৪৫:১-২ সদাপ্রভু ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা করার প্রারম্ভিক প্রতিজ্ঞা। **তোমার নাম:** ২১ পদ দেখুন, যার মধ্য দিয়ে গীতটিকে কাঠামোবদ্ধ করা হয়েছে।

১৪৫:৩-৭ ঈশ্বরের আশ্চর্য সব কাজের জন্য, তাঁর মহত্ত্বের জন্য (পদ ৩) এবং তাঁর মঙ্গলময়তার জন্য (পদ ৭) তাঁর প্রশংসা করা হয়েছে।

১৪৫:৪ প্রশংসা করবে ... প্রচার করবে। পদ ৫-৭, ১০-১২, ২১ দেখুন; এর সাথে ৯:১ পদের নোট দেখুন। **তোমার পরাক্রমের সমস্ত কাজ:** সৃষ্টি ও পরিত্রাণের মধ্য দিয়ে।

১৪৫:৭ ধর্মশীলতা। পদ ১৭ দেখুন; এর সাথে ৪:১ পদের নোট দেখুন।

১৪৫:৮ কেন্দ্রস্থিত পদ (উপরের ভূমিকা দেখুন) যা পদ ৯, ৯, ১৩খ, ১৭ এর সাথে বিষয়বস্তুগত দিক থেকে সমান গুরুত্বপূর্ণ। এখানে যাত্রা ৩৪:৬-৭ পদের স্বর্গীয় বৈশিষ্ট্যগুলোর চমৎকার সংযুক্তি ঘটেছে (উক্ত পদের নোট দেখুন)।

১৪৫:৯-১৩ক ঈশ্বরের ভালবাসার জন্য তাঁর প্রশংসা, যা তাঁর স্বর্গীয় রাজ্যের প্রত্যেকটি প্রাণকে তাঁর প্রশংসা করতে উদ্দীপ্ত করে তোলে।
১৪৫:১০ তোমার সমস্ত জিনিস তোমার প্রশংসা করে। ২১ পদ দেখুন; এর সাথে ৬৫:১৩ পদের নোট দেখুন। **ভক্তরা:** ৪:৩ পদের নোট দেখুন।
১৪৫:১৩খ-১৬ ঈশ্বরের বিশ্বস্ততার জন্য তাঁর প্রশংসা।
১৪৫:১৩খ, ১৭ দয়াবান। ৬:৪ পদের নোট দেখুন।
১৪৫:১৭-২০ ঈশ্বরের ধর্মশীলতার জন্য তাঁর প্রশংসা।
১৪৫:১৮ সত্যে। অর্থাৎ ঈশ্বরীয় পবিত্রতা ও নিষ্ঠা সহকারে।
১৪৫:২১ সদাপ্রভুর প্রশংসা অবশ্যই অবিরাম চলতে থাকবে এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রাণ তাতে অংশ নেবে– চিরকালের জন্য। **সমুদয় প্রাণী:** কিংবা বলা যেতে পারে "সমগ্র মানব জাতি" (আক্ষরিক অর্থে সমস্ত প্রাণীকুল; ৬৫:২ পদ দেখুন, সমস্ত লোকেরা; এর সাথে ১৫০:৬ পদও দেখুন)।

উপসংহার: রাজা-মশীহের ও তাঁর রাজ্যের মহিমার কথা প্রকাশ করা হয়েছে। এটা হল আরেকটি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে সাজানো ব্যক্তিগত প্রশংসার গীত। এতে সদাপ্রভুর অলৌকিক কাজের কথা, তাঁর প্রেমের কথা, তাঁর হাজার বছরের রাজত্বের কথা এবং নিজ সৃষ্টির প্রতি তাঁর দেখাশোনার কথা বলা হয়েছে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. এই গীতে ঈশ্বরের স্বর্গীয় ৪টি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা হয়েছে। প্রথম দুটি হল মহত্ত্ব, মঙ্গলময়তা। আপনি কি বলতে পারেন দ্বিতীয় দুটি বৈশিষ্ট্য কি?
২. এই গীত একটি ছন্দবদ্ধ হেয়ালী। যে শব্দটির উপর ভিত্তি করে ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্যগুলো শনাক্ত করা হয়েছে এমন একটি শব্দ দিয়ে ছন্দবদ্ধ হেয়ালী তৈরী করুন।

গীত ১৪৬

উদ্ধারকর্তা সদাপ্রভুর স্তবগান

ভূমিকা: ১৪৬-১৫০ পাঁচটি গীত সম্বলিত সর্বশেষ গীত সঙ্কলন, যার প্রত্যেকটিতে প্রশংসা সূচক হাল্লেলুইয়া উচ্চারিত হয়েছে। গীত ১৪৬ অধ্যায়টি হল সিয়োনের স্বর্গীয় রাজার প্রশংসা উচ্চারণ করে করা গীত, যেখানে বিশেষ করে সিয়োনের বাসিন্দাদের রক্ষা করণার্থে তাঁর বিশেষ ক্ষমতা ও বিশ্বস্ততা বর্ণিত হয়েছে। গীত ৩৩; ৬২; ১৪৫ অধ্যায়ের সাথে এই গীতের বিষয়বস্তুর অনেক মিল রয়েছে।

গীত ১৪৬ : ক্রসরেফারেন্স

[১] সদাপ্রভুর প্রশংসা হোক!
হে আমার প্রাণ, সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।

[১৪৬:১] গীত ১০৩:১; ১০৪:১

২ আমি সারা জীবন সদাপ্রভুর প্রশংসা করবো;
আমি যত কাল বেঁচে থাকি,
আমার ঈশ্বরের প্রশংসা গান করবো।
৩ তোমরা ভরসা করো না রাজন্যগণে,
বা কোন মানুষের উপর, যার কাছে কোন সাহায্য নেই।
৪ তার নিশ্বাস বের হয়ে গেলে সে মাটিতে ফিরে যায়;
সেই দিনেই তার সমস্ত সঙ্কল্প নষ্ট হয়।
৫ সুখী লোকেরা যাদের সহায় যাকোবের ঈশ্বর,
যাদের আশাভূমি সদাপ্রভু, তাদের ঈশ্বর।
৬ তিনি নির্মাণ করেছেন আকাশ ও পৃথিবী,
সমুদ্র ও তার মধ্যে যা কিছু আছে;
তিনি অনন্তকাল বিশ্বাস রক্ষা করেন।
৭ তিনি নির্যাতিতদের পক্ষে ন্যায়বিচার করেন,
তিনি ক্ষুধিতদের খাদ্য দান করেন;
সদাপ্রভু বন্দীদের মুক্ত করেন।
৮ সদাপ্রভু অন্ধদের চোখ খুলে দেন;
সদাপ্রভু অবনতদের তুলে ধরেন;
সদাপ্রভু ধার্মিকদের প্রেম করেন।
৯ সদাপ্রভু বিদেশীদের উপর দৃষ্টি রাখেন;
তিনি অনাথ ও বিধবাকে সুস্থির রাখেন,
কিন্তু দুষ্টদের পথ বাঁকা করেন।
১০ সদাপ্রভু অনন্তকাল রাজত্ব করবেন;
তোমার ঈশ্বর, হে সিয়োন,
পুরুষানুক্রমে রাজত্ব করবেন।
সদাপ্রভুর প্রশংসা হোক!

[১৪৬:২] গীত ১০৪:৩৩
[১৪৬:২] গীত ১০৫:২
[১৪৬:২] গীত ৬৩:৪
[১৪৬:৩] গীত ১১৮:৯
[১৪৬:৩] গীত ৬০:১১; ১০৮:১২; যিশা ২:২২
[১৪৬:৪] আদি ৩:১৯; ইয়োব ৭:২১; গীত ১০৩:১৪; উপ ১২:৭
[১৪৬:৪] গীত ৩৩:১০; ১করি ২:৬
[১৪৬:৫] গীত ৩৩:১৮; ৩৭:৯; ১১৯:৪৩; ১৪৪:১৫; যিরি ১৭:৭
[১৪৬:৫] গীত ৭০:৫; ৭১:৫; ১২১:২
[১৪৬:৬] ২বংশা ২:১২; গীত ১১৫:১৫; প্রেরিত ১৪:১৫; প্রকা ১০:৬
[১৪৬:৬] দ্বি.বি. ৭:৯; গীত ১৮:২৫; ১০৮:৪; ১১৭:২
[১৪৬:৭] গীত ৩৭:১৭
[১৪৬:৭] গীত ১০৩:৬
[১৪৬:৭] গীত ১০৭:৯; ১৪৫:১৫
[১৪৬:৭] গীত ৬৬:১১; ৬৮:৬
[১৪৬:৮] হিতো ২০:১২; যিশা [২৯:১৮; ৩২:৩; ৩৫:৫; ৪২:৭, ১৮-১৯; ৪৩:৮; মথি ১১:৫
[১৪৬:৮] যাত্রা ৪:১১
[১৪৬:৮] গীত ৩৮:৬
[১৪৬:৮] দ্বি.বি. ৭:১৩; ইয়োব ২৩:১০
[১৪৬:৯] লেবী ১৯:৩৪
[১৪৬:৯] গীত ১০:১৮
[১৪৬:৯] যাত্রা ২২:২২; যাকোব ১:২৭
[১৪৬:১০] আদি ২১:৩৩; ১বংশা ১৬:৩১; গীত ৯৩:১; ৯৯:১; প্রকা ১১:১৫

গীত ১৪৬ এর নোটসমূহ

১৪৬:১-২ ঈশ্বরের প্রশংসা করার জন্য প্রারম্ভিক মানত – সারা জীবনের জন্য (১৪৫:২১ পদ দেখুন এবং ৭:১৭ পদের নোট দেখুন)।

১৪৬:১ হে আমার প্রাণ, সদাপ্রভুর প্রশংসা কর। গীত ১০৩-১০৪ অধ্যায়ের কাঠামো বিশ্লেষণ করুন। **প্রাণ:** ৬:৩ পদের নোট দেখুন।

১৪৬:৩-৪ মানবীয় শক্তি ও ক্ষমতার উপরে নির্ভর না করে সদাপ্রভু ঈশ্বরের উপরে চূড়ান্তভাবে নির্ভর করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে (১১৮:১০-১১ পদ ও নোট দেখুন; ১৪৭:১০-১১ পদ দেখুন)।

১৪৬:৫-৯ যাকোবের ঈশ্বরের নিয়মের প্রতি ভরসা করার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহ জ্ঞাপন করা হয়েছে (১৪:৭ পদের নোট দেখুন), যিনি সৃষ্টিকর্তা হিসেবে সমস্ত কিছুর উপরে প্রভুত্ব করেন। তিনি বিশ্বস্তদেরকে রক্ষা করেন, অসহায়ের সহায় হন, দরিদ্রের অভাব মেটান এবং

ধার্মিককে যথাযথ মর্যাদায় ভূষিত করেন, কিন্তু দুষ্টকে সমুচিত শাস্তি দেন।
১৪৬:৬ তিনি নির্মাণ করেছেন আকাশ ও পৃথিবী। ১২১:২ পদের নোট দেখুন।
১৪৬:৭ তিনি নির্যাতিতদের পক্ষে ন্যায়বিচার করেন। ৯:৯; ১০:১৮; ১০৩:৬ পদ দেখুন। **ক্ষুধিতদের খাদ্য দান করেন:** ১৭:১৪; ৩৪:১০; ১০৭:৯ পদ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন যিশাইয় ৪৯:১০ পদ। **বন্দীদের মুক্ত করেন:** ৬৮:৬; ৭৯:১১; ১০২:২০; ১০৭:১০, ১৪; এর সাথে তুলনা করুন যিশাইয় ৪২:৭; ৬১:১ পদ ও নোট।
১৪৬:৮ অন্ধদের চোখ খুলে দেন। যিশাইয় ২৯:১৮; ৩৫:৫ পদ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন যিশাইয় ৪২:৭; ৪৩:৮। **অবনতদের তুলে ধরেন:** ১৪৫:১৪ পদ দেখুন। **ধার্মিক:** ১:৫ পদের নোট দেখুন।
১৪৬:৯ বিদেশীদের উপর দৃষ্টি রাখেন ... এতিম ও বিধবাকে সুস্থির রাখেন। দ্বি.বি. ১০:১৮ পদ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন যিশাইয় ১:১৭; ৯:১৭ পদ ও নোট; এর সাথে তুলনা করুন যিরমিয় ২২:১৬; যাকোব ১:১৭। **দুষ্টদের পথ বাঁকা করেন:** এর সাথে তুলনা করুন ১০৪:৩৫; ১৪৫:২০।
১৪৬:১০ ঈশ্বরের রাজকীয় নগরীর অধিবাসীদের সমাপনী প্রশংসা বাণী। **সদাপ্রভু অনন্তকাল রাজত্ব করবেন:** ৯৩:১ পদ ও নোট দেখুন। সিয়োন। ৯:১১ পদ ও নোট দেখুন।

উপসংহার: হাল্লেলূইয়া! যাকোবের ঈশ্বর। এটা হল ঈশ্বরের নাম যিনি অসহায় পাপীদের ভালবাসেন এবং উদ্ধারের জন্য দয়া দেখান। তথাপি একই সময়ে ঈশ্বর শক্তিশালী সৃষ্টিকর্তা; তিনি বিশ্বস্ত, ন্যায়বান এবং তিনি ভবিষ্যতের জন্য সাহায্য প্রদান করেন। ঈশ্বর হলেন মহিমান্বিত উদ্ধারকর্তা ও রক্ষাকর্তা এবং অনন্তকালীন রাজা।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. কেন আপনি মনে করেন যে, এই পুস্তকটি পাঁচটি হাল্লেলূয়া গীত দিয়ে শেষ হয়েছে?
২. এই গীতে আপনি ঈশ্বরের অনুগ্রহ সম্পর্কে কি শিখেন?
৩. কিভাবে বিশ্বাসীরা এই অনুগ্রহ করা শিক্ষা করতে পারে? কিভাবে তারা দেখাতে পারে যে, ঈশ্বর দয়ালু ও প্রেমময়?

গীত ১৪৭

যিরূশালেমের দেখাশুনা করার জন্য সদাপ্রভুর প্রশংসা করা

ভূমিকা: সৃষ্টিকর্তা ও সদাপ্রভু ঈশ্বরের প্রশংসা হোক কারণ তিনি ইস্রায়েলের জন্য দয়া দেখিয়েছেন – সম্ভবত একটি লেবীয় গীত হিসেবে যিরূশালেম নগরীর দেয়াল পুনর্নির্মাণ করার সময় এটি লেখা হয়েছিল (নহিমিয় ১২:২৭-৪৩ পদ দেখুন)।

১ সদাপ্রভুর প্রশংসা হোক!
কেননা আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসা-গীত করা উত্তম;
তা মনোহর ও প্রশংসার উপযুক্ত।
২ সদাপ্রভু যিরূশালেম গাঁথেন,
তিনি ইস্রায়েলের দূরীকৃতদের সংগ্রহ করেন।
৩ তিনি ভগ্নচিত্তদেরকে সুস্থ করেন,
তাদের সমস্ত ক্ষত বেঁধে দেন।
৪ তিনি তারাগুলোর সংখ্যা গণনা করেন,
সকলের নাম ধরে তাদের ডাকেন।
৫ আমাদের প্রভু মহান ও অতিশয় শক্তিমান;
তাঁর বুদ্ধির সীমা নেই।
৬ সদাপ্রভু নম্রদেরকে সুস্থির রাখেন,
তিনি দুষ্টদেরকে ভূমিতে ছুঁড়ে ফেলেন।
৭ তোমরা স্তবসহ সদাপ্রভুর উদ্দেশে গান গাও,
বীণাযন্ত্রে আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসা গাও।
৮ তিনি মেঘমালায় আকাশ আচ্ছন্ন করেন,
তিনি পৃথিবীর জন্য বৃষ্টি প্রস্তুত করেন,
তিনি পর্বতমালার উপরে ঘাস জন্মাতে দেন।
৯ তিনি পশুকে তার খাদ্য দেন,
দাঁড়কাকের বাচ্চাগুলোকে দেন, যারা ডেকে উঠে।
১০ ঘোড়ার বলে তিনি আনন্দ করেন না,
পুরুষের চরণের শক্তিতেও সন্তুষ্ট হন না।
১১ সদাপ্রভু তাদের উপর সন্তুষ্ট,
যারা তাঁকে ভক্তিপূর্ণ ভয় করে,
যারা তাঁর অটল প্রেমের অপেক্ষায় থাকে।
১২ হে যিরূশালেম, সদাপ্রভুর গুণঘোষণা কর;
হে সিয়োন, তোমার ঈশ্বরের প্রশংসা কর।
১৩ কেননা তিনি তোমার দ্বারের সমস্ত অর্গল
দৃঢ় করে দিয়েছেন,
তিনি তোমার মধ্যে তোমার সন্তানদেরকে
আশীর্বাদ করেছেন।
১৪ তিনি তোমার পরিসীমা শান্তিময় করেন,
তিনি উৎকৃষ্ট গম দিয়ে তোমাকে তৃপ্ত করেন।
১৫ তিনি পৃথিবীতে তাঁর আদেশ পাঠান,
তাঁর বাক্য বেগে ধাবমান হয়।
১৬ তিনি মেষলোমের মত তুষার দেন,
তিনি ভস্মের মত নীহার ছড়িয়ে দেন।

গীত ১৪৭ : ক্রসরেফারেন্স

[১৪৭:১] গীত ১৩৫:৩
[১৪৭:১] গীত ৩৩:১
[১৪৭:২] গীত ৫১:১৮
[১৪৭:২] গীত ১০৬:৪৭
[১৪৭:৩] গীত ৩৪:১৮
[১৪৭:৩] গণনা ১২:১৩; ইয়োব ৫:১৮; যিশা ১:৬; যিহি ৩৪:১৬
[১৪৭:৪] আদি ১৫:৫
[১৪৭:৫] গীত ৪৮:১
[১৪৭:৫] যাত্রা ১৪:৩১
[১৪৭:৫] গীত ১৪৫:৩; যিশা ৪০:২৮
[১৪৭:৬] ২বংশা ৩৩:২৩; গীত ১৪৬:৮-৯
[১৪৭:৬] গীত ৩৭:৯-১০; ১৪৫:২০
[১৪৭:৭] গীত ৩০:৪; ৩৩:৩
[১৪৭:৭] গীত ৪২:৪
[১৪৭:৭] গীত ২৭:৬
[১৪৭:৭] গীত ৯৮:৫
[১৪৭:৮] ইয়োব ২৬:৮
[১৪৭:৮] দ্বি.বি. ১১:১৪; ৩২:২; ২শমূ ১:২১; ইয়োব ৫:১০
[১৪৭:৮] ইয়োব ২৮:২৬; গীত ১০৪:১৪
[১৪৭:৯] আদি ১:৩০; গীত ১০৪:২৭-২৮; মথি ৬:২৬
[১৪৭:৯] আদি ৮:৭
[১৪৭:১০] ১শমূ ১৬:৭
[১৪৭:১০] ইয়োব ৩৯:১১; গীত ৩৩:১৬-১৭
[১৪৭:১১] গীত ৩৫:২৭
[১৪৭:১১] গীত ৩৩:১৮; ১০৩:১১
[১৪৭:১১] গীত ১১৯:৪৩
[১৪৭:১১] গীত ৬:৪
[১৪৭:১২] গীত ৪৮:১
[১৪৭:১৩] দ্বি.বি. ৩৩:২৫
[১৪৭:১৩] লেবী ২৫:২১; গীত ১২৮:৫; ১৩৪:৩
[১৪৭:১৪] লেবী ২৬:৬; ২শমূ ৭:১০; যিশা ৪৮:১৮
[১৪৭:১৪] গীত ১৩২:১৫
[১৪৭:১৪] দ্বি.বি. ৩২:১৪
[১৪৭:১৫] ইয়োব ৩৭:১২; গীত ৩৩:৯; ১৪৮:৫
[১৪৭:১৫] যিশা ৫৫:১১
[১৪৭:১৬] গীত ১৪৮:৮
[১৪৭:১৬] ইয়োব ৩৭:১২; ৩৮:২৯

১৭ তিনি খণ্ড খণ্ড করে তাঁর শিলাবৃষ্টি পাঠান;
তাঁর শীতের সম্মুখে কে দাঁড়াতে পারে?
১৮ তিনি তাঁর বাক্য পাঠিয়ে সেই সমস্ত গলিয়ে ফেলেন,
তিনি তাঁর বায়ু বহালে জল প্রবাহিত হয়।
১৯ তিনি জানান যাকোবকে তাঁর বাক্য,
ইস্রায়েলকে তাঁর বিধি ও অনুশাসনগুলো।
২০ তিনি আর কোন জাতির জন্য এরকম করেন নি,
তাঁর সমস্ত অনুশাসন তারা জানে নি।
সদাপ্রভুর প্রশংসা হোক!

[১৪৭:১৭] যাত্রা ৯:২২-২৩; ইয়োব ৩৮:২২; গীত ৭৮:৪৭
[১৪৭:১৮] পদ ১৫; গীত ৩৩:৯; ১০৭:২০
[১৪৭:১৮] গীত ৫০:৩
[১৪৭:১৯] যাত্রা ২০:১; রোমীয় ৩:২
[১৪৭:১৯] গীত ৭৮:৫
[১৪৭:১৯] দ্বি.বি. ৩৩:৪; যিহো ১:৮; রাজা ২২:৮; মালা ৪:৪; রোমীয় ৯:৪
[১৪৭:২০] দ্বি.বি. ৪:৭-৮, ৩২-৩৪
[১৪৭:২০] গীত ৭৯:৬
[১৪৭:২০] গীত ৩৩:২; ১০৩:১

গীত ১৪৭ এর নোটসমূহ

১৪৭:১ ১৩৫:৩ পদের নোট দেখুন।

১৪৭:২ গাঁথেন। এখানে বন্দীদশার পরবর্তী সময়ে যিরূশালেম নগরী পুনর্নির্মাণ করার কথা বলা হচ্ছে। **দূরীকৃতদের:** অর্থাৎ বন্দীদশায় যাওয়া ইস্রায়েলের সমস্ত লোকদের কথা এখানে বোঝানো হয়েছে; যিশাইয় **১১:১০**; ৫৬:৮ পদ দেখুন।

১৪৭:৩ ভগ্নচিত্ত। অর্থাৎ যাদেরকে বন্দীদশায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল (গীত **১৩৭** অধ্যায় দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন গীত **১২৬** অধ্যায়) এবং যারা যিরূশালেমের প্রাচীর পুনর্নির্মাণ করতে গিয়ে প্রচুর বিরোধিতা ও জটিলতার মুখে পড়েছিল (নহিমিয় ২:১৭-২০; ৪:১-২৩)।

১৪৭:৬ নম্র। যারা এ কথা স্বীকার করে যে, তারা নিজেরা কিছুই নয় এবং সদাপ্রভু ঈশ্বরই তাদের সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতার উৎস। তারা শুধুমাত্র সদাপ্রভুর উপরেই আস্থা রাখে ও নির্ভর করে (১৪৯:৪ পদ দেখুন; এর সাথে দেখুন ২২:২৬; ৩৭:১১; ৬৯:৩২ পদ ও নোট)। **ভূমি:** সম্ভবত এখানে কবর বোঝানো হয়েছে (৬১:২ পদের নোট দেখুন)।

১৪৭:৭-৯ ইস্রায়েলের ঈশ্বর হলেন সৃষ্টিকর্তা সদাপ্রভু, যিনি সমস্ত জীবন্ত প্রাণীর প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদান যুগিয়ে থাকেন।

১৪৭:১১ ভক্তিপূর্ণ ভয়। ৩৪:৮-১৪ পদের নোট দেখুন। **অটল প্রেম:** ৬:৪ পদের নোট দেখুন।

১৪৭:১২-১৮ সমগ্র সৃষ্ট জগতের সদাপ্রভু, সিয়োনের ঈশ্বর তাঁর লোকদের সুরক্ষা ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করেন, তাদের জীবনে সুখ ও শান্তি বিধান করেন।

১৪৭:১৫ তাঁর আদেশ ... তাঁর বাক্য। এখানে সদাপ্রভুর আদেশ ও বাক্যকে ব্যক্তিকরণ করে তাঁর স্বর্গীয় প্রতিনিধি হিসেবে দেখানো হয়েছে (পদ **১৮** দেখুন)।

১৪৭:১৯-২০ ইস্রায়েল জাতির প্রতি ঈশ্বরের সবচেয়ে মূল্যবান উপহার হচ্ছে তাঁর প্রদত্ত পরিত্রাণ, যা তাদেরকে অনন্ত জীবন দান করবে।

উপসংহার: হাল্লেলূইয়া! তাঁর শক্তি ও যত্নের জন্য। ইস্রায়েলকে দেখাশোনা করবার জন্য বিশেষভাবে প্রশংসা করা হয়েছে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্নঃ

১. কেন প্রভুর প্রশংসা এত উচ্চস্বরে গাওয়া হয়?
২. কেন প্রতিদিন একটি ধন্যবাদ দিবস পালন করা উচিত?

গীত ১৪৮

সার্বজনীনভাবে সদাপ্রভু ঈশ্বরের প্রশংসা করা

ভূমিকাঃ সমগ্র সৃষ্টি জগতকে সদাপ্রভুর প্রশংসা করার জন্য এখানে আহ্বান জানানো হয়েছে। গীতটি রচনার মূল উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন, এখানে এই শেষ পাঁচটি গীতের মধ্যবর্তী গীত হিসেবে এটি স্থাপনের উদ্দেশ্য হচ্ছে গীতসংহিতার সমাপ্তির ঠিক আগে সদাপ্রভুর প্রশংসা ও গৌরব জ্ঞাপনের পরিধি পূর্ণ করা (গীত ১৪৬-১৫০ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)।

[১] সদাপ্রভুর প্রশংসা হোক!
স্বর্গ থেকে সদাপ্রভুর প্রশংসা কর;
ঊর্ধ্বস্থানে তাঁর প্রশংসা কর।
[২] হে তাঁর সমস্ত দূত, তাঁর প্রশংসা কর;
হে তাঁর সমস্ত বাহিনী, তাঁর প্রশংসা কর।
[৩] হে সূর্য ও চন্দ্র, তাঁর প্রশংসা কর;
হে উজ্জ্বল সমস্ত তারা, তাঁর প্রশংসা কর।
[৪] হে উচ্চতম স্বর্গ, তাঁর প্রশংসা কর।
হে আকাশের উপরের জলরাশি,
তোমরাও তাঁর প্রশংসা কর।
[৫] এরা সদাপ্রভুর নামের প্রশংসা করুক,
কেননা তিনি আদেশ করলেন, আর এরা সৃষ্ট হল;
[৬] তিনি চিরকালের জন্য তাদেরকে স্থাপন করেছেন,
তিনি একটি নিয়ম দিয়েছেন, কেউ তা ভাঙ্গতে পারবে না।
[৭] পৃথিবী থেকে সদাপ্রভুর প্রশংসা কর,
হে প্রকাণ্ড জলচরগুলো ও সমস্ত জলধি;
[৮] আগুন ও শিলা, তুষার ও বাষ্প,
তাঁর আদেশ পালন-করা প্রচণ্ড বায়ু;
[৯] পর্বতরাজি ও সমস্ত উপপর্বত,
ফলের গাছগুলো ও সমস্ত এরস গাছ;
[১০] বন্য পশুদের ও সমস্ত গৃহপালিত পশু;
সরীসৃপ ও উড়ে বেড়ানো সমস্ত পাখি;

গীত ১৪৮ : ক্রসরেফারেন্স

[১৪৮:১] গীত ৩৩:২; ১০৩:১
[১৪৮:১] গীত ১৯:১; ৬৯:৩৪; ১৫০:১
[১৪৮:২] গীত ১০৩:২০
[১৪৮:২] ১রাজা ২২:১৯
[১৪৮:৩] গীত ১৯:১
[১৪৮:৪] দ্বি.বি. ১০:১৪
[১৪৮:৪] আদি ১:৭
[১৪৮:৫] গীত ১৪৫:২১
[১৪৮:৫] গীত ১৪৭:১৫
[১৪৮:৬] যিরি ৩১:৩৫-৩৬; ৩৩:২৫
[১৪৮:৭] গীত ৩৩:২
[১৪৮:৭] আদি ১:২১; গীত ৭৪:১৩-১৪
[১৪৮:৭] দ্বি.বি. ৩৩:১৩
[১৪৮:৮] যাত্রা ৯:১৮; যিহো ১০:১১
[১৪৮:৮] ইয়োব ৩৭:১১-১২; গীত ১০৩:২০; ১৪৭:১৫-১৮
[১৪৮:৯] যিশা ৪৪:২৩; ৪৯:১৩; ৫৫:১২
[১৪৮:১০] যিশা ৪৩:২০; হোশেয় ২:১৮

১১ পৃথিবীর রাজারা ও সমস্ত জাতি;
শাসনকর্তারা ও পৃথিবীর সকল বিচারকর্তা;
১২ যুবক ও যুবতীরা;
বৃদ্ধ লোকেরা ও বালক-বালিকারা;
১৩ সকলে সদাপ্রভুর নামের প্রশংসা করুক,
কেননা কেবল তাঁরই নাম উন্নত,
তাঁর গৌরব পৃথিবী ও স্বর্গের উপরে স্থাপিত।
১৪ আর তিনি তাঁর লোকদের জন্য একটি শৃঙ্গ উত্তোলন করেছেন,
তাঁর সমস্ত ভক্তের জন্য প্রশংসা কর,
যারা তাঁর কাছের লোক,
ইস্রায়েল-সন্তানদের জন্য তাঁর প্রশংসা কর।
সদাপ্রভুর প্রশংসা হোক!

[১৪৮:১১] গীত ১০২:১৫
[১৪৮:১৩] গীত ১১৩:২; ১৩৮:৪
[১৪৮:১৩] গীত ১৪৫:৫
[১৪৮:১৩] গীত ৮:১
[১৪৮:১৪] ১শমূ ২:১
[১৪৮:১৪] যাত্রা ১৫:২; গীত ২২:৩
[১৪৮:১৪] গীত ১৪৫:১০
[১৪৮:১৪] দ্বি.বি. ২৬:১৯

গীত ১৪৮ এর নোটসমূহ

১৪৮:১-৬ স্বর্গের সকল প্রাণী সদাপ্রভুর প্রশংসা করুক।

১৪৮:২ তাঁর সমস্ত বাহিনী। ১০৩:২১ পদ ও নোট দেখুন।

১৪৮:৩ সূর্য ও চন্দ্র ... উজ্জ্বল সমস্ত তারা। ৬৫:১৩ পদের নোট দেখুন।

১৪৮:৪ আকাশের উপরের জলরাশি। উপরের "গভীর" স্থান (আদিপুস্তক ১:৭ পদ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ৭ পদের "সমস্ত জলধি" বা গভীর সমুদ্র; ৪২:৭ পদের নোট দেখুন)।

১৪৮:৫, ১৩ সদাপ্রভুর নাম। ৫:১১ পদের নোট দেখুন। তারা সদাপ্রভু ঈশ্বরের প্রশংসা করছে কারণ তিনিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের অস্তিত্ব তিনিই টিকিয়ে রেখেছেন।

১৪৮:৭-১৪ পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী সদাপ্রভুর প্রশংসা করুক; দেখুন ৮৯:১১; ১১৩:৬; ১৩৬:৫-৬; আদিপুস্তক ২:১, ৪ পদ)।

১৪৮:৭ প্রকাণ্ড জলচরগুলো ও সমস্ত জলধি। আদিপুস্তক ১ অধ্যায় অনুসারে (আদিপুস্তক ১:৭, ১০, ২১ পদ দেখুন) এই আহ্বানটি শুরু হয়েছে এবং এগিয়ে গেছে মানবীয় উপাদানের দিকে। এখানে একে একে সমস্ত প্রাণীকুলের বর্ণনা করা হয়েছে যারা মানুষের কর্তৃত্বের অধীনে থাকে।

১৪৮:৮ তাঁর আদেশ পালন-করা। আক্ষরিক অর্থে তাঁর কথা বা বাক্য (১৪৭:১৫ পদ ও নোট দেখুন)।

১৪৮:১৩-১৪ নাটকীয় পরিসমাপ্তি, যেখানে মূল বিষয়বস্তু সদাপ্রভু ঈশ্বরের প্রশংসা ও গৌরব সাধন (পদ ৫-৬ দেখুন)।

১৪৮:১৩ সদাপ্রভুর নাম ... তাঁর গৌরব। তাঁর সৃষ্টি কাজের মধ্য দিয়ে যে গৌরব প্রকাশিত হয়েছে। **উন্নত ... স্বর্গের উপরে:** সৃষ্টির গৌরবের চেয়ে সৃষ্টিকর্তার গৌরব অনেক বেশি উচ্চীকৃত।

১৪৮:১৪ শৃঙ্গ। অর্থাৎ সদাপ্রভুর অভিষিক্ত জন (১৩২:১৭ পদ ও নোট দেখুন; এর সাথে

২:২ পদের নোট ও গীত ১৮ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)।

উপসংহার: হাল্লেলূইয়া! স্বর্গে সমস্ত সৃষ্টি তাঁর প্রশংসা করবে এবং পৃথিবীতে তাঁর গৌরব করবে।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. কিভাবে আকাশ প্রভুর প্রশংসা করে? কিভাবে পৃথিবী প্রভুর প্রশংসা করে?
২. কখন প্রভু সর্বজনীন প্রশংসা পাবেন? প্রশংসার সময়টা কতটুকু গৌরবান্বিত করা উচিত? কেন?
৩. কেন একজন বিশ্বাসী সারা জীবনের জন্য ঈশ্বরের অধীনে থাকা অসম্ভব?

গীত ১৪৯

সদাপ্রভু ঈশ্বরের কৃত মঙ্গলের জন্য প্রশংসা করা

ভূমিকা: সদাপ্রভু ঈশ্বরের প্রশংসা করা হয়েছে, কারণ তিনি তাঁর জাতি ইস্রায়েলকে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেছেন।

[১] সদাপ্রভুর প্রশংসা হোক!
সদাপ্রভুর উদ্দেশে নতুন গান গাও;
বিশ্বস্ত লোকদের সমাজে তাঁর প্রশংসা গাও।
[২] ইস্রায়েল তাঁর নির্মাণকর্তাতে আনন্দ করুক,
সিয়োন-সন্তানেরা নিজেদের রাজাতে উল্লসিত হোক।
[৩] তারা নৃত্যযোগে তাঁর নামের প্রশংসা করুক,
তবল ও বীণাযোগে তাঁর প্রশংসা গান করুক;
[৪] কেননা সদাপ্রভু তাঁর লোকদের প্রতি প্রীত,
তিনি নম্রদেরকে বিজয়ে ভূষিত করবেন।
[৫] বিশ্বস্ত লোকেরা গৌরবে উল্লসিত হোক;
তারা নিজ নিজ বিছানায় আনন্দগান করুক।
[৬] তাদের কণ্ঠে ঈশ্বরের উঁচু প্রশংসা,
তাদের হাতে দ্বিধার খড়্গ থাকুক;
[৭] যেন তারা জাতিদেরকে প্রতিফল দেয়,
লোকবৃন্দকে শাস্তি দেয়;
[৮] যেন তাদের রাজাদেরকে শিকলে,
তাদের মান্যগণ্যকে লোহার বেড়ী দিয়ে বাঁধে;
[৯] যেন তাদের বিরুদ্ধে লেখা বিচার নিষ্পন্ন করে;

গীত ১৪৯ : ক্রসরেফারেন্স

[১৪৯:১] গীত ৩৩:২; ১০৩:১
[১৪৯:১] গীত ২৮:৭; ৯৬:১; প্রকা ৫:৯
[১৪৯:১] গীত ১:৫
[১৪৯:২] যিশা ১৩:৩; যিরি ৫১:৪৮
[১৪৯:২] ইয়োব ১০:৩; গীত ৯৫:৬; যিশা ৪৪:২; ৪৫:১১; ৫৪:৫
[১৪৯:২] গীত ১০:১৬; ৪৭:৬; যিশা ৩২:১; সখ ৯:৯
[১৪৯:৩] যাত্রা ১৫:২০
[১৪৯:৩] গীত ৫৭:৮
[১৪৯:৪] গীত ৩৫:২৭; ১৪৭:১১
[১৪৯:৪] গীত ১৩২:১৬
[১৪৯:৫] গীত ১৩২:১৬
[১৪৯:৫] ইয়োব ৩৫:১০; গীত ৪২:৮
[১৪৯:৬] গীত ৬৬:১৭
[১৪৯:৬] ইব ৪:১২; প্রকা ১:১৬
[১৪৯:৬] যিহি ৪:১৭
[১৪৯:৭] গণনা ৩১:৩; দ্বি.বি. ৩২:৪১
[১৪৯:৭] গীত ৮১:১৫
[১৪৯:৮] ২শমূ ৩:৩৪; যিশা ১৪:১-২
[১৪৯:৮] ২বংশা ৩৩:১১
[১৪৯:৯] দ্বি.বি. ৭:১; যিহি ২৮:২৬
[১৪৯:৯] গীত ১৪৫:১০

এ-ই হল তাঁর সমস্ত ভক্তের গৌরব।
সদাপ্রভুর প্রশংসা হোক!

গীত ১৪৯ এর নোটসমূহ

গীত ১৪৯:১ নতুন গীত। ৩৩:৩ পদের নোট দেখুন। **বিশ্বস্ত লোকদের সমাজে:** ৯:১ পদের নোট দেখুন।

১৪৯:২-৫ ইস্রায়েলীয়রা তাদের রাজাতে আনন্দ করুক, যিনি তাদেরকে মর্যাদাপূর্ণ পরিত্রাণের মুকুটে ভূষিত করেছেন।

১৪৯:৩ তাঁর নাম। ৫:১১ পদের নোট দেখুন।

১৪৯:৪ বিজয়ে ভূষিত করবেন। তিনি তাদেরকে মহা গৌরব ও সম্মান দান করবেন (যিশাইয় ৫৫:৫; ৬০:৯; ৬১:৩ পদ দেখুন)। **নম্র:** যারা স্বীকার করে যে তাদের নিজেদের কোন শক্তি বা কর্তৃত্ব নেই (১৪৭:৬ পদ ও নোট দেখুন)।

১৪৯:৬-৯ ইস্রায়েল সদাপ্রভুর প্রশংসা করুক যিনি তাদেরকে তাঁর পরিচর্যাকারী সৈন্যবাহিনীতে তাঁর তলোয়ার বহন করার মহিমা দান করেছেন (এর সাথে তুলনা করুন গীত ১৩৭; ১৩৯:১৯-২২; ইষ্রা ৩৮-৩৯; দানি ২:৪৪; ৭:২২, ২৬-২৭; আমোষ ৯:১২)।

১৪৯:৭ প্রতিফল। যারা সদাপ্রভু ঈশ্বরের রাজ্যে আক্রমণ করবে তাদেরকে তিনি সমুচিত শাস্তি দেবেন। অনেক ক্ষেত্রে পুরাতন নিয়মে এই স্বর্গীয় প্রতিফল দান বা শাস্তি দানের বিষয়টি উঠে এসেছে: ৫৮:১০; ৭৯:১০; ৯৪:১; গণনা ৩১:২; দ্বি.বি. ৩২:৩৫, ৪১, ৪৩; ২ রাজাবলি ৯:৭; যিশাইয় ৩৪:৮; ৩৫:৪; ৪৭:৩; ৫৯:১৭; ৬১:২; ৬৩:৪; যিরমিয় ৪৬:১০; ৫০:১৫, ২৮; ৫১:৬, ১১, ৩৬; যিহিষ্কেল ২৫:১৪, ১৭; মীখা ৫:১৫; নহিমিয় ১:২।

উপসংহার: হাল্লেলূইয়া! উদ্ধারের নতুন গীত গাও। উদ্ধারপ্রাপ্ত ইস্রায়েলীয়রা হাল্লেলূইয়া গীতের ধূয়া গাইবে। এর কারণ হল ঈশ্বর তাদের বিজয় দিয়েছেন এবং তাঁর লোকদের নির্দোষিতা প্রমাণ করেছেন।

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. একত্রে উপাসনা করে আমরা কিভাবে বিপদে পড়া থেকে দূরে থাকতে পারি?
২. দায়ূদ ঈশ্বরের উপস্থিতির আশা করতেন। কিভাবে আপনার জীবন এই সত্য প্রতিফলিত করে যে, প্রভু সব সময় আপনার সাথে আছেন?
৩. উপাসনা করার সময় আবেগ ও বুদ্ধি এই দুটি উপাদানকে আপনি কিভাবে সামঞ্জস্য করবেন?

গীত ১৫০

সদাপ্রভু ঈশ্বরের মহত্বের জন্য তাঁর প্রশংসা করা

ভূমিকা: সর্বশেষ মহা হাল্লেলুইয়া গীত – সম্ভবত গীতসংহিতার যবনিকা পতনের জন্য এই গীতটিকে বিশেষভাবে রচনা করা হয়েছে। এর আগের চারটি খণ্ডের সমাপ্তি ঘোষণা করার জন্য যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তা দেখুন: ৪১:১৩; ৭২:১৮-১৯; ৮৯:৫২; ১০৬:৪৮। গীত ১৪৬-১৫০ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

গীত ১৫০ : ক্রসরেফারেন্স

১ সদাপ্রভুর প্রশংসা হোক!
ঈশ্বরের পবিত্র স্থানে তাঁর প্রশংসা কর;
তাঁর শক্তির শূন্যস্থানে তাঁর প্রশংসা কর।
২ তাঁর পরাক্রম-কার্যগুলোর জন্য তাঁর প্রশংসা কর;
তাঁর অপার মহিমার জন্য তাঁর প্রশংসা কর।
৩ তূরীধ্বনিসহ তাঁর প্রশংসা কর;
নেবল ও বীণাযন্ত্রে তাঁর প্রশংসা কর।
৪ তবল ও নৃত্যযোগে তাঁর প্রশংসা কর;
তারযুক্ত যন্ত্র ও বাঁশীর আওয়াজে তাঁর প্রশংসা কর;
৫ সুশ্রাব্য করতালযোগে তাঁর প্রশংসা কর;
উচ্চধ্বনি করতালযোগে তাঁর প্রশংসা কর।
৬ শ্বাসবিশিষ্ট সকলেই সদাপ্রভুর প্রশংসা করুক!
সদাপ্রভুর প্রশংসা হোক!

[১৫০:১] গীত ১১২:১
[১৫০:১] গীত ৬৮:২৪-২৬; ৭৩:১৭; ১০২:১৯
[১৫০:১] গীত ১৪৮:১
[১৫০:২] দ্বি.বি. ৩:২৪
[১৫০:২] যাত্রা ১৫:৭
[১৫০:৩] গণনা ১০:২
[১৫০:৩] গীত ৫৭:৮
[১৫০:৪] যাত্রা ১৫:২০
[১৫০:৪] গীত ৪৫:৮
[১৫০:৪] আদি ৪:২১
[১৫০:৫] ২শমূ ৬:৫
[১৫০:৬] গীত ১০৩:২২

গীত ১৫০ এর নোটসমূহ

১৫০:১ যেখানে সদাপ্রভুর প্রশংসা করা উচিত: ঈশ্বরের পবিত্র স্থান, অর্থাৎ যিরূশালেমে। **তাঁর শক্তির শূন্যস্থানে:** আক্ষরিক অর্থে "তাঁর শক্তির কোষাগারে" (দেখুন **১৯:১**, আকাশ; আদিপুস্তক **১:৬**)।

১৫০:২ কেন সদাপ্রভুর প্রশংসা করা উচিত: তাঁর আশ্চর্য কাজগুলোর জন্য। সৃষ্টি ও পরিত্রাণের মধ্য দিয়ে তিনি যে আশ্চর্য ও আশ্চর্য কাজ সাধন করেছেন। **তাঁর অপার মহিমার জন্য:** অর্থাৎ তিনি ঈশ্বর বলেই তাঁর প্রশংসা করা উচিত।

১৫০:৩-৫ কিভাবে সদাপ্রভুর প্রশংসা করা উচিত: **তূরীধ্বনিসহ ... নেবল ও বীণাযন্ত্রে:** অর্থাৎ সমস্ত উপকরণ ও সামর্থ্য ব্যয় করে, সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে তাঁর প্রশংসা করা উচিত।

১৫০:৬ কে সদাপ্রভু ঈশ্বরের প্রশংসা করবে: **শ্বাসবিশিষ্ট সকলেই সদাপ্রভুর প্রশংসা করুক!** শুধু গীত-গায়ক দল নয়, তাঁকে উপাসনা করে, তাঁকে ভালবাসা করে, তাঁর উপরে নির্ভর করে এমন প্রত্যেকেই গলা খুলে দিয়ে ও হাত তুলে দিয়ে সদাপ্রভু ঈশ্বরের প্রশংসা করবে। **সদাপ্রভুর প্রশংসা হোক!** হিব্রু শব্দ 'হাল্লেলু ইয়াহ্'। আরও কয়েকটি বিখ্যাত হাল্লেল গীত সম্পর্কে জানতে দেখুন প্রকাশিত বাক্য **১৯:১-৮** পদ এবং **১৯:১** পদের নোট।

উপসংহার: হাল্লেলূইয়া! সার্বজনীন প্রশংসার মহান শৃঙ্গ। এই সৃষ্টির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা করা। কেবলমাত্র ঈশ্বরই গৌরব পাবার যোগ্য। হাল্লেলূইয়া!

গভীর চিন্তা ও জীবনে প্রয়োগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন:

১. কিভাবে এই গীতটির মধ্যে উপাসনার একটি উচ্চ স্বরের প্রশংসা-গান দিয়ে এই পুস্তকটি শেষ করেছেন?
২. কিভাবে আপনার গীতসংহিতার এই অধ্যয়নটি আপনাকে ঈশ্বরের উপাসনা করতে ও তাঁর সেবা করতে সাহায্য করেছে?
৩. কিভাবে আপনি আরও আনন্দ সহকারে ও বুদ্ধিপূর্বক ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারবেন বলে মনে করেন?

ইস্রায়েলের পক্ষ হয়ে ঈশ্বর সদাপ্রভু যা যা করেছেন

আসল শ্রবণকারীদের কাছে ঐতিহাসিক গীতগুলো ছিল ইস্রায়েলের পক্ষ হয়ে ঈশ্বর যা করেছেন তার জীবন্ত গল্প বা কাহিনী। এই ঐতিহাসিক গীতগুলো লেখা হয়েছিল পরবর্তী প্রজন্মের কাছে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পৌঁছে দেবার জন্য। বহু প্রতিজ্ঞা যা ঈশ্বর করেছিলেন এবং বিশস্তভাবে প্রতিপালন করেছিলেন, সেই সব প্রতিজ্ঞার প্রতি সেগুলো সম্মান দেখিয়েছে; আবার সেগুলো লোকেদের বিশ্বাসহীনতার কথাও বর্ণনা করে।

কিভাবে ঈশ্বরের লোকেরা প্রতিনিয়ত অতীত থেকে শিক্ষা নিতে ব্যর্থ হয়েছিল সেই দিক বিবেচনা না করে আমরা প্রাচীন ইতিহাস পড়তে পারি না। তারা শুধুমাত্র পাপে নিমজ্জিত হয়ে বারবার ঈশ্বরের খাঁটি বিশ্বস্ততা এবং ক্ষমার বিপক্ষে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। ঈশ্বর আমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য এই গীতগুলো ব্যবহার করতে পারেন যে, কিভাবে আমরাও ঠিক একই কাজ করছি: আল্লাহ্‌র জন্য জীবন-যাপন করার সব ধরনের যুক্তিযুক্ত কারণ থাকলেও, আমরা আল্লাহ্‌ ছাড়া সবকিছুর জন্য বেঁচে থাকাটাকে বেছে নিয়েছি। যদি আমরা "তাঁর ইতিহাসের" দিকে আরও বেশি মনোযোগ দিতাম, তাহলে আমাদের নিজেদের জীবনে এত বেশি ভুল আমরা করতাম না।

এই বিষয়ে বাছাইকৃত ঐতিহাসিক গীতগুলো হল: **৬৮; ৭৮; ৯৫; ১০৫; ১০৬; ১১১; ১১৪; ১৩৫; ১৩৬; ১৪৯**

গীতসংহিতার মধ্যে ‘প্রার্থনা’

প্রার্থনা হল ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের মানবীয় যোগাযোগের মাধ্যম। গীতসংহিতার গীতগুলোকে একরকম প্রার্থনার গানের সংগ্রহ হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। খুব সম্ভবত এই প্রার্থনার সবচেয়ে বড় বিষয় হল এর নির্ভেজাল সততা। যে সমস্ত শব্দবলি গীতে প্রয়োগ করা হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে আমাদের অনুভূতিগুলোকে প্রকাশ করা হয়েছে– সেই অনুভূতিগুলো যেগুলো আমরা অন্য কারো জন্য প্রকাশ করি না কেবল নিজের জন্য প্রকাশ করি। এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কতটুকু গভীর, কতটুকু তাঁকে জানি সেই অনুভূতিগুলো প্রকাশ করা হয়েছে। এই সব গীতগুলোকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রার্থনা হিসাবে ব্যবহার করে আমরা নিজেদের এই শিক্ষাই দেই যে, কিভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে আমরা আমাদের যোগাযোগ রাখতে চাই। আমরা মাঝে মাঝেই ঈশ্বরের কাছে আমাদের সেই সব অনুভূতিগুলো তুলে ধরি যেখানে আমরা মনে করি যে, আমরা তাঁর কাছ থেকে অনেক দয়া, অনুগ্রহ ও ভালবাসা লাভ করেছি, এবং আমরা আমাদের প্রার্থনায় এই আশা ব্যক্ত করি যে, আমরা যেমনটাই হই না কেন তিনি আমাদের রক্ষাকারী ঈশ্বর হয়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন। এসব গীতগুলোকে ব্যবহার করে আমরা যেমন আমাদের অনুভূতিগুলোকে প্রকাশ করি, তেমনি সেখান থেকে আমরা শিখি সততা, খোলা হৃদয়, আন্তরিকতা যা ঈশ্বরের কাছে খুবই মূল্যবান।

নীচে যে গীতগুলো দেওয়া হল তাতে নানা রকম প্রার্থনা রয়েছে, নানা উদাহরণ রয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রার্থনার লেখকগণ নানাভাবে ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেছেন নানা কারণে। আমাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য। আশা করি আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে এসব গীতগুলো ব্যবহার করে নিজেদের আত্মিক জীবন আরও শক্তিশালী করে তুলতে পারব।

প্রার্থনা **গীতগুলোর সংখ্যা**

ঈশ্বরের প্রশংসা করা ১০০; ১১৩; ১১৭
একটি সমাজের ধন্যবাদ দেওয়া ৬৭; ৭৫; ১৩৬
একজন লোকের ব্যক্তিগত ভাবে ধন্যবাদ দেওয়া ১৮; ৩০; ৩২
একটি সমাজের অনুরোধ ৭৯; ৮০; ১২৩
ব্যক্তিগত অনুরোধ ৩; ৫৫; ৮৬
একটি সামাজের দুঃখ প্রকাশ ৪৪; ৭৪; ১৩৭
ব্যক্তিগত দুঃখ প্রকাশ ৫; ৬; ১২০
ক্রোধ ৩৫; ১০৯; ১৪০
স্বীকারোক্তি ৬; ৩২; ৫১
বিশ্বাস ১১; ১৬; ২৩

গীতসংহিতায় 'রাগ' এবং 'প্রতিশোধ'

যারা নতুন নিয়মের শিক্ষা সম্পর্কে পরিচিত তাদেরকে কিছু কিছু গীত ধাক্কা দিয়ে থাকে। গীতসংহিতার লেখকেরা ঈশ্বরের বিচার চাইতে এবং কিভাবে তিনি তাঁর দণ্ড আনবেন সেই বিষয়ে বর্ণনামূলক পরার্মশ দিতে দ্বিধাবোধ করেননি। সম্পষ্টতই, কোন বিষয় নিয়ে ঈশ্বরের সাথে আলোচনা করা অনুপযুক্ত ছিল না, কিন্তু আমাদের উচিত গীতসংহিতায় রাগ এবং প্রতিশোধের বিষয়গুলো এড়িয়ে যাওয়া। রাগ এবং প্রতিশোধের কথাগুলো বুঝতে হলে, আমাদের কয়েকটি জিনিস বুঝতে হবে:

- যে সকল বিচার ও দণ্ড চাওয়া হয়েছে সেগুলো ঈশ্বর ঘটাবেন এবং সেগুলো লেখা হয়েছে ব্যাপক ব্যক্তিগত এবং জাতীয় দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে। লোকেরা নিজেদের হাতে প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষেত্রে অসমর্থ অথবা অনিচ্ছুক তাই ঈশ্বরকে হস্তক্ষেপ করার জন্য বলেছে। যেহেতু আমরা কিছু লোক ব্যক্তিগত অথবা জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক অত্যাচার ভোগ করেছি তাই এই বহিঃপ্রকাশ উপলব্ধি করা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে।
- এই লেখকেরা ঘনিষ্টভাবে ঈশ্বরের বিচার সম্পর্কে সচেতন। তাদের বলা কথাগুলো হচ্ছে গভীরভাবে কল্পনা করা যে, ঈশ্বরের লোকেদের যারা ক্ষতি করেছে তাদের উপর তিনি সেগুলো কিভাবে ঘটতে দিতে পারেন!
- যখন আমরা অন্যায়ভাবে আক্রমনের শিকার হই অথবা অত্যাচার ভোগ করি তখন যদি আমাদের চিন্তাগুলো সাহস করে লিখতে বসি তখন আমরা হয়তো আমাদের প্রতিশোধ নেওয়ার সাহসী ইচ্ছা দেখে নিজেরাই চমকে যাব। আমরা আশ্চর্য হব যে, পুরানো দিনের লোকেদের সাথে আমাদের কত মিল। গীতসংহিতা লেখকদের কাছে কারও শত্রুর জন্য প্রার্থনা করার যীশুর এই আদেশ ছিল না, কিন্তু তা কোথা থেকে তা শুরু করতে হবে তা চিহ্নিত করেছেন। আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে মন্দের বদলে ভাল ফিরিয়ে দিতে, কিন্তু আমরা যদি এই চ্যালেঞ্জের প্রতি সাড়া না দেই, তাহলে আমরা জানতে পারব না যে, অন্যকে ক্ষমা করার জন্য কি পরিমান ঈশ্বরের সাহায্য প্রয়োজন।
- রাগের গীতগুলো এবং প্রতিশোধের গীতগুলোর মধ্যে সহায়ক সাদৃশ্য রয়েছে। "রাগের" গীতগুলো তীব্র এবং জীবন্ত, কিন্তু সেগুলো ঈশ্বরের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। তিনি সাহসের সাথে বলেছেন যে, যখন তিনি তাঁর নিজেদের লোকদের বিপক্ষে যান অথবা ধীরে কাজ করেন তখন তা কতটা হতাশাজনক। যখন এই সব চিন্তা এবং অনুভুতি আন্তরিকতার সাথে প্রকাশ করা হয়, তখন আমরা গীত থেকে জানতে পারি যে, এই অনুভুতির প্রকাশ আসলে ঈশ্বরের বিশ্বস্ততায় পুনরায় নতুন করা আস্থা রাখার পথে চালিত করে। একই জিনিস "প্রতিশোধের" গীতগুলোতেও আশা করা যুক্তসঙ্গত। উদাহরণস্বরূপ গীত ৫৯ এ রাজা শৌলের পশ্চাৎ অনুসরণের জন্য দায়ূদের রাগের বহিঃপ্রকাশ, তবুও আমরা জানি দায়ূদ কখনও শৌলের উপর ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নেন নি। গীতসংহিতার লেখকেরা খোলাখুলি ভাবে তাদের মনের কথা ঈশ্বরের কাছে বলেছেন এই বিশ্বাসে যে, তাদের জন্য যা করণীয় তা যেন ঈশ্বরই ঠিক করেন।

এই বিষয়গুলোকে গুরুত্ব প্রদান করে এমন বাছাইকৃত গীতগুলোর সংখ্যা হচ্ছে: ১০; ২৩; ২৮; ৩৫; ৫৯; ৬৯; ১০৯; ১৩৭; ১৩৯; ১৪০।

দায়ূদের জীবন থেকে নেওয়া গীত

দায়ূদের জীবন থেকে যে সমস্ত গীত রচিত হয়েছে সেরকম ৭০টি গীত গীতসংহিতার মধ্যে রয়েছে। এর মধ্যে ১৪টি গীত তাঁর ব্যক্তি জীবনের বিশেষ ঘটনার সঙ্গে সংযুক্ত। এই গীতগুলোর মধ্য দিয়ে দেখা যায় যে, ঈশ্বরের সঙ্গে দায়ূদের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এই সমস্ত গীতগুলোকেই এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

দায়ূদের জীবনের ঘটনাসমূহ	রেফারেন্স	গীত	ঈশ্বরের বিষয়ে দায়ূদ যা শিখেছিলেন
রাজা শৌল যখন দায়ূদকে হত্যা করার জন্য দায়ূদের ঘরে সৈন্য পাঠিয়েছিলেন।	১ শমূয়েল ১৯ অধ্যায়	৫৯	"হে আমার বল, আমি তোমার অপেক্ষা করবো; কেননা ঈশ্বর আমার উচ্চদুর্গ।"
দায়ূদ যখন শৌলের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন।	১ শমূয়েল ২১	৩৪	"আমি সর্বসমক্ষে সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করবো; তাঁর প্রশংসা নিরন্তর আমার মুখে থাকবে।"
দায়ূদ যখন শৌলের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন।	১ শমূয়েল ২১	৫৬	"যখন আমি ভয় পাই, তখন আমি তোমাতে নির্ভর করবো।"
দায়ূদ যখন অদুল্লমের গুহাতে লুকিয়ে ছিলেন।	১ শমূয়েল ২২	১৪২	"আমি তোমার কাছে কাঁদলাম, হে সদাপ্রভু, আমি বললাম, তুমিই আমার আশ্রয়, তুমি জীবিতদের দেশে আমার অধিকার।"
দোয়েগ ৮৫ জন পুরোহিত ও তাদের পরিবার পরিজনকে হত্যা করেছে এই খবর পাওয়ার পর।	১ শমূয়েল ২২	৫২	"আমার তাড়নাকারীদের থেকে আমাকে নিস্তার কর; কেননা আমার চেয়ে তারা বলবান।"
যখন যিবূষীয়েরা দায়ূদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।	১ শমূয়ল ২৩	৫৪	"দেখ, ঈশ্বর আমার সাহায্যকারী; প্রভু আমার প্রাণরক্ষকদের মধ্যবর্তী।"
যখন দায়ূদ গুহায় লুকিয়ে ছিলেন।	১ শমূয়েল ২৪	৫৭	"তোমার পাখার ছায়ায় আমি আশ্রয় নেব, যে পর্যন্ত এসব দুর্দশা অতীত না হয়।"
ঐন-গদির মরুভূমিতে যখন দায়ূদ লুকিয়ে ছিলেন।	১ শমূয়েল ২৪	৬৩	"আমার প্রাণ পদে পদে তোমার সঙ্গে সঙ্গে চলে; তোমার ডান হাত আমাকে ধরে রাখে।"

দায়ূদের জীবনের ঘটনাসমূহ	রেফারেন্স	গীত	ঈশ্বরের বিষয়ে দায়ূদ যা শিখেছিলেন
যখন শৌল দায়ূদের পেছনে তাড়না করা শেষ করলেন।	২ শমূয়েল ২২	১৮	"সদাপ্রভু আমার শৈল, আমার দুর্গ, ও আমার উদ্ধারকর্তা, আমার ঈশ্বর আমার দৃঢ় শৈল।"
বৈৎশেবার সঙ্গে দায়ূদের ব্যভিচারের পর বিষয়টি নিয়ে যখন তিনি এই বিষয় নিয়ে যখন ঈশ্বরের সম্মুখিন হন।	২ শমূয়েল ১২	৫১	"হে ঈশ্বর আমাতে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ সৃষ্টি কর, আমার অন্তরে সুস্থির আত্মাকে নতুন করে দাও।"
অবশালোমের বিদ্রোহের সময়।	২ শমূয়েল ১৫	৩	"উদ্ধার সদাপ্রভুরই কাছে; তোমার লোকদের উপরে তোমার আশীর্বাদ বর্ষিত হোক।"
অবশালোমের বিদ্রোহের সময়।	২ শমূয়েল ১৫	৭	"হে সদাপ্রভু, আমার ধার্মিকতা ও আমার আন্তরিক সিদ্ধতানুসারে আমার বিচার কর। ধর্মময় ঈশ্বর তো অন্তঃকরণ ও মর্মের পরীক্ষক।"

গীতসংহিতায় যেভাবে ঈশ্বরকে বর্ণনা করা হয়েছে ...

বেশিরভাগ গীত ঈশ্বরের সাথে অথবা তাঁর বিষয়ে কথা বলে। কারণ সেগুলোকে বিভিন্ন সময়ে রচনা করা হয়েছে, যেখানে ঈশ্বরের চরিত্রের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে ঈশ্বরের চরিত্রসমূহের নমুনা দেওয়া হয়েছে, যে নমূনাগুলো সম্পর্কে গীত লেখকেরা বুঝেছেন এবং অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। আপনি যখন এই গীতগুলো পড়বেন, নিজেকে প্রশ্ন করুন যে, ইনিই কি সেই ঈশ্বর যাঁকে আপনি জানেন!

ঈশ্বর হচ্ছেন ...	রেফারেন্স
♦ সর্বজ্ঞানী	গীত ১৩৯
♦ সুন্দর এবং কাম্য	গীত ২৭; ৩৬; ৪৫
♦ সৃষ্টিকর্তা	গীত ৮; ১০৪; ১৪৮
♦ ভাল এবং উদার	গীত ৩৪; ৮১; ১০৭
♦ মহান এবং সার্বভৌম	গীত ৩৩; ৮৯; ৯৬
♦ পবিত্র	গীত ৬৬; ৯৯; ১৪৫
♦ ভালবাসাপূর্ণ এবং বিশ্বস্ত	গীত ২৩; ৪২; ৫১
♦ দয়াবান এবং ক্ষমাকারী	গীত ৩২; ১১১; ১৩০
♦ শক্তিশালী	গীত ৭৬; ৮৯; ৯৩
♦ আইন এবং নির্দেশনা প্রকাশ করতে ইচ্ছুক	গীত ১; ১৯; ১১৯
♦ ধার্মিক এবং ন্যায়বান	গীত ৭১; ৯৭; ১১৩
♦ আত্মা	গীত ১০৪; ১৩৯; ১৪৩

গীতসংহিতায় কোথায় সাহায্য পাওয়া যাবে

যখন আপনি অনুভব করেন ...	যখন আপনি মোকাবিলা করেন ...	যখন আপনি চান ...
ভীত: ৩; ৪; ২৭; ৪৬; ৪৯; ৫৬; ৯১; ১১৮	**নাস্তিক:** ১০, ১৪, ১৯, ৫২, ৫৩, ১১৫	**গ্রহণযোগ্যতা:** ১৩৯
একা: ৯; ১০; ১২; ১৩; ২৭; ৪০; ৪৩	**প্রতিযোগীতা:** ১৩৩	**উত্তর:** ৪, ১৭
পুড়ে যাওয়া: ৬; ৬৩	**সমালোচনা:** ৩৫, ৫৬, ১২০	আস্থা: ৪৬, ৭১
প্রতারিত: ৪১	**বিপদ:** ১১	**সাহস:** ১১, ৪২
বিভ্রান্ত: ১০; ১২; ৭৩	**মৃত্যু:** ৬, ৭১, ৯০	**ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতা:** ৫, ১৬, ২৫, ২৭, ৩৭, ১৩৩
নিরাশ: ২৭; ৩৪; ৪২; ৪৩; ৮৮; ১৪৩	**সিদ্ধান্তসমূহ:** ১, ১১৯	**ক্ষমা:** ৩২, ৩৮, ৪০, ৫১, ৬৯, ৮৬, ১০৩, ১৩০
পীড়িত: ১৩; ২৫; ৩১; ৪০; ১০৭	**বৈষম্য:** ৫৪	**বন্ধুত্ব:** ১৬
গর্বিত: ১৯; ৯৬	**সন্দেহ:** ৩৪, ৩৭, ৯৪	**ধার্মিকতা:** ১৫, ২৫
দোষী: ১৯; ৩২; ৩৮; ৫১	**দুষ্ট লোক:** ১০, ৩৫, ৩৬, ৪৯, ৫২, ১০৯, ১৪০	**পথনির্দেশ:** ১, ৫, ১৫, ১৯, ২৫, ৩২, ৪৮
ঘৃণ্য: ১১	**শত্রুগণ:** ৩, ২৫, ৩৫, ৪১, ৫৬, ৫৯	**সুস্থতা:** ৬, ৪১
অসহিষ্ণু: ১৩; ২৭; ৩৭; ৪০	**ঈশ্বরনিন্দা:** ১৪	**আশা:** ১৬, ১৭, ১৮, ২৩, ২৭
অনিরাপদ: ৩; ৫; ১২; ৯১	**ভণ্ডামি:** ২৬, ২৮, ৪০, ৫০	**নম্রতা:** ১৯, ১৪৭
অপমানিত: ৪১; ৭০	**অসুস্থতা:** ৬, ১৩৯	**আলোকিত:** ১৯
ঈর্ষান্বিত: ৩৭	**মিথ্যা খবর:** ৫, ১২, ১২০	**সততা:** ২৪, ২৫
কাজ ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে: ২৯; ৪৩; ১৪৫	**বার্ধক্য:** ৭১, ৯২	**আনন্দ:** ৯, ১৬, ২৮, ১২৬
হারানো: ২৩; ১৩৯	**নিপীড়ন:** ১, ৩, ৭, ৫৬	**বিচার:** ২, ৭, ১৪, ২৬, ৩৭, ৪৯, ৫৮, ৮২

গীতসংহিতায় কোথায় সাহায্য পাওয়া যাবে

যখন আপনি অনুভব করেন ...	যখন আপনি মোকাবিলা করেন ...	যখন আপনি চান ...
অভিভূত: ২৫; ৬৯; ১৪২	**দারিদ্রতা:** ৯, ১০, ১২	**জ্ঞান:** ২, ৮, ১৮, ১৯, ২৫, ২৯, ৯৭, ১০৩
অনুতপ্ত/দুঃখার্ত: ৩২; ৫১; ৬৬	**শাস্তি:** ৬, ৩৮, ৩৯	**নেতৃত্ব:** ৭২
দাম্ভিক: ১৪; ৩০; ৪৯	**অপবাদ/অপমান:** ৭, ১৫, ৩৫, ৪৩, ১২০	**আশ্চর্য কাজ:** ৬০, ১১১
উদ্দেশ্যহীন: ১৪; ২৫; ৩৯; ৪৯; ৯০	**নৃশংস হত্যা:** ৬, ৪৬, ৮৩	**টাকা-পয়সা:** ১৫, ১৬, ১৭, ৪৯
বিষন্ন: ১৩	**দুঃখ:** ২৩, ৩৪	**শান্তি:** ৩, ৪
আত্ম-বিশ্বাসী: ২৪	**সাফল্য:** ১৮, ১১২, ১২৭, ১২৮	**পরিপ্রেক্ষিত:** ২, ১১
উদ্বিগ্ন: ৪	**প্রলোভন:** ৩৮, ১৪১	**প্রার্থনা:** ৫, ১৭, ২৭, ৬১
ক্লান্ত/দুর্বল: ৬; ১৩; ১৮; ২৮; ৪৯; ৪০; ৮৬		**বিশ্রাম:** ২৩, ২৭
ফাঁদে আটক: ৭; ১৭; ৪২; ৮৮; ১৪২		**উদ্ধার:** ২৬, ৩৭, ৪৯, ১২৬
গুরুত্বহীন: ৮; ৯০; ১৩৯		**স্থিতিশীলতা:** ১১, ৩৩, ৪৬
প্রতিশোধ: ৩; ৭; ১০৯		**সত্যতা প্রতিপাদন:** ৯, ১৪, ২৮, ৩৫, ১০৯
চিন্তিত: ৩৭		**প্রজ্ঞা:** ১, ১৬, ১৯, ৬৪, ১১১
উপাসনাপূর্ণ: ৮; ১৯; ২৭; ২৯; ১৫০